

DATE LABEL

THE ASIATIC SOCIETY

1, Park Street, Calcutta-16

The Book is to be returned on the date last stamped :

Voucher No.	Date	Voucher No.	Date
01057	27 FEB 1980		
13388	77		
.			

ভবানন্দের হরিবংশ

শ্রীসতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত

SL.No- 070218

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচ্যগ্রন্থমালা ॥ ২ ॥

কবি ভকানন্দের হরিবংশ

শ্রীসতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত

Danga 469

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত

সন ১৩৩৯

প্রবাসী প্রেস

১২০১২ আগার সাকুলার রোড, কলিকাতা। শ্রীযাশকচন্দ্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত

এই গ্রন্থের মুদ্রণ-কার্য সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই গ্রন্থ-সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে। মূল গ্রন্থ ও পরিশিষ্টাংশ তিনি মুদ্রিত দেখিয়া যান; ভূমিকা ও শব্দসূচীর প্রকৃৎ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক দেখিয়া দিয়াছেন—এই জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচ্য-গ্রন্থ-প্রকাশক-সমিতির তরফ হইতে তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। মুদ্রণ-কার্য গ্রন্থ-সম্পাদক স্বয়ং সম্পূর্ণ দেখিয়া যাইতে পারেন নাই বলিয়া রাধাগোবিন্দবাবুর সতর্কতা ও শ্রমস্বীকার সত্বেও ঠয়তো এই গ্রন্থে কিছু ভুল থাকিয়া যাইতে পারে, আশা করি পাঠকেরা ত্রুটি মার্জনা করিবেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১লা আষাঢ়, ১৩৩২

}

শ্রীশুশীলকুমার দে

সূচীপত্র

বিষয়-সূচী	..	০—১৭*
গীত-সূচী	...	১/০—১০
ভূমিকা		১০—১৭ ১/০
সাংস্কৃতিক		১৮
মূল	...	১—১৪৬
পরিবিশিষ্ট :—		
টীকা	...	১৪৭—১৬৬
শব্দ-সূচী	...	১৬৭—১৯২

বিষয়-সূচী.

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
১। মঙ্গলাচরণ	১—৮	২০। মথুরার হাটের পথে শ্রীকৃষ্ণের	
২। জনমেজয়ের হবিবংশ-জিজ্ঞাসা	৯—২৮	দান-লীলা	১৯৭২—২২৭৮
৩। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার অবতারেব		২১। দান-লীলা প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক	
প্রয়োজন	২৯—১৮০	গঙ্গা-যমুনার উৎপত্তি-বর্ণন	২২৭৯—২৩৯২
৪। মহাদেব কর্তৃক মদন-ভঙ্গীকরণ	১৮১—৩৬৮	২২। ভগীরথ কর্তৃক গঙ্গার আনয়ন-বর্ণন	২৩৯৩—২৭০১
৫। রতির বিলাপ	৩৬৯—৪৪৭	২৩। ব্রহ্মা হইতে বিশ্বের উৎপত্তি-বর্ণন	২৭০২—৩০৩৫
৬। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার জন্ম ও		২৪। শ্রীরাধার নিকটে শ্রীকৃষ্ণের	
বালা-লীলা	৪৪৮—৪৭৯	বিশ্ব-রূপ প্রকাশ	৩০৩৬—৩০৯৮
৭। যমুনা-তীরে শ্রীরাধার ও শ্রীকৃষ্ণের		২৫। মর্ত্যে গঙ্গার প্রচার-বর্ণন	৩০৯৯—৩২১৬
প্রথম দর্শন ও সম্ভাষণ	৪৮০—৭০৭	২৬। দান-লীলা-অন্তে শ্রীরাধার	
৮। শ্রীরাধার প্রেম-বিবশতা ও সাধনা	৭০৮—৮৫৩	গৃহে আগমন	৩২১৭—৩২৫০
৯। শ্রীকৃষ্ণের নিকট সখীর		২৭। শ্রীরাধার আক্ষেপ ও শ্রীকৃষ্ণের	
সিফল দোষ	৮৫৪—৮৯৩	সাধনা	৩২৫১—৩৪৩৭
১০। শ্রীরাধার বিবাদ ও মূর্ছা	৮৯৪—৯৭৫	২৮। শ্রীরাধা কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের বংশী-হরণ	৩৪৩৮—৩৮৪৪
১১। বড়াইর দৈত্যের সফলতা	৯৭৬—১১৬২	২৯। শ্রীদামেব সহিত মহোদার পরিণয়	৩৮৪৫—৪০০৭
১২। শ্রীরাধার মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের		৩০। শ্রীমতী ও শ্রীরাধার সহিত	
নিশাভিসার	১১৬৩—১২০৮	শ্রীকৃষ্ণেব বিলাস	৪০০৮—৪১৪৩
১৩। শ্রীরাধার আশ্রিত্য ও শ্রীকৃষ্ণের		৩১। ক্রীড়াচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণের অস্তর্দানে	
অনুগমন	১২০৯—১৩২৬	শ্রীরাধার আক্ষেপ	৪১৪৪—৪৪২৯
১৪। শ্রীরাধা-কৃষ্ণের বিলাস	১৩২৭—১৪২২	৩২। শ্রীরাধার বিরহোৎকর্ষ	৪৪৩০—৪৫০৫
১৫। শ্রীরাধার আত্মনিবেদন ও		৩৩। যশোদার নিকট শ্রীরাধার	
শ্রীকৃষ্ণের সাধনা	১৪২৩—১৫১৮	কৃত্রিম অভিযোগ	৪৫০৬—৪৫৫০
১৬। সখীর সহিত শ্রীরাধার যমুনা-তীরে		৩৪। আশ্রানের গৃহে প্রত্যাগমন ও	
গমন ও হাস্য-কৌতুক	১৫১৯—১৫৭৩	কৃষ্ণাভিগত্য	৪৫৫১—৪৭৬৭
১৭। নন্দী ও শান্তদী কর্তৃক		৩৫। আশ্রান কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের নিকট	
শ্রীরাধার লাহনার	১৫৭৪—১৬৮৫	শ্রীরাধাকে প্রেরণ	৪৭৬৮—৪৯৯০
১৮। বড়াই কর্তৃক শ্রীরাধার লাহনার		৩৬। শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক ব্রজ-গোপীগণের	
প্রতিকার	১৬৮৬—১৭৬৪	বন্ধ-হরণ	৪৯৯১—৫১৯৪
১৯। শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক শ্রীরাধার নন্দী ও		৩৭। শ্রীকৃষ্ণের ছলে রজনীতে	
শান্তদীর শান্তি-বিধান	১৭৬৫—১৯৭১	গোষ্ঠে অবস্থান	৫১৯৫—৫২৩৯

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
৩৮। শ্রীকৃষ্ণের সহিত রজনীতে	.	৫২। হরিবংশের রহস্য-কথন	৭৩৫৪—৭৩৯৩
ব্রজ-গোপীদিগের বিলাস	৫২৪০—৫৪৫৪	৫৩। 'নন্দ' প্রভৃতির শ্রীকৃষ্ণ বিনা	.
৩৯। শ্রীরাধার আক্ষেপ-অমুরাগ	৫৪৫৫—৫৫২২	প্রত্যাগমন	৭৩৯৪—৭৪৫১
৪০। ব্রজ-গোপীগণের বিরহ	৫৫২৩—৫৬৫০	৫৪। শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণকে স্বপ্নে দর্শন	৭৪৫২—৭৫১০
৪১। শ্রীকৃষ্ণের গৃহে আগমন ও	.	৫৫। উদ্ধব-সংবাদ	৭৫১১—৭৭২৩
অপরাক্ষে নগর-ভ্রমণ	৫৬৫১—৫৭৪৫	৫৬। কৃষ্ণ-শোকে মধুকর-নামক পিকেব	.
৪২। শ্রীরাধার দৈবাবধি মনস্তাপ	৫৭৪৬—৫৮১০	প্রাণ-তাগ	৭৭২৪—৭৯১৭
৪৩। বড়াইর দোষে শ্রীকৃষ্ণ ও	.	৫৭। শ্রীরাধার ষট-ঋতু-কালোচিত বিরহ	৭৯১৮—৮১১৯
শ্রীরাধার যুমনা-তীরে মিলন	৫৮১১—৫৯২৭	৫৮। সখী-সংবাদ	৮১২০—৮৩০৪
৪৪। আয়ানের গৃহে শ্রীকৃষ্ণের নিমন্ত্রণ ও	.	৫৯। উদ্ধব-কর্তৃক শ্রীরাধার দ্বারকায়	.
রাজি-বাণন	৫৯২৮—৬৩১০	আনয়ন	৮৩০৫—৮৪৭২
৪৫। ব্রজ-গোপগণ কর্তৃক শ্রীরাধা-কৃষ্ণের	.	৬০। শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার	.
পূজা ও হোরি-কীড়া	৬৩১১—৬৬২৭	দ্বারকায় সাক্ষাৎকার	৮৪৭৩—৮৫৫২
৪৬। শ্রীকৃষ্ণকে কংস-বক্ষে নেওয়ার জন্তে	.	৬১। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে শ্রীরাধার লীনতা	৮৫৫৩—৮৬৪৬
অক্রুরের আগমন	৬৬২৮—৬৬৯৩		—
৪৭। শ্রীরাধার ভাবী-বিরহ	৬৬৯৪—৭০৯৯		
৪৮। যশোদার নিকট শ্রীকৃষ্ণের বিদায়	৭১০০—৭১৬৯		
৪৯। শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় গমন	৭১৭০—৭১৯১		
৫০। শ্রীকৃষ্ণ-গমনে ব্রজের দুর্দশা	৭১৯২—৭২৫৫		
৫১। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে শ্রীরাধার বিলাপ	৭২৫৬—৭২৫৩		

[প্রাক্ষিপ্ত—ভবানন্দের রচিত]

১। যুগবতী-কন্যার উপাখ্যান ও উহার	.
অন্তর্গত বর্কর-বাখান	পরিশিষ্ট ৬৪২—১১০৫
২। তুলসীর উপাখ্যান	,, ১৫১৯—১৯৭০

গীত-সূচী .

গীত	পঙ্ক্তি	গীত .	পঙ্ক্তি
অথনেও মধু-পূরে	৮১০২—৮১১৭	কান্দে বিরহিণী রাধা কোকিলার স্বরে	৬৮৮৮—৬৮৯৭
অথনে জননিলু বন্ধু	৬৭৭৪—৬৭৮৭	কান্দে শশি-মুখী রাধা	৮০৪১—৮০৫০
অথনে দারুণ বন্ধু .	৭২৮৫—৮০০২	কালী বন্ধুর ভাবে	৭৭৮—৭২৬
অভাজন পুত্র-বধু	১৬৩২—১৬৪২	কালী হের রে	৫৬১১—৫৬২৮
আইস বন্ধু রাতুল	৬২৯৮—৭০১৭	কি আল সহি কায়	৪৪৭৮—৪৪৯৭
আইস রে সোনার বন্ধু	১১৮৭—১১২৪	কি ক্ষেণে আইলু ঘাটে	২১৩০—২১৪৫
আজি তোমার বন্ধুরে দেখিলু	৫২২০—৫৩১২	কি ক্ষেণে হইল দেখা	৪৭৮৬—৪৮০৪
আমারে খাইতে বন্ধু	৪৬৫৪—৪৬৭৩	কি বোলিমু আরে নাথ	৩৩৭৮—৩৩৮৯
আমারে বোল কালী	৪৮০৫—৪৮২৬	কুসুম-বিকাশ হের	১৪০১—১৪২২
আমি আর বোলিব বা কারে	৪২৭৬—৪২৮৫	কেনে কুক্ষেণে মুই	৫২৬৫—৫২৮৩
আরে আরে বন্ধু ভাল	৩৭৬৩—৩৭৭৪	কেনে গেলা নীপ-তক-মূলে	৩৭২৩—৩৭৪৩
আবে মোর প্রাণ-বন্ধু	৪৭৭৬—৪৭৮৫	কেনে পরিহর বন্ধু	৬২১৮—৬২২৮
আবে মরু ছোর ছুখে	৭১৪২—৭১৬১	কেনে পুছ মোরে বন্ধু	৪৮৪২—৪৮৫৮
আরে শোক ভাবি	৩৬২—৪০৩	কেনে বোল বাধা তুমি	৩৩১৩—৩৩২৪
আর্জে সোনার বন্ধু কি বোলিমু	৪৮৮৩—৪৯০১	কমতে বকিমু ঋতু	৮০১৭—৮০৩০
আরে সোনার বন্ধু সহজে	৫৪৭৪—৫৪৯৪	খানিক রহ রূপ দেখি	৪৪০২—৪৪২১
আল বউ কেনে মজাইলে	১২১০—১২২৭	খোয়াবীর বন্ধু কেনে ডাক	৫৪৫৪—৫৪৭৩
আল বড়ি নাগর লক্ষ্মী .	৪৩৬৯—৪৩৮৪	গোপীনাথ মরম	৬৭৫৫—৬৭৭৩
আল রাই মোর কথা	৫৮৮২—৫৯০৭	গোবিন্দ হে নিবেদন	৬৭৮৮—৬৮০২
আল রাধা মুররি	৩৮১৫—৩৮৩২	গোবিন্দ হে ভাল সে	৫৪২৪—৫৫১১
আল সাথি চন্দ্র-মুখি	৫২৬—৬০৫	চল চল রে নিলজ কালী	৬৬০—৬৭৩
আহা রে পরাণ-বন্ধু	৭২৬৫—৭২৭৪	ভক্ত-মূলে আল সহি	৪৩৮৫—৪৪০১
উদ্ধব কেমনে রহিব	৭৬২৫—৭৬৩৯	তুমি ত বিনোদ কাহ্ন	১১৭৯—১১৮৬
এড়িয়া না ঘাইও বন্ধু	৬৮০৩—৬৮১২	তুমি সে স্বস্তি মোর	৮১৬—৮২৯
এত করিলু মুই	৬৮০২—৬৮৪৩	তোমা বিনে আন নাহি	৪২৮৬—৪২৯৭
এ মত না জানিরে বন্ধু	৪২০৫—৪২১৪	তোর পসার নামাও দেখি	২০৪৮—২০৯১
এহি দেখু এহি দেখ	৫৭২৭—৫৭৪৫	তোর লাগি বেড়াই	৪২৬৬—৪২৭৫
কর অবধান বন্ধু	৩৩৬৮—৩৩৭৭	দেখ নব-জলধর-অঙ্গ	৪৩৫৮—৪৩৬৮
কহ কহ প্রাণ-সই	৮৩৩৫—৮৩৫০	না বোল না বোল কাহ্নাই	৫৮৪—৫৯৫
কান্দে বিরহিণী রাধা করিয়া ককণ	৭৪৩২—৭৪৪১	নাথর বন্ধু কি আর বোলিমু	৩৭৪৪—৩৭৬২

গীত	পঙ্ক্তি	গীত	পঙ্ক্তি
নাগর বন্ধু তুমি নি রে	৪২৩৭—৪২৪৭	রে নন্দ-দুলালিয়া	৭১১৬—৭১৪১
পরম স্নাগর তুমি	৩৩৪৯—২৩৬৭	শিরে ত পসার লৈয়া	১২৮৩—১২৮৩
পরাণ বন্ধু কি স্থখে রহিমু	৬৮৪৪—৬৮৬২	শুনি হরি দারুণ কন	৮১২০—৮২০৮
শিরিতের আগুন	৭২৮৬—৭২৯৫	শ্রাম নগর স্বরূপে কহ	৪০৪৪—৪০৫৪
প্রভাত-সময় রতি	৪০৯৭—৪১১৫	শ্রাম বন্ধু আরে বন্ধু	৫৫১২—৫৫২২
প্রাণ-নাথ বোলি রে তোমারে	১৪৫৩—১৪৬৬	শ্রাম বন্ধু কালা রে	৪২৫৫—৪২৭২
প্রাণ-বন্ধু মথুরাতে	৬৮৬৩—৬৮৮৭	সই গ পরাণ বিদরে	৭২৫৬—৭২৬৫
প্রাণ বন্ধু হে দয়া কর	৫৫৬৬—৫৫৮৪	সই হোর ল স্তন তুমি	২১৪৬—২১৬৪
প্রাণ-সই বিরহের কাহিনী	৭৫৬—৭৭৭	সদে মোর কেহ নাহি	৪২২৭—৪২৩৬
প্রাণের উদ্ধব কত বা কহিমু	৭৬১৫—৭৬২৪	সজনি সই আপনা খোয়াইতে	৭২৬৬—৭২৮১
প্রাণের উদ্ধব বন্ধুতে কহিও	৭৬৮২—৭৭০৫	সজনি সই এহি নি	১৫৫৪—১৫৭৩
প্রাণের উদ্ধব স্তন	৭৬৪৮—৭৬৬৩	সজনি সই কাহুরে	৭২২৬—৭৩১১
বড় ছুখে বন্ধু বোলোঁ	১৩৫১—১৩৬২	সজনি সই কেমনে রহিমু	৭২৭—৮১৫
বড়াই কালা কি করিল	৫৮৫২—৫৮৭০	সোনার বন্ধু আরে নাগর	৪২১৬—৪২৩৪
বড়াই হোর গ স্তন	৯৩২—৯৬৩	অপনে যমুনা গিয়া	৭৪৮২—৭৪৮৮
বন্ধু কাহাই কহ নিশি	৪০৫৫—৪০৭৪	অরূপে কহিবা বন্ধু	৬৭৪৫—৬৭৫৫
বন্ধু বাণী রাখ	৬৮২৮—৬৮১৬	হের রে কদম্ব-তরু	৪১৮২—৪২০৪
বন্ধুর ভাবে আতি কুল	১৭৮২—১৮০৩	হের রে কালাচান্দ	৬৮১৩—৬৮৩১
বন্ধু ভাবে সুরিতে সুরিতে মুই	৫৮০১—৫৮১০	হের রে চিকণ-কালা	২০২২—২১১২
বন্ধুর ভাবে সুরিতে সুরিতে মৈলু	৫৭৫৮—৫৭৭৬	হের রে গোপী-নাথ	৬২২৮—৬২৪২
বুঢ়ী বোলে পুত্র-বধু	৩২৬৮—৩২৮৫	হের রে নবীন-জলধর	৬২৮২—৬২৯৮
ভয় ভেজ কুরঙ্গ-নয়নি	২১২০—২১২২	হের রে নিরুপ-গৃহের মাঝে	১৩৩২—১৩৫০
ভালে রে আবির্ভবে থেলে	৬৪৭৪—৬৪৮৩	হের ল বেদনি সই	১৫১২—১৫২২
ভুবন-মোহন-বেশে	৩২২—৩৪৬	হের ল যশোদা	৪৫১০—৪২০৪
মরে না গ দারুণ বুঢ়ী	৩২৮৬—৪০০১	হের ল সজনি সই	৭৪৮০—৭৪৮২
মুই না পাইলু বোড়া	৪২১৫—৪২২৬	হের স্ত্রাজন নাতিন	১০২০—১১০৮
মুই বড়ি আকুলী	৪৪৩৩—৪৪৪৩	হোর রে কোলাচান্দ	৮০৬১—৮০৮০
মোর কেহ নাহি বন্ধু	৪২৪৮—৪২৬৫	হোর রে কোকিলা	৭৮০৬—৭৮৪১
মোহিনী স্মরী	২৮৭—৩০৬	হোর রে নন্দের স্ত	২৮৮—১০১৭
যশোদা বোলয়ে রাখা	৪৫২২—৪৫৪৪	হোর রে পরশ-মণি	৭২২৪—৭২৩৮
যামিনী হইল অবসান	১৪৪৩—১৪৫২	হোর ল বিনোদিনি	৬২২—৭০৭
রাঙ্গা-পদে কত নিবেদিত	৬২০৮—৬২১৭	(প্রাক্ষিপ্ত—ভবানন্দের রচিত)	
রাখা ল রাখা	৫৫৩৩—৫৫৫২	সামীর চরণ ধরি কাম্যে বৃন্দা (পরিশিষ্ট)	১৮৬৩—১২০২

ভূমিকা .

[পুথির বিবরণ]

• যে পুথি-গুলি অবলম্বন করিয়া ভবানন্দের এই 'হরি-বংশ' কাব্য-খানি সম্পাদিত হইয়াছে, প্রথমেই সে-গুলির একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। আমরা এই পুথি-গুলিকে যথা-ক্রমে ক, খ, গ, ঘ, ঙ ও ছ-পুথি নামে উল্লেখ করিব। পাদ-টীকার পাঠান্তরে সংক্ষেপের জন্যে 'ক-পুথি', 'খ-পুথি' ইত্যাদি নামের পরিবর্তে শুধু ক, খ, ইত্যাদি অক্ষর দ্বারাই পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

প্রায় আট দশ বৎসর আগে পাবনার সরকারী উর্কাল বঙ্গবর রায় প্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী বাহাদুরের সৌজন্যে আমরা ক-পুথি খানা প্রাপ্ত হই। তিনি পাবনা জেলার কোনও গ্রাম হইতে এই পুথিখানা উদ্ধার করিয়া আনিয়া,

• উহার সন্ধ্যাবহার করার জন্য আমাদিগকে প্রদান করেন। পুথি-খানা শেষ-ভাগে খণ্ডিত;

ক-পুথি তা ছাড়া উহাতে ৩৪৭ হইতে ১০৪৫ পর্যন্ত পঙ্কজ-যুক্ত পত্র-গুলি নাই, কিন্তু উহার স্থলে 'ভবানী দাস' ভণিতা-যুক্ত 'দান-বণ্ড' ও 'নৌকা-খণ্ড' পালার কয়েক-খানা পত্র পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য যে, এই প্রাক্ষিপ্ত অংশের সহিত ভবানন্দের হরিবংশের আগের ও শেষের রচনাব মিল নাই। এই পত্র-গুলির লিপি-কার সে পৃথক ব্যক্তি, লেখা দেখিয়াই স্পষ্ট বুঝা যায়। কোনও কারণে ক-পুথিব উক্ত পাতাগুলি হারাইয়া থাকিয়া পুথির মালিক বোধ হয় গোঁজা-মিল দেওয়ার উদ্দেশ্যে ভবানী দাসের উক্ত পালার কয়েকখানা পাতা উহার স্থলে রাখিয়াছেন। যাহা হউক ক-পুথির আরম্ভের দিকেই কয়েকখানা পাতার অভাব দেখিতে পাইয়াই আমরা নানা স্থানে হরিবংশ পুথির অপর প্রতিলিপির অমূল্যদানে প্রবৃত্ত হই এবং কয়েক মাস পরে কুমিল্লার কোর্ট অব ওয়ার্ডের অল্পতম ম্যানেজার ও কুমিল্লার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের শাখার উৎসাহী সম্পাদক অধুনা স্বর্গ-গত বঙ্গবর অমূল্য চন্দ্র রায় বি, এ, মহাশয়ের সৌজন্যে কিছু দিনের জন্য খ-পুথি খানাও প্রাপ্ত হইয়া উহার সাহায্যে হরিবংশ পুথির খণ্ডিত অংশের পাঠোদ্ধার করিতে পারিয়া গত ১৩২৮ সালের ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যায় 'ঢাকা-রিভিউ ও সন্মিলন' পত্রিকায় ভবানন্দের হরিবংশ-কাব্যের একটা বিস্তৃত আলোচনা করিতে আরম্ভ করি। ইহার অল্প পরেই উক্ত পত্রিকা খানার প্রচার বন্ধ হওয়ায়, আমাদের ঐ আলোচনা অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই; তাই ১৩৩১ সালের চৈত্র মাসে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সন্মিলনের ষোড়শ অধিবেশনে "পূর্ব বঙ্গের কবি-শ্রেষ্ঠ ভবানন্দের হরি-বংশ" নামে একটা প্রবন্ধ পাঠ করি এবং উহাতে সংক্ষেপে ভবানন্দের সম্পূর্ণ গ্রন্থ-খানার আখ্যান-বস্তু ও কবিত্বের পরিচয় দেই। উক্ত প্রবন্ধ ১৩৩২ সালের "সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা"র ১ম সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছে। এ স্থলে ইহা বলিলে অপ্ৰাসঙ্গিক হইবে না যে, আমাদের এই আলোচনার ফলে ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথি-সংগ্রহ-সমিতির স্থযোগ্য সম্পাদক বঙ্গবর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টাচার্য্য এম, এ, মহাশয়ের দৃষ্টি ভবানন্দের হরি-বংশের উপর আকৃষ্ট হওয়ায় প্রধানতঃ তাঁহারই অসাধারণ উদ্যোগ ও চেষ্টার ফলে, অল্পান্ত্র বহু দুশ্পাণ্য ও উৎকৃষ্ট পুথির সহিত ভবানন্দের হরি-বংশের গ, ঘ, ঙ ও ছ-পুথি সংগৃহীত হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, এই পুথিগুলি সংগৃহীত না হইলে, কেবল খণ্ডিত ক ও খ-পুথির সাহায্যে কোন প্রকারেই হরিবংশের এক-টা প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশের কার্যে হস্তক্ষেপ করা সম্ভবপর হইত না।

ক-পুথি-খানার শেষ অংশ খণ্ডিত, হুতরাং পুথির শেষে লেখক ও লিপি-কালের উল্লেখ নাই; কিন্তু পুথির মধ্যে

চারিটি স্থানে পুথির অন্ততম লেখক কৃষ্ণমঙ্গল চন্দ্রেরও দুই স্থানে লিপি-কালের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এই পুথিখানি নানা জনের লিখিত ; যিনি যত টুকু লিখিয়াছেন, তিনিই উহার শেষে নিজের নাম, কোনও স্থলে নিজের নাম ধাম সংযোজিত করিয়াছেন। সর্ব্বত্রই ‘স্বাক্ষর মিদং’ বা ‘সয়স্কর মিদং’ লিখিয়া নাম লিখা হইয়াছে। এ ভাবে আমরা ২৪ পত্রের শেষে গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা, ২৩ ও ১১৭ পত্রের শেষে পঞ্চানন শর্মা নাম পাইয়াছি। ইহা ছাড়া ৬৪ পত্রের শেষে ‘প্রশস্তান’ দেবের, ৮৩ পত্রের শেষে বিজয়রাম চন্দ্রের, ১০৪ পত্রের শেষে কন্দর্পনারায়ণ দত্তের, ১১২ পত্রের শেষে শিবরাম ঘোষের, ১৩৫ পত্রের শেষে টেকচন্দ্র দেবের নাম পাইয়াছি ; কিন্তু ইহার কেহই ‘সয়স্কর মিদং’ বলিয়া নিজের লেখার প্রমাণ দেন নাই, সুতরাং ইহার সকলেই কিছু কিছু করিয়া এই পুথি নকল করিয়াছেন কিংবা ভবানন্দের হবিবংশ পুথি-খানার সহিত নিজদের নাম চির-অবগীষ্য করার উদ্দেশ্যেই পুথিতে নিজ-নাম সম্মিলিত করিয়াছেন অথবা করাইয়াছেন, তাহা নিশ্চিত জানা যায় নাই। ইহাদিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি পুথির লেখক তাহা হস্তাক্ষরের তুলনা-মূলক আলোচনা দ্বারা স্থির করা অসম্ভব না হইলেও, সন্দেহ করিয়া বিশেষ কোনও ফল হইবে না বলিয়া, আমরা সে সম্বন্ধে দ্রুত আলোচনা কবি নাই ; তবে পুথির বিভিন্ন হস্তাক্ষর দ্বারা বুঝা গিয়াছে যে, ইহাদিগের মধ্যে অন্ততঃ কৃষ্ণমঙ্গল চন্দ্র, গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা ও পঞ্চানন শর্মা এই পুথিখানার নকল করিয়াছিলেন। পুথির অধিকাংশ লেখাই কৃষ্ণমঙ্গল চন্দ্রের। তিনি ৭৩ পত্রেই শেষে পুথির মালিক ও তাঁহার নিজের পরিচয় দিয়া লিখিয়াছেন—“স্বাক্ষর পুথক পঞ্চানন বাগচী পরগণা বাজু চম্প চাকলে ভাওরিয়া সাকিলে কুমরলি গ্রাম সয়স্কর শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল চন্দ্র সাং নসরত সাহি।” ১২৮ পত্রের শেষে চন্দ্র মহাশয় ‘সাং নসরত সাহি’ কথাটাকে আবও স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন—“পরগণা নসরত সাহি উবফে যুসজ গাদি উজান চাকলে আগীয়া মোজ্জে বিফান্দপী’। বস্তুতঃ এই ‘নসরত সাহি’ যে স্বস্ব পরগণারই নামান্তর তাহা ১১৭ পত্রের শেষে পঞ্চানন শর্মা ‘মো বিসকান্দনী পং নসহত সাহি উরফে যুসজ’—লেখা হইতেও জানা যায়। ক-পুথির মালিক পঞ্চানন বাগচী মহাশয়ের নিবাস ‘বাজু’ পরগণার ‘কুমরলি’ গ্রাম যে কোথায় ছিল, আমরা নিশ্চিত বলিতে পারি না ; তবে পাবনার জেলায় ‘সোনাবাজু’-নামে একটা পরগণা ও কমলি নামে গ্রাম আছে। ক-পুথি খানা পাবনার জেলারই একে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের গৃহে পাওয়া গিয়াছে ; সুতরাং পুথির মালিক পঞ্চানন বাগচী পাবনার অধিবাসী হওয়াই সম্ভব বোধ হয়। বাগচী মহাশয় বোধ হয় এক জন সম্পত্তি শালী ব্যক্তি ছিলেন, কৃষ্ণমঙ্গল চন্দ্র বোধ হয় তাঁহার এক জন খুশ্নবিশ্ব কণ্ঠস্বর ছিলেন ; তাই তিনি হরিবংশের নকল করিতে যাওয়া তাঁহার বন্ধি-সরকারের অনেক বৈষয়িক বিবরণও পুথির পাতার পাশে লিখিয়া রাখিয়াছেন ; যথা—৬৭ পৃষ্ঠার শেষে ‘এহি দিবস চারি জন রামানন্দী আসীছিল,’ ৭১ পৃষ্ঠার শেষে ‘এহি দিবস ভৈরবদশী উপবাসের সঙ্গ’, ৮৫ পৃষ্ঠার শেষে ‘এহি দিবস দুর্গারাম বিশ্বাষের পর ফৈরাদ হয় গঙ্গাবাম প্যায়া (অস্পষ্ট) ইত্যাদি। এই-রূপ সংক্ষিপ্ত রোজ-নামচা হইতে বিশেষ প্রয়োজনীয় কথাও পাওয়া গিয়াছে, যথা—(৭২ পত্রের শেষে) ‘মাহে মাঘ ২৭ তারিখ মঙ্গলবার ভৈরবদশী উপবাস’ এবং (১৩৩ পত্রের শেষে) ‘সয়স্কর মিদং শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল চন্দ্র সন ১১৭৮ পরগণা সরহ মাহে ফাল্গুন ৩ তারিখ যুগবার অর্দ্ধগ্রহর রাতিকালে এহি পাতটী লিখিলাম ইতি’। ৭১, ৭২ ও ১৩৩ পত্রের শেষে লিপিত এই রোজ-নামচা হইতে নিঃসন্দেহে জানা যায় যে, ভৈরব একাদশীর সংঘের দিন হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী ৩৭ ফাল্গুনের অর্দ্ধ-রাত্র সময় পর্যন্ত ক-পুথির খানার ৭১—১৩৩ পাতগুলি লিখিত হইয়াছিল। ২৭শে মাঘ ভৈরব একাদশী হওয়ার অবশ্যই ২৬শে মাঘ একাদশীর সংঘ হইয়াছিল ; ২৬শে মাঘ সোমবার হইতে ৩৭ ফাল্গুন সোমবার পর্যন্ত আট দিন সময়ের মধ্যে ক-পুথির ৬২টী পাতা নকল করিতে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৮ খানা পাতা লিখিতে হইয়াছিল। একজন খুশ্নবিশ্ব শুধু পুথি-লেখার কার্যে ব্যাপৃত থাকিলে ইহা অসম্ভব নহে। চন্দ্র মহাশয়কে

যে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত খাটিয়া এ কার্য এ ভাবে সমাধা করিতে হইয়াছিল, তাঁহার উদ্ধৃত লেখা হইতেই জানা গিয়াছে। এই কথাটা লইয়া এত-টা আলোচনা করার উদ্দেশ্য এই যে এই পুঁথি-খানা নানা-প্রকাৰেই অশ্রদ্ধা পুণ্ডল হইতে বিশেষতঃ-পূর্ণ। এই বিশেষত্বগুলি যে কি, তাহা ক্রমে প্রকাশ পাইবে। এ স্থলে সংক্ষেপে কেবল ইহাই বক্তব্য যে, চন্দ মহাশয় স্বপ্ন পবননার অধিবাসী হইলেও দীর্ঘকাল চাকরী বাপদেশে পাবনায় থাকার জন্যেই হউক কিংবা অধুনা তাঁহার বিলুপ্ত আদর্শ পুঁথিখানি পাবনাব পুঁথি বলিয়াই হউক,—এই ক পুঁথি বর্ণ-বিন্যাসে পাবনাব জেলার বিশেষত্ব লক্ষিত হয়। পাবনা পূর্ব-বঙ্গ ও পশ্চিম-বঙ্গেই প্রায় মধ্যবর্তী হইলেও, অনেক শব্দের উচ্চারণ বিশেষতঃ অস্বাভাবিক উচ্চারণ বিষয়ে পশ্চিম-বঙ্গেই অধিকতর নিকটবর্তী। তন্নিম্ন নদীয়ার বৈষ্ণব-ধর্মের প্রবাহ ও বৈষ্ণব-কবির পদাবলীর প্রভাব বহু দিন পূর্বে পাবনায় যতটা বিস্তৃত হইতে পারিয়াছিল, অস্বপ্ন পূর্ববঙ্গে ততটা পারে নাই। এ জন্যই আমরা ক পুঁথি পাঠেও কবিত্বের প্রকৃষ্ট গীতে পাবনাব জেলার উচ্চারণের যে বিশেষত্ব ও বৈষ্ণব-পদাবলীর প্রভাব যেমন দেখিতে পাই, অন্যান্য পুঁথি-গুলিতে তেমন দেখা যায় না।

ক-পুঁথির প্রধান গুণ এই যে, উহার লিপি-কার জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের মত কবি ও পণ্ডিত ছিলেন না, আবার নিতান্ত গণ্ডমূর্থও ছিলেন না। তর্কালঙ্কারের মত দোষজ্ঞ ও বসন্ত পণ্ডিত হইলে তিনি সম্ভবতঃ তাঁহার আদর্শ পুঁথি অশ্রদ্ধা বা অশ্রদ্ধাভায়ে রচনার উপর নিজেব ক্রটিই ফলাইতে খাটেন; উহাতে কাব্যের অপকম বা উৎকর্ষ বাহাই হউক না কেন, কাব্য-খানার মৌলিকতা ও অকৃত্রিমতা যে বতল-পরিমাণে বিনষ্ট হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের আলোচ্য পুঁথিগুলির মধ্যে সর্বাঙ্গের প্রাচীন, সুবাসিত ও স্বন্দর হস্তাক্ষর-স্বত্ব গ-পুঁথি-খানা অথবা উহার আদর্শ-পুঁথি এইরূপ এক জয়গোপালের হাতে পড়িয়া উহার মৌলিকতা ও অকৃত্রিমতার যে কি অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা গ-পুঁথির আলোচনা প্রসঙ্গেই দেখা যাইবে। গ্রন্থের বিষয় যে, চন্দ মহাশয়ের হাতে পড়িয়া ক-পুঁথি খানার সেরূপ অবস্থাস্থব ঘটে নাই, অথচ আদর্শ পুঁথি যথেষ্ট মৌলিকতা ও বসন্ততা থাকা সত্ত্বেও বর্ণ-জ্ঞান-হীন ও অসহক লিপি-কারের হাতে পড়িলে, নকলে সে-ই ভ্রম প্রমাদ ঘটিয়া থাকে, ক-পুঁথিতে সেরূপ ভ্রম-প্রমাদও ঘটে নাই। আমাদের আলোচ্য গ-পুঁথি খানাই লিপি-কারের অসতর্কতার উত্তম দৃষ্টান্ত। গ-পুঁথির পাঠ অধিকাংশ স্থলেই সর্বাঙ্গের অধিক নিচর যোগা হইলেও, উহাতে লিপি-কারের অনবধানতাজনিত ভুল যত অধিক পাওয়া গিয়াছে, এরূপ অন্য পুঁথিতে নহে।

ক-পুঁথির প্রধান দোষ, উহা খণ্ডিত; ইহা ব্যতীত অল্প উহার কাগজ খুব জীর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং লেখাও অনেক স্থলেই অপাঠ্য হইয়া পড়িয়াছে। অন্যান্য পুঁথি, বিশেষতঃ সৌন্দর্য্যস্বত্ব ও গ-পুঁথির সাহায্য ব্যতীত, যেমন ক পুঁথি দেখিয়া হরিবংশের সম্পাদন সম্ভবপর হইত না, সেরূপ ক পুঁথির সাহায্য ব্যতীতও এই সংস্করণটা নিতান্তই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত; কেন না, এই সংস্করণের কয়েকটা স্বন্দর অথচ গাঢ়ি পালা ক-পুঁথি ছাড়া অন্য কোনও পুঁথিতেই পাওয়া যায় নাই। আমরা যথা-স্থলে এই পালা-গুলির এবং ক, গ, গ ও গ-পুঁথির প্রসিদ্ধ পালা-গুলির সম্বন্ধে আলোচনা করিব। ক-পুঁথি-খানা এখন ঢাকা-বিখ্য বিদ্যালয়েই প্রদত্ত হইয়াছে।

আলোচ্য গ-পুঁথি খান; বঙ্গ-সাহিত্য-পরিষদের কুমিল্লা-শাখার সংগৃহীত পুঁথি। পাঠ ভুলনার জন্য

গ-পুঁথি

উহা কিছু দিন আমাদের নিকটে রাখিয়া, কখনো আনরা শাখা-পরিষৎকে ফেরত দিয়াছি। এখন ঐ পুঁথি আমাদের নিকট না থাকায়, সম্পূর্ণ

পুঁথি-খানা একজন লিপি-কারের হস্তাক্ষর কি না, বলিতে পারিলাম না। ঐ পুঁথির শেষে লিখিত আছে—

“লিখিতঃ শ্রীবলরাম দাসজন্ম শুভমস্ব শকাব্দ ১৭৩০ শক ইতি সন ১২১৮ ত্রিপুরা পুণ্ডক শ্রীরামকান্ত
প্রণবে মিহিরকুল মোঁ রাজাপাড় তারিখ ৩০ আশ্বিন শুক্লাবার।” গ-পুঁথির ও গ-পুঁথির সহিত এই

খ-পুথি খানার সাদৃশ্য সম্পষ্ট। খ-পুথি বর্তমান সময়ে আমাদের নিকটে না থাকিলেও উহার প্রকৃষ্ট অংশ ব্যতীত অবশিষ্ট সকল অংশেরই পাঠান্তর আমাদের লিখিত ক পুথির প্রতিলিপির পার্শ্বে নোট করা রহিয়াছে; উহা হইতেই খ পুথির পাঠান্তর প্রদর্শিত হইল। খ পুথি-খানা খুব জীর্ণ হইয়াছে; ইহার ১ পঙ্ক্তি হইতে ৩৬ পঙ্ক্তি পর্যন্ত অংশ খণ্ডিত। ইহা ছাড়াও মাঝে মাঝে অনেক শ্লোক বা শ্লোকাংশ ছিন্ন বা অপাঠ্য হইয়া গিয়াছে। ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা হইতে সংগৃহীত ঘ-পুথি ও শ্রীহট্ট হইতে সংগৃহীত ছ-পুথির অনেক অংশের, বিশেষতঃ প্রকৃষ্ট অংশের, সহিত আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দর্শনে—এই তিন জেলার তিনখানা পুথিই যে মূলে এক জাতীয় আদর্শ-পুথির প্রতিলিপি আমরা এরূপ অনুমান না করিয়া পারি নাই।

আলোচ্য গ-পুথিখানা সর্বাপেক্ষা প্রাচীন, প্রবক্ষিত ও স্থলিখিত। এই পুথির শেষে লিখিত আছে—“নিজ পুস্তক শ্রীভবদেব সর্ধনঃ হস্থ অক্ষর শ্রীহরপ্রভ দেব দাস অস্ত্র ইতি সন ১০৯৬ সাল
গ-পুথি
মাছে ২১ আশ্বিন রোজ সাং মোক্ষে বতরি। সাং পং কুরস মোং বেতকাছি।

জথা দৃষ্টং তথা লখীতং লেকক নাস্তি দুসকং। রবিবার।” এই পুথি-খানার আগা-গোড়া এই হরবল্লভ দেব দাসের লিখিত। “স্মৃতাং মত হস্তাক্ষর; কোথাও একটু কাটা-ছেঁড়া নাই। সমগ্র গ্রন্থের একটা শব্দও অস্পষ্ট বা অপাঠ্য নহে। হরবল্লভ নিজের উপাধি ‘দেব দাস’ লিখিয়াছেন। অনেক ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব নিজের উপাধি স্থলে ‘দাস’ শব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকেন, স্মৃতবাং এই ‘দেব দাস’ শব্দ দেব-শর্ত্তার সমানার্থকও হইতে পারে। সে কালে ভাষা-রচনার বহু-শব্দের দিকে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত দিগেরও দৃকপাত ছিল না স্মৃতবাং সেই হিসাবে হরবল্লভের লেখায় অশ্রদ্ধা প্রাচীন পুথির মত অসংখ্য বানান-ভুল থাকা মোটেই বিচিত্র ছিল না; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে হরিবংশ পুথির নকলে তিনি প্রশংসনীয় বর্ণ জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন; অথচ যেখানে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের বানান-ভুল করার কথা নহে, তেমন দুই ছত্র সংস্কৃত লিখিতে যাইয়াও তিনি ‘দাসস্ত্র’ স্থলে ‘দাস অস্ত্র’ ইত্যাদির মত কতক গুলি হাস্য-জনক বানান-ভুল করিয়া ফেলিয়াছেন। এরূপ আপাত-বিরুদ্ধ ঘটনার কাৎন্য বোধ হয় ইহাই হইবে যে, তিনি পুথি নকল করিতে যাইয়া সভ্যই ‘যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং’ এই সমীচীন-নীতিব অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহার আদর্শ পুথি-খানা নিশ্চিতই একজন বর্ণ-জ্ঞান-সম্পন্ন পণ্ডিত-ব্যক্তির লেখা ছিল, তাই নকলে তেমন ভুল দেখা যায় না, কিন্তু সংস্কৃতটা তিনি নিজে না লিখিয়া পাবেন নাই, স্মৃতবাং সেখানে তাঁহার শোচনীয় অজ্ঞতাই বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ঘ-পুথির সহিত মিলাইয়া গ-পুথির কিয়দংশ পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে যে, ঘ-পুথির পাঠ ঘেথানেই অপ্রচলিত, স্মৃতবাং দুরূহ প্রাচীন শব্দ-পূর্ণ বা হীন-মিলন—দুই বিবেচিত হইয়াছে, সেখানেই গ পুথিতে তৎস্থলে পরিবর্তিত ও সংশোধিত পাঠ প্রদত্ত হইয়াছে। এইরূপ পাঠ-পরিবর্তন ও পাঠ সংশোধন কাজটা এখন আমাদের বিবেচনার নিতান্ত অসম্ভব হইলেও এক সময়ে গ্রন্থের প্রচার-সৌকর্য্যের জন্য উহা একান্ত আবশ্যিক স্মৃতবাং প্রশংসনীয় কার্য্য বলিয়াই গণ্য হইত। সে যাহা হউক, এরূপ পরিবর্তন ও সংশোধন যে পণ্ডিত ব্যতীত সাধারণ লিপি-কারের কার্য্য নহে—ইহা বলা বাহুল্য। হরবল্লভের মত অপণ্ডিত লিপি-কারের পক্ষে এরূপ পরিবর্তন, সংশোধন ও নূতন পালার সংযোজন যে সম্পূর্ণ অসম্ভব—ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। স্মৃতবাং গ-পুথি খানার লিপি-কাল বাক্সালা ১০৯৬ সাল হওয়ায়, উহারও পূর্বে যে ভবানন্দের হরিবংশে এই পরিবর্তন ও সংশোধন সাধিত হইয়াছিল, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। এই পুথি-খানাও ঘ ও চ-পুথির মত ময়মনসিংহ হইতেই পাওয়া গিয়াছে। একই জেলার একখানা বৃহৎ পুথিতে গ ও ঘ-পুথির ভাষ্য বৈষ্ণব সূচক পাঠান্তর ও প্রকৃষ্ট পালার সংযোজন হইতে যে কত কাল গত হইয়াছিল, তাহা নিশ্চিত বলা অসম্ভব। ভবানন্দের রচনার পরিবর্তন ও সংশোধন যিনিই করিয়া থাকুন—তিনি যে ভবানন্দের সম-কক্ষ পণ্ডিত, রসজ্ঞ বা কবি ছিলেন না, তিনি যে অনেক স্থলেই পণ্ডিতস্বত্ত্বা হেতু শিব গড়িতে যাইয়া বানর গড়িয়া বসিয়াছেন, বাহারা আদ্যোপান্ত পাঠান্তর মিলাইয়া হরিবংশ গ্রন্থখানা পাঠ

কবিবেন, তাহা বা ইহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। যে সময়ে মুজা-যজ্ঞের প্রচাৰ ছিল না এবং শিক্ষা বিস্তারেরও নিতান্ত অভাব বর্তমান ছিল, যে সময়ে ভগবান্দের প্রাচীন-তর বচনা লোকের নিকট অপ্রচলিত শব্দ ও বচনা-বীতি দ্বারা পূর্ণ বলিয়া দৃক্‌হ ও কিকিং অল্পপাদেয় বিবেচিত হইয়া ঐরূপ পরিবর্তন ও সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতে অনান এক শতক গঠ হইয়াছিল, একপ অমুমান কবিলে, 'আমাদের বিবেচনায় কিছু মাত্র অসম্ভব হইবে না। সুতরাং গ-পুথিব পাঠের এই পরিবর্তন ও সংশোধন দ্বাৰা, ভবানন্দের হরিবংশেব অজ্ঞাত বচনা-কাল যে, ১০৯৬ সালের অন্ততঃ এক শতক পূর্বে অর্থাৎ বর্তমান সময়ের আন্দাজ ৩৫০ বৎসর পূর্বে স্থিৎ করিতে হইবে, ইহাও এক রকম প্রমাণিত হইতেছে। ভবানন্দের গ্রন্থে বচনাব কাল কিংবা তাহার জন্ম-স্থানের কোনও উল্লেখ নাই। পুথি গুণি লিপি-কাল ও তাহার বচনা-গত আভ্যন্তরীণ প্রমাণ দ্বাৰাই তাহার দেশ ও কাল স্থির করিতে হইবে। আমবা যথা-স্থানে সেই আভ্যন্তরীণ প্রমাণেব বিষয় আলোচনা করিব। এখানে প্রসঙ্গ-কমে ইহাই বক্তব্য যে, যদ্যও গুরুত্বপূর্ণ কাৰণে আমবা প্রাচীনতম গ-পুথিব পাঠের উপব অশাস্ত্ররূপ নিবব করিতে পারি নাই, কিন্তু ভবানন্দের দেশ ও কাল-নির্ণয়ে ও আলোচ্য পুথিব ভাষা পরিবর্তনের দ্বাৰা গ-পুথি হইতে যে অননুশাস্যারণ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহা আমাদিগকে স্বত্ত্ব স্বীকার কবিতে হইবে। যদি গ-পুথি খানা পাওয়া না যায়, তাহা হইলে কাকি পুথিগুণি দেখিয়া ভবানন্দের হরিবংশ বচনাব কাল গ-পুথিব লিপি-কালের কিঞ্চৎ পূর্বে অর্থাৎ বর্তমান সময়ের আন্দাজ দুই শত বৎসর পূর্বে স্থিৎ না কবিয়', তাহাকে এত প্রাচীন স্থির করাব কোনও বিশেষ হেতু দেখা যায় ন।

আলোচ্য গ-পুথি-খানা দেখিয়া, উত্তাব আগা-গোড়া এক জনের হাতের লেখা মনে হয়। উহাব শেষে

ঘ-পুথি

লিখিত আছে—“শুভমস্ত শকাব্দা ১৬৬৪ সন ১১৫০ পঞ্চাশ

(অ) খ বৈশাখ অস্য ১৮ আঠার দিবস জাঠিতে রবিবার দিবসে দিবা আড়াই

প্রহঃ গতে যুক পক্ষে ত্রিংশো পক্ষমিতে পুষ্টক সমাপ্ত। জগা দুঃ তথা লিখিতঃ লেখকঃ নাস্তি দোসকঃ চিমদ্যাপী বন্দেভগ্ন মুনিনাথ বতিভ্রমঃ॥ তপে কুমুড়িয়া পবণে আলাপ নিঃ সবকার বাজুহাণ জাগরী ও খালিগা নবাব শ্রীযুত আলাবির্দী খা জমিদার বেসবালত শ্রীযুত হরিরাম আচাৰ্য্য চৌধুরি। স্বাক্ষর মিদঃ শ্রীদেবিদাস দত্ত তথা শ্রীশ্রাম রাম দত্ত সাকীমে দত্তবাড়ী মোকাম শ্রীচণ্ডি মণ্ডপ গৃহ ইতি বকা(কী)য় শ্রীকালচান্দ দাশস্ত্র। দেবিদাস দত্ত সে কি জুন্য তাম রাম দত্তের নাম-উল্লেখ করিয়াছেন বুলিতে পারি নাই। আমরা লিপি-বিদ্যার বিশেষজ্ঞ নহি, সুতরাং কোনও বিশেষজ্ঞের বিচারে এই পুথি-খানিতে ছুই ব্যক্তির হস্তাক্ষর আবিষ্কৃত হইলেও বিশ্বাস হইব না। পুথি-লেখক দেবিদাসই হউন কিংবা দেবিদাস ও শ্রামরাম উভয়েই হউন তাহারা কেহই পণ্ডিত ছিলেন না। পুথি লেখকের অসতর্কতা হেতু উদ্ধৃত অংশের ‘হবরাম’ বা ‘হরিরাম’ নামের স্থলে ‘হরাম-বৎ অক্ষর-পাঠের দৃষ্টান্ত ঘ-পুথিতে অসংখ্য পাওয়া যায়। অবশ্য অন্য পুথির সাহায্যে এইরূপ অনিচ্ছাকৃত ভুলগুলি সংশোধন করিয়া লওয়া যায় বলিয়া, আমবা পাঠান্তরে এরূপ অক্ষর-পতনের ভুল প্রদর্শিত করি নাই। এরূপ অনিচ্ছাকৃত ভুল ছাড়া অজ্ঞতা-জনিত শব্দের বিকৃত বর্ণ-নিয়মের ভুলও ঘ-পুথিতে সামান্য নহে। ঐ রূপ শব্দের বানান-ভুল প্রদর্শিত করা আমাদের উদ্দেশ্যের বহির্ভূত বলিয়া, পাঠান্তরে উহাও উপেক্ষিত হইয়াছে এবং কেবল ভাষা-তত্ত্বের আলোচনার অনুরূপ শব্দের বিশেষজ্ঞ গুলিই প্রদর্শিত হইয়াছে। ঘ-পুথির প্রধান গুণ এই যে, উহাতে হরিবংশের প্রাচীন ও মৌলিক পাঠ যত অধিক পাওয়া গিয়াছে, এরূপ আর কোথাও নহে। অনেক সন্দেহ স্থলের এক-মাত্র সমীমাংসা আমরা কেবল এই পুথি হইতেই পাওয়াছি। সুতরাং আমাদিগের বিবেচনায় পুথি-খানা প্রাচীনত্বের হিসাবে ঐতর্য স্থানীয় হইলেও, হরিবংশেব উহাই সর্বাপেক্ষা নিতর-যোগ্য পুথি বটে। কিন্তু ইহাতেও এরূপ কয়েকটি প্রক্ষিপ্ত অংশ পাওয়া গিয়াছে, যাহা কোন রূপেই হরিবংশেব

মৌলিক অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে নাই। যথা-স্থানে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে। ঘ-পুথির প্রথম পাতা খানি ছিন্ন; উহার এক পৃষ্ঠায় কোনও লেখা নাই; দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ছয়টি লাইনে হরিবংশের প্রথম ছয়টি শ্লোক ও সপ্তম শ্লোকের ‘জন্মজয়ের স্থানে’ কোন অংশ পর্য্যন্ত লেখা ছিল; পাতাটি ছিড়িয়া যাওয়ায় উহার একটা শ্লোকও সম্পূর্ণ পড়া যায় না; কিন্তু কোন পঙ্ক্তি বা পঙ্ক্তির অংশ বেশ পড়া যায়।

আলোচ্য চ-পুথিখানাও ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে। উহার শেষে লিখিত আছে—

চ-পুথি

সন ১২২৭ সন সাক্ষর শ্রীকৃষ্ণকান্ত শর্ম্মণঃ সা’ দুর্বার পরগণে আপলাপ সিংহ

মোকাম ভারখানি গ্রামে আলফ গৃ বেল। এক প্রহর সময়ে সমাপ্ত হইল ইতি।

যথা দৃষ্ট তথা লিখিতং। এ পুথির প্রথম এক পাত চিরিয়া গীয়াছে মতে লিখিতে পারিলাম না। তারিখ ১১ই বৈশাখ ৥” এই পুথিতে আরম্ভের ছয়টি সম্পূর্ণ শ্লোক ও ৭ম শ্লোকের ‘জন্মজয়ের স্থানে’ পর্য্যন্ত অংশ নাই, সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, আদর্শ পুথির প্রথম পাতা খানিতে ঐ কয়েকটি শ্লোক ছিল, পাতা খানি ছিড়িয়া যাওয়ায়, চ-পুথিতে উহার প্রতিলিপি করা যাইতে পারে নাই। ঘ-পুথির প্রথম পাতা খানিতেও ঠিক এই কয়েকটি শ্লোক ও শ্লোকাংশ না থাকায় সম্ভবতঃ ঘ-পুথি খানাই চ-পুথির আদর্শ হইবে মনে করিয়া দুই খানা পুথি ভাল করিয়া মিলাইয়া দেখা গেল যে, উভয় পুথিই সম্পূর্ণ এক রূপ; কিছু-মাত্র পার্থক্য নাই। সুতরাং নিশ্চয়োক্তন বলিয়া পাঠান্তরে চ-পুথির উল্লেখ করা হয় নাই। ঘ-পুথি খানার অনেক স্থান জীর্ণ হইয়া যাওয়ায়, যেখানে কোনও অক্ষর বা শব্দ পড়া যায় নাই, আমরা সেখানেই অগত্যা ৭৭ বৎসরের পরবর্তী প্রতিলিপি চ-পুথির সাহায্যে ঘ-পুথির অপাঠ্য অক্ষর বা শব্দ স্থির করিতে বাধ্য হইয়াছি। সুতরাং এই হিসাবে চ-পুথি খানাও আমাদের অনেক আনুকূল্য করিয়াছে। চ-পুথি-খানায় কাগজ ও লেখা, এখন পর্য্যন্ত বেশ ভাল অবস্থায় আছে। আশ্চর্য্যের বিষয় গ-পুথিখানা ইহারও ১৩১ বৎসর পূর্ব্বের লিখিত হইলেও কাগজ, কালি ও যন্ত্রের গুণে সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক চ-পুথির মতই উত্তম অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে।

আলোচ্য চ-পুথি খানা শ্রীহট্ট হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। পুথি খানা হস্ত-প্রস্তুত কাগজে (Hand-made Paper) লিখিত। উহার শেষে লিখিত আছে; “জ্যৈষ্ঠে মাসি কৃষ্ণ পক্ষে একাদশি তিথৌ মঙ্গল বাসরে অলঙ্কেত চতুর্বিংশতি দণ্ডতে লিখিতাস সমাপ্ত। শ্রী স্বধেব দেব দাস সুঅক্ষর লিখনমিদং

ছ-পুথি

নিজাক্ত প্রানং শ্রীভবানন্দ দাস বৈঃ ইতি সন ১২০০ সনের মাঘে ২ জ্যৈষ্ঠ পরগণে

সাইস্তানগর। হোপার সরকার শ্রীহট্ট মোজ্জে হুসেনপুর রোজ ৥ ভ্রম বোধি হৈয়া যদি অক্ষরের

থাকে বিদ্যানের হস্তে গেলে উদ্ধারিব তাকে ৥” আমাদের হরিবংশের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতের কার্য্য শেষ হওয়ার পরে আমরা এই পুথি-খানি পাইয়াছি। সুতরাং পাঠান্তরে ইহার পাঠ উদ্ধৃত করিতে পারি নাই। কেবল দুই চারিটা সন্দিক্ত স্থলে এই পুথির সাহায্যে প্রামাণিক পাঠ স্থির করিতে পারায় সেই স্থলেই ছ-পুথির উল্লেখ করা হইয়াছে। ছ-পুথি-খান অনেক অংশে ব ও ঘ পুথির অনুরূপ। ইহার বর্ণবিন্যাসে ও শব্দ-রূপে শ্রীহট্ট অঞ্চলের প্রাদেশিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই পুথির সাহায্যেও আমরা যে বিশেষ প্রয়োজনীয় অথচ সন্দিক্ত দুই চারিটা শব্দের বা শ্লোকের প্রকৃত রূপ ও অর্থ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহা যথা-স্থানে আলোচিত হইবে।

উপরে পুথিগুলির যে বিবরণ প্রদত্ত হইল, উহার পোষকতায় দুই চারিটা করিয়া দৃষ্টান্ত দেখাইলে

পুথির তুলনা

পুথিগুলির প্রকৃতি ও বিশেষত্ব বুঝিতে যথেষ্ট সুবিধা হইবে মনে করিয়া,

আমরা এখানে কয়েকটা উদাহরণ উদ্ধৃত করিব।

প্রথমেই ক-পুথির পানবার জেলার কতকগুলি প্রাদেশিকতার দৃষ্টান্ত দেখুন।

(১) ৪৮ পঙক্তির 'প্রগতি-পূর্বক করি কহিলা তখনে' স্থলে ক-পুথির পাঠ—'প্রগতি-পূর্বক করি বুলিল তখনে'; '৫২ পঙক্তির 'কিঞ্চিৎ হাসিয়া কহে মধুর বচন' স্থলে ক-পুথির পাঠ 'কিঞ্চিৎ হাসিয়া, প্রভু বুলিলা তখন'। 'বুলিল' ও 'বুলিলু' শব্দের স্থলে ত্রীকৃষ্ণ-কীর্তন গ্রন্থে প্রায় ৪০-৫০ টি স্থানে 'বুলিল, বুলিল, 'বুলিলো' রূপান্তর আছে, কুত্ৰাপি 'বলিল' 'বোলিল' বা 'বোলিলু' নাই; কৃষ্ণ কীর্তনের আদি জন্ম-ভূমি বাঁকড়া বা বীরভূমে 'বোল' ধাতুর ও-কারের স্থলে উ-কার করার প্রবণতা আছে কি না, জানি না; কিন্তু উত্তর-বঙ্গের অনেক স্থানের জায় পাবনার উহা একটা বিশেষত্ব বটে। ময়মনসিংহ ও কুমিল্লার জেলায় একটা প্রসিদ্ধ বিশেষত্ব এই যে, সেখানে সাধারণতঃ ও-কার উ-কারের মত এবং উ-কার ও-কারের মত উচ্চারিত হয়। এজন্ত ঢাকার জেলার অধিবাসীরা "মোলা-ক্ষেতে গেছে চুর, চোলে ধৈরা তুল" এই হাস্য-জনক বিজ্ঞপ বাক্য আওড়াইয়া ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও ত্রিহট্টের লোকদিগকে বিজ্ঞপ করিয়া থাকে। ময়মনসিংহের গ, ও চ পুথিতে এবং ত্রিহট্টের চ-পুথিতে এজন্তই 'তোমার' স্থলে 'তুমার' 'কোন' স্থলে 'কুন', 'কুপিত' স্থলে 'কোপিত', 'হুজ্জি (শুজ্জি) স্থলে 'সুজ্জি' (অথাৎ 'শোজ্জি'), 'মোর' স্থলে 'মর', বলুক স্থলে 'বোলোক' ইত্যাদির মত দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যায়। কিন্তু 'বোলে' স্থলে 'বুলে' প্রয়োগ আমরা এই পুথিগুলিতে খুব কমই পাইয়াছি; অথচ পুরোক্ত প্রাদেশিকতার অস্ত্রে 'বোল' স্থলে ঐ সকল পুথিতে 'বুল' পাওয়াই অধিক সম্ভব-পর ছিল। ইহার একমাত্র কারণ ইহাই মনে হয় যে, আধুনিক 'বল' ধাতু প্রাকৃত 'গোল' ধাতু হইতে উদ্ভূত, সুতরাং প্রাচীন পুথিতে প্রায় সর্বত্র 'বোল' রূপেই দৃষ্ট হয়। এই পুথি-গুলি লেখার সময় পর্য্যন্ত বঙ্গ-দেশের নানা স্থানে, এমন কি, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা প্রভৃতি অঞ্চলে পর্য্যন্ত 'বোল' রূপটা অপ্রচলিত হয় নাই। এ জন্ত এই পুথিগুলিতে আমরা অনেক স্থলেই 'বলে' ধাতুর স্থলে 'বোলে' ধাতুর ব্যবহার দেখিতে পাই। অস্ত্রান্ত স্থানের আধুনিক পুথির 'ভায়, 'বনে' 'বলিল' ইত্যাদি রূপও আছে; কচিং ছই এক স্থানে 'বুলে' প্রয়োগও আছে কিন্তু মোটের উপর অধিক প্রাচীন গ ও ঘ-পুথিতে অধিকাংশ স্থলে 'বোলে'ই দেপা যায়। পুরোক্ত প্রাদেশিকতার প্রভাবেও এই 'বোলে' যে বেশীর ভাগেই 'বুলে' রূপে পরিণত হয় নাই, উহার দ্বিবিধ কৃময় মনে হয়। ১ম কারণ, 'বোলে' ক্রমে 'বলে' পরিণত হইতেছিল; সুতরাং ও-কারের স্থলে উ-কাব করার প্রবণতার অধিক স্বযোগ ঘটে নাই; যে সামান্য স্বযোগ ঘটয়াছিল, উহার ফলেই আমরা প্রাচীনতম গ-পুথিতে 'বোলে' ও 'বলে' রূপের পাশা-পাশি ছই একটা 'বুলে' রূপও দেখিতে পাইতেছি। ২য় কারণ বাঙ্গালায় 'সঙ্করণ' বা 'মুরিয়া বেড়ান' অর্থে একটা 'বুল' ধাতুরও প্রচুর প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—

'গলাইতে নারে হংস বুলে শূন্ত ভরে' শূ' পু'

'তীর সঙ্গে নাচি বুলে প্রভু নিত্যানন্দ' চৈ' চ'

'ভিক্ষা মাগি বুলে ঘরে ঘর' কবি' ক'

'সকল ফুলে ভরসা বুলে কি তার আপন পর।' জা'

সাধ্য অল্পসারে ঝগাট এড়াইবার দিকে ভাষার একটা বাঙালিক প্রবৃত্তি আছে। 'বোলে' শব্দের পরিবর্তে 'বুলে' প্রচলিত হইলে 'তীর সঙ্গে নাচি বুলে' ও 'ভিক্ষা মাগি বুলে' ইত্যাদির মত বাক্যে 'বুলে' শব্দ-টা যে কোন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, প্রকৃত না দেখিয়া এবং চিন্তা করিয়া তাহা বুঝা অসম্ভব হয়; এ জন্তই উত্তর-বঙ্গের কোনও কোনও স্থানের গ্রাম্য কথ্যভাষা ব্যতীত বলার অর্থে 'বুল' ধাতুর ব্যবহার খুব কম দেপা যায়। উত্তর-বঙ্গ, পাবনা প্রভৃতির গ্রাম্য ভাষায় এবং ত্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে 'বোল' স্থলে 'বুল' ব্যবহারের কারণ কিন্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মৈথিল ও বাঙ্গালী ভাষায় 'এ'-কার ও 'ও'-কারের উচ্চারণ সংস্কৃত ও হিন্দীর জায় সর্বত্র গুরু নহে; মৈথিল ও বাঙ্গালায় 'এ'-কার ও 'ও'-কারের ব্রহ্ম উচ্চারণও দেখায় যায়। ব্রহ্ম 'এ'-কার ও 'ও'-কারের সহিত 'ই'-কার ও 'উ'-কারের অধিক নৈকট্য থাকায় ব্রহ্ম ও-কার প্রকাশার্থে 'উ'-কারের প্রয়োগ অস্বাভাবিক নহে।

(২) ক-পুথির আর এক প্রধান বিশেষত্ব অনুনাসিক উচ্চারণের অসঙ্গত প্রবণতা। ‘হইয়া’ ‘যাইয়া’ ‘খাইয়া’ ‘পাইয়া’ ইত্যাদি শব্দের পবিবর্তে, ‘হয়া’ ‘যায়া’ ‘হঞা’ ‘যাঞা’ ইত্যাদির মত প্রয়োগ কেবল ক-পুথিতেই পাওয়া গিয়াছে। সর্বত্রই যে ‘হইয়া’ বা ‘হৈয়া’ স্থলে ‘হঞা’ আছে, তাহা নহে; তবে অনেক স্থলে ঐক্য সামান্যনিকরূপ দেখা যায়। এরূপ বৈষম্যের কারণ অস্পষ্ট হইয়াছে যে ক-পুথির আদর্শ পুথি থানিতে সর্বত্রই ‘হইয়া’ বা ‘হৈয়া’ রূপ ছিল। ক পুথির লিপি-কার কোন কোন স্থলে প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া যেমন দেখিয়াছেন তেমনই লিখিয়াছেন, কিন্তু কোন কোন স্থলে তাঁহার অজ্ঞানসারেই তাঁহার স্পর্শবিচিত ‘হয়া’ ‘হঞা’ ইত্যাদি রূপ গুলি লেখনীর মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। আমরা ক-পুথির বিবরণে ৮৫ পৃষ্ঠার শেষে লিখিত সে রোজ-নামচা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে আছে ‘হুগারাম বিশ্বাসেব পর ফৈবাদ হয়া’ ইত্যাদি। বস্তুতঃ ‘হইয়া’ বা ‘হৈয়া’ স্থলে ‘হয়া’ (উচ্চারণ হয় বা হঞা) শব্দের ব্যবহার পাবনার গ্রাম্য ভাষার সাধারণ নিয়ম। লেখক এখানে অসতর্কতার জন্তে চন্দ্র-বিন্দু দিতে ভুলিয়া গিয়াছেন কিন্তু ‘হয়া’ ‘যায়া’ ইত্যাদি শব্দের উচ্চারণ সর্বদা ‘হয়া’ ‘যায়া’ ইত্যাদি বৃত্তিতে হইবে। ক-পুথিতে ‘হঞা’ ‘যাঞা’ ইত্যাদি রূপ অনেক আছে। পুথিগুলির এরূপ প্রাদেশিকতার প্রদর্শন করিতে হইলে, উহা দ্বারা একটা বিবট গ্রন্থ পূর্ণ করা যাইতে পারিত, কিন্তু উহা নিম্নপ্রয়োজন এবং ভূমিকায় এ সকল কথাই আলোচনা করিলেই ভাষা-তত্ত্বাসুস্থিৎ পাঠকদিগের প্রলোভন সিদ্ধ হইবে বলিয়া আমরা এ সকল বৈষম্য পাঠান্তরে না দেখাইয়া, ভূমিকায় সে সম্বন্ধে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। প্রসঙ্গ-ক্রমে এখানে ইহাও বলা আবশ্যক যে, পশ্চিম-বঙ্গের পরবর্তী সময়ের ‘হয়া’ ‘যায়া’ ইত্যাদির ভ্রান্ত প্রয়োগ আমরা এই পুথিগুলিতে যুজাপি পাই নাই। এখন বক্তব্য এই যে, পদ্যে অনেক সময়েই ‘হইয়া’ ‘যাইয়া’ ‘খাইয়া’ প্রভৃতি তিন অক্ষরের শব্দ গুলিকে ছন্দেব জগ্ন দুই অক্ষরের শব্দ গণ্য করা আবশ্যক হয়। হবিবংশ হইতেই ইহার কয়েকটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে,—

“তোমাব সহিতে যাইতে মোর লাগে ভয়” ২০ পঙ্ক্তি

“ভয় পাইয়া প্রাণী সবে বোলে নারায়ণ” ২৩৭ পং

“সান্তিয়া পাঠাইল যম আপনাব পুরে” ২৭৩ পং

“রাধার সত্য রক্ষা পাইল সেই ত কারণ” ৪৭৬ পং

ছন্দোবিৎ পাঠকদিগকে বলিতে হইবে না যে, উদ্ধৃত স্থল-গুলিতে ‘যাইতে’ ‘পাইয়া’ ও ‘পাইল’ শব্দ-গুলিকে ‘যাতো’ ‘পায়া’ ও ‘পাল্য’ রূপ দুই অক্ষর ও ‘পাঠাইল’ শব্দকে ‘পাটাল্য’—রূপ তিন অক্ষর রূপে না পড়িলে পয়ার ছন্দের মাত্রা ও যতির রক্ষিত হয় না। পরবর্তী প্রাচীন কবি ভাবতচন্দ্র প্রভৃতি এরূপ স্থলে ‘যাইতে’ ‘পাইয়া’ ইত্যাদির পরিবর্তে ‘যাতো’ ‘পায়া’ ইত্যাদি লিখিয়াছেন; কিন্তু উহা দ্বারা ‘যাতো’ ‘পায়া’ ইত্যাদি শব্দের প্রকৃত উচ্চারণটা প্রকাশ পাইয়াছে এরূপ বলা যায় না। প্রাচীনতর বাঙ্গালা কাব্যে প্রায়ই এইরূপ বর্ণ-বিশ্রাস—পদ্ধতি দৃষ্ট হয় না। সেখানে ‘যাইতে’ ‘পাইয়া’ ইত্যাদি শব্দগুলি প্রয়োজনের অনুরোধে কখনও দুই অক্ষর রূপে, কখনও বা তিন অক্ষর রূপে পঠিত হইয়া থাকে; এ জন্য ‘যায়া’ ‘পায়া’ ইত্যাদির ন্যায় একটা অভূত সংক্লেবের প্রয়োজন হয় নাই। ‘যাইতে’, ‘পাইয়া’ ইত্যাদি শব্দের ‘ই’ অক্ষরের স্পষ্ট ও স্বতন্ত্র উচ্চারণ না করিয়া উহাকে আত্ম বর্ণের সহিত এক-যোগে হসন্ত ‘ই’ রূপে উচ্চারিত করিলেই ‘যাইতে’ ‘পাইয়া’ ইত্যাদি শব্দগুলি দুই অক্ষর বা দুই মাত্রার শব্দ হইয়া পড়ে এবং উহা দ্বারা পয়ারের ছন্দের কোনও ক্ষতি হয় না। পক্ষান্তরে “নিত্যর পাইল তাতে আমার কারণ” (১১৮ পং) “কুপিত হইলা রাজা না করিলা দয়া” (১১৫ পং) ইত্যাদির মত স্থলে ‘পাইল’ ‘হইলা’ ও ‘করিলা’ শব্দগুলি তিন-অক্ষর-বিশিষ্ট হওয়া আবশ্যক বলিয়া ঐ সকল শব্দের মধ্য-গত ‘ই’ অক্ষর স্বতন্ত্র ও স্পষ্ট-ভাবে উচ্চারিত করিতে হইবে। ‘হইলা’, ‘করিলা’ ‘হইবে’ ইত্যাদি শব্দের

সংক্ষিপ্ত রূপ প্রকাশ করার জন্য 'হৈলা' 'কৈলা' 'হৈব' ইত্যাদি রূপ পূর্ব-বঙ্গ ও পশ্চিম-বঙ্গ—সকল স্থানের পুথিতেই 'হুলভ বটে'। 'কবিয়া', 'মরিয়া' ইত্যাদি প্রাচীন রূপেব সংক্ষিপ্ত উচ্চারণেব প্রকাশ জন্যে কোন কোন প্রাচীন পুথির সম্পাদক 'কৈরা' 'মৈরা' ইত্যাদি রূপও ব্যবহৃত কবিয়া থাকেন, কিন্তু 'বাইয়া' 'পাইয়া' 'যাইয়া' 'হইয়া' 'পুইয়া' প্রভৃতি বহু-সংখ্যক শব্দেবই এরূপ 'ঐ'-কারের যোগে সংক্ষেপ করার উপায় না থাকায়, অনেকেই এ সকল কৃত্রিম-সঙ্কেতের কোনও প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না। বস্তুতঃ 'ঐ' কারের এই দ্বিবিধ উচ্চারণ প্রাচীন গ্রন্থেব পাঠকদিগের এতই সুপরিচিত যে, এ জন্য তাঁহাদিগকে কখনও আক্ষেপ দাঁবতে শুনা যায় নাই। তথাপি এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য যে এ সম্বন্ধে সঙ্গর একটা সুবিধা জনক সঙ্কেত প্রচলিত হইলে অভিজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ, সকল প্রকার পাঠকেবই যথেষ্ট সুবিধা হইতে পারিত। পশ্চিম-বঙ্গেব প্রাচীন-সাহিত্যে বিশেষতঃ পলাবণী-সাহিত্যে অনেক স্থলেই 'খাঞা' 'বাঞা' 'যাঞা' ইত্যাদি রূপ 'হয়্যা' 'যায়্যা' 'পায়্যা' ইত্যাদিবিব পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে দেখা যায়। প্রকৃত পক্ষেই তৎতৎ প্রদেশে সে কালে ঐ শব্দগুলির অমুনাসিক উচ্চারণ প্রচলিত ছিল, অথবা উহা 'খায়া' 'যায়া' ইত্যাদিবিব মত সাক্ষতিক রূপভাবেই ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা এখন বলা কঠিন; যাহা ইউক ক-পুথিবি 'খাঞা' 'যাঞা' ইত্যাদি রূপগুলি পাবনা জেলায় লেখা গায় না ইউক কথা তাহাও আজ পর্য্যন্তও প্রচলিত থাকায়, ক-পুথিবি লেখক যে অনেক স্থলেই পুরোক্ত সংক্ষিপ্ত রূপ প্রকাশেব প্রয়োজনে সে গুলির ব্যবহার কবিয়াছেন তাহা ঐ প্রয়োগেব বিকল্পতা হইতেই বুঝা যাইতেছে। বসন্তদ একদিনে যেমন গপেকাকৃত 'মাদুনিক' 'যাতো' 'যায়্যা', 'পাতো' 'পায়্যা' ইত্যাদি রূপগুলিবিব ব্যবহার করেন নাই, সেইরূপ পশ্চিম বঙ্গ বা উত্তর-বঙ্গেব প্রাদেশিক 'খাঞা' 'যাঞা' ইত্যাদি রূপও ব্যবহার করেন নাই। তিনি 'খাইয়া' 'হাইয়া' ইত্যাদি রূপই সঙ্গর ব্যবহার করিয়াছেন, পুরোক্ত নানা কাবণে আমবাও ঐবিবরণেব বর্তমান সংস্করণে সেই রূপই বঙ্গাব রাখিয়াছি। আমাদের বিবেচনায় অবাস্তর প্রয়োজনে উহার অন্যথা করিলে, উহা এবটা পূর্বাধার বিরোধ (Anachronism) বলিয়াই গণ্য হইতে পারিত।

১. (১) ক-পুথির বিবরণে আমরা উক্ত কয়েকটা নিজস্ব স্বন্দব অথচ খাটি পালাব উল্লেখ করিয়াছি এখানে উহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা আবশ্যক যে, 'শ্রীধারাব আক্ষেপ ও শ্রীকৃষ্ণের সাম্বনা' শীর্ষক সম্পূর্ণ পালা (৩২৫১—৩৪৩৭ পঙ্ক্তি), "শ্রীধা কহুক শ্রীকৃষ্ণের বংশী-হরণ" শীর্ষক পালাব (৩৪৩৮—৩৮৪৪ পং.) অধিকাংশ, "কৌড়ী-চ্লে শ্রীকৃষ্ণের অস্ত্রদান" শীর্ষক পালা (৪১৪৪—৪৪২২ পং.) "শ্রীধারাব বিবহোংকরা" শীর্ষক পালা (৪৪৩০—৪৫০৫ পং.), "যশোদাব নিকট শ্রীধারার কৃত্রিম অভিযোগ" শীর্ষক পালা (৪৫০৬—৮৫৫০ পং.) এবং পরিণিষ্টেব "যুগবতী কন্ঠার উপাখ্যান" ও উহার অন্তর্গত "বর্ষর-বাপান" শীর্ষক ষাট-বসাত্ত্বক উপাখ্যান ক-পুথিবি নিজস্ব উপকরণ। যে কারণেই ইউক, অন্ত্যস্ত পুথিগুলিতে দৃষ্ট না হইলেও এগুলি যে কবিশ্রেষ্ঠ ভবানন্দের খাটি রচনা এবং প্রাক্ষিপ্ত যুগবতীর উপাখ্যান ব্যতীত এগুলি দ্বারা যে হরবংশ কাব্যগানির উপাদেশ্যতা যথেষ্ট-পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে,—ইহা সঙ্গর পাঠকমাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে। অন্ত্যস্ত পুথিতে বিশেষতঃ প্রাচীনতম গ-পুথিতে কি জন্ম যে এই স্বন্দর পালাগুলি সংগৃহীত হইতে পারে নাই, তাহা এখন বলা সম্ভবপর নহে; তবে অত্মমান হয় যে, এহ পালাগুলির সহিত হরবংশ-কাব্যের মূল ঘটনার ঘনিষ্ঠ যোগ না থাকায়, এবং এগুলি অবাস্তর আখ্যান (Episodic) হওয়ায়, এগুলি পুথিবি মধ্যে প্রাক্ষিপ্ত কবাও যেমন স্বন্দ-জনক, এগুলি ছাড়াও দেওয়াও তেমন সুবিধা-জনক বটে; কাবণ এগুলি থাকা বা না থাকায় মূল ঘটনার বিশেষ কতি দৃষ্টি বুঝা যায় না। এগুলি যে ভবানন্দের খাটি রচনারই লক্ষণাক্রান্ত তাহা বুঝিতে সঙ্গর পাঠকদিগেব বিশেষ কষ্ট হইবে না। এগুলি যে ভাবে গ্রন্থ মধ্যে সংযোজিত হইয়াছে তাহাও যে ভবানন্দের মত শ্রেষ্ঠ কবি ব্যতীত অন্তেব পক্ষে সম্ভবপর হইত না, পরিণিষ্টে উদ্ধৃত যুগবতীর উপাখ্যান ও তুলসীব উপাখ্যানই উহার উত্তম উদাহরণ। বিস্তৃত তুলসীব উপাখ্যান-টি ক '৭ গ—দুই থানা

পুথিতেই পাওয়া গিয়াছে। উহা যে ভবানন্দের উৎকৃষ্ট রচনা, তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু যে ভাবে ঐ উপাখ্যান-টা হরিবংশের মধ্যে গৌজা-মিল দেওয়া হইয়াছে, তাহা একান্তই হান্ত-জনক অক্ষমতার ও অরসজ্ঞতার পরিচায়ক; সুতরাং আমরা প্রাচীনতম গ-পুথিতে ও ক-পুথিতে পালাটা পাওয়া সত্ত্বেও খ, ঘ ও ছ-পুথির প্রমাণ অল্পসারে উহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া গণ্য করিয়া উহাকে পরিশিষ্টে স্থান দিতে বাধ্য হইয়াছি। সেইরূপ যুগবত্তের উপাখ্যান-টা ভবানন্দের খাটি ও উৎকৃষ্ট রচনা হইলেও, উহা যে রূপ অপ্রাসঙ্গিক ও অসঙ্গত-ভাবে হরিবংশে সন্নিবেশিত হইয়াছে, উহা ভবানন্দের সম্পূর্ণ অযোগ্য বলিয়া, অস্তান্ত পুথি-গুলির প্রামাণ্যে উহাকেও পরিশিষ্টেই স্থান দিয়াছি। কিন্তু ক-পুথির পূর্বোক্ত নিজস্ব পালাগুলি সে প্রকার নহে। ইহাদিগের রচনা বা বিস্তারিত কোনও অস্বাভাবিকতা দৃষ্ট হয় না, সুতরাং উহা ভবানন্দের কৃতিত্ব বলিয়াই মানিয়া লইতে হইয়াছে। সে রূপ খ, ঘ ও ছ পুথির “শ্রীরাধার গরু-ভঙ্গ” (পরিশিষ্ট ১১৮৮—১৪২৭ পঙ্ক্তি) শীঘ্রক পালা-টার মধ্যেও কতকগুলি শ্লোক ও অধিকাংশ গীতগুলি ভবানন্দের রচনা বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস জন্মিলেও যে ভাবে ঐ পালা-টা হরিবংশে সংযোজিত করা হইয়াছে, উহা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক ও অস্বাভাবিক বলিয়া আমরা ঐ পালা-টা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া পরিশিষ্টেই স্থান দিয়াছি। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, ক-পুথির উক্ত নিজস্ব অথচ অকৃত্রিম পালা-গুলি অস্তান্ত পুথিতে নাই কেন? ইহার একমাত্র সম্ভব উত্তর আমাদের ইহাই মনে হয় যে, হরিবংশ’ কাব্যখানা ‘নানা রাগ-রাগিণী সংযুক্ত গীত দ্বারা পূর্ণ বলিয়া উহা সুর-তাল-যোগে পাচালীরূপে গীত’ হইত। ঘ-পুথির শেষে পূর্বোক্ত ‘শুভমঙ্গল সাক্ষাৎ ১৬৬৪’ ইত্যাদির পূর্বে লেখা আছে “শ্রীভাগবতে হরিবংশ পাচালি সমান্ত”। প্রাচীন অনেক কাব্য-গ্রন্থেই ‘পাচালী’ নাম দেখা যায়। উহাও অনেক গ্রন্থেই গীত নাই। সুতরাং সেগুলি গীত হইত কি না, সন্দেহ হইতে পারে। কিন্তু হরিবংশ গ্রন্থ-খানায় কীর্তনের পদেব মত নানা রাগ-রাগিণী সংযুক্ত প্রায় দোহা শত গান বা পদ থাকায় উহা আধুনিক দাশরথি রায়ের পাচালীর মত গীত না হইলেও, পূর্ববঙ্গের পাঠক (পশ্চিম-বঙ্গের—‘কথক’) দিগের রীতি অনুসারে উহার পদগুলি সুর-তাল-যোগে গীত ও অবশিষ্ট অংশ কেবল সুর-যোগে আবৃত্তি করা হইত ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। পাচালী বা কথকাতার সকল গুলি পালা এক সময়ে এক স্থানে গাহিবার সুযোগ বড় ঘটে না; প্রাশ্ন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে কয়েকটা করিয়া পালা গাহিতে হয় এবং অবসর বা শ্রোতাদিগের কচি বুঝিয়া পালা বাড়াইতে বা কমাইতে হয়; এজন্য ঠিক এক পালাই চোট বড় বিভিন্ন রূপান্তর হওয়া সম্ভবপর বটে। এ ভাবে নানা স্থানে ভবানন্দের শিষ্য-সম্প্রদায়ের দ্বারা নানা-ভাবে হরিবংশ গীত হইতে থাকা অবস্থায়, তাহাদিগের সাহায্যে নানা স্থানে নানা পণ্ডিত কর্তৃক ঐ হরিবংশ পুথি লিপিবদ্ধ হইতে থাকায়, কালে ঐ সকল পুথির মধ্যে যে এরূপ বৈষম্য ঘটিবে, ইহা আশ্চর্যের বিষয় নহে। বস্তুতঃ হরিবংশ পুথি-খানির মত এত বৈষম্য-পূর্ণ প্রাচীন পুথি আমরা কমই দেখিয়াছি। এ অবস্থায় কবির নিজের লিখিত পুথি আবিষ্কৃত না হইলে—কোন কথাই জোর করিয়া বলা যাইবে না। বাঙ্গালার একটা প্রবাদ আছে যে, ‘গরজী আর আহাম্মক সমান’। যদি কোনও অরসজ্ঞ কিন্তু শক্তি-শালী প্রতিপালকের অসঙ্গত আশ্বাস রক্ষার জন্য বাধ্য হইয়াই ভবানন্দকে পূর্বোক্ত প্রক্ষিপ্ত পালাগুলি তাহার হরিবংশ পুথির অন্তর্গত করার অনিবার্য প্রয়োজন ঘটয়া থাকে, তাহা হইলে প্রয়োজন ও স্বার্থের নিকট রসজ্ঞতা ও বিচার-বুদ্ধিকে বলি-দান দিয়াও হয়ত ভবানন্দকেই ঐ সকল গৌজা-মিল দিতে হইয়াছিল; কিন্তু আমরা যখন সকলগুলি পুথিতেই এক রকম জিনিস পাইতেছি না, তখন সেই জিনিসগুলির পরস্পর তুলনা করিয়া, আমাদের ইচ্ছা হইলেই তাহা হইলেও হরিবংশের পক্ষে অল্পপযোগী জিনিসগুলি কোতুলী ও অল্পসংখ্যক পাঠকদিগের জন্য পরিশিষ্টের যাদুঘরে সাজাইয়া রাখা ব্যতীত আমাদের আর কিছুই করার উপায় নাই। যদি কোনও একখানা পুথির পাঠ যথাযথভাবে মূলে গ্রহণ করিতে পারা

যাইত তাহা হইলে আমাদিগের পরিশ্রম ও দায়িত্ব অনেক কম হইত। কিন্তু চুংখেব বিষয় বে পুরোঁক অবস্থা ও কারণ বশতঃ, আমরা একখানা পুথিও সম্পূর্ণ নির্ভর-যোগ্য মনে করিতে পারি নাই। প্রত্যেকটি শ্লোক ও প্রত্যেকটি গীত বা উহার অংশ আমাদিগকে তুলনা ও যাচাই করিয়া লইতে হইয়াছে। পুথিগুলি পাঠান্তর ও প্রকৃষ্ট শ্লোক ও পালার সংখ্যা এত অধিক যে, আমাদিগের গৃহীত পাঠ (Reading) ও রূপান্তর (Version) ও কোন কোন অংশ প্রকৃষ্ট বলিয়া মূল হইতে বর্জিত করিয়া পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত করাও পোষকভায়ে সকল কারণ সর্বত্র দর্শাইতে হইলে, কেবল পাঠ-বিচার ঘরাই একখানা বৃহৎ গ্রন্থ পূর্ণ করা যাইত। উহা অসম্ভব বলিয়া কেবল বিশেষ প্রয়োজনীয় স্থলেই পাঠান্তরে সংক্ষিপ্ত পাঠ-বিচার দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু প্রয়োজনীয় পাঠান্তরগুলি যথা-সম্ভব সম্পূর্ণরূপে দিতে আমরা ক্রটি করি নাই। প্রকৃষ্ট-অংশ সম্বন্ধে বিচারও সুরাধার জন্যে পরিশিষ্টে প্রকৃষ্ট অংশের পাদটীকায় সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে। যিনি পাঠান্তর কিংবা প্রকৃষ্টের গোলযোগের ভিতর প্রবেশ করিতে না চাহেন, তিনি মূলের পাদ-টীকার পাঠান্তর বা পরিশিষ্টের প্রকৃষ্ট অংশ পড়িবেন না; মূল ও প্রয়োজনীয় স্থলে শব্দ-মুচী ও টীকা পড়িলেই তাঁহাব চলিবে। কিন্তু যাহারা সকল বিষয়ের বিচার করিয়া (critically) এই সুপ্রাচীন কাব্য-খানা পড়িতে চাহেন, তাঁহাদিগকে সকল বিষয়ই বিশেষ ননোযোগেব সহিত পড়িতে হইবে। কাব্য-রসের জগৎ হরিবংশ না পড়িলে চলিতে পারে, কিন্তু যিনি পূর্ব-বঙ্গের এই সুপ্রাচীন অপ্রকাশিত—পূর্ব কাব্যের সাহায্যে পূর্ব-বঙ্গের প্রাচীন সাহিত্যিক ভাষা ও রস-রচনা সম্বন্ধে নানা অপূর্ণ ও অজ্ঞাত তথ্য সংগ্রহ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাব পক্ষে এই কাব্য খানার সবিস্তার অনুশীলন অপরিহার্য্য সন্দেহ নাই।

(৪) এখন আমরা পুথিগুলির ১ বিশেষত্বের পরিচায়ক কতকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াই পুথির বিবরণ শেষ করিব।

শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক শ্রীরাধার রূপ-বর্ণনার তিনটি শ্লোক এই—

“অবণে শোভিছে ভাল কনক-কুণ্ডল।

চন্দ্র-রশ্মি জিনি দীপ্তি করে গণ্ড-স্থল ॥

নাসিকা শোভিছে ভাল খগপতি-চূড়।

অরুণ-কিরণ যেন দেখি তেজ-পুঞ্জ ॥ (৫০৮ ৫১১)

মুকুতার হার গলায় রাতি পাইল ভীত।

সুরেশ্বরী ধারা দেখি হইল লজ্জিত ॥” (৫২২-৫৩২)

উদ্ধৃত মূলের পাঠ প্রায় ঘ-পুথির অমূল্যরূপ; শ্রীহট্টের ছ-পুথির পাঠও প্রায় উহাব তুল্য; কেবল ‘চন্দ্র-রশ্মি’ ২য় শ্লোকের ‘শোভিছে’ ‘চূড়’ ও ‘যেন’ স্থলে যথা-ক্রমে ‘চন্দ্রমণি’ ‘জিনিছে’ ‘চঞ্চ’ ও ‘সম’ পাঠ আছে। ঘ-পুথিতে ‘অবণে ইত্যাদি পঙ্ক্তির আরম্ভের অংশ ছিন্ন ও অপাঠ্য; শ্লোকের পাঠ্য অংশের পাঠ নিম্ন-লিখিত রূপ, যথা—

“* * * ঝলমল অবণ কুণ্ডলে।

চন্দ্র-রশ্মি জিনি দীপ্তি করে গণ্ড-স্থলে ॥”

ঘ-পুথিতে তৃতীয় শ্লোক-টীব পাঠ অবিকল ঘ-পুথির মত; কিন্তু ২য় শ্লোক-টীব পাঠ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও অমূল্য যথা—

“নাসিকা শোভিছে ভাল খগ-বহিস্থানে।

অরুণ-কিরণ কিবা শোভা করে বানে ॥”

পক্ষি-দেহেব অগ্রবর্তী বহির্গত-অংশ (Projecting part) অর্থাৎ চকু বুঝাইবার জন্তই এই অদ্ভুত শব্দটো প্রযুক্ত হইয়াছে ; কিন্তু উহা দ্বারা সে অর্থ ভাল প্রকাশ পায় না। .পাইলেও পক্ষি-মাজের চকুই নাসিকার উপমা-স্থল নহে। শুক-পক্ষী অথবা গরুড়ের চকু সহিতই কবির নাসিকার উপমা দিয়া থাকেন। এখানে শুধু 'খগ' বলায় 'শুক-পক্ষী' বা 'গরুড়' কোন-টাই নিশ্চিত বুঝা যায় নাই। বোধ বুঝা যাইতেছে যে, আদর্শ পুথিতে 'চকু' পাঠই ছিল, কিন্তু পণ্ডিতশ্রদ্ধা লিপি-কার উহা অন্তর্ভুক্ত ও হীন-মিলন-দোষ-যুক্ত মনে করিয়া 'শিবোবেষ্টন পূর্ণক নাসিকা-স্পর্শ' করার মত হান্ত-জনক পণ্ডশ্রম করিয়াছেন। দ্বিতীয় পঙ্ক্তির 'বান' শব্দের অর্থ 'বর্ণ' বা 'কান্তি' ইহা সংস্কৃত 'বর্ণ' হইতে উদ্ভূত। অধুনা এই শব্দের ব্যবহার নিত্যন্ত বিপুল হইলেও প্রাচীন সাহিত্যে ইহা বোধে ব্যবহার ছিল। গ-পাদব অথবা উহা আদর্শ পুথির লিপি-কাব আরও অধিক দোষজনক ও রসজ্ঞ। তিনি এই গ্লোক-টাব গঠন সম্পূর্ণ বদলাইয়া লিখিয়াছেন—

“খগ-পতি চকু জিনি নাসিকা-গঠন।

রূপে বেশে জিনে তোমার অরুণ-কিরণ ॥”

আপাততঃ অনভিজ্ঞের মনে হইবে যে, ইহাই এ গ্লোকের বিশুদ্ধ পাঠ এবং এই পাঠ প্রাচীনতম পুথিতে পাওয়ায়, ইহাই ভবানন্দের পাঠ পাঠ। আমাদেরও প্রথমে এইকপ ভ্রম জন্মিয়াছিল ; কিন্তু ক্রমে গ-পুথির লিপি-কাবের প্রাচীন পাঠ বদলাইয়াব অভিপ্রেত পাইয়া অপেক্ষাকৃত মূর্খ, অসাবধান অথচ পিঙ্গল দ-পুথির সাহায্যে বুঝিতে পারি যে, এই পাঠ মৌলিক ও প্রামাণিক নহে,—ইহা পববর্তী সংশোধনের চেষ্টা মাত্র। ভবানন্দ সংস্কৃতে গ্রন্থ-রচনা করেন নাই ; তিনি যে সর্গজ শব্দের সংস্কৃত রূপ বজায় রাখিবেন ইহা কোন মতেই স্বাভাবিক বা সম্ভব মনে কবা যাইতে পারে না। সংস্কৃত 'চকু' শব্দের অপ্রভঞ্জে 'চক' হওয়া ভাষা-তত্ত্বের নিয়ম-বিরুদ্ধ নহে ; তা ছাড়া 'চক' শব্দের সহিত 'পু' শব্দের মিল (Rhyme) এখন আমাদের কাণে বাজিলেও প্রাচীন সাহিত্য হইতে একদা অথবা এতদপেক্ষাও গুরুতর বহু হীন-মিলনে দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং 'চক' শব্দের অপভ্রংশতা বা হীন মিল উহাকে বর্জিত করার পক্ষে সম্ভব কারণ মনে কবা যাইতে পারে না। বিশেষতঃ গ-পুথির পাণ্ডিত্য-মুচক সংশোধনে একটা গুরুত্ব অস্বীকার্য ঘটিয়াছে। 'রূপে' শব্দের দ্বারা শুধু 'বর্ণ' বা 'কান্তি' বুঝা যায় না ; উহা দ্বারা অগ্র-প্রত্যঙ্গের স্পর্শই অধিক সূচিত হয় ; এ জনাই এ জনাই অঙ্গের স্পর্শ ও স্বকান্তি বুঝাইবার জন্য আমরা 'রূপ-লাবণ্য', সংযুক্ত শব্দটার প্রয়োগ করিয়া থাকি ; শুধু 'রূপ' শব্দ দ্বারা উহা প্রকাশ পায় না। যাহা হউক তর্ক-স্থলে যদি এখানে 'রূপ' শব্দের শুধু 'বর্ণ' অর্থ স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও 'রূপে' অরুণ-কিরণের পরাজয় সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু 'বেশে' অরুণ-কিরণের পরাজয় যে অসম্ভব ও অসঙ্গত তাহা বলাই বাহুল্য। এই রূপ-বর্ণনায়ই পরে আছে “পৈত্রিছ বিচিত্র বেশ তাতে নাহি কোপ (৫৩০ পং)। ‘বিচিত্র’ বেশ কি শুধু এক রং হইতে পারে ? উহাতে নানা রঙের মিলন আবশ্যক। বস্তুতঃ বিলাসিনীরা নানা-বর্ণের বস্ত্র-অলঙ্কারই ধারণ করিয়া থাকেন। উহা সম্পূর্ণ লাল কিংবা পীত-বর্ণের হইতে পারে না, সুতরাং ঐ ‘বিচিত্র’ বেশকে নিত্যন্ত রঙ-কাপা লোক ছাড়া অরুণ-কিরণের সাহিত তুলনা দিতে পারে না। গৌড়া-মিল দেওয়া বড়ই স্বচ্ছের কাজ ; উহাতে অসাধারণ পটুতা না থাকিলে, একটু প্রণিধান করিলেই গৌড়া বাহির হইয়া পড়ে। এখানেও রিফু-কাজের ফল সেই রূপই হইয়াছে। গ-পুথির ‘অবণে’ শোভয়ে ইত্যাদি গ্লোকেব রূপান্তরও কৌতুক-জনক। উহাতে পাঠ আছে—

“শ্রবণ শোভিত তোর অরুণ বাকুলি।

চন্দ্র জিনিয়া শোভা করে গণ্ড-স্থলী ॥”

‘চন্দ্র জিনিয়া’ বাক্যটা যে, ঘ-পুথির অর্থ-শূন্য সুতরাং ভ্রান্ত ‘চন্দ্র-রোহিণী’ খ পুথির ‘চন্দ্র-রাশি’ অথবা ছ-পুথির

‘চন্দ্রনগি’ পাঠ হইতে ভাল, ইহা আমাদেরকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু উহাতেও পঙ্ক্তি-টা ছন্দো-দুই হইয়া পড়িয়াছে ; কেন-না, ‘চন্দ্র’ শব্দকে তিন অক্ষর বা তিন মাত্রাবিশিষ্ট গণ্য না করিলে সম্ভবেব ছন্দ থাকে না। হ্রিবংশে একপ ছন্দোদোষের উদাহরণ অপ্রাপ্য না হইলেও প্রকৃত কাবণ ব্যতীত একপ পাঠ গ্রাহ্য হইতে পারে না। প, ঘ ও ছ—তিন জেলাব তিনখানা পুথিতেই আমরা এই শ্লোকের গ্রন্থন পঙ্ক্তিব প্রায় একই প্রকার পাঠ পাইয়াছি ; দ্বিতীয় পঙ্ক্তিব পাঠেও “জিনি দীপ্তি কবে গুণহীন” অংশ সমান পাওয়া গিয়াছে। গ পুথির ‘শব্দ’ শোভিত তোব অরুণ বাকুলি’ পঙ্ক্তিব অর্থ দুর্বোধ্য। কবি ইতি-পূর্বে ‘বাকুল্য-কুস্তম জিনি শুভ অধব’ পঙ্ক্তিতে (৫০৬) দস্তব মতে শুভাধবেব সহিত বাকুল্য-মূলেব উপমা দিয়াছেন ; এখানে আবাব কণেব সহিত অরুণ বাকুল্য উপমা দেওয়ার কি তাৎপর্য ? কণেব সহিত বাকুল্য উপমা দৃষ্ট হইল কি ? আমাদের মনে হয় যে, ‘ভবানন্দেব সংশোধক এখানে কষ্ট-কল্পিত অতিশয়োক্তি অলঙ্কারেব সাহায্যে কণেব মাণিক্য (Ruby) পচিত বস্তুত্বকে উহা রাখিয়া উচ্চ পবিত্রের ‘অরুণ’ ও ‘বাকুলি’ কিংবা ‘অরুণ-বর্ণ বাকুলি’ব উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু, এখানেও উদাহরণ অতিপাণ্ডিত্য ফলে পঙ্ক্তি-টা দুর্বোধ্য হইয়া বচনাব প্রসঙ্গ-মুগ্ধ নিহত হইয়াছে। ‘অরুণ’ বা ‘বাকুলি’র দ্বারা কণেব মৌলিক্য বাড়িতে পারে, কিন্তু উচ্চর জ্যোতি দ্বারা গুণ-মূলেব চন্দ্র-রশ্মিবৎ বজ্র-কাণ্ডি আরক্তিম ভাব ধারণ না করিয়া পাবে না,—উহা লক্ষ্য না করিয়া ভবানন্দ যে ‘চন্দ্র জিনিয়া শোভা’ ইত্যাদি লিখিবেন, ইহা বিশ্বাস হয় না। পক্ষান্তরে খ, ঘ ও ছ পুথিব মৌলিক পাঠ গ্রহণ করিলে—বর্ণনা আভাবিক ও স্তম্ভ হয় এবং স্বর্ণ-কুণ্ডলেব পীত-জ্যোতি প্রাধিক্য গুণস্থলে প্রতিফলিত হইয়া উহা নিকটে আব ও পীত-বর্ণ ধারণ করিয়া চন্দ্র-রশ্মিব সহিত মিলনীয় হয়, তাহাও বেশ বুঝা যায়। সুতরাং এখানেও আমরা প্রাচীনতম গ-পুথিব পাঠ প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি নাই।

‘মুক্তার হার’ ইত্যাদি ত্রয় শ্লোক-টীব স্থলে গ-পুথিব পাঠ—

“মুক্তা-হার গলে শোভে নাসা তিল-কল।

স্বরেশ্বরী দারা দেখি লজ্জিতে আন্দোল ॥

প, ঘ ও ছ-পুথিব ‘মুক্তার হার গলায়’ ইত্যাদি পঙ্ক্তি-টিতে অপরূপ গণনায় পয়ারের চৌদ্দ অক্ষরের স্থলে মৌল অক্ষর আছে এবং ‘ভীত’ শব্দ-টিও সংস্কৃত ‘ভীতি’ হইতে জাত অপভ্রংশ শব্দ বটে, বোধ হয় এটি কল্পিত দোষের জন্তই ঐ পাঠ অগ্রাহ্য করিয়া গ-পুথিব পণ্ডিতমুগ্ধ সংশোধক, উহার স্থলে একপ পাঠ পরিবর্তন করিয়াছেন। ফল কিন্তু এখানেও বিপরীত ঘটিয়াছে। মুক্তা-হাৰেব সহিত গঙ্গাব বিমল বাব-ধাবাবই উপমা থাটে, তিল-কল তুলা নাসিকার সহিত উহার কোনই সাম্য নাই। এখানে মুক্তা-গাণ ও গঙ্গাব ধাবাব মধ্যে তিলা-কল নাসিকাকে সন্নিবেশিত করায়, দুদৃশ্য ও দূরদৃশ্য ব্যতীত মুক্তা-হাৰেব সহিত গঙ্গা-ধাবাব সঙ্গ বৃদ্ধা যায় না। আভাবিক ও স্তম্ভ অর্থে পূর্ববর্তী ‘নাসা তিল-কল’এব সহিতই গঙ্গা-ধাবা সংযুক্ত হইয়া পড়ে। তার পরে পাণ্ডিত্য-প্রকাশে ‘লজ্জ’ ধাতুর উত্তর ভাব-বাচ্যে ‘ক’ প্রত্যয় দ্বারা ‘লজ্জা’ অর্থে ‘লজ্জিত’ শব্দ সিদ্ধ না করিলে ‘লজ্জিতে আন্দোল’ অর্থাৎ ‘লজ্জায় আন্দোলিত’ অর্থ প্রকাশ পায় না। উহাতেও ‘আন্দোল’ বিশেষ্য শব্দ-টি ‘আন্দোলিত’ অর্থে প্রযুক্ত হওয়ায়—ভাষার শুদ্ধতা রক্ষা পায় না। সমগ্র চরিত্র গ্রন্থে আমরা কুদ্রাপি ‘লজ্জিত’ ও ‘আন্দোল’ শব্দের একরূপ প্রয়োগ পাই নাই ; সুতরাং উক্ত নানা-বিধ কারণেই আমরা এখানেও গ-পুথির পাঠ গ্রহণ করিতে পারি নাই। আমাদের গৃহীত মৌলিক পাঠের পোষকতায় ইহাও বক্তব্য যে, ‘মুক্তার হার’ ইত্যাদি পঙ্ক্তিতে মৌল-টি অক্ষর থাকিলেও ‘গলায়’ শব্দের অন্ত্য ‘য়’ অক্ষর ও ‘পাইল’ শব্দের ‘ই’ অক্ষর পৃথক উচ্চারিত না হইয়া তসত্ত্ব অব্যবৎ পূর্ব-অক্ষরেব যোগে উচ্চারিত হওয়ায়, পয়ারের মাত্রা ঠিক আছে—সুতরাং অক্ষরাপিক্য কানে বাজে না ; বরং উহাতে চৌদ্দ-অক্ষরী পয়ারের পঙ্ক্তি অপেক্ষা আলোচ্য পঙ্ক্তি-টি অধিক গতি-শীল হওয়ায়, ছন্দের

ইহাও দ্রষ্টব্য যে, সংস্কৃত ‘অমার্যাদা’ ‘আদ্যাতা’ ‘ক্ষেত্র’ ‘ছিত্র’ ‘চিত্র-রেখা’ ‘চিত্র-লেখা’ ‘তবলতা’ ‘তায়’ ‘পাঠক’ ‘পুরস্কার’ ‘ঐপক্ষ’ ‘প্রবন্ধ’ ‘প্রসন্ন’ ও ‘মুদ্রিত’ শব্দগুলি পরবর্তী সময়ে পরিবর্তিত অথৈ প্রযুক্ত হইতেছে। এই সকল শব্দের মৌলিক অর্থে ব্যবহার যে, ভবানন্দের ভাষার অসাধারণ প্রাচীনতারই পরিচায়ক ; তাহা সন্দেহই নহুন্মেয়।

ভবানন্দের কাব্যের অপর বিশেষত্ব এই যে, উহাতে অপ্রচলিত বহু ‘তৎসম’ শব্দের প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী প্রাচীন সাহিত্যে অপ্রাপ্য বহু তদ্ভব স্ববস্ত ও তিদ্ভব শব্দেরও প্রয়োগ দেখা যায়।

তদ্ভব অপ্রচলিত
শব্দের বাহুল্য

ভাষা-তদ্ভবিং পাঠকদিগের ইহা অজ্ঞাত নহে যে, পরবর্তী সময়ে নবদ্বীপে সংস্কৃত-চর্চার অভাব হেতু বাঙ্গালা ভাষার বহু প্রাচীন ‘তদ্ভব’ শব্দ অসাপ্ত-ভাষা বলিয়া সাহিত্য-গ্রন্থ

হইতে বর্জিত হইয়া তৎস্থলে ‘তৎসম’ শব্দের প্রয়োগ প্রবর্তিত হইয়াছিল। এক্ষণে এই সংস্কৃত-চর্চার অভাবের পরবর্তী শূন্য-পুরাণ কুন্তি-বাসী রামায়ণ বা শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে আমবা যে পবিনাণ তদ্ভব শব্দের, বিশেষতঃ তদ্ভব ক্রিয়া-পদের প্রয়োগ দেখিতে পাই, পরবর্তী বাঙ্গালা-কাব্যে তাহা পাই না। এমন কি আন্দাজ সাড়ে তিনশত বৎসরের প্রাচীন মুকুন্দরামের চণ্ডী কাব্যেও তদ্ভব শব্দের বিশেষতঃ তদ্ভব ক্রিয়াপদের প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত কমই পাওয়া যায়। হিন্দী সাহিত্যেও সহিত বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রধান বৈষম্য এই যে, হিন্দী-সাহিত্যে অতি অল্প সময় হইতে যদিও একটু অধিক সংস্কৃত-প্রবণতা দেখা যাইতেছে, কিন্তু আন্দাজ এক শতক আগেও উহাতে ‘তৎসম’ শব্দের অপেক্ষা তদ্ভব শব্দের ব্যবহারই অধিক ছিল। এখন পর্য্যন্ত হিন্দীতে তদ্ভব ক্রিয়া-পদেরই সম্পূর্ণ প্রাচুর্য দেখা যায়। বাঙ্গালার সাপ্ত-ভাষার ‘যুদ্ধ’ কবে, ‘জনা’ কবে, ‘সাক্ষ্য’ করে ‘প্রশংসা কবে’ ‘ত্যাগ কবে’ ইত্যাদির মত তৎসম শব্দের সহিত তদ্ভব পদ যোগ করিয়া ক্র-দাত্ত্ব বক্তব্য অর্থ প্রকাশ কবাব নিবর্থক বাহ্যাপূর্ণ অপকৃত্ত বীতি কেবল আপুনি ক বাঙ্গালা-ভাষায়ই দেখা যায়। হিন্দীতে কোন সময়েই এই অপকৃত্ত বীতি প্রচলিত হয় নাই। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যেও এই বীতি ছিল না, উদাহরণ হিন্দী ‘জুয়া’ ‘জীত’ ‘ভেট’ ‘সবাহ’ ‘তাজ’ বা ‘ত্যাগ’ ইত্যাদি ক্রিয়া-পদের মত প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যেও সর্বত্র ‘যুঝে’ ‘জিনে’ ‘ভেটে’ ‘বাহানে’ ‘এড়ে’ ইত্যাদি সম্পূর্ণ তদ্ভব ক্রিয়া-পদেরই ব্যবহার ছিল এই কথাটা স্বীকার করিলে বুঝা যাইবে যে সংস্কৃতজ কবি বচিতে বাঙ্গালার যে প্রাচীন কাব্যে ‘তৎসম’ শব্দের পরিবর্তে ‘তদ্ভব’ ও ‘দেহজ’ শব্দের ব্যবহার যত অধিক, উহা তত অধিক প্রাচীন বটে। এ হিসাবে এ যাবৎ প্রকাশিত প্রাচীন বাঙ্গালা কবিতার মধ্যে মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্পাদিত “বৌদ্ধ-গান ও দোহা” গ্রন্থের বাঙ্গালা পদাবলী, শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন ও শূচ পুরাণই প্রাচীনতম, ও প্রাচীনতম বাঙ্গালা রচনা বলিয়া মনে হয়। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন ও শূচ পুরাণ মধ্যে কোন খানা অধিক প্রাচীন তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। প্রথম গ্রন্থের রচয়িতা সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ও দ্বিতীয় গ্রন্থের রচয়িতা অপণ্ডিত বলিয়াও শেষোক্ত গ্রন্থে ‘তৎসম’ শব্দের অল্পতা ও ‘তদ্ভব’ শব্দের আধিক্য হইতে পারে। সুতরাং কেবল ‘তদ্ভব’ শব্দের আধিক্য দেখিয়া বিচার করিলে চলিবে না, উহার সঙ্গে সঙ্গে রচয়িতা সংস্কৃতে পণ্ডিত কিংবা অপণ্ডিত, এবং সে সময়ে রচনা-বীতি কিরূপ ছিল, অর্থাৎ রচনায় সাধারণতঃ সংস্কৃত-সম অধিক বা অল্প ব্যবহৃত হইত,—উহাও বিচার্য্য বটে। সে যাহা হউক, আমবা নিম্নে ভবানন্দের কাব্য হইতে অর্থ সহ কতক-গুলি অপ্রচলিত স্ববস্ত ও তিদ্ভব শব্দের তালিকা প্রদান করিব।

অপ্রচলিত স্ববস্ত (বিশেষ্য, ও বিশেষণ) তদ্ভব শব্দ যথা—‘অন্ত্রে-অন্ত্রে’ (অন্ত্রোন্ত্রে অর্থাৎ পরস্পরে),

অপ্রচলিত
‘স্ববস্ত’

‘তদ্ভব’-শব্দ

‘অদকীর্ষ’ (অপকীর্ষি, কলঙ্ক), ‘অবে’ (এব, এখন), ‘আইমন’ (অভিমত্যা বা আয়ান)

‘আধাত্তর’ (ছরবস্থা), ‘আচ্ছা’ (উপাসনা), ‘আবণে’ (অবশ্য) ‘আপে বেধে’

(আন্তে-বেস্তে বা অত্যন্ত ব্যস্ত-ভাবে), ‘ইম্পিত’ (ক্ষীত), ‘উপসন’ (উপসন্ন বা

উপস্থিত), ‘ওলে’ (ওরে বা সাপে), ‘কাঠা’ (কঠা, কঠভূষণ), ‘কেন মতে’ (কি প্রকারে),

‘গঞাবরা’ (‘গাবুর’ বা নব-যুবক), ‘চৈল’ (চতুর্, ধূর্ত), ‘জিওতে’ ‘জীবতে’ (জীবিত থাকা অবস্থায়), ‘ঝাটে’ (লীচ)

‘তিত’ (সিক্ত), ‘ছুলালিয়া’ (আত্মারিয়া), ‘হুঙ্করিষ’ (হুঙ্কর), ‘ধিকারিক’ (গালাগালি), ‘নফুলি’ (নবীন), ‘নিজাউলি’ (নিজালুতা, যুগের ঘোর), ‘নিহর’ (নিহার, নিশির), ‘নেহা’ (নেহ, প্রেম), ‘প্রহ্লাদ’ (প্রহ্লাদ), ‘পলখ’ (পলক), ‘পাতিয়ান’ (প্রত্যয়), ‘পেলা-পেলি’ (ফেলাফেলি), ‘প্রতীত’ (প্রতীতি, প্রত্যয়) ‘বকুলিত’ (মুকুলিত), ‘বকুন’ (অবস্থান), ‘বাটোয়ারি’ (রাহাজানি পথিকের উপর দস্যুতা), ‘বিআল’ (বিকাল), ‘বিমরিশ’ (বিমর্ষ, চিন্তা), ‘ভীত’ (ভীতি, ভয়), ‘ভীন’ (ভিন্ন), ‘মাঞ্জিল’ (মার্জিত), ‘মাঝা’ (কটি), ‘মুগধ’ (স্তম্ভন), ‘মেলানি’ (বিদায়) ‘যোগান’ (জটীলা, সহযোগ), ‘রসান’ (রসায়ন, রসের আকর), ‘রাখোয়াল’ (রাগাল) ‘রোহিনী’ (রক্ত), ‘লুড’ (লোপ্ত, চুরির মাল), ‘শাকু’ (শাকু, শলাকা), ‘সম-সর’ (তুল্য), ‘সোতিন’ (সতিন), ‘সুসার’ (স্তম্ভন-রূপে), ‘ইতে’ ‘হনে’ (হইতে), ‘হের’ হোর’ (এখানে)।

অপ্রচলিত তিঙস্ত (ক্রিয়া-পদ) ‘তন্তব’ শব্দের প্রয়োগ হরিবংশ কাব্যে স্বেচ্ছা ‘তন্তব’ শব্দ অপেক্ষা অনেক বেশী দেখা যায়। ‘জাঁটে’ (কুলায়, ধরে), ‘উনায়’ (গলে), ‘এড়’ (ছাড়), ‘কবোঁ’ (করি), ‘কহন্তি’ (কহেন), ‘আতীন গ্রন্থের তিঙস্ত ‘তন্তব’ শব্দ (‘কাড়ে’ (বাহির করে), ‘ক্ষম’ (ক্ষমা কর), ‘জানোঁ’ (জানি), ‘জী’ (বাঁচি), ‘ঝুবে (শোক করে) ইত্যাদি কতকগুলি তন্তব ক্রিয়া-পদ সকল প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থেই অধাধিক পাওয়া যায়; আমরা সেকপ শব্দের উল্লেখ না করিয়া এখানে কতকগুলি অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত শব্দেরই তালিকা দিব। ‘তন্তব’ শব্দের প্রকৃত ব্যুৎপত্তি না ধরিতে পারিলে, কেবল প্রেক্ষম (Context) দেখিয়া আন্দাজী অর্থ করিতে গেলে অনেক সময়েই প্রকৃত অর্থ মিলে না; এক্ষেত্রে হরিবংশেব শব্দ সূচীতে তন্তব শব্দ-মাত্রেরই ব্যুৎপত্তি-নির্ণয়ের জন্তে চেষ্টা করা হইয়াছে। এ কার্যে আমরা রায় বাহাদুর যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের অসাধারণ গবেষণা ও পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক ‘বাঙ্গালা শব্দ-কোষ’ গ্রন্থ হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি। তথাপি বক্তব্য যে বিষয়-টা একান্ত কঠিন বলিয়া ঐ গ্রন্থেও অনেক ‘তন্তব’ বা ‘দেশজ’ শব্দের ব্যুৎপত্তি নিঃসন্দেহরূপে নির্ণীত হইতে পারে নাই। সুতরাং রায় বাহাদুরের গ্রন্থের কোন কোন শব্দের ব্যুৎপত্তি আমরা সন্দেহ বলিয়া লিখিতে এবং ‘আখ্যন্তর’ ‘ছুলালিয়া’ ‘ঝুবে’ ইত্যাদি কয়েকটা ‘তন্তব’ শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ স্বতন্ত্র নির্দেশ করিতে বাধ্য হইয়াছি। পাঠক শব্দ-সূচীতে হরিবংশের প্রায় সকল ‘তন্তব’ শব্দেরই ব্যুৎপত্তি, অর্থ ও প্রয়োগ দেখিতে পাইবেন।

হরিবংশের বিশেষ প্রাচীন ও অপ্রচলিত তন্তব ক্রিয়া-পদের দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্ন-লিখিত শব্দগুলির উল্লেখ করা

যাইতে পারে; যথা—

হরিবংশের প্রচলিত

তিঙস্ত ‘তন্তব’-শব্দ

‘অহুত্রজি’ (অহুগমন পূর্বক অভ্যর্থনা করিয়া), ‘অভ্যক্ষে’ (অভ্যক্ষণ বা সেচন কবে) ‘উপহারে’ (উপহার দেয়), ‘কাঢ়ি’ (কাড়িয়া), ‘ক্ষমাই’ (ক্ষান্ত করি), ‘দিয়ার’ (দেও), ‘দিলু হয়’ (হয় তো দিতাম) ‘ধকছ’ (ধরি), ‘নমোছ’ (নমি, নমস্কার করি), ‘নহোঁ, (নহি, নই), ‘নাইসে’ (আসে না), ‘নারোঁ’ (পারি না) ‘নাসিলা’ (আসিল না), ‘নিমোছ’ (নিষ্কৃত কর) ‘পৈত্রি’, ‘পৈত্রিছ’ ‘পৈত্রিলা’ ইত্যাদি (যথা-ক্রমে ‘পরিশা’, ‘পরিতেছ’ ‘পরিল’ ইত্যাদির অর্থে, কু কী তু), ‘বঞ্চিও’ (প্রবঞ্চনা করিও), ‘ভাসে’ (মনে উদিত হয়), ‘ডেটাইল’ (উপহার দিল), ‘মজিয়া’ (ডুবিয়া), ‘রাখুকা’ (রক্ষা করুন), ‘রহাইল’ (থামাইল), ‘লজিল’ (সম্ভোগ করিল), ‘লিখিছে’ (অঙ্কিত করিয়াছে), ‘শুনিলায়’ (শুনিল), ‘সকয়ে’ (সঞ্চিত করে), ‘সম্পাটিল’ (সমাপ্ত করিল), ‘সান্তাইয়া’ ‘সান্তিতে’ ‘সান্তে’ প্রভৃতি (‘সান্তনা দিয়া’ ‘সান্তনা দিতে’ ‘সান্তনা দেয়’ ইত্যাদির অর্থে), ‘সুহায়’ (সুখ দান করে), ‘তবিল’ (তব করিল), ‘হাকুলাইতে’ (আকুলের মত আচরণ করিতে), ‘হেলা হয়’ (হয় তো হইত)।

এই ক্রিয়া-পদ শৃঙ্গির মধ্যে ‘অমৃতজি’ ‘অভ্যাসে’ ‘উপহারে’ ‘ক্ষেমাই’, ‘নিয়োগ’ ‘বিক্রম’, ‘ভেটাইল’, ‘সক্রে’ ‘সাম্বাইয়া’ ইত্যাদি শব্দ ভবানন্দের সময়ে ভাষায় সচরাচর প্রযুক্ত হইত কিংবা উহা তাঁহার নিজ-কল্পিত শব্দ তাহা মাইকেলী ধরণের ক্রিয়া-পদ উপযুক্ত উপকরণের অভাবে বলা কঠিন। কিন্তু শব্দগুলি তৎকালে প্রচলিত বা নিজ-কল্পিত, যাহাই হউক না কেন, এগুলি যে অমেক-পরিমাণে মাইকেলী-ধরণের ক্রিয়া-পদ, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রচলিত ভাষায় ‘নাদিল’ ‘হেয়িল’ ইত্যাদি শব্দ না থাকায়, বচনার সংক্ষেপ ও সঙ্গীততা ইত্যাদির জন্তে মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত যেমন বহু নূতন ক্রিয়া-পদের সৃষ্টি করিয়াছেন, সেদৃশ্য কাবণেই এ সকল শব্দেরও সৃষ্টি হইয়াছে মনে হয়। বস্তুতঃ,

“সত্যভামা আদি অষ্ট রমণীর সঙ্গে।

অমৃতজি আনিতে গোবিন্দ যান বঙ্গে।”

“যমুনা আনন্দ-ভরে উৎপল উপহারে

বহু-বেগে ধবিছে উজ্জান।”

“ক্ষেমাই অঙ্গশে—যোর নহে নিবারণ।

দরশন-দান মাগৌ এই সে কাবণ॥”

ইত্যাদি স্থলে এই-রূপ মাইকেলী-ধরণের ক্রিয়া-পদের প্রয়োগ ছাড়া যে অন্য কোন প্রকারেই এমন সুন্দর ভাবে অর্থ ব্যক্ত করা যাইত না, ইহা আধুনিক শিক্ষিত পাঠকগণকে বিশেষ কথিয়া বলিতে হইবে না। মাইকেল মধুসূদন যখন প্রথম এই জাতীয় ক্রিয়া-পদের সৃষ্টি করেন তখন উহা উপযোগিতা দৃষ্টিতে না পারিয়া, পণ্ডিত ও অপণ্ডিত বহু লোকেই তাঁহাকে সে দ্রষ্টে বিদ্রূপ কবিতোৎকৃষ্ট হন না। নিতান্ত আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অন্যান্য সাড়ে তিন শত বৎসরের প্রাচীন কবি ভবানন্দ তাহার হরিবংশ-পাঠালীতে তৎকালের শ্রোতৃ-বর্গের পাত্তির জন্তে স্থানে স্থানে সেইরূপ মাইকেলী-ধরণের শব্দ প্রয়োগ কবিতোৎকৃষ্ট হন না। ইহা ভবানন্দের হরিবেচনা ও তাঁহার শ্রোতৃ-বর্গের গুণ-গ্রাহিতার একটা উৎকৃষ্ট প্রমাণ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

শিক্ষিত পাঠকদিগের ইহা অজ্ঞাত নহে যে, হিন্দী, মৈথিল, বাঙ্গালা, ওড়িয়া প্রভৃতি গোষ্ঠীয় ভাষাগুলি মূল একই সংস্কৃত-ভাষা হইতে উদ্ভূত হইয়া নানা-জাতীয় প্রাকৃতের ভিতর দিয়া কাল ক্রমে বর্তমান হিন্দী, বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষার রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। এ জন্মেই যত গোড়ার দিকে যাওয়া যায়, হিন্দী মৈথিল বাঙ্গালা প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষাগুলির মধ্যে ততই শব্দ-গত ও ব্যাকরণ-গত সাদৃশ্য অধিক লক্ষিত হয়। বাঙ্গালার প্রাচীনতম কাব্য চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্তন ও বিদ্যাপতির মৈথিল পদাবলী প্রায় সম-কালীন রচনা। উহাদের মধ্যে শব্দ ও ব্যাকরণ-গত বহুটুকু সাদৃশ্য আছে, পরবর্তী সাহিত্যে উহা দুর্লভ। এই সিদ্ধান্ত-টা স্বীকার করিলে, ইহাও সহজেই অস্বাভাবিক যে, অন্যান্য সাড়ে তিন শত বৎসরের প্রাচীন কবি ভবানন্দের কাব্যের সহিত প্রায় সাড়ে পাঁচ শত বৎসরের কৃষ্ণ-কীর্তনের ভাষা-গত যতটা সাদৃশ্য থাকে সম্ভব, ভারতচন্দ্রের কাব্যের সহিত সেই রূপ সাদৃশ্য সম্ভবপর নহে। কৃষ্ণ-কীর্তনের স্বযোগ্য সম্পাদক মহাশয় ভূমিকায় ও টীকায় উহার ভাষার সহিত বিদ্যাপতির ভাষার অপেক্ষাকৃত অধিক সাদৃশ্য প্রমাণিত করিয়াছেন; ততরাং আমাদের কাছে এখানে শুধু হরিবংশের সহিত কৃষ্ণ-কীর্তনের কতকগুলি সাদৃশ্য দেখাইলেই হরিবংশের প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হইবে।

(১) কৃষ্ণ-কীর্তনে নিম্নলিখিত প্রাচীন ও পরবর্তী সময়ে অপ্রচলিত শব্দগুলি যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে,

হরিবংশেও উহা দেখা যায়; যথা—‘অঙ্গ-ভঙ্গ, (অঙ্গ-ভঙ্গী), অথবেথে’ হং বং ‘আথেবোথে’ (অন্তবাস্তে), ‘আই’ (মাতা), ‘আইলোঁ’ হং বং ‘আইলু’ (আসিলাম), ‘আইহা’ হং বং ‘আইমন’ * ‘আউলাত্জা’ হং বং ‘আউলাঞা’ ‘আকুলী, (আকুলা), ‘আগ’ (ও গো), ‘আগম’ (তন্ত্র-শাস্ত্র) হলে হং বং ‘আগমী’ (তান্ত্রিক সাধক), ‘আগর’ (অগুরু), ‘আগুনি’ (অগ্নি), ‘আচমিত্জ’ (অকস্মাৎ), ‘আছুক’ (থাকুক), ‘আড়’ (আড়াল), ‘আপো’ হং বং ‘আনো’ (আনি), ‘আথাস্তর’ (দুর্দশা), ‘আনল’ (অনল), ‘অঙ্গল’ (অঙ্গ), ‘আমিআঁ’ হং বং ‘অমিঞা’ (অমৃত), ‘আবসে’ (অবশ), ‘অহোনিশি’ হং বং (দিবারাত্র), ‘ইজিত-কারে’ হং বং ‘ইজিত-লীলায়’ (ইজিত-পূর্ণ হাব-ভাবে), ‘উত্তর’ (কথা), ‘উপসন্ন’ (উপস্থিত), ‘একশরী’ হং বং পুথিতে ‘একশরী’ (একাকিনী), ‘এড়’ (ছাড়), ‘এতেক’ (এত), ‘এতেকে’ (এইদেহে), ‘কথোদূর’ (কতক দূর), ‘কঙ্ক’ (মন্তক), ‘কহস্তি’ (কহেন), ‘কহিলাস্ত’ হং বং ‘কহিলাঞি’ (কহিলেন), ‘কহিলোঁ’ হং বং ‘কহিলু’ (কহিলাম), ‘কাহু’ (কাতরোক্তি), ‘কাখুলী’ (কাচুলী), ‘কাটি’ (কাড়িয়া), ‘কান্নন’ (ক্রন্দন), ‘কাহু’ ‘কাহু’ হং বং ‘কাহু’ (কৃষ্ণ), ‘কাহাঞি’ হং বং ‘কাহাই’ ‘কাহাইয়া’ (কৃষ্ণ), ‘কুহলে’ হং বং ‘কুহরে’ (কুহু-কনি করে), ‘কেন মতে’ (কি প্রকারে), ‘কেরোআল’ (নোকার হাইল বা দাঁড়), ‘কেহো’ (কেহ), ‘কোড়ী’ (কড়ি মূল্য), ‘কেমা’ (বৈধা), ‘খাগার’ (কলক), ‘গোআরী’ হং বং ‘গোহারি’ (কাতর প্রার্থনা), ‘গোটা’ (একটা), ‘গোসাঞি’ হং বং ‘গোসাঞি’ (প্রভু), ‘ঘাঅ’ হং বং ‘ঘাও’ (আঘাত, ক্ষত), বা ‘চক্র’ (চক্রাস্ত্র), ‘জীহার’ (ঝিঝিয়ার) ‘ঝিঝি’ (দুহিতা), ‘ঝুরে’ (শোক করে), ‘টুটিল’ (ভাঙ্গিল), ‘টালিআ’ (হেলাইয়া), ‘ঠায়ি’ হং বং ‘ঠাঞি’ (স্থান) ‘ততিখনে’ হং বং ‘ততকণ’ (তৎক্ষণাৎ), ‘তবে’ (তখন), ‘তাত’ (তাহাতে), ‘তাক’ (তাহাকে), ‘তিরোকলা’, হং বং ‘জী-কলা’ (জী-জাতি মূল হাব-ভাব), ‘তুঞি’ (তুমি), ‘তেহু, হং বং ‘ভেন’ (সেই রূপ) ‘থাকোঁ’ (থাকি) ‘দান’ (দেয় কর) ‘দিআর’ হং বং ‘দিয়ার’ (দেও), ‘দেওঁ’ (দেই), ধরোঁ (ধরি), ‘ধিকাদিক’, (নিন্দাবাক্য), ‘ধেঘান’ (ধ্যান), ‘নহোঁ’ (নহি), ‘নহুলী’ হং বং ‘নওল’ ‘নফুলি’ (নবীন), ‘নিদয়া’ (নির্দয়), ‘নিন্দ’ (নিত্যা) ‘নিন্দাউলী’ বংশীদাসে ‘নিত্যাউলী’ বিজয়গুপ্তে ‘নিত্যানী’ হং বং নিত্যা-উলি (ঘুমেয় ঘোর), ‘নিলাজি’ (নিলজ্জা), ‘নেহ’ বিদ্যা ‘নেহ’ ‘নেহা’ হং বং ‘নেহা’ (প্রেম), ‘পরানী’ (প্রাণ) ‘পসার’ (পণ্য-স্রব্য) ‘পাট’ (তক্তা), ‘পাট’ (রেসমী), ‘পাণি (পী), হং বং ‘পানী’ (জল), ‘পতিআএ’ (প্রত্যয় করে), হং বং ‘পাতিয়ান’ (প্রত্যয়), ‘বিসরিল’ (বিস্মৃত হইল) ‘পুণি’ হং বং ‘পুনি’ (পুনঃ), ‘পেল’ ধাতু ‘পেলা’ (ফেলা) ইত্যাদি, হং বং ‘পেলা-পেলি’ (ফেলাফেলি), ‘পহী’ হং বং ‘পৈহি’ (পরিয়া), ‘প্রকার’ (প্রতিকারের কৌশল) ‘প্রবন্ধ’ (চেষ্টা), ‘বসে’ (বাস করে) ‘বহী’ হং বং ‘বহি’ (ব্যতীত), বাখান’ (প্রশংসা) ‘বাটোয়াড়’ ‘বাটোয়াড়ী, হং বং ‘বাটোয়ার’ ‘বাটোয়ারি’ (পথ-দন্ডা, পথ-দন্ডাতা) ‘বাঢ়া’ ধাতু ‘বাঢ়াইল’ ইত্যাদি হং বং ‘বাঢ়াইতু’ (বাড়াইতাম), ‘বাত’ (কথা) ‘বাস’ (বোধ কর), ‘বিচারিআঁ’ হং বং ‘বিচারিয়া’ (অন্বেষণ করিয়া), ‘বিমরিষ’ হং বং ‘বিমরিষ’ (বিচার পরামর্শ), ‘বিহান’ (প্রাতঃকাল) ‘বুঢ়ী’ (বুড়ী) ‘ভাণ্ডিতে’ ‘ভাণ্ডিবারে’ ইত্যাদি হং বং ‘ভাণ্ডিতে’ ‘ভাণ্ডিবারে’ ইত্যাদি (প্রতারণা করিতে, ইত্যাদি), ‘ভাল-মনে’ (ভাল-মতে) ‘মতি-মোব’ হং বং ‘মতি-নাশ’ (মতি-হীন), ‘মাঅ’ হং বং ‘মাও’ (মাতা), ‘মাগী’ হং বং ‘মাগোঁ’ (প্রার্থনা করি), ‘মানে’ (মানি) ‘মেলানি’ (বিদায়) ‘মোক’ ‘মোকে’ (আমাকে) ‘মোঞ’ হং বং ‘মুঞি’ (আমি) ‘মোত’, ‘মোতে’ (আমাতে) ‘বাও’ হং বং ‘বাউ’ (বাই), ‘যেন’ (যেমন), ‘রহাএ’ (থামায়), হং বং ‘রহাইল’ (থামাইল), ‘রাঅ’ হং বং ‘রাও’ (রব), ‘রাখিতে’ (রক্ষা করিতে), ‘লাগ’ (সাক্ষাৎ), ‘শাল’ হং বং ‘শৈল’ (শল্য), ‘শিশের’

* সম্ভূত ‘অভিনয়’ শব্দের অপভ্রংশ ‘অবিসন’ শব্দের ‘হি’ হলে ‘ই’ হওয়ার পূর্বে ‘হি’ ও ‘ব’ অক্ষরের বিমিশ্র হারা ‘অবিসন’ ও গতে উহার ‘বি’ হলে ‘ই’ হারা ‘আইহন’ বা ‘আইহন’ হওয়ার ভাবা-ভবের নিয়মবিরুদ্ধ নহে; উহা অপেক্ষা আইহন আরও সহজে সিদ্ধ হইয়াছে। সঃ

(সিঁথার), কৃকী 'ভতিলোঁ' (শয়ন করিলাম), হ'ব 'ভতে' (শয়ন করে), কৃকী 'সতস্তরী' হ'ব 'সতস্তরী' (সাততরী), কৃকী 'সমার' (সকলের), হ'ব 'সমাকে', 'সমারে' (সকলকে), 'সহজে' (অভ্যন্তঃ), 'সাত্তেসরী' হ'ব 'সাতছতি' (সাত-লহরী), 'স্থান' হ'ব 'শুখান' (ভক্ষ), 'সে' (অবধারণ), কৃকী 'ভতে' হ'ব 'হতে' (হইতে), 'হের' (এই, এখানে)।

এই শব্দগুলির প্রয়োগ-স্থল কৃকী ও হ'ব হইতে শব্দ-স্থলীর সাহায্যে অনায়াসে বাহির করা যাইবে বলিয়া, পৃষ্ঠা বা পঙ্ক্তির উল্লেখ করা হইল না; অল্পসঙ্কিৎহ পাঠক শব্দ-স্থলীর সাহায্যে মিলাইয়া দেখিবেন। এস্থলে প্রসঙ্গ-ক্রমে ইহাও বলা আবশ্যক যে প্রাচীন কালের কবিরা অথবা তাঁহাদের কাব্যের লিপি-কারেরা শব্দের 'স্ব' 'ণ' ও ই-কাব 'উ-কারেব-ভব' দীর্ঘত্বের প্রতি মোটেই লক্ষ্য করেন নাই। এক্ষণে একই হণ্ড লিখিত প্রাচীন পুথিতে একই শব্দের নানা-প্রকার বানান দেখা যায়। কৃষ্ণকীর্তনে 'শুন' শব্দ-টির 'শুন' 'সুন' ও 'সুন'—এই চারি বকম্ আকার দেখা যায়। 'ভতে' কোথাও 'হতে' পাওয়া গিয়াছে। চন্দ্র-বিন্দু বা অনুমানিক 'এ' অক্ষরেরও কোন নিশ্চয়তা নাই; কেন না, 'উহাতে তো' (ভূমি) শব্দকে কোথাও 'তৌ' 'মৌ' (আমি) শব্দকে 'মৌ' রূপে পাওয়া গিয়াছে। 'ঠাই'-স্থলে প্রাচীন পুথিতে 'ঠাক্রি' (স্থান) শব্দ-টা প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়; কিন্তু কৃষ্ণকীর্তনের চক্ষিণ-টা প্রয়োগের মধ্যে কুত্ৰাপি 'ঠাক্রি' নাই; সর্বত্রই 'ঠাই' বা 'ঠায়ি' রূপ আছে; অথচ সংস্কৃত 'স্থান' বা 'ধাম' শব্দ হইতে 'ঠাক্রি' শব্দ-টা উদ্ভূত হওয়ায়, উহার শেষে অনুমানিক বর্ণ পাকা খুব স্বাভাবিক এবং কৃষ্ণকীর্তনে সেকপ না থাকা আশ্চর্যের বিষয় মনে হয়। হরিবংশের প্রাচীনতম গ-পুথিতে বৌদ্ধ ভাগট 'ঠাই' ও নটিং 'ঠাক্রি' রূপ দেখা যায়। সংস্কৃত 'সাগর' শব্দের অপভ্রংশ 'সায়র' বা 'সায়র' ও 'নাগর' শব্দের অপভ্রংশে 'নায়র' বা 'নায়র' রূপ হিন্দী, মৈলি ও বাঙ্গালার প্রাচীন কাব্যে প্রায় সর্বত্র দেখা যায়; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে কৃষ্ণকীর্তনে 'সাগর' ও 'নাগর' ব্যতীত কুত্ৰাপি অপভ্রংশ রূপ-গুলি পাওয়া যায় না। কৃষ্ণকীর্তনের শব্দাবলীর এই উচ্ছিন্ন রূপ-বৈষম্য ও 'নাগর' 'সাগর' ইত্যাদি তৎসম শব্দ-প্রয়োগের স্বাভাবিকতা দেখিয়া, ইহা অসম্ভব না করিয়া পারা যায় না যে, এই সকল রূপ-বৈষম্য কোনও নির্দিষ্ট ব্যাকরণের নিয়মের ফলে ঘটে নাই, কবি অথবা কাব্যের লিপি-কারদিগের স্বাধীনতা হেতুই এই রূপ বানানে বৈষম্য ঘটিয়াছে। কৃষ্ণকীর্তনের যে কবি শত শত তত্ত্ব সংজ্ঞার প্রয়োগ করিয়াছেন, তিনি যে সর্বত্রই 'সায়র' বা 'নায়র' শব্দের পরিবর্তে কেবল তৎসম 'সাগর' ও 'নাগর' শব্দেই ব্যৱহার করিবেন, ইহাও বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না; সুতরাং ইহাও লিপিকারের পরিবর্তন বা সংশোধনের ফল বলিয়াই মনে হয়। কৃষ্ণকীর্তন পুথির একাধিক প্রতিলিপি পাওয়া যায় নাই, বিশেষতঃ পুথিখানি অতিশয় প্রাচীন বলিয়া, উহার আপাত-অশুদ্ধি হইতেও প্রাচীন বাঙ্গালা-ভাগার বানানেব কোন নিয়ম আবিষ্কৃত হইলেও হইতে পারে, এই বিবেচনায় বিজ্ঞ সম্পাদক মহাশয় উহার বানানের কিছুমাত্র পরিবর্তন বা সংশোধন না করিয়া যথাযথ-ভাবে মুদ্রিত করাই আমবা একরূপ বৈষম্য দেখিতে পাইতেছি। সুতরাং উহার কোন কোন শব্দের সহিত হরিবংশের উদ্ধৃত শব্দাবলীর বানানে কিঞ্চিৎ পার্থক্য দেখা গেলেও উহা দর্তুব্য নহে। অথবা সুদূর পশ্চিম বঙ্গের এক প্রান্তের ভাষার সহিত যে পূর্ববঙ্গের একপ্রান্তে ভাষার শব্দের রূপে বিশেষতঃ অনুমানিক বর্ণ বা চন্দ্র-বিন্দুর প্রয়োগে কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব বা পার্থক্য দেখা যাইবে, ইহাতে আশ্চর্যের বিষয় কি আছে? প্রসঙ্গ-ক্রমে এখানে ইহাও বক্তব্য যে, আন্দাজ এক শতাব্দী হইতে মুদ্রিত বাঙ্গালা গ্রন্থে বানানের যে রীতি চলিয়া আসিতেছে এবং প্রক্বেষ যোগেশ বাবু তাঁহার "বাঙ্গালা শব্দ কোষ" গ্রন্থে তত্ত্ব বা বাঙ্গালা-শব্দাবলীর যে বানান প্রদর্শিত করিয়াছেন, আমরা প্রচলিত শব্দের সেইরূপ বানানই হরিবংশে প্রদান করিয়াছি। যে শব্দ বাঙ্গালা শব্দ-কোষে নাই কিংবা যাহার আকার-গত কোনও বিশেষত্ব আছে, আমরা সেরূপ শব্দের আকারে কিছু মাত্র পরিবর্তন করি নাই। আজ-কাল কোন কোন প্রাচীন কাব্যের নবীন সংস্করণে প্রব্র-রকার অজুহাতে লিপি-কারদিগের উচ্ছিন্নতা-পূর্ণ বানান-

বৈষম্য ঘণাঘণ ভাবে প্রদর্শিত করিয়া, পাঠকদিগের মনে ভ্রম-উৎপাদনের ঘে সুযোগ দেওয়া হয় এবং তদ্বারা গ্রন্থ-প্রচারের প্রধান উদ্দেশ্যকেও অনেক-পরিমাণে ব্যর্থ করা হয়, আমরা কোন মতেই সেই সম্পাদকীয় অলসতার প্রবর্তক সম্পাদন-প্রণালীর সমর্থন করিতে পারি না। প্রাচীন-পুথির যে বানান-বৈষম্য বা বৈশিষ্ট্যের কথা গ্রন্থের ভূমিকায় বলিয়া দিলে চলিতে পারে,—সারা গ্রন্থের বানানের আবর্তন ঘাটিয়া সেই তত্ত্বটার আবিষ্কার করা দুই চারি জন্ম বৈধা-শীল ভাষা-তত্ত্ব-বিদের পক্ষে অসম্ভব বা অসুবিধা-জনক মনে না হইতে পারে, এমন কি তত্ত্ব সুবিধা-জনকও বিবেচনা হইতে পারে, কিন্তু সে ক্ষুদ্র অধিকাংশ পাঠকদিগের দৃষ্টিতে অসুবিধা সৃষ্টি করা কোন মতেই সম্ভব মনে করা যাইতে পারে না। কিন্তু তা বলিয়া পরবর্তী জয়গোপালদিগের হাতে পড়িয়া কৃত্তিবাসী রামায়ণের যে দুর্দশা ঘটিয়াছে, আমরা প্রাচীন কাব্যের পেক্ষ দুর্দশা দেখিতে চাহি না। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, আজ কাল গোবিন্দ কৰ্মকারের যে করচাখানা লইয়া এত বাদ-প্রতিবাদ চলিতেছে, স্বর্গগত গোবিন্দ সম্পাদক মহাশয় কর্তৃক স্থানে স্থানে ভাষার পরিবর্তন ও নবীকরণই উহা প্রধান কারণ বটে। কেন না, উহার ভাষা এমন আধুনিক হইয়া পড়িয়াছে যে, অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তিই সে ভাষাকে প্রায় চারি শত বৎসরের প্রাচীন ভাষা বলিয়া মনে করিতে পারিবেন না; অথচ গ্রন্থখানা যে জাল নহে, উহা বহু উৎকৃষ্ট প্রমাণ বর্তমান আছে এবং ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন রায় বাহাদুর তাঁহার নবীন সংস্করণের সুদীর্ঘ ভূমিকায় উহা সুন্দর-রূপেই প্রমাণিত করিয়াছেন।

(২) মুশলমান বিজ্ঞেতাদিগের ব্যবহৃত আরবী ও ফারসী ভাষা ও বাঙ্গালা ভাষার উপর কম প্রভাব বিস্তার করে নাই। মুশলমান অধিকারের যতই অধিক দিন গত হইয়াছে, ততই তাঁহাদিগের উক্ত দুই ভাষার প্রভাব বাঙ্গালার উপর অধিক লক্ষিত হইয়াছে এবং একদা হওয়াই নিত্য স্বাভাবিক বটে। এ হিসাবে কৃষ্ণ-কীর্তনে যে পরিমাণ আরবী বা ফারসী শব্দ পাওয়া বাওয়া উচিত, মুহম্মদরাম বা ভবানন্দে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী এবং ভারতচন্দ্রে আরও অনেক বেশী পাওয়া উচিত বটে। এতলেও একটা বিকল্প আছে। দেখিতে হইবে রচিত্তা আরবী-ফারসীতে অভিজ্ঞ ছিলেন কি না। যে সময়ে রাজা বা জমীদারদিগের দরবারী-ভাষায় অনেক আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহৃত হইত, সে সময়ে আরবী না হউক, অন্ততঃ ফারসী ভাষায় উত্তম বিধান ভাবতচন্দ্রের পক্ষে এক রাজ-পরিবাসের পারিবারিক ও দরবারী ঘটনা-পূর্ণ 'বিদ্যাসুন্দর', ও 'মানসিংহ' কাব্য লিখিতে যাইয়া প্রয়োজনে ও অপ্ৰয়োজনে তাঁহার কাব্যে যত আরবী ও ফারসী শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন তাঁহার সমকালীন বা পরবর্তী অনেক কবি অগ্রাগ্র বিষয়ে কাব্য লিখিতে যাইয়া, যাবনিক-ভাষায় অপেক্ষাকৃত অনভিজ্ঞতা ও বর্ণনীয় বিষয়ের বৈশিষ্ট্য হেতু, যাবনিক শব্দ তত ব্যবহার করেন নাই। যাহা হউক, গ্রন্থে যাবনিক শব্দের ব্যবহার সন্দেহও পরবর্তী কোনও কাব্যের সহিত তুলনা না করিয়া বর্ণনীয় বিষয়ের সাদৃশ্য হেতু আমরা কৃষ্ণ-কীর্তনের সহিতই হরিবংশের তুলনা করিব।

কৃষ্ণ-কীর্তনে যাবনিক শব্দের সংখ্যা নিতান্ত কম। উহাতে আমরা কেবল নিম্ন-লিখিত যাবনিক শব্দ কয়েকটি পাইয়াছি ;
 কৃষ্ণ-কীর্তন ও হরিবংশে যাবনিক শব্দ যথা—'কামান' (ফা 'কমান'—ধনু), 'কুত-ঘাট' (আ 'কুত'—পণ্য-দ্রব্য; কুত-ঘাট অর্থাৎ যে ঘাটে পণ্য-বাহী নৌকার বাবদে শুল্ক আদায় করা হয়), 'মজুরি' ও 'মজুরিয়া' (ফা 'মজদুরী' ও 'মজদুর' হইতে 'মজুবা' ও 'মজুর' অর্থে) 'বাকী' (আ 'বাকী'—অবশিষ্ট) *। হরিবংশে এই শব্দ

* সম্পাদক বসন্ত বাবু ভূমিকার ৩৭ পৃষ্ঠায় যে কয়েকটি যাবনিক শব্দ উল্লেখ করিয়াছেন উহাতে 'কুত' শব্দের উল্লেখ নাই, কিন্তু 'ধন' শব্দের অধিক উল্লেখ আছে। তিনি ১৪২ পৃষ্ঠায় 'ধন নষ্ট করে যেন উগাও সাতে' বাক্যের 'ধন' শব্দের টীকায় লিখিয়াছেন যে 'ধন' শব্দ আ 'ধনক' শব্দ হইতে জাত। আ: 'ধনক' শব্দের অর্থ গর্ভ বা পগার; এই অর্থে ধান-ধন শব্দের বহু ব্যবহার আছে স্তত্রায় উহা হইতে 'পণ্য' অর্থ সিদ্ধ হয় না। বোম্বেন বাবু স 'কন্স' হইতে উহা উদ্ভূত মনে করেন উহাও ভেদন সম্ভব মনে হয় না। শব্দের ব্যুৎপত্তি সন্নিহিত বলিয়া আমরা উক্ত যাবনিক শব্দের তালিকার অন্তর্গত করিলাম না। সঃ

গুলির মধ্যে ‘কামান’ শব্দটা কয়েক স্থানে আছে। ‘বাকী’ শব্দটা দুই এক স্থলে থাকিলেও থাকিতে পারে; উহার অর্থ সহজ বলিয়া, আমরা শব্দ-সূচীতে তুলিতে তুলিয়াছি, এখন সম্পূর্ণ গ্রন্থ খুঁজিয়া দেখাও কঠিন। যাহা হউক, এ গুলির বদলে আমরা হরিবংশে নিম্নলিখিত যাবনিক শব্দ পাইয়াছি, যথা—‘গুমান’ (ফা° ‘গুমান্—গরু’) ‘বউন’ (আ° ‘কবুল’ হইতে—বীকাব), ‘কানয়াত’ (আ° ‘কন্যাং’—উঁবুর পরদা), ‘দেওয়ান’ (ফা° ‘দৌবান্’—রাজ-সভা) ‘খোয়াল’ (আ° ‘খয়াল’—সপ, সখের কাজ), ‘খোয়ানী’ (ফা° ‘খোআর’—দুদিশা-যুক্ত) ‘বেহাল’ (ফা° ‘বে’—বিশোন আ° ‘হাল’—অবস্থা; ফা°-আ° ‘বেহাল’—অবস্থা হীন, দূরবস্থা-যুক্ত) ‘বরাবর’ (ফা° ‘বরাবর’—সমীপ)।

দেখা যাইতেছে যে, ভবানন্দের অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কাব্যেও যাবনিক শব্দের সংখ্যা অধিক নহে; তথাপি কৃষ্ণ-কীর্তন হইতে প্রায় দ্বিগুণ। পক্ষান্তরে হরিবংশে ‘তৎসম’ শব্দের প্রয়োগ কৃষ্ণ-কীর্তন হইতে অনেক বেশী। ভাষা-গত এই উভয় কাব্য হইতেই কৃষ্ণকীর্তন হইতে হরিবংশের পরবর্তীতা প্রমাণিত হয়। ভাব-গত বৈশিষ্ট্য চইতে ইহা আবণ্ড নিঃসন্দ্বিদ্ধ-রূপে প্রমাণিত হইয়াছে; আমাৰা ‘হরিবংশের আখ্যান-বস্ত্র’ শীর্ষকে ভাব-গত সেই বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করিব।

(৩) বাঙ্গালা গ্রন্থের শব্দ-সংখ্যাব তুলনা অপেক্ষাও বাঙ্গালা-গ্রন্থের প্রাচীনতা বুঝিবার আর একটা

উপায় আছে। আমরা এই প্রশ্নের প্রথমেই বলিয়াছি যে, বাঙ্গালার যে গ্রন্থ যত প্রাচীন হইবে, উহার সহিত হিন্দী ও মৈথিল-ভাষার শব্দের তত অধিক সাদৃশ্য থাকিবে। অবশ্য এ স্থলেও বিকল্প আছে; কেন না হিন্দী-মৈথিল-ভাষী প্রদেশের বাঙ্গালা ভাষায় হিন্দী ও মৈথিল শব্দের বেকপ আবিক্য পাওয়া যাইবে; সুদূর বর্তী প্রদেশে সেইরূপ আশা করা যাইতে পারে না।

কৃষ্ণকীর্তনের রচয়িতা চণ্ডীদাসের ভ্রম-ভূমি ও কৰ্ম-ভূমি বীরভূম জেলাব অন্তর্গত নামুর কিংবা বাকুড়ার অন্তর্গত ‘ছাতনা’ উহা লইয়া ঐতিহাসিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে এখনও বাদ-প্রতিবাদ চলিতেছে। আমরা অনাধিকার-চর্চা করিতে যাইয়া, এক পক্ষে রায় দিয়া অপর পক্ষেই অসম্ভাব-ভাজন হইতে ইচ্ছা করি না। তাই এখানে কেবল ইহাই বলিতে চাহি যে চণ্ডীদাসের ভ্রম-ভূমি ও কৰ্ম-ভূমি বীরভূম বা বাকুড়া সেখানেই হউক না কেন, উক্ত উভয় স্থানই যে, পূর্বেই অপেক্ষা হিন্দী ও মৈথিল-ভাষী প্রদেশের অনেক নিকট-বর্তী তাহা সকলেই জানেন। সুতরাং এ হিসাবেও কৃষ্ণকীর্তনেই অনেক বেশী হিন্দী ও মৈথিলী শব্দ পাওয়া যাবে। আমরা হরিবংশ গ্রন্থে হিন্দী ও মৈথিলীর সাদৃশ্য-যুক্ত যে শব্দ পাইয়াছি, নিয়ে উহার তালিকা দেওয়া গেল; যথা—‘কুরসিন’ (হি° মৈ° ‘কুরসিন’—কুবসিনী, যুগী) ‘কিশোর’ (হি° মৈ° ‘কিশোর’—কিশোরী), ‘কিয়া’ হি° ক্যা—কি, কেন ‘গোহারি’ (হি° মৈ° গোহারি—কাতার প্রার্থনা) ‘ঘরয়াল’ (হি° মৈ° ‘ঘবরালা’—ঘরের লোক, চৌকি পাহারার আড্ডা), ‘নয়ান’ (হি° মৈ° ‘নৈন’—নয়ন, চক্ষু) ‘নওল’ (হি° মৈ° নবল—নবীন), ‘নাতিন’ (হি° মৈ° ‘নাতিন’ দৌহিত্র), ‘নাইয়র’ (হি° মৈ° ‘নৈনহর’—স্রীলোকের পিত্রালয়) ‘নিম’ (হি° মৈ° ‘নৌদ’—নিদ্রা) ‘বুঢ়া’ (হি° মৈ° ‘বুঢ়া’, ‘বুঢ়িয়া’—বুড়ী) ‘ভাউ’ (হি° মৈ° ‘ভৌ’ প মা° ‘ভাউ’) ‘ভালাই’ (হি° বৈ° ‘ভলাই’ মঙ্গল), ‘মাঝা’ (হি° মৈ° ‘মঝা’—কটি), ‘মৈলা’ (হি° মৈ° মৈ° ‘সৌত,—‘মৈলা’—মলিন) ‘ঘাউ’ (প্রা° হি° মৈ° ‘জাউ’—ঘাই), ‘রাখোয়াল’ (হি° মৈ° ‘রখালা—রাখাল), ‘সৌতিন’ (হি° সতিন)।

হরিবংশে আমরা ‘এখন’ অর্থে হিন্দী ও মৈথিল ‘অব্’ শব্দের স্থলে ‘অবে’ পাইয়াছি; কিন্তু উহা আমরা পূর্বে-বন্ধের লিপিকারে ‘এ’ স্থলে অ-কার ব্যবহারের প্রবণতার ফল বলিয়াই মনে করি; কেন না, হরিবংশের পুথি-গুলিতে সর্বত্র ‘এখন’ স্থলে ‘অখন, পাঠ আছে; কিন্তু এবে স্থলে ‘অবে’ ও ‘এবে’ উভয়-বিধ পাঠ এবং ‘এবে পাঠই অধিকাংশ স্থলে পাওয়া গিয়াছে; সে অস্তই উহা এই তালিকার অন্তর্গত করা হইল না।

ইহা ব্যতীত হিন্দী ও মৈথিলের সহিত সৌসাদৃশ্য-বিশিষ্ট তিন-টি ধাতু-রূপ কৃষ্ণকীর্তন, চৈতন্য ভাগবত, হরিবংশ প্রভৃতি প্রাচীন বাঙ্গলা সকল গ্রন্থেরই সাধারণ রূপ 'বটে'; সংশোধকের হস্ত-ক্ষেপে হেতু অনেক আধুনিক পুথিতে ও মূল্যিত সংস্করণে সকলগুলি রূপ দৃষ্ট না হইলেও স্বপ্রাচীন সকল হস্তলিখিত পুথিতেই ঐ ত্রিবিধ ধাতু-রূপ পাওয়া যায়। 'পড়ে' 'পড়ে' ও 'পড়ে' বা 'পৈড়ে'—সেই তিন-টি রূপ বটে। এই ক্রিয়া-পদ তিনটি যথা-ক্রমে সংস্কৃত 'পত' 'পঠ' ও 'পরি+ধা' হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। সংস্কৃত শব্দের 'ত' স্থলে প্রাকৃতে ও অপভ্রংশে 'ড' হইয়া থাকে; 'ঠ' স্থলেও 'ড' বা 'ঢ' হয়; সূত্রানুসারে 'পত' ও 'পঠ'—উভয় ধাতু স্থলে 'পড' অর্থাৎ 'পড়' রূপ হওয়া সম্ভব হইলেও, বোধ হয় পার্থক্য রক্ষার উদ্দেশ্যেই হিন্দী, মৈথিল ও বাঙ্গলায় 'পত' স্থলে 'পড়' ও 'পঠ' স্থলে 'পঢ়' ধাতুর ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছিল। সূত্রানুসারে আধুনিক বাঙ্গলা 'পড়ে' (১) পতিত হয়, ২। (পাঠ করে) শব্দের স্থলে প্রাচীন বাঙ্গলা গ্রন্থে সর্বদাই দুই-টি পৃথক রূপ দেখা যায়— (১) 'পড়ে'—অর্থাৎ পতিত হয়; (২) 'পঢ়ে' অর্থাৎ পাঠ করে। কৃষ্ণকীর্তনে ব্রজ-লীলায় লেখা-পড়ার কোনও প্রসঙ্গ নাই বলিয়া যদিও উহাতে 'পঢ়' ধাতুর পদ পাই নাই, কিন্তু হরিবংশের এক স্থানে এবং চৈতন্য-ভাগবত ও চৈতন্য চরিতামৃতের অনেক পদ পাইয়াছি। হরিবংশের 'বৃঢ়ী' 'দঢ়' 'বাঢ়াইতু' 'বাঢ়াইলু' ইত্যাদিও ড স্থলে 'ঢ়' প্রয়োগের দৃষ্টান্ত বটে। আধুনিক বাঙ্গলায় বোধ হয় জল-বায়ুর গুণে বাঙ্গালীদিগের আরাম-প্রসূতার ফলেই সেই প্রাচীন পার্থক্য-টি বিলুপ্ত হইলেও * এখন পর্য্যন্ত হিন্দী ও মৈথিল ভাষায় 'পড়' ও 'পঢ়' উভয় ধাতুই কথ্য ও লেখ্য ভাষায় প্রচলিত আছে; নিতান্ত অশিক্ষিত ব্যতীত কোন হিন্দুস্থানী বা মৈথিল ব্যক্তিকেই 'পঢ়' স্থলে 'পড়' বলিতে অথবা লিখিতে দেখা যায় না। সংস্কৃত 'পরি+ধা' ধাতুর স্থলে প্রাকৃতে ও অপভ্রংশে পরি+হা রূপ হওয়াই স্বাভাবিক। বহু স্থলেই অক্ষর বিনিময় অপভ্রংশ ভাষার সাধারণ ধর্ম বটে, সূত্রানুসারে 'পরি+হ' স্থলে মধ্য ও অন্ত্য অক্ষরের বিনিময় দ্বারা 'পহির' রূপ সিদ্ধ হইয়া পরে 'হ' অক্ষরের সহিত 'র' যোগে 'পহিহে' 'পৈহে' বা 'পহ', রূপগুলি ঘটিয়া থাকে। কৃষ্ণকীর্তনে সর্বত্র 'পহ' এবং হরিবংশের প্রাচীনতম গ-পুথিতে 'পৈহ' রূপ পাওয়া গিয়াছে। এস্থলেও বাঙ্গালার জল-বায়ুর প্রভাবে আধুনিক বাঙ্গলায় উচ্চারণের কোমলতা-সাধন উদ্দেশ্যে 'পৈহ' বা 'পহ' 'হকার-লোপে' 'পর' ধাতুতে পরিণত হইয়াছে কিন্তু আধুনিক হিন্দী ও মৈথিল ভাষায় প্রাচীন 'পহির' রূপই প্রচলিত আছে।

(৪) হিন্দী ও মৈথিলের সহিত কতকগুলি শব্দ ও ধাতুর রূপে এরূপ সৌসাদৃশ্য থাকিলেও পরবর্তী বাঙ্গলায়

মৈথিল ও ব্রজ-ভাষার সাক্ষাৎসম্বন্ধ অমূল্যরূপে ফলে এক-টি তথা 'কথিত' 'ব্রজ বুলি' কৃষ্ণকীর্তনে ও হরিবংশে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে নামক কথিত কিতাবী ভাষার সৃষ্টি ও প্রচলন হইয়া উহাতে 'বৈছেন' ('হি' মৈ' বৈসন) 'তৈছন' ('হি' মৈ' তৈসন) 'জহ' 'জনি' ইত্যাদি বহু হিন্দী ও মৈথিল শব্দের ও 'ভেল' 'করই' 'করল' 'সুতই' 'সুতল' ইত্যাদি অসংখ্য ক্রিয়া-পদের যে ব্যবহার হইয়াছিল, হরিবংশে উহার কোনও চিহ্ন পাওয়া যায় না। চণ্ডীদাসের জন্ম-স্থল মিথিলার অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী এবং তাঁহার জন্ম-কাল ভবানন্দ্রের অপেক্ষা অনূন এক শতাব্দী পূর্ববর্তী হওয়া

সত্ত্বেও কৃষ্ণকীর্তনে তথা কথিত ব্রজ-বুলীর প্রভাব বা হিন্দী-মৈথিলের সাক্ষাৎ অমূল্যরূপে কোনও চিহ্ন নাই। কৃষ্ণকীর্তনে মাত্র একস্থলে 'বৈসানে' ও 'তৈসানে' পাওয়া গিয়াছে; † কিন্তু তাহাও 'যখন' ও 'তখন' অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে

* পরাবর্তী সাহিত্যে ও পরবর্তী অনেক বাঙ্গলা গ্রন্থেও 'নয়ান' শব্দের বহুল ব্যবহার দেখা যায়; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় কৃষ্ণকীর্তনে 'নয়ান' নাই। বোধ হয়, ইহাও একটা গিপি-কারের পরিবর্তন; কেন না, 'নয়ান' অধিক প্রাচীন ও হিন্দী-মৈথিল 'নৈন' শব্দের কাছাকাছি। রূপ মনে হয়। স*

হরিবংশের ১৩৩ পঙক্তিতে 'পঢ়াইলু' এবং পরিশিষ্টের 'ভুলসীর উপাখ্যানে 'পঢ়ারে' (পং ১৫২৩) 'পঢ়িবার' (১৬০৫) পদ আছে। 'ড' অপেক্ষা 'ঢ়' অক্ষরের উচ্চারণে যে অধিক প্রবল-সাধ্য অতএব অপেক্ষাকৃত অধিক রূপ-জনক তাহা একটু আশির্বাদ করিলেই বুঝা যাইবে। স*

† 'বৈসানে রতি কাণবৌ। তৈসানে কাহু আনিবৌ।' কৃ-কী-২১ পৃঃ।

মৈথিল বা বাঙ্গলার তথা-কথিত ব্রজ-বুলীর ‘মৈসনে’ ও ‘তৈসনে’ শব্দের যখন ও তখন অর্থে কৃত্রাপি প্রয়োগ দেখা যায় না। স্তত্রাং কৃষ্ণকীর্তনের ‘মৈসানে’ ও ‘তৈসানে’ শব্দের সহিত মৈথিল ‘মৈসন’ ও ‘তৈসন’ শব্দের কোনও যোগ নাই। বোধ হয় ‘জৈথনে’ ও ‘তৈথনে’ প্রকৃত পাঠ ছিল; লিপিকার মৈথিল ‘মৈসন’ ও ‘তৈসন’ শব্দের ভ্রান্ত সাদৃশ্যে ভুলে ঐরূপ লিখিয়াছেন। কৃষ্ণকীর্তনে মৈথিল ‘ডেল’ স্থলে অনেক স্থানে ‘ভৈল’ পাঠ আছে। ইহা কিন্তু তাঁহার উপর তাঁহার বন্ধু বিদ্যাপতির মৈথিল-ভাষার প্রভাবই মনে হয়। অথবা বলিতে হইবে যে, ইহার বহু পূর্বে বাঙ্গালায় সংস্কৃত ‘ভূ’ ধাতুর স্থলে প্রাকৃত ও অপভ্রংশের অমুঘারী ‘হো’ বা ‘হ’ ধাতুর ব্যবহার আরম্ভ হইয়া থাকিলেও অন্ততঃ ‘ভৈল’ শব্দে যে জন্যেই হউক প্রাচীন রূপ-টা চণ্ডীদাসের কাল পর্যন্ত বজায় রহিয়া গিয়াছিল।

(৫) এ পর্যন্ত যাহা বলা হইয়াছে, উহার দ্বারা সুদূর পশ্চিম-বঙ্গের কৃষ্ণকীর্তনের সহিত হরিবংশের ভাষা-গত

সাদৃশ্যই ব্যক্ত হইয়াছে। আমরা এখন হরিবংশে হইতে একরূপ কতক গুলি দৃষ্টান্ত দেখাইব,

হরিবংশের
নিজস্ব
পূর্ববঙ্গের-ভাষা

যাহা দ্বারা হরিবংশের নিজস্ব পূর্ব-ময়মনসিংহ বা ত্রিপুরার ভাষারই পরিচয় পাওয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই বলা আবশ্যক যে পরবর্তী কাল হইতে পশ্চিম বঙ্গ ও পূর্ব-বঙ্গের ভাষার মধ্যে যে সকল পার্থক্য লক্ষিত হইতেছে অন্ততঃ সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্বেও সে সকল

পার্থক্য ছিল না। দৃষ্টান্ত স্থলে ব্যাপক ক্রিয়া-পদের উল্লেখ করিতেই যথেষ্ট হইবে। পূর্ববঙ্গে ‘কর’ ইত্যাদি ধাতুর ভবিষ্যৎ-কালের প্রথম-পুরুষে ‘করিব’ (কথ্য-ভাষায় ‘করুব’) ইত্যাদি ও উত্তম-পুরুষে ‘করিমু’ (কথ্য-ভাষায় ‘কবমু’) ইত্যাদি রূপ ব্যবহৃত। পশ্চিম-বঙ্গের আধুনিক লেখা ও কথ্য ভাষায় উহা স্থলে যথাক্রমে ‘করিবে’ (করবে) ও ‘করিব’ (করু) রূপ ব্যবহৃত হইলেও পশ্চিম-বঙ্গের প্রাচীন পুথিতে এ স্থলে যথা-ক্রমে ‘করিব’ বা ‘করিবা’ ও ‘করিব’ ‘করিবৌ’ (কৃ.কী.) বা ‘করিমু’ রূপই দৃষ্ট হয়। কৃষ্ণকীর্তনে ষাটটি স্থলে উত্তম-পুরুষে ‘করিব’ এবং বাইশটি স্থলে ‘করিবৌ’ রূপ প্রযুক্ত হইয়াছে ‘করিবৌ’ প্রকৃত পক্ষে ‘করিমৌ’ বা ‘করিমু’ শব্দেরই সৌমাদৃশ-যুক্ত রূপান্তর বটে। সে যাহা হউক, আমরা এখানে শব্দ-রূপ ও ধাতু-রূপের যে কতকগুলি উদাহরণ দেওয়াইব, উহার কোন কোন শব্দ ক্রিৎ কোনও পশ্চিম-বঙ্গের প্রাচীন পুথিতে কোন কাবণে পাওয়া গেলেও এই শব্দগুলির বিশেষতঃ অতীত কালের প্রথম-পুরুষের ‘করিছি’ ‘চিস্তিছি’ ‘জানিছি’ ইত্যাদি বক্ষ্যমাণ অসংখ্য ক্রিয়া-পদের সাম্মিলিত সাক্ষ্য দ্বারা হরিবংশের নিজস্ব পূর্ব-বঙ্গের ভাষারই প্রমাণ পাওয়া যায়।

(ক) পূর্ব-বঙ্গের ভাষার কতক গুলি নিজস্ব শব্দ যথা—‘ছালি’ (কৃ.ক) পং ব ‘ছার’ (‘ছাই’) ‘কায়’ (কৃ.কী ‘কায়’ পং ব ‘কাজ’), ‘গাও’ (কৃ.কী ‘গাঅ’ ‘গাএ’ ও ‘গা’—পং ব ‘গা’), ‘খেণ্ডা’ (কৃ.কী ‘খেআ’ পং ব ‘খেয়া’) ‘নাও’ (কৃ.কী ‘নাঅ’, ‘নাএ’ পং ব ‘না’), ‘বাও’ (কৃ.কী ‘বাজ’, ‘বাএ’ পং ব ‘বা’), ‘কিয়া’ (‘দি’ ‘ক্যা’ উ ‘কিয়া’; পং ব ‘কি’ ‘কেন’), ‘নাইয়র’ (‘হি’ ‘নৈহর’ পং ব ‘বাপের বাড়ী’), ‘বিচইন’ (কৃ.কী ‘বিগঞ’ পং ব ‘বিজনী’, ‘বিজনী’—ব্যজনী, পাখা)।

(খ) সংস্কৃত ‘ত্ব’ বা ‘তা’ প্রত্যয়ের অর্থে ‘তাম্’ প্রত্যয় পূর্ব-বঙ্গে খুব প্রচলিত; গ্রাম্য কথ্য ভাষায় ‘ভণ্ডতাম্’ (ভণ্ডামি) ‘ভক্ততাম্’ (ভক্ততা) ইত্যাদি এখনও শোনা যায়। আমরা হরিবংশে ‘ভণ্ডতাম্’ পাইয়াছি; আমাদের বিশ্বাস শব্দটি পূর্ব-বঙ্গের নিজস্ব। হরিবংশের ‘মাগন’ শব্দ-টাও পূর্ব-বঙ্গের নিজস্ব মনে হয়; কেন না, আমরা পশ্চিম-বঙ্গের কোনও কাব্য বা বাঙ্গালা শব্দ-কোষে উহা পাই নাই। হাট বা বাজারের মালিকের তরপ হইতে যে ‘তোলা’ আদায় করা হয়, ‘মাগন’ শব্দের উহাই অর্থ বটে। এখন ‘তোলা’—আদায়ে ষাট্‌ঞার কোন ভাব না থাকিলেও, প্রথমে বিনয়-প্রকাশের জন্যে বোধ হয় ‘মাগন’ শব্দের মত একটা মিনতি-সূচক নাম দেওয়া হইয়াছিল।

(গ) সর্ক-নাম শব্দের মধ্যেও কতকগুলি শব্দে পূর্ববঙ্গের প্রদেশ-বিশেষের স্বতন্ত্রতা দেখা যায়। পরবর্তী ‘আমি’ ‘তুমি’ ‘আমার’ ও ‘তোমার’ স্থলে পূর্ব-বঙ্গ ও পশ্চিম-বঙ্গের সকল প্রাচীন পুথিতেই যথা-ক্রমে, ‘আঙ্গি’ ‘তুঙ্গি’ ‘আঙ্গার’ ও ‘তোঙ্গার’ রূপগুলি দৃষ্ট হয়। ‘আঙ্গি’ ও ‘তুঙ্গি’ শব্দ হিন্দী ‘হম্’ ও ‘তুম্’ শব্দের মত মূলে বহু-বচনান্ত বলিয়াই বোধ হয়, প্রাচীন-সাহিত্যে ‘আঙ্গরা’ ও ‘তুঙ্গরা’ বহু-বচনান্ত পদের ব্যবহার একান্তই অল্প দেখা যায়। কৃষ্ণকীর্তনে মাত্র দুই স্থানে ‘আঙ্গরা’ ও এক স্থানে ‘তোঙ্গারা’ পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু হরিবংশে* মোটেই উহা পাওয়া যায় নাই। ইহার পরিবর্তে হরিবংশের প্রাচীনতম পুথিতে সর্কএ ‘আমি-সব’ ‘তুমি-সব’, ‘আমি-সবের’ ও ‘তুমি-সবের’ প্রয়োগ দেখা যায়। কৃষ্ণ-কীর্তনে ‘আঙ্গি’ ও ‘তুঙ্গি’ শব্দের যগী-বিভক্তিব এক-বচনের পদ ‘আঙ্গার’ ও ‘তোঙ্গার’ শব্দের বহু ব্যবহার থাকিলেও বহু-বচনে ‘আঙ্গবার’ বা ‘তোঙ্গার’ শব্দের প্রয়োগ কৃষ্ণকীর্তনে নাই; পশ্চিম বঙ্গের অল্প পুথিতে দেখিয়াছি বলিয়াও মনে পড়ে না। কিন্তু পূর্ব-বঙ্গের শুধু পূর্ব ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা ও খ্রীষ্ট প্রদেশে অদ্যাপি গ্রাম্য কথ্য ভাষায় যগীর বহু-বচনে ‘আমরার’ (আমাদের) ও ‘তোমরার’ (তোমাদের) শব্দ-রূপের বহুল ব্যবহার দেখা যায়। আমরা ভবানন্দের হরিবংশে পয়ারের শেষের মিলের স্থলে (Rhyme) দুই-বার ‘তোমারার-র’ শব্দ-টী পাইয়াছি † ইহা কোন-ক্রমেই লিপি-কারের ভুল হইতে পারে না; কেন না, এখানে অল্প কোনও শব্দ দ্বারা ই অর্থ ও ভন্দের মিল রক্ষিত হয় না। এই একান্ত প্রয়োজনীয় অকাট্য প্রমাণ হেতুই আমরা ভবানন্দকে পূর্ব-বঙ্গের ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল প্রভৃতি কোনও জেলার অধিবাসী স্থির না করিয়া পূর্ব-ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা অথবা খ্রীষ্ট জেলার অধিবাসী বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য হইয়াছি। হরিবংশে পূর্ব-বঙ্গের নিজস্ব সর্কনাম আরও একটি পাওয়া গিয়াছে। পূর্ব-বঙ্গে ‘তিনি’ শব্দের অর্থে গ্রাম্য ভাষায় ‘তাইন্’ শব্দের বহুল ব্যবহার আছে; পশ্চিম বঙ্গে ‘তিনি’র স্থলে ‘তেনি’ শোনা যায়, কিন্তু কৃত্রাপি ‘তাইন্’ শোনা যায় না। আমরা হরিবংশে বহু স্থানে ‘তাকি’ শব্দ পাইয়াছি ‡; এ শব্দ দ্বারা ভবানন্দের বাসস্থল পূর্ব-বঙ্গ পাওয়া গেলেও পূর্ব-ময়মনসিংহ বা ত্রিপুরা পাওয়া যায় না; উহার ব্যবহৃত ‘তোমারার’ শব্দ-টী ঐ প্রদেশের নিশ্চিত পরিচয় দিতেছে। ভবানন্দের ব্যবহৃত ‘হৈলা হয়’ (৩৬১৬ পং ‘হয় তো হইত’ অর্থে) ‘মরিল হয়’ (৪৮৭১ পং ‘হয় তো মবিত, অর্থে) ইত্যাদি প্রয়োগও পূর্ব-বঙ্গের ভাষা-রীতির (Idiom) অগ্রতম পরিচয় বলিয়া মনে হয়। পূর্ব-বঙ্গে এখন গ্রাম্য ভাষায় এরূপ প্রয়োগ প্রচলিত নাই; কিন্তু উহার কাছাকাছি ‘হৈল অনে’, ‘মরুল অনে’ ইত্যাদি বাক্যের বহুল প্রচলন আছে। ‘অনে’ শব্দটী ‘অথনে’ (এখনে) শব্দের অপভ্রংশ।

(ঘ) আধুনিক বাঙ্গালায় অতীতের প্রথম-পুরুষে ‘করিল’ ‘করিয়াছে’ ‘করিতেছিল’ ও ‘করিয়াছিল’—এই চারি প্রকাব ক্রিয়া-পদের রূপ দেখা যায়। ইহাদের অর্থে ও প্রয়োগে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। ‘করিল’ সাধারণ-অতীতের সূচক ‘করিয়াছে’ দ্বারা অল্প-কাল পূর্বে ক্রিয়া-সমাপ্তি বুঝায়। ‘করিতেছিল’ অল্প-কাল পূর্বের ক্রিয়ার অবিরাম (Continuance) ও ‘করিয়াছিল’ উহার পূর্ববর্তী কালের ক্রিয়ার সমাপ্তি বুঝায়। ‘করিয়াছে’ রূপ দ্বারা অল্পকাল পূর্বের ক্রিয়ার সমাপ্তি প্রকাশ পায়। খুব প্রাচীন বাঙ্গালায় অতীতে

* “একজো বসিছ চারি বিজ় হুহুয়ার।

সাক্ষাতে কহিতে কিছু আছে তোমরার। (৩৫৩১—৩৫৩২ পং)

† “তাকি হনে কত ভণে তুমি হও সতী।” (১১২৮ পং)

‡ “কি কথা কহিহু দিয়া শাওড়ীর ঠাকি।

কেমনে ভাঙ্গিল হুত—জিজ্ঞাসিলে তাকি।” (৪২৪২—৪২৪৩)

১১২৮ পং ‘তাকি’ স্থলে পাবনার ‘ক’ ত্রিপুরার ‘খ’ পুথিতে ‘তান’ পাঠ আছে; কিন্তু ময়মনসিংহ প্রাচীনতম প-পুথিতে ‘তাকি’ ও প্রাচীনতর ‘খ’ পুথিতে ‘তাকি’ পাঠ আছে। ‘কি কথা’ ইত্যাদি ব্রোকে ‘তাকি’ নিঃসঙ্গ।

শুধু 'করিল' রূপ-টাই দৃষ্ট হয়। কৃষ্ণকীর্তনে 'করিল' ব্যতীত 'করিয়াছে' 'করিতেছিল' বা 'করিয়াছিল' রূপ গুলি নাই। প্রকৃত পক্ষে 'কর' ধাতুর 'করি' ও 'করিতে' পদের সঙ্গে আছে পদেব যোগ দ্বারা 'করি+আছে'—'করিয়াছে', 'করি+আছিল'—'করিয়াছিল' 'করিতে+আছিল'—'করিতেছিল' রূপ গুলি সিদ্ধ হইয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গালায় ঐ সকল রূপের অর্থ প্রকাশ করিতে হইলে, 'করিয়াছে' 'করিয়াছিল' বা 'করিতেছিল' না লিখিয়া 'করি আছে' 'করি আছিল' ও 'করিতে আছিল' পদ দ্বারা সেই অর্থ প্রকাশ করা হইত। 'করিয়াছে' বা 'করিয়াছে' রূপ-টাই অপেক্ষাকৃত অনেক আধুনিক। যাহা হউক, অন্যান্য সাড়ে তিন শত বৎসরের পুরাতন বাঙ্গালা ভাষায় অতীতের প্রথম-পুরুষে 'করিয়াছে' 'চলিয়াছে' ইত্যাদি রূপ-গুলি বহুল পরিমাণেই দেখিতে পাওয়া যায়। পশ্চিম-বঙ্গের সাহিত্যে 'করিয়াছে' 'চলিয়াছে' ইত্যাদি যেমন কিয়দা অতীতস্থ বুঝায়, তেমন 'করিছে' 'চলছে' ইত্যাদি আধুনিক 'করিতেছে' 'চলিতেছে' ইত্যাদি মত কিয়দা বর্তমানস্থ বুঝায়। 'করিছে' ইত্যাদি ক্রিয়া-পদের অর্থ পশ্চিম বঙ্গে ভাষায় কোন মতেই 'করিয়াছিল', ইত্যাদি বুঝা যাইবে না। পূর্ব-বঙ্গে, কিন্তু প্রাচীন পুথির 'করিছে' 'চলিছে' ইত্যাদি শব্দ-গুলির দ্বারা 'করিয়াছে' 'চলিয়াছে' ইত্যাদি অর্থই বুঝা যায়। ইহা যে পূর্ব-বঙ্গের শুধু প্রাচীন ভাষারই বিশেষত্ব, তাহা নহে। পূর্ব-বঙ্গে এখন পর্য্যন্ত কথ্য ভাষায় 'সে করছে' 'সে চলছে' ইত্যাদি 'সে করছে' 'সে চলছে' ইত্যাদির মত অতীত কালই বুঝা যাইতে পারে। ভবানন্দেন হরিবংশে এরকম খাটি অতীত কালের অর্থ আমবা শত শত 'করিছে', 'চলিছে' ইত্যাদি ক্রিয়া-পদের প্রয়োগ পাইয়াছি। এই প্রকার মধ্যম ও উত্তম পুরুষের অতীতেও 'করিছ' ও 'করিছি' ইত্যাদি শত শত রূপ পাওয়া গিয়াছে। আমাদের বিবেচনায় অল্প প্রমাণ না থাকিলে, শুধু এই ব্যাপক ও অদ্যাপি কথ্য প্রচলিত ভাষার বিশেষত্ব দ্বারা হরিবংশের রচয়িতার পূর্ব-বঙ্গে জন্ম ও অবস্থান নির্ণয় হইতে পারে। এ স্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে হরিবংশে আমবা অতীতের অর্থ 'করিল' ইত্যাদি প্রাচীনতর সাধারণ রূপেরও যথেষ্ট প্রয়োগ পাইয়াছি। উঃ পশ্চিম বঙ্গ ও পূর্ব-বঙ্গ—উভয় দেশেরই সাহিত্য-সাধারণ রূপ বটে। পাঠকদিগের সুবিধার জন্য আমরা নিম্নে পূর্ব-বঙ্গের বর্ণিত বিশেষত্ব-সূচক অতীতে কতক গুলি ক্রিয়া-পদের তালিকা দিলাম। শব্দ-সূচীতে সেগুলির অর্থ ও ছুই চারিটা নিঃসন্দেহ প্রয়োগের ঠিকান পাওয়া যাইবে; যথা—

'আসিছ', 'আসিছি', 'করিছ', 'করিছে', 'খাইছ', 'চিস্তিছ', 'চিঁড়িছে', 'জানিছ', 'জানিছে', 'দিছে', 'দখিছে', 'নির্দিছে', 'পাইছে', 'পাইছ' 'পৈছিছ', 'বোলিছে' 'ভেদিছে', 'রাপিছে', 'লৈছ' 'তনিছ' 'তনিছি' 'হইছ' 'হৈছ', 'হৈছি'।

ইহা ছাড়া আরও এক প্রকার ধাতু-রূপ আছে,—যাহা কেবল পূর্ব-বঙ্গের ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা ইত্যাদি প্রদেশেরই বিশেষত্ব। ভবানন্দের কাব্যে আমরা 'করকা', 'দেউকা', 'বাউকা' ও 'রাখুকা'—শব্দগুলির যথাক্রমে 'করন', 'দিউন', 'বাউন' ও 'রাখুন' অর্থে একাধিক প্রয়োগ পাইয়াছি। (প্রয়োগ শব্দ-সূচীতে দ্রষ্টব্য)। উক্ত প্রদেশের গ্রাম্য কথ্য ভাষায় ঐ অর্থে এখনও 'কোরকান্', 'দেউকান্' ইত্যাদি শব্দের বহুল ব্যবহার আছে। আমাদের মনে হয় যে ভবানন্দের 'করকা' 'দেউকা' ইত্যাদি শব্দের সহিত গ্রাম্য ভাষার উক্ত শব্দ গুলির ঘনিষ্ঠ যোগ রহিয়াছে। কৃষ্ণকীর্তনে 'করকা' স্থলে 'কর' পদের ও 'দেউকা' স্থলে 'দেউ' 'দেউ' ও 'দেউক' পদ-গুলির প্রয়োগ দেখা যায়। এই প্রাচীনতর রূপগুলিতে মান্য-সূচক বিভক্তির চিহ্ন নাই। ভবানন্দের হরিবংশে ক্রিয়া-পদের অস্থ্য 'আ'-কার ('হইলা' 'করিল' ইত্যাদি বং) প্রায়শই 'হইলেন' 'করিলেন' ইত্যাদির মত সম্মান সূচক। 'হরিবংশে'ব করকা 'দেউকা' ইত্যাদির অস্থ্য 'অ'-কারও সেইরূপ সম্মান-সূচক। স্তব্রাং পববর্তী 'ইন্' বিভক্তির প্রয়োজন তৎসময়ে যোগ হয় ঐ 'আ'-কার দ্বারা ঐ সাধিত হইয়াছে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে যে ব্যাপক কারণে কৃষ্ণ কীর্তনের 'করে' 'কর' ইত্যাদির স্থলে 'করেন' 'করন'

ইত্যাদি 'ন'-কারান্ত রূপের প্রচলন হইয়াছে, বোধ হয় সেই একই কারণের ফলে হরিবংশের 'কককা' 'দেউকা' ইত্যাদি রূপ-গুলিও পরে 'দেউকা'ন 'কৌককা'ন ইত্যাদি রূপ ধারণ করিয়াছে। এই শব্দ গুলির ধারাও, কৃষ্ণকীর্তন অপেক্ষা হরিবংশের দুই এক শতাব্দীর পরবর্ত্তিতা ও রচয়িতার ময়মনসিংহে বা ত্রিপুরায় জন্মের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। আমরা অতঃপর "ভবানন্দেদে দেশ ও কাল" শীর্ষকে এই প্রমাণ ও সিদ্ধান্তগুলির পুনরুল্লেখ না করিয়া এখান-কার উপরেই বরাত দিব; সুতরাং অমুসন্ধিৎসু পাঠক এই অধ্যায়টি বিশেষ প্রণিধান সহকারে পাঠ করিবেন। "পুথির বিবরণ" ও "ভাষা-বিচার ও ব্যাকরণ-গত বিশেষত্ব" শীর্ষকে আলোচিত প্রমাণ ব্যতীত, হরিবংশের রচয়িতা পূর্ববক্তের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাচীন কবি ভবানন্দেদে দেশ ও কাল জানিবার অন্য উপায় নাই। এজন্য এই আলোচনা বিস্তৃত হইলেও, ভরসা করি অমুসন্ধিৎসু পাঠকের ধৈর্য্য-চ্যুতি ঘটবে না।

(ঙ) ইহা ছাড়াও হরিবংশের ভাষায় শব্দ ও ক্রিয়া-পদের প্রয়োগের কতকগুলি বিশেষত্ব আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, নিয়ে সেগুলির উল্লেখ করিব।

(১) কৃষ্ণকীর্তনে অবজ্ঞা-অর্থ ছাড়াও 'করিলি' 'খাইলি' 'গেলি' ইত্যাদি ক্রিয়া-পদের ব্যবহার আছে। পরবর্ত্তী সাহিত্যে শুধু অবজ্ঞা বুঝাইতেই ই-কারান্ত ক্রিয়া পদের প্রয়োগ দেখা যায়। হরিবংশে কিন্তু 'করিলি' ইত্যাদির ব্যবহার মোটেই নাই; উহাতে অবজ্ঞা বুঝাইতে 'পাইলি' স্থলে 'পাইলে' (১৬৩৩, ১৬৩৪ পং), 'রাখিলি' স্থলে 'রাখিলে' (১৬৬৬ পং) 'করিলি' স্থলে 'করিলে' (১৮৩৭ পং), 'খাইলি' স্থলে 'খাইলে' (১৮৪৪ পং), 'গেলি' স্থলে 'গেলে' (৪৫৩৮ পং) পদ-গুলির প্রয়োগ পাওয়া গিয়াছে। পূর্ব ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা ও ত্রিহট্টের কথা ভাষায় এখনও 'তুই গেলি' 'তুই করলি' ইত্যাদির স্থলে 'তুই গেলে' 'তুই করলে' ইত্যাদির ব্যবহার দেখা যায়।

(২) কৃষ্ণকীর্তনে 'বিদায়' শব্দ কিংবা 'বিদায় লইল' ইত্যাদির মত ক্রিয়া-পদ পাওয়া না গেলেও পশ্চিম-বঙ্গের পরবর্ত্তী সাহিত্যে 'হইল বিদায়' অথবা 'লইল বিদায়' বাক্যের যথেষ্ট ব্যবহার দেখা যায়। হরিবংশে প্রায় সর্বত্র 'হইল বিদায়' বাক্যের অর্থে 'কবিল বিদায়'—এই আপাত-বিচিত্র বাক্যের প্রয়োগ দেখা যায়। কৃষ্ণকীর্তনে 'বিশায় দেও' অর্থে 'দিয়াক মেলানি', 'মেলানি দেহ' ইত্যাদি বাক্যের ব্যবহার আছে। বস্তুত: 'বিদায়' শব্দটি 'তৎসম' বা 'তদ্ভব' শব্দ বলিয়া মনে হয় না*। সেজন্যই প্রাচীনতম বাঙ্গালা কাব্যে উহার প্রয়োগ দেখা যায় না। আমাদের মতে শব্দটি আ' 'বিদা' হইতে কিঞ্চিৎ রূপান্তরিতভাবে হিন্দীতে ও বাঙ্গালার গৃহীত হইয়াছে। বাঙ্গালার উচ্চারণের সুবিধার জন্য শেষে হ্রস্ব 'য়' (য়) যোগ করা হইয়াছে এবং হিন্দীতে 'ব' 'ব'য়ে পরিণত হইয়াছে। 'বিদায়, শব্দের ঐ মৌলিক 'মেলানি' (Farewell) অর্থের প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝা যাইবে যে 'বিদায় করিল' বাক্যের অর্থের সহিত এখন যদিও 'বিদায় লইল' বা অন্তত 'বিদায় হইল' বাক্যের অর্থে যথেষ্ট প্রভেদ হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু প্রথমে সেরূপ ছিল না। 'বিদায় করিল' বাক্যের মৌলিক অর্থ—বিদায় গ্রহণের জন্য আবশ্যিক যথা-যোগ্য প্রণাম, আশীর্বাদ বা সম্ভাষণ আদি করিল। সুতরাং হরিবংশের 'বিদায় লইল' স্থলে 'বিদায় করিল' বাক্য এখন আমাদের কাণে বাজিলেও এবং অনেক স্থলেই অসঙ্গত বিবেচিত হইলেও, হরিবংশে পূর্বোক্ত অর্থে উহার প্রয়োগ অসঙ্গত মনে হয় না।

(৩) হরিবংশে 'সফল' শব্দের পরিবর্তে 'সাকল' (২৬২৩ পং) ও 'সাকল্য' (৪১৫১ ও ৭৫৭৫ পং) শব্দের

* বোম্বে বাবু তাহার বাঙ্গালা শব্দ-কোষে আশুত বহাণের সংস্কৃত-কোষ ও শব্দ-সার হইতে স: 'বিদায়' শব্দের 'দান' ও 'বিসর্জন' অর্থ দেখাইয়াছেন, কিন্তু সংস্কৃতের 'বিদা' শব্দের এরূপ পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। আরবী 'বিদা' শব্দের অর্থ 'মেলানি' (Farewell); হিন্দীতে ঐ অর্থে 'বিদা' শব্দের বহুল ব্যবহার দেখা যায়। বোধ হয় আ' 'বিদা' হইতেই পরবর্ত্তী বাঙ্গালার 'বিদায়' শব্দ উদ্ভূত হইয়াছে। বোম্বে বাবুর মতেও ঐ সম্বন্ধে সন্দেহ হওয়ার তিনি 'বিদায়' শব্দের ব্যুৎপত্তির পরে 'স, না আ হইতে ?'—এরূপ সন্দেহ লিখিয়াছেন।

প্রয়োগ পাওয়া গিয়াছে। আবার “নয়ান-সাকল্য হোক দেখি শ্রাম-রূপ” (৪৩৫১ পং) ইত্যাদির মত দুই এক স্থলে বগী স্রমাস দ্বারা ‘সাকল্য’ শব্দের ‘সফলতা’ অর্থও প্রয়োগের সিদ্ধ করা যাইতে পারে। যেখানে সহজে শুদ্ধতা রক্ষা করা যায়, সেখানে ভবানন্দের মত সংস্কৃত সুপণ্ডিতের রচনার কাল্পনিক অশুদ্ধির প্রদর্শন কর্তব্য নহে বলিয়া, আমরা ‘নয়ান-সাকল্য’ শব্দে ‘হাইফেন’-চিহ্ন দিয়াছি, কিন্তু ‘ডেটিলু নাগর’ কাহ্নু সাকল্য জীবন’ ইত্যাদির মত অনেক স্থলেই সমাস করার উপায় নাই ; হতরাং সে সকল স্থলে ‘সাকল্য’ শব্দ-টাকে বিচিত্র প্রয়োগ না বলিয়া পারা যায় না।

এইরূপ ‘ধৈর্য্য ধর’ বা ‘ধৈর্য্য কর’ বাক্যের পরিবর্তে ‘ধৈর্য্য হও’ (৪৪৬১ পং) প্রয়োগও সংস্কৃত পণ্ডিতের বচনায় তৎকালীন ভাষার একটা বাক্য-রীতিরই (Idiom) পরিচায়ক মনে হয়।

(৪) কৃষ্ণকীর্তনে অতীতের ক্রিয়া-পদে কেবল ‘ল’ ‘লি’ ‘লৌ’ বিভক্তিকগুলিরই প্রয়োগ দেখা যায়, ‘ছে,’ ‘ছি,’ ‘ছিল,’ ‘ছিলো’ ইত্যাদি বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায় না। কিন্তু হরিবংশে অতীতে উহার সকলগুলিরই অধিক প্রয়োগ দেখা যায়। যথা—‘আস’ ধাতুর অতীতে ‘আইল’ ‘আইলা’ ‘আইলু’ (কৃ. ‘কৌ’ ‘আইলৌ’) ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে ‘আসিছ’ (১২১৩ পং), ‘আসিছি’ (১২২৮ পং) ‘আসিয়াছোঁ’ (৫৩২২ পং) ‘আসিছিল’ (৮৬২ পং); ‘কর’ ধাতুর অতীতে ‘করিল,’ ‘করিলু’ ইত্যাদি প্রাচীন রূপের সঙ্গে ‘করিছ’ (৩০ পং) ‘করিছে’ (১৭০৮ পং); কৃষ্ণ-কীর্তনে ‘কহিল,’ ‘কহিলা,’ ‘কহিলন্ত’ ও ‘কহিলৌ’ স্থলে ‘কহিল’ ‘কহিলু’ ‘কহিলা’ (সম্মানে ‘আ-কারান্ত,’ ৪৮ পং) ও ‘কহিলাঞি’ (সম্মানে ‘আঞি,’ ৬৩৮৬ পং) রূপের সঙ্গে ‘কহিছে’ (৮৪৪ পং) ‘কহিছি’ (৩৬২৩ পং) ইত্যাদি। ‘ছি’ ‘ছিল’ ইত্যাদি বিভক্তির উৎপত্তি ও প্রচলন যে, পরবর্তী ভাষা-বিকাশের ফল, উহা ইতিপূর্বে (ঘ)এব দফায় আলোচিত হইয়াছে। হরিবংশের সময়ে বাঙ্গালা ভাষার যথেষ্ট বিকাশ সাধিত হইয়াছিল এবং সে ক্ষেত্রে উহার সংজ্ঞা ও ক্রিয়া-পদের অসাধারণ সমৃদ্ধ শব্দ-সম্পদ ভবানন্দের মত শক্তিশালী কবির হস্তে কোমল, করুণ ও গভীর সর্ব-প্রকার ভাব-প্রকাশের সর্বথা উপযোগী হইয়াছিল। বস্তুতঃ মুকুন্দরাম, ভবানন্দ, গোবিন্দদাস ও জান্নাদাসের এই যুগ-টাকে প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যের ‘স্বর্ণ-যুগ’ নামে অভিহিত করা যাইতে পারে।

আমরা এখন হরিবংশের ব্যাকরণগত কতকগুলি বিশেষত্বের উল্লেখ করিয়াই এই প্রসঙ্গের শেষ করিব। প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ আজ পর্যন্ত সঙ্কলিত হয় নাই। এ যাবৎ যে অল্প-সংখ্যক প্রাচীন পুঁথি মুদ্রিত হইয়াছে, উহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণদেব শাস্ত্রী মহাশয়ের “বৌদ্ধ গান ও দোহা” ও বুদ্ধবর বসন্ত বাবুর ‘কৃষ্ণকীর্তন’ ব্যতীত আর কোন গ্রন্থের সম্পাদকই শব্দ-গত ও ব্যাকরণ-গত বিশেষত্বের কোন আলোচনা বা বিচার করেন নাই। পূর্ব-বঙ্গের কবিদিগের যে দুই চারিখানা গ্রন্থ এ যাবৎ মুদ্রিত হইয়াছে, উহার কোন খানাতোই শব্দ-গত ও ব্যাকরণ-গত বিশেষত্ব আলোচিত হয় নাই। পূর্ববঙ্গের ভাষাতত্ত্ববিৎ ব্যক্তিদিগের দৃষ্টি আমরা এই অনালোচিত অথচ বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়টির প্রতি আকৃষ্ট করিতেছি। এখানে হরিবংশের কতকগুলি ব্যাকরণ-গত বিশেষত্ব প্রদর্শিত করা ব্যতীত, পূর্ব-বঙ্গের অন্যান্য প্রাচীন বাঙ্গালাকাব্যের সহিত তুলনা করিয়া উহাদিগের মধ্য হইতে ব্যাপক ব্যাকরণ হস্তের উদ্ধার ও উহার প্রয়োগের দৃষ্টান্ত দেখাইবার শক্তি, স্বযোগ কিংবা স্থান কিছুই আমাদের নাই। হতরাং সেজন্য আমরা পদাশয় অসুসিদ্ধ হু পাঠক দিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

বসন্তবাবু কৃষ্ণকীর্তনের পাণ্ডিত্য-পূর্ণ ভূমিকার ‘শব্দ ও বর্ণবিজ্ঞান’ শীর্ষকে প্রথমেই লিখিয়াছেন ‘কৃষ্ণকীর্তনে’ প্রাকৃত এবং তজ্জাত শব্দ সংখ্যাই অধিক ; সংস্কৃত শব্দের ভাগ অতি অল্প। সেই হেতু বর্ণ-বিজ্ঞান-প্রণালী কিছু বিচিত্র। ণ-কার ও স-কারের প্রয়োগ বাহুল্য শৌরসেনী ভাষার প্রভাব সূচিত করিতেছি। ‘ ‘ ‘ চন্দ্রবিন্দুর প্রয়োগ মজ্জম। চন্দ্রবিন্দু আত্মনাসিক উচ্চারণের দ্যোতক এবং আত্মনাসিক উচ্চারণের প্রাচুর্য্য প্রাকৃত-সম্ভব ভাষা-নিচয়ের স্পষ্টতম বিশেষত্ব।” শৌরসেনী প্রাকৃতে সর্বত্র ‘স’ ও ‘ণ’ অক্ষরের ব্যবহার দেখা যায় ; উহারে ‘শ’ ‘ষ’ বা ‘ন’

অক্ষরের অস্তিত্ব দেখা যায় না। ভাষাতত্ত্ববিৎ-মাত্রেই জানেন যে, ভাষার অপভ্রংশে কষ্ট-সাধ্য উচ্চারণের বদলে সূত্র-সাধ্য উচ্চারণের দিকেই প্রবণতা দেখা যায়। সংস্কৃত ণ কারের উচ্চারণ একান্ত কঠিন; এমন কি অনেক স্থানান্তিত ব্যক্তিরও সংস্কৃত ‘ণ’ ঘের উচ্চারণ করিতে পারেন না। বাঙ্গালা ভাষার লেখায় আমরা যে এখন ‘ণ’ ব্যবহার করি, উহা লেখার একটা রীতি বা কায়দা মাত্র। সকলেই জানেন যে বাঙ্গালায় ‘শ’ ‘ষ’ ও ‘স’ এবং ‘ণ’ ‘ন’ পৃথক্ রূপে লিখিত হইলেও তিন-টা ‘স’ ই ‘শ’ (sh) এবং দুই-টা ‘ন’ ই ‘ণ’ উচ্চারিত হইয়া থাকে। বাঙ্গালা ‘শ’, ‘ষ’ অথবা ‘ণ’ এর পৃথক উচ্চারণ নাই। এ জগ্রেই প্রাচীনকালে সংস্কৃতের অমুঘায়ী বানান লিখার আধুনিক প্রথ প্রচলিত না থাকায় কৃষ্ণকীৰ্ত্তন হইতে আরম্ভ করিয়া অল্পকাল পূৰ্ব পর্যন্ত সুপণ্ডিত গ্রন্থকার ও লিপিকাবিগণে বাঙ্গালা লেখায়ও ষট্ বা ণত্বের কোনও নিয়ম দেখা যায় নাই। তাঁহারা কলমের আগায় সহজে যেখানে ‘স’ ‘ন’ আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাই লিখিয়াছেন। এ জগ্রেই প্রাকৃত-যুগের অপেক্ষাকৃত অনেক নিকট-বস্তী সুপণ্ডিত চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীৰ্ত্তনেও আমরা একই ‘শুন’ শব্দেব ‘শুণ’ ‘শুন’ ‘শুণ’ ও ‘শুন’ চারি প্রকার রূপ দেখিতে পাই কৃষ্ণকীৰ্ত্তনে সৰ্ব্বত্রই ‘স’কার ও ‘ন’কাবেব এই স্বেচ্ছাচার দেখা যায়। এরূপ স্থলে একই শব্দ যে, বিভিন্ন বানান হে: বিভিন্ন রূপে উচ্চারিত হইত, ইহা একান্তই অসম্ভব মনে হয়; সুতরাং ঐ সকল স্থলে ‘শৌরসেনী’ ও ‘পৈশাচী’ প্রাকৃতের সূত্র উদ্ধৃত করিয়া উক্ত প্রয়োগের কাংশ নির্দেশ করিতে যাওয়া আমাদের বাঙ্গালা একটা অদৃত ভাষা। ভাষাতত্ত্ববিৎ মনীষী বীমস, সাব গ্রীয়াবসন্ প্রভৃতি সুদূর উত্তর পশ্চিমে হিন্দী-ভাষায় এমন কি বিহারের পূর্ব-প্রান্তে ‘তিরহতী’ বা মৈথিলী ভাষায় শৌরসেনী প্রাকৃতের অর্থাৎ মথুরা-বৃন্দাব অঞ্চলের প্রাচীন ভাষার যে প্রভাব লক্ষ্য করিয়াছেন, বাঙ্গালায় উহা খুজিয়া পান নাই। হিন্দী ও মোথিলে: ‘অদ্যপি ইংরেজী (s) অক্ষরের মত উচ্চারিত হয় এবং অশিক্ষিত ব্যক্তির ‘শ’ (sh) অক্ষরকেও ‘স’এর মত উচ্চারণ করিয়া থাকে। ‘ণ’ কাবেব উচ্চারণও হিন্দী ও মৈথিল-ভাষায় নাই; কেন না উহাতে ‘কাণ’ ‘পাণ’ ইত্যা সকল ‘তন্তব’ শব্দের বাঙ্গালার আধুনিক ‘ণ’ স্থলে ‘ন’ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাঙ্গালায় কিন্তু ‘শ’ (sh) ব্যতী ‘স’ বা ‘ষ’ এর উচ্চারণ নাই। সুতরাং ইহা ‘পৈশাচী’ প্রাকৃতেরই লক্ষণ বটে। রাঢ়-দেশের অনেক অশিক্ষ লোকে এখনও ‘স’এর হিন্দী ও মৈথিলের স্যায় (s) উচ্চারণ করিয়া থাকে, ইহাদের মুখে ‘সে’ শব্দটা ইংরেজী ‘se’-এ মতই শুনা যায়। কিন্তু উহারাও সর্বদা ‘স’ অক্ষরের এরূপ উচ্চারণ কিংবা ‘শ’ হিন্দী ‘স’ এর মত উচ্চারণ করে ন সুতরাং কৃষ্ণকীৰ্ত্তনের ‘স’ ও ‘ণ’ কারের বাহ্য্য দ্বারা উচ্চারণের কোনও বৈশিষ্ট্য প্রমাণিত হয় না। তবে এতটুকুর করা যাইতে পারে যে, শৌরসেনী প্রাকৃতে যে জগ্রেই হউক সর্বত্র ‘ন’ স্থলে ‘ণ’ লিখিত হওয়ায়, ও বাঙ্গালা ভা পূর্বে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদিগের দ্বারা ‘প্রাকৃত’ নামে অভিহিত হওয়ায় অভিজ্ঞ লিপিকারেরা অনেক স্থলেই সর্বাপে প্রসিদ্ধ ও অধিক প্রচলিত শৌরসেনী প্রাকৃতের নিরর্থক অম্বকরণ হেতু ‘তন্তব’ শব্দে নিরর্থক ‘ন’ স্থলে ‘ণ’ ও ‘স্থলে ‘স’ লিখিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণকীৰ্ত্তনেব বানানের উচ্ছন্নতা হরিবংশেও কিয়ৎ পরিমাণে লক্ষিত হইয়া থাকে আমাদের মতে উহা দ্বারা ‘শৌরসেনী’ প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালার উৎপত্তির অম্বকুলে বা প্রতিকূলে কোনও সিদ্ধ করা সমীচীন নহে; সিদ্ধান্ত করিতে হইলে ‘পৈশাচী’ প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালার উৎপত্তির অম্বকুলেও অনেক ক বলা যাইতে পারে। বন্ধুর বসন্ত বাবুর পাণ্ডিত্য ও ভাষা-তত্ত্ব-জ্ঞানের উপর আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধা থাকিলে আমরা যে জগ্রে এ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত এক-মত হইতে পারি নাই, এখানে প্রসঙ্গ-ক্রমে সেই কথাটা না বলি পারিলাম না। হরিবংশের বহু ‘তন্তব’ শব্দে ও ক্রিয়া-পদে যে প্রাকৃতের সৌসাদৃশ্য বর্তমান, তাহা আমরা অস্বীক করি না। শব্দ-বৃহতী শব্দ-বৃৎপত্তিতে আমরা পূর্বোক্ত ‘বাঙ্গালা শব্দ-কোষ’ গ্রন্থের সাহায্যে সকল ‘তন্তব’ শব্দে সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষা হইতে উৎপত্তি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। সুতরাং ব্যাকরণের বিচারে শব্দে সাধন বা বৃৎপত্তি প্রধান আলোচ্য হইলেও আমরা এখানে সে সম্বন্ধে কোনও আলোচনা করিব না।

আধুনিক বাংলা ভাষার 'তত্ত্ব' ও 'দেশজ' বাংলা শব্দের মধ্যে সন্ধি করা চলে না। কৃষ্ণকীর্তনেও সেরূপ

সন্ধির দৃষ্টান্ত খুব কম। বসন্ত বাবু 'ফুটিল+আছে=ফুটিলছে', ও 'রহিল+আছে=রহিলছে'

• সন্ধি

শব্দে সন্ধির দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। আমাদের মতে কৃষ্ণকীর্তনের 'নাটে' 'নাসিতো' 'নাসিবে'

শব্দগুলিও সন্ধির দৃষ্টান্ত বটে; কেন না, 'না' এর অন্ত্য আকারের সহিত 'নাটে' 'নাসিতো' ও 'নাসিবে'

আদ্য আ-কারের স্বর-সন্ধির দ্বারা ই শব্দগুলি সিদ্ধ হইয়াছে। কৃষ্ণকীর্তনের 'নারিএ' 'নারিল' 'নারিব' ইত্যাদি

কয়েক-টা শব্দেও স্বর-সন্ধি আছে, কিন্তু উহা একস্তর পূর্ববর্তী বলিয়া সহজে লক্ষ্য হয় না। 'না+পারিএ' 'না+পারিল'

ইত্যাদি শব্দের 'পা' অক্ষর অপভ্রংশের নিয়ম অনুসারে 'বা'—অক্ষরে এবং 'বা' অক্ষর 'আ-অক্ষরে পরিবর্তিত হইলে

'না' শব্দের অন্ত্য আ-কারের সহিত ই 'আ-কারের স্বর-সন্ধি হইয়া 'নারিএ' ইত্যাদি পদ সিদ্ধ হইয়াছে। তদ্রূপ

হরিবংশেও আমরা নিম্ন-লিখিত নাক্ষাৎ ও এক-স্তর-অন্তরিত সন্ধির দৃষ্টান্ত পাইয়াছি, যথা—

'না+আসিবেক' = 'নাসিবেক' (৮০১৮ পং)

'না+আসিলা' = 'নাসিলা' (৮৩০৮, ৮৩১৩ পং)

'না+আসিলে' = 'নাসিলে' (৭৬৭২ পং)

'না+আর' (পার) = 'নার' (১৪৭৯ পং)

'না+আরিবা' (পারিবা) = 'নারিবা' (৮৩০০ পং)

'না+আরো' (পারো) = 'নারো' (৭২২৬ পং)

'না+আরে' (পারে) = 'নারে' (২৬১৮ পং)

'না+আরিল' (পারিল) = 'নারিল'।

কৃষ্ণকীর্তনের 'উরস্থল' ও 'বক্ষস্থল' শব্দদ্বয় বিসর্গ-লোপের দৃষ্টান্ত রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু ইহা আমাদের

সন্দেহ মনে হয় না; কেন না 'তত্ত্ব' 'উর' ও 'বক্ষ' শব্দে বিসর্গ নাই; তৎসম 'উরঃ' ও

বিসর্গ-লোপ

'বক্ষঃ' শব্দেই বিসর্গ আছে এখানে বিসর্গ অন্তিষ্ণের কল্পনা করিয়া উহার লোপের কল্পনা

করা অপেক্ষা, সেরূপ কল্পনা না করাই সমীচীন মনে হয়। এজন্যই আমরা হরিবংশের 'মনহিত' শব্দ বিসর্গ-লোপের

দৃষ্টান্ত দেখাইলাম না। হরিবংশে 'মন-হিত' ও 'মনোহিত' দুই রকম প্রয়োগই পাওয়া যায়। 'মন' ও 'মনঃ'

এখানে যথাক্রমে 'তত্ত্ব' ও 'তৎসম' শব্দ পরিলেই বিসর্গ-লোপের দায় হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। প্রাচীন

বাংলায়ও অধিকাংশ স্থলেই বিসর্গ-হীন 'উর' ও 'বক্ষ' শব্দ দুইটির বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। সে জন্যই উহাদের

সম্বন্ধে 'উরে' ও 'বকে' রূপ হইয়া থাকে। আমরা হরিবংশে 'উরে' (৪০৪৭ পং) শব্দের প্রয়োগ পাইয়াছি।

সংজ্ঞা-পদে প্রথমার এক বচনে অনেক স্থলেই হরিবংশে 'এ' প্রত্যয় পাওয়া যায়; যথা—

সংজ্ঞা-পদের

'ব্রহ্মা-মহেশ্বরে যার মাথা নাহি বুকে' (৩ পং)

বিত্তি

'ব্রহ্মা-আদি দেবে যদি করিল স্তবন' (৩৫ পং) ইত্যাদি

প্রাকৃতের ভাষা প্রাচীন বাংলায়ও বি-বচন নাই। আধুনিক 'আমরা দুইজন' স্থলে হরিবংশে 'আন্ধি দুই' বা

'আন্ধি দুই জন' প্রয়োগ দেখা যায়। বহু বচনেরও কোন নির্দিষ্ট বিভক্তি নাই। 'গণ' 'সব' 'সকল' 'সমাই' 'বত'

ইত্যাদি শব্দ-যোগে বহু-বচনের অর্থ প্রকাশ পায়।

সংসারণতঃ কর্ণ-কারকে দ্বিতীয় কোনও বিভক্তি দেখা যায় না, যথা—

'ক্রমাগত তুলিলেক গীতা ভা গ ব ত' (১২ পং)

'সান্তিরা পাঠাইল ব ম আপনার পুরে' (২৭৩ পং)

'সমাকে এড়িয়া কেনে লৈলা গো যা লি নী' (২৪ পং)

শেষোক্ত পঙ্ক্তির ‘স মা কে’ ‘সবাকৈ’ শব্দের সমানার্থক। এখানে ‘সমা’ শব্দের পরে কর্ণ-কারকের ‘কে’ বিভক্তির প্রয়োগ হইয়াছে। কিন্তু অপর কর্ণ-গদ্য ‘গোয়ালিনী’ শব্দে বিভক্তি ব্যবহৃত হয় নাই। পদের মিলের সুবিধাই উহার প্রয়োগভাবের প্রধান কারণ মনে হয়। কচিং কর্ণকারকে ‘ক’ বা ‘এক’ বিভক্তিও দেখা যায়, যথা—
“অকুরেক সখোদিয়া বোলিলা নারায়ণ” (৬৬৮৬ পং)

কর্ণকারকে দ্বিতীয় ‘রে’ বিভক্তি যথেষ্ট পাওয়া যায়, যথা—

‘কোপে ব্রহ্মা আ মা রে শাপিলা ততক্ষণ’ (৩১৬ পং)

করণে বা হেতুতে তৃতীয়ার অন্তে আধুনিক ‘দারা’ ও ‘কর্তৃক’ ‘করণক’ ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার দেখা যায় না। কচিং ‘দিয়া’ শব্দের ব্যবহার আছে, যথা—

‘মত্ত-গজ দিয়া তাকে করিল তাড়ন’ (১১৭ পং)

‘এ’-কারের বোগেই প্রায় সর্বত্র তৃতীয়া বিভক্তি সূচিত হয়। করণ-কারকে তৃতীয়া যথা—

‘কুম্ভম বিশিখ চাপ কু হু মে রচিত’ (৩৩১ পং)

‘ত্রৈলোক্য মোহিত হয় কটাক্ষ-স দ্বা নে’ (৩৩৮ পং)

‘কু হু মে বলয়া তাড় কু হু মে জড়িত’ (৩৪৪ পং)

হেতুতে তৃতীয়া যথা—

‘সত্যের কারণে আমি রাখিল আনলে’ (৭২ পং)

‘পরিজ্ঞাপ পাইলু আপনার পুণ্য-ফলে, (৮০ পং)

প্রকৃতি বা স্বভাব প্রকাশে তৃতীয়া যথা—

‘রাম-রূপে মারি আমি কৈল বড় কর্ণ’ (১৬৬ পং)

‘তিলোত্তমা-রূপে মগ্ন হইবা আমাত’ (১৭৩ পং)

বাঙ্গালার চতুর্থী বিভক্তির রূপ স্বতন্ত্র নাই। দ্বিতীয়ার ‘কে’ বা ‘রে’ বিভক্তিই চতুর্থীতে ব্যবহৃত হয়। দানার্থক ধাতুর বোগে বাঙ্গালায় চতুর্থী-বিভক্তি স্বীকার না করিয়া, ‘না জানিয়া তো মা আমি দিল অপমান’ (১৬৪ পং) ইত্যাদি স্থলে ‘তো মা’ পদ কর্ণ-কারকে দ্বিতীয়া গণ্য করাই সম্ভব। প্রাচীন কবি-গণ যে সেইরূপই গণ্য করিতেন, উহার বিশিষ্ট প্রমাণ যে সাধারণ নিয়ম অল্পসারে এখানে ‘তোমা’ শব্দের পরে ‘কে’ বা ‘রে’ কোন বিভক্তি ব্যবহৃত হয় না। ‘কে’ বা ‘রে’ চতুর্থী বাচক হইলে, উহা এ ভাবে লোপ করা সম্ভবপর হইত না; কেন না, যেখানে ক্রিয়া-বোগে ‘চতুর্থী’ সেখানে স্বতন্ত্র অল্পসারে কিংবা নিমিত্তার্থে চতুর্থী হইয়াছে, সেখানে প্রাচীন বাঙ্গালায়ও সর্বদাই চতুর্থী-বাচক ‘কে’ বা ‘রে’ বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায় যথা—

‘বড়াই বোলে “তন কালু আমার বচন।

মোর না তি নী-রে বল কৈলে কি কারণ।’ (১০১৮—১০১৯ পং)

এখানে ‘নাভিনীরে’ পদে কর্ণ-কারক স্বীকার করার উপায় নাই; স্বতরাং ক্রিয়া-বোগে চতুর্থী ও ‘নাভিনীরে’ পদের অর্থ ‘নাভীর প্রতি’ করিতে হইবে।

‘কেনে বা কমল মুখি

আমারে হৈয়াছ দৃখী’ (৫৫৪৩ পং)

এখানেও ক্রিয়া-বোগে চতুর্থী হইয়াছে; কেন না, ‘আমারে’ অর্থ ‘আমার প্রতি’।

নিমিত্তার্থে চতুর্থীর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, যথা—

‘হরিষে জ লে রে যান দুই সখী সঙ্গে’ (৩৪৫৭ পং)
 ‘হি তে রে কহিতে কথা কর পরিহাস’ (১০২৫ পং)
 পঞ্চমীতে ‘হনে’ ‘ইতে’ ‘হতে’ ও কচিং ‘হৈতে’ বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায় ; যথা—
 ‘ব্রাহ্মণ উদ্ভব হৈল ব্রহ্মার বদনে ।
 বাহু হনে ক্ষেত্রী অয়ে বৈশ্ব উরু হনে ॥’ (৩৯৭৫—২২৭৬ পং)
 ‘তাত্র কোঠা ইতে
 বহিলা শিবের মাথে’ (২৫২২ পং)
 ‘আমার বচন নাটিন শুন সাবহিতে ।
 অখিলের পতি স্বামী পাইলে আমা হতে ॥’ (১৫২—১০৫৩ পং)
 ‘তা হৈতে তোমার পতি কত রূপ-গুণে’ (১১০০ পং)

ষষ্ঠীতে ‘র’ ও ‘এর’ বিভক্তিরই প্রয়োগ দেখা যায়। আ-কারান্ত, ই-কারান্ত, ঈ-কারান্ত, উ-কারান্ত ও ঐ-কারান্ত শব্দের পরে শুধু ‘র’ যোগে ও অ-কারান্ত শব্দের পরে ‘এর’ যোগে ষষ্ঠী হয়। ‘এর’ যোগ হইলে শব্দের অন্ত্য ‘অ’ লোপ পায় ; যথা—

‘বাণী কমলার বাক্য শুনি নারায়ণ’ (৫১ পং)
 ‘হরির গুণাম্বাক্য কাব্য মনোহর’ (৩৪ পং)
 ‘লক্ষ্মীর বচন শুনি কহে নারায়ণ’ (২৫ পং)
 ‘ভুরু ভজিয়া দেখি যেন কাল-সাপ (৫১৪ পং)
 ‘কেঁকের সত্যের লাগি গেলা বন-বাস’ (৭৪ পং)
 ‘সত্যের কারণে আমা রাখিল অনলে’ (৭৯ পং)

সপ্তমীতে ‘এ’ ‘ত’ ‘তে’ এই বিভক্তিরই ব্যবহার দেখা যায়। অ-কারান্ত শব্দের পরে শুধু ‘এ’ কিংবা ‘এ’ + ‘ত’ বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়, যথা—

‘সূর্য্য-বংশে অন্ন দশরথের নন্দন’ (৬৬ পং)
 ‘ইন্দ্রেত সমর্পি যবে রাখিলা আপনে’ (৬১ পং)
 ‘অহুমতি দিলা হরি—“অম্বিব মর্ত্যেত ।
 বহুদেব-ঔরসে দৈবকী-উদরেত’ (৩৭—৩৮ পং)

অ-কারান্ত শব্দে শুধু ‘ত’ বা ‘তে’ যোগ হয়, যথা—ই-কারান্ত ও ঈ-কারান্ত শব্দে শুধু ‘ত’ বা ‘তে’ বিভক্তির যোগ হয়, ‘এ’ যোগ হয় না। যথা—

‘নিতি নিতি যোর ঘরে আসিবা নি শি ত’ (১৪৭৮ পং)
 ‘দেবের কার্যের হেতু বাইমু ম হী ত’ (৪৩ পং)

কারক-বিভক্তির লোপও অনেক স্থলে দেখা যায়। কর্তৃ-কারকের ও কর্ম-কারকের বিভক্তি-লোপের দৃষ্টান্তই কারক-বিভক্তির লোপ অধিক। হেতুতে তৃতীয়ার ও অধিকরণে সপ্তমীর বিভক্তি লোপও কচিং দেখা যায়। কর্তৃকারকেও কর্মকারকে বিভক্তি-লোপ, যথা—

‘শুনিয়া হরিব রাভা বোলে পুনর্বার ।
 প্রণতি পূর্ব্বক করি মাগে পরিহার ॥’ (১৫-১৬ পং)

এখানে কর্তৃ-কারক ‘রাজা’ ও কর্তৃ-কারক ‘পরিহার’ পদের বিভক্তি লোপ হইয়াছে। আধুনিক বাঙ্গালার মত হরিবংশে এরূপ দৃষ্টান্ত অসংখ্য।

হেতুতে তৃতীয়ার বিভক্তি লোপের দৃষ্টান্ত স্বভাবতই খুব বিরল; হরিবংশে যে দুই একটি লক্ষ্য করিয়াছি, এখানে উদ্ধৃত হইল, যথা—

“বাপে মায়ে বোলিবেক রাধা বলদ্বিনী।

যোগিণী হইয়া যাইমু গায়ের আশুনি ॥” (৬৭০-৬৭১ পং)

“কর্ণেত কুণ্ডল দিয়া হইমু যোগিণী।

বিষ ভক্তি প্রাণ দিমু গায়ের আশুনি ॥” (৭০২২-৭০২৩ পং)

‘গায়ের আশুনি’ অর্থাৎ গায়ের আশুন বা আলা হেতু। সন্দেহ হইতে পারে যে, এখানে মিলের অল্পরোধে ভবানন্দ ‘আশুনে’ পদের পরিবর্তে ‘আশুনি’ লিখিতে পারেন। ঐরূপ কল্পনা অসম্ভব; কেন না, হরিবংশে অন্তত ‘অগ্নি’ বা ‘আশুন’ অর্থেই ‘আশুনি’ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, যথা—

‘নিশি-দিসি অবিরত কান্দে সুবদনী।

সলিলে নিবার নহে গায়ের আশুনি ॥, (৭০২৫-৭০২৬ পং)

ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে বিভক্তি লোপে অর্থ-বোধের কিঞ্চিৎ কাঠি হইলেও উহা তেমন দৃষণীয় নহে; পক্ষান্তরে পয়ার মিলাইতে না পারিয়া, ‘আশুনে’ স্থলে ‘আশুনি’ লিখিয়া গোঁজা-মিল দেওয়া কবির শক্তি-হীনতার পরিচয়। হরিবংশে সরূপ শক্তি-হীনতার পরিচয় কৃত্যপি পাওয়া যায় নাই।

সপ্তমী বিভক্তির লোপের দৃষ্টান্ত, যথা—

“যোর মন মজিয়াছে কালার হৃদয়।

নিশি-ভাগে মনোরথ পুরিমু নিশ্চয় ॥” (২০৩৪-২০৩৫ পং)

“হাসিয়া পড়ায়ে বোলে জনকের স্থান।

সর্বজ্ঞেত আছে প্রভু দেব ভগবান ॥” (১৩২-১৪০ পং)

এই উদাহরণের ‘স্থান’ পদে সপ্তমী বিভক্তির লোপ ও ‘সর্বজ্ঞেত’ পদে সপ্তমী বিভক্তির দুই বার বা তিন বার প্রয়োগ দেখা যায়। তৎসম ‘সর্বজ্ঞ’ পদটী নিজেই সপ্তমীর অর্থ-বাচক অব্যয় শব্দ। উহাতে ‘এ’ ‘ও’ ‘ত’, বিভক্তির যোগ লক্ষ্য করার বিষয় বটে। হরিবংশে ‘সর্বজ্ঞ’ ‘সদা’ ‘সর্বথা’ প্রভৃতি তৎসম অব্যয় শব্দ-গুলিকে প্রায়শঃ সাধারণ শব্দবৎ গণ্য করিয়া, সেগুলিতে বিভক্তি-যোগ করা হইয়াছে। ‘সদায়’ ও ‘সর্বথায়’ শব্দদ্বয়ের উদাহরণ শব্দ-সূচীতে দ্রষ্টব্য।

‘সর্বনাম’ শব্দের মধ্যে নিম্ন-লিখিত শব্দ ও বিভক্তি-যুক্ত পদগুলি হরিবংশে ‘আমি’-শব্দ-সম্বন্ধে লক্ষিত হইয়াছে, যথা—

‘আমি’ * শব্দ

প্রথম—‘আমি’ ‘মুই’

দ্বিতীয়—‘আমা’, ‘আমাকে’, ‘মোকে’ ‘মোরে’;

* কৃষ্ণ-কীর্তনে ‘আমি’ শব্দের স্থলে সর্বত্রই ‘আমি’ দৃষ্ট হয়। ডাঃ বীণেশচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন যে, তিনি প্রাচীন পুথি-মাজেই ‘আমি’ ‘তুমি’ ‘আমরা’ ‘তোমরা’ ইত্যাদির স্থলে ‘আমি’ ‘তুমি’ ‘আমরা’ ‘তোমরা’ ইত্যাদি দেখিতে পাইয়াছেন। হরিবংশের প্রাচীনতম রূপ-পুথিতে আমরা কৃত্যপি ‘আমি’ ‘তুমি’ ইত্যাদি রূপ ব্যতীত ‘আমি’ ‘তুমি’ ইত্যাদি রূপ পাই নাই। অথচ উহা অপেক্ষা ৪৪ বৎসরের পরবর্তী রূপ-পুথিতে কতিপ কোমল স্থলে ‘আমি’ ‘তুমি’ ইত্যাদি পাওরা গিয়াছে। ভবানন্দের সময়ে সম্ভবতঃ ‘উত্তর রূপেরই ব্যবহার ছিল, কিন্তু সে সম্বন্ধে নিশ্চয়রূপে ‘এমন’ বা থাকিলে আমরা রূপ-পুথির অনুযায়ী ‘আমি’ ‘তুমি’ ইত্যাদি রূপই স্থলে গ্রহণ করিয়াছি এবং এখানেও উহাই এদর্শিত হইল। ‘মুই’ স্থলে ‘তুমি’ রূপও রূপ-পুথিতে দৃষ্ট হয় না।

তৃতীয়া—বিভক্তির পদ পাওয়া যায় নাই।

চতুর্থী—‘আমারে’,

পঞ্চমী—বিভক্তির পদ পাওয়া যায় নাই।

ষষ্ঠী—‘আমার’, ‘মোর’, ‘আমা’

সপ্তমী—‘আমাত’, ‘আমাতে’, ‘মোত’, ‘মোতে’,

‘তুমি’—শব্দ

প্রথম—‘তুমি’, ‘তুমি’

দ্বিতীয়া—‘তোমা’, ‘তোমাকে’ ‘তোরে’

তৃতীয়া—বিভক্তির পদ নাই।

চতুর্থী—ঐ

পঞ্চমী—ঐ

ষষ্ঠী—‘তোমার’, ‘তোর’ বহু-বচনে—‘তোমরাব’ ;

সপ্তমী—‘তোমাত’

‘তা’—শব্দ

প্রথম—‘সে’, ‘তা’ সম্মানে—‘তাকি’, ‘তেহ’

দ্বিতীয়া—‘তাক’, ‘তাকে’ ‘তারে’, ‘তানে’

তৃতীয়া—বিভক্তির পদ নাই।

চতুর্থী—‘তারে’

পঞ্চমী—বিভক্তি পদ নাই।

ষষ্ঠী—‘তার’ সম্মানে—‘তান’ ‘তাহান’

সপ্তমী—‘তাত’ ‘তাথ’

‘ই’ (স. ‘ইদম্’) শব্দ

প্রথম—শব্দ ‘ই’, ‘ইহ’ ‘এ’ ‘এই’ ‘এহি’

দ্বিতীয়া—‘এনে’

অন্যান্য বিভক্তির পদ নাই।

‘উ’ (স. ‘অদম্’) শব্দ

প্রথম—উ,

অস্তিত্ত বিভক্তির পদ নাই।

‘কি’ (স. ‘কিম্’) শব্দ

প্রথম—‘কে’ ‘কেই’, ‘কেহো’ *

দ্বিতীয়া—বিভক্তির পদ নাই।

তৃতীয়া—ঐ

* প্রকৃত-পক্ষে ‘কেহ’ বা ‘কেহো’ শুধু ‘কি’ শব্দের রূপ নহে ; সঃ ‘কঃ+বি’ হইতে ‘কেহ’ ও ‘কেহো’ এবং ‘সঃ+বি’ হইতে বাক্যলা ‘কেহ’ পদ হইয়াছে।

চতুর্থী—‘কারে’

পঞ্চমী—বিভক্তির পদ নাই।

ষষ্ঠী—‘কার’ ‘কে হোর’

সপ্তমী—বিভক্তির পদ নাই।

ক্রিয়া-বিভক্তি।

‘কর’ (সং ‘কৃ’) ধাতু

বর্তমান কাল

প্রথম পুরুষ—‘করে’ ‘করয়’ ‘করয়ে’ সম্মানে—‘করঞি’

মধ্যম ,, ‘কর’ ‘করহ’

উত্তম ,, ‘করি’ ‘করোঁ’ ‘করিয়ে,’

অতীত কাল

প্রথম পুরুষ—‘করিল’ ‘করিছে’ সম্মানে ‘করিলা, তুচ্ছে—‘করিলে’

মধ্যম ,, —‘করিলা’ ‘করিছ’

উত্তম ,, —‘করিলু’ ‘করিছি’

ভবিষ্যৎ কাল

প্রথম পুরুষ—‘করিব’ ‘করিবেক’ সম্মানে—‘করিবা’

মধ্যম ,, —‘করিবা’

উত্তম ,, —‘করিমু’

অহুজা

প্রথম পুরুষ—‘করক’, ‘করোক’, সম্মানে—‘করকা’

মধ্যম ,, —‘কর’ ‘করহ’

বাহুল্য-ভয়ে ‘দি’ (‘দে’), ‘নি’ (‘নে’) প্রভৃতি ধাতুর রূপ এখানে প্রদর্শিত হইল না; উহাদের অপ্রচলিত রূপগুলি শব্দ-সূচীতে দ্রষ্টব্য। ‘দি’ (সং ‘দা’ ধাতুর অহুজার মধ্যম পুরুষের ‘দিয়ার’ পদ ও প্রথম পুরুষের ‘দেউকা’ পদ বিশেষ লক্ষণীয়। কৃষ্ণকীর্তনেও অনেকগুলি ‘দি আর’ পদ ও ঐ রূপ ‘আদি আর’ ‘কহি আর’ পদ পাওয়া গিয়াছে। কৃষ্ণকীর্তনের সম্পাদক বসন্ত বাবু লিখিয়াছেন—“ক্রিয়াপদের উত্তর ‘র’ প্রত্যয় অদ্যাপি চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচলিত; বসন্ত: উহার কোন অর্থ আছে বলিয়া বোধ হয় না।” কৃষ্ণকীর্তনের ‘আছের (—আছে)’ ও ‘গেলির (—গেল)’ পদে এই ‘র’ বিভক্তির কোন অর্থ প্রতীত হয় না, ইহা প্রকৃত হইলেও, ‘দিআর’ ‘কহিআর’ ইত্যাদি পদে ‘র’ বিভক্তি লক্ষিত না হইয়া ‘আর’ বা ‘ইআর’ বিভক্তিই লক্ষিত হয়; হুতরাং আমাদের বিবেচনায় ‘কাল’ ও বিভক্তি’ বিবরে ‘আছের’ ও ‘গেলির’ পদের সহিত—‘দিআর’ ইত্যাদির সাদৃশ্য প্রদর্শন সম্ভব নহে। কৃষ্ণকীর্তনের

‘খাঁট করী বাঈ শুটা দিআর আন্নার (৩১২ পৃ)

‘আনিআঁ দিআর মোকে কারু একবার’ (৩৩৬ পৃ)

ইত্যাদি প্রয়োগ ও হরিবংশের

‘করে ধরিয়া টানে বোলে শ্রাম-রায়।

“হাসিয়া অন্দরী রাধা দিয়ার বিদায় ॥” (১৪৪৭—১৪৪৮ পৃ)

“তবে আর এখা আমি রৈতে না যুয়ায়।

তুমি এখা রহ—মোরে দিয়ার বিদায়।” (৪৬৭৮—৪৬৭৯ পং)

“জল ভরি যাই ঘর

কলসী দিয়ার মোর

• নহে মুররী দেও বাঁধা।” (৫২৭৮—৫২৭৯ পং) ইত্যাদি প্রয়োগে প্রক্ৰম (context) দেখিলে সাধারণ ‘দেও’ হইতে ‘দিয়ার’ (দিয়ার) পদে অধিক দৃঢ়তা সূচক (Emphatic) অৰ্ণ প্রতীত হয়। বস্তুতঃ ঐ প্রয়োগের বিশেষ কোন কারণ না থাকিলে উহার স্বদূর পশ্চিম-বঙ্গের সহিত পূর্ব-বঙ্গের একরূপ বিচিত্র ঐক্য সম্ভবপর হইত না। আমরা শব্দ-সূচীর ব্যুৎপত্তিতে ‘দিয়ার’ পদ ‘দিয়া রহ’ বাক্যের সংক্ষেপ বলিয়া বিতর্ক করিয়াছি। ‘দিয়া রহ’ বা ‘দিয়ার’ পদের যেন একরূপ একটা ভাব মনে হয় যে, আমাকে তোমার দিতেই হইবে, না দিলে তোমার নিস্তার নাই; হুতরাং আমাকে প্রার্থিত বস্তুটা দিয়া তুমি নিশ্চিন্তে থাক। অবশ্য একরূপ ব্যুৎপত্তি ও উহার অর্থ আমাদের অল্পমান মাত্র, কিন্তু ‘দিয়ার’ ইত্যাদি অল্পজ্ঞা-পদগুলি যে দৃঢ়তা-সূচক, উহা প্রক্ৰম দেখিলেই বেশ বুঝা যায়।

বালালায় আর এক প্রকার ক্রিয়ার কাল (Mood) আছে, যাহাকে ‘অনিশ্চিত অতীত’ বলা যাইতে পারে। ‘যদি’ শব্দের যোগেই প্রায়শঃ এই কালের প্রয়োগ হয়, যথা ‘যদি তুমি পাইতে তবে আমাকে দিতে’। হরিবংশে এই ‘অনিশ্চিত অতীত কালের মধ্যম-পুরুষ ‘পাইতা’ পদ আছে। ইহা ব্যতীত, কেবল অতীতের ‘অভ্যাস বা পোনঃপুন্য’ বুঝাইতেও ‘করিত’ ‘দিত’ ইত্যাদি পদের ব্যবহার হয়। একরূপ অর্থে আমরা হরিবংশে মধ্যম-পুরুষে ‘বুঝাইতা’ পদ পাইয়াছি। শব্দ-সূচী প্রভৃৎ।

জী-প্রত্যয়েও হরিবংশের কিছু বিশেষত্ব আছে। আজ-কালও অনেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ‘রজনী প্রভাতা হইল’ ইত্যাদির মত পাণ্ডিত্য-সূচক বাক্যের প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে প্রাচীন বালালায় অল্প রীতি ছিল। ভবানন্দ অনেক ‘তৎসম’ শব্দ আজ কালের অপ্রচলিত মৌলিক সংস্কৃত অর্থে প্রয়োগ করিয়া তাঁহার অসাধারণ সংস্কৃত-জ্ঞানের পরিচয় দিয়া থাকিলেও, জী-প্রত্যয়ে প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষার বিশেষত্বই রক্ষা করিয়াছেন। সে জন্তেই আমরা হরিবংশে নিম্নলিখিত খাটি বালালা ‘জী প্রত্যয়ের পদগুলি দেখিতে পাই, যথা—

‘অনাথা’ ও ‘অভাগা’ স্থলে ‘অনাথ’ ও ‘অভাগিনী’ যথা—

“অনাথ হইব মাও মুই অভাগিনী” (১২৪৩ পং)

“অভাগা’ স্থলে ‘অভাগী’

“অবলা’ স্থলে ‘অবলী’ (৪৫০৫ পং)

“আকুলা’ স্থলে ‘আকুলী’ (৪৩০২ পং)

“কাম-রূপিনী’ স্থলে ‘কাম-রূপী’ (৬০০ পং)

“কিশোরী’ স্থলে ‘কিশোর’ (৫৪২৮ পং)

“চিত্র-লেখা’ বা ‘চিত্র-লিখিতা’ স্থলে ‘চিত্র-লেখী’ (১৫২৮ পং)

“নায়িকা’ স্থলে ‘নায়কী’ (৭২২২ পং)

“নব-মুণ্ডী’ স্থলে ‘নব-মুণ্ডা’ (৫০৪৬ পং),

‘নব-ঘোবনা’ স্থলে ‘নব-ঘোবনী’ (৬১৩৩ পং),

“চঞ্চলা’ স্থলে ‘চঞ্চল’ (১৬০৬ পং)

“প্রমাদিনী’ স্থলে ‘প্রমাদী’ (২৬৪ পং)

‘বয়োধিকা’ হলে ‘বয়োধিক’ (১০১৪ পং)

‘মোহিতা’ হলে ‘মোহিত’ (১১১৬ পং)

‘লীনা’ হলে ‘লীন’ (২০ পং)

‘সম্ভাপিনী’ হলে ‘সম্ভাপী’ (১০৫৬ পং)

এই প্রসঙ্গেই বলা সঙ্গত যে, সংস্কৃতে স্থপতিত ভবানন্দ ‘কুমারী’ (অনুজ্ঞা) অর্থে অদ্যাপি গ্রাম্য ভাষায় প্রচলিত ও অন্তর্গত ‘অকুমারী’ শব্দের একাধিক হলে ব্যবহার করিয়াছেন। ভবানন্দের এই জী-প্রত্যয়ে খাটি বাঙ্গালা-রীতির সহিত হিন্দী-ভাষার বেশ সাদৃশ্য দেখা যায়।

এখানে ইহাও বক্তব্য যে, হরিবংশে ‘সুন্দরী’ শব্দ-টার খুব ছড়াছড়ি থাকিলেও অধিকাংশস্থলেই উহার বিশেষ সার্থকতা নাই। আধুনিক বাঙ্গালার পুরুষের নামের শেষে ব্যবহৃত ‘চন্দ্র’ শব্দের মত উহাও ‘ঘোষা’ ‘সুন্দরী’ ‘মহোদা সুন্দরী’ ‘শ্রীমতী সুন্দরী’ ‘রাধিকা সুন্দরী’ ইত্যাদি নামের একটা অঙ্গ-রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। হরিবংশের ৫৩৭২—৫৪০৮ পঙ্ক্তিগুলিতে ভবানন্দ ব্রজ-গোপীদিগের নামের প্রসঙ্গে তাঁহার সময়ে প্রচলিত জীলোকের শতাধিক নামের যে কোতুল-জনক তালিকা দিয়াছেন উহার মধ্যে ‘সুরেখা’ ‘কমলা’ ‘পূর্ণিমা’ ‘নন্দদা’ ‘মালিনী’ ‘নলিনী’ ইত্যাদি নব্য-রচি সত্ত্ব অনেক নামের সঙ্গেই তৎকালে ‘সুন্দরী’ শব্দটা অপরিহার্য অঙ্গ-রূপে ব্যবহৃত হইত; উহা ‘ঐরাবতী পূর্ণবা পূর্ণিমা সুন্দরী’ (৫৩৯৫ পং) ও ‘দ্রৌপদী সুভদ্রা আর প্রচণ্ডা সুন্দরী’ (৫৩৯৯ পং) পঙ্ক্তি-দ্বয় দেখিলেই বুঝা যায়। অনধিক পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও আমাদের দেশে ‘বামা সুন্দরী’ ‘রমা সুন্দরী’ ‘সারদা সুন্দরী’, ‘বরদা সুন্দরী’ ইত্যাদি নামের খুব প্রচলন ছিল; এখন শিক্ষিত সমাজে ‘সুন্দরী’ গ্রাম্যতা-সূচক বিবেচিত হয়। কালিদাসের ‘অভিজ্ঞান-শকুন্তলা’ হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতচন্দ্র রায়ের কাব্যে পর্যন্ত ‘সুন্দরী’ শব্দটা নারিকাদিগের প্রতি নামকরের একটা স্বাভাবিক সোধোদন-সংকেত ছিল। উহাতে কোনও অস্বাভাবিক রসিকতা বা চাটুকারিতা প্রকাশ পাইত না। পাঠক অহুগ্রহ করিয়া এই কথাটা মনে রাখিবেন; নতুবা অনেক স্থলেই শোকে-হৃদে অজ্ঞরিতা, কৃশাদী মলিন-বসনা যশোদা বা রাধার নামের সঙ্গে ‘সুন্দরী’ শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখিয়া, শব্দটাকে স্থানে ও অস্থানে প্রযুক্ত করার জন্তে ভবানন্দকে অপরাধী মনে করাও অসম্ভব নহে।

প্রাচীন বাঙ্গালার সংস্কৃতে তুলনায় ‘কৃৎ’ ও ‘তদ্বিত’ প্রত্যয়ে খাটি বাঙ্গালা পদ সংখ্যায় খুব কম। সংস্কৃতের অহুগ্রহী মাত্র করেক শ্রেণীর ‘কৃৎ’ প্রত্যয় হরিবংশে পাওয়া গিয়াছে, যথা—(১) ‘ই’ ‘ইয়া’ হরিবংশে
কৃৎ
পদ
বা ‘ইঞা’ (স্ ‘জ্’ বা ‘যপ্’) প্রত্যয়ের ‘করি’ ‘করিয়া’ ‘কহি’ ‘কহিয়া’ ‘আউলাঞা’ ইত্যাদি।

(২) ‘ইতে’ ‘ইবার’ বা ‘ইবারে’ ও পূর্ব-বন্ধের নিজস্ব ‘ইতে’ হলে ‘ইতা’ (স্ ‘তুহ্’) প্রত্যয়ের—‘কহিতে’ ‘কহিবার’ ‘কহিবারে’ ‘কহিতা’ বা ‘কৈতা’। পূর্ব-বন্ধের গ্রাম্য-ভাষায় ‘কৈতা’ ‘বা(ই) তা’ ‘বা(ই) তা’ ইত্যাদি পদের খুব প্রচলন আছে। হরিবংশে আমরা এই ‘ইতা’ প্রত্যয় সম্বন্ধে নিম্ন-লিখিত পদগুলি পাইয়াছি; যথা—

‘মুররি আনিতে যদি মোর লাগ পাই তা।

দেখিলেই প্রেম-ভাবে না মুরায় কৈতা।’ (৩৭৬৫—৩৭৬৬ পং)

(অর্থাৎ—যদি (ভূমি) আমাকে (তোমার) মুরলী (চুরি করিয়া) আনিতে সাক্ষাৎ পাইতে, (তবু) প্রেম-ভাব হেতু (তাহা) কহিবার যোগ্য নহে।)

‘ইত্রে বলে—‘প্রজাপতি না পার ঘুচা ই তা।

আমার বিষয় নহে—কথায় বুঝা ই তা। (পং ১৭১৩—১৭১৪)

(অর্থাৎ—ইঙ্গ বলিলেন “প্রজ্ঞাপতি ! (আপনি বৃন্দার সতীষ) ঘুচাইতে পারেন না ; (ইহা) আমার বিষয় নহে, যে আপনি কথার দ্বারা বুঝাইবেন ।)

(৩) ‘ইলে’ বা ‘ইতে’ (স+শতৃ) প্রত্যয়ের ‘করিলে’ ‘করিতে’ ‘অত্যাঙ্কিলে’ ‘আকুলাইতে’ ইত্যাদি ।

বাহ্য্য-ভয়ে সকল ক্রমস্ত পদগুলির উল্লেখ না করিয়া কেবল তিনটি শ্রেণীর নাম নির্দেশ করা হইল ।
‘অপ্রচলিত ও দুর্লভ পদ’গুলির অর্থ ও প্রয়োগ শব্দ-সূচীতে দ্রষ্টব্য ।

হরিবংশে নিম্ন-লিখিত ‘তদ্ধিত’ প্রত্যয়ের পদগুলি পাওয়া গিয়াছে যথা—

হরিবংশে তদ্ধিতান্ত পদ ‘আর তিল’ ‘নিকড়িয়া’, ‘পূর্ণিত’, ‘পোষানিয়া’ ‘ভালাই’ । পদ-গুলির অর্থ ও প্রয়োগ পরিশিষ্টের শব্দ-সূচীতে দ্রষ্টব্য ।

বাক্যলায় অনেক পরবর্তী কালে সংস্কৃত-ধেয়া রচনা-রীতি প্রবর্তিত হওয়ায়, ‘তৎসম’ শব্দের মধ্যে যেকোন দীর্ঘ হরিবংশে সমাস দীর্ঘ সমাস দেখা যায়, প্রাচীন বাক্যলায় উহা ছিল না । কৃষ্ণকীর্তনে ‘তৎসম’ শব্দের সংখ্যা নিত্যন্ত কম বলিয়া সমাসের সংখ্যাও বিরল । চৈতন্য-ভাগবত ও চৈতন্য-চরিতামৃত-গ্রন্থে ‘তৎসম’ শব্দের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী বলিয়া সমাসের সংখ্যাও বেশী দেখা যায় । এই ‘তৎসম’ শব্দের আধিক্য সংস্কৃতে হৃপ্তিত ও স্কৃবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহোদয়ের চরিতামৃত গ্রন্থেই অনেক অধিক-পরিমাণে লক্ষিত হয় । ‘হারবংশ’-কাব্য শেবোক্ত গ্রন্থের পরবর্তী না হইলেও ভবানন্দেব সংস্কৃত-প্রিয়তা হেতু তাঁহার কাব্যের স্থানে স্থানে বিষয়-মাহাত্ম্যে রচনা সংস্কৃত-শব্দ-বহুল এবং গীতগুলিতে ও গ্রন্থের অন্তর্গত অনেক কাহিনীতে বেশ সরল ও ‘তদ্ভব’-শব্দ-পূর্ণ দেখা যায় । বিষয়-বৈশিষ্ট্যে রচনা-রীতির এইরূপ গতিব্রতা উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বাক্যলী লেখকদিগের বচনায়ও যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষিত হয় ।

সংস্কৃত-সম শব্দ অধিক প্রয়োগ করিলেই ভাবা-সংক্ষেপ ও অর্থ-গৌরবের জন্ত অধিক সমাসেরও আবশ্যকতা হয় । ভবানন্দের কাব্যের সমাস-বাহুল্য দ্বারা এই উভয় প্রয়োজনই যথেষ্ট সাধিত হইয়াছে ।

আধুনিক সংস্কৃত-ধেয়া বাক্যলায় রচনার মত হরিবংশেও বহুব্রীহি, ‘মধ্য-পদ-লোপী’ প্রভৃতি সমাস অপেক্ষা ‘তৎপুরুষ’ সমাসেরই আধিক্য দেখা যায় । অন্যান্য সমাসের প্রয়োগও বিরল নহে । আমরা দৃষ্টান্ত-স্থলে হরিবংশের কতকগুলি সমাস-যুক্ত পদের তালিকা নিম্নে প্রদান করিলাম । প্রয়োগ-স্থল শব্দ-সূচীতে দ্রষ্টব্য ।

(১) ‘বন্দ’ সমাস, যথা—‘অন্ন-পান’ ‘অহিনিশি’ ‘ব্রহ্মা-মহেশ্বরে’

(২) ‘বহুব্রীহি’ সমাস, যথা—‘ঘনাবর্ত’, ‘চন্দ্রমুখী’, ‘দশ-কঙ্ক’ ‘বহু-মালা’, ‘বাহু-দণ্ড’, ‘মহাসত্ত্ব’, ‘সমুদ্ভ-উদ্ভব’, ‘সিন্ধু উদ্ভব’, ‘স্বর-সের’, ‘স্বতন্ত্রা’ ইত্যাদি

(৩) ‘কর্মধারয়’-সমাস যথা—‘কাকু-বাণী’, ‘প্রসৃজ্ঞল’, ‘মহারস্তু’ ‘মত্ত গজ’, ইত্যাদি ‘রক্ত-গোর’, ‘নীল-কমল’,

(ক) ‘মধ্যপদ-লোপী’ সমাস, যথা—‘কনক-শিখর’, ‘গণ্ড-শৈল’, ‘মধু-মাস’, ‘চন্দ্র-দড়ি’ ‘হেমন্ত পর্বত’ ইত্যাদি

(খ) ‘উপমিত’-সমাস, যথা—‘পদ্মাস্বজ’, ‘পদ্ম-হস্ত’ ‘চন্দ্র-মুখী’, ‘পুরুষ-নিংহ’ ‘বদন-কমল’ ইত্যাদি

(গ) ‘রূপক’-সমাস, যথা—‘বচন-অমৃত’ ‘কাম-সিন্ধু’ ‘সৌরভ-তরঙ্গ’, ইত্যাদি

(৪) ‘তৎপুরুষ’-সমাস, যথা—

(ক) ‘দ্বিতীয়া-তৎপুরুষ’—‘অন্তঃকৃত’,

(খ) ‘তৃতীয়া-তৎপুরুষ’—‘চিত্ত-বিস্ত’, ‘জী-জিত’, ‘লজ্জা-যুক্তা’, ‘সৌরভ-বিহিত’, ‘জ্ঞান-বিবর্জিত’, ‘প্রেম-আলিঙ্গন’ ইত্যাদি

(গ) চতুর্থী তৎপুরুষ—‘খেণ্ডা-নাও’ (৩৮০৫ পং), ‘কেলিকলা-কুতুহল’, ‘ধর্ম-কাজ’ (৬৭৬০ পং) ‘কাম-কলা-কৌতুকে’ (৮০৬৫ পং) ইত্যাদি

(ঘ) ‘পঞ্চমী-তৎপুরুষ’—‘কঠাগ্রস্ত’, ‘সারদা-বর’, ‘সত্যভঙ্গ-পাতক’ ইত্যাদি

(ঙ) ‘ষষ্ঠী-তৎপুরুষ’—‘আণ-পড়শী’, ‘কর-তল’, ‘কামোদ্ভাব’, ‘ক্রৌঞ্চ-বাহন’, ‘গুণাহ্বাক’, ‘চিত্র-লেখা’, ‘ছায়া-কান্ত’, ‘বিবেক-সিদ্ধ’, ‘ভারাবতরণ’ ইত্যাদি

(চ) ‘সপ্তমী-তৎপুরুষ’—‘বয়োধ্রুকা’, ‘গর্ভ-বাস’, ‘বৃন্দাবন-বিহার’, ‘বসতি-বাস’ ইত্যাদি।

‘নঞ-তৎপুরুষ’ যথা—‘অপূজ্য’, ‘অপূজন’, ‘অভাজন’, ‘অসুহ’

‘দ্বিগু-সমাস’ যথা—‘চারি-ভিত’, ‘নিযুক্তাক’, ‘একার্ণব’, ‘পঞ্চশির’ ইত্যাদি

অব্যয়ীভাব সমাস’ যথা—‘অমুক্ণ’, ‘অমুক্ণম’ ইত্যাদি

‘উপপদ-সমাস’ যথা—‘শম্ভ-কার’ ইত্যাদি

‘নিভ্য-সমাস’ যথা—‘দিগন্তর’,

‘স্বপ-স্বপ সমাস’ যথা—‘যত-ইতি’। একত্র একাধিক সমাসের দৃষ্টান্তও বিরল নহে, যথা—‘রাধা-কাকু-পরিবাদ’

(দ্বন্দ্ব ও ষষ্ঠী তৎ-পু), ‘নব-যুবা-কাল’ (কর্মধা, ষষ্ঠীতৎ পু), ‘ভকতি মুকতি-হীন’ (দ্বন্দ্ব ও তৃতীয়া তৎ পু), ‘অশ্ব-পদ-চিহ্ন’ (ষষ্ঠী ও ষষ্ঠী তৎ-পু), ‘স্বর্ঘ্য-বংশ-মুনি’ (ষষ্ঠী ও ৭মী তৎ-পু), ‘হরি-কায়-জল’ (ষষ্ঠী ও ৫মী তৎ-পু), ‘সর্ব ভূতপ্রিয়’ (কর্মধা ও ষষ্ঠী তৎ-পু), ‘শম্ভ-চক্র-গদা-পদ্ম-কর’ (দ্বন্দ্ব ও বহুব্রী), ‘শাখা-পত্র-হীন’ (দ্বন্দ্ব ও তৃতীয়া তৎ-পু), ‘কাম-কলা রস-রঙ্গ’ (৩তী ষষ্ঠী তৎ-পু) ইত্যাদি।

[ছন্দ ও অলঙ্কার]

কৃষ্ণকীর্তনে পয়ার ছাড়া ত্রিগদীও কয়েক প্রকার ভেদ দৃষ্ট হয়। পরবর্তী বৈষ্ণব-পদাবলী ছন্দোবৈচিত্র্যে একান্ত সমৃদ্ধ। ১৩২৫ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৩য় সংখ্যায় “চণ্ডীদাসের ত্রিভুজ হরিবংশের ছন্দ কীর্তন” প্রবন্ধে আমরা প্রসঙ্গ-ক্রমে উক্ত গ্রন্থের অনালোচিত ছন্দোবৈশিষ্ট্যের সম্বন্ধে এবং ১৩১৮ সালের ২য় সংখ্যার পরিষৎ পত্রিকায় বৈষ্ণব-কবি গোবিন্দ দাসের কবিতার সমালোচনা-প্রসঙ্গে তাঁহার ব্যবহৃত নানা বিচিত্র মাত্রা-বৃত্ত ও অক্ষর-বৃত্ত সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। শেথোক্ত প্রবন্ধে প্রসঙ্গ-ক্রমে বাঙ্গালার নানাবিধ পয়ার ও ত্রিগদী-ছন্দের উপপত্তি সম্বন্ধে তুলনা-মূলক সোদাহরণ বিচার করা হইয়াছে। সুতরাং এ স্থলে সেই বিষয়ের পুনরুক্তি না করিয়া, আমরা বাঙ্গালা পয়ার ও ত্রিগদীর উপপত্তি ও বিকাশ সম্বন্ধে অস্বচ্ছিন্ন পাঠকদিগকে আমাদের সেই প্রবন্ধের উপরেই ব্রতা দিয়া এখানে সংক্ষেপে হরিবংশের ছন্দ-সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনা করিব। শব্দ-সম্ভার-বিষয়ে যেমন ভবানন্দ বৈষ্ণব কবিদিগের নিকট ঋণী নহেন, ছন্দ-সম্বন্ধেও ঠিক সেইরূপ বটে। কৃষ্ণকীর্তনের বিশেষতঃ, পরবর্তী বৈষ্ণব পদাবলীর তুলনায় তাঁহার ব্যবহৃত ছন্দের সংখ্যা নিতান্ত কম। একই প্রকার পয়ার ও লঘু-ত্রিগদী ও দীর্ঘ-ত্রিগদী ব্যতীত হরিবংশে আর কোনও ছন্দের ব্যবহার দেখা যায় না।

হরিবংশের পয়ার অষ্টাঙ্গ প্রাচীন গ্রন্থের পয়ারের মত। উহাতে পয়ারের মাত্রা বা যতির কোন একটি না থাকিলেও অক্ষর-গণনায় সর্বত্র চৌদ্দ অক্ষর পাওয়া যায় না; তের অক্ষর হইতে আরম্ভ করিয়া কতিং আঠার অক্ষর পর্যন্ত পাওয়া যায়,—অথচ উহাকে ছন্দোদ্রষ্ট বলা যায় না। কেন না, প্রাচীন পয়ারে চৌদ্দ অক্ষরের ধরা-বাছা নিয়ম নাই; পয়ারের যতি ও মাত্রা ঠিক থাকিলেই পয়ার নির্দোষ গণ্য হয়। নিয়ে কতিপয় উদাহরণ দেখুন, যথা—

(১) “গর্ভবাস—মহার্কেশ না সহে কদাচিত।

সমুচিত করি যাইতে তোমার সহিত।” (৬২—৭০ পৃ)

অক্ষর গণনায় এই পয়ারের প্রথম চরণে ও দ্বিতীয় চরণে ১৫টি করিয়া অক্ষর আছে, কিন্তু প্রথম চরণের ‘গর্ভবাস’ শব্দের ‘স’ ‘মহার্কেশ’ শব্দের ‘শ’ ও হসন্ত-রূপে উচ্চারিত বলিয়া, মাত্রার হিসাবে ‘না’ শব্দটিকে লইয়া

আট অক্ষর বা আট মাত্রাই গণ্য করা হইয়াছে, সুতরাং ‘না, শব্দের পরে আট-অক্ষরী যতি পড়ায় চব্বিবে একটা অধিক অক্ষর কাণে বাজে না। দ্বিতীয় চরণের ‘যাইতে’ শব্দের ‘ই’ অক্ষরও হসন্ত বলিয়া ‘যাইতে’ পত্রবস্তী বাঙ্গালার ‘যাতো’ বা ‘যাতে’—বৎ উচ্চারিত হওয়ায় উহার অক্ষরাধিক্যও কাণে বাজে না।

(২) আমারে করিলে ডক্তি শমনের নাহি দায় ।

শমন নাশিমু শঙ্খ চক্র গদায় ॥” (১৬৯—২৭০ পৃ)

এই পয়ারের প্রথম চরণের ‘শমনের’ ও ‘দায়’ শব্দ-দ্বয়ের অন্ত্য ‘র’ ও ‘য়’ হসন্ত বলিয়া অক্ষরাধিক্য কাণে বাজে না; সেইরূপ দ্বিতীয় চরণের ‘চক্র’ শব্দের ‘চ’ অক্ষর সংযুক্ত বর্ণের পূর্বে স্থিত বলিয়া গুরু-বর্ণ-রূপে উচ্চারিত হইলে কাণে বাজে না, সুতরাং ছন্দোভঙ্গ দোষেব কারণ না হইয়া, বরং এক-যেয়ে উচ্চারণেব একটু বৈচিত্র্য-সম্পাদন করায় প্রীতিকরই মনে হয়।

(৩) “বন্ধুর ভাবে জাতি-কুল হারাই সকল ।” (১৭৮২ পৃ)

অক্ষর-গণনায় ১৬টা অক্ষর পাইলেও চরণের ‘র’ ‘ল’ ও ‘ই’ অক্ষরগুলি হসন্ত বলিয়া কাণে বাজে না।

(৪) “তুমি ত চিকণ-কানাই তোমার ভাঙ্গা নাও।

কোথা থুইমু লাথের পসার কোথায় থুইমু গাও ॥” (২০৫২—২০৫৩ পৃ)

এই পয়ারের প্রথম চরণের ‘কানাই’ শব্দের পরে ও দ্বিতীয় চব্বিবে ‘পসার’ শব্দের পরে যতি রাখিয়া পড়িলে প্রথম চব্বিবে বোল অক্ষর ও দ্বিতীয় চরণের আঠার অক্ষরও কাণে বাজে না; বরং অক্ষরাধিক্যে পয়ারে গতি-বৈচিত্র্য ঘটাইছে বলিয়া, শ্রুতি-মধুর বোধ হয়।

এখানে বলা আবশ্যক যে, হরিবংশের পয়ারে একপ অক্ষরের নূনাধিক্য থাকিলেও চৌদ্দ অক্ষর ও আট অক্ষরে যতিই অধিকাংশ স্থলে পাওয়া যায়। প্রাচীন বাঙ্গালায় ও আধুনিক বাঙ্গালায় যেমন সাত-সাত অক্ষরে যতির পথারও আছে, হরিবংশেও সেরূপ দেখা যায়, যথা—

(১) “মোর বরে সকলি কুশল হৈব তোর ॥” (১০৮২ পৃ)

(২) “সেই স্নোক বাধান করিয়া পদ-বন্ধে ॥” (১০৯৯ পৃ)

(৩) “এহি মতে শয়ন করিলা তিন জনে। (১৭৬২ পৃ) ইত্যাদি।

বাঙ্গালা পয়ারের চৌদ্দ অক্ষর কিংবা আট-অক্ষরে যতি অপরিহার্য্য নহে বলিয়া, তাঃ দৌনেশচন্দ্র সেন মহাশয় ও তাঁহার মতাবলম্বী কেহ কেহ যে, আট-অক্ষরে যতি-বিশিষ্ট, চৌদ্দ-অক্ষরের সংস্কৃত ‘বসন্ত তিলক’ ছন্দ হইতে বাঙ্গালা পয়ারের উৎপত্তি আপাত-সাদৃশ্য দেখিয়া অস্বাভাবিক করিয়াছেন উহা সমর্থন-যোগ্য মনে হয় না। আমরা পূর্বোক্ত প্রবন্ধে শব্দরাচাৰ্য্যের প্রসিদ্ধ ‘মোহ-মুদার’ স্নোকাবলীর বোল মাত্রার পঞ্জ্যটিকা মাত্রা-বৃত্ত ছন্দ অথবা উহার সহিত নিতান্ত সৌসাদৃশ্যুক্ত গীতগোবিন্দের—

“সরস মন্থনমপি মলয়জ-পঙ্কম।

পশুতি বিষমিব বপুশি সশঙ্কম ॥”

ইত্যাদি ‘মাত্রা-চতুষ্পদী, ছন্দ হইতেই হিন্দীর প্রাচীন কবি চন্দ-কবীন্দ্র ও মিথিলার প্রাচীন কবি বিষম্যাপতির ব্যবহৃত ‘চৌপাঠ’ ছন্দের মত বাঙ্গালা পয়ারের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া প্রমাণিত করার চেষ্টা করিয়াছি। বিখ্যাত-স্বত্রে জর্জিনিতে পারিয়াছি যে, বাঙ্গালা সাহিত্যে স্থপণ্ডিত ও গ্রন্থলেখক স্বর্গগত মহামহোপাধ্যায় যাদবেন্দ্রের তর্করত্ন মহাশয়েরও ইহাই মত ছিল—যদিও এ সম্বন্ধে তিনি কোনও প্রবন্ধ লিখিয়াছেন বলিয়া জানিতে পারি নাই। ‘বসন্ত-তিলক’ বোল-অক্ষরী ‘অক্ষর-বৃত্ত’ ছন্দ ও উহার প্রত্যেক চরণে সাতটা অক্ষর নিয়ত গুরু বলিয়া ‘পয়ার’ অপেক্ষা উহার গতি অনেক বিলম্বিত ও ছন্দটা অনেক দীর্ঘ মনে হয়। সংস্কৃতজ ব্যক্তি সংস্কৃতের ব্রহ্ম-দীর্ঘ উচ্চারণ

ঠিক রাখিয়া ‘বসন্ত-তিলক’ ছন্দের একটা শ্লোকের আবৃত্তি করিলেই, পয়ারের সহিত উহার গুরুতর প্রভেদটা কানে ধরা পড়িলে। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস লেখকদিগেব অগ্রবর্তী পণ্ডিত-প্রবর স্বর্গগত রামগাতি ভ্রায়রত্ন মহাশয় সংস্কৃতের অসাধারণ বিদ্যান ও বিশেষজ্ঞ হইয়াও কি জ্ঞত যে, সংস্কৃতের সর্ল-জন-বিদিত ‘বসন্ত-তিলক’ ছন্দ হইতে বাঙ্গালা-পয়ারের উৎপত্তি-কল্পনা না করিয়া, ফারসীর “করিমা-এ ববকশা-এ” ইত্যাদি বয়েদ হইতে উহার উৎপত্তি কল্পনা করিয়াছেন, এই আপাত-দুর্বোধ্য বিষয়ের, উহাই প্রকৃত কারণ বটে। প্রকৃত পক্ষে, উক্ত বয়েদের সহিত বাঙ্গালা পয়ারের একটু সাদৃশ্য আছে; কিন্তু সংস্কৃতের ‘বসন্ত-তিলক’ ছন্দের সহিত উহার বাস্তবিক কোনই সাদৃশ্য নাই। বাঙ্গালা—পয়ারও আগে হিন্দী ও মৈথিল ‘চৌপদী’ ছন্দের মতই মাত্রা-ছন্দ ছিল। শ্রদ্ধাম্পদ শাস্ত্রী মহাশয়ের “বোধ গান ও দোহা” গ্রন্থে প্রাচীনতম বাঙ্গালা গীতের যে নিদর্শন পাই, উহার ছন্দ হিন্দী ও মৈথিল ‘চৌপদী’ হইতে প্রায় অভিন্নই মনে হয়; যথা—

“অলি এঁ কালি এঁ বাট কঙ্কলা।

তা দেখি কাহু বিমন ভইলা ॥

কাহু কহি গই করিব নিবাস।

জো মন গোঅর সো উআস ॥”

প্রাচীন হিন্দী ও মৈথিলের ভ্রায় ‘এ’ প্রয়োজন অল্পসারে কচিৎ গুরু ও কচিৎ লঘু অক্ষর-রূপে পড়িলে উক্ত পংক্তিগুলি প্রায় শুদ্ধ ‘চৌপদী’ ছন্দই মনে হইবে। কৃষ্ণকীর্তনের পূর্ল হইতেই বাঙ্গালায় অক্ষরের লঘুগুরু উচ্চারণ ভেদ লুপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়া ‘মাত্রা-চতুস্পদী’ বা ‘চৌপদী’ ছন্দের ধোল-মাত্রা যে কিরূপে মাত্রা ও অক্ষর-বৃত্তের সংমিশ্রণ-জাত প্রাচীন বাঙ্গালা-পয়ারে ও পরে সম্পূর্ণভাবে ‘অক্ষর-বৃত্ত’ চৌদ-অক্ষরী আধুনিক পয়ারে পরিণত হইয়াছে, তাহা পরবর্তী গবেষণা ও উন্নত ভাষা-তত্ত্ব জ্ঞান-সাপেক্ষ বলিয়া, শ্রদ্ধাম্পদ ভ্রায়রত্ন মহাশয় বাঙ্গালা পয়ারেও উৎপত্তি নির্দেশে ভ্রান্ত হইয়াছেন। কিন্তু এখন আর এ সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ দেখা যায় না।

পয়ারের ভ্রায় বাঙ্গালা জিপদী-ছন্দের উৎপত্তিও জয়দেবের মাত্রা-জিপদী হইতেই সজ্বটিত হইয়াছে।

জয়দেবের গীতগোবিন্দে কয়েক রকম মাত্রাজিপদী দেখা যায়।

তন্মধ্যে—

জিপদী

“রতি-স্বথ-সারে গতমভিসারে

মদন মনোহর বেশম্।

ন কুরু নিতম্বিনি গমন বিলম্বন-

মহুসর তং হৃদয়েশম্ ॥” (৫ম সর্গ)

ইত্যাদি চতুর্ধাতিক সাতটি গণ দ্বারা গঠিত ২৮ মাত্রার জিপদীই যে, বাঙ্গালা দীর্ঘ জিপদীর (প্রাচীন ‘দীঘ ছন্দ’ বা ‘লাচাড়ী ছন্দের’) আদর্শ, তাহা আমাদের উক্ত প্রবন্ধে সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে। সংস্কৃতে ভাব রক্ষা করিয়া মিল (Rhyme) ঘোটানো অধিকতর কঠিন বলিয়াই হউক, কিম্বা সাধারণতঃ সংস্কৃত শ্লোকের চরণেব শেষে মিল রাখার রীতি না থাকার জন্তেই হউক, জয়দেবের স্বমধুর মাত্রা জিপদীগুলিরও মধ্যের চরণ দ্বয়ের শেষে অধিকাংশ স্থলেই মিল দেখা যায় না। ‘রতি-স্বথ-সারে ইত্যাদি চরণ-দ্বয়ে কিংবা ‘দীর সমীরে যমুনা-তীরে’ ইত্যাদি কতকগুলি চরণে যে মিল আসিয়াছে, উহা জয়দেবের অনন্ত সাধারণ ছন্দোন্নৈপুণ্যেরই পরিচয় বলিতে হইবে। তথাপি ইহা লক্ষ্য করার যোগ্য যে, জয়দেবও এই নয় কলি (Stanza) বিশিষ্ট পদটির সকল কলিতে এক্ষণ মিল রাখিতে পারেন নাই, উহার ‘ন কুরু নিতম্বিনি’ ইত্যাদির মত তিনটি অর্ধ কলিতে মিল ছাড়িয়া দিয়াছেন। জয়দেবের “ললিত-লবঙ্গ-লতা,” “বহসি যদি কিঞ্চিদপি,” “নিব্ধতি চন্দনমিন্দুকিরণমহু” ইত্যাদি অনেক স্থপ্রসিদ্ধ পদে মধ্যবর্তী চরণ-দ্বয়ের মিল রক্ষার কোনও প্রয়াসই দেখা যায় না। ইংরেজীর ভ্রায় বাঙ্গালা ভাষায়ও মিল-বৃত্ত

শব্দের বাহ্যিক ও মিল রক্ষার অধিক সুবিধা থাকায় প্রথম হইতেই বাঙ্গালা ত্রিপদীতে মিলের অল্প অধিক প্রয়াস দেখা যায়। কৃষ্ণকীর্তনের উক্তি-প্রত্যাশিত-পূর্ণ অনেক ত্রিপদীতেই চণ্ডীদাস মধ্যযুগী চরণ-গুলিতে মিল-রক্ষার চেষ্টা করেন নাই, যথা—

“আতি রূপসী পছমিনী জাতি”

দেখি লীর নহে মনে।

তোর বিরহে চিত্ত বেআকুল

মোঞ না জীবো কেন মনে ॥ ১ ॥”

“হেনক বচন

না বোল কাঙ্ক্ষাঞি

তোর বাপে নাহি লাজ।

সোদর মাউলানীত

ভোলে পরিলাহা

দেখিআঁ রূপস কাঙ্গ ॥ ২ ॥” ইত্যাদি

‘কাথাও বা একরূপ ত্রিপদীতেও আগা-গোড়া’ মিল রাখা হইয়াছে, যথা—

“মন ল সন্দির রাধা পতত কৈলোঁ বিরোধ।

তোক বৈবৌ আবাল গোপালে।

সোএ গদা হাতে ধরোঁ। আজি দাপ চুর বরোঁ।

দেহ দান না কব কচালে ॥ ১ ॥” ইত্যাদি

সংস্কৃতের আমিল মাত্রা-ত্রিপদী হইতে বাঙ্গালা-ত্রিপদীর উৎপত্তি হওয়ায় হিন্দীর স্বরদাস ও তুলসীদাসের মাত্রা-ত্রিপদীর পদগুলিব মত কৃষ্ণকীর্তনের ‘অক্ষব বৃত্ত’ ত্রিপদী ছন্দেও প্রায়শই মিল না থাকা খুব স্বাভাবিক মনে হয়। পরবর্তী বৈষ্ণব কবিরাও ভাব প্রকাশের পক্ষে মিল-হীন ত্রিপদী অধিক উপযোগী বলিয়াই সেইরূপ দীর্ঘ ও লঘু ত্রিপদীর ব্যবহার কবিতা গিষাছেন। গোবিন্দদাসের প্রসিদ্ধ—

‘এই ত মাধবী তলে

আমার লাগিয়া পিয়া

যোগী বেন সনাই খেয়ায়।

পিয়া বিনে হিয়া কেনে

ফাটিয়া না পড়ে গো

নিলাজ পরাণ নাহি যায় ॥

(পংকত° ১৬৭৩প°)

এবং ————— “ঢল ঢল কাঁচা

অঙ্গের লাগণ

অবনী বহিয়া যায়।

ঈষত হাসির

তরঙ্গ-হিলোলে

মদন মুকুট পায় ॥” (পংকত° ১৫২পং)

ইত্যাদি দীর্ঘ ও লঘু পদ ত্রিপদটির পদের মত প্রাচীন বৈষ্ণব-কবির শত শত বাঙ্গালা পদ আমিল ত্রিপদীর দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে।

হরивংশে ১২০টা রাগ-রাগিনী-সংযুক্ত পদ অর্থাৎ গীত আছে; উহার মধ্যে ৫৮টা দীর্ঘ-ত্রিপদী ও লঘু-ত্রিপদীর পদ। ভবানন্দ মাত্র চারিটা ত্রিপদীর পদে আগা-গোড়া মিলের ব্যবহার করেন নাই; কিন্তু অবশিষ্ট পদগুলিতে এবং ২৫১২— — — ২৬৮৭ পঙ্ক্তি ব্যাপী একটা সুদীর্ঘ ‘লাচাড়ী’ বা দীর্ঘ ত্রিপদীতে কুজাপি মিল ছাড়েন নাই। অথচ নিত্য প্রাশংসার বিষয় এই যে, মিলের অল্প কোথাও রচনা বা ভাবের স্বাভাবিকতা নষ্ট হয় নাই। পাঠক যে কোন

জিগদীর পদ দেখিলেই এ কথার বার্থতা বুঝিতে পারিবেন, সুতরাং এখানে দুই চারিটা দৃষ্টান্ত দেখাইবার কোনও প্রয়োজন নাই। হরিবংশের “আমারে খাইতে বন্ধু” ইত্যাদি “কি ক্ষণে হইল দেখা” ইত্যাদি ও “প্রাণের উদ্ধব বন্ধুতে কহিও” ইত্যাদি, তিনটা পদের অনেক কলিতেই মিল আছে; কিন্তু কোন কোন কলিতে মিল নাই যথা—

আমারে খাইতে বন্ধু	তুমি আসিলা রে
যশ মোর অন্তস্তর নহে।	
ভাবিয়া দেখহ মনে	আমি অভাগী বিনে
এত আলা কার প্রাণে সহে ॥ ৫।	
দিবসে তোমারে বন্ধু	গোপতে রাখিতে নারোঁ।
কাজল-বরণ খানি ভাল।	
নিশিতে তোমারে বন্ধু	গোপতে রাখিতে নারোঁ।
আক্ষিয়ারী হৈলে হয় আলা ॥ ইত্যাদি	
“কি ক্ষণে হইল দেখা শ্যাম বন্ধুর সনে।”	
না দেখি পরাণে	জীব কি ধরাণে
সাত পাঁচ করে মনে ॥ ৫।	
ই ঘরে বসতি	আর নিজ পতি
সকল সে তেয়াগিয়া।	
অলপ-বয়সে	যোগিনী হইমু
তুমি বন্ধুর লাগিয়া ॥” ইত্যাদি	
প্রাণের উদ্ধব	বন্ধুতে কহিও
মোর বচন-সন্দেশ।	
বিরহে কুরিতে	মরিমু অরিতে
পাঞ্জর হইল শেষ ॥ ৫।	
গোকুল নগরী	অনাধিনী করি
রহিলা মথুরা-পুরী।	
দয়ার ঠাকুর	নিদয়া নিষ্ঠুর
এহি দগধনে মরি ॥	
যখন কালাচান্দে	পিরিতি বাঢ়াইলা
আন আন ছলে চাইয়া।	
সে সব পিরিতি	এবে বিসরিলা
কোন রসবতী পাইয়া ॥” ইত্যাদি।	

একটু প্রাধিকান করিলেই বুঝা যাইবে যে, গীতি-কবিতা-সমুচিত ভাব-প্রধান উদ্ধত কলিগুলিতে সর্বত্র মিল-রক্ষার চেষ্টা করিলে কলি-গুলির স্বাভাবিকতা ও সৌন্দর্য অনেক পরিমাণে নষ্ট হইত, সুতরাং এখানে মিলের প্রতি ঔদাসীনা দেখাইয়া ভবানন্দ অসাধারণ সুবিবেচনা, স্বাধীনতা ও রসজ্ঞতারই পরিচয় দিয়াছেন। অভিজ্ঞ-পাঠক পাঞ্জের জানা আছে যে, দীর্ঘ জিগদীর মিল রক্ষা করা অপেক্ষা অল্প কথার লঘু জিগদীর মিল রক্ষা অনেক কঠিন কাজ বটে। এজন্যই মিল-প্রধান ভবানন্দের জিগদী গুলিতেও অন্যান্য প্রাচীন

বাংলা-গ্রন্থের মত লঘু জিগদীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অনেক কম দেখা যায়। পক্ষান্তরে আজকাল বাংলার মিল-হীন ভাব-প্রধান লঘু জিগদীরই নিত্যান্ত প্রাচুর্য্য দেখা যায়। ভুবানন্দের একটি সরল ও স্বাভাবিক-রীতি-পূর্ণ (Idiomatic) লঘু-জিগদীর আগা-গোড়ায়ই মিল নাই। ভুবানন্দের রচনায় এরূপ দৃষ্টান্ত আর নাই বলিয়া, তুলনার জন্ত আমরা সেই পদটি নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম,—

“আমারে বোল কালা বিনোদিন
আমারে বোল কালা।

* ॥ (ক্রটিত)

কালা কালা করি বোল বিনোদিন
তাতে কি বোলিতে পারি।
তোমার আমার আইস বিনোদিন
রূপ যে বদল করি ॥
কাজল বরণ আমাকে দেখিয়া
তুমি যদি মোকে নিন্দ।
তবে কেনে তুমি কালিয়া কাজল
ভুলকর উপরে পিঙ্ক ॥
কালা কালা বোলি হের বিনোদিন
নিরবধি গালি দেস।
আমার অধিক বরণ কাজল
তোমার মাথার কেশ ॥
কালা বিনে গোরা উজল না হয়
কালা সে আঁখির জ্যোতি।
কালারে নিলিয়া গলায়ে পিঙ্কহ
কাজল-বরণ পুতি ॥
কালা বিনে নাকি জীবা বিনোদিন
ভরমে না বোল জানি।
ভবানন্দ দীন কালার অধীন
যৌবন-জোয়ারের পানি।”

বলা বাহুল্য যে, এরূপ পদে জিগদীর মধ্যবর্তী চরণগুলির মিল রক্ষার প্রয়াস প্রাচীন কবিদিগের মধ্যে ছন্দোমৈনপুে অধিতীয় ভারতচন্দ্রের পক্ষেও বাতুলতার কার্য্য হইত। পক্ষান্তরে ভবানন্দ ভারতচন্দ্রের অপেক্ষা অন্য দেড় শত বৎসরের প্রাচীন কবি হইলেও তাঁহার অনেক দীর্ঘ ও লঘু জিগদীর পদ ও পয়ার রচনা লাগিয়ে ভারতচন্দ্রের যে কোন পয়ার ও জিগদীর সহিতে তুলনার অব্যোপ্য নহে। দৃষ্টান্ত স্থলে আমরা হরিবংশ হইতে কয়েকটি জিগদীর কিয়দংশ ও পয়ারের স্লোক নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি। এরূপ জিগদী ও পয়ার হরিবংশে বিরল নহে।

“নাগর বন্ধু—কি আর বোলিমু তোরে ।

কেবা কৈল চুরি তোমার মুররি

মিছা বাদ বোল মোরে ॥ ধ্রু ।

বিভোল-আছিল জানিলু রে কালা

নিশি জাগরণে বাসি ।

হাতের মুররি কেবা কৈল চুরি

মোরে চোর বোল আসি ॥

মদে মত্ত রমে নিন্দের আলগে

তুমি হারাইলা মুররি ।

এ বড় বিশ্বয় মোর মনে লয়

কেমনে রাখিবা নারী ॥ ইত্যাদি

‘ বড়াই হোর গ—

শুন তুমি আমার বিরহে ।

গেছিলু যমুনার জলে দেখিলু কদম্ব-তলে

সেই হনে প্রাণ মোর দহে ॥ ধ্রু ।

নব জলধর জিনি অঙ্গের বরণ খানি

বিছাতের ছাট। অভরণ ।

যুখানি পূর্ণিমা-ইন্দু ললাটে চন্দন-বিন্দু

তার মধ্যে আবির শোভন ॥

সুবতী-মোহন-চুড়া মালতী-কুসুম বেড়া

শিখি পুচ্ছ তাহার ভূষণ ।

মধুর-মধুর বলি মকরন্দ পিয়ে অলি

ফিরি ফিরি খরিছে গুঞ্জন ॥” ইত্যাদি

রাগ আহীর

“শ্রাম বন্ধু কালারে রতন ।

কেমতে যাইমু ঘরে উদিত তপন ॥ ধ্রু ।

কাকে করে কলরব কুহরে কোকিল ।

মল্লয্যে দেখিলে যা(ই)ব জাতি কুল-শীল ॥

দিনকর উদিত যামিনী অবশেষ ।

আমারে সাজাইয়া কর তোমার সম বেশ ।

পরিমল-গন্ধ দিয়া অঙ্গ কর কালা ।

আমার গলায় দেহ তোমার নব-গুঞ্জার মালা ॥

তোমার অঙ্গর পীত মোরে দেহ পৈত্রি ।

আমার হাতে দেহ তোমার মোহন মুররি ॥

কবরী ধসাত্তা বন্ধু বাঙ্কিয়া দেহ চুড়া ।

দোহতী গাঁথিয়া দেহ মুকুতার ছড়া ॥

ময়ূরের পুচ্ছ বন্ধ দেও তছু পরে ।
 ই রূপ দেখিলে লোকে না পুছিব ঘোরে ॥”
 “এহি মতে সপ্তাধিক শত দিন গেল ।
 ঘোর নিশি যোগে রাধা স্বপন দেখিল ॥
 পরিধান করিয়াছে পীত বসন ।
 নব জলধর অঙ্গ কৌস্তভ ভূষণ
 কদম্ব-বকুল-মালা মালতী দোসর ।
 কস্তুরী-চন্দন-বিরাজিত কলেবর ॥
 ললাটে চন্দন তাতে আবিরেব বিন্দু ।
 রাহু,র গ্রাসেত যেন দিন-মণি ইন্দু ॥”
 চূড়ায়ৈ কুম্ভ-কুল অলি লাখে লাখে ।
 সমীরে গমন করে ক্রৌঞ্চ-রথ-পাথে ॥
 সর্বাঙ্গে ফুলের রেণু কটিতে কিঙ্কিণী ।
 রাজ্যপদে স্থলনিত বহু রাজ ধনি ॥
 ইন্দ্র-ধনু জিনি ভূক—কামের কামান ।
 অপাঙ্গ-ইন্দ্রিতে যেন বরিখে চোখা বাণ ॥
 সুরঙ্গ অধব-ওষ্ঠ হস্তেত মুররি ।
 রাধার বিছানে আসি বসিলেন হরি ॥” ইত্যাদি

অবশ্য ভারতচন্দ্রের অপেক্ষাকৃত আধুনিক ভাষা অধিকতর মার্জিত ও তাঁহার যতি ও মিল অধিকতর নির্দোষ সন্দেহ নাই; কিন্তু কেবল ললিত পদ-বিশ্রাসই রচনার এক-মাত্র অথবা শ্রেষ্ঠ গুণ নহে। কবিত্বের হিসাবে ভাবতচন্দ্র যে কবিকল্পের নিকটে দাঁড়াইতে পারেন না, ইহা ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন প্রমুখ অনেক সহৃদয় রুচী কাব্য-সমালোচক-ই এক-বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। কবিকল্পের সহিত তুলনায় ভবানন্দের স্থান কোথায় নির্দিষ্ট হইবার যোগ্য, আমরা “ভবানন্দের ব্যক্তিত্ব ও কবিত্ব” শীর্ষকে এই প্রস্তাবের উত্তর দিতে চেষ্টা করিব। আমরা এখানে এই মাত্র বলিতে চাহি যে, ভাষার লালিত্যে ভারতচন্দ্রের পূর্ববর্তী কোনও বাঙ্গালী কবিই তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারেন নাই। গোবিন্দ দাস ও জ্ঞানদাস রচনার মাদুর্য্য, লালিত্য, গীতিকাব্যোচিত ভাবের উৎকর্ষে বাঙ্গালার সকল প্রাচীন কবিকে ছাড়াইয়া গেলেও তাঁহাদের সর্বাঙ্গের স্থলনিত পদাবলী ব্রজবুলী ভাষায় রচিত বলিয়া, তাঁহাদিগকে এখানে তুলনায় আমরা সঙ্গত নহে। স্তবরাং এ বিষয়ে ভারতচন্দ্রের অনন্ত সাধারণ কৃতিত্বের কেহ প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। ভাষার শ্রায় কবিতার ছন্দ ও ক্রমোন্নতির স্বাভাবিক নিয়মকে অতিক্রম করিতে পারে না। এক্ষেত্রে ভারতচন্দ্রের মার্জিত ভাষা বা মার্জিত ছন্দের সহিত মুকুন্দরাম, ভবানন্দ প্রভৃতি প্রাচীন কবিদিগের ভাষা ও ছন্দের তুলনা করিতে হইলে, প্রাচীনতার এই অনিবার্য্য ত্রুটির কথাও মনে রাখা আবশ্যক, নতুবা তাহাদিগের প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হইবে। এই প্রসঙ্গে আমরা ইচ্ছা করিয়াই ভারতচন্দ্রের কথা উত্থাপিত করিয়াছি। উদ্দেশ্য এই যে, সহৃদয় পাঠক নৈম-লিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

প্রথমতঃ ভারতচন্দ্র তাঁহার বর্ণনার উপযোগী ছন্দেব উৎকর্ষ ও বৈচিত্র্য সাধনের জন্তে তাঁহার শ্রদ্ধামূল্যে বীর-রসোচিত সংস্কৃত “ভূজঙ্গ প্রয়াত” ছন্দের অহঙ্করণে বাঙ্গালার পক্ষে অস্বাভাবিক হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণে

গ্রন্থিত ‘মহারাজ বেষে মহাদেব সাজে। ববংবং ববংবং শিঙা ঘোর বাজে’ ইত্যাদি যে দক্ষ-যজ্ঞ-ধ্বসের বর্ণনা করিয়াছেন’ উহাতে সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিদিগের কাণে বীররসের স্বর বাজিলেও অধিকাংশ পাঠকের নিকটই উহা ব্যর্থ হইয়াছে।

বিতীয়তঃ—তিনি আদি-রসাত্মক খণ্ডনার মধুরতা-বৃদ্ধির জন্তে “বিদ্যাহন্দর” কাব্যে—

“নৃপ নন্দন কামরসে রসিয়া।

পরিধান-ধৃতী পড়িছে রসিয়া ॥”

ইত্যাদি সংস্কৃত ‘তোটক’ ছন্দে যে স্থললিত শব্দ-কুহ্মের মালা গাঁথিয়া গিয়াছেন, তাহাও পূর্বোক্ত, ‘ভূজঙ্গ-প্রয়াত’-বৎ সংস্কৃতানভিজ্ঞের কণ্ঠে কণ্টক-মাল্যবৎ প্রতীত হয়।

তৃতীয়তঃ—সর্কাপেক্ষা শ্রুতি-মধুর বলিয়া তিনি নায়ক-নায়িকার সম্ভোগ-বর্ণনায় বৈষ্ণব-কবিদিগের অহুত্বেরূপে যে ‘রতি-মদ-পাগর নাগরি-নাগর’ ইত্যাদি ব্রজ-বুলী কবিতার সৃষ্টি করিয়াছেন উহাও বাঙ্গালা কার্যে নিতান্ত অস্বাভাবিক ও সাধারণ পাঠকের দুর্বোধ্য বা অবোধ্য হইয়াছে। যাহারা ভারতচন্দ্রের অল্পলতার জন্তে তাঁহার এ সকল রচনা ভ্রান্তীভূত করায়ই পক্ষপাতী, তাঁহাদিগেব বিবেচনায় বিদ্যাহন্দরের এই ব্রজ-বুলী ‘শাপে বর’ হইলেও, ভারতচন্দ্র তাঁহার এই কবিতাটা সাধারণ পাঠকের পক্ষে অবোধ্য বা দুর্বোধ্য করার জন্তই ব্রজবুলীব সাহায্য লইয়াছেন, ইহা কিছুতেই মনে করা যায় না; ইহার মত কিংবা ইহা অপেক্ষাও অধিক অল্পল কবিতা তাঁহার কাব্যের অনেক স্থলে বেশ ঝড়-ঝরে সরল বাঙ্গালা ভাষায় লিপি-বদ্ধ করা হইয়াছে। সুতবাং সাধারণ লোকে উহা না বুঝক, ভারতচন্দ্রের ঘৃণাকরেও এরূপ উদ্দেশ্য ছিল না, তাঁহার বিবেচনার ভুলেই এই ব্রজ-বুলীর কবিতা-টা মাঠে মারা গিয়াছে।

চতুর্থতঃ—কৃত্রিমতাপূর্ণ ভাষার ‘মল্ল-ঝাঁপ’ ছন্দের লক্ষ্য-রূপে তাঁহার কাব্যে বীর-রসের কত দূর উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, তাহা অ-বীর আমরা বুঝিতে না পারিলেও ইহা বুঝিতে পারি যে, একজন মিলটন বা মাটকেল মধুসূদনের হাতে এক অমিত্রাক্ষরী পয়ার ছন্দের রচনাই কোথাও কল-নাদিনী নির্ঝরগীর কুলু-কুলু ধ্বনির মত, কোথাও স্থনিপুণ মল্ল-বাদকের সিদ্ধ-হস্তে সমধুর বীণা নিকণের মত, আর কোথাও বা গুরু-গম্ভীর মেঘ গর্জনের মত বিভিন্ন রীতিতে গ্রন্থিত হইয়া করুণ, কোমল ও কঠোর—সর্বপ্রকার রসেরই যেমন উৎকর্ষ সাধিত করিয়াছে, নানাবিধ ছন্দোবন্ধের সাহায্যেও ভারতচন্দ্রের রচনায় বর্ণিত রসগুলির তেমন উৎকর্ষ সাধিত হয় নাই; বরং উহা দ্বারা তাঁহার রচনা অনেক পরিমাণে অস্বাভাবিক হইয়া তাঁহার উদ্দেশ্যকেই ব্যর্থ করিয়াছে।

পঞ্চমতঃ—আদি রসের স্রায় ভক্তি-রসের বর্ণনায়ও রচনার কোমলতা, সরলতা ও প্রসাদ-গুণই রসের শ্রেষ্ঠ পরিপোষক বটে। বর্দ্ধমানের ‘মশান’ ভূমিতে বথার্থে সমানীত কাব্যের নায়কের মূখে ভারতচন্দ্র দুর্জয় ও অপ্রচলিত শব্দাবলীর সাহায্যে যে কালিকা স্তবের আবৃত্তি করাইয়াছেন, উহা তৎকালের এক শ্রেণীর পণ্ডিতদিগের নিকট প্রীতিকর এবং সাধারণ পাঠকদিগের নিকট হেয়ালী বিশেষ বলিয়া ধাঁধার মত বিশ্বয়-জনক হইলেও, উহা দ্বারা কাহারও মনে ভক্তি রসের অহুত্বের যে কিছুমাত্র সহায়তা হইয়াছে এরূপ মনে হয় না। এরূপ রচনা যে নিতান্ত বিকৃত রুচির পরিচায়ক এবং প্রকৃত পক্ষে স্বরূচি-সম্পন্ন সামাজিকদিগের নিকট নিতান্ত হেয়, তাহা বলা বাহুল্য।

সেখানে ভারতচন্দ্র এরূপ কৃত্রিমতা ও অস্বাভাবিকতার সাহায্য না লইয়া, তাঁহার স্বাভাবিক মার্জিত ও মধুর ভাষায় তাঁহার স্বপরিচিত দেশ, কাল ও পাত্রের বাস্তব-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, সেখানে তাঁহার রচনা বাঙ্গালায় এক রকম অতুলনীয় বলিলেও অত্যাক্তি হইবে না। তবে ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের মন্তব্যই সত্য যে, কবি-কল্পনার সাহায্যে উচ্চ ভাব, শ্রেষ্ঠরস বা উন্নত চরিত্র পরিস্ফুট করার শক্তি তাঁহার ছিল না বলিলেই হয়। তিনি শুধু তাঁহার অপূর্ণ ভাষা ও তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ-শক্তি ও তীব্র বিজ্ঞপ-কুশলতা প্রভাবেই প্রসিদ্ধ ইংরেজ কবি পোপের স্রায়

এক যুগে বাঙ্গালার সাহিত্য-সম্রাটের সিংহাসন অধিকার করিয়া গিয়াছেন। পক্ষান্তরে মুকুন্দরামের কাব্যে তৎকালে, বাঙ্গালীর অপরিচিত বীররস ব্যতীত প্রেম ও কৰুণ রসের চিত্র অতি সূন্দর ফুটিয়াছে। লোক-চরিত্র-জ্ঞানেও তিনি ভারতচন্দ্রের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; সুতরাং ডাঃ দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় ভারতচন্দ্রের প্রতি কিঞ্চিৎ অতিবিক্ত কঠোর অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকিলেও তাঁহার অসাধারণ রসজ্ঞতা ও সহৃদয়তা-পূর্ণ মুকুন্দরামের সমালোচনার প্রায় সকল কথাই আমরা আনন্দের সহিত সমর্থন করি। ডাঃ সেন মহাশয়ের গ্রন্থে আমরাও মুকুন্দরামকে প্রথম শ্রেণীর কবি, কিন্তু দেশকাল ও বর্ণনীয় বিষয়ের অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্টতা হেতু তাঁহার কাব্যকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কাব্য বলিয়াই বিবেচনা করি। অতঃপর আর কুহাপি আমরা হরিবংশের প্রসঙ্গে ভারতচন্দ্রের কথা তুলিব না। উভয়ের বর্ণনীয় বিষয়ে যথেষ্ট পার্থক্য থাকিলেও অন্তিম দীর্ঘকে আমরা দিগকে মুকুন্দরামের প্রসঙ্গ আবার তুলিতে হইবে। ছন্দের সহিত ভাষার ও রসের সহিত রচনা-রীতির ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। সুতরাং ভবানন্দের ভাষা ও ছন্দেব আলোচনা শেষ করিতে যাইয়া আমরা দিগকে এ সকল কথা বলিতে হইল। ভবানন্দও মুকুন্দরামের মত তিন চারিটা প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত ছন্দের সাহায্যেই সমস্ত বর্ণনীয় বিষয় গ্রন্থিত করিয়া গিয়াছেন। হরিবংশের কোন কোন পদের মধ্যে প্রাচীন-কাব্য-স্বলভ দীর্ঘ ও লঘু ত্রিপদীর মিশ্রণ ও কচিৎ কচিৎ দুষ্ট হয়। তন্নিম্ন মুকুন্দরামের গ্রন্থ ভবানন্দের ছন্দও কিঞ্চিৎ অমার্জিত ও হীন মিলন-বিশিষ্ট হইলেও এবং তাঁহাদিগের ভাষা ভাবতচন্দ্রের ভাষা হইতে অনেক প্রাচীন বলিয়া আধুনিক পাঠকদিগের নিকট অনেক পরিমাণে অস্বাভাবিক ও ছবোধ্য হইলেও তাঁহাদিগের ভাষা ও ছন্দের উপরে অধিকার যে অসাধারণ ছিল তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। এ বিষয়ে ভবানন্দের কৃতিত্বই আমাদের অধিক বিস্মিত করে। কেন না, পশ্চিমবঙ্গে মুকুন্দরামের পূর্বে হইতেই রুতিবাস, চণ্ডীদাস, গুণরাজ ঋষি প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ কবিগণের দ্বারা পরিপুষ্ট কাব্য রচনার একটা বিশিষ্ট ধারার সৃষ্টি ও বিকাশেব ফলে মুকুন্দরাম কাব্য রচনায় তাঁহার পূর্ব-বর্তী কবিগণ হইতে যে সাহায্য পাইয়াছিলেন, ভবানন্দের পক্ষে সেরূপ সাহায্য ঘটিয়াছিল বলিয়া জানা যায় নাই। তিনি চট্টগ্রামের সুপ্রাচীন কবি সঙ্করের কৃত মহাভারত বা রুতিবাসের রচিত রামায়ণের সহিত হয় ত সুপরিচিত ছিলেন; কিন্তু তাঁহার কাব্যের বর্ণনীয় বিষয় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলিয়া ভাষা শিক্ষা বতীত তিনি যে ঐ রামায়ণ ও মহাভারত হইতে অন্য কোনও সাহায্য পান নাই, ইহা বলা বাহুল্য। বঙ্গলীলার প্রাচীনতম বাঙ্গালী কবি চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্তনের সহিত তিনি পরিচিত ছিলেন কিনা সন্দেহের বিষয়। পরিচিত থাকিলেও তিনি যে স্বেচ্ছা-ক্রমেই কৃষ্ণকীর্তনের রস ও বর্ণনার দ্বারা পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ নূতন এবং উৎকৃষ্ট একটি স্বতন্ত্র ধারার অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা 'হরিবংশের কথা-বস্তু' শীর্ষকে সবিস্তারে আলোচিত হইবে। পরবর্তী বৈষ্ণব কবি গোবিন্দ দাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতির বর্ণিত ব্রজ-সৌন্দর্য সহিতও হরিবংশের ভাষাগত কিংবা ভাবগত এরূপ কোন সাদৃশ্য নাই, যাহা হইতে মনে করা যাইতে পারে যে, ভবানন্দ তাঁহাদিগের নিকট ভাষা কিংবা ভাবের জ্ঞান অধী ছিলেন। সুতরাং অন্যের নিকট সাঙ্গাৎ সখ্যে কোনও প্রকারে স্বর্ণা না হইয়া একাধারে মহাকাব্য, কথা-কাব্য ও গীতিকাব্য হরিবংশের ন্যায় একখানা অপূর্ণ কাব্য রচনা করিয়া ভবানন্দ বাঙ্গলা সাহিত্যে যে অনন্তসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, ইহা আমাদের অস্বাভাবিক স্বীকার করিতে হইবে।

কাব্যের শব্দ-গত, বাক্য-গত ও অর্থ-গত গুণ ও দোষ, রচনা রীতি, শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার ভেদে বিবিধ অলঙ্কার, রস-ধ্বনি, অলঙ্কার-ধ্বনি ও বস্তু-ধ্বনি ভেদে প্রধানতঃ—ত্রিবিধ ধ্বনি প্রভৃতি বিষয়ের

হরিবংশের সম্বন্ধে
অলঙ্কার-বিচার

বিচারই অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রমুখ বিষয়। বর্তমান ভূমিকায় এই সকল বিষয় সম্বন্ধে পৃথকভাবে বর্ণোচিত আলোচনা করা চলিবে না, সুতরাং আমাদের আলোচনা কতিপয় প্রধান বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করিতে হইবে। সংস্কৃতের অলঙ্কার শাস্ত্রে

অনভিজ্ঞ নব্য শিক্ষিত অনেকেরই ধারণা আছে যে, অলঙ্কারিকেরা কেবল 'অলঙ্কার', 'ধ্বনি' প্রভৃতি

শব্দালঙ্কার ও ‘উপমা’, ‘উৎপ্রেক্ষা’ ‘রূপক’ প্রভৃতি বহুবিধ অর্থালঙ্কারের পারিপাট্য ও প্রাচুর্য দেখিয়াই ভারতীয় কাব্য সমূহের শ্রেষ্ঠতা ও নিকটতম নিরূপণ করিয়া থাকেন। আধুনিক উন্নত প্রতীচ্য সাহিত্য সমালোচনায় অর্থালঙ্কার বিশেষতঃ ‘অমুপ্রাস’, ‘যমক’ ইত্যাদি শব্দালঙ্কারের প্রতি রসজ্ঞ সহৃদয় সমালোচকদিগের যথেষ্ট অনাদর দর্শনে আমাদের পূর্বোক্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ও স্তবরাং অলঙ্কার ও অলঙ্কার শাস্ত্রের উপর এক রকম খড়া হস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। আমবা বিনোদভাবে বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, অলঙ্কার শাস্ত্র সযত্নে অনভিজ্ঞতাই এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা ও বীতস্পৃহতার কারণ বটে। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে অভিজ্ঞ অনেক প্রতীচ্য পণ্ডিতও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, সংস্কৃতের ব্যাকরণ, অলঙ্কার ও তর্ক-শাস্ত্রে হিন্দু প্রতীভার উৎকর্ষের যে প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, জগতে উহা দুর্লভ বটে। সে বাহা হউক এখানে আমাদের প্রথমেই বক্তব্য এই যে, স্বভাবতঃ সংস্কৃতের কবিগণ কিছু অধিক অলঙ্কারপ্রিয় এবং কালিদাস ও ভবভূতির পরবর্ত্তীকালে মাঘ ও ক্রীষ্য প্রভৃতি কবিগণের কাব্যে এই অলঙ্কার-প্রিয়তা অতিরিক্ত মাত্রায় বর্দ্ধিত হইলেও, অলঙ্কার যে কাব্যের অলঙ্কার মাত্র, উহা যে কদাপি কাব্যের প্রাণ ‘রস’ বা ‘ধ্বনি’র তুল্য সারভূত (Essential) হইবার স্পর্শা করিতে পারে না; এমন কি রস-শ্রেষ্ঠ আদিস ও করুণরসের উৎকৃষ্ট রচনায় অতিরিক্ত অলঙ্কার প্রয়োগ দ্বারা রসের উৎকর্ষ সাধিত না হইয়া বরং অপকর্ষই সম্ভব হইয়া থাকে, ধ্বন্যালোক-প্রণেতা আনন্দবর্দ্ধন আচাৰ্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া ‘রস-গঙ্গাধর’-কার পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ পর্য্যন্ত সংস্কৃতের সকল প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিকই এক বাক্যে এই সমীচীন সিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। অনেক অবাস্তব বিষয় লইয়া আলঙ্কারিকদিগের মধ্যে অনেক মত ভেদ থাকিলেও এ বিষয়ে বিশেষ কোন মত ভেদ দেখা যায় না। স্বীকার করি, সংস্কৃতের সকল আলঙ্কারিকই তাঁহাদিগের সিদ্ধান্ত দুর্লভ সূত্র বা কারিকা রূপে নিবদ্ধ করায়, তাঁহাদিগের অনেক সিদ্ধান্তের প্রকৃত মর্ম্মপরিগ্রহ বিশেষজ্ঞ ব্যতীত অন্যের পক্ষে অসম্ভব হইয়াছে; স্তবরাং সাধারণের সুবোধ্য ও উপভোগ্য সংস্কৃত সমালোচনার জ্ঞতও আধুনিক অভিজ্ঞ প্রাচ্য বা প্রতীচ্য সমালোচকদিগেরই মুখপ্রেক্ষা হইয়াই থাকিতে হইয়াছে; কিন্তু প্রাচীন আদর্শে রচিত অন্ততঃ বাঙ্গালার প্রাচীন কাব্য সমূহের প্রকৃতি দোষ-গুণের বিচার করিতে হইলে, আমাদেরকে প্রাচীন অলঙ্কার শাস্ত্রের শরণ না লইয়া উপায় দেখা যায় না। আমাদের বিবেচনায় নব্য বাঙ্গালা কাব্যের উৎকর্ষাপকর্ষেব বিচারেও অন্ততঃ প্রতীচ্য সমালোচনা-সূত্রগুলির সহিত তুলনার জ্ঞতও সংস্কৃত আলঙ্কারিকদিগের সিদ্ধান্ত ও সমালোচনা রীতির ব্যবহার করায় আমাদের লাভ ভিন্ন ক্ষতির কারণ নাই। বস্তুতঃ সেইরূপ, তুলনা ব্যতীত উভয় রীতির নিজস্ব সুবিধা ও অসুবিধাগুলি সম্যক বুঝা যাইবেনা, এবং সর্ব্বতোভাবে পরীক্ষিত ও নির্দোষ সমালোচনা-সূত্রও আবিষ্কৃত হইতে পারিবে না।

‘উপমা’ ‘রূপক’ প্রভৃতি শতাধিক অর্থালঙ্কারের ‘অব্যাপ্তি’ ও ‘অতিব্যাপ্তি’-নামক বিবিধ লক্ষণ-দোষ দ্বারা অস্পষ্ট নির্দোষ লক্ষণ কি, এবং ‘বাচ্য’ বা ‘লক্ষ্য’ অর্থ হইতে স্বতন্ত্র ‘ব্যঙ্গ্য’ বা ধ্বনি গম্য অর্থ কি জ্ঞাত স্বীকার করা আবশ্যক এবং সেই ‘ব্যঙ্গ্য’ অর্থের কত প্রকার প্রভেদ স্বীকার্য্য এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ্য ‘শৃঙ্গার’ ‘করুণ’ ইত্যাদি রসের অমুভূতি সহৃদয়দিগের চিত্তে কি প্রকারে ঘটয়া থাকে—এই সকল বিষয় সযত্নে সযুক্তিক আলোচনা বিশেষজ্ঞদিগেরই উপযোগী বলিয়া, আমরা এখানে সে সযত্নে কোন আলোচনা করিব না; কিন্তু সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের কতিপয় প্রসিদ্ধ সিদ্ধান্তের অমুসরণে হরিবংশ কাব্যের রচনা-রীতি, উহার দোষ-গুণ ও অলঙ্কার ও ধ্বনির সযত্নে সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

পরবর্ত্তী কালে ‘পাঞ্চালী’ রীতি প্রভৃতি আরও দুই তিনটি রচনা-রীতি স্বীকৃত হইলেও প্রাচীন আলঙ্কারিক আচাৰ্য্য দণ্ডীর সময়ে ‘বৈদম্বী’ ও ‘গৌড়ী’ নামে দুইটি রীতিই সংস্কৃত রচনার বিশেষ প্রসিদ্ধ ও আদর্শ রীতি ছিল। বাঙ্গালারচনায় ঐ প্রাচীন নাম প্রযোজ্য না হইলেও, উহাদের প্রকৃতি

হরিবংশের
রচনা-রীতি

যথাক্রমে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাঞ্জল ও সমাস হীনমধুর রচনায় ও বিদ্যাসাগরের সমাস-বহুল অথচ প্রসঙ্গ-গম্ভীর রচনায় বেশ লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং আমরা বাঙ্গালার দুইটা আদর্শ রচনা রীতিকে ‘বঙ্কিমী রীতি’ ও ‘বিদ্যাসাগরী রীতি’ নামেই অভিহিত করিব। সত্য বটে, বঙ্কিমচন্দ্র বা বিদ্যাসাগর কেহই এই রীতির স্রষ্টা বা, প্রথম প্রবর্তক নহেন; কিন্তু তৎসময়ে তাঁহারা উক্ত রীতির সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ লেখক বলিয়া তাঁহাদিগের নামেই রীতিদ্বয়ের নাম-করণ করিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কোন কোন কাব্যের আংশিক উপাখ্যান ভাগের বাঙ্গালা অন্তবাদ ব্যতীত, কোনও স্বাধীন রস-রচনায় হস্তক্ষেপ করেন নাই; তাঁহার বিদ্যাসাগরী রচনা-রীতি সকল প্রকার বিচাব-প্রবন্ধের উপযোগী হইলেও উহা যে উৎকৃষ্ট ভাব-রস-বৈচিত্র্য-পূর্ণ কথা কাব্যে পক্ষে সর্বত্র উপযোগী নহে ঐপন্যাসিক শিরোমণি সহজেই তাহা বুঝিতে পারিয়া ‘টেঁকচান্দী’ ভাষা বা ‘আলালী’ ভাষার যথেষ্ট সংস্কার করিয়া ‘বিষ-বৃক্ষ’ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ উপন্যাসে উহাকেই নিজের আদর্শরূপে গ্রহণ করেন, ইহা শিক্ষিত পাঠকদিগের অবদিত নহে। কিন্তু ইহাও বিশেষ লক্ষণীয় যে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কোনও উপন্যাসের আগা-গোড়া বঙ্কিমী-রীতিব ব্যবহার করেন নাই। যেখানেই ওজোগুণ-ভূষিত গুরু-গম্ভীর রচনার প্রয়োজন বুঝিয়াছেন, সেখানেই তিনি গোড়ী-রীতির আদর্শগঠিত সমাসবহুল রচনায় বিদ্যাসাগরী রীতিকেও যেন অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। এখন ইহা একটা সত্যসিদ্ধ বিষয় যে, গদ্য রচনায়, সমাস-বহুল রচনা যেমন ও যতটা খাপ খায়, পদ্য রচনায় বিশেষতঃ বাঙ্গালা পদ্যে ততটা খাপ খায় না। একজ্ঞ স্মরণীয় বাঙ্গালা কাব্য কৃষ্ণকৌন্তিনে আমরা সমাসেব এক প্রকার অভাবই লক্ষ্য করিয়াছি। পরবর্ত্তী মুকুন্দরামের কাব্যে বিশেষতঃ ভবানন্দের হরিবংশে প্রয়োজন অন্তসারে ‘গোড়ী’ বা ‘বিদ্যাসাগরী রীতি’ ও ‘বৈদভী’ বা ‘বঙ্কিমী রীতি’—উভয় রীতিরই ভুল্য আদর ও ব্যবহার দেখা যায়। হোর কারণ বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টান্তেই সহজে বুঝা যাইবে। ভবানন্দের কাব্য কেবল মহাকাব্য বা কথা কাব্য নহে, উহাতে রসোচ্ছ্বাস-পূর্ণ শতাব্দিক গীতি কবিতা ও জীলোকদিগের কথোপকথন আছে। এ অবস্থায় সঙ্কতের গোড়ী-রীতির শ্রেষ্ঠ কবিদিগকেও স্বাভাবিক রচনা রীতি পরিত্যাগ করিয়া কাব্যে বৈদভী-রীতির ও নাটকের দী-ভাষায় প্রাকৃতেরই শরণ লইতে দেখা গিয়াছে; সুতরাং ভবানন্দও যে এরূপ স্থলে “তৎসম” শব্দ-যুটিত সমাস বহুল রচনা রীতি পরিত্যাগ করিয়া সমাস-হীন স্বকোমল রচনা রীতি অবলম্বন করিয়াছেন ইহাতে বিস্মিত হওয়ার কোনও কারণ নাই। সকল সময়ের সকল শ্রেষ্ঠ কবির বচনাই অল্পাধিক পরিমাণে এই একান্ত প্রয়োজনীয় রীতি-বৈষম্য দৃষ্ট হয়। ভবানন্দ এ বিষয়ে কিরূপ সফলতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাই এখন বিবেচ্য বটে।

আমরা ছন্দের দৃষ্টান্ত স্থলে ভবানন্দের কয়েকটা ত্রিপদী ও পয়ার উদ্ধৃত করিয়াছি। সঙ্গদয় পাঠক একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইবেন যে, ঐ কবিতা গুলির মধ্যে “আমারে খাইতে বন্ধু” ইত্যাদি ত্রিপদীর অংশগুলি উৎকৃষ্ট “বৈদভী” বা বঙ্কিমী-রীতির বচন বটে। উহাতে সমাস নাই বলিলেই হয়; ভাষাও নিতান্ত সরল ও স্বাভাবিক, সুতরাং বর্ণনীয় ভাবও রসেব বিশেষ অন্তর্কুল সন্দেহ নাই। ভবানন্দের “আমারে বোল কালা” ইত্যাদি “নায়র বন্ধু” ইত্যাদি কবিতা দুইটাও ঠিক এই রকম বটে। কিন্তু “বড়াই হোর ল” ইত্যাদি কবিতার রীতি অন্তরূপ। ইহা পদ বা গীত হইলেও বর্ণনা-প্রধান (Narrative) বলিয়া, এবং বক্তৃতা নিজে শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্যে বিস্মিত ও মোহিত হইয়া বিশ্বয়পূর্ণ ভাষায় রূপ বর্ণন করিতেছেন বলিয়া ঐ পদের ভাষাও “অদ্বুত” রসের উপযোগী ওজোগুণ-পূর্ণ, সুতরাং অপেক্ষাকৃত সমাস-বহুল হইয়া পড়িয়াছে। আমরা অত্র প্রয়োজনে উদ্ধৃত উক্ত কবিতার অংশগুলি দ্বারা ই সংক্ষেপে ভবানন্দের অতি স্বাভাবিক ও সমীচীন রচনা রীতির উদাহরণ দেখাইলাম। কৌতূহলী পাঠক হরিবংশ কাব্য হইতে ‘বৈদভী’ ‘গোড়ী’ ও উভয় মিশ্র ‘পাঞ্চালী’ রীতির এরূপ অনেক উদাহরণ সংগ্রহ করিতে পারিবেন। ভবানন্দের রচনা-রীতি তাঁহার অসাধারণ স্ববিবেচনা ও উৎকৃষ্ট রচনা শক্তির পরিচায়ক

এবং তিনি তাঁহার কাব্যের বহির্ভূত ‘রৌত্র’ ‘বীর’ ‘ভয়ানক’ ও ‘বীভৎস’—এই চারিটি অপ্রধান রসের ‘স্বায়ীভাব’ যথাক্রমে ‘ক্রোধ’ ‘উৎসাহ’ ‘ভয়’ ও ‘জুগুপ্সা’ ব্যতীত ‘শৃঙ্খার’ ‘হাস্য’ ও ‘করুণ’ রসের রস-ভাবাত্মক রচনায় প্রাচীন বাঙ্গালী কবিদিগের মধ্যে অপূর্ণ পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, রসজ্ঞ পাঠক এরূপ সিদ্ধান্ত না করিয়া পারিবেন না।

ভবানন্দ শ্রেষ্ঠ কবিদিগের মতই অর্থের হানি ঘটাইয়া ‘অমুপ্রাস’ বা ‘যমক’ ফুটাইবার জন্য কোথাও প্রয়াস পাইয়াছেন বলিয়া দেখা যায় নাই। পরবর্ত্তী সময়ের বাঙ্গালা সাহিত্যে, এমন কি কবি-শ্রেষ্ঠ গোবিন্দদাসেরও কতকগুলি রূপের পদে অমুপ্রাসেব দৌরাভ্যা দেখিয়া ভীত না হইয়া পারা যায় না। বলা বাহুল্য যে, এই পদগুলিতে অমুপ্রাস ফুটাইবার কাণ্ডেই কবির শক্তি প্রধানতঃ নিয়োজিত হওয়ায় সেগুলি রস-ভাব-মাধুর্যে নিতান্ত হীন হইয়া পড়িয়াছে। গোবিন্দদাসের রস-ভাব-প্রধান ব্রজবুলী বা বাঁদালা পদে

হরিবংশে
শব্দালঙ্কার

কৃত্রাপি এরূপ অমুপ্রাসের প্রাচুর্য্য নাই। গোবিন্দ অধিকারীর বিশেষতঃ দাশরথি রায়ের অনেক গীত ও পদ্যের শব্দ ও অর্থ বেশ প্রশংসনীয় হইলেও অমুপ্রাসের ও যমকেব

অসঙ্গত প্রাচুর্য্যে ঐ কবিতা আজ কাল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট কিরূপ অবজ্ঞার বস্তু হইয়া পড়িয়াছে তাহা কাহাবও অবদিত নহে। শক্তিশালী ভারতচন্দ্র বা দ্বৈশ্বর গুপ্তের ‘অমুপ্রাস’ ও ‘যমক’ তেমন ঝট কল্লিত নহে বলিয়া যদিও তত অঙ্গীতিকর মনে হয় না, তথাপি উহাদ্বারা তাঁহাদের রচনার মাধুর্য্য বদ্ধিত হইলেও অধিকাংশ স্থলেই যে ভাবের হানি ঘটিয়াছে ইহাও তাঁহাদিগেব একান্ত গৌজ ব্যতীত কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। মুহূন্দরায়ের স্থানে স্থানে সূন্দর ‘অমুপ্রাস’ পাওয়া গেলেও, যেমন সেজগে তাঁহার কোনও প্রয়াস দেখা যায় না, ভবানন্দের কাব্যেও সেইরূপ বটে। পূর্বোক্ত কবিতাগুলির

“গোকুল-নগরী অনাথিনী করি

রহিলা মথুরাপুরী।

দয়াব ঠাকুর নিদয়া নিষ্ঠুর

এহি দগধনে মরি ॥”

শ্লোক চীতে ‘ব’ ও ‘ন’ অক্ষরের বেশ অমুপ্রাস ঘটিয়াছে; কিন্তু সে জগ্রে প্রয়াসের কোন চিহ্ন দেখা যায় না। ‘চালায়ে নিন্দিয়া গলায়ে পিঙ্কহ কাজল-বরণ পুতি’ চরণেও সূন্দর অমুপ্রাস ঘটিয়াছে, কিন্তু উহাও প্রয়াস-গন্ধ-হীন। আমরা স্বতন্ত্রভাবে না খুজিয়াই উক্ত কবিতাংশ গুলি হইতে দুইটা দৃষ্টান্ত বাহির করিলাম। খুজিলে এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যাইবে। আমরা স্থানান্তর হইতে নিয়ে আরও কতকগুলি উদাহরণ প্রদর্শন করিলাম, যথা—

(ক) “কমল মধুর দেখি মুহু মুহু হাস।

সরোবর মধ্যে পদ্ম হইল প্রকাশ ॥”

(খ) “কান্নুর চরিত্র দেখি রাধা দুঃখী বড়।

মনে মন-কলা খায় মুখে মাত্র দড় ॥”

(গ) “অন্নান কুম-মাল সৌরভ শোভিছে ভাল।

ভ্রমরা না ছাড়ে মধু-লোভে ॥”

(ঘ) “সৌরভ-বিহিত ভাল গলায় বকুল-মাল

আসিয়া ধরিলা মোর কেশে ॥”

(ঙ) “কি কর ঘাটের কূলে বসি।

বনে থাক দেখে রাখ আগর চন্দন মাখ

গোকুল মজাইবা হেন বাসি ॥”

(চ) “দেখিয়া লাবণ্য-লীলা দরবয়ে দারু ।।।

যতি সতী যাগে রস-দান ।

যমুনা আনন্দ-ভরে ভেটিতে উজ্জান হবে

কেমনে মানিনীর রবে মান ॥”

(ছ) “জল ভরিবাবে গেলু যমুনা'র জলে ।

তরু-মূলে থাকি মোরে ধবি নিল বলে ॥”

(জ) “রসের আবেশে রসবতী সে অলস ।

অবলা অবলী হৈলা না বাসে ভরসা ॥”

(ঝ) “লাস-লাবণ্যে বেড়াও রূপের আগল ।

ঘরে না সহায় পুত্র তোব লাগি পাগল ॥”

‘কৃষ্ণকীর্তন’ বা ‘অরদামঙ্গল’ কাব্যের দুই এক স্থানে যেমন ‘শ্লেষ’ নামক শব্দালঙ্কার দেখা যায়, চণ্ডী কাব্যে বা হরিবংশে সেরূপ ‘শ্লেষ’ দেখা যায় না। ভারতচন্দ্রের কাব্য ব্যতীত, উক্ত কাব্য অর্থে যমকেও প্রয়োগ দেখা যায় না। হরিবংশের মাত্র এক স্থানে আমরা শব্দ-শ্রেণীর একটা দৃষ্টান্ত পাঠাচ্ছি, কিন্তু দেখানে উহা নিশ্চিত কাব্যে অভিপ্রেত বলা যায় না; কেন না, শ্লেষ ছাড়াও এক রকম অর্থ কবা যাইতে পারে। বাদ্রালা রচনায় প্রসাদ-গুণ রক্ষা করিয়া ‘শ্লেষ’ প্রয়োগ প্রায় অসম্ভব; বোধ হয় এ জগ্গেই মুকুন্দরায় শব্দবান্ধ শ্লেষেব জ্ঞাত প্রয়াস করেন নাই। ভারতচন্দ্রের “কৃষ্ণাখ্য পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ। কেবল আমার সঙ্গে ধ্বংস অহনিশ ইন্দ্রাদি শ্লেষ বাদ্রালা সাহিত্যে অঙ্গনায়; কিন্তু উহাতেও ক্লিষ্টার্থতা আছে; তবে সেখানে নিজের প্রকৃত পরিচয় ঈশ্বরীপাটনীর নিকট গোপন রাখাই অল্পপূর্ণা দেবীর উদ্দেশ্য থাকায়, শ্লেষেব ক্লিষ্টার্থতা দোষ দৈবাৎ গুণেই পরিণত হইয়াছে। ক্লিষ্টার্থতা নামক দোষ হরিবংশেও এরূপ কোন কোন স্থলে গুণে পরিণত হইয়াছে, তাহা যথাস্থানে প্রদর্শিত হইবে।

• আমরা এখন হরিবংশ হইতে ‘উপমা’, ‘উৎপ্রেক্ষা’, ‘রূপক’ প্রভৃতি অর্থালঙ্কার এবং বস্তু-ধ্বনি, অলঙ্কার-ধ্বনি ও রস-ধ্বনির উদাহরণ প্রদর্শন করিব। সংস্কৃত কাব্যে শতাধিক অর্থালঙ্কারের প্রয়োগ দেখা যায়, কিন্তু বাদ্রালা কাব্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ দশ বারটা অলঙ্কার ব্যতীত অগ্রাণ্ড অলঙ্কারের প্রয়োগ নাই বলিলেই হয়। অলঙ্কারেব প্রতি নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বীত-স্পৃহতা থাকিলেও উহার অল্পকূলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে, স্কন্ধবির অজ্ঞাতসারে ও তাঁহার রস-রচনায় নানা অলঙ্কার ও ধ্বনি আসিয়া পড়ে। কবিকল্পনার স্বভাবই এই রূপ বটে। এ অবস্থায় সেই অলঙ্কার ও ধ্বনি যাহাতে নির্দোষরূপে প্রযুক্ত হয়, শুদ্ধ-ভাষার জগ্গে ব্যাকরণ-শাস্ত্রের মত নির্দোষ কাব্যের-রচনার ক্ষেত্রেও সেইরূপ অলঙ্কার-শাস্ত্রেরও উপযোগিতা স্বীকার্য বলিয়া অলঙ্কার-শাস্ত্রের প্রণয়ন ও উহার অমূল্যত্ব কোন রূপেই, অনাবগত বা পণ্ডিত্য বলা যাইতে পারে না; যদিও ইহা একান্ত সত্য যে, ব্যাকরণ ভাল জানিলেই যেমন কেত ভাল লেখক বা বক্তা হইতে পারেন না, তেমন কেবল অলঙ্কার-শাস্ত্র ভাল জানিলেও ভাল কবি হওয়া যায় না। ‘অলঙ্কার-শাস্ত্রের’ প্রচারের বহু পূর্বেই জগতের অনেক শ্রেষ্ঠ কাব্য প্রণীত হইয়াছে এবং আজ পর্যন্তও অনেক কবি অলঙ্কার-শাস্ত্রে অভিজ্ঞ না হইয়াও জগতে শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া গণ্য হইতেছেন।

‘উপমা’ ‘রূপক’ ইত্যাদি অর্থালঙ্কারের প্রত্যেকটাই অনেক শ্রেণীভেদ আছে, বাহুল্য ভয়ে আমরা সে সকলের বিশেষ প্রভেদে প্রবেশ না করিয়া মোটামুটি কতকগুলি দৃষ্টান্তই এখানে উদ্ধৃত করিব --

উপমা অলঙ্কার যথা—(ক) “কমল-হলেত যেন সলিল-বঞ্চন ।

ভেদত জানহ বাপ জীবন যৌবন ॥” (১৩০—১৩৪ প)

(খ) “কমল কাননে যেন অলির বন্ধার।

হৈন মতে লক্ষ্মীপতি লাগে বোলিবার।।”

(২৬৩—২৬৪ প)

(গ) “ললাটে চন্দন কাম-সিন্দুরের ফোটা।

শরত-মেঘেতে যেন বিছাতের ছাটা।।”

(৫১৬—৫১৭ প)

(ঘ) “বিরহে কুমার ধন্দ কাম জরে শোষে।

মহামায়া জপে যেন আগামী পুঙ্কবে।।”

(৩৬০২—৩৬১০ প)

(২) উৎপ্রেক্ষা-অলঙ্কার যথা—

(ক) ‘দেখি তোর বদন কমল মনোহর।

আকাশে থাকিয়া তপ করে শশধর।।

পুনি পুনি জন্মে চন্দ্র সমান হইতে।

না পারিয়া সাগরেত গেল চুঃখ চিতে।।

(৪৯৬—৪৯৯ প)

(খ) “লোচন নাচনি তোর মনোহর রঙ্গ।

প্রবেশিল বন মাঝে লজ্জায় কুরঙ্গ।।

(৫১২—৫১৩ প)

(গ) “মুখানি স্থধার তুল যেন বা বাকুলি ফুল

ঝাঁপ দিছে সৌরভ তরঙ্গে।।”

(৭০২—৭০৩ প)

‘মুখানি স্থধার তুল’ বাক্যে ‘উপমা’ এবং ‘যেন বা বাকুলি ফুল ঝাঁপ দিছে’ ইত্যাদি বাক্যের ‘যেন বা ঝাঁপ দিছে’ অংশে ‘উৎপ্রেক্ষা’ ও শৌভ-তরঙ্গে’ পদে ‘রূপক’ অলঙ্কার ঘটিয়াছে।

(ঘ) “যমুনা আনন্দ ভরে উৎপল উপহারে”

বহু বেগে ধরিছে উজ্জান।।” (৭৬৪ - ৭৬৫ প)

যমুনা-ব তরঙ্গ দ্বারা উৎপলগুলি সঞ্চালিত হওয়ায়, কবি ‘উৎপ্রেক্ষা’ করিতেছেন, যেন যমুনা তরঙ্গ-হস্ত প্রসারিত করিয়া সানন্দে শ্রীকৃষ্ণকে উৎপল উপহার দিতেছে। এখানে তরঙ্গ-হস্ত রূপকটি শব্দবাচ্য নহে; তথাপি ‘যমুনা আনন্দ ভবে উৎপল উপহার দিতেছে’ বাক্যের ধ্বনি দ্বারাই তরঙ্গের হস্ত-রূপতা ব্যঞ্জিত হওয়ায় উৎপ্রেক্ষা দ্বারা রূপক, স্তূত্রাং অলঙ্কারের দ্বারা ব্যঞ্জিত অলঙ্কার-ধ্বনি ঘটিয়াছে। ‘তরঙ্গ-হস্ত’ শব্দবাচ্য হইলে রূপক-ধ্বনি না ঘটিয়া শুধু রূপক অলঙ্কার ঘটিত, উহাতে বাক্যটির এরূপ চমৎকারিত্ব থাকিত না। এ স্থলে ‘অতিশয়োক্তি’ (Hyperbole) মূলক ‘সমাসোক্তি’ (Personification) অলঙ্কারও ঘটিয়াছে; কেন না এখানে কবি ‘অসংক্ষেপে সৎক’ রূপ অগ্রতম অতিশয়োক্তির সাহায্যে অচেতন যমুনায় সচেতন ও সন্দয় প্রাণি-ধর্মের আরোপ (Personification) করিয়া স্বল্পাকর বাক্যে অলঙ্কার ও ধ্বনিপূর্ণ উৎকৃষ্ট কবিতার সৃষ্টি করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, প্রথম শ্রেণীর কবিতা ভিন্ন অলঙ্কার ও ধ্বনির এরূপ মণিকাঙ্কন যোগ সচরাচর ঘটে না। হরিবংশে এরূপ বা এতদপেক্ষাও হৃন্দর অলঙ্কার ও ধ্বনিসংকরের উদাহরণ একান্ত বিরল নহে।

(৩) রূপক অলঙ্কার বর্ণনা—

(ক) “কমল কোলিকা আমি একাকিনী নারী ।

পুরুষ ভ্রমর তুমি কি বোলিতে পারি ॥”

(৬২০—৬২১)

রাধা এখানে আপনাকে ‘কমল-কলিকা’ ও কৃষ্ণকে ‘ভ্রমর’ রূপে বর্ণিত করায় ‘রূপক’ অলঙ্কার ঘটানো হয়েছে। এখানেও রূপক অলঙ্কার দ্বারা নিজের ‘নবীনত্ব’, ‘সৌন্দর্য্য’ ও ‘পরম-বাহনীয়ত্ব’ এবং কৃষ্ণের ‘স্বাভাবিক রস-লুক্কিত’ প্রভৃতি যে বস্তু (Fact) গুলি ব্যঞ্জিত হইতেছে উহাই শ্লোকটির প্রধান চমৎকারিত্ব বটে। শব্দ দ্বারা ঐ সকল বস্তু বাচ্য হইলে উহাদের একরূপ চমৎকারিত্ব থাকিত না। এই শ্লোকের ‘একাকিনী নারী’ ও ‘কি বোলিতে পারি’ পদ ও বাক্যেও চমৎকার বস্তু-ধ্বনি রহিয়াছে। শ্লোকেব ধ্বনি-বিশ্লেষণ পরিশিষ্টে ৬২০—৬২১ পঙ্ক্তি-দ্বয়ের টীকায় দ্রষ্টব্য। এই শ্লোকে ‘রূপক’ অলঙ্কার, ‘রূপক’ অলঙ্কার-ব্যঞ্জিত ‘বস্তু-ধ্বনি’ ও ‘একাকিনী’ ইত্যাদি পদ ও বাক্য রূপ বস্তু (Fact) দ্বারা ব্যঞ্জিত ‘বস্তু-ধ্বনি’ রহিয়াছে। অলঙ্কার-প্রয়োগে অতুলনীয় গোবিন্দদাস ও ভারতচন্দ্রের কবিতায়ও এরূপ ধ্বনি-বৈচিত্র্যের উদাহরণ বড় অধিক মিলে না।

(খ) “মুঠে বড়ি আকুলী গো মই—

মুই বড়ি আকুলী ।

প্রেম-জ্বালায় জল হৈল ছিদের কাঁচুলী ॥

তরঙ্গ-কুহুম শর অধর কাম-ধম্ম ।

লজ্জায় অবল কৈল অবলার তহু ॥” (৪৪৩৮—৪৪৪২ পং)

শ্লোক-দ্বয়ের অর্থ, অলঙ্কার ও ধ্বনিব বিস্তৃত বিশ্লেষণ পরিশিষ্টে টীকায় দ্রষ্টব্য। এখানেও ‘জল’ কে ‘ছিদ্র’ অর্থাৎ লজ্জা নিবারণের ‘কাঁচুলী’ রূপে এবং তরঙ্গের উপরে উন্নত মুণালের অগ্র-স্থিত পদ্ম-উৎপল প্রভৃতি জলজপুষ্পের কলিকাকে ‘শর’-রূপে ও উহার অধর (নিম্ন-ভাগ) অর্থাৎ তরঙ্গের বক্ষিম শিশুরকে ‘কাম-ধম্ম’ রূপে বর্ণিত করায় রূপকালঙ্কার ঘটানো হয়েছে। এখানেও রূপকালঙ্কার অপেক্ষা উহার দ্বারা ব্যঞ্জিত জীবাদার প্রিয়বিরহোৎকর্ষা, বিবশতা ও নিজের অধৈর্য্যে নিজেবই একান্ত লজ্জা প্রভৃতি বস্তু-ধ্বনি (Facts) গুলির চমৎকারিত্ব অনেক অধিক বটে। কবি অলঙ্কার দুই ভিনটি ‘নিরঙ্গ-রূপক’ অলঙ্কারের সঙ্কেতে দুইটি মাত্র পয়ারের শ্লোকের দ্বারা এতগুলি ভাব ব্যক্ত করিয়া অপূর্ণ কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। অলঙ্কার-বিরোধীদিগের লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, এখানে কবি স্বকোশলে উক্ত ‘নিরঙ্গ’ রূপকের প্রয়োগ না করিলে, আর কোন প্রকারেই অল্প কথায় এতগুলি রস পোষক ধ্বনির উদ্ভব সম্ভবপর হইত না। বাচ্যার্থ দ্বারা এই ভাব গুলি প্রকাশ করিলে, বর্ণনা নিতান্তই চমৎকারিত্বহীন (Prosaic) শব্দাভ্যাসের পরিণত হইত। রসের এক-মাত্র উপাদান ধ্বনির পোষকতার জন্য এরূপ ‘নিরঙ্গ’ রূপক বা উপমারই প্রয়োজন,—‘সাদ-রূপক’ বা ‘পূর্ণোপমা’র অলঙ্কার-পারিপাট্য এরূপ স্থলে ধ্বনি বা রসের পোষক না হইয়া, উহার ক্ষতি-জনকই হইয়া থাকে,—এই অসাধারণ মনোমত-সূচক তত্ত্ব-টা ধ্বনি-বিচারের সর্ব-শ্রেষ্ঠ আচার্য্য আনন্দবর্দন ঔহার অতুলনীয় ‘দ্বন্দ্বালোক’ নামক অলঙ্কার-গ্রন্থে নিঃসন্দেহ-রূপে প্রমাণিত করিয়াছেন। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বাহারি অলঙ্কার শাস্ত্রের উপর যতস্পৃহ, ঔহাদিগকে আয়ব অভিনব গুপ্ত আচার্য্য-পাদের উৎকৃষ্ট ও প্রামাণিক টীকার সাহায্যে ‘দ্বন্দ্বালোক’ গ্রন্থপাঠ্য ভাষ্যরূপে অধ্যয়ন করিতে অহরোহ করি। মহাকবি সেক্সপীয়রের অতুলনীয় দৃশ্য-কাব্য গুলিতে মহাকবি মিল্টনের ন্যায় স্বদীর্ঘ বর্ণনাত্মক অপূর্ণ উপমার প্রয়োগ না থাকিলেও, তিনি কিরূপে যে দুই একটা সংক্ষিপ্ত ‘নিরঙ্গ’ রূপকের সঙ্কেতে অপূর্ণধ্বনির সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, ‘দ্বন্দ্বালোক’ পড়িয়াই আমরা প্রথমে সে রহস্য-টা

কিঞ্চিৎ বৃদ্ধিতে পারিয়াছি। প্রতীচ্য সমালোচকেরা প্রধানতঃ কাব্যের চরিত্র-সমালোচনার প্রতিই সমাদর যত্ববান্ এবং অলঙ্কার-শাস্ত্রের খুঁটিনাটির প্রতি উদাসীন বলিয়াই ধোষ হয়, আমরা তাঁহাবিগের বহু-সংখ্যক সমালোচনা-গ্রন্থ পড়িয়াও কোন স্থানে সেক্সপীয়রের সম্পূর্ণ অতুলনীয় রূপক-ধ্বনির একরূপ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ দেখিতে পাই নাই। আমাদের অজ্ঞাত ও অনাদৃত কবি ভবানন্দের প্রসঙ্গে জগদ্বিখ্যাত কবি-শ্রেষ্ঠ সেক্সপীয়রের কোন বিষয়ে তুলনার কথাই উঠিতে পারে না; কিন্তু তথাপি আমাদের মনে হয় যে, তাঁহার অপূর্ণ ধ্বনি-পূর্ণ “After life's fitful fever he sleeps well” ইত্যাদি বহু অতুলনীয় সংখ্যক বাক্যের সহিত তুলনাব জন্ত প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য হইতে দৃষ্টান্ত খুঁজিতে গেলে, প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদিগের দশ বিশ-টা, পঙ্ক্তি-ব সহিত ভবানন্দেরও ছই চারিটা পঙ্ক্তি বোধ হয় সংগ্রহ করা যাইতে পারিবে।

(৪) অতিশয়োক্তি যথা—

(ক) “দেখি তোর বদন-কমল” ইত্যাদি উৎপ্রেক্ষার ক-চিহ্নিত উদাহরণের প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঙ্ক্তি এই ‘অতিশয়োক্তি’ অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত। ভেদে অভেদ, অভেদে ভেদ, সম্বন্ধে অসম্বন্ধ, অসম্বন্ধে সম্বন্ধ ও কাব্য-কারণে পূর্ণাপরত্বের ব্যত্যয়—অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের এই পাঁচটা শ্রেণী-ভেদ বটে। এখানে বস্তুতঃ চন্দের আকাশে অবস্থান ও পুনঃ পুনঃ জন্মের সহিত বদন-কমলের সমান হইবার জন্ত নিরালম্বে থাকিয়া ক্রমাগত জন্ম-জন্মান্তর পয্যন্ত তপস্যা করার কোনও সম্বন্ধ না থাকিলেও, কবি অসম্বন্ধে সম্বন্ধ কল্পনা রূপ অল্পতম ‘অতিশয়োক্তির’ সাহায্যে, চন্দ্র তুল্য হওয়ার জন্তই জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া সেরূপ তপস্যা করিয়াছিলেন, এবং কোন ফল না হওয়ায়ই সমুদ্র গিয়াছিলেন, বর্ণিত করায় ‘অতিশয়োক্তি’ অলঙ্কার-মূলক উৎপ্রেক্ষা ঘটিয়াছে। এই অলঙ্কারের স্থল বহু বিস্তৃত। অনেক অলঙ্কারেই অল্লাধিক পরিমাণে চমৎকৃতি-জনক অতিশয়োক্তি (Hyperbole) অন্তর্ভূত আছে; এতদ্ভিন্ন কোন কোন আলঙ্কারিক ইহাকে অর্থালঙ্কারের মধ্যে অতি প্রধান স্থান দিয়াছেন। বস্তুতঃ ‘সহোক্তি’, ‘সমাসোক্তি’, ‘বিভাবনা’, ‘বিশেষোক্তি’ প্রভৃতি কতক গুলি স্বন্দর অলঙ্কার অতিশয়োক্তি-মূলক বটে। পরবর্তী সংস্কৃতের কবি মাঘ, ঐহব, জয়দেব প্রভৃতি অতিশয়োক্তির একান্ত ভক্ত। হিন্দী ও উর্দু সাহিত্যেও প্রায় সর্বত্র এই অতিশয়োক্তির নিত্য বাড়াবাড়ি দেখা যায়। ঔচিত্যের সহিত প্রযুক্ত না হইলে অতিশয়োক্তি যে, কাব্য-রসের উপকারক না হইয়া উহার ক্ষতিই করিয়া থাকে, উহা বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে। নৈষধকার ঐহবের আদর্শে ভারতচন্দের কৃত বিদ্যার রূপ-বর্ণনা বাঙ্গালা সাহিত্যে অতিশয়োক্তি প্রয়োগের একটা স্বন্দর উদাহরণ। বঙ্কিমচন্দ্র স্বভাবতঃ অতিশয়োক্তি বিরোধী হইলেও দুর্গেশ-নন্দিনী উপন্যাসে আশমানীর রূপ-বর্ণনা-প্রসঙ্গে সাড়ঘরে ঐহব ও ভারতচন্দের প্রতি রূপা-কারিণী দুটা-সরস্বতীর অগ্ৰহ প্রার্থনা করিয়া অতিশয়োক্তি-বহুল যে হান্তরসাত্মক অপূর্ণ রূপ-বর্ণনার অবতারণা করিয়া গিয়াছেন, উহাও বাঙ্গালা সাহিত্যে চির-স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গালী কবি চণ্ডীদাস, মুহম্মদরাম, গোবিন্দদাস, ভবানন্দ প্রভৃতি সকলেরই অল্লাধিক পরিমাণে এই অতিশয়োক্তি-প্রিয়তম লক্ষিত হয়। হরিবংশে শ্রীকৃষ্ণ যমুনার ঘাটে শ্রীরাধাকে প্রথম দেখিয়া তাঁহার যে রসিকতা-পূর্ণ রূপ-বর্ণনা করিয়াছেন উহাতে আগা-গোড়া এই অতিশয়োক্তির ছড়াছড়ি আছে। অন্তান্ত অলঙ্কারও আছে। আমরা ভারতচন্দের “বিনানিয়া বিনোদিয়া বেণীর শোভায়। সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকার” ইত্যাদি সূত্রসিদ্ধ রূপ-বর্ণনাব সহিত তুলনার জন্য হরিবংশ হইতে কতকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম, যথা—

“তোর সম রূপবতী নাহি মহীতলে।

বিধাতা নির্মাইল মোর পূর্ব-জন্ম-কলে ॥

দেখি তোর বদন-কমল মনোহর।

আকাশে থাকিয়া তপ করে শশধর ॥

পুনি পুনি জয়ে চন্দ্র সমান হইতে ।
 না পারিয়া সাগরেত গেল দুঃখ-চিত্তে' ॥
 কমল মধুর দেখি মুছ মুছ হাস ।
 সরোবর মধ্যে পদ হইল প্রকাশ ॥
 দিন-মণি কৈল তপ হইতে সম্মান ।
 নিশিতে মুজিত হৈল পাইয়া অপমান ॥
 ছুই পঙ্ক্ত দস্ত তোর মনোহর সাজে ।
 সলিলের মধ্যে মুক্তা পলাইল লাজে ॥
 বান্ধুলি-কুমুম জিনি ওষ্ঠ-অধর ।
 অরুণ গুল্লআ বিষু গেল দিগন্তর ॥”

(৪২৪ - ৫০৭ পং)

এস্থলে প্রসঙ্গতঃ ইহাও বক্তব্য যে করুণ-রসাত্মক ও আন্তরিকতা-পূর্ণ গম্ভীর রচনায় এই অতিশয়োক্তি তেমন উপযোগী না হইলেও রসিকতা-পূর্ণ হাস্য-রসাত্মক রচনায় ইহা বেশ উপভোগ্য বটে ।

‘ত্রিরাধার ওষ্ঠাধর রক্ত বর্ণ বান্ধুলী পুষ্পকে জয় করিয়াছে’—এই বাক্যে ‘উপমান’ বান্ধুলী হইতে ‘উপমেয়’ ওষ্ঠাধরের শ্রেষ্ঠতা ব্যঞ্জিত হওয়ায় উপমেয়ের উৎকর্ষ-সূচক ‘বাতিরেক’ অলঙ্কারের দ্বারা ও ‘অরুণ গুল্লআ’ ইত্যাদি বাক্যে পুঙ্খোক্ত ‘আকাশে থাকিয়া’ ইত্যাদি বাক্যের মত অতিশয়োক্তি-মূলক প্রতীয়মান উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার ঘটিয়াছে ।

(৫) অর্থাস্তর-ভ্রাস অলঙ্কার, যথা—

“মুই না পাইলু ঘোড়া ।
 ঘরে বাইরে স্থখ নাহি—কালার ভাবে পোড়া ॥
 এত পোড়ায় পুড়িবে যারে তার কিবা স্থখ ।
 বান্ধা-নারী কি জানে প্রমত্তা নারীর দুখ ॥”

(৪২১৫—৪২১৮ পং)

ত্রিরাধা তাঁহার দুঃখের দুঃখী কাহাকেও পান নাই বলিয়া, আক্ষেপ করিয়া ইহা বলিয়াছেন । অর্থাস্তর-ভ্রাস বিবিধ সাধর্ম্য-মূলক ও বৈধর্ম্য-মূলক । সাধর্ম্য-মূলক বা বৈধর্ম্য-মূলক বাক্যান্তবেব দ্বারা যদি কোনও বাক্যের সমর্থন করা হয়, তাহা হইলে উহাকেই ‘অর্থাস্তর-ভ্রাস’ বলা হয় । এখানে ‘বান্ধা নারী প্রমত্তা নারীর দুঃখ বোঝে না’—এই বিরুদ্ধ ধর্ম-সূচক বাক্যের দ্বারা ত্রিক্লেশ ও তজ্জপ, স্তব্রাং রাধার দুঃখ বোঝেন না এই বাক্যের সমর্থন করা হইয়াছে । যদি ‘বান্ধা-নারী’ ইত্যাদি বাক্যাটিকে উল্টাইয়া বলা হইত যে, ‘প্রমত্তা-নারী সে বুঝে প্রসবের দুখ’ তাহা হইলে উহা সাধর্ম্য মূলক অর্থাস্তর ভ্রাস ঘটিত । সেরূপ কোন দৃষ্টান্তও হরিবংশে থাকিলে থাকিতে পারে ; এখন মনে না পড়ায় দেখাইতে পারিলাম না ।

(৬) নিদর্শনা অলঙ্কার যথা—

“নিশির সপন জান এই রঙ্গ-রস ।

ফুটিলে কমল-পুষ্প দিন অষ্ট দশ ॥”

(১১২১—১১২২ পং)

‘নিশির সপন’ ইত্যাদি বাক্যে রঙ্গ-রসের উপর নিশা-স্বপ্নের আরোপ করায় প্রথম চরণে রূপকালঙ্কার ও দ্বিতীয় চরণে রঙ্গ-রসের সহিত অল্পদিন স্থায়ী কমল-পুষ্পের বিষাক্তবিষম্ব অর্থাৎ সাদৃশ্য প্রকটন দ্বারা নিদর্শনা-অলঙ্কার ঘটিয়াছে ।

(৭) সমাসোক্তি-অলঙ্কার যথা—

(ক) “যমুনা আনন্দ-ভরে” ইত্যাদি (ঘ) চিহ্নিত উৎপ্ৰেক্ষার উদাহরণ দ্রষ্টব্য। এখানে উৎপুল উপহার প্রদান ও শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের জন্তে আনন্দে স্বাভাবিক গতির বিপরীত দিকে বেগে গমন রূপ প্রণয়ের কাব্য সম্পাদন দ্বারা যমুনার সখীত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। সমান কাব্য-সূচক বিশেষণ দ্বারা যেখানে অপ্রাণিবাচক প্রকৃত বস্তুতে কোনও প্রাণি-বাচক অপ্রকৃত বস্তুর প্রতীতি হয়, উহাই সমাসোক্তির লক্ষণ বটে। এখানে বর্ণিত সখীর কাব্য দ্বারা যমুনায় সখীত্বের প্রতীতি হওয়ায় সমাসোক্তি ঘটিয়াছে।

(৮) ব্যতিরেক অলঙ্কার যথা—

(ক) ‘বাকুলি-কুম্ভ জিনি’ ইত্যাদি (অতিশয়োক্তির এইদে উদ্ধৃত) শ্লোকে ব্যতিরেক-ধ্বনির উদাহরণ পাওয়া গিয়াছে। শুদ্ধ ব্যতিরেকের উদাহরণ পাওয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না; কিন্তু ‘জিনি’ ও ‘জিনিয়া’ ব্যতিবেক-সূচক শব্দের সাহায্যে ব্যঞ্জিত ব্যতিরেক-ধ্বনির উদাহরণ হরিবংশে বিস্তর আছে। উহার মধ্যে রূপ-বর্ণনার মানুন্সী উদাহরণ ছাড়াও ‘জিনে’ শব্দ দ্বারা ব্যঞ্জিত দুই একটা ব্যতিরেক-ধ্বনি এতই স্থান কল্পনায় রসের পোষাক যে, উহার তুলনা-স্থল বাঙ্গালা সাহিত্যে বড় অধিক পাওয়া যাইবে না। আমরা নিয়ে স্থিতি হইতে একটা উদাহরণ উদ্ধৃত করিলাম, যথা—

“নিশি-দিসি সুরিতে পরাণ মোর ফাটে।

সাগরের ঢেউ জিনে—দুঃখ যত উঠে ॥”

বাছ্য ভয়ে আমরা অত্যন্ত আরও কয়েকটা অলঙ্কারের উদাহরণ এখানে উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। এ প্রসঙ্গে ইহাও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ভবানন্দ প্রায়শই শুধু অলঙ্কারের জন্ত অলঙ্কার প্রয়োগ করেন নাই, তাঁহার অলঙ্কার প্রায়ই ধ্বনির বাজক হইয়া রসের সাত্ত্বিয় পুষ্টি-জনক হইয়াছে। এমন কি নবাসম্প্রদায়েব বিশেষ অলঙ্কার অতিশয়োক্তি অলঙ্কার-টিকেও তিনি একরূপ উচিত্তের সহিত কষ্টসাধ্য করণরসের বর্ণনায় প্রয়োগ করিয়াছেন যে, সেখানেও সহৃদয় পাঠকের মনে উহা বিরক্তিজনক না হইয়া শ্রীরাধার অনন্তসাধারণ শোক ভাবেব অমুভূতিরই যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকে। আমরা “শ্রীরাধার ঘট-ঋতু-কালোচিত বিরহ” শীর্ষক পালা হইতে এখানে দৃষ্টান্তরূপ কয়েক পঙ্ক্তি উদ্ধৃত না করিয়া পারিলাম না।

“বিশেষে দারুণ শোকে উন্মাদিত চিত।

শরত-ঋতুতে রাধা অতি বিরহিত ॥

বিষাদ ভাবিয়া রাধা কান্দিয়া বিকল।

ধারা-স্রোতে বহে রাধার নয়নের জল ॥

নবীন মেঘের ধারা বিরহাতে ছিল।

সেহি জলধারা রাগার চক্ষুতে রহিল ॥

কমল নয়নে চণ্ড স্রোত বহে নদী।

বিলাপ করিয়া রাধা কান্দে নিরবধি ॥”

(৮০০২—৮০১৬ পং)

বলা বাছ্য যে, প্রেমিকা-শিরোমণি বিরহিণী শ্রীরাধার পক্ষেই একরূপ শোক স্বাভাবিক বলিয়া এতগুলি অতিশয়োক্তিও এখানে অসঙ্গত হয় নাই; বরং উহা শ্রীরাধার শোকাতিশয়ের উৎকৃষ্ট দ্যোতক হইয়া করণরসের নিত্য পরিপোষকই হইয়াছে। আধুনিক কোনও সাধারণ নবলী নাট্যিকার পক্ষে এ সকল বাক্য প্রযুক্ত হইলে, উহা করণরসের সূচক না হইয়া, বোধ হয় পাঠকদিগের নিকট হাস্যজনকই মনে হইত।

আলঙ্কারিকদিগের হৃদয় বিচারে আজ পর্যন্ত কোনও জগৎবিখ্যাত মহাকাব্যের রস-রচনাও সম্পূর্ণ নির্দোষ

বলিয়া অব্যাহতি পাইতে পারে নাই। সংস্কৃতির আলোকায়নের ভারতের সর্ব-শ্রেষ্ঠ কবি কালিদাসের রচনাও অনেক পুণ্য সমীচীন যুক্তিসহকারে প্রদর্শিত করিয়া গিয়াছেন। আধুনিক আদর্শের অমুখারে বিচার করিলে কালিদাসের কাব্য আরও অধিক ক্রটি ও দোষ লক্ষিত হইবে, তাহা সহজেই অমুম্য। এ অবস্থায় আমাদের প্রাচীন বাঙ্গালী কবিদিগের কাব্য তাঁহাদের অনিচ্ছা-কৃত অথবা ইচ্ছা-কৃত অনেক ক্রটি ও দোষই যে প্রদর্শিত হইতে পারে, ইহা বলাই বাহুল্য। ভবানন্দের কাব্যে তৎকালের অবিদিত ভাষা ও অল্পমাত্র কবিতার পরিচায়ক অনেক শব্দগত ও অর্থগত দোষই পাঠক লক্ষ্য করিবেন। তবে কবিতার সম্বন্ধে এখানে ইহাট বক্তব্য যে ত্রিভুজের ব্রজ-লীলার যথাযথ সর্বাঙ্গ-সম্পন্ন বর্ণনায় আধুনিক স্বকৃতিব আদর্শ জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস বা পদমতী বৈষ্ণব-কবিগণ কেহই রক্ষা করিতে পারেন নাই; সুতরাং প্রচলিত শাস্ত্র, প্রাচীন কাব্য ও সংস্কার অমুখারে ব্রজলীলার যথাযথ বর্ণনা করিতে যাইয়া ভবানন্দকেও যে, কোন কোন স্থলে স্বকৃতির সীমা অতিক্রম করিতে হইয়াছে, ইহাতে বিস্ময়েব কোন কারণ নাই। মুকুন্দরামের চণ্ডী-কাব্যের কোনও বিষয় অপরিহার্য-রূপে কুরুচি-পূর্ণ নহে; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মুকুন্দরাম কোন কোন স্থলে স্বকৃতিব সীমা লঙ্ঘন করিয়াছেন দেখা যায়। চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকৌন্তনের তো কথাই নাই। আধুনিক একজন নাম-জাদা সমালোচক কৃষ্ণকৌন্তন গ্রন্থখানা সম্বন্ধে “প্রবাসী”-পত্রিকায় লিখিয়াছেন—“এ শুধু দৈহিক বিকারের বর্ণনা। এরূপ বর্ণনা সম্প্রতি সাহিত্য-পরিষদ হইতে প্রকাশিত চণ্ডীদাসের “কৃষ্ণকৌন্তন” গ্রন্থে যেমন আছে, Havelock Ellis এর Sex Psychology ছয় ভলিউম বা কাম-শাস্ত্র পুস্তকেও তেমন পাওয়া যাইবে না।” এইরূপ মন্তব্য যে অতিরিক্ত এবং অনেক-পরিমাণে অনির্ভরতা ও পক্ষ-পাতের পরিচায়ক তাহা আমরা নারায়ণ-পত্রিকায় “বৈষ্ণব-কবিতা (সমালোচনা)” শব্দক প্রান্তবাদ-প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু এ কথা সত্য যে, বিদ্যাপতির কাব্য বা কৃষ্ণকৌন্তনে যে তথ্য-কথিত অপ্রাপ্ততা আছে, ভবানন্দের হরিবংশে উহা অপেক্ষা অশ্লীলতা অনেক কম লক্ষিত হইবে। ইহা ভবানন্দের মত প্রাচীন ব্রজ-লীলাব কবির পক্ষে যথেষ্ট প্রশংসার বিষয় সন্দেহ নাই। এ সম্বন্ধে সংস্কৃতি-প্রাচীন কবিদিগের এবং ইংরেজীর শ্রেষ্ঠ প্রাচীন কবি চসার বা সেক্সপীয়রের কৃতিও যাক্ষিত নহে। ইহা সেই সকল কবির দোষ না বলিয়া, তাঁহাদিগের সমাজ ও কালের দোষ বলাই সঙ্গত মনে করি।

হরিবংশের কথা-বস্তু

হরিবংশের কথা-বস্তুর আলোচনা-প্রসঙ্গে ত্রিভুজের ত্রিরাধা ও অগ্ন্যগ্ন গোপীদিগের সহিত ব্রজ-লীলা ব্রজলীলা কাব্যের উপাখ্যানের উৎপত্তি ও ক্রম-বিকাশ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক উৎপত্তি ও বিকাশ হইবে না; কেন না, ভবানন্দের বর্ণিত ব্রজ-লীলার দ্বারা বৃক্ষিত হইলে, তাঁহার পূর্ব-বর্তী কবি-গণ কি ভাবে উহা বর্ণিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা জানা আবশ্যক।

মহাভারতে, উহার পরিশিষ্ট হরিবংশে ত্রিভুজের চরিত্র সন্নিহিত বর্ণিত হইলেও উহাতে ত্রিরাধা বা ব্রজ-গোপীদিগের সহিত তাঁহার প্রেম লীলার কোনও প্রসঙ্গ দেখা যায় না। ভাগবতেই প্রথমে এই প্রসঙ্গ দেখা যায়। ভাগবতেও ত্রিরাধার নামোল্লেখ করা হয় নাই, কিন্তু শারদীয়-রাস-লীলার সময়ে ত্রিভুজ অজ্ঞাতমা গোপীকে লইয়া বাস-স্থলী হইতে সহসা অন্তহিত হওয়ায়, কৃষ্ণ-বিরহিতা অজ্ঞাত গোপীরা কৃষ্ণ-সহচারিণী সেই গোপীর সৌভাগ্যের প্রশংসা করিয়া যে আক্ষেপ করেন, উহাতে সেট গোপীকেই কৃষ্ণের প্রিয়তমা বলিয়া জানা গিয়াছে। এই কৃষ্ণ-প্রিয়তমা ব্রজ-গোপীর নাম-ধাম প্রথমে কবে ও কতদূর কর্তৃক কোন গ্রন্থে প্রথম প্রচারিত হইল, তাহা নিশ্চিত জানা যায় নাই। “ব্রজবৈবর্ত” পুরাণে ত্রিরাধাকে আমরা ত্রিভুজ-রূপী

স্বয়ং-ভগবানের পরা-শক্তি বা পরা-প্রকৃতি রূপে স্প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই। পুরাণ-কার উক্ত পুরাণে শ্রীরাধা কৃষ্ণের বিলাস-বর্ণনার পূর্বে দেবপিতামহ 'ব্রহ্মা-কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের সহিত 'শ্রীরাধার যথা-বিধি অগ্নি-সাক্ষীকৃত বিবাহ সংস্কার সম্পাদন করাইয়াছেন। অন্ত্যান্ত গোপীদিগের মত শ্রীরাধাও ভাগবত-কারের দ্বারা পরকীয়া নাটিকা রূপেই বর্ণিত হওয়ায়, পরকীয়া-সংসর্গে' শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রে লৌকিক দৃষ্টিতে কোনও দোষ আরোপিত হইতে পারে আশঙ্কায়ই যে ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ-কার এক তাঁহার অহুকরণে পরবর্তী সময়ে শ্রীজীব গোস্বামি-মহোদয় তাঁহার "গোপাল-চম্পু" নামক স্মৃহং ব্রজ-লীলার ও পুর-লীলার বর্ণনাত্মক কাব্যে এইরূপ বিবাহের সজ্জটন করিয়াছেন, তাহা সহজেই অস্বীকার করা যাইতে পারে। ভাগবতের শ্রোতা রাজা পরীক্ষিৎ যখন শ্রীকৃষ্ণের রাস-লীলা শ্রবণে কৃষ্ণ-চরিত্রে সন্দিহান হইয়া, শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ জগদীশ্বর নিজে ধর্ম-সংরক্ষক হইয়াও কেন পরদার-গমন করিবেন বলিয়া শুক-দেবের নিকট প্রশ্ন করেন, তখন শুক-দেব রাজাকে কয়েকটা দার্শনিক ও লৌকিক যুক্তি দেখাইয়া, তাঁহার সন্দেহ-নিরাকরণ করিয়াছেন; বিবাহের কোন প্রসঙ্গই সেখানে করা হয় নাই। বলা বাহুল্য, যদি শ্রীরাধা বা অপার গোপী-গণ শ্রীকৃষ্ণের পরিণীতা ভাষ্যা হইতেন, তাহা হইলে রাজার সন্দেহ ভঞ্নের জন্য শুক-দেবকে কোনও বেগ পাইতে হইত না। স্বতরাং ব্রহ্মবৈবর্ত-কার বা শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতির ব্যাখ্যাত দার্শনিকতত্ত্ব উপাদেয় এবং তাঁহাদের বর্ণিত বিবাহ-সংস্কারের, উদ্দেশ্য সাধু হইলেও, ভাগবত-রচনার সময়ে শ্রীরাধা ও ব্রজ-গোপীরা পরকীয়া-রূপেই প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং বিবাহেব প্রসঙ্গ-টা পর-বর্তী সংযোজন, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে শ্রীরাধা কৃষ্ণের বিবাহ-সংস্কার বর্ণিত হইলেও উহাতে ভাগবতের বর্ণিত বস্ত্র-হরণ ও রাস-লীলা ব্যতীত ব্রজ-লীলার আর অধিক বিকাশ লক্ষিত হয় না। ভাগবতের পবে অত্র কোন পুরাণে, উপপুরাণে বা কাব্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণের ব্রজ লীলা আরও পল্লবিতরূপে বর্ণিত হইয়াছিল কি না, তাহা স্পষ্ট জানা যায় নাই; তবে মহাকবি কালিদাস ও অশ্বত্থম শ্রেষ্ঠ আনন্দার্কিক আনন্দবর্দ্ধন আচায্যের সময়ে যে, ব্রজ-লীলার কোন কোন বিবরণ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, উহার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। কালিদাস তাঁহার 'মেঘদূত' কাব্যের 'রত্নচ্ছায়া ব্যতিকর-মিব প্রেক্ষামেতৎ পুরস্তাৎ' ইত্যাদি শ্লোকে নানা-বর্ণের ইন্দ্রধনুর দ্বারা রঞ্জিত নবীন জলধরের শোভা শিখি-পুচ্ছ-ধারী গোপ-বেশ-ধর কৃষ্ণেরই সদৃশ বলিয়া বর্ণিত করিয়া, তিনি যে গোপ-বেশ-ধর শ্রীকৃষ্ণের গো-চারণ-লীলার বিষয় জানিতেন, উহার স্পষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। যদিও তাঁহার কাব্যে কোন স্থলে শ্রীরাধা বা গোপীদিগের উল্লেখ পাওয়া যায় নাই, কিন্তু রঘুবংশের ষষ্ঠ সর্গে ইন্দুমতীর স্বয়ংবর-বর্ণনার 'স। শুরসেনাধিপতিং স্তুষেৎ' ইত্যাদি শ্লোক ও উহার পরবর্তী 'সম্ভাব্য ভর্তারং' ও 'অধ্যাত্ত চাস্তঃ' ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়ের

“বৃন্দাবনে চৈত্ররথাদনুনে

নিবিস্ততাং স্তন্দরি যৌবনশ্রীঃ।”

এবং

“অধ্যাত্ত চাস্তঃপুষতোক্ষিতানি

শৈলৈয়গন্ধীনি শিলাতলানি।

কলাপিনাং প্রাবৃষি পশু নৃত্যাং

কাস্তাহ গোবর্দ্ধনকন্দরাহু ॥”

বর্ণনা পড়িয়া কালিদাস নিশ্চিতই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় বিহার স্থান ভাগবত-বর্ণিত বৃন্দাবনের চৈত্ররথ উদ্যানবৎ পরম রমণীয়তা ও বর্ষাকালে শীকরসম্পৃক্ত শৈলৈয়গন্ধি শিলাতলসমূহে স্থপোভিত ও নৃত্যকারি ময়ূরগণের দ্বারা মূখরিত গিরি গোবর্দ্ধনের একান্ত উপাদেয়তার বিষয় অবগত ছিলেন এবং সেজন্যই 'শুরসেন' রাজ্যের অর্থাৎ বর্তমান মথুরার অধিপতির রাজধানীর একরূপ লোভনীয় চিত্র অঙ্কিত করিতে পারিয়াছেন, ইহাই অস্বীকার হয় না।

ইহা দ্বারা আর কিছু না হউক, ভাগবত-পুরাণ খানা কালিদাসের পরবর্তী নহে, ইহা বেশ বুঝা যায়। ইহার পরে কয়েক শতক পর্য্যন্ত কোন গ্রন্থেই ব্রজ-লীলার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। নিশ্চিতই কোন কোন গ্রন্থে উল্লেখ বা বর্ণনা ছিল, কিন্তু কালক্রমে সে সব গ্রন্থ এখন লুপ্ত হইয়াছে। যাহা হউক, খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষ ভাগেব আনন্দবর্দ্ধন আচাৰ্য্যের “ঋতালোক” নামক প্রসিদ্ধ অলঙ্কার গ্রন্থের হইটী শ্লোকে* রাধার নামেব সহিত ব্রজ লীলার একপ স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় যে, তাঁহার পূর্বেই ব্রজ-লীলার বর্ণনাত্মক কাব্য রচিত ও প্রচারিত হইয়াছিল, ইহা স্বীকার করিতে আর কোনও সন্দেহ থাকে না। দুঃখের বিষয়, উক্ত শ্লোক-দ্বয়েব আকব-গ্রন্থের নাম নাই এবং আজ পর্য্যন্ত সে গ্রন্থেবও খবর পাওয়া যায় নাই। পূর্বেই শ্লোকদ্বয়ের প্রথমটীতে এইমাত্র জানা যায় যে, কৃষ্ণ যমুনা তীরের লতাভূজে নবীন ও সুকোমল তরু-পল্লব দ্বাৰা শয্যা রচনা করিয়া, উহাতে গোপ-বপুগণ ও রাধার সহিত বিলাপ করিতেন, তিনি যথুয়ায় চলিয়া যাওয়ায়, তরু-পল্লবগুলি এখন তরুতে থাকিয়াই পুৰাতন ও কঠোর হইতেছে। দ্বিতীয় শ্লোকেব বিষয় এই যে, শ্রীরাধা কোনও কারণে মান করিয়াছিলেন; শ্রীকৃষ্ণ মানিনী রাধার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কান্দিতে দেখিয়া, মান অপনোদনো অস্ত্র নিজের বসনাকলে রাধার নয়নাশ্রু মুছাইতে প্রবৃত্ত হইলে, তিনি অপবা নায়িকার সহিত ভুলে বসন পরিবর্তন করিয়া আসিয়াছেন বুলিতে পারিয়া, রাধা দ্রোহ ও অশ্রুয়া হেতু আরওকুপিতা হইয়া ক্রন্দন করিতে আবদ্ধ কবিলে কৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন—“তোমাকে এত সাধ্য-সাধনা করিতেছি, তবু তুমি সন্তুষ্ট হইতেছে না; তোমাকে সন্তুষ্ট করা দেখিতেছি আখার পক্ষে দুঃসাধ্য।” রাধা তখন প্রভাত্তরে এই শ্লোক দ্বাৰা বলিতেছেন—“হে গোভাগ্যশালী নাগর!” তোমাব প্রিয়তমার পরিধেয় এই বসনের দ্বারা নয়ন মার্জিত করিলেও যখন আমার অশ্রু পতিত হইয়াছে, তখন রাধা দুৰাধাখ্যই বটে! না হইবে কেন? স্ত্রী-লোকের কঠিন অন্তঃকরণ ত! তাই বলিতেছি, এখন ক্ষান্ত হও, আব পুণ্য এ সকল অশ্রুনে কাছ নাই।” শ্লোকের অন্তিম চরণের অর্থ—“অশ্রুত্বা শ্রীরাধা কঠক এই-কপে কথিত শ্রীহরি আপনাদের “কুলাগ করণ।” বুঝা যাইতেছে, ইহা কোনও একখানা কাব্যের মঙ্গলাচরণ শ্লোক। এখানে আমরা খৃষ্টীয় দ্বাদশ-শতকের জয়দেবের “গীতগোবিন্দ” নামিকা শ্রীরাধারই একটা চিত্র দেখিতে পাউতেছি। স্তত্রাং নবম শতকের পূর্বেই ভাগবতের বর্ণিত ব্রজ-লীলা পল্লবিত হইয়া প্রায় গীত-গোবিন্দের বর্ণিত অবস্থায় দাঁড়াইয়াছিল—এই একটা মাত্র ধনি-পূর্ণ শ্লোক হইতেই উহার কতক পরিচয় পাওয়া যায়। নবম হইতে দ্বাদশ শতক পর্য্যন্ত সময় মধ্যে এ বিষয়ের আর কোনও স্পষ্ট প্রমাণ দেখা যায় না। কেবল ঋতালোক গ্রন্থের সুপ্রসিদ্ধ টীকা-কার দার্শনিক প্রবর আচাৰ্য্য অভিনব গুপ্ত-পাদের টীকায় উক্ত অলঙ্কারিক-কবি ভট্টেন্দুরাজের “বিশ্রম্য বিলোকিতেনু বহসু”† ইত্যাদি শ্লোকেও যৌবন-প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজাঙ্গনাদিগের অমুরাগের বর্ণনা পাওয়া যায়। আচাৰ্য্য অভিনব গুপ্ত-পাদ ১৬০ পৃষ্ঠার টীকায় ভট্টেন্দুরাজের আর একটা অত্র-বিষয়ক শ্লোক উদ্ধৃত করিতে যাইয়া, তাঁহার পরিচয়ে লিখিয়াছেন—

“যথাবাস্তুপাধ্যায়স্ত বিধৎকবিসহস্রয়চক্রবর্তিনো ভট্টেন্দুরাজস্ত।” অতএব তাঁহার অধ্যাপক ভট্টেন্দুরাজ আনন্দ-বর্দ্ধনেরই প্রায় সম-কালীন বা কিঞ্চিৎ পরবর্তী হইবেন। অমুসন্ধান কবিলে এ সময়ের অস্ত্রাত্ত অলঙ্কার গ্রন্থেও বোধ হয় এরূপ উল্লেখ পাওয়া যাইতে পারে। যাহা হউক, অতঃপর দ্বাদশ-শতকের প্রারম্ভে রচিত সুপ্রসিদ্ধ “গীতগোবিন্দ” কাব্যে উপনীত হইলে দেখা যায়, কবি জয়দেব “ব্রজবৈবৰ্ত্ত” পুরাণের কৃষ্ণ-ভগ্ন খণ্ডের ১৫ অধ্যায়ের বর্ণিত একটা ঘটনা অবলম্বনে তাঁহার কাব্যে “মেঘৈর্মৈত্ৰবমধরং” ইত্যাদি মঙ্গলাচরণ

* “যেবাং গোপ-বধু-বিলাস-সুস্বাদাং রাধা-রহঃ-সাক্ষিণাং” ইত্যাদি শ্লোক ও “দুরাধা রাধা হৃদয় বধনেনাপি সুখঃ” ইত্যাদি শ্লোক বোঝাই নির্ব-সাপর বস্তু হইতে প্রকাশিত “ঋতালোক” গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের যথাক্রমে ৭৭ ও ২১৪ পৃষ্ঠার উক্তব্য। সং

† “ঋতালোক” ২য় সংস্করণ, ২০৭ ও ২০৮ পৃষ্ঠার টীকা।

শ্লোক গ্রন্থিত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং-ভগবান ও শ্রীরাধা তাঁহারই পরাশক্তি—ব্রহ্মবৈবর্তের এই দার্শনিক অধ্যাত্ম-তত্ত্বের উপরই ‘গীতগোবিন্দ’ কাব্য প্রতিষ্ঠিত। তাই কবি শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার পুরুষ ও প্রকৃতির জ্ঞায় নিত্য সম্বন্ধ স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়ায়, অজ্ঞাত লৌকিক কাব্যের মত নামক-নাম্যকার প্রথম অমুরাগ-সঞ্চার বা আদি-রসের মূল-ভিত্তি “পূর্বরাগ”-লীলার বর্ণনা করার প্রয়োজন হয় নাই। তিনি তাঁহার কাব্যের প্রথমেই বাসস্তিক রাস লীলায় সম্বন্ধ গোপীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের আপাততঃ সমান আদর-দর্শনে কুপিত। কৃষ্ণ-প্রেম গর্ভিতা মানিনী শ্রীরাধাকে অবতারিত করিয়াছেন। অতঃপর মান, অমুনয়, প্রত্যাখ্যান, অমুতাপ, অভিসার প্রভৃতি রস-শাস্ত্রে-সুপরিচিত ধারাব ভিতর দিয়া ‘গীতগোবিন্দ’ কাব্যখানা, কিল্পে ব্রহ্ম-প্রণয়ীশৃঙ্গলের প্রেমিক হৃদয়ের ঘাত-প্রতিঘাতে তাঁহাদিগের স্বাভাবিক সম্মিলনের দিকে ক্রমে অগ্রসব হইয়াছে, ইহা শিক্ষিত বাঙ্গালী পাঠকের অবদিত নহে। এখানে বিশেষ আলোচ্য এই যে, গীতগোবিন্দ কাব্যে শ্রীরাধার ও শ্রীকৃষ্ণের মাতা, পিতা প্রভৃতির বা গৃহ-ধর্মের কোনই বর্ণনা নাই। সখীর উক্তি প্রত্যাশ্রিত আছে বটে, কিন্তু সখীদেরও নাম-ধাম কিছুই বলা হয় নাই। বস্তুতঃ একটু প্রশিধান করিলেই প্রতীত হইবে যে, “গীতগোবিন্দ” ব্রহ্মবৈবর্তের বর্ণিত পুরুষ ও প্রকৃতি-বিষয়ক দার্শনিক তত্ত্বেরই এক-টা কাব্যাত্মক পরিকল্পনা ব্যতীত আর কিছু নহে। চতুর্দশ শতকের শেষ কিংবা পঞ্চদশ শতকের প্রারম্ভের কৃষ্ণকীর্তনে কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে, শ্রীকৃষ্ণের পিতা, মাতা, ভ্রাতার জায় শ্রীরাধারও পিতা, মাতা, স্বামী, শাশুড়ী প্রভৃতির একটা বাস্তব সংসার গড়িয়া উঠিয়াছে। এখানে কবি প্রস্তাবনার জন্ম-থণ্ডে সংক্ষেপে শ্রীরাধাকে লক্ষ্মীর অবতার বলিয়া প্রচারিত করিলেও, গ্রন্থে বাস্তব-বর্ণনার প্রাচুর্য্যে মূল কিশোরী তত্বটা প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। পরবর্তী তাহুল-থণ্ডে দেখিতে পাই, শ্রীরাধা তাঁহার মাতামহী (মায়ের পিসী) বড়াই বড়ীর রক্ষকতায় মথুরার হাটে দধি, দুগ্ধ বিক্রী করিতে যাইতেছেন; দৈবাৎ তিনি বড়াইর সঙ্গ ছাড়া হইয়া পড়িলে, বড়াই বৃন্দাবনে ধেমুগণ ও রাখালগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণের নিকট যাইয়া তিনি তাঁহার নাতনীকে যাইতে দেখিয়াছেন কিনা জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহার নাতনীকে শ্রীকৃষ্ণ চেনেন না বলায়, বড়াই তাঁহার নিকট সাড়ঘরে শ্রীরাধার রূপের বর্ণনা করিলে, শ্রীকৃষ্ণ বলেন যদি বড়াই শ্রীরাধার সহিত তাঁহার সম্মিলন করাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি শ্রীরাধাকে খুঁজিয়া দিবেন। অতঃপর তিনি বড়াইর হাত দিয়া শ্রীরাধাকে পুষ্পহার প্রেরণ করেন, কিন্তু শ্রীরাধা উহা প্রত্যাখ্যান করায়, ও বড়াইকে চপেটাঘাত করায়, বড়াই ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া, শ্রীরাধাকে অজ্ঞান শ্রীকৃষ্ণের নিকট দিয়া মথুরা নৈওয়াব সময়ে ছল করিয়া তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের হাতে সমর্পণ করিয়া সরিয়া যাওয়ায় “দান-লীলা” ছলে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে নানা কথায় বশীভূত করেন এবং ‘দান-খণ্ড’, ‘নৌকা-খণ্ড’ ও উহারই অন্তর্গত শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক দধির ভার বহন ও শ্রীরাধার মস্তকে ছত্রধারণ রূপ ‘ভার খণ্ড’ ও ‘ছত্র খণ্ড’, গোপীগণ সহ শ্রীকৃষ্ণের বন-বিহার ও

* মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকার ১৩২৩ সালের ২য় সংখ্যা ও ১৩২৯ সালের ৪র্থ সংখ্যার চতুর্থদশ বিষয়ক দুইটি প্রবন্ধে “কৃষ্ণকীর্তন দ্বাদশ শতকের ‘গীতগোবিন্দ’ অপেক্ষাও পূর্ববর্তী এবং জয়দেবের কৃষ্ণকীর্তনের চাং লইয়াই তাঁহার কয়েকটি প্রশ্নিক সংস্কৃত গীত রচনা করিয়াছেন বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের মতের উপর আমাদিগের সাধারণতঃ বিশেষ শ্রদ্ধা থাকিলেও আমরা বিনীতভাবে বলিতে বাধ্য যে, কৃষ্ণকীর্তনের বাঙ্গালা ভাষা এত প্রাচীন মনে হয় না। বিশেষতঃ উহার কলাবস্তুর ও রসের ধারাও গীতগোবিন্দের অনেক পরবর্তী বলিয়া মনে হয়। জয়দেবের কৃষ্ণকীর্তনের কয়েকটা পদের দ্বারা লইয়া উহা হইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত গীত রচনা করার কি কারণ থাকিতে পারে? এই গীতগোবিন্দের পদগুলিতে বহু-প্রাচীন ভরত-মুনির ‘নাট্য-শাস্ত্র’ ও ‘দণ্ড-রূপক’ প্রভৃতি গ্রন্থের বর্ণিত রস-ধারণারই পরিচয় পাওয়া যায়। এ জন্য জয়দেবের পক্ষে কৃষ্ণকীর্তনের অনুসরণ অনাবশ্যক। জয়দেব কৃষ্ণকীর্তনের অনুকরণ করিলে, উহা হইতে উহার নিম্ন ‘দান-খণ্ড’ ‘নৌকা-খণ্ড’ ইত্যাদির কথা-বস্তুর অনুকরণ করাই একান্ত সম্ভব ছিল। সংস্কৃত “প্রেমামৃত” কাব্যের কবি তাহাই করিয়াছেন। গীতগোবিন্দে কৃষ্ণকীর্তনের বিভিন্ন ও অভিনব কথা-বস্তুর অনুকরণের চিহ্নমাত্র নাই। স’

বিলাস-বর্ণন-বিষয়ক “বন্দাবন-খণ্ড”, গোপীগণ সহ জল-কীড়া ও বস্ত্র-হরণ-বিষয়ক যমুনা-খণ্ড, হার ও বংশাব-মণহরণ-বিষয়ক হার-খণ্ড ও বংশী-খণ্ড ও সর্বশেষে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ ছাড়িয়া মথুরায় গমন ও তৎকালীন শ্রীরাধার বিবাহ-বর্ণন-বিষয়ক “রাধা-বিরহ” খণ্ড-নামক লীলাগুলি ক্রমে সম্ব্যটিত হয়। কৃষ্ণ-কৌতব পুথিখানা শেষভাগে গণ্ডিত, দ্রুতবাং বড়াই মথুরায় যাইয়া অনেক সাধা-সাধনা করায় শ্রীকৃষ্ণ কংসবধের পূর্বে গোহূলে পুনর্বাগমন কবিঘাঙিলেন কি না, বুঝা যায় না। তবে তিনি বড়াইকে শ্রীরাধাব কতকগুলি দোষ কথা জানাইয়া যুব শক্ত শক্ত যে সকল কথা শুনাইয়াছিলেন তাহাতে সম্পাদক বসন্ত বাবু ভূমিকায় লিখিয়াছেন “শ্রীকৃষ্ণেব কথা হইতে বুঝা যায়, তিনি আব গোহূলে ফেবেন নাই এবং পুথিও এখানেই শেষ হইয়া থাকিবে।” ভাবতীয় কোনও কাব্যই বিযোগাঙ্ক কবাব নিয়ম নাই। এ অবস্থায় চণ্ডীদাস যে সেই সনাতন নিয়মেব অগ্রথা ও যপেট রস-ভঙ্গ করিয়া এখানেই দ্বাধ্য শেষ কবিতেন, ইহা আমাদের সম্ভবপৰ মনে হয় না। কৃষ্ণকৌতব কাব্যখানা “গীতি-নাটক” বিশেষ। ইহাব প্রায় সর্বত্রই কৃষ্ণ গানের সখী-সংবাদের ছল ও বিদ্রুপ-পূর্ণ ‘চাপান ও উতোব’ এব মত উক্তি প্রত্যাতি দেখা যায়। আমাদের বিবেচনায়, বড়াইব প্রতি শ্রীকৃষ্ণেব এই তীব্র উক্তিও সেইরূপ ছল-পূর্ণ একটা গীতের ‘চাপান’ মাঝ। সম্ভবতঃ কবি অতঃপর শ্রীরাধা-কৃষ্ণের যথা বীতি পুনর্মিলন কিম্বা অন্ততঃ শ্রীকৃষ্ণেব সববেট ব্রজে আগমন-সংকল্প সংবাদে শ্রীরাধাব ‘ভাব-সম্মিলন’ দ্বারা ই তাঁহার বাক্যের বর্ণনা শেষ করিয়া থাকিবেন।

শ্রীকৃষ্ণকৌতবের কথা-বস্তুৰ মধ্যে সর্বাঙ্গপেক্ষা বিচিত্র বিষয় এই যে তিনি “বস্ত্র-হরণ” ও “রাস-লীলা” ংপ ভাগবতেব দুইটা নিজস্ব প্রেম-লীলার বর্ণনায় ভাগবতের অঙ্গসরণ কবেন নাই। ভাগবতে ব্রজ গোপীগণের আশ্চর্যক প্রেম ও ভক্তি পরীক্ষার উদ্দেশ্যেই প্রথমে শ্রীকৃষ্ণ কতক বস্ত্র হরণ-লীলা ও তাঁহাদেব নিরূপট ংক্ৰান্তিক প্রেম বাক্যার পরিপূরণের জন্তই রাস-লীলাব অবতারণা করা হইয়াছে, কিন্তু কৃষ্ণ কৌতবে সেরূপ নহে। উভাতে “রাস-লীলা” নামে কোন লীলা নাই। বন্দাবন-খণ্ডে শ্রীরাধা অগ্রান্ত ব্রজ-গোপীগণের তাঁহাব মত কল্পিনী ংক্ৰান্তি নিজেব নিম্মা ও অপবাদ ঘুচাইবাব জন্ত স্বতঃপ্রসূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণেব সহিত ব্রজগোপীগণের বিলাস ংক্ৰান্তিইয়াছেন। সেখানে রাস-নৃত্যের বর্ণনা না থাকিলেও, বিলাস-অংশে পূর্বাণ বর্ণিত রাস-লীলার সহিত উহার সমতা আছে। কৃষ্ণ-কৌতবে উহার পরবর্তী যমুনা-খণ্ডে প্রেম পরীক্ষার জন্ত নহে—কিন্তু পূর্বোক্ত বিলাসের অঙ্গ-ওপেট বস্ত্র-হরণ লীলা বর্ণিত হইয়াছে। ইহা অবশ্যই শাস্ত্রজ্ঞেব নিকট কাল্পনিক অসমত মনে হইবে, কিন্তু মনে রাখা আবশ্যক যে, কাব্যকার পুরাণ-কার নহেন, কাব্যের নিজস্ব প্রয়োজনে অনেক প্রসিদ্ধ প্রাচীন সংস্কৃতের ও বাক্যলার কবিকে পৌরাণিক ঘটনার এরূপ ব্যতিক্রম করিতে দেখা গিয়াছে। ভবানন্দের হরবংশেও রাস-নৃত্য নাই, উহার বস্ত্র-হরণ ও ব্রজ-গোপীগণের সহিত বিলাস বর্ণনায়ও পুরাণ-বিরোধ লক্ষিত হয়। সম্ভবতঃ একটা স্পষ্টাধান করিলেও বুঝা যাইবে যে, শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-লীলার বর্ণনায় এই বস্ত্র-হরণ ও রাস-লীলার স্থান স্থান নাই। পরবর্তী ংক্ৰান্তিপদ-কর্তার শুধু পুরাণ-বিরোধের ভয়েই রাস-লীলাকে অন্ততম অবাস্তব-লীলা রূপে বর্ণনায় স্থান দিয়াছেন, উহার সহিত শ্রীরাধা কৃষ্ণের পূর্বরাগ-মূলক প্রেম-লীলার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই এবং লৌকিক দৃষ্টিতে উহা দ্বারা শ্রীরাধা কৃষ্ণের প্রেম-লীলার যথেষ্ট রস-ভঙ্গও ঘটয়াছে বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু শ্রীরাধা যেমন পরা-প্রকৃতি, তার অহুসারে অগ্রান্ত ব্রজ-গোপীগণও তেমনি তাঁহার অংশ-রূপিনী কৃষ্ণ-প্রিয়া ও কৃষ্ণাচরিতা বটে। স্বতরাং ংক্ৰান্তি-কারের দ্বারা শাস্ত্র-নিয়মিত কাব্য-কার শ্রীকৃষ্ণেব সহিত অগ্রান্ত ব্রজ-গোপীগণের বিলাস-বর্ণনা করিতে ংক্ৰান্তি। এ অবস্থায় পরবর্তী বৈক্যব কবিতা অগত্যা রাস-লীলাকে শ্রীরাধাকৃষ্ণের পূর্বরাগাদি প্রেম-লীলার বর্ণনা ংক্ৰান্তি সম্পূর্ণ পৃথক করিয়াই পদাবলী গ্রন্থে স্থান দিতে বাধ্য হইয়াছেন। কৃষ্ণকৌতবের অপর বিশেষত্ব এই যে

কথামুত-সমুদ্র “পদকলভক” এত্ৰি সংগ্রহ গ্রন্থে ংক্ৰান্তি এ ভাবেই রাস-লীলার পদাবলী সন্নিবেশিত হইয়াছে। বৈক্যব দাসের ংক্ৰান্তিপদে “রাস-লীলা” “দৌক-খণ্ড” এত্ৰি অবাস্তব-লীলা (Episode) সহিত রাস-লীলাও সর্বস্বর (Knapsack) হুতীয় ংক্ৰান্তি অন্তর্গত করা হইয়াছে। সঃ

উহাতে ললিতা, বিশাখা, প্রভৃতি সখীর উল্লেখ নাই। উহাতে সর্ব্বত্রই ‘চন্দ্রাবলী’ শ্রীরাধারই নামান্তর বটে। উহাতে স্বল প্রভৃতি সখারও উল্লেখ নাই। শ্রীরাধার শাস্ত্রী ও নন্দের ও পরবর্ত্তী কালের প্রসিদ্ধ ‘জটিল’ ও ‘কুটিল’ নাম নাই। ‘ভবানন্দের হরিবংশেও ললিতা, বিশাখা, চন্দ্রাবলী প্রভৃতির প্রসঙ্গ নাই। শ্রীরাধার শাস্ত্রী ও নন্দদ্বন্দ্ব জটিল ও কুটিল নাম নহে; উহাদিগকে সর্ব্বত্র যথাক্রমে ‘বৃতা’ (বৃত্তা) ও ‘মহোদা’ নামেই অভিহিত করা হইয়াছে। হরিবংশের কথা-বস্তু এখানে পুনঃলিখ করা অনাবশ্যক; পাঠক বিষয়-সূচী দেখিলেই হরিবংশের বর্ণিত বিষয়গুলির বিবরণ জানিতে পারিবেন। কৃষ্ণকীর্তনের “চন্দ্রাবলী” নামের মত হরিবংশে রাধারও ‘স্বল’ একটা “তিলোত্তমা” নাম পাওয়া যায়। কৃষ্ণকীর্তনের সহিত তুলনা কবিলে বুঝা যায় যে, ‘ভবানন্দের হরিবংশের বর্ণনীয় ঘটনাগুলি কৃষ্ণকীর্তনের অনুরূপ নহে; আবার পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কবিদিগের বর্ণিত ব্রজ-লীলাব স্হিতি উহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সাদৃশ্য নাই; তবে প্রেম-লীলাব বর্ণনায় বিশেষতঃ শ্রীরাধার চরিত্রের বর্ণনায় তাঁহাব কাব্যে শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত প্রেম-ধর্ম্মের প্রভাব লক্ষিত হয়। একত্রই আমরা দিগেব মনে হয় যে, তিনি শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাবের পরে গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবিগণের জন্মের প্রায় সমকালে স্বদ্ব পূর্ববদ্ব পূর্ব প্রান্তে জন্ম-গ্রহণ করায় কৃষ্ণকীর্তনের কবির মত স্বাধীন-ভাবেই হরিবংশ কাব্য খানা বচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি মহাপ্রভুর আদ্য এক শতক পরবর্ত্তী বলিয়া তৎকালীন বা কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী বৈষ্ণব-সাহিত্যের সহিত পৃথিক হইতে পারেন নাই; কিন্তু মহাপ্রভুর উন্নত প্রেম-ধর্ম্ম প্রচারের স্বপক্ষ প্রভাব তাঁহাব কাব্যেও যথেষ্ট বিস্তার-প্রাপ্ত হইয়াছে।

আমরা হরিবংশের কথা-বস্তুর বিশেষত্ব বিস্তৃত আলোচনা করার পূর্বে শ্রীমহাপ্রভু ও তাঁহার প্রিয় সংকৃত প্রেমামৃত কাব্যের তুলনায় শিষ্য শ্রীমদ্ গোপাল ভট্ট গোস্বামী মহোদয়ের নামে-প্রচারিত * “প্রেমামৃত” নামক সংস্কৃতের প্রাচীন ব্রজ-লীলাস্বক নাতিরহং চম্পু-কাব্য খানাব সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিব; কেন না, উহার সহিত কৃষ্ণকীর্তনের বর্ণিত কোন কোন লীলার অপূর্ব সাদৃশ্য দেখা যায়। “প্রেমামৃত” পুথি-গুলিতে গোপাল ভট্ট কিংবা শ্রীচৈতন্য প্রভুর পুণ্ডিকার থাকিলেও, উক্ত গ্রন্থ তাঁহাদিগের কাহারও রচিত নহে, এরূপ মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে।

প্রথমতঃ “শিক্ষাষ্টক” শ্লোকাবলী ও ত্রীকূপ গোস্বামী মহোদয়ের সংকলিত “পদ্মাবলী নামক” পদ্ম-সংগ্রহ (Anthology) গ্রন্থে উদ্ধৃত কতিপয় উদ্ভট শ্লোক বাতীত শ্রীমহাপ্রভুর বচিত অন্ত গ্রন্থ বা শ্লোক আছে বলিয়া বৈষ্ণব-পণ্ডিত সমাজে কোন কিংবদন্তী নাই। ইহা মহাপ্রভুর বচিত হইলে নিশ্চিতই তাহার অসাধারণ সমাদর প্রাপ্ত হইত।

দ্বিতীয়তঃ “ভক্তি-রত্নাকর” প্রভৃতির মত প্রামাণিক বৈষ্ণব গ্রন্থে গোপাল ভট্ট প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ষট-গোস্বামীর রচিত গ্রন্থের যে তালিকা আছে, উহাতে এই “প্রেমামৃত” বা “গোপাল চরিত” কাব্যে উল্লেখ নাই।

তৃতীয়তঃ ত্রীকূপ গোস্বামীর সংকলিত “পদ্মাবলী” গ্রন্থের মুদ্রিত পুস্তকে ষষ্ঠাধিক বৎসরের প্রাচীন হস্ত-লিখিত পুথিতে ‘প্রেমামৃত’ কাব্যের “বাচা তবৈব যজ্ঞনন্দন” ইত্যাদি, “পয়ঃ-পূর্বে পূর্ণা” ইত্যাদি “পানীয়-সেচন-বিধে” ইত্যাদি শ্লোক তিনটির মধ্যে প্রথমটি কোনও অজ্ঞাত কবির রচিত ও শেষের দুইটি ‘মনোহরক’ (মুদ্রিত পুস্তকে ‘মনোহর’) নামক কবির রচিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে

* ঢাকা-বিষয়ভাগের পুথিখানায় “প্রেমামৃত” ওক “গোপাল-চরিত” কাব্যের অনেকগুলি পুথি সংগৃহীত হইয়াছে। আমরাও উহার সম্পূর্ণ ও খণ্ডিত তিন খানা পুথি পাইয়াছি। উহায় কোন কোন পুথিতে ‘শ্রীচৈতন্য-বিরচিত প্রেমামৃত কাব্য’ একপত্র পুণ্ডিকা আছে। স*

শ্রীকণ্ঠলি মহাপ্রভু বা গোপাল ভট্ট গোস্বামীর রচিত হইলে, তাঁহাদিগের সম-সাময়িক পণ্ডিত-কবি-গিরোমণি নরুপ গোস্বামী মহোদয় কর্তৃক এ ভাবে অস্ত্রের নামে উদ্ধৃত হইত না।

চতুর্থতঃ শ্রীমদ্ গোপাল ভট্ট গোস্বামী মহোদয়ের অধস্তন গোস্বামি-গণ অম্যাপি শিশুদাবনে বাস করিতেছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে প্রাচীনতম পণ্ডিত-বর্ষ্য অদ্বৈতচন্দ্র শ্রীযুক্ত মধুসূদন সার্কভৌম মহাশয়ের নিকট জানা গিয়াছে যে, তাঁহাদিগের গৃহে “প্রেমামৃত” গ্রন্থের কোনও অংশলিপি নাই। তিনি অল্পতঃ ঐ গ্রন্থের একখানি খণ্ডিত পুথি দেখিয়াছেন এবং “প্রেমামৃত” তাঁহাদেরই পূর্ব-পুরুষ গোপাল ভট্ট গোস্বামী মহোদয়ের রচিত হওয়ার প্রবাদও শুনিয়াছেন। কতকগুলি প্রাচীন পুথিতে গোপাল ভট্টের পুস্পিকা থাকায় উহা হইতেই যে, উক্ত প্রবাদের উৎপত্তি উহা সহজেই অসম্ভব। স্তত্রাং শুধু একপ প্রবাদ বা সন্দেহ ভিত্তি দর্শনে আমরা “প্রেমামৃত” কাব্য-খানাকে শ্রীমহাপ্রভু কিংবা গোপাল ভট্ট গোস্বামীর রচিত বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। শ্রীমহাপ্রভু যেমন দাক্ষিণাত্য প্রদেশ হইতে “ব্রহ্ম সংহিতা” ও “শ্রীকৃষ্ণ কণামৃত” নামক অধুনা স্থপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ-দ্বয় সংগ্রহ করিয়া আনিয়া বঙ্গদেশে প্রচারিত করেন, সম্ভবতঃ “প্রেমামৃত” গ্রন্থখানাও গোপাল ভট্টের দ্বারা সে ভাবেই প্রচারিত হইয়া থাকিবে এবং সে গ্রন্থই বৃন্দাবনে গ্রন্থ খানি তাঁহার রচিত বলিয়াই পরবর্তী সময়ে বিংবদন্তী প্রচারিত হইয়াছে। যাহা হউক কৃষ্ণকীর্তনের বর্ণিত লীলার সহিত ‘প্রেমামৃত’ কাব্যের ‘বসন-চৌধ্য’, ‘ভার-কাণ্ড’, ‘নৌকা-কাণ্ড’ ও ‘দান-খণ্ড’ লীলা-চতুষ্টয়েব বিশেষতঃ পরবর্তী বৈষ্ণব-পদাবলী-সাহিত্যের অপরিচিত ‘ভার-কাণ্ড’ লীলার বর্ণনার চমৎকার সাদৃশ্য থাকায় এই গ্রন্থ খানা খুব প্রাচীন বলিয়াই অনুমান হয়।

“প্রেমামৃত” কাব্যখানা কৃষ্ণকীর্তনের পূর্ববর্তী বা কিঞ্চিৎ পরবর্তী, উহা এখন নির্ণয় করার উপযুক্ত উপাদান নাই। উভয় গ্রন্থের সাদৃশ্য সন্দেহ ইহাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, প্রেমামৃতেও ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি সখীদিগের উল্লেখ নাই এবং শ্রীবাধা প্রভৃতি গোপীদিগের সহিত বিলাস ব্যতীত এখানেও রাস-লীলাব কোন নাম-গন্ধ নাই। এত কবিতা খানা সংস্কৃতে রচিত ও বিরল-প্রচাব বলিয়া এবং কৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থ-খানার নানা কারণে বৈষ্ণব পদাবলীর মত সপ্রচারিত হইতে না পারায় ‘কৃষ্ণকীর্তন’ ও ‘প্রেমামৃত’ কাব্যের বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের ভার বহন লীলাটা বোধ হয় পরবর্তী বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই; কিন্তু নাতিদূর “প্রেমামৃত” কাব্যের বর্ণিত লীলা-চতুষ্টয়ের মধ্যে ‘ভার-কাণ্ড’ দ্বিতীয় স্থানীয় ও স্থপ্রসিদ্ধ ‘দান-খণ্ড’ ও নৌকা-খণ্ডের পূর্ববর্তী লীলা বটে। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে যে ভাবে ‘দান-খণ্ড’ ও ‘নৌকা-খণ্ড’ লীলাদ্বয়ের পরে ‘ভার-খণ্ড’ বর্ণিত হইয়াছে, উহা কবির কোণলে স্বাভাবিক বা অসম্ভব না হইলেও, বস্তুতঃ যদি প্রভৃতির পসরা লইয়া মথুরার হাটে যাঠিতে হইলে শ্রীবাধা প্রভৃতির মত সুরুয়ারী ব্রহ্ম-গোপীদিগের সর্বাগ্রেই একজন ভার বাহকের প্রয়োজন এবং তার পরে যমুনা নদী পার হইতে নৌকার এবং হাট হইতে দ্রব্য বিক্রয়ের কড়ি হইয়া ফিরিবার সময়ে পারের কড়ি অর্থাৎ ‘দান’ বা শুদ্ধ দেওয়ার প্রয়োজন অনুভূত হয়। স্তত্রাং প্রেমামৃতে বর্ণিত লীলা-ক্রমই যে অধিকতর স্বাভাবিক ও সম্ভব, তাহা একটু প্রমাণ করিলেই বুঝা যাইবে। প্রথমে বসন-চৌধ্য-কেলি দ্বারা শ্রীবাধা প্রভৃতি গোপীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-সংসার ও ঘনিষ্ঠতা হওয়ায় পরে তাঁহার বিদগ্ধতা-কৌশলেই পরবর্তী ‘ভার-কাণ্ড’ ‘নৌকা-কাণ্ড’ ও ‘দান-কাণ্ড’ লীলাগুলি স্বাভাবিক ও স্বন্দর ভাবে সজ্জাটিত ও বর্ণিত হইয়াছে। আমাদের মনে হয় যে, কৃষ্ণকীর্তনের লীলা-বিভাগের পূর্বোক্ত ক্রটি লক্ষ্য করিয়াই পরবর্তী ‘প্রেমামৃত’ কাব্যের কবি উহা সংশোধন করিয়াছেন, কেন না, “ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ।” কৃষ্ণকীর্তন পরবর্তী হইলে এবং উহার কবি প্রেমামৃতে সহিত পরিচিত থাকিলে, বোধ হয় তিনিও প্রেমামৃতে সেই স্বাভাবিক লীলা-পর্যায়েরই অনুসরণ করিতেন। কৃষ্ণকীর্তন কাব্য শ্রীমহাপ্রভু ও তাঁহার পারিষদ-গণের নিকট স্থপরিচিত ছিল এবং তাঁহাদিগের পরেও

কিছুদিন পর্যন্ত বাঙ্গালায় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল কিন্তু ‘উজ্জ্বল-নীলমণি’ প্রভৃতি সমুদ্রত রস-গ্রন্থের প্রচারের পরে চণ্ডীদাসের রসের ধারা তাদৃশ উপাদেয় মনে না হওয়ায় এবং তাঁহার ‘প্রাচীন অপ্রচলিত ভাষার গীতি-নাট্য-খানা তৎসময়ের প্রবর্তিত সমুদ্রত আধ্যাত্মিকতা-পূর্ণ রস-কীর্তনের যথেষ্ট অনুলপযোগী হওয়ায়ই বাঙ্গালী আদি বৈষ্ণব-কবি চণ্ডীদাসের যশই বাঙ্গালায় রহিয়া যায় কিন্তু তাঁহার কাব্যখানা একান্তই বিলুপ্ত-প্রচার হইয়া পড়ে। “প্রেমায়ুত” কাব্যখানাও বোধ হয় সে জন্তই পরবর্তী বৈষ্ণব-সুমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই; সুতরাং পরবর্তী বৈষ্ণব পদাবলীর উপর যে উক্ত কাব্য-দ্বয় সাক্ষাৎভাবে অধিক প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই, ইহা আশ্চর্যের বিষয় নহে।

এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, পরবর্তী বৈষ্ণব-পদাবলীর “দান-লীলা” ও “নৌকা-বিলাস” পালা দুই-টি ‘কৃষ্ণ-কীর্তন’ বা ‘প্রেমায়ুত’ কাব্যের সেই গুরুত্ব হারাইয়া দুইটি অবাস্তব পালায় (Episode) পরিণত হইয়াছে এবং সে জন্তই মুখ্য প্রেম-লীলার বর্ণনাত্মক পালার মধ্যে স্থান না পাইয়া, উহা পদকল্পতরুর ৩য় শাখায় ‘দান-লীলা’ ‘হোরী-লীলা’ ইত্যাদি অপ্রধান লীলা-রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। আরও পরবর্তী কালে অনেক পণ্ডিত কীর্তন-গায়ক উক্ত লীলা দুইটির প্রাচীন ও মুখ্য উদ্দেশ্য ভুলিয়া যাইয়া ‘দান-লীলা’কে ভগবানের উদ্দেশ্যে জীবের সর্ব্বদা দান ও ‘নৌকা বিলাস’কে ভবাবর্জ্য হইতে ভগবানের জীব উদ্ধাররূপে ব্যাখ্যা করিয়া ঐ দুইটি লীলাকে সম্পূর্ণ দুইটি আধ্যাত্মিক ব্যাপারে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য প্রশংসনীয় হইলেও কৃষ্ণকীর্তন বা প্রেমায়ুতের উক্ত লীলায়, এমন কি গোবিন্দদাস প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন বৈষ্ণব-কবির পদে দান লীলা বা নৌকা-বিলাসে এই আধ্যাত্মিক ভাবের কোনও চিহ্ন নাই—ইহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করার যোগ্য।

আমরা এখন হরিবংশের আখ্যানগত বিশেষত্বের আলোচনা করিব। আদি রসাত্মক কাব্যে নায়ক-নারিকা:

হরিবংশে প্রেম, বিরহ ও সন্মিলন প্রেম, বিরহ ও বিরহান্তে সন্মিলন—এই তিনটি প্রধান বর্ণনীয় বিষয় বটে। সুতরাং
সন্মিলন বাহ্যিক ভয়ে আমরা অস্বাভাবিক অবস্থার বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া, ঐ মূল বিষয়গুলির

সম্বন্ধেই কৃষ্ণ-কীর্তন ও পরবর্তী বৈষ্ণব পদাবলীর সহিত হরিবংশের বর্ণিত প্রেম, বিরহ ও সন্মিলনের তুলনামূলক আলোচনা করিব। কৃষ্ণকীর্তনের তাৎখল খণ্ডে বড়াইর নিকট রাধার অপূর্ণ রূপ বর্ণন শুনিয়া তাঁহার প্রতি কৃষ্ণের যে আসক্তি হইয়াছিল, উহাতে নৌকিক দৃষ্টিতে প্রেমের কোনও লক্ষণ পাওয়া যায় না; উহাতে প্রাকৃত নাগরের রিরংসা ভাবই অধিক পরিস্ফুট! অবশ্যই তত্ত্ব বৈষ্ণবগণ বিষয়টা এ ভাবে দেখিবেন না; চণ্ডীদাসও এ ভাবে দেখেন নাই। চণ্ডীদাস ব্রহ্মবৈবর্তকারের মতামুসারে পরম-পুরুষ ও পরা-প্রকৃতি ত্রীকৃষ্ণ ও ত্রীরাধার মধ্যে নিত্য-প্রেম সম্বন্ধ গোড়ায়ই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন; সুতরাং প্রেমের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ দেখাইবার প্রয়োজনীয়তাই তাঁহার মনে উদ্ভূত হয় নাই। তিনি প্রধানতঃ সেই অনৌকিক নিত্য প্রেমিক যুগলের নৌকিক লীলার বৈচিত্র্য বর্ণনায়ই তাঁহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়াছেন। ভবানন্দের ত্রীরাধায়ও অন্তরঙ্গীণ সংস্কারের প্রভাবে বাল্যকাল হইতেই ত্রীকৃষ্ণে অতুলরক্তা; যথা—

“বৃকভাঙ্গ-স্বতা রাধা লক্ষী অবতার।

শিশুতা-অস্তরে হৈল যৌবন বিস্তার।

শিশু হনে তপ করে পূজ্য নারায়ণ।

হরির চরণ বিনে অস্ত নাহি মন ॥

যৌবন দেখিয়া বাপে চিহ্নিল হৃদয়।

ব্রজ-আইয়ন আনি দিল পরিণয় ॥

বশোদ্ধার সহোদর পরম রূপবান্ ।
 নন্দের গৌরবে তাতে কল্যাণ দিল দান ॥
 বাপের অলঙ্ঘ্য বাক্য নায়ে ত লজ্জিতে ।
 কৃষ্ণের চরণ যাত্র ভাবে এক চিত্তে ॥
 রাধার ভক্তিয়ে আর সত্যের কারণ ।
 কপট করিলা তাতে প্রহ্ন নারায়ণ ॥
 রাধার বিবাহ গোপে কৈল যেই দিন ।
 সেই দিন হৈল তার পুরুষ হীন ॥
 নপুংসক হৈল যদি ব্রজ-আইমন ।
 রাধার সত্য রক্ষা পাইল সেই ত কারণ ॥”

(৪৬২—৪৭৭ পঃ)

কবি প্রথমেই এইরূপ সুকৌশলে তাঁহার কাব্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়া, প্রথম দর্শনেই লব্ধ-প্রেমিক গুণসের অপরূপ প্রেমের চিত্র প্রদর্শিত করিয়াছেন । হরিবংশের এই প্রেম মহাকবি শেক্সসপীয়ারের বোমিও ও জুলিয়েটের প্রেমের মতই অচিন্তিত ক্ষিপ্রতা ও অতুলনীয় প্রবলতায় পাঠকের চিত্তকে অভিভূত করিয়া ফেলে । প্রেমের এই সর্বাতিশয়িতা ও হৃদমনীয়তা ভাল করিয়া বুঝিতে না পারিলে, ইহা বুঝা যাইবে না, কেন শাক্সের বড় সাধ্য-সাধনা সত্ত্বেও কৃষ্ণকীর্তনের রাধার মত প্রতিকূলতা না দেখাইয়া, হরিবংশের রাধা কৃষ্ণের প্রেমভিষণোগের (Courtship) পরেই লজ্জা ত্যাগ করিয়া, অপূর্ণ ইচ্ছিত-পূর্ণ বাক্যে কৃষ্ণকে বলিতে বাধ্য হইয়াছেন—

“কমল-কলিকা আমি একাকিনী নারী ।
 পুরুষ ভ্রমর তুমি কি বোলিতে পারি ॥
 যদি মগ্ন আমাতে হইল তোমার মন ।
 তবে কেনে লাজ দিলা দেখাইয়া সখী-গণ ॥
 দূতীর সংবাদে হৈত মন-হিত কাজ ।
 না যুয়ায় হেন কালে নিতে হেন লাজ ॥

* * *

“কেশ হনে এড় হাত—কেও নাহি দেখে ।
 জল নিবার আইসে দেখে বুন্দাবনের লোকে ॥
 যত বিপরীত তোমার দেখিব সকল ।
 কেশ হনে এড় হাত—নিয়া যাই জল ॥
 বিরোধ না কর মোরে নন্দের কোণ্ডর ।
 সজোপে হইব কার্য্য এবে কৈমা কর ॥
 শিশু সবে দেখে তুমি আমার সহিত ।
 অস্ত্র জন নহি আমি হই গোরবিত ॥
 বিলম্বে হইব কার্য্য নাহি কর দিখা ।
 ছই হস্তে কেবা ঝায় যদি লাগে ক্ষুধা ॥
 মজিল তোমার মন আমার হৃদয় ।
 তোমাতে আমার মন যজিল নিশ্চয় ॥

কোকিলার স্বরে বোলে মুহু মুহু হাসি।

“এ রূপ-ঘোবনে মুই হৈলু তোর দাসী ॥”

পবনভর্তী বৈষ্ণব-পদারলীতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার প্রেমে আধ্যাত্মিক ভাবটা আরও অনেক স্থল্পষ্ট। সেখানে প্রেম-সকাবেব জন্তে সাক্ষাৎ-দর্শন বা গুণ-শ্রবণেরও প্রয়োজন হয় নাই।

পদাবলীর শ্রীরাধা শুধু সখীর মুখে “কৃষ্ণ” নামাক্ষর-ধ্ব্য শ্রবণ করিয়াই জন্মান্তরীণ সংস্কারের ফলে তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণ-প্রেমে তন্ময়তা লাভ করিয়া উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে গাহিয়া উঠিয়াছেন—

“সই কেবা শুনাইলে শ্রাম নাম।

কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো

আহুল করিল মোর প্রাণ ॥ ১ ॥

না জানি কতেক মধু শ্রাম-নামে আছে গো

বদন ছাড়িতে নাহি পারে।

জপিতে জপিতে নামে অবশ কবিল গো

কেমনে পাইব সই তারে ॥”

ইত্যাদি (পৃ ক° ত° ১৪১ স°)

এখানে শ্রীরাধায় আর শ্রীমহাপ্রভুতে কিছু-মাত্র পাথক্য নাই। প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার প্রেমরূপ মলিনতা-মিশ্রিত স্বর্ণ এখানে শ্রীমহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত নিষ্কাম প্রেম-ধর্মের স্পর্শ-মণির প্রভাবে স্থানিক ‘লাধ-বান’ স্বর্ষে পরিণত হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, এই প্রেম লইয়া যোগ-সাধনা করা ব্যতীত সংসার-ধ্বংস করা চলে না, তাই সকল বৈষ্ণব-কবিকেই ব্রজ-লীলার বর্ণনার মাঝে এই প্রেমের পরাকাষ্ঠা হইতে নীচে নানিঃ আসিতে হইয়াছে; এমন কি অনেক স্থলে পৌরাণিক রূপকের মধ্যাদা রক্ষার জন্তে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের ‘মৃগলু বা ‘গুণ-নন্দ’ রূপের বর্ণনায় প্রাকৃত-দৃষ্টিতে কুকচি-পূর্ণ আদি-রসেরও যথেষ্ট বিস্তার করিতে হইয়াছে, কিন্তু তাঁহাদিগের বর্ণিত ব্রজ-লীলার সর্বত্রই যে, অল্লাধিক স্পষ্ট বা অস্পষ্ট-ভাবে মূল আধ্যাত্মিক ভাব-টা অহুস্তাত রহিয়াছে, উঃ! বৃত্তিতে শাস্ত্রানভিজ্ঞ, অবৈষ্ণব অথচ হৃদয়শী ও সজ্জন অনেক বিদেশী সমালোচকদিগেরও বেশী বেগ পাইতে হয় নাই।

কৃষ্ণকৌন্তনে শ্রীরাধাকে নিজের আয়ত্ত করিতে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে নিজের সর্বোৎকর্ষ ও শ্রীরাধার সহিত লক্ষ্যীয় অভিন্নত্ব বিশেষ-ভাবে খ্যাপন করিতে হইয়াছে; কিন্তু শ্রীরাধা সে কথায়ও সহজে তুলেন নাই; যথা—

(রাধা) “বল না কর মোরে কাহাই ল

আল বচন আক্ষার গুণ।

দেব ধরম কি সহিব তোরে

এহাত হৃদয়ে গুণ ॥ ২ ॥”

(কৃষ্ণ) “তবে সি ধরমের ভয় রাধা ল

আল যদি মোএ হরোঁ পর নারী।

অপণ অঙ্কের লখিমী হইয়া

তোম্বো না চিহ্নি অনন্ত মুরারী ॥ ৩ ॥

(রাধা) “পুরুষ জরমে কাহাঞি ল

আল আছিলোঁ বা তোর নারী।

ইহ জরমে কেবা পাতিআএ

• আপনে বুঝহ মুরাবী ॥ ৪।”

ইত্যাদি (কৃষ্ণ কীর্তন-খণ্ড ১২৩ পৃঃ)

হরিবংশেব শ্রীরাধা পূর্ব হইতেই শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণ মুগ্ধা বলিয়া, তাঁহাকে বশীভূত করিতে শক্তিসেব কোনও বেগ পাইতে হয় নাই। পূর্বরাগের পবে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণেব জ্ঞান একান্ত ব্যাকুল ও মুচ্ছা-প্রাপ্ত হইলে পরে শ্রীমতী সখী মাতামহী বডাইর যত্ন ও চেষ্টায় শ্রীরাধাব গৃহে রজনীতে শ্রীকৃষ্ণেব সহিত যে প্রথম সখিলন ঘটয়াছে, উহাতেও শেফালীমূলের জুলিয়েট বা বাণ-ভট্টের মহাশেখতাব মত শ্রীরাধাকে প্রেমের দ্বন্দ্ব সঙ্গত ত্যাগ কবিত্তে প্রবৃত্ত দেখা গিয়াছে। পদাবলীেব শ্রীরাধাও প্রেমের জ্ঞান সঙ্গ-ত্যাগিনী বটে। প্রেম-বিগ্রহ শ্রীমহাপ্রভুব সাক্ষাৎ শিখা-প্রশিখা সম্প্রদায়-ভুক্ত পদাবলীেব বৈষ্ণব কবিদিগের পক্ষে একুপ প্রেম-চিত্র অঙ্কিত করা ভেদন বৈষ্ণবজনক নহে, কিন্তু ভবানন্দ যে তাঁহার কাব্যে প্রাচীন একটা পাশ্চাত্য সাহিত্যে সম্পূর্ণ নতুন একুপ অপর প্রেম-চিত্র অঙ্কিত করিতে পাবিয়াছেন, ইহা তাঁহার অসাধারণ সঙ্গদয়তা ও কবিত্ব-শক্তির পাবচাষক, সন্দেহ নাই।

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার দ্বায় লৌকিক দৃষ্টিতে পরকীয় নায়ক ও নায়িকাব প্রেমে ‘দূর্বৃত্তা’ ও ‘বহু-ব্যাভা’ অর্থাৎ বহু-প্রতিবন্ধকতা—এই দুইটী ধর্ম স্বভাব-সিদ্ধ বটে। সঙ্গ-প্রাচীন নাট্য-শাস্ত্র-কার ভরতমুনি হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ গোখায়ী মহোদয় পর্যন্ত কোন প্রসিদ্ধ রস-শাস্ত্র-কাব্যে পদকীয়-প্রেমের এই বিশেষত্ব প্রদর্শন কবিত্তে বিস্মৃত হন নাই! বস্তুতঃ অধর্ম ও সমাজ-প্রোহিতাব বিদ্যমানতা না থাকিলে—পরকীয় নায়ক ও নায়িকার সুদুর্লভ ও বহু প্রতিবন্ধকতা-যুক্ত প্রেম,—শুধু প্রেমের জন্তই লোক-বন্দী, ধর্ম-ভয় ইত্যাদি কোন কারী চির-উৎকর্ষ ও চির-ব্যাকুলতাপূর্ণ প্রেমই যে, সংসারে পরম উপাদেয় ও পরম বাঞ্ছনীয় হইতে পারিত, তাহা সহজেই অসম্ভব। বৈষ্ণব-কবির যে ভাবে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের প্রেম লীলা বর্ণিত করিয়াছেন, উহাতে পরকীয় শুধু প্রাতীতিক (Apparent) কিন্তু পারমাণবিক (Real) নহে এবং ভগবানের অচিন্তনীয় মায়াজ্ঞান প্রভাবে এই প্রেম দ্বারা কোন সমাজ-প্রোহ বা অধর্ম সঙ্গটিত হয় নাই বলিয়া, ব্রজ-গোপীর নিকায় প্রেম সকল প্রেমের আদর্শ হইয়া রহিয়াছে। প্রাকৃত পরকীয় প্রেমে অপূর্ণতা ও চমৎকারিত্ব থাকিলেও উহাতে পদে পদে অধর্ম ও সমাজ-প্রোহের আশঙ্কা আছে। এ জগুই আমাদের রস-শাস্ত্র-কারেরা এক-মাত্র ব্রজ-লীলা ব্যতীত অল্প কোন স্থলেই পরকীয়-প্রেমের উপাদেয়তা স্বীকার করেন না। তবে ‘পরকীয়া’ শব্দের অর্থ শুধু অপরের বিবাহিতা পত্নী নহে। বিবাহ-যোগ্যা প্রাপ্ত-বৌবনা কুমারী কন্যাও ‘পরকীয়া’ নায়িকার অন্তর্গত। জগতের অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ প্রেম-কাব্যের প্রধান নায়িকাই একুপ “পরকীয়া” বটে। একুপ নায়িকা ও তুচ্ছপৃষ্ঠ নায়কের প্রেম সর্বতোভাবেই উপাদেয় ও সংকাব্যের প্রধান বর্ণনীয় বটে। ক্লমকর্দিন, হরিবংশ, বা বৈষ্ণব পদাবলীর শ্রীরাধা লৌকিক দৃষ্টিতে পর-পরিণাতা পদকীয় হইলেও বস্তুতঃ অতীত পরকীয়া ব্যতীত আর কিছু নহে। কেন না শাস্ত্র-বিশ্বাসী বৈষ্ণবদিগের মতে আয়ানেব সহিত শ্রীরাধার পরিণয় ভগবানের মায়াজ্ঞান একটা ছায়া-বাজি মাত্র। বস্তুতঃ শ্রীরাধার উপর আয়ানের রক্ষকতা ব্যতীত অল্প কোন আশ্রয় লব্ধ ছিল না এবং ভগবানের মায়াজ্ঞান থাকেও সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল। হরিবংশের পাঠকও বৈষ্ণব-পদাবলীর পাঠকের দ্বায় দয়া করিয়া এ কথাটা সর্বদা মনে রাখিবেন।

শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের প্রেম লৌকিক-দৃষ্টিতে পরকীয় প্রেম বলিয়া, প্রতিপদেই উহাতে প্রেম-ব্যাকুলতার বন্ধক বিরহেরই বাহুল্য, দেখা যায়। রস-শাস্ত্রের মতে ‘অচির’ বিরহ ও ‘সচির’ বিরহ—বিরহের দুইটা আভাবিক ভেদ আছে। শ্রীকৃষ্ণের গৃহে গমন ও গো-চারণ ইত্যাদির অসম্বোধে প্রাত্যহিক অল্প-কাল-স্থায়ী

বিরহ ‘অচির’ বিরহ এবং কংস-বধের ক্ষেত্রে তাঁহার মথুরার গমন-জনিত সুদীর্ঘ বিরহ ‘সুচির’ বিরহ বা ‘মাথুর প্রবাস’ লীলা বলিয়া গণ্য করা হয়। কৃষ্ণকীর্তনে ‘অচির’ বিরহের পরে যত বারই বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার মিলন সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে, উহার প্রায় সকল সময়েই বড়াই বা অস্ত্রান্ত গোপীদিগের সহিত দধি ইত্যাদি বিক্রী করিতে মথুরায় গমনই প্রধান ছিল বটে। ভবানন্দের হরিবংশে সেই পুরাতন দধি-বিক্রয়ের স্থযোগ তো আছেই, তাহা ছাড়া সখী শ্রীমতী বা ননদী মহোদার সঙ্গে যমুনার জল আনিতে যাওয়ার স্থযোগ ঘটিয়াছে। কৃষ্ণকীর্তনে রাধার শান্তড়ী ও ননদী চিরকালই রাধার শত্রু। হরিবংশে রাধা ও কৃষ্ণের উদারতামূলক কোণেলের ফলে প্রথম মিলনের অল্প দিন পর হইতেই রাধার ননদী কৃষ্ণপ্রেমেব অংশ-ভাগিনী হওয়ায়, ননদীর যত্নে রাধাকে বেশী দিন ভুগিতে হয় নাই। রাধার শান্তড়ীও কৃষ্ণের নিকট হইতে যথোচিত শাস্তি পাইয়া, যশোদা ও মহোদা কতাব্যয়ের পরামর্শে অতঃপর রাধাব সম্বন্ধে এক-প্রকার উদাসীনতা অবলম্বন কবায়, সময়ে বা অসময়ে, রাধার গৃহে বা যমুনা-তীরে রাধা ও কৃষ্ণের সন্মিলনেও বেশী অস্থিবিধা ঘটে নাই। পরবর্তী বৈষ্ণব-পদাবলী-সাহিত্যে কৃষ্ণকীর্তনের মত রাধার শান্তড়ী ও ননদী চির-কালই রাধাব শত্রু বলিয়া পদ-কর্তাদিগকে কল্পনা খাটাইয়া মিলনেরও নানা বিচিত্র কোণল উদ্ভাবিত করিতে হইয়াছে। শ্রীজীব গোস্বামী মহোদয়ের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও কবি-পূর্ণ স্ববৃহৎ চম্পূ-কাব্য “গোপাল-চম্পূ” নামক গ্রন্থের পূর্বে খণ্ডের “রহঃ-কুতূহল-বহ-বহল-রহঃ ক্রীড়া” নামক ২২শ পুরণের ৮৫৮ হইতে ৮৬২ পৃষ্ঠাব বর্ণনায় আমরা পরবর্তী বৈষ্ণব-পদাবলীর বর্ণিত, “স্বয়ং-দৌত্য-সন্তোগ” লীলার শ্রীকৃষ্ণের চিকিৎসক ‘বীনা-বাদিকা’, ‘বলিকিনী’ প্রভৃতির ছন্দ-বেশে শ্রীরাধার নিকট অভিসার ও মিলনের বিবরণ দেখিতে পাই। ইহাও পূর্ববর্তী হিন্দী-সাহিত্যের হরদাস, মৈথিল-সাহিত্যের বিদ্যাপতিতে, কিংবা বাঙ্গালা সাহিত্যের কৃষ্ণকীর্তন প্রভৃতি গ্রন্থেই এই কোন বিচিত্র ছন্দ-বেশে মিলনের কোন উল্লেখ বা বর্ণনা দেখিতে পাই না।* প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন বৈষ্ণব-কবি মাড়োব রঘুন্দ্রন গোস্বামী মহোদয়ের রচিত “শ্রীরাধা-মাধবোদয়” নামক উৎকৃষ্ট ব্রজ-লীলা-বিষয়ক গ্রন্থে পূর্ব-রাগের পরে শেষ পর্যন্ত কেবল নানা ছন্দ-বেশে মিলনেরই চমৎকার কবি-পূর্ণ বর্ণনা দেখা যায়। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহোদয় ওরফে পদ-কর্তা হরিবল্লভের সংকলিত “ক্ষণদা গীত-চিন্তামণি” নামক গ্রন্থে শোক-জনক বলিয়া যেমন মাথুর-বিরহের কোন পদ উদ্ধৃত হয় নাই, সেইরূপ “রাধা মাধবোদয়” কাব্যেও মাথুর লীলার বর্ণন নাই; উহার বেশীর ভাগই নানা বিচিত্র ‘স্বয়ং-দৌত্য-সন্তোগ’ লীলার স্বরচিত সরস উপাখ্যানে পরিপূর্ণ। বাঙ্গালার ছায় ব্রজ ভাষার পরবর্তী হিন্দীকাব্যেও এই ছন্দ-বেশে খরণের যথেষ্ট বাহ্য দেখা যায়। হিন্দীতে ইহা “বেসান্তিন লীলা” নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। বাঙ্গালার চণ্ডীদাসের নামে প্রচারিত উক্ত পদগুলি যে কৃষ্ণকীর্তনের বহু পরবর্তী কালে “গোপাল-চম্পূ” কাব্যের অমূল্য রচিত হইয়াছিল সেগুলির ভাষার ও রসের এই বৈশিষ্ট্য দর্শনেই অস্বীকৃত হইতে পারে। আজকাল চণ্ডীদাসের নামে প্রচারিত পদগুলির মৌলিকতা প্রশংসার জন্য খুব চেষ্টা হইতেছে, কাজেই সে বিষয়ে প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয়ের জন্য আমরা প্রসঙ্গ-ক্রমে শ্রীমহাপ্রভুর পূর্ববর্তী বা সমসাময়িক হিন্দী, মৈথিল ও বাঙ্গালা কাব্যে যে, ছন্দ-বেশে স্বয়ং দৌত্য-সন্তোগ লীলার পদাবলীর সম্পূর্ণ অভাব দেখা যায়, এই বিশেষ প্রয়োজনীয় পার্থক্য-টার এখানে উল্লেখ না

* বিভাপতির মৈথিল-পদাবলীতে এরূপ ছন্দ-বেশের কোনও প্রসঙ্গ নাই। পদকল্পতরুর ৩য় পাখার ৩য় পল্লবে যেখানে চণ্ডীদাসের তপিতাবৃত্ত স্বয়ং-দৌত্যের প্রসঙ্গ “ধরি নাগিতানী বেশ” ইত্যাদি অনেকগুলি ছন্দ-বেশের পদ উদ্ধৃত হইয়াছে, সেখানেও বিভাপতির কোন পদ নাই; কেবল বিত্তীর পাখার ১০, পল্লবের দ্বিতীয় পদে “জটিল” ও “ললিতা” সখীর উল্লেখ-যুক্ত “জটিলা *শ শ্রুতি তহি বোলত” ইত্যাদি সঙ্গীত একটা পদে শ্রীকৃষ্ণের বোমীর বেশ খরণের বর্ণনা পাওয়া যায়। বিভাপতির অন্ত কোন বকীর পদে “জটিল” বা “ললিতা” সখীর উল্লেখ নাই। এ পদটা নানা কারণেই বিভাপতির নহে বনে হয়। স*

করিয়া পারিলাম না। এই লীলার বর্ণনায় যে, বিদ্যাপতি, কৃষ্ণকীর্তনকার চণ্ডীদাস, ভবানন্দ প্রভৃতির অপেক্ষা পবিত্র বৈষ্ণব কবিদিগেব, বিশেষতঃ মাড়োব রঘুনন্দন গোস্বামী মহোদয়েবই আবাসবাদিত শ্রেষ্ঠতা ইহাও দ্বাৰা দোষ দ্বারা কবিতা সঙ্গত। যদি শ্রীকীর্তি গোস্বামী মহোদয়েই এই লীলা বর্ণনায় প্রথম প্রবন্ধক হইয়া থাকেন, তাহা হইলেও কবিতা নাই; যদি তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ-ভাত কবিশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয়ের বা অন্য কাহাও নিকট হইতে এই লীলার কল্পনাটী পাইয়া থাকেন, তাহা হইলেও এই 'বহু-ক্রীড়া', লীলাব আদি সংস্কৃত কবি বাল্যাদি তিন চির-অবগীয হওয়া উচিত, ইহাও অবগতই বলিতে হইবে।

এখন 'সুচিব' বিরহ বা মাথুব বিরহের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনঃ কবা আবশ্যক। 'শ্যামদাগবতে' কংস-বধাঙ্কিত শ্রীকৃষ্ণের গোফুলে পুনরাগমন বর্ণিত হয় নাই। তবে তিনি কংস-বধের অবসানে পিতা নন্দ প্রভৃতিকে তিনি সহরেই স্বজন্মকে দর্শন কবাব জ্ঞাত প্রজ্ঞে যাউবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়া বিদায় করায়, তাঁহাব সেই প্রতিজ্ঞা পালন না কবা এবং পূর্ব প্রেমসী গোপীদিগকে পুনর্দর্শন না দেখিয়া কংস সম্ভবপব মনে হয় না বলিয়া, 'পান্ন' পূর্বাবের উত্তরপথে বর্ণিত হইয়াছে যে, 'শ্রীকৃষ্ণ শিশুপালেব পাতা ছই দম্ভবক্রকে সংহার কবিয়া যমুনা উত্তরণ পূর্বক ব্রজে যাইয়া পিতামাতাকে অভিবাদন ও আশ্বাস প্রদান কবিয়া, অত্যাশ্রয় সকলকেই বশীভববাদি দানে আত্মীয়িক কবিয়াছিলেন।' কিন্তু এই দম্ভবৎ বৎ তো অনেক পরের কথা। কবিদিগেব এত দীপকাল প্রতিজ্ঞা কবা চলে কি? তাই, 'আমবা দেখিতে পাও যে, কৃষ্ণকীর্তনে কংস-বধেব আগেই শিবাদার বড়াই মণবায যাউয়া, কংসকে ব্রজে যাওয়াব জ্ঞাত পাড়াপাতি কবিত্তেছেন। তখন কৃষ্ণের মণুরা গমনের প্রধান উদ্দেশ্যটী সিদ্ধ না হওয়ায় তিনিও একটা ছল দাবিয়া বলিতে বাধ্য হইয়াছেন, যে বাবা নানা সময়ে নানা প্রকারে বড়াইব সাফাতেই কংসকে অনেক ভোগাইয়াছেন, শুভবা

“শকতী না কব বড়াযি বোলো মো তোক্ষাবে।

জায়িতে না কবে মন নাম শুণী তারে।

যত কুংখ ছিল মোরে তোক্ষাব গোচরে।

চেন মন কৈলো আর না দেখিও তাবো।

*

*

মণুরা আইলাহো তেজি গোফুলেব বাস।

মন কৈলো কবিলো মো কংসেব বিনাস।।

(ইহা পব পুঁথি পণ্ডিত)”

কৃষ্ণকীর্তনে সকলকে জানাইয়া শুনাইয়া অকুরের রথে চড়িয়া * কৃষ্ণেব মণুরাগমনের উল্লেখ নাই। সেখানে বর্ণিত আছে যে, তিনি বিলাস-ক্রান্তা নিদ্রিত। শ্রিয়ন্তমার মাথাটা ধীরে ধীরে তাহার নোড় হইতে শয্যায় নামাইয়া রাখিয়া, বড়াইর নিকট বিদায় লইতে যাইয়া শ্রেম-পূর্ণ সকলক বাক্যে বলিয়াছিলেন --

“পালিল বড়াযি আক্ষে বচন মোক্ষাবে।

এবে মেলাগী দেহ আক্ষাবে।

*

*

*

আর বচনেক বোলো শুণ ল বড়াযি বিনাস, মোব কবে।

তাকে রাগিহ যতনে আপন আশ্রবে দাওব আশ্রয়, মণুরাগমনে হু”

ইত্যাদি (কংকী: ৩৮৭ পৃঃ)

* গীতগোবিন্দের প্রথম সর্গের ‘বসন্ত বাসন্তী-কুশল তপস্বারঃ’ ইত্যাদি ভোক্তের পূজার গোপালী ও ‘গোপ-বোধিনী’ নামক আনন্দিক টীকা-স্বত ‘কৃষ্ণোহপি তং দম্ভবক্রং হতা যমুনাসুতীর্থা নন্দব্রজং গতা’ ইত্যাদি গদ্য-ভোক্ত প্রত্যয়ঃ

রাধা জাগরিতা হইয়া কৃষ্ণকে শয্যায় না দেখিয়া যখন সঙ্কল্পে বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে আনিয়া দেওয়ার জন্যে বড়ায়িকে ধরিয়া বসিলেন, তখন বড়াই না যাইয়া কি করিবে। রাধাকে বলিয়া কহিয়া ঘরে রাখিয়া দুই চারিদিন বাদেই বড়াইকে মথুরায় যাইতে হইল। পরে কি হইল সে বিবরণ খণ্ডিত পুঁথি হইতে পাওয়া যায় নাই। উহা পাঠকগণকে নিজ নিজ বুদ্ধি ও কৃতি অনুসারে অনুমান করিয়া লইতে হইবে।

ভবানন্দের রাধা কৃষ্ণকীর্তনের রাধা অপেক্ষা অনেক সরলা, কোমলা ও প্রেমবতী হইলেও শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁহাব নিকট হইতে অক্লুরের সহিত মথুরায় যাওয়ার জন্য প্রেম-পূর্ণ সঙ্কল্প বাক্যে বিদায় প্রার্থনা করেন, তখন শ্রীরাধার প্রেম ও শোকের সাগর একেবারে উদ্বেলিত হইয়া উঠে। তিনি নানা প্রকার আক্ষেপ ও বিলাপ করিয়াও যখন শ্রীকৃষ্ণকে নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না, অথচ প্রেমিক শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণও প্রিয়তমার হাসি-মুগের অনুমতিনো পাঠিলে মথুরায় যাইবেন না বলিয়া জেদ্ ধরিয়া বসিলেন, আমরা ভবানন্দের ভাষায়ই সে অবস্থাটার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিলাম—

“হাসিয়া মেলানি দেও—না বাসিও ভীন।

মধুপুরে আমার বিলম্ব দুই দিন ॥”

পুনরপি যোড়-হাতে বোলে বহু-মণি।

“হাসিয়া সুন্দরী রাধা দিয়াব মেলানি ॥”

বিনয় করিয়া যত কোলে নাড়াঘণ।

শুনিয়া রাধিকা কহে কর্কশ বচন ॥

“অহে নব-যুবরাজ জানিলু এখানে।

আমারে ভাঙিয়া যাইতে ভাবিয়াছ মনে ॥

পশ্চিমে উদিত যদি হয় দিবাকর।

বিচলিত হয় যদি অচল শিখর ॥

পাবক শীতল হয়—জল হয় বহি।

শৈল-শৃঙ্গে বিকশিত হয় কমলিনী ॥

বিষ হয় যদি সুখা—সুখা হয় বিষ।

সম্ভারব শোষি যাদ—ভাঙ্গিয়ে কুলিশ ॥

যমের বিষয় যদি দূর হয় জানি।

তথাপি হাসিয়া রাধা না দিব মেলানি ॥

আগে মোর প্রাণ লও হইয়া নিষ্ঠুর।

তবে তুমি হরিবে যাইও মধুপুর ॥”

এতেক কর্কশ বোলি চিন্তে মনে মন।

নন্দ-ভাবে বোলে রাধা ধরিয়া চরণ ॥ *

* * *

আপনে সকল জান তুমি অন্তর্ধারী।

রাভুল চরণে কত নিবেদিমু আমি ॥

দড় যদি মধু-পুরে যাইবা যদুরায়।

কেমতে বঞ্চিব রাধা—কহিবা উপায় ॥

আপনে কহিলা দুই দিবসে আসিবা ।
 বরিষেকে আইস যদি তেমু লাগ পাইবা ॥
 পথ-নিরীক্ষণে আমি কবিমু তোমা ধান ।
 ইহার অধিক হইলে তেজিমু পরাণ ॥
 এই বোলি স্ববদনী বিলাপিয়া কান্দে ।
 কর্ণ-দোষে আপনাব বিধাতাকে নিন্দে ॥
 গোবিন্দ বোলেন “প্রিয়া শুন চন্দ্র-মুখী ।
 তোমার বিরহে এই বড় হৈলু দুখী ॥
 হাসিয়া না বোল যদি আইতে মধুপুল ।
 রহিমু নিকটে তোমাব-- যার্ডক অকুল ॥”
 তবে গুণবতী বাধা চিন্তে মনে মন ।
 বিরস হইলে প্রভু নিখল হোন ॥
 মৃদু-মৃদু-সবে বোলে “শুন যুববাহু ।
 তুরিতে আসিও—মাল না ক'র ব্যাধ ॥”
 এত শুনি মদু-পতি হরষিত-মন ।
 রাধিকার গলে ধবি দিলা আলঙ্গন ॥”

(৬২৬২—৭০৫৭ পং)

ভবানন্দ শ্রীরাধাকে তাঁহার প্রতিজ্ঞা অচ্যুতসারে হৃদয় এতৎসব কাল অজ্ঞানীয় দৈবগোর সহিতই প্রতীক্ষা করিয়াছেন । শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমনেব কিছু আগে তিনি ব্রজ-গোপদিগকে যথেষ্ট দেখাইয়া ছিলেন যে তিনি প্রকৃত-রূপে নন্দ-যশোদার তনয় নহেন, তিনি স্বয়ং ভগবান এবং শ্রীরাধা তাঁহারই অদ্বাদ্বিনী লক্ষ্মী বটে । বাসন্তী মাসী পূর্ণিমা তিথিতে ব্রজ-গোপদিগকে শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক ও হোত্রী-উৎসব করিতে হইবে ।

শ্রীকৃষ্ণের এই অতি সজ্ঞ ও স্বাভাবিক কোশলে রাধা-কৃষ্ণেব লক্ষ্মী-নাগাধন্যর সঙ্গীয় বিবোধিত হওয়ায় রাধাকে তাঁহার হৃদয় বিরহের বৎসর-টায় অসহ্য বিরহেও উহা সন্ধ্যাপনের বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয় নাই । শ্রীকৃষ্ণের এই বিরহ যে নন্দ-যশোদার বিরহ-হৃৎ হইতেও অধিক অস্বাভাবিক ও অসহনীয়, ইহা বুঝিতে পারিয়া এসময়ে তাঁহার শোকে দ্রবীভূত হয় নাই, গোকুলে বোধ হয় এরূপ পশু-পক্ষী বা তরু-লতাও বর্তমান ছিল না । হাই ভবানন্দের কাব্যে শ্রীরাধার মাথুর বিরহ যেরূপ স্বাভাবিক ও সুন্দর-রূপে পরিষ্কৃত ও বর্ণিত হইতে পারিয়াছে বৈষ্ণব-কবিদিগের পদাবলীতেও বোধ হয় সেরূপ হয় নাই । সত্য বটে, বৈষ্ণব-পদাবলীও শ্রীরাধার বিরহ বিলাপ প্রাণের স্বাভাবিক ব্যতীত আর কাহারও নিকটে প্রকাশ্য নহে বলিয়া, তাঁহার শোকাবেগ অধিকতর ভীষণ ও অসহনীয় হইয়াছে হৃৎকান্দে শক্তি-শালী বৈষ্ণব কবিদিগের বর্ণিত মাথুর-বিরহ করুণ-রসেব প্রাবল্যে ও প্রাচুর্য্যে কাব্য-সংসারে, এক প্রকার অতুলনীয় ; কিন্তু করুণ-বিপ্রলম্ব-রসের স্বস্থিতে ভবানন্দও অল্প কৃতিত্ব দেখান নাই । তাঁহার সুবিস্তৃত মাথুর-বিরহের বর্ণনায় বৈষ্ণব-কবি-স্বলভ গীতি-কাব্যোচিত রস ভাবের উচ্ছ্বাস তো আছে-ই, যাহা বাঙ্গালার প্রাচীন কবি কাব্যে নাই—মহাকাব্যোচিত সেই রস ও ভাবের সংযত-গাভীরা এ উদাহরণে উদাত্তে চমৎকার পরিষ্কৃত হইয়াছে । এখন আমরা মাথুর-বিরহের পরবর্তী মিলনের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াই এই প্রসঙ্গ শেষ করিব ।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, ‘কৃষ্ণকীর্তন’ শেষ-ভাগে খণ্ডিত বলিয়া, উহাতে কি প্রকারে মাথুর-বিরহান্তে মিলন বর্ণিত হইয়াছে, জানা যায় নাই । পরবর্তী বৈষ্ণব-পদাবলীতে এই মিলনের দুই-টা ধারা দেখা যায় ; প্রথমতঃ যথ-

(শ্রীবাস্য উক্তি)

ইত্যাদি (অ° প° ব° ১৮ পৃষ্ঠা)

* এই পদটি প্রায় দুই শত বৎসরের প্রাচীন সংগ্রহ পদাঙ্ক-সমূহে আছে। স*

আপন ঘরে আপনি গেলা ।
 পিতা মাতা জহু পরাণ পাইলা ॥
 কোলেতে করিলা নয়ান-জলে ।
 সেচন করিয়া কান্দিয়া বলে ॥
 আর দূর দেশ না যাবে-ভূমি ।
 মরিব তবে এ বারে আমি ॥
 এত বলি কত দেওল চুষ ।
 বারে বাবে দেখে মুখারবিন্দ ॥
 এঁছন মিলল সকল সখা ।
 আর কত জন কে কর লেখা ॥
 খাওয়াইয়া পিয়াইয়া শোয়াল ঘরে ।
 খুমাকু বলিয়া যতন করে ॥
 তখন বুঝিয়া সময় পুন ।
 আঁগল ঘমুনা তাঁবক বন ॥
 রাইয়ের নিকটে পাঠাইলা দূতী ।
 বড়ু চণ্ডীদাস কহয়ে সতি ॥”

পুনশ্চ— (আবাদাব উক্তি)

“বহু দিন পবে বদুয়া এলে ।
 দেখা না হইত পবাণ গেলে ॥
 এতেক সহিল অবলা বলে ।
 ফাটিয়া ঘাইত পাষাণ হলে ॥
 ছুখিনার দিন ছুখেত গেল ।
 মথুরা নগরে ছিলে ত ভাল ॥
 এ সব দুঃখ গেল হে দূরে ।
 হারাগ রতন পাঁজলাম কোরে ॥
 এখন কোকিলা করুক গান ।
 লম্বা ধরুক তাহার তান ॥
 মলয়-পবন বহ ক মন্দ ।
 গগনে উদয় হউক চন্দ ॥
 বাস্তবী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে ।
 দুঃখ দূরে গেল সুখ বিলাসে ॥”

চণ্ডীদাসের ভণিতা-যুক্ত আর একটা বহু-বুলীমিশ্র পদের প্রথমে আছে—

“শতেক বরষ পরে বদুয়া মিলিল ঘরে
 রাধিকার অন্তরে উল্লাস”

এই পদগুলি বড়ু চণ্ডীদাসের কি না এবং এই পদগুলির মধ্যে ভাষা বা ভাবের এক আছে কি না, আমরা

এখানে সে বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব না। ১ম ও ২য় পদটিতে যে মিলন বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্টতঃ মথুরা হইতেই শ্রীকৃষ্ণের আগমন বুঝা যাইতেছে। ইহার সহিত পুরাণ বিরোধ থাকিলেও, কবির কাব্যে তাহা বিশেষ দৃষ্টিয় নহে বলিয়া, আমরা সে কথাও ধরিব না। আমরা এখানে শুধু ইহাই বলিব যে, যদি শ্রীকৃষ্ণ মথুরা হইতেই গোকুলে শুভাগমন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে রাজা জরাসন্ধ কর্তৃক একবিংশতি বার আক্রমণের পর মথুরার ধ্বংস-সাধন, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক দ্বারকায় নৃতন রাজধানী স্থাপন, কল্লিণী প্রভৃতির পরিণয় ও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের নায়কতা প্রভৃতি ঐতিহাসিক প্রধান প্রধান কার্যগুলি তখন পর্য্যন্ত অসম্পাদিত রহিয়াছে বলিয়াই জানা যায়। এ অবস্থায় তিনি তখন গোকুলে আসিয়া কত সময় ছিলেন এবং অন্ততঃ তাঁহার প্রিয়তমা শ্রীরাধার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিয়া গেলেন অর্থাৎ রাধা বাকি জীবনের জন্ত আবার বিরহ-সাগরেই নিমজ্জিত হইলেন অথবা তিনিও মথুরায় নীত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের মহিষী-সমূহেরই সংখ্যা বৃদ্ধি করিলেন, করিয়া থাকিলে মথুরা-লীলায় তাঁহার কোন উল্লেখ নাই কেন, এ সকল প্রশ্ন অতই মনে উদ্ভিত হইয়া থাকে। বলা আবশ্যক যে বাঙ্গালা পদাবলী-সাহিত্যে এ সকল সমস্তই কোনই সমাধান পাওয়া যায় না। এদিকে আবার পুরাণ-মূলক একটা প্রসিদ্ধ কিংবদন্তী আছে যে, শত বৎসরের অন্তে কুরুক্ষেত্রে একটা যজ্ঞ উপলক্ষে তথায় যশোদা, রাধা প্রভৃতির সহিত একবার সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল উহার পূর্বে বা পরে আর সাক্ষাৎ ঘটে নাই। আমাদের উল্লিখিত “শতেক বরস পরে” ইত্যাদি পদ এই কথাটিরই পোষকতা করিতেছে। বস্তুতঃ বাঙ্গালা পদাবলী-সাহিত্যে নানা কবি নানা ভাবে গৌজা মিল দিয়া মিলনের দ্বারা পদ রচনা করিয়া থাকিলেও উহাতে সঙ্গময় স্থধী পাঠকের তৃপ্তি হয় না। শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবি শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয় তাঁহার ‘ললিত-মাধব’ নামক দ্বারকা-লীলাস্বক প্রসিদ্ধ নাটকে এক নূতন কল্পনার লীলা প্রদর্শন করিয়া, দ্বারকাব কল্লিণী ও সত্যভামা ব্রজের রাধা ও চন্দ্রাবলীরই পৃথক লীলা-দেহ, তাঁহাদিগের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই এবং শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধা প্রভৃতি প্রথমে যোগ-মায়ার কৌশলে এ তত্ত্ব বুঝিতে না পারিলেও পরে ইহা বুঝিতে পারিয়া দ্বারকায় নব-বৃন্দাবনে আবার ব্রজ-লীলা-রসের আশ্বাদন দ্বারা তাঁহাদিগের বিরহ-ক্লেশের অবসান করিয়াছেন, ইহা বর্ণিত হইয়াছে। পূর্বোক্ত সমস্তই এই সমাধান গোস্বামি-পাদের দ্বারা দার্শনিক কবির কৌশলময় কল্পনার পরিচায়ক হইলেও—ইহাও যে একটা গৌজা-মিল মাত্র, তাহা বলা বাহুল্য। “গোবিন্দ-লীলামৃত”-কার সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণদাস কবিরাজ-গোস্বামী ও “কৃষ্ণভাবনামৃত”-কার শ্রেষ্ঠ কবি বিশ্বনাথ চক্রবর্তী-মহোদয় শ্রীরাধা-কৃষ্ণের অন্ন-কাল-স্থায়ী প্রকট ব্রজ-লীলার সমস্ত প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের অনাদি ও অনন্ত-কাল-স্থায়ী অষ্ট-কালীয় নিত্য-লীলা অবলম্বনে যে উৎকৃষ্ট লীলা-কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন, উহাতে আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া কণ্ঠকের ক্ষত্রেও অনত্র যান নাই—তাঁহার সহিত শ্রীরাধার ও মঞ্জরী-সখী-গণের অনাদি ও অনন্ত কাল ধরিয়া এই নিত্য-লীলা চলিতেছে। গোস্বামি-শাস্ত্রে রাগাহুগ ভক্ত বৈষ্ণব সাধকের পক্ষে সর্বদা এই নিত্য-লীলার ধ্যান করাই প্রধান কর্তব্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ যাহারা শ্রীকৃষ্ণের সর্বোৎকৃষ্ট বিশ্বাস করেন; তাঁহাদিগের নিকট শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে এরূপ প্রকট ও অপ্রকট লীলাদ্বয়ের যুগপৎ সম্পাদন অসম্ভব বা অবিশ্বাস্য মনে হইবে না। আমাদের বিবেচনা হয় যে, পূর্বোক্ত প্রকট ব্রজ-লীলার সেই গৌজা-মিলের সম্মিলনে অসম্ভব বৈষ্ণব সাধক বা সঙ্গময় পাঠকদিগের পক্ষে, এই নিত্য-লীলার অল্পলীন বা চিন্তাই মাধুর্য-বিরহের পরে কি হইল?—এই উৎকণ্ঠা নিবারণের এক-মাত্র সঙ্গময়; কেন না, আমাদের পক্ষে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, শ্রীকৃষ্ণের প্রকট-লীলার পরিণতি যে বাস্তবিক বর্ণিত রাম-লীলার মতই বিষাদ-সিন্ধু-বিশেষ, উহাতে কোনই সন্দেহ নাই। পূজ্য-পাদ বহুমহোদয়ের মত অধিকাংশ যুক্তি-বাহী শিক্ষিত সমালোচকের মতে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের ব্রজ-লীলা কবির কল্পনা হইলেও, কাব্যের হিসাবে সঙ্গময় পাঠকের নিকট উহার গুরুত্ব কম নহে। ব্রজ-লীলার পূর্বোক্ত রূপ উপসংহার যে, কাব্য-রস-পিপাসুর মনে শাস্তি-দান করিতে পারে নাই তাহা বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। পুরাণের ঘটনার সহিত উৎকৃষ্ট কবি কল্পনার সংযোগ সাধন সর্বত্র সম্ভবপর নহে। একমাত্র ব্রজ-লীলার

শ্রেষ্ঠ-কাব্যোচিত উপসংহার কোন কাব্যেই লক্ষিত হয় না। যাহা হউক, আমাদের ভবানন্দ এই অসাধা-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া কত দূর কৃতকার্য হইয়াছেন, তাহা সহদয় পাঠকগণই বিচার করিবেন; আমরা এখানে ভবানন্দের ভাষায়ই তাঁহার কাব্যের উপসংহারের সংক্ষেপে পরিচয় দিব।

বিষ্ণু-প্রিয়া লক্ষ্মী-দেবী জ্যোতা-স্বর্গে সীতা-রূপে অসহনীয় ক্লেশ-ভোগ করিয়াছেন বলিয়া যখন শ্রীকৃষ্ণের সহিত পৃথিবীতে জন্ম-গ্রহণ করিতে একান্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করেন, তখন নারায়ণ তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলেন—

“খেদ পরিহরি প্রিয়া চিত্ত কর স্থির।

লীন করি লৈমু তোমা আপন শরীর ॥

তিলোত্তমা-রূপে মগ্ন হইব আমার।

রাধা তেন নাম হৈব ভুবন-বিপাত ॥”

নারায়ণের এই প্রতিজ্ঞা-বাক্যে আশ্বস্তা হইয়াই লক্ষ্মী তিলোত্তমা ওবফে শ্রীরাধা নামে একভাঙ্গ-পত্নী বিমলাব উদরে জন্ম-গ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ অপূর্ণ কিন্তু অল্প-কাল-স্থায়ী ব্রজ লীলার অবসানে কংস-বধ করার জন্তে মথুরায় যাওয়ার সময়ে যদিও বলিয়া যান যে, তিনি দুই চারি দিনের মধ্যেই মথুরাব কাথ্য শেষ করিয়া এজ্ঞে প্রত্যাগমন করিবেন, কিন্তু অনিবার্য বাহ্য-কাথ্য হেতু তাঁহাকে মথুরায়ই কিছুকাল থাকিতে হয়। এই কিছু-কাল যে কত কাল, তাহা কোন গ্রন্থেই স্পষ্ট উল্লিখিত হয় নাই। পুৰাণে আছে, মগদের দুর্দান্ত রাজা জরাসন্ধ, তাঁহার জামাতা কংসের বধের প্রতিশোধ লওয়ার জন্তে ক্রমে একুশ বার মথুরা আক্রমণ করিয়া উহাকে ভস্মীভূত করিলে, শ্রীকৃষ্ণ মথুরার প্রজাগণসহ গুজরাত প্রদেশে গমন করিয়া সমুদ্রতীরে বাবকাথ উপনিবেশ স্থাপন করেন এবং তৎকালের ক্ষত্রিয় প্রথা অনুসারে কতক সমাজ-নৈতিক ও কতক বান-নৈতিক প্রয়োজনে বাধ্য হইয়া কৃষ্ণগৌ প্রভৃতি প্রধান অষ্ট-মহিবীর ও অস্ত্রাশ্রয় বহুতর (পূরণেব মতে ষোল শত) রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। একুশ বার আক্রমণের পরে মথুরা-নগরী ভস্মীভূত করিতে বোধ হয় বহু বৎসরই গত হইয়াছিল। কিন্তু এখানে সময়-সংক্ষেপ না করিলে কাব্য-রচনা চলে না বলিয়া, প্রায় সকল বৈষ্ণব-কবিই ইচ্ছা ও প্রয়োজন অনুসারে এই সময়টাব সংক্ষেপ করিয়াছেন। শ্রীবাধাব ঘট-ঋতু কালোচিত বিবহ প্রভৃতি সবিস্তারে প্রদর্শিত করার জন্তে ভবানন্দ এই সময়টা যথেষ্ট সংক্ষেপ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মথুরা-গমনের সপ্তদশ মাস অন্তে উদ্ধব কণ্ঠক দ্বারকায় সমানীতা শ্রীরাধার সহিত তাঁহার পুনর্দর্শন বর্ণিত করিয়াছেন। অনেক সুপ্রসিদ্ধ স্বদেশী বা বিদেশী কাব্যে এরূপ সময় সংক্ষেপের উদাহরণ পাওয়া যায়। ইহা এরূপ স্থলে এক প্রকার অনিবার্য বলিয়া, অভিজ্ঞ পাঠক অবশ্যই ইহাকে কবির গুরুতব অপরাধ গণ্য কবিবেন না। এই সপ্তদশ মাস সময়ের মধ্যে অপূর্ণ ঐশ্ব্যময়ী দ্বারকা-পুরী নির্ধ্বংস ও মথুরা-বাসিগণ কণ্ঠক অগ্ন্যবিত্ত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ, কৃষ্ণগৌ প্রভৃতি অষ্ট মহিবীর পাণি-গ্রহণ করিয়াছেন আর এদিকে শ্রীরাধার প্রতিজ্ঞাত * সংবৎসর-কালও গত হওয়ায় তাঁহার জীবন অরক্ষণীয় হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীরাধা বা তাঁহার শ্রীমতী সপা কেহই জানেন না যে, শ্রীকৃষ্ণ তখন মথুরায় নাই, স্বল্প দ্বারকায় বাইরা উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন। তাই শ্রীরাধাকে সাহস দিতে যাইয়া শ্রীমতী কহিলেন—

* “আপনে কহিলি দুই দিবসে আসিবা।

বহিষেক আইস যদি তেমু লাগ পাইবা।

পথ-নিরীক্ষণে আসি করিমু তোমা ধ্যান।

ইহার অধিক হৈলে তেহিমু পরাণ ॥”

অবশ্যই রথে চড়িয়া বাইতেছেন, তবু গোকুলে পৌছিতে সেই এক দিন সময়ই লাগিল। এ অবশ্যই বলা হয়—“নিরঙ্কুশাঃ কবয়ঃ।” যাহা হউক, এই প্রসঙ্গে রাজা জয়জয় হরিবংশেব বক্তা ব্যাস-দেবেব নিকট এক-টা নিতান্ত প্রয়োজনীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—

“গুন মুনি নিবেদন”—জয়জয় বোলে।

“কোন হেতু গোবিন্দ না আসিলা গোকুলে ॥

মুনি বোলে “প্রসিদ্ধ যে আছেয়ে ইহার।

অদেধে কাহাই আর নাসিলা পুনর্কাবে ॥

ত্রিদশের অধিকারী ধারকা-ঈশ্বর।

গোকুলে আসিলে নন্দ-যশোদা-কোডব ॥

থণ্ডায়ে মহীর ভার—নাম মহীপাল।

রন্দাবনে আসিলে দেখব বাখোয়াল ॥”

(৮০০৫—২৩১২ পং)

বলা বাহুল্য যে, ব্যাস-দেবের এই যুক্তি সঙ্গত হউক বা অসঙ্গত হউক, ষড় বৎসব অষ্টে কুক্ষক্ষেত্রে ত্রীকৃষ্ণের সহিত যশোদা ত্রীরাধা প্রভৃতির সাক্ষাৎ হইয়াছিল, এইমর্মে-বিদারক লোক প্রসিদ্ধি ভবানন্দ-জ্ঞাত ছিলেন এবং তাঁহার কোমল কবি-রূপেয় স্বমধুর ব্রজ-লীলার একপ উপসংহার নিতান্ত অল্পপাদেয় ও বিসদৃশ প্রতীত হওয়ায়ই, তিনি অগত্যা কবি-কল্পনার সাহায্যে উহার একটা কাব্যোচিত উপসংহার প্রদর্শিত করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ভবানন্দের এই পরিকল্পনা সর্বাংশে মহা-কাব্যের উপযুক্ত হইয়াছে এবং উহা দ্বারা ত্রীরাধার অতুলনীয় প্রেমেরও মর্যাদা রক্ষা পাইয়াছে। ত্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা ত্রীরাধা—প্রেমের দ্বন্দ্ব-দর্শন-ত্যাগিনী ত্রীরাধা কি সত্যভামার মত সপত্নীগণের মধ্যে সর্বাংশে প্রিয়া হওয়ার তুল্য সৌভাগ্যের আশায় প্রাণধারণ করিতে পারেন? তাঁহার পক্ষে প্রিয়তমকে সাক্ষাতে দেখিতে দেখিতে প্রাণ-পরিত্যাগ করাও শত-গুণে শ্রেয়ঃ। যদি বিরোগান্ত কাব্য করিতে নাই—এইরূপ সনাতন নিবেদন থাকিত এবং পুরাণ-বিরোধ না ঘটিত, তাহা হইলে ভবানন্দও এখানে নব্য কবিদিগের দ্বারা বিরোগান্ত করিয়াই তাঁহার কাব্য শেষ করিতে পারিতেন; ত্রীরাধা যোগ-বলে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেই রাধা-চরিত্রের মাহাত্ম্য রক্ষার সহিত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারিত; কিন্তু, এ ভাবে পুরাণ-বিরোধ ও রস-শাস্ত্রের বিরোধ ঘটাইতে ভবানন্দের সাহসে কুলায় নাই। তিনি হর-গৌরীর দৃষ্টান্তে ত্রীরাধিকাকে মহাকাব্যোচিত অতি-প্রাকৃত ঘটনার সাহায্যে ত্রীকৃষ্ণের সঙ্গে লীন করিয়াই সকল দিক রক্ষা করিয়াছেন। এই ঘটনাকে ঠিক মিলনান্ত বলা যায় না, ঠিক বিরোগান্তও বলা যায় না। ইহার মিলনে শ্রেষ্ঠ বিরোগের অনন্ত ভগ্নরতা ও ইহার বিরোগে শ্রেষ্ঠ মিলনের অনন্ত ব্যাকুলতা রহিয়াছে। ব্রজ-লীলার ইহাই উপযুক্ত উপসংহার; ভবানন্দের এই মহীরমী পরিকল্পনার তুলনা অপূর্ণ বৈষ্ণব-কাব্যেও বিরল। ভবানন্দ যে ভাবে এই বিরহাত্মক মিলন বা মিলনাত্মক বিরহের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, উহাও তাঁহার অপূর্ণ পরিকল্পনার অল্পপূর্ণ হয় নাই। আমরা উহার আংশিক বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া কাব্যের রস-ভঙ্গ করিব না। আমাদের সনির্বন্ধ অল্পরোধ, পাঠক যদি অধীর হইয়া সমস্ত কাব্য খানা পাঠ নাও করিতে পারেন তাহা হইলেও ভবানন্দের এই মহাকাব্যের শেষ অংশের “ত্রীরাধার ভাবী বিরহ” শীর্ষক পালা হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রন্থের শেষ পর্য্যন্ত অবশ্যই পড়িয়া দেখিবেন। বিশ্রান্ত-রসাত্মক প্রাচীন বাজালা কাব্যে এ গুলির তুল্য উপাদেয় আর কিছু নাই, একথা বলিলেও আমাদের বিবেচনার অভ্যাস হইবে না।

ভবানন্দের ব্যক্তিত্ব ও কবিত্ব

ভবানন্দের কাব্যে সাক্ষাৎ সৰ্ব্বদে তাঁহার কোনও পরিচয় পাওয়া যায় নাই। অনেক প্রসিদ্ধ সংস্কৃতের ও বাংলার কবিরই পরিচয় মিলে নাই, সুতরাং ইহাতে বিস্তৃত ও দৃষ্টিত হইয়া কোনও ফল নাই। কবিদিগেব প্রকৃত পরিচয় তাঁহাদিগের কাব্য হইতেই পাওয়া যায়। ভবানন্দের কাব্য হইতেও সুধী-পাঠক তাঁহার চরিত্রের অনেক বিশেষত্বই অবগত হইতে পারিবেন। হরিবংশের পুণ্ড্রিক, উহার ভাষা ও ব্যাকরণ, উহার ছন্দ ও উহার কথা-বস্তু হইতে আমরা কবির দেশ ও কাল সম্বন্ধে একটা বিশ্বাস-যোগ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ায় যে সকল উপকরণ পাইয়াছি, এবং উহার সাহায্যে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহা ঐ সকল বিষয়েব আলোচনা প্রসঙ্গেই সবিস্তারে উল্লিখিত হইয়াছে। এখানে সে আলোচনার পুনরুক্তি না করিয়া, আমরা কেবল সেই সিদ্ধান্তগুলিরই পুনরুক্তি ও অনালোচিত বিষয়গুলির সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব।

(১) হরিবংশের গ-পুণ্ড্রিক খানির লিপি বাঙালা ১০২৬ সালের ২১শে আশ্বিন সমাপ্ত হইয়াছিল। গ-পুণ্ড্রিক খানি প্রাপ্ত পুণ্ড্রিক গুলির মধ্যে প্রাচীনতম হইলেও, উহাতে একরূপ বহুতর পরিবর্তন ও সংযোজন পাওয়া গিয়াছে, যে উহার অন্যান্য এক শত বৎসর পূর্বে হরিবংশে কাব্য রচিত হইয়াছিল, একরূপ সিদ্ধান্ত না করিয়া পাওয়া যায় না।

(গ-পুণ্ড্রিক বিবরণ ত্রুট্য)

(২) গ-পুণ্ড্রিক শেষে লিখিত আছে—

“শ্লোক ভাদ্রিয়া রচিলেক পদ-বন্ধ।

শিবানন্দ-সুত অধম ভবানন্দ ॥”

ঘ-পুণ্ড্রিক শেষে আছে—

“মনোহর শ্লোক ভাদ্রি রচি পদ-বন্ধে।

শিবানন্দ সুত অধম ভবানন্দে ॥”

ছ-পুণ্ড্রিক শেষে আছে—

“মনোহর শ্লোক বিস্তারিয়া পদ-বন্ধে।

শিবানন্দ-সুত কহে দীন ভবানন্দে ॥”

ক পুণ্ড্রিক অস্ত্য অংশ খণ্ডিত, ঘ-পুণ্ড্রিক অস্ত্য পঙ্ক্তি ‘শিবানন্দ-সুত’ ইত্যাদি স্থলে পাঠ আছে—“লোকে বুঝিবারে বোলে দীন ভবানন্দে।” চ-পুণ্ড্রিক ঘ-পুণ্ড্রিক দুটো লিখিত বলিয়া, পাঠ ঘ-পুণ্ড্রিক। খ, ঘ, চ ও ছ পুণ্ড্রিক গুলিতে ত্রুট্যের সঙ্গে ত্রুটিরা লীন হওয়ার পরেই গ্রন্থের সমাপ্তি করা হইয়াছে। ক ও গ-পুণ্ড্রিকে অতঃপর তুলনীর উপাখ্যান প্রসিদ্ধ করা হইলেও গ-পুণ্ড্রিক অস্ত্য শ্লোক ঘ, ছ-পুণ্ড্রিকই প্রায় অক্ষরপূর্ণ; সকল গুলিতেই ‘শিবানন্দ-সুত’ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং ভবানন্দের পিতার নাম যে ‘শিবানন্দ’ ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। ‘ভবানন্দ’—নাম অনেকের পূর্ন-পুরুষের বংশ তালিকায়েই পাওয়া যাইতে পারে। উহার কোন ভবানন্দ কবি ছিলেন অল্প প্রমাণাভাবে নির্ণয় করা অসম্ভব, কিন্তু তাঁহার পিতার নাম জানায় আন্দাজ চারিশত বৎসর পূর্ন হইতে আড়াই শত বৎসর পূর্ন পর্যন্ত প্রতি শতকে তিন পুরুষ ধরিয়া হিসাব করিয়া উক্তজন দ্বাদশ পুরুষ হইতে অষ্টম কি সপ্তম পুরুষের মধ্যে যদি ময়মনসিংহ, কুমিল্লা কিংবা ত্রিহাটা জিলার কোনও ব্রাহ্মণ বৈদ্য বা কায়স্থ বংশে শিবানন্দ-সুত ভবানন্দের খোজ মিলে, তাহা হইলে তিনিই যে শ্রেষ্ঠ কবি ভবানন্দ একরূপ অনুমান করিয়া চেষ্টা করিলে, কবির সম্বন্ধে আরও কোন কোন জাতব্য বিষয় জানা যাইতে পারে। সেজন্যই ভবিষ্যৎ গবেষণা-কারীদের এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইল।

(৩) হরিবংশের ভাষার ও রস-ভাবের আলোচনা দ্বারাও কাব্য খানা কৃষ্ণকীর্তনের ঐ শ্রীমহাপ্রভুর পরবর্তী কালে পূর্ব বঙ্গের পূর্ব ময়মনসিংহ, কুমিল্লা বা পশ্চিম শ্রীহট্টে রচিত হওয়া অস্বীকৃত হইয়াছে।

(৪) হরিবংশের কথা-বস্তুর আলোচনা দ্বারাও উহা শ্রীমহাপ্রভুর কিঞ্চিৎ পরে শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভৃতির সংস্কৃত রসগ্রন্থ ও কাব্যাদি হৃদয় পূর্ব বঙ্গে সুপ্রচারিত হওয়ার পূর্বেই উক্ত কাব্যখানা রচিত হইয়াছিল জানা গিয়াছে।

(৫) হরিবংশের উক্ত পুথিগুলিতে কুত্রাপি ‘দীন ভবানন্দ’ বা ‘অধম ভবানন্দ’ ব্যতীত ‘দ্বিজ ভবানন্দ’ ভণিতা পাওয়া যায় নাই। সুতরাং ‘বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য’ গ্রন্থের দুই তিন ছত্দের পবিচয়ের মধ্যে * হরিবংশ কার ভবানন্দকে যে ‘দ্বিজ’ ভবানন্দ বলা হইয়াছে, উহা আমবা প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি নাই। ডাঃ সেন মহাশয় যদি কোনও স্থলে ভণিতার ‘দীন’ শব্দের পরিবর্তে দ্বিজ পাঠ পাইয়াও থাকেন, তাহা হইলেও তাঁহার পুথিখানা হরি-বংশের ‘গ’ ‘ঘ’ ও ‘ক’ পুথি হইতে আধুনিক ও অল্পমত শ্রেণীর লোকের লেখা বলিয়া, ঐ পুথিগুলি বরুদ্ধ প্রামাণিক বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না। ভবানন্দ বৈষ্ণব বলিয়াই বোধ হয় ‘দ্বিজ’ ইত্যাদি না লিখিয়া ‘দীন’ বা ‘অধম’ লিখিয়াছেন; কিন্তু তিনি পরবর্তী প্রায় সকল বৈষ্ণব কবির মত কুত্রাপি ‘দাস’ ও লিখেন নাই। হরিবংশ পুথি খানা পূর্বে ‘পাঠক’ অর্থাৎ কথকদিগের দ্বারা গীত হইত বলিয়াই অস্বীকার হয়। পুথির রচয়িতাও সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত এবং উৎকৃষ্ট গীতা-বেত্তা ছিলেন, তাহাও নিশ্চিত বুঝা যায়। এ অবস্থায় তিনি নিজে কথকতা ব্যবসায়ী একজন বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া আমাদের মনেও ধারণা জন্মিয়াছে; কিন্তু এ সম্বন্ধে কোনও নিশ্চিত প্রমাণ না থাকায় আমবা ভবানন্দকে দ্বিজ বলিয়া পরিচিত করিতে পারি নাই। ডাঃ সেন মহাশয় তাঁহার গ্রন্থের অগ্রজ পৌরাণিক আখ্যায়িকা অবলম্বনে পালা রচনাকারিদিগের কয়েক জনের নামের মধ্যেও ভবানন্দের উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার রচিত কোন কোন পালা তিনি দেখিয়াছেন, সেগুলির রচনাই বা কিরূপ, সে সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। ভবানন্দের হরি-বংশ কাব্যখানা সম্বন্ধে ও তিনি শুধু দ্বিজ ভবানন্দ কর্তৃক অস্বীকারিত, ইত্যাদি লিখিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। বস্তুতঃ কাব্য-খানির প্রথম দুই চারি পাতা পড়িলে উহাকে অস্বীকার বলিয়া ভ্রম হওয়া অসম্ভব নহে, কেন না, ভবানন্দের ২৮৩—২৮৬ পঙ্ক্তি গুলিতে আছে—

“সত্যবতী-স্বত ব্যাস নারায়ণ-অংশ।

সজ্জপে রচিত পুণ্য-শ্লোক হরিবংশ॥

সেই শ্লোক বাখান করিয়া পদ-বন্ধে।

লোকে বৃদ্ধিবার বোলে দীন ভবানন্দে॥”

এই রূপ ভণিতা অনেক পালায় শেষে বা মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু মনোযোগ করিয়া কিছু দূর পড়িয়া গেলে ত্রাজে গোপের ঘরে লক্ষীর রাধা-কপে জন্মের বর্ণনা ও একটু পরেই শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের স্ববিস্তৃত প্রেম অবতারণা পড়িলেই বুঝা যায় যে, উহা লীলার সংস্কৃত হরিবংশের অস্বীকার হইতে পারে না, কেন না উহাতে শ্রীরাধার নাম গন্ধও নাই। এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে ভবানন্দের এইরূপ অসত্য বিবরণ পূর্ণ ভণিতা দেওয়ার কি কারণ আছে? আমাদের মনে এ বিষয়টার একটু বিশেষরূপে আলোচনা করিতে হইবে।

প্রথমতই বলা আবশ্যিক যে, ভবানন্দ নিজে তাঁহার হরিবংশকে কুত্রাপি ‘অস্বীকার’ বলিয়া বলেন নাই। প্রাচীন-কালে অস্বীকার বলিলে কি বুঝা যাইত, অভিজ্ঞ পাঠক কবিরাজ গোস্বামীর ‘ঐতত্ত্ব-চরিতামৃত’ গ্রন্থে কৃতিগণ সংস্কৃত শ্লোকের স্ববিস্তৃত তাৎপর্য ব্যাখ্যা ও রস-বিশ্লেষণেই উহার সুন্দর পরিচয় পাইয়াছেন। এখানে যে ‘বাখান’ শব্দটা প্রযুক্ত হইয়াছে, উহা আরও বিরাট ব্যাপার। ভবানন্দ ‘সজ্জপে’ কথার ইচ্ছাতে বুঝাইয়াছেন যে, ব্যাস-দেব তাঁহার

* ‘হরিবংশ’—দ্বিজ ভবানন্দ কর্তৃক অস্বীকারিত শ্লোক-সংখ্যা ৩১৮, লেখক শ্রীভাগবত খুগী, হস্তলিপি (বা ১১২০ সন) ১৭৮৩ পৃঃ অঙ্ক ‘বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য’ ৩য় সংস্করণ ৪৮০ পৃষ্ঠা।

হরিবংশে ত্রিরাধা বা ব্রজ-লীলার কোনও প্রসঙ্গই করেন নাই। না করার কল্পিত কারণ হইতেছে ত্রীকৃষ্ণের নিবেদ; তিনি “হরিবংশের রহস্য কখন” শীর্ষকে উহা খুলিয়াই বলিয়াছেন; যথা—

“রাজা বোলে—“পূর্ব্বে তোমাত কৈলু নিবেদন।

ক্রমাগতে ভাগবত শুনিতে কারণ ॥

রূপা-যুক্ত হৈয়া প্রভু ভাবিলা আপনে।

আজ্ঞা করিলা কহিতে বৈশম্পায়নে ॥

শুনিলু অশেষ পুণ্য নানা ধর্ম্ম-তত্ত্ব।

কেনে হরিবংশ তাঞি না কৈলা ই-মত ॥

মুনি বোলে “শুন রাজা স্থির করি মন।

শুণ-অতিশুণ হরিবংশ বিবরণ ॥

চারি বেদ চৌদ্দ শাস্ত্র গীতা ভাগবত।

শিষ্য সকলেরে পঢ়াইলু নানা-মত ॥

হরিবংশ শিষ্য সবে না জানে যে নিমিত্ত।

সেহি বিবরণ শুন হইয়া এক-চিন্ত ॥

এক দিন ত্রীকৃষ্ণ আমার ঘরে আসি।

কহিলেন মোর ঠাঞি যুছ যুছ হাসি ॥

রাধার আমার প্রেম বর্ণিছ আপনে।

এহি কার্য্য করিবা যেন অস্ত্রে না বাধানে ॥

একান্ত ভক্তিযে যদি শুনে কোন জনে।

তবে মোর প্রীতি যদি বাখান আপনে ” ইত্যাদি

(৭৩৬—৭৩৮৩ পং)

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ত্রিরাধার সহিত ত্রীকৃষ্ণের প্রেম-লীলা শুদ্ধাতিশুদ্ব বলিয়া, ভ্রমাবান্ ভক্ত ব্যতীত অন্যের শ্রোতব্য নহে; এ জন্য ত্রীকৃষ্ণের নিবেদে ব্যাস-দেব তাঁহার হরিবংশে সেই প্রেম-লীলা বর্ণিত করেন নাই। সুতরাং বৈশম্পায়ন-কথিত হরিবংশে সেই লীলা না শুনিতে পাইয়া এবং পরে ব্যাস-দেবের নিজের মুখে সেই প্রেম-লীলা শ্রবণে সন্দেহাঘিত হইয়া অন্তরে কারণ জানিতে চাহিলেন। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, ব্যাস-দেব যদি হরিবংশে সেই লীলা না বর্ণিয়া থাকেন, তাহা হইলে পরে সেই লীলা প্রচার হইল কি প্রকারে? একধার স্পষ্ট উত্তর কোন স্থানে পাওয়া না গেলেও ভক্ত বৈষ্ণব সম্প্রদায় বিশ্বাস করেন যে, ব্যাস-দেবের প্রিয় শিষ্য ও প্রেশিষ্য-পরম্পরা দ্বারা ঐ শুদ্ব-বিবরণ ভক্ত সমাজে প্রচারিত হইয়াছে। অভিজ্ঞ পাঠক নিশ্চিতই জানেন যে, আমাদের দেশে প্রাচীন লোকাচারের সমর্থক কোনও শাস্ত্র-প্রমাণ না পাইলে উহার পোষকতার জন্য “হোলাকা কৰ্ত্তব্য” ইত্যাদির মত বিলুপ্ত ঋতি-বাক্য কল্পনা করিয়া, লোকাচার-সিদ্ধ “হোলী-উৎসব” প্রভৃতির শাস্ত্রীয়তা প্রমাণিত হইয়া আসিতেছে। ত্রিরাধা-কৃষ্ণের প্রেম-লীলার উল্লেখ যখন ব্রহ্ম-বৈবর্ত পুরাণ প্রভৃতিতে আছে, তখন হরিবংশে উহা না থাকিলেও উহা হরিবংশের সম্মত এবং পূর্ব্বোক্ত কারণেই উহা হরিবংশে বর্ণিত হয় নাই—ইহাই শাস্ত্র-বিশ্বাসীরা এক-মাত্র অস্থমানেব বিষয় আছে। যে ভাবেই হউক সেই রূপ একটা কিংবদন্তী বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে বলিয়া ভবানন্দও উহাতে দৃঢ় বিশ্বাস হেতু ত্রিরাধা-কৃষ্ণের ব্রজ-লীলা হরিবংশ-সম্মত মনে করিয়া তাঁহার বর্ণিত সমস্ত লীলাটাই হরিবংশের ‘বাখান’ বলিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ বিচিত্র ‘বাখান’এর উপরে নির্ভর করিয়াই

আমাদিগের প্রায় সমস্ত দেব-দেবীর পূজা ও কাহিনী দ্বারা পূর্ণ লৌকিক হিন্দু-ধর্মটো। ক্রমশঃ পল্লবিত ও সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে; উহাতে বিস্তৃত হওয়ার কোনও কারণ নাই। ভবানন্দ হইত নিজের কল্পনায় কথা-বস্তুর কোনও পরিবর্তন করেন নাই; তাঁহার সময়ে তিনি প্রাচীনদিগের মুখে ব্রহ্ম-লীলার কাহিনীটো যেমন শুনিয়াছেন, উহাকেই কাব্যোচিত আকার দিয়া তাঁহার কাব্যে বর্ণিত করিয়া গিয়াছেন। শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণ-অঙ্গে লীন হওয়ার কাহিনীটার মূল যে কি ছিল, তাহা আমরা এখন কোন সংস্কৃত বা বাঙ্গালা গ্রন্থেই খুঁজিয়া পাইতেছি না। হইত সেই কাহিনী কোন গ্রন্থে লিখিত হয় নাই; কিন্তু হর-গৌরীর কিংবা হরি-হরের এক-দেহ ধারণের পৌরাণিক বিবরণের দৃষ্টান্তে রাধা-কৃষ্ণেরও এক-দেহ ধারণের প্রায় সমানার্থক কৃষ্ণের অঙ্গে রাধার লীনতার আখ্যায়িকা উদ্ধৃত হইয়া থাকিবে। শেক্সপীয়র কালিদাস প্রভৃতি মহাকবিরা অন্যের গ্রন্থ হইতে কাব্যের কথা-বস্তু এমন কি অনেক বিষয়ের বর্ণনা পর্য্যন্ত গ্রহণ করায়ও তাঁহাদিগের কবি-বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই। এ অবস্থায় ভবানন্দ যদি তাঁহার সময়ে প্রচলিত কোন কিংবদন্তী হইতে তাঁহার এই কাব্যের কোন উপকরণ সংগ্রহ করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও হরিবংশের মত একাধারে একখানা গীতি কাব্য, কথা-কাব্য ও মহাকাব্য রচনা করার স্রাব্য কবি-বশ তাঁহারই প্রাপ্য বটে।

ভবানন্দ 'ভগীরথ কর্তৃক গঙ্গা-আনয়ন বর্ণন', শীর্ষকে হরিবংশের মত নারদীয় পুরাণে ও 'কৃষ্ণ-শোকে মধুকর পিকের প্রাণ-ত্যাগ' শীর্ষকে কৌষিক-পুরাণেরও দোহাই দিয়াছেন।^১ অধুনা প্রচলিত অষ্টাদশ পুরাণ ও অষ্টাদশ উপ-পুরাণের মধ্যে 'কৌষিক' পুরাণ নামে কোন পুরাণ পাওয়া যায় না; স্তত্রাং ৭৭২৪—৭২১৭ পঙ্কজিঙ্গালর বর্ণিত 'মধুকর-নামক কোকিলের কাহিনী তিনি কোথায় পাইলেন জানা যায় নাই। বর্তমানে বঙ্গবাসীর শাস্ত্র-প্রকাশ কার্যালয় হইতে পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় কর্তৃক 'বৃহৎ নারদীয় পুরাণ' নামে সাহুবাদ যে পুবাণ-খানা প্রকাশিত হইয়াছে উহাতেও শ্রীরাধার নামগন্ধ নাই। কিন্তু উহাতেও ভগীরথের গঙ্গা-আনয়নের একটা সংক্ষিপ্ত উপাখ্যান আছে। শব্দকল্পদ্রুমে 'নারদীয় পুরাণ' হইতে ঐ পুরাণের বর্ণনীয় বিষয়ের যে বিবরণ উদ্ধৃত করা হইয়াছে, উপাখ্যান আছে। পূর্বোক্ত 'বৃহৎ নারদীয়' পুরাণের বর্ণনীয় বিষয়ের বা শ্লোক-সংখ্যাব সমতা নাই। শব্দকল্পদ্রুমের 'নারদীয় পুরাণ' হইতে বঙ্গবাসীর 'বৃহৎ নারদীয়' পুরাণের শ্লোক-সংখ্যা অনেক কম। এ সম্বন্ধে সম্পাদক তর্করত্ন মহাশয় কোনই আলোচনা করেন নাই। আমাদিগের নিতান্ত সন্দেহ জন্মিয়াছে যে বঙ্গবাসীর 'বৃহৎ নারদীয় পুরাণ' অষ্টাদশ মহা-পুরাণের অন্তর্গত 'নারদীয় পুরাণ' নহে। উহার নামের আদিতে 'বৃহৎ' শব্দ-টাই উহার পরবর্ত্তিতার পরিচয় দিতেছেন। 'বৃহৎ নারদীয়ে' অধিক শ্লোক পাওয়া দূরে থাকুক উহাতে নারদীয়ের নিদিষ্ট শ্লোকের অপেক্ষাও অনেক কম শ্লোক আছে। ভরসা করি, পণ্ডিত-প্রবর তর্করত্ন মহাশয় বা অন্য কোন বিশেষজ্ঞ অগ্রহণপূর্বক এই সমস্তার সমাধান করিয়া আমাদিগের সন্দেহ-নিরসন করিবেন।

আমাদিগের এই আলোচনা আপাততঃ অপ্রাসঙ্গিক মনে হইলেও ইহা হইতে আমরা ভবানন্দের সম্বন্ধে একটা মূল্যবান তত্ত্ব জানিতে পারিতেছি। তিনি কেবল শাস্ত্র-বিখ্যাসী ছিলেন না, লৌকিক হিন্দুধর্মের বিশেষতঃ বৈষ্ণব-ধর্মের প্রচলিত কিংবদন্তীও তিনি পুরাণাদির মতই বিশ্বাস করিতেন; তাই সংস্কৃত হরিবংশের শূন্য-ভিত্তির উপর নিজের ব্রহ্ম-লীলার বিশাল নৌথের প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়াও একটু ভীত বা সন্দেহান হন নাই এবং সংক্ষিপ্ত হরিবংশের 'বাধান' নাম দিয়াই নিজের গ্রন্থখানা চালাইয়া দিয়াছেন। ভবানন্দ যে নিজে একজন দীক্ষিত বৈষ্ণব ছিলেন, তাহাও বেশ বুঝা গিয়াছে। অভিজ্ঞ পাঠক জানেন যে আমাদিগের সংস্কৃতের পুরাণ ও উপপুরাণগুলি বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্ত এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। ভাগবত, বিষ্ণু-পুরাণ, নারদীয়-পুরাণ, ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত প্রভৃতি বৈষ্ণব-পুরাণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। বৈষ্ণব পুরাণে বিষ্ণুই শিব ও ব্রহ্ম অপেক্ষাও অধিকারী। সর্বোপায়ে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইয়াছেন। তেমনি শৈব-পুরাণে শিবের শ্রেষ্ঠত্ব ও শাক্ত-পুরাণে শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব কীৰ্ত্তিত হইয়াছে। শৈব বা শাক্তগণ

বৈষ্ণব-পুরাণের এই সিদ্ধান্ত সত্য বলিয়া স্বীকার করেন না। ভবানন্দ কিন্তু বৈষ্ণব পুরাণের মত অনুসারে “ব্রহ্ম হইতে বিশ্বের উৎপত্তি বর্ণন” শীর্ষকে বিষ্ণুকেই শিব, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেব গণ হইতে সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণিত করিয়াছেন; ইহা দ্বারা ই ভবানন্দ নিজে দীক্ষিত বৈষ্ণব ছিলেন জানা যাইতেছে। বঙ্গ দেশে বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য বা কায়স্থ জাতির মধ্যে দীক্ষিত বৈষ্ণবের বংশ বিরল বটে; সুতরাং ভবানন্দের অজ্ঞাত বংশ বিবরণের খোঁজ করিতে গিয়া আমরা দিগকে শুধু দীক্ষিত বৈষ্ণবদিগের প্রাচীন বংশাবলীর খোঁজ করিলেই চলিবে। তবে কোনও বিশেষ কারণে পরবর্তী সময়ে কেহ কেহ পূর্ব পুরুষের সম্প্রদায় পরিচয় করিয়া ভিন্ন সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইতে পারেন, সে জন্ত অনুসন্ধানকালে সতর্ক হইতে হইবে। বৈষ্ণব-বংশের লোক পরে শৈব বা শাক্ত হইয়াছেন—এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল; কিন্তু শৈব বা শাক্ত বৈষ্ণব হইয়াছেন—এরূপ দৃষ্টান্ত এদেশে বহু পাওয়া যাইবে; সুতরাং বর্তমানের ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব বংশ ধরিয়া অনুসন্ধান চালাইলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা অধিক থাকিবে না বলিয়াই মনে হয়। বাহারা প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহেব জন্ত পূর্ব বঙ্গের গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের দ্বারা এই অনুসন্ধানের কাষটা ভাল চলিতে পারে। আমরা এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষদিগের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

(৬) আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে ডাঃ সেন মহাশয় ভবানন্দের রচিত পৌরাণিক উপাখ্যানের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু উহার কোন পরিচয় দেন নাই। ভবানন্দের হরিবংশের মধ্যে আমরা তাঁহার দুইটা প্রসিদ্ধ উপাখ্যান পাইয়াছি।* উহার মধ্যে প্রথমটির সহিত পুরাণের কোনও সম্বন্ধ দেখা যায় না; কিন্তু উহা ভবানন্দের কথা-কাব্য-কুশলতার ও বিদ্রূপ-নিপুণতার স্মরণ দৃষ্টান্ত। দ্বিতীয় উপাখ্যানটী পৌরাণিক ঘটনা অবলম্বনে রচিত। এই তুলসীর উপাখ্যান কোন কোন পুরাণে বর্ণিত থাকিলেও ভবানন্দের রচনায় যথেষ্ট বিশেষত্ব লক্ষিত হয়। দানব-রাজ শম্ভু দেবতার নিকট বর পাইয়াছিলেন যে তিনি অভাবতঃ যুদ্ধে অজয়ে হইবেন, কিন্তু যে ব্যক্তির দ্বারা তাঁহার পত্নীর সতীত্ব নষ্ট হইবে, তৎকর্তৃক তাঁহার বধ অবধারিত বটে। গন্ধর্ব্ব-রাজ চিত্রাক্ষ শম্ভুর অসাধারণ শৌর্ধ-বীৰ্য্যে ক্রীত হইয়া, বধন তাঁহার বিদূষী ও অল্পমম স্তম্বরী কন্তা বৃন্দাদেবীকে শম্ভুর সহিত পরিণীতা করার প্রস্তাব করিয়া পাঠান, তখন শম্ভু বৃন্দাকে পরিণয় করার পূর্বে তাঁহার চরিত্র-বল পরীক্ষা করার জন্ত সূদর্শন ব্রাহ্মণ-যুবকের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া বৃন্দার অধ্যাপক নিকলের গৃহে যাইয়া তিনিও বৃন্দার সম-শ্রেণীর ‘পাঠক’ অর্থাৎ পড়ুয়া রূপে অবস্থান করেন। তৎকালে রাজ-কন্তাকেও গুরু-গৃহে গিয়া পাঠাভ্যাস করিতে হইত; সুতরাং সমপাঠিনী বৃন্দার সহিত ছদ্ম-বেশী শম্ভুর আলাপ পরিচয় হইতে কোনও অসুবিধা হয় নাই। অতঃপর কি হইল, আমরা ভবানন্দের অপূর্ণ ভাষায়ই সংক্ষেপে উহার পরিচয় দিব—

“দূতের বচন শুনি তাবে রাজা শম্ভু।
তব্ব না জানিলে হৈব পশ্চাতে কলঙ্ক॥
শম্ভু বলে “বাও চর শীত্র-গামী হৈয়া।
কহিও বৃন্দারে আমি করিমু যে বিয়া॥
প্রণাম করিয়া চরে গেলা শীত্র-পতি।
পরিণামে চিন্তে তবে শম্ভু দৈত্য-পতি॥
কি যতে ইহার ভেদ জানিমু নিশ্চয়।
অসতী বা সতী কিছু না জানি নির্ণয়॥

* উপাখ্যান দুইটা হরিবংশের পরিশিষ্টের অন্তর্গত করা হইয়াছে। (বিংশ দৃষ্টের শেষে প্রসিদ্ধের দৃষ্টী ৩৫৮)। সঃ

এহি ভাবি শব্দে ব্রাহ্মণ বেশ ধরি ।
 একেশ্বর চলি গেলা চিত্তাক্ষের পুরী ॥
 নিকলের স্থানে গেলা শাস্ত্র পড়িবার ।
 বৃন্দার ছাত্ত্রেত গিয়া সঙ্কে মিলে তার ॥
 দেখিয়া বৃন্দার রূপ অতি মনোহর ।
 মোহিত হইল শব্দ ফুটি কাম-শর ॥
 মিথ্যা না হইব চরে কৈল যত কথা ।
 অভিপ্রায়ে জানিলা যে সতী পতিব্রতা ॥
 এহি মতে শব্দেও পড়িল কল্প দিন ।
 বৃন্দার সহিত প্রীত হৈল দৈবাবধীন ॥
 তবে এক দিন শব্দে বৃন্দিতে সতীত্ব ।
 হাসিতে হাসিতে বোলে বৃন্দার বিদিত ॥
 “শুন শুন শ্রবদনি কর অবধান ।
 যদি কৃপা যুক্ত হৈছ মাগেঁ এক দান” ॥
 অভিপ্রায়ে বৃন্দা তার মানস বৃন্দিয়া ।
 না কহিল কটু-বাক্য প্রীতের লাগিয়া ॥
 মুখে মাত্র মিষ্ট কহে অন্তরেত দঢ় ।
 “আমি অকুমারী—লজ্বিলে দোষ বড় ॥
 বিবাহ হইলে তুমি আসিও মোর কাছে ।
 করিমু উচিত—তোমার মনে যত আছে ॥
 দৈবে তুমি দ্বিজ-বর অতুল মহিমা ।
 অধনে আমার প্রতি মনে কর ক্ষেমা” ॥
 শব্দে না পারিল সত্য করিবারে ভঙ্গ ।
 বিবাহ করিতে তান হৈল বড় রঙ্গ ॥
 গুরুকে দক্ষিণা দিয়া করিল বিদায় ।
 বৃন্দারে সম্ভাষা করি নিজ পুরে যায় ॥
 বৃন্দা বোলে “শুন দ্বিজ বচন আমার ।
 কোন দেশে বৈস তুমি কহ সমাচার” ॥
 দ্বিজে বোলে “তুমি আমার না পুরিলা আপ ।
 শব্দ-অশ্রুরের পুরে আমার নিবাস ॥
 অবশ্য বিবাহ শব্দে করিব তোমারে ।
 প্রেম-ভাবে মনে মাত্র রাখিও আমারে” ॥
 বৃন্দা বোলে “যাও দ্বিজ আপনার ঘর ।
 অবিলম্বে বিহা হোক—দেহ এহি বর” ॥
 প্রণাম করিয়া বৃন্দা দিলেক মেলানি ।
 হরষিতে নিজ-পুরে গেলা দৈত্য বনি ॥

চিজ্ঞাক্ষেরে সখাদ পাঠাইয়া দৈত্য-রাজ ।
 বিবাহ করিতে গেলা করি দিব্য সাজ ॥
 বিভা করি বৃন্দারে আনিল নিজ দেশে ।
 মদন-মোহিত শম্ভু বৃন্দার হৃবেশে ॥
 বৃন্দার সহিতে থাকে নিশি অন্ধকারে ।
 দিবাতে না দেয় দেখা সত্য বুঝিবারে ॥
 এক দিন গেলা শম্ভু মৃগয়ার ছলে ।
 সসৈন্তে করিলা সাজ চতুরঙ্গ-দলে ॥
 সৈন্ত সব পথে রাখি দ্বিজ-রূপ ধরি ।
 বৃন্দার দ্বারেত গেলা সন্ধ্যোপন করি ॥
 দাসীর প্রমুখে কৈয়া জানাইল বৃন্দারে ।
 ছাত্তের পাঠক জানি আইলা দেখিবারে ॥
 সেহি দ্বিজ দেখি বৃন্দা কৈল নমস্কার ।
 “কি কার্য্যে আসিছ দ্বিজ—কহ সমাচাব” ॥
 দ্বিজে বোলে—“বৃন্দা সত্য-বাদী নাম তোর ।
 সত্য করি কি দ্বিজাস আমার গোচর” ॥
 দ্বিজের বচনে বৃন্দা চিন্তা-বৃত্ত অতি ।
 কি বলিলে কি হইব—না বুঝে মৃগতি ॥
 ক্ষেপেক ভাবিয়া বোলে গঙ্ঘর্ক-কুমারী ।
 “বিশ্বিয়ে নির্দ্বিজে আমি করি পর নাবী ॥
 ছুই-মতে দোষ বড় শুন দ্বিজ-বর ।
 সত্য করিলে ভঙ্গ পাতক বিস্তর ॥
 কথার নিমিত্তে যদি মজিয়ে কলকে ।
 মারিব তোমারে—তনি দুর্জয় শম্ভে ॥
 অপকর্ম্ম অপবশ রহিব সংসারে ।
 আদ্বাতে ব্রহ্ম-বধ ঠেকিব প্রকারে ॥
 যাও দ্বিজ—দেও বর কিবা দেও শাপ ।
 স্বামী বিনে সকল পুরুষ যোর বাপ ॥”
 এই বোলি বৃন্দা অন্তঃপুরে গেলা চলি ।
 অত্যন্ত হরিষ-বৃত্ত শম্ভু মহাবলী ॥”

এই অপূর্ণ উপাখ্যান হইতে আর উদ্ধৃত করার স্থান নাই ; শুধু কবি-কল্পনার বলে ভবানন্দ কিরূপ আভাবিক ও স্বন্দর কাব্য-সৃষ্টি করিতে পারেন, পাঠক ইহা হইতেই উহার যথেষ্ট পরিচয় পাইবেন। আমরা প্রাচীন কি অপ্রাচীন, বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যে অল্প কথার ইহা অপেক্ষা কাব্যোচিত ঘটনা সৃষ্টির কি চরিত্র পরিষ্কৃত করার উৎকৃষ্টতর উদাহরণ দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। দুঃখের বিষয় যে, ভবানন্দের এই আত্মীয় পৌরাণিক আধ্যাত্মিক গুলির কোন বিবরণই পাওয়া যাইতেছে না। ডাঃ নীলেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার উল্লিখিত ভবানন্দের পৌরাণিক

উপাখ্যান গুলির বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত করিলে ও সেগুলিকে যথাযোগ্য ভাবে প্রকাশিত করার ব্যবস্থা করিলে বাক্যলা সাহিত্যের আর একটা স্বর্ণীয় উপকার করা হইবে। আমরা এ সম্বন্ধে তাঁহার স্বদৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

ভবানন্দের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের আপাততঃ আর কিছু বলিবার নাই। এখন তাঁহার কবিত্ব সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিয়াই আমরা খালাস হইতে ইচ্ছা করি। সম্ভবতঃ কাব্য-রসিক ব্যতীত সাধারণ পাঠককে ব্যাখ্যা করিয়াও কবিত্ব বুঝাইতে পারা যায় না; আবার কাব্য-রসজ্ঞের নিকট-কবিত্বের ব্যাখ্যাও অনাবশ্যক বলিয়া প্রতীত হয়। বিশেষতঃ কবিত্ব জিনিষটা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইবার উপযুক্ত জিনিষ নহে। যে কাব্যে কবিত্বের প্রাচুর্য রহিয়াছে, উহা হইতে কবিত্বের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতে যাওয়াও বিড়ম্বনা বিশেষ। এরূপ স্থলে দৃষ্টান্ত-সংগ্রাহকের কতকটা প্রচলিত প্রবাদেই “বাণ-বনে ভোম কাণা”র মত অপ্রতিভ হওয়াই স্বাভাবিক। সর্কাপেক্ষা গুরুতর অসুবিধা এই যে, সংস্কৃতের সুবিখ্যাত অমর-শতক, আখ্যা-সম্প্রদায় প্রভৃতি, বাংলাভাষার কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের ছোট ছোট কবিতা ইত্যাদির মত ‘মুক্তক’ * কবিতা ব্যতীত কোন এক-খানা কাব্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া কতকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া উহার সাহায্যে সেই কাব্যের পরিচয় লইতে গেলে কবির প্রতি যথেষ্ট অবিচার করা হয়। ইংরেজীর Sonnet আধুনিক বাংলাভাষার চতুর্দশ-পদী কবিতা বা গীত, প্রাচীন বাংলাভাষার ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরীর ছোট কবিতা, হিন্দীর তুলসীদাস কবীর, বিহারীলাল প্রভৃতির “দোহা” ও “ছন্দ” কিংবা নিদান পক্ষে বৈষ্ণব কবির পদেব কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখানো চলে; কিন্তু কলিদাসের রঘুবংশ, মেঘদূত বা শকুন্তলা অথবা শেক্সপীয়রের হামলেট ম্যাকবেথ ইত্যাদি দশ পাঁচ ছত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখানো চলে না। এরূপ করিলে উহার সৌন্দর্য্য বেনীর ভাগই নষ্ট হইয়া যায়। এ ক্ষেত্রে আমাদের দেশের প্রাচীন পেশাদার কাব্য সমালোচক বা আলঙ্কারিকেরাও কেহ “Dodd’s Beauties from Shakespeare” ইত্যাদির স্তায় কবিত্বের নমুনা-বহি সংকলিত করিয়া কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি মহাকবিদিগের কবিত্বের পরিচয় দেওয়ার প্রয়াস পান নাই। আজ কাল এদেশেও বিলাসিতার প্রাবল্য হেতু এক শ্রেণীর পাঠক জন্মিয়াছেন, যাহারা কবির কাব্য-কুসুমোদানে পরিভ্রমণের এবং স্বন্দর ও সুগন্ধি পুষ্প-চয়নের ক্লেশ স্বীকার না করিয়া, গন্ধ-দ্রব্য-বিক্রেতার বিপণি হইতে সহজ-প্রাপ্য বেলা, চামেলী, ও গোলাবের দুই চারিবিন্দু আতরের গন্ধ লইয়াই কবিত্ব কুসুমের সাধ মিটাইতে তাহেন। এরূপ পল্লবগ্রাহী পাঠকদিগের তৃপ্তি বিধানের উপযোগী অনেক গীত বা বর্ণনা হরিবংশে থাকিলেও আমরা পূরোক্ত কারণে, তাঁহাদিগের প্রীতি সাধন করিতে অসমর্থ। যাহারা সম্পূর্ণ কাব্য-খানা পাঠ করিতে অনিচ্ছুক বা অসমর্থ তাঁহারা অল্পের মধ্যে ভবানন্দের কবিত্বের পরিচয় লইতে হইলে, শুধু হরিবংশের গীতগুলি পড়িবেন; যদি শতাধিক গীত পড়িবার অবসরও তাঁহাদিগের না ঘটে, তাহা হইলে অলংকারের ও ধ্বনির উদাহরণে যে শ্লোক বা গীতাংশ গুলি আমরা উদ্ধৃত করিয়াছি এবং পরিশিষ্টের টীকায় রস ধ্বনি-পূর্ণ যে শ্লোক বা গীতাংশের তাৎপর্য ও রস-বিস্তার প্রদান করিয়াছি, কেবল সেই শ্লোকগুলি খুঁজিয়া লইয়া পড়িলেই কিয়ৎ পরিমাণে তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারিবে।

ভবানন্দের এই অপরিচিত কাব্য খানার সম্বন্ধে আমরাই প্রথমে আলোচনা করিয়াছি এবং উহার এই প্রথম সংস্করণ বঙ্গীয় পাঠকদিগের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতেছি। ভবানন্দের কাব্যখানার উপরে আমাদের একটা ভালবাসা জন্মিয়া গিয়াছে। আমরা স্বভাবতঃ উহার কবিত্বের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে সঙ্কচিত হইলেও সম্পাদকের কর্তব্যের অহুরোধে আমাদেরকে হরিবংশের অনেক স্থান উদ্ধৃত করিতে হইয়াছে এবং সংস্করণটা সাধারণ পাঠকের পক্ষেও যথাসম্ভব উপযোগী করিবার জন্তে আমাদেরকে পরিশিষ্টের টীকায় অনেক দ্রুত ও ধ্বনিপূর্ণ উৎকৃষ্ট শ্লোকের

* * * * * সে সকল কাব্য রোকের বা কুহ কবিত্বের পূর্বের বা পরের রোকের সহিত কোনও সম্বন্ধ নাই।—অর্থাৎ যে কাব্য রোকে বা কবিতাগুলি নিজের মধ্যেই সীমা-বদ্ধ ও সম্পূর্ণ, সেগুলিকে সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে ‘মুক্তক’, হিন্দীতে ‘মুক্তক রোকে’ বলা যায়। বাংলাভাষার বোধহয় উত্থাকে ‘ছোট কবিতা’ বলা বাইতে পারে।

ব্যাখ্যা ও রস-বিশ্লেষণ করিতে হইয়াছে। এ রূপ স্থলে প্রসঙ্গ প্রাপ্ত কবির কৃতিত্ব সম্বন্ধে কোনও মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া পারা যায় না বলিয়াই আমরা অনেক স্থলেই ভবানন্দের কাব্যের উচ্চ-প্রশংসা-সূচক অনেক মন্তব্য ও প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছি। এ অবস্থায় হরিবংশের কবিত্বের সমালোচনা আমরা না করিয়া, নিরপেক্ষ কোন যোগ্যতাব্যক্তি উহার সমালোচনা করিলেই সঙ্গত হইত। কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ হরিবংশ কাব্যখানি এ যাবৎ অপ্রকাশিত থাকায় উহার গুণগ্রাহিতারও যথেষ্ট সম্ভাব্যই লক্ষিত হইতেছে। সহস্রয় কৃতী সমালোচক ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় ‘হরিবংশ’ নামের সাদৃশ্যে উত্থাপিত অমূল্যবাদ বলিয়া অগ্রাহ্য না করিয়া, যদি কাব্য খানার কিয়দংশ মনোযোগের সহিত পাঠ করিতেন, তাহা হইলে আমাদেরকে এখন উহার অপূর্ণ কবিত্ব ও উপাদেশতা বুঝাইবার জন্য নিশ্চিতই বেগ পাঠিতে হইত না। ইহার বড় পূর্বেই এই কাব্যখানি প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যে উহার যথা-যোগ্য স্থান অধিকার করিতে পারিত। কিন্তু দৈবের প্রতিফলিত্য ভবানন্দের এই অপূর্ণ কাব্য-খানি অপরিচিতই রহিয়া গিয়াছে। আমরা এ জন্য ডাঃ সেন মহাশয়কে অমূল্যযোগ দেই না। তিনি কল্প শবীর লইয়া প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থে যথার্থ পরিচয় দেওয়ার জন্য যে পবিত্রম করিয়াছেন, উহা অদ্বুত ও অসাধারণ। দুঃখের বিষয় যে, তাঁহাকে কিঞ্চিৎ সাহায্য করার জন্যও উপযুক্ত লোক ঘুটে নাই। তিনি তাঁহার গ্রন্থে যে সকল পুথির উল্লেখ করিয়াছেন অসামান্য শক্তি না থাকিলে সেই সমস্ত পুথি রীতিমত পড়িয়া উৎসাহের বিবরণ দেওয়া কান্নারও পক্ষে সম্ভবপর নহে। অগ্রন্থেব সহায়তা লইতে হইলেই এরূপ গোলযোগ অনিবার্য। যে সাহায্যকারী হরিবংশ পুথিখানার শ্লোক-সংখ্যা গণিয়া দিয়াছেন, তিনি আর একটু সতর্ক ও অভিজ্ঞ হইলে পুথি-খানার বিশেষত্ব সেন মহাশয়কে জ্ঞাত করাইতে কখনও অসমর্থ হইতেন না এবং তাঁহার গ্রন্থেরও ত্রুটি থাকিয়া যাইত না। আজ-কাল বাংলা সাহিত্যে বি, এ ও এম-এ পরীক্ষা প্রবর্তিত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় দুই এক জন ছাড়া বাংলা সাহিত্যে উপাধি-প্রাপ্ত স্নাতক-গণকে সেন মহাশয়ের দৃষ্টান্তেব অমূল্যযোগে তাঁহার অনালোচিত বা অসম্পূর্ণ ভাবে আলোচিত বহু উৎকৃষ্ট প্রাচীন বাঙ্গালা-গ্রন্থেব বিস্তৃত ও সম্পূর্ণ আলোচনা করিয়া বাঙ্গালা-সাহিত্যেব স্মরণীয় উপকারের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য সেবার প্রকৃষ্ট যশোলাভেব জন্যও তেমন যত্নবান্ দেখা যাইতেছে না।

আমরা এখন সজ্ঞেপে ভবানন্দের কবিত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াই ভূমিকার উপসংহার করিব।

(১) আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, ভবানন্দের ‘হরিবংশ’ ‘কৃষ্ণ-কীর্তন’ ও পরবর্তী বৈষ্ণব-পদাবলীর প্রায় মাঝা মাঝি সময়ের বটে। এ জন্মেই উহাতে মহাপ্রভুর পূর্ববর্তী যুগের কৃষ্ণকীর্তনের অন্তরত বাস্তবতা নাই; আবার সে জন্মেই উহাতে পরবর্তী বৈষ্ণব-পদাবলীর অতিরিক্ত আধ্যাত্মিকতাও দেখা যায় না। এই আধ্যাত্মিকতার কথা ছাড়িয়া শুধু কাব্য-রসের হিসাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে মুহূন্দরামের কাব্যের জায় ভবানন্দের কাব্যেও প্রেম, অভিমান, বিজ্ঞপ ইত্যাদি মনোবীজ রস ও ভাবের যে উৎকৃষ্ট স্বাভাবিক চিত্র ফুটিয়াছে উহা কোন রূপেই বৈষ্ণব-কবির উৎকৃষ্ট পদাবলীর সহিত তুলনার অযোগ্য নহে। মহাপ্রভুর অপূর্ণ প্রেম-ধর্ম প্রচারের, অসাধারণ প্রভাবেই ভবানন্দ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বৈষ্ণব কবিদিগের নিকট ঋণী না হইলেও তাঁহার কোন কোন গীতের সহিত বৈষ্ণব-কবির পদের চমৎকার সাদৃশ্য দেখা যায়। আমরা এখানে দুইটি বিশিষ্ট উদাহরণ প্রদর্শিত করিব।

শ্রীমহাপ্রভুর সম-সাময়িক বৈষ্ণব-কবি রামানন্দ বহুর ‘রসালস’ বা ‘হুস্ত-ভক্ত’ বিষয়ক একটি পদ, যথা,—

“প্রাণ-নাথ কি আজু হইল।

কেমনে যাইব ঘরে নিশি গোহাইল।

যুগমদ চন্দন বেশ গেল দূর।

নয়ানের কাজর গেল সিঁথায় সিন্দূর।

যতনে পরাহ মোরে নিম্ন-আভরণ।
 সন্ধে লৈয়া চল মোরে বন্ধিম-লোচন ॥
 তোমার পীত-বাস আমারে দাও পরি।
 উভ করি বান্ধ চূড়া আউলিয়ায় কবরী ॥
 তোমার গলের বন-মালা দাও মোর গলে।
 মোর প্রিয় সখা কৈয় স্থধাইলে গোকূলে ॥
 বহু রামানন্দে ভণে এমন পিবিতি।
 ব্যাঘ্র-হরিণে যেন তোমার বসতি ॥*

(সাং পং, পং কং তং ৬৫২ পদ)

বর্দ্ধমানের অন্তর্গত মেমাবী বেল-ষ্টেশনের নিকটবর্তী কুলীন গ্রামে পসিদ্ধ বহু-বংশে রামানন্দেব জন্ম। তাঁর
 ১। চন্দ্রমঙ্গল কাব্যের প্রসিদ্ধ কবি গুণ-রাজ পান্ ওরফে মালাধর বহুব পৌত্র। ইহাব উদ্ধৃত পদেব সহিত ভবানন্দেব
 এই বিষয়ের নিম্ন লিখিত পদের তুলনা করুন—

“আম বন্ধু কালা রে রতন।
 কেমনে যাইমু ঘরে উদিত তপন ॥
 কাকে করে কলবব কুহরে কোকিল।
 মহুষ্যে দেগিলে যাইব জাতি কুল-জীল ॥
 দিনকর উদিত যামিনী-অবশেষ।
 আমারে সাজাইয়া কর তোমার সমবেশ ॥
 পরিমল গন্ধ দিয়া অঙ্গ পব কালা।
 আমার গলায় দেহ তোমার নব-গুঞ্জার মালা ॥
 তোমার অম্বর পীত মোরে দেহ পৈত্রি।
 আমার হাতে দেহ তোমার মোহন মৃণালি ॥
 কবরী খসাগা বন্ধু বাঙ্ঘিয়া দেহ চড়া।
 দোহতী গাঁথিয়া দেহ মুকুতার ছড়া ॥
 মউরের পুচ্ছ বন্ধু দেও তছু পরে।
 ই রূপ দেখিলে লোকে না পুড়িব মোরে ॥
 তোমার সমান বেশ সাজাইয়া মোরে দেহ।
 প্রেম-সখা হেন কৈমু জিজ্ঞাসিলে কেহ ॥
 বিলম্ব উচিত নহে—ভন প্রাণ-বন্ধ।
 ঘরে চলি যাও বোলে দীন ভবানন্দ ॥”

(৪২৫৫—৪২৭২ পং)

উভয় পদের সাদৃশ্য স্পষ্ট, কিন্তু তাই বলিয়া একটি অগ্রটির অন্তর্করণ বলা যায় কি? এই গাঁত-টা হরিবংশের
 সকল পুথিতেই আছে; ‘খসাগা’ ও ‘তছু’ শব্দ-দ্বয় ভবানন্দের হরিবংশে অন্তর্ভুক্ত ও পাওয়া গিয়াছে। ভাবের মধ্যেও
 এমন কিছুই নাই বাহা স্বদ্রবর্তী ছই-জন কবির মনে স্বাধীনভাবে উদ্ভূত না হইতে পারে। যদি ভাবের মধ্যে
 অন্তর্ভুক্ত কিছু থাকে, তাহা হইলে রামানন্দেব ‘ব্যাঘ্র হরিণে যেন তোমার বসতি’ এই বাক্যেই তাহা আছে।

অনুসরণ করিবার সুযোগ ঘটায়। থাকিলে ভবানন্দের পক্ষে এ কথাটা ছাড়িয়া দেওয়ার কোনই কারণ ছিল না। তাঁহার সোয়া শত গীতের মধ্যে আর কত্কাপি এত সাদৃশ্য নাই। বৈষ্ণব-কবির ভাব ও ভাষার অনুসরণ করিলে তিনি এত অল্পেই ছাড়িবেন কেন? রামানন্দ বহু তেমন প্রসিদ্ধ কবি নহেন, তাঁহার রচিত পদের সংখ্যা পশ্চিম-বঙ্গেও খুব কম। এই বহু রামানন্দ যে; মহাপ্রভুর সম-সাময়িক সেই বহু রামানন্দ তাহারও কোনই প্রমাণ নাই। তর্ক-স্থলে তাঁহাকে সেই রামানন্দ স্বীকার করিলেও বহু-সংখ্যক প্রসিদ্ধ প্রাচীন বৈষ্ণব-পদ ভবানন্দের অপরিচিত থাকি সন্দেহ—এই অপেক্ষাকৃত অপ্রসিদ্ধ পদটা তাঁহার নিকট সুপরিচিত হওয়ার কি কারণ আছে? বলা বাহুল্য যে, এই প্রশ্নগুলির কোনও সঙ্গত উত্তর মিলে না; সুতরাং কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের “ঐ বুঝি বাণী বাজে। বন মাঝে কি মন মাঝে?”—সুপ্রসিদ্ধ গীতের একটা অপূর্ণ কবিত্বপূর্ণ কবির সহিত একজন প্রাচীন বৈষ্ণব কবির—

“সেই বন কতই দূর।

বন-পথ কভু দেখি নাই গো ॥ ৫ ॥

আমি রাজার মেয়ে রাজার ঝি।

বন-পথ কভু দেখেছি!

যে বনে শ্রাম বাজায় বাণী।

মনে বোলে দেখে আসি ॥

তোরা বলিস বাণী বনে বাজে।

বাণী বাজে আমার হৃদয় মাঝে ॥” (অ° প° র° ১২১ পৃষ্ঠা)

পদের সাদৃশ্য কি আরও বিশ্বয়-জনক নহে। তা বলিয়া কি কেহ বলিতে পারেন যে, রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন বৈষ্ণব-পদ হইতেই এই ভাব-টা পাইয়াছেন? আমরা আমাদের প্রায় চল্লিশ বৎসরের অভিজ্ঞতায় হলপ করিয়া বলিতে পারি যে অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলীর উদ্ধৃত পদ-টা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ও অপ্রকাশিত-পূর্ব পদ; আমরা এ পর্যন্ত কোন কৌতূহ-গায়কের নিকট এ ভাবের কথা শুনি নাই। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে উদ্ধৃত পদ বা উহার সদৃশ কোন পদ পাওয়ার কোনও সম্ভাবনা দেখা যায় না। ইহার পরেও যদি কেহ বলিতে চাহেন যে, ভবানন্দের ঐ পদ রামানন্দের পদের অনুসরণ আমরা তর্ক-স্থলে সে কথা মানিয়া লইয়া শুধু ইহাই বলিব যে, যিনি ব্রজলালা বিষয়ে সোয়া শত গীত রচনা করিয়া উহার মধ্যে ১২৪ টি গীতের কত্কাপি কোনও বৈষ্ণব-কবির সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে অনুসরণ করার জন্ত অপরাধী হন নাই, তিনি যদি একটি পদের আংশিক অনুসরণ করিয়া আদর্শ-পদটা হইতেও সম্পূর্ণ ও সুন্দর একটা রসালনের চিত্র অঙ্কিত করিয়া থাকেন সে জন্ত রসজ্ঞের নিকট তাঁহার কবি-যশের কোনও ক্ষতি হইবে না।

এবার শ্রেষ্ঠ পদকর্তা জানদাসের একটা আত্ম-নিবেদন বিষয়ের সুপ্রসিদ্ধ পদ দেখুন—

“ওহে নাথ কি দিব তোমায়ে ॥ ৫ ॥

কি দিব কি দিব বলি মনে করি আমি।

যে ধন তোমায়ে দিব সেই ধন তুমি ॥

তুমি সে আমার নাথ আমি সে তোমার।

তোমার তোমাকে দিব কি যাবে আমার ॥

যতক বাসনা মোর তুমি তার সিধি।

তোমা হেন প্রাণ-নাথ মোরে দিল বিধি ॥

ধন জন দেহ গেহ সকলি তোমার।

জানদাস কহে ধনি সবে এই সার ॥”

পদ-টা পদকল্পতকর সংগ্রহে নাই। ‘পদরত্নাকর’ পুথিতে আছে ; রমণী যন্ত্রিকের ‘জানদাস’ গ্রন্থেও উদ্ধৃত হইয়াছে। ভবানন্দেরও একটা ‘আত্ম-নিবেদন’ গীত দেখুন—

“তোর লাগি বেড়াই নাথ তোর লাগি বেড়াই।

তুমি বিনে অস্ত্র জানি—তোমার দোহাই ॥৫॥

দেখিলে সে রহে প্রাণ না দেখি মরিহু।

তুমি বিনে না পর মনে কি বুদ্ধি করিমু ॥

তুমি বহি প্রাণ-নাথ নাহি কেহ আর।

তোমাকে তোমার দিতে কি বাবে আমার ॥

তোর বাণে মন হালে বিরলে কহিছি।

তোমার তোমারে দিয়া তোমার হইছি ॥

সকল তেজিয়া হইলু তোমার অধীন।

রাধা পদে ছায়া মাগে ভবানন্দ হীন ॥”

(৪২৬৬—৪২৭৫ পং)

ভবানন্দের এই গীতের সহিত জানদাসের-পদের ভাব-সাদৃশ্য অতি চমৎকার। জানদাস যে এই পদের ভাব তাঁহার পূর্ববর্তী কোন বৈষ্ণব-কবির নিকট পাইয়াছেন তাহার প্রমাণাত্মক। ভবানন্দ জানদাসের কিছু পূর্ববর্তী না হইলেও সম-সাময়িক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, সুতরাং ভবানন্দের পক্ষেও এই পদের অঙ্গীকার করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। জানদাসের এই উৎকৃষ্ট পদটা প্রসিদ্ধ পদ-কর্তা রাধামোহন ঠাকুরের “পদামৃত-সমুদ্রে” বা প্রসিদ্ধ পদ-সংগ্রহ-কার ও কীর্ত্তনগায়ক বৈষ্ণবদাসের পদকল্পতকতে নাই ; কিন্তু পরবর্তী সংগ্রহ পদ-রত্নাকরে আছে। এ অবস্থায় পদ-টা জানদাসের না হইয়া পরবর্তী কোন পদ-কর্তার রচিত ও তুলে জানদাসের নামে প্রচারিত হওয়াই অধিক সম্ভব বটে। প্রকৃত তথ্য বাহাই হউক না কেন, ভবানন্দ যে ইহা কোনও পূর্ববর্তী বৈষ্ণব-কবির নিকট পান নাই, ইহাই নিঃসন্দেহে বলা বাইতে পারে। ভাবের সাদৃশ্য যেমন স্পষ্ট, ভাবের বৈষম্যও ততোধিক স্পষ্ট। জানদাসের পদে আধ্যাত্মিকতার প্রাচুর্য্য পদ-টা অনেক পরিমাণে হৈয়ালীর মত হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার—“তুমি সে আমার নাথ আমি সে ,তোমার”—বাক্যের সরল ও সহজ অর্থ এই যে, রাধা ও কৃষ্ণ উভয় উভয়কে নিজ নিজ স্বর্গীয় খেছার উপহার দিয়া বসিয়াছেন। ইহার পরে আবার ‘তোমার তোমাকে দিব কি বাবে আমার’ এই বাক্যটা তেমন সম্ভব বোধ হয় না। কিন্তু ভবানন্দের গীতের ‘তুমি বহি প্রাণ-নাথ “ইত্যাদি কলির তাৎপর্য্য অতিশয় স্পষ্ট ও স্পষ্ট। তুমি বিনা যখন আমার প্রাণের অধিকারী অস্ত্র কেহই নাই এ অবস্থায় তোমার প্রাপ্য প্রাণ তোমাকে দিতে আমার কি কতি আছে ?

কতি যে নাই, বরং একমাত্র কর্তব্য কার্য্য বলিয়া রাধা তাহাই করিয়াছেন, পরবর্তী ‘তোমার তোমারে দিয়া তোমার হইছি’ এই সকল অপূর্ণ বাক্যে তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে। পরে এরূপ একটা স্বীকার-সূচক দৃঢ় উক্তি না থাকিলে, ‘তোমার তোমাকে দিব কি বাবে আমার ?’ প্রশ্ন-বোধক বক্তৃতা-উক্তি দ্বারা দাজীর দানে উৎসাহ ও আনন্দ না বুঝাইয়া বরং অসুখ-সাহ ও অনিচ্ছাই আশ্রিত হইতে পারে ; কেন না, ‘তুমি সে আমার’ ইত্যাদি পূর্ব-বর্তী চরণের তাৎপর্য্য দ্বারা পরের চরণের বর্ণিত আত্মদানের প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট বুঝা যায় না। বাহা হউক, জানদাসের ভণিতা-যুক্ত পদে আধ্যাত্মিকতার প্রাচুর্য্য আছে, ইহা আমরা স্বীকার করি। এ অন্তর্ভুক্ত বোধ হয় পদ-টা অধিক চুর্কোধ্য ও গুরুত্ব-সাময়িক পক্ষে বাহা স্বাভাবিক, সেইরূপ বাস্তব-ভাব-সম্পদে কিছু হীন মনে হয়। ভবানন্দের গীতের “তুমি বিনে অস্ত্র জানি তোমার দোহাই” ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা শ্রীরাধা

বহু-বল্লভ শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে স্বাভাবিক সন্দেহ হেতু তাঁহার নিকট নিজের অনন্ত-পরতা জানাইয়া, পরকায় নাশিকার পক্ষে অভিশয় স্বাভাবিক উৎকর্ষা, ব্যাকুলতা ও তন্নয়তা যেরূপ সুন্দর-ভাবে ব্যঞ্জিত করিয়াছেন, জানদাসের পক্ষে সেরূপ ভাব-বৈচিত্র্য দেখা যায় না। সুতরাং কবিত্বের হিসাবে আমরা ভবানন্দের গীতকে অনেক শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করি। তিনি যদি জানদাসের নিকটেও মূল ভাব-টা পাইয়া থাকেন, তাহা হইলেও তিনি কবিত্বে এখানে জানদাসকে অনেক দূর ছাড়াইয়া গিয়াছেন, ইহা বলিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। আমাদেরই কিত্ত দৃঢ়বিশ্বাস যে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কেহই কাহার নিকট ঋণী নহেন। মূল ভাবটা এতই সুন্দর ও স্বাভাবিক যে প্রেম-লীলার প্রকৃত শক্তি-শালী কবির মনে এ ভাবটা কোন না কোন রূপে উদ্ভিত না হইয়া পারে না। মূল আধ্যাত্মিক ভাবটা দুই জনের মনেই স্বাভাবিক রূপে স্ফুরিত হইয়াছে, কিন্তু দুই-জন কবি উহাকে দুই-টা বিভিন্ন রকমে পরিষ্কৃত করিয়াছেন।

(২) দ্বিতীয় কথা, বাঙ্গালার সার্বভৌমিক আদর্শ রাঢ়-দেশের ভাষা বলিয়াই হউক, কিংবা কীর্তন-গায়কদিগের দ্বারা বহুকাল হইতে পরিমার্জিত হইয়াছে বলিয়াই হউক, ভবানন্দের পূর্ব-বঙ্গের প্রাদেশিক ভাষা হইতে বৈষ্ণব-পদাবলীর ভাষা অনেক মার্জিত, মধুর ও সর্জনপ্রায় বটে। সুতরাং আধ্যাত্মিকতায় মত ভাবার দোষ্টবও বৈষ্ণব পদাবলীতেই অধিক লক্ষিত হয়। বৈষ্ণব কবিদিগের প্রবর্তিত ‘ব্রজ-বুলী’ ভাষার মত সুমধুর ও ললিত-ভাব-প্রকাশের পক্ষে উপযুক্ত ভাষা সংসারে অল্পই আছে।

(৩) ভবানন্দের কাব্যের গীতগুলি বাস্তব-ভাব-সম্পদে বৈষ্ণব-পদাবলী হইতে হীন নহে; বরং অনেক স্থলেই উহার সমকক্ষ এবং কচিং কোনও স্থলে উৎকৃষ্টতর বলিয়া মনে হয়। শুধু এই গীতের জগ্গই ভবানন্দ চির স্মরণীয় হওয়ার যোগ্য।

(৪) বৈষ্ণব কবির পদাবলীতে বৃন্দাবনের শোভা ও ঋতু-বৈচিত্র্যের বর্ণনা অতুলনীয়। ভবানন্দ বা মুহুন্দরাম এ বিষয়ে বৈষ্ণব কবির নিকটেও যাইতে পারেন নাই। কিন্তু ঘটনা-বহুল কথা-কাব্যের রচনায় বৈষ্ণব-কবির মুহুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, এমন কি ভবানন্দ হইতেও অনেক কম কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। এ বিষয়ে পদ-কর্তাগণের অপেক্ষা শ্রীমহাপ্রভুর পূর্ববর্তী শ্রীকৃষ্ণদ্বন্দ্বল প্রণেতা গুণ-রাজ থাকে আমরা শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করি। চৈতন্য-ভাগবত ও চৈতন্য-চরিতামৃত সাধারণ ঘটনা-বর্ণনে বেশ নিপুণতা থাকিলেও, উহাতে কাব্য-কথার অপ্রাচুর্য্য হেতু তুলনায় আনা সম্ভব মনে করি না। পক্ষান্তরে লোচনদাসের চৈতন্য-মঙ্গলে ঘটনা-বর্ণনের পারিপাট্য অপেক্ষা গীতি-কাব্যোচিত গুণই অধিক লক্ষিত হয়। জীবন-চরিত-লেখকের কবিত্বের উজ্জ্বলতা তাঁহার গ্রন্থের ঐতিহাসিকতার যথেষ্ট ক্ষতি করিয়াছে; তথাপি মনে হয় যে লোচনদাস তাঁহার তীক্ষ্ণ-কবি-কল্পনার বলে নবদ্বীপ-লীলায় শ্রীমহাপ্রভু ও বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর দাম্পত্যজীবনের যে অতি স্বাভাবিক ও সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন উহাই প্রেমিক শিরোমণি শ্রীগৌরাকে প্রকৃত চিত্র বটে। বৃন্দাবন দাস বা কৃষ্ণদাস আধ্যাত্মিকতার প্রাচুর্য্যে গৌরাক্ষ দেবকে অস্বাভাবিক ও অতিরিক্ত কঠোর করিয়া ফেলিয়াছেন। শ্রীগৌরাক্ষের এরূপ কঠোরতা প্রেমিক ভক্তের প্রাণে বড় বাজে। সেজগ্গই মহাত্মা শিরিরকুমার ঘোষের দ্বারা অনেক প্রেমিক বৈষ্ণব ভক্ত, লোচন দাসের মত সন্ন্যাসী চৈতন্য অপেক্ষা গৌরাক্ষ-নাগরের প্রতিই অধিক অহরহ প্রকাশ করিতে কুষ্ঠিত হন নাই। আমাদেরই মতে ইহাও ভুল। গৌরাক্ষ-নাগর ও সন্ন্যাসী চৈতন্য উভয়েই সযান সত্য বটে। গৌরাক্ষের পার্শ্বস্থ জীবন বিশেষতঃ দাম্পত্য-জীবন এত মধুর না হইলে, তাঁহার সন্ন্যাস কোনরূপেই এত মহৎ হইতে পারিত না।

(৫) বৈষ্ণব কবির পদাবলী গীতি-কাব্যের উৎকৃষ্ট আদর্শ। বৈষ্ণব কবির কেহই শ্রীধর্ম-কৃষ্ণের ব্রজ-লীলা অবলম্বনে মহাকাব্য রচনা করিয়া যাইতে পারেন নাই। বস্তুতঃ সংস্কৃতের স্বাধীন অল্পবাদ “রামায়ণ” ও “মহাভারত” ব্যতীত প্রাচীন বাঙ্গালার প্রকৃত মহাকাব্য রচিত হয় নাই—এরূপ বলিলে অসঙ্গত হইবে

না। বেহুলা ও লক্ষীম্বরের করুণ-রসাত্মক কাহিনীতে মহাকাব্যের উপযুক্ত অনেক বিষয় থাকিলেও পদ্ম পুরাণের কবিতা কেহই সেই কাহিনী লইয়া মহাকাব্য গড়িয়া যাইতে পারেন নাই। মুকুন্দরাম নিজের শক্তিশালী প্রথম শ্রেণীর কবি হইলেও তাঁহার দেশ, কাল ও কাব্যের বিষয় মহাকাব্যের অঙ্গপযোগী বলিয়া তাঁহার কাব্য-খানা দ্বিতীয় শ্রেণীর কাব্য হইয়াছে, ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের এই সমীচীন মন্তব্য আমবাং সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করি। ভবানন্দেরও দেশ ও কাল বিশেষ উন্নত ছিল না, কিন্তু তাঁহার কাব্যের বিষয় সমাজের বাস্তবচিত্র নহে; উহা শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার মহীয়ান দেব চরিত্র বটে। প্রাচীন বৈষ্ণব-কবিতা যে অল্পই হউক, শ্রীকৃষ্ণের বাহ্য-পূর্ণ চরিত্র অপেক্ষা তাঁহার মাধুর্য-পূর্ণ ব্রজ-লীলার প্রতি অল্পরক্ত বলিয়া যদিও তাঁহার, কবিতা নবীন চন্দ্র সেনের 'কুরুক্ষেত্র' কাব্যের ত্রায় 'উনবিংশতি-শতাব্দীর মহাভাবত' গড়িতে পারেন নাই এবং ভবানন্দের কাব্যও আমরা শ্রীকৃষ্ণের শুধু ব্রজ-লীলারই বিস্তার দেখিতে পাই, কিন্তু তিনি উহাতে যে ভাবে মহাকাব্যোচিত খটনার অবতারণা করিয়া উহাকে একখানা অপূর্ণ মহাকাব্যে পরিণত করিয়াছেন, তাহাতে কাব্যখানা যে অনেক উচায় উঠিয়া গিয়াছে, তাহা সহৃদয় পাঠকমাজেই অনুভব করিতে পারিবেন। ভবানন্দের লোক চরিত্র-জ্ঞান ও স্বল্প পর্য্যবেক্ষণ শক্তি প্রশংসনীয়; কিন্তু মুকুন্দরামের কাব্যে বাস্তব লোকচরিত্র যে পরিমাণ আছে, হরিবংশে উহা না থাকায় তিনি বাস্তব লোক-চরিত্রের বর্ণনায় মুকুন্দরাম বা ভারতচন্দ্রের মত কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই; কিন্তু শ্রীরাধার শাস্ত্রী, নন্দ ও সখী প্রভৃতির কাল্পনিক চরিত্রচিত্রেও তিনি অপূর্ণ দক্ষতা দেখাইয়া গিয়াছেন। যৌবনে পৈরিণী, বার্ককো কর্তব্য-হীনা ও বধু-নির্গাতন-কাবিনী, ভয়াতুরা ও লুকা শ্রীরাধার শাস্ত্রী বৃত্তি যে চিত্র হরিবংশে অঙ্কিত হইয়াছে, উহা প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যে অতুলনীয়। পৌরাণিক ব্রজ নাগর শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র নবা উন্নত-কৃতি অম্বসারে উপদেশ করিয়া চিত্রিত করা একপ্রকার অসম্ভব ব্যাপার; কিন্তু উহাতেও ভবানন্দ অগাধ বৈষ্ণব কবিদিগের অপেক্ষা অনেক অধিক সফল হইয়াছেন। তাঁহার চিত্রিত শ্রীকৃষ্ণ কিশোর-বয়স হইলেও হবিবেচক, প্রেমিক ও তাঁহার স্বাভাবিক দর্শ অম্বসারে কর্তব্য-পবায়ণ বটে। কৃষ্ণ-কীৰ্ত্তনের শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার হি-সীমায়ও আসিতে পারেন না। ভবানন্দের সর্ব-শ্রেষ্ঠ চরিত্র শ্রীরাধা। তাঁহার রাধার সহিত তুলনায় পাড়াইতে পারেন, একপা রাধা অতাপি বাঙ্গালা-সাহিত্যে জন্মগ্রহণ করেন নাই, আমরা এই কথা না বলিয়া পারিলাম না।

(৬) গীতি-কাব্য-রচয়িতা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব-কবিদিগের কথা ছাড়িয়া দিয়া বিচার করিলে, প্রাচীন কবিদিগের মধ্যে যে, মুকুন্দরাম ও ভবানন্দ সর্ব-শ্রেষ্ঠ গণ্য হইবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু মুকুন্দরাম ও ভবানন্দের মধ্যে তুলনায় কে শ্রেষ্ঠ কবি তাহা বলা সহজ নহে। ইহাদিগের কাব্যের বিষয় একপা বিভিন্ন যে প্রকৃতপক্ষে উভয়ের কাব্যের তুলনা করাই অসম্ভব মনে হয়। তবে কবিত্ব-শক্তির বিচার করিলে বোধ হয়, স্বল্প পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি ও লোক-চরিত্র-জ্ঞানে মুকুন্দরামকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দিতে হইবে। কিন্তু কবিকল্পনায় ও শ্রেষ্ঠ কাব্যোচিত অপূর্ণ রস-ভাবের সৃষ্টিতে আমাদের বিবেচনায় ভবানন্দের স্থান মুকুন্দরামেরও উপরে দিতে হইবে। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় ভারতচন্দ্রের অপূর্ণ ভাষা ব্যতীত তাঁহার কাব্যের রস ও ভাবের বিশেষ প্রশংসা করেন নাই। আমরাও পূর্বে একস্থানে বলিচ্ছি যে, ভারতচন্দ্র প্রেম, ভক্তি, ও বাৎসল্য, করুণা প্রভৃতি উন্নত মনোবৃত্তির স্বরূপে তেমন নিপুণ একস্থানে বলিচ্ছি যে, ভারতচন্দ্র প্রেম, ভক্তি, ও বাৎসল্য, করুণা প্রভৃতি উন্নত মনোবৃত্তির স্বরূপে তেমন নিপুণ ছিলেন না; কিন্তু বাস্তব ঘটনা ও অল্পরক্ত লোক-চরিত্রের স্বরূপে এবং বিজ্ঞপ-কুশলতার প্রাচীন-সাহিত্যে তিনি অতুলনীয়। তাঁহার নিজস্ব বিষয়ের উৎকৃষ্ট বর্ণনায় মাজিত, মধুর ও উপযুক্ত ভাষার প্রয়োগে আজ পর্য্যন্তও তাঁহাকে কেহ পরাস্ত করিতে পারেন নাই। উপসংহারে বলিয়া এই যে, ভবানন্দের কাব্য-খানা সাহিত্যে সহজে আলোচ্য হইতে পারে, সে জন্য আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি-অম্বসারে যত্ন ও চেষ্টা করিতে কৃতি করি নাই। উহা দ্বারা এই অপরিচিত কাব্য-খানা সাহিত্য-প্রিয় পাঠকদিগের নিকট সুপরিচিত হওয়ার পক্ষে যদি অল্প-মাত্র সাহায্য হয়, তাহা হইলেই আমাদের প্রম সফল হইবে।

সম্পাদক

সাক্ষেতিক অক্ষর

অ প র		অপ্রকাশিত পদ-রহাবলী	
অপ	...	অপভ্রংশ	
আ	...	আরবী	
ক	...	আরবী-ফারসী	ق অক্ষর
খ	...	"	ع "
জ	...	"	ز "
তৎ প	...	তৎপুরুষ সমাস	
তু, তুল	...	তুলনীয়	
ত্র:	...	ত্রটব্য	
প	...	(ভূমিকায়) পঙ্ক্তি	
প:	...	(শব্দ-স্মৃতিতে) পরিশিষ্ট	
প ক ত	...	পদকল্পতরু (সাহিত্য-পরিষৎ-সংস্করণ)	
প্রা	...	প্রাকৃত	
প্রা স	...	প্রাকৃত হঠাতে কল্পিত সংস্কৃত	
ফা	...	ফারসী	
বা	...	বাঙ্গালা	
বা শ কো	...	বাঙ্গালা শব্দ-কোষ	
মৈ	...	মৈথিলী	
ব	...	সংস্কৃত ও হিন্দী-মৈথিলীর 'অন্ত্যাহ-ব' আরবী-ফারসীর	و অক্ষর
স	...	সংস্কৃত	
জী	...	জী-নির্দেশ	
হি	...	হিন্দী	

হরি-বংশ

—:—:—:—

[মঙ্গলাচরণ]

প্রথমছ^১ নারায়ণ ব্রজ নৈরাকার ।
সত রজ তম তিন নিলেপ বিস্তার^২ ॥
ব্রজা-মতেশ্বরে-যার মায়া নাহি বুঝে ।
কপিল লোমশ ব্যাসে যার পদাঙ্কুজে^৩ ॥ *
নারদ পত্নাদ আর সনক^৪ শুকদেবে । (৫)
উর্দ্ধ-পদে অনুক্ষণ^৫ যার পদ সেবে ॥
হেন চরি নিরঞ্জন বন্দী^৬ নিজ^৭ -অংশ ।
মৎসেপে রচিল পুণ্যলোক হরিবংশ ॥

• [জন্মেজয়ের হরিবংশ-জিজ্ঞাসা]

ভাবত ভূমিতে রাজা নানে জন্মেজয় ।
পবিত্র-উরসে জন্ম সারদা-তনয় ॥ (১০)
শূদ্রী^৮ মুনির শাপে-রাজা হৈল ভগবৎ^৯ ।
ক্রমাগতে শুনিলেক গীতা ভাগবত^{১০} ॥

(১) 'প্রথম' ঘ; 'প্রথমছ' ছ; প-পুথিতে প্রথম
আঠার টা শ্লোক (৩৬ পঙ্ক্তি পর্যন্ত অংশ) পণ্ডিত ।
২। 'নিলেপ বিস্তার' স্থলে 'গুণে বিস্তার' গ, 'গুণে
প্রতিকার' ছ । (৩) 'পদাঙ্কুজে' ঘ, 'পদত্রাজে' গ, 'পদ
তাজে' ছ (৪) 'আর সনক' স্থলে ক-পুথি পণ্ডিত, 'ধ্রুব
মুনি' গ, 'সনক' ঘ, 'আর সনক' ছ । (৫) 'উর্দ্ধপদে'
অনুক্ষণ' স্থলে 'উর্দ্ধব আদি যোগী সবে' গ, ঘ-পুথি পণ্ডিত ।
(৬) 'বন্দী' ঘ । (৭) 'নিজ' ক । (৮) সকল
পুথিতেই 'শূদ্র' অশুদ্ধ পাঠ আছে । (৯) 'ভগবত' ক,
ঘ-পুথি পণ্ডিত, 'অর্জুনি' গ, 'ভগবত' ছ । (১০)
'ক্রমাগতে শুনিল গীতা ভাগবত নিত' গ; ঘ-পুথি পণ্ডিত
[* চিহ্নিত পঙ্ক্তি বা শ্লোকের টীকা আছে, তাহা
পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য ।]

চারি বেদ চৌদ্দ শাস্ত্র যতেক কাহিনী ।
জন্মেজয় স্থানে কহিলেক ব্যাস মুনি ॥
শুনিয়া হরির রাজা বোলে পুনর্ব্বার । (১৫)
প্রণতি-পূর্ব্বক কবি মাগে পরিহার ॥
“চারি বেদ চৌদ্দ শাস্ত্র কহিল। মহামুনি । *
বিস্তারিয়া হরিবংশ কহ চাই শুনী^{১১} ॥
ই বড় বিস্ময় লাগি^{১২} জিজ্ঞাসিয়ে তোমা ।
কুষ-অঙ্গে লীন কেনে হৈলা তিলোত্তমা ॥ (২০)
রুক্মিণী জাম্ববতী নিববিন্দা ভদ্রা বান্দা ।
নাগার্জুণী^{১৩} লক্ষণা কালিন্দী সত্যভামা ॥
অপবে যতেক আর কুষের রমণী ।
সমাকে এড়িয়া^{১৪} কেনে লৈলা^{১৫} গোয়ালিনী^{১৬} ॥
এই বড় বিস্ময় মুনি হইল আনাব । (২৫)
বিস্তারিয়া কহ হরিবংশ-সমাচার ॥”
নৃপতির ভক্তিয়ে^{১৭} সন্তোষ^{১৮} তপোধন ।
কহিতে লাগিল তবে পূর্ব্ব^{১৯} বিবরণ ॥

(১১) 'বিস্তারিয়া হরিবংশ (ক) ছ কিছু 'শুনি' ঘ;
'বিস্তারিয়া এবে হরিবংশ কহ শুনি। "গ। (১২) 'মুনি'
ক, ঘ, 'প্রভু' ছ । (১৩) সকল পুথিতেই অশুদ্ধ 'নগজিত'
পাঠ আছে । (১৪) 'তজিয়া' ক, ঘ, ছ; (১৫)
'অঙ্গে' ক, গ। 'লইয়া ঘ, ছ । (১৬) 'গোপিনী' ছ ।
(১৭) 'ভক্তিবাবে' ক, ঘ । (১৮) 'ব্যাস' ক, ঘ ।
(১৯) 'যত' ক, ঘ ।

[শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার অবতারের প্রয়োজন]

“শুন রাজ। জন্মেজয় চন্দ্রবংশ-মুনি ।

স্মরণ করিছ ভাল পুরাণ-কাহিনী ॥ (৩০)

সুধা-ধার ইতিহাস^১ ভাগবত-অংশ ।

অত্যন্ত শুভ^২ পুণ্যলোক হরিবংশ ॥

এক-চিন্তে শুচি হৈয়া শুন নরেশ্বর ।

হরির গুণানুবাক্য^৩ কাব্য মনোহর ॥

ব্রহ্মা আদি দেবে যদি করিল স্তবন । (৩৫)

দানব অস্তর দুর্ক নাশের কারণ ॥

অমুমতি দিলা^৪ হরি—“জন্মিব মর্ত্যেত ।

বসুদেব-ওঁরসে দৈবকী-উদরেত ॥

সংহারিব দুহু জন শুন দেবগণ ।

অবিলম্বে নিজ স্থানে করহ গমন ॥” (৪০)

প্রণমিয়া দেবগণ গেলা নিজ স্থান ।

কমলা সারদাতে^৫ জিজ্ঞাসে ভগবান্ ॥

“দেবের কার্যের হেতু^৬ যাইমু^৭ মহীত ।

কেমতে^৮ যাইবা তুমি^৯ আমার সহিত ॥

যত বিজ্ঞাধরী মর্ত্যে^{১০} জন্মিবা সকল । (৪৫)

গোপ ঘরে জন্মি আমা সেবিবা নিরন্তর^{১১} ॥”

লক্ষ্মী সরস্বতী তবে গোবিন্দ-চরণে ।

প্রণতিপূর্বক করি কহিল। তখনে ॥

“বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া প্রভু যাইবা পৃথিবীত ।

নিজ-রূপে আমি-দুই যাইমু^{১২} সহিত ॥” * (৫০)

বাণী কমলার বাক্য শুনি নারায়ণ ।

কিঞ্চিত হাসিয়া কহে মধুর বচন^{১৩} ॥

“গর্ভ-বাস করিলে সে হয়^{১৪} অবতার ।

দিনে গর্ভবাসে জন্ম নাহিক তোমার ॥”

কমলায় বোলে “প্রভু শুন দামোদর । (৫৫)

গর্ভবাস-দুঃখ আমি সহিতে দুকর^{১৫} ॥

ভৃগুর ঘরেত আমি জন্মিলু যে দিন ।

গর্ভবাস-দুঃখ তাতে পাইলু প্রবীণ^{১৬} ॥

সেই দুঃখে তপ করি পূজিলু তোমারে ।

গর্ভবাস-দুঃখ প্রভু ক্ষেমিবা আমারে ॥ (৬০)

ইন্দ্রের সমর্পি যবে রাখিলা আপনে । *

ব্রহ্মশাপ^{১৭} শাপিল^{১৮} দুর্ভাসা তপোধনে ॥

পুনর্বীর জন্মিলু সমুদ্রে করি বাস^{১৯} ।

সিদ্ধ-মথনে জন্মি আইলু তোমার পাশ ॥

ব্রোতা^{২০} যুগেত প্রভু বধিলা রাবণ । (৬৫)

সূর্য্য-বংশে জন্ম দশরথের নন্দন ॥

যেমতে জন্মিলু আমি শুন তাক কহি ।

অযোনি-সম্ভবা কহা মাও হৈলা মহী ॥

গর্ভবাস-মহাক্লেশ না সহে কদাচিত ।

সঙ্কচিত করি ঐহিতে তোমার সহিত^{২১} ॥ (৭০)

রাম-রূপে জন্মি তুমি রাবণ বধিলা ।

সীতা-রূপ হৈলু মুই তুমি বিহা কৈলা । *

রাজা হৈবা করি প্রভু কৈলা অধিবাস ।

কেকৈর সত্যের লাগি গেলা বন-বাস ॥

তোমার সহিতে আমি প্রবেশিলু বনে । (৭৫)

শূচ্য গৃহ পাইয়া হরি নিল দশাননে ॥

সিদ্ধ বান্ধি তাকে বধি^{২২} উদ্ধারিলা আমা ।

আনলে দহিলা আমা^{২৩} না করিলা ক্ষেমা ॥

(১) ‘ইতিহাস’ ঘ। (২) ‘বিমল’ ক, ঘ। (৩) ‘বথেক গুণ’ ক, ঘ। (৪) ‘কৈলা’ ক, ঘ। (৫) ‘সারদা কমলাক’ ঘ, ‘কমলা সারদারে’ ক। (৬) ‘কার্যের হেতু’ স্থলে ‘জ্ঞতিএ আমি’ ক, ঘ। (৭) ‘জন্মিব’ ক, ঘ। (৮) ‘কোন রূপে’ ক, ঘ। (৯) ‘তোরা’ গ, প, (১০) ‘মধ্যে’ ঘ। (১১) ‘গোপ’ ইত্যাদির স্থলে ‘রাজগৃহে জন্মাইয়া করিব সাকল’ ক, ঘ। (১২) ‘কহে’ ইত্যাদির স্থলে ‘হরি বুলিলা বচন’ ঘ।

(১৩) ‘সে হয়’ স্থলে ‘করিব’ ঘ। (১৪) ‘গর্ভ-বাস’ ইত্যাদি স্থলে ‘গর্ভবাস ক্লেশ আমি না পাইছি বর’ ঘ। (১৫) ‘ভৃগুর’ ইত্যাদি শ্লোক ঘ-পৃথিতে নাই। (১৬) ‘ব্রহ্মশাপে’ ক, ঘ। (১৭) ‘শাপিল’ ক, ঘ। (১৮) ‘পুনর্বীর জন্ম আব নাহি গর্ভবাস’ ক, ঘ। (১৯) ‘দ্বাপর’ গ, ‘ত্রিভিন্না’ ঘ। (২০) ‘সঙ্কোচ কহিতে যে প্রভু যাইতে সহিত’ ঘ। (২১) ‘মারি’ ঘ। (২২) ‘তমু’ ঘ।

সত্যের কারণে আমা^১ রাখিল আনলে ।
 পরিত্রাণ পাইলু আপনার পুণ্য-ফলে ॥ (৮০)
 গৃহ-বাসে কত^২ দিন বাক্‌লাম^৩ দেশে ।
 সমুদ্রে থাকিতে আমা দিলা বন-বাসে ॥
 দুই পুত্র প্রসবিলু সেই তপোবনে ।
 সবংশে বিনাশ হৈলা ছাওয়ালের রণে ॥
 বাগ্মীক মূনির তরে^৪ পাইলা পরিত্রাণ । (৮৫)
 পুত্র সনে আমাকে আনিলা নিজস্থান ॥
 পরীক্ষা লইতে^৫ পুনি দিলা^৬ সম্মতি^৭ ।
 পৃথিবী লভিলা আমা^৮ দেখিয়া ত্রুগতি ॥
 সেই ভূমি নিদারণ কঠিন-হৃদয় ।
 তোমার সহিতে যাইতে মোর লাগে ভয় ॥ (৯০)
 আপনে চলিয়া যাও সারদাকে লৈয়া ।
 যথা-তথা থাকি^৯ আমি একাকিনী হৈয়া ॥
 এত অপমান আমি সহিতে না পারি ।
 তোমার সহিতে না যাইমু মধুপুরী ॥”
 লক্ষ্মীর বচন শুনি কহে^{১০} নারায়ণ । (৯৫)
 “ভূমি-দুই বিনে আমার নাহিক জীবন^{১১} ॥
 ভূমি-দুই বিনে প্রিয়া^{১২} কে আছে আমার ।
 হেন দুই বাক্য প্রিয়া না বোলিহ আর ॥
 তিলেক না দেখি যদি ভূমি দুই-জন ।
 সকল সংসার বার্থ অসার জীবন ॥ (১০০)
 হেন বাক্য প্রিয়া যদি কহ আর বার^{১৩} ॥
 না যাইমু পৃথিবীত^{১৪} না খণ্ডাইমু^{১৫} ভার ॥

সীতা-রূপে ভূমি^{১৬} যে পাইল অপমান ।
 সবিশেষ কহি শুন^{১৭} হৈয়া সাবধান ॥
 সনক মূনির শাপে জয়-বিজয়^{১৮} । (১০৫)
 দৈত্য-যোনি পাইলেক ভূমি ভারময়^{১৯} ॥
 হিরণ্য কশিপু^{২০} নাম হইল বিখ্যাত ।
 সৃষ্টি-রূপে^{২১} প্রথমে কশিপু কৈলু পাত^{২২} ॥
 তবে হিরণ্য^{২৩} হৈল অতুল-মহত্ত্ব^{২৪} ।
 পত্নাদ-ভনয় তার আমা-পদে ভক্ত^{২৫} ॥ (১১০)
 আমাতে একান্ত ভক্ত বৈষ্ণব-চরিত্র ।
 তার গুণে মূনি সব হইলা পনিত্র ॥
 নীতি-ধর্ম যত-ইতি তয় রাজ-কাজ ।
 শিখাইল পিতা না করয়ে যুবরাজ ॥
 কুপিত হইলা রাজা না করিল দয়া । (১১৫)
 মারিতে চাহিল ক্রোধচিত্ত তাকে হৈয়া ॥
 মন্ত গজ দিয়া তাকে করিল তাড়ন ।
 নিস্তার পাইল তাতে আমার কারণ ॥
 মারিতে যতন তাকে করিল নিস্তর ।
 কোন মতে মৃত্যু তার নহে নবেশ্বর ॥ (১২০)
 হস্তে পদে দাক্ষি তাকে ফালাইল সাগরে ।
 তথাপি না হৈল মৃত্যু ভক্তি-অমুসারে ॥

(১) ‘মোকে’ ঘ। (২) ‘কথ’ ক, ঘ। (৩) ‘আছিলাম’ ঘ। (৪) ‘কাজে’ ঘ। (৫) ‘দিবার’ গ। (৬) ‘চাই’ গ। (৭) ‘সম্মতি’ গ। (৮) ‘পৃথিবী’ ইত্যাদি স্থলে ‘জননী’ হরিল মোরে’ ঘ। (৯) ‘বাইব’ ঘ। (১০) ‘হাসে’ ঘ। (১১) ‘ভূমি’ ইত্যাদি স্থলে ‘কিঞ্চিৎ হাসিয়া হরি বলিলা বচন’ ক, ঘ। (১২) ‘ভূমি’ ইত্যাদি স্থলে ‘ভূমি সরস্বতী বিধে’ ক, খ, ঘ। (১৩) ‘হেন চুই’ ইত্যাদি শ্লোক-দ্বয় ঘ পৃথিতে নাই। (১৪) ‘পৃথ্বীত’ গ। (১৫) ‘খণ্ডিব’ ঘ।

(১৬) ‘জন্মিয়া’ ঘ। (১৭) ‘সবিশেষ’ ইত্যাদি স্থলে ‘বিবেচিয়া কহি প্রিয়া’ ক, গ, ‘সে সকল শুন প্রিয়া’ ঘ। (১৮) ‘জন্মজয়’ ঘ, চ। (১৯) ‘ভূমি’ ইত্যাদি স্থলে ‘মহা ভারময়’ ঘ, চ, ‘ভূমি ভারময়’ ক, খ। (২০) সকলগুলি পৃথিতেই এই পাঠ আছে, কিন্তু ইচ্ছা পূরণ-সম্বন্ধ নহে; জয় ও বিজয় ব্রাহ্ম-দ্বয় জন্মান্তরে কশিপুের ঔরসে দিতির গর্ভে যমজ-রূপে জাত হইয়া যথাক্রমে হিরণ্যাকশিপু ও হিরণ্যাক রূপে পাত হইয়াছিল এবং তাহার। যথাক্রমে বৃসিংহ-রূপী ও বরাহ-রূপী বিষ্ণু কর্তৃক নিহত হইয়াছিল—ইহাই পৌরাণিক আখ্যায়িকা। (২১) ‘সৃষ্টিঘাতে’ গ। (২২) ‘সৃষ্টিক্রমে’ ইত্যাদি পণ্ডিতের স্থলে “নরসিংহ রূপে তার করিলাম নিপাত” ঘ। (২৩) প্রকৃত পাঠ হইবে ‘হিরণ্যাকশিপু’। (২৪) ‘বিক্রম’ ক। (২৫) ‘আমা’ ইত্যাদি স্থলে ‘বৈষ্ণব উত্তম’।

অগ্নি-কুণ্ড করি তাকে দহিল সাক্ষাত ।
 মরণ না দেখি কোপে জ্বলে নরনাথ ॥
 তর্জ্জন করিয়া রাজা গেল তার পাশ । (১২৫)
 উচ্চস্বরে বোলে “কিবা জপ” মতি নাশ ॥
 কুল-ধর্ম্য পরিহরি কুমতি করিয়া ।
 কিবা জপ’ কিবা ভাব’ কহ বিস্তারিয়া” ॥
 হাসিয়া পত্নাদে বোলে “শুন দৈত্য-মণি ।
 শ্রীমধুসূদন বিনে আন নাহি জানি ॥ (১৩০)
 সর্বভূতময় হরি জীবের জীবন ।
 তান নাম গুণ আমি জপি অমুক্ষণ ॥
 কমল দলেত যেন সলিল-বঞ্চন ।
 তেমত জানহ বাপ জীবন-যৌবন ॥
 সংসারের সার জান শ্রীমধুসূদন । (১৩৫)
 ভব-সিন্ধু পার হৈতে নাহি অচ্ছ জন ॥”
 তবে হিরণ্য বোলে “শুন পাপ-মতি ।
 কোন স্থানে বৈসে তোর সেই নিজ-পতি ॥”
 হাসিয়া পত্নাদে বোলে জনকের স্থান ।
 “সর্বত্রোত্তম আছে প্রভু দেব ভগবান ॥” (১৪০)
 দৈত্যে বোলে “পাষণ্ড এই অত্যন্ত প্রবীণ ।
 ইহাতে নি আছে তোর সেই বুদ্ধি হীন ॥”
 পত্নাদে বোলয়ে “তান সর্বত্রোত্তম বসতি ।
 পাষণ্ড-অস্তগত আছে সেই লক্ষ্মী-পতি ॥”
 পুঞ্জের বচনে রাজা করি বড় দম্ভ । (১৫০)
 খড়্গ দিয়া কাটিলেক পাষণ্ডের স্তম্ভ ॥
 তবে নরসিংহ-রূপ ধরিলু সত্ত্বর ।
 নখে বিদারিলু সেই দুষ্ক-কলেবর ॥

(১) পুঞ্জের বচনে ইত্যাদি শ্লোক-দ্বয়ের স্থলে ঘ ও চ পুথির পাঠ, যথা—

“পুঞ্জের বচনে দৈত্য কবিল তখনে ।
 কহিতে লাগিল তবে সভা বিস্তরানে ॥
 নিজ ধর্ম্য ছাড়ি বাহ্যক সেব অমুক্ষণ ।
 পাষণ্ডের মধ্যে বহি আছে সেই জন ।

সেই নাদে ত্রাসাগীর গর্ভ-পাত হৈল ।
 ক্রোধ করি দারুণ শাপ দ্বিজ-নাথে দিল ॥ (১৬০)
 “মোর পুঞ্জ নাশ কৈলে ভয়ঙ্কর-মূর্তি ।
 আর জন্মে হৈও তুমি আপনা বিশ্বাসি ॥”
 এই হেতু রাম-রূপে হৈল হীন-জ্ঞান ।
 না জানিয়া তোমা আমি দিল অপমান ॥
 হিরণ্য কশিপু হৈলা রাবণ কুম্ভকর্ণ । (১৬৫)
 রাম-রূপে মারি আমি কৈল বড় কর্ম্ম ॥
 সেই দুই হৈলা দম্ভবক্র শিশুপাল ।
 পৃথিবীত জন্মি তাকে মারিমু সকাল ॥
 তুমি দুই সঙ্গে গেলে মারিমু নিশ্চয় ।
 তিন জন্মে মৃত্ত হৈব জয় বিজয় ॥ (১৭০)

[কমলার নিকট শ্রীহরির প্রতিজ্ঞা]

খেদ পরিহারি প্রিয়া চিন্ত কর স্থির ।
 লীন করি লৈমু তোমা আপন শরীরং ॥
 ত্রিলোক্যমা-রূপে মগ্ন হইবা আমি ত
 রাখা হেন নাম হৈব ভুবন-বিখ্যাত ॥
 এক কলা জন্মবেক বিদর্ভের ঘরে । (১৭৫)
 কাম-দেব জন্ম হৈব তাহান উদরে ॥”
 কমলায়ে বোলে “প্রভু শুন হবীকেশ ।
 কাম-দেবের জন্ম-কথা কহ সবিশেষ ॥

খর্গাবাতে কাটো তারে পাষণ্ডের সনে ।
 দেখো আমি কিবা করে তোর জনার্দনে ॥
 এহি বলি কোব দিল দৈত্যের নন্দন ।
 ভয়ঙ্কর মূর্তি হৈয়া জন্মিলু তখন ॥
 নরসিংহ রূপে আমি হইলু ভয়ঙ্কর ।
 নথ দিয়া বিদারিলু প্রচণ্ড দৈত্যেশ্বর ॥”

(২) অতঃপর ক, খ ও ঘ পুথির অতিরিক্ত পাঠ, যথা—

“পঞ্চদশ কলা জন্মিও গোপ-ঘরে ।
 বৃকভাঙ্গ-ঔরসে জন্ম বিমলা-উদরে ॥”

কি কারণে হৈল^১ মৃত্যু জন্মাইব^২ কেনে।

বিস্তারিয়া কহ প্রভু শুনিযে শ্রবণে^৩ ॥” (১৮০)

[মহাদেব কর্তৃক মদন-ভঙ্গ্যকরণ]

গৌরিন্দ বোলয়ে “শুন বচন আমার।

সাবহিতে শুন মদনের সমাচার ॥

তারকাক্ষ নামে এক প্রচণ্ড অস্তুর।

দেবগণ হিংসা করি লৈল^৪ ইন্দ্র-পুত্র ॥

বিরধি নিকটে গিয়া দেব পুরন্দর। (১৮৫)

সাবকাক্ষের দোষ যত করিলা গোচর ॥

ব্রজা বোলে “আমি তার চিত্তিছি প্রকার।

ধব-গৌরী-পুঞ্জ-হস্তে মৃত্যু হৈব তার ॥”

দেব লৈয়া ব্রজা গেলা ক্ষীরোদের কূলে।

চণ্ডিকা-স্তবন কৈলা কমলের দলে ॥ (১৯০)

“কি জয় ভবানী তুমি ত ব্রজাঙ্গী।

প্রকৃতি-স্বরূপা তুমি নমো নারায়ণি।

মহাবাক্তি মহাকালী কালিকা ভবানী।

কামাক্ষা চণ্ডিকা দেবি ব্রজ সনাতনী ॥

ভৈবনী চামুণ্ডা নিত্রা-রূপা তুরেশ্বরী। (১৯৫)

শৈলজা বিজয়া লক্ষ্মী নমো শাকন্তরি ॥

সূক্ষ্ম রূপ ছাড়ি দেবী স্থূল রূপ ধরি।

হিমালয়-সুতা হৈয়া বর^৫ ত্রিপুনারি ॥”

দেবগণের স্তবন শুনিয়া ততক্ষণ

অন্তরে থাকিয়া দুর্গা বলিলা বচন ॥ (২০০)

“শুন শুন প্রজাপতি না করিহ ভয়।

মনোহিত পূর্ণ আমি করিমু নিশ্চয় ॥”

প্রণাম করিয়া দেব গেলা নিজ স্থান।

মেনকা-উদরে^৬ দেবী কৈলা অধিষ্ঠান ॥

শিশুতা অন্তরে তবে বাটিল যৌবন। (২০৫)

অনেক করিলা তপ গিবির ভবন ॥

অনুক্ৰম ভাবে শিবেত বিহা বসিবার।

যোগ-ভঙ্গ নহে শিবের চিন্তা দেবতার ॥

তবে সচস্রাক্ষে বোলে মদনের স্থান।

“ধর্ম্মের তনয় তুমি মহাবলবান ॥ (২১০)

জগতে যুগিব তোমার ই সব মহত্ত্ব।

বিলম্ব না কর তথা চল মহাসঙ্গ ॥

মহাদেবের যোগ-ভঙ্গ কর গিয়া তুমি।

শীঘ্র করি চল কাম কহিলাম আমি ॥”

কাম-দেবে বোলে “ব্রজা শাপিছে আমারে। (২১৫)

হর-চক্ষু দবধানে ভঙ্গ্য হইবারে ॥”

ঈদত্ত হাসিয়া বোলে মহেশ-লোচন ॥

“বিরধি শাপিছে তোমা কেমন কারণ ॥”

মদনে বোলয়ে “শুন দেব সুরপতি।

যে কারো শাপিল আমা বিরধি মহামতি ॥ (২২০)

রুক্মাঙ্গদ নামে রাজা পৃথিবী ভিতর।

সর্ব শাস্ত্রে বিশারদ ধর্ম্মেত তৎপর ॥

ধর্ম্মাঙ্গদ নামে পুত্র বড় ধর্ম্ম-জ্ঞানী।

একাদশী ত্রত করে লৈয়া রাজধানী ॥

দ্বী পুরুষ যুবা বৃদ্ধ বালক যত যত। (২২৫)

পশু পক্ষী আদি একাদশী ত্রতে রত ॥

দুষ্কের বালকে স্তন না করয়ে পান।

দিবা রাত্রি সর্ব লোকে জপে ভগবান ॥

দশমীতে সঙ্কম^৭ তবে করয়ে কোতুকে।

একাদশী দিনে তরি পূজে সর্ব লোকে ॥ (২৩০)

(১) ‘হৈব’ গ। (২) ‘জন্ম হৈল’ ক, খ। (৩) ‘কি কারণে’ ইত্যাদি পঙক্তি-স্বরের স্থলে ঘ-পুথির পাঠ—

“কি কারণে হইলেক ভঙ্গ মদন।

বিস্তারিয়া কহ কিছু শুনি বিবরণ ॥”

(৪) ‘গেলা’ গ। ‘রৈলা’ ক। ‘করি লৈল’ স্থলে ‘করিল’ ঘ।

(৫) ‘সঙ্কম’ ক, খ।

ষাদশী দিনে^(১) মাত্র পারণা করিয়া ।
 হরি পূজে সর্ব লোকে হরষিত হৈয়া ॥
 যাহার মরণ হয় বৈকুণ্ঠ-লাভ তার ।
 সেই দেশে নাহি শমনের অধিকার ॥
 যম-দূত আসি যদি হুতা লৈয়া চলে । (২৩৫)
 মুদগর প্রহারি চক্ষু-দড়ি দিয়া গলে ॥
 ভয় পাইয়া প্রাণী সবে বোলে নারায়ণ ।
 সেই ক্ষণে আসি মিলে বিষ্ণু-দূতগণ ॥
 চতুর্ভুজ দূতগণ শঙ্খ-চক্র-ধারী ।
 হুতা লৈয়া যায় শমনের দূত মারি ॥ (২৪০)
 বিষ্ণু-দূতে ছুইলে হুতার মনোহর কায় ।
 চতুর্ভুজ রূপ ধরি বৈকুণ্ঠে^(২) যায় ॥
 বৈবস্বত-দূতে তবে পাইল অপমান ।
 কান্দিয়া কহিল গিয়া যম বিদ্যমান ॥
 “জম্বু-দ্বীপে উত্তম দেশ অবন্তী নগর । (২৪৫)
 তথা রাজ্য করে রুদ্ৰাঙ্গদ নৃপবর ॥
 চিত্রগুপ্তের বোলে গেলাম হুতা আনিবারে ।
 বিষ্ণু-দূতে কাড়ি লেয় মারিয়া আমারে ।”
 কুপিত শমন রাজা দূতের বচনে ।
 বিরিকি নিকটে যায় মহিষ-বাহনে ॥ (২৫০)
 চিত্রগুপ্তে কাল-সূত্র দণ্ড সহিতে ।
 সকল এড়িলা গিয়া ব্রহ্মার বিদিতে ॥ *
 “আপনে বিষয় দিছ করি অধিকার ।
 বিষ্ণু-দূতে কেনে নেয় হুতা আমার ॥
 সহিতে না পারি আমি এত বড় লাজ । (২৫৫)
 আর জন নিয়োজ্য আমার নাহি কাজ ॥”
 যমের বিবাদ শুনি ভাবিয়া সঙ্কট ।
 যম সনে ব্রহ্মা যায় বিষ্ণুর নিকট ॥

ক্ষীরোদ সমুদ্রে গিয়া ব্রহ্মা বৈবস্বত ।
 উদ্দেশে প্রণাম করি কহে সর্ব-তত্ত্ব ॥ (২৬০)
 অন্তর্দামী ভগবান সর্ব তত্ত্ব জানি ।
 অম্বরে^(৩) থাকিয়। ওঙ্কার করি ধ্বনি ॥
 কমল-কাননে যেন অলির বন্ধার ।
 হেন মতে লক্ষ্মীপতি লাগে বোলিবার ॥
 “আসিয়াছ প্রজাপতি জানিছি সকল । (২৬৫)
 আমার অধিকারে কেনে যমে করে বল ॥
 একাদশী দিনে যে না খায় অন্ন পানী ।
 শমনের দায় নাই সেই সব প্রাণী ॥
 আমাকে করিলে ভক্তি শমনের নাতি দায় ।
 শমন নাশিমু শঙ্খ চক্র গদায় ॥” (২৭০)
 শূন্য-ধ্বনি শুনি ব্রহ্মা কম্পিলা অন্তরে ।
 বৈবস্বত সঙ্গে করি গেলা নিজ ঘরে ॥
 সান্তিয়া পাঠাইল যম আপনার পুরে ।
 মন্ত্রণা করিয়া ব্রহ্মা চিস্তিলা অন্তরে ॥
 ধ্যান করি কুশ-হস্তে বৈসে পদ্ম-যোনি । (২৭৫)
 নিজ অংশে জন্মে^(৪) কহা স্তন্দরী মোহিনী ॥
 সর্ববাঙ্গে স্তন্দরী কহা লক্ষ্মী-অবতার ।
 কামাতুর হৈয়া ব্রহ্মা চাহে লজ্জিবার ॥
 লজ্জা-যুক্ত হৈয়া কহা যেই দিকে যায় ।
 কাম-দৃষ্টি প্রজাপতি সেই দিকে চায় ॥ (২৮০)
 চারি দিকে প্রজাপতির অষ্ট নয়ন ।
 পলাইতে নারে বালা যুড়িল কান্দন ॥
 সত্যবতী-সুত ব্যাস নারায়ণ-অংশ ।
 সঙ্কেতপে রচিল পুণ্যলোক হরিবংশ ॥
 সেই শ্লোক বাখান করিয়া পদ-বন্ধে । (২৮৫)
 লোকে বুঝিবারে বোলে দীন ভবানন্দে ॥

(১) ‘আগন্ত’ ক, খ, ঘ। (২) ‘নিজরো’

(নিয়োজ্য গ) গ। ‘নিয়োজন’ ক, খ, ‘নিযুক্ত কর’ ঘ। (৩) ‘অম্বরে’ ক, খ, ঘ। (৪) ‘জন্মাইল’ গ।

লাচাড়ী ভাটীয়াল রাগ।

মোহিনী সুন্দরী বাপের চরণ ধরি
সকরণ-ভাবে কহা কান্দে
হৃদ হরি স্মরি ঘন হৈয়া বিগাদিত-মন
আপনার কর্ম-দোষ নিন্দে ॥৩১০॥
“না শুনিছি কোন কালে স্বর্গ মর্ত্য পাতালে
• বাপে চাহে লজিতে কুমারী।
অমব-সভার মাঝ পাইলু অত্যন্ত লাজ
অপমান সহিতে না পারি ॥”
আকুলিত করি কেশ ঘুচাইয়া গায়ের বেশ (২৯৫)
কান্দে কহা ভাবিয়া বিবাদ।
“তুমি দেব ধর্ম্মময় বিকর্ম্ম উচিত
পরিহব অনঙ্গ-উন্মাদ নয়
পরাশর-স্মৃত মুনি অবনী করিল ধনি
• নারদ-পুরাণ করি ভণি। (৩০০)
দৈব ধর্ম্মের অংশ পুণ্যশ্লোক হরিবংশ
ইতিহাস ক্রমে তৈল মগ্ন ॥
সেই পুণ্য-কাহিনী অমৃত সনাত জ্ঞানি
• পুণ্য বুদ্ধি পাপ হয় হীন।
পাইয়া সারদার বব শ্লোক ভাঙ্গি মনোহর (৩০৫)
রচিলেক ভবানন্দ দীন ॥

পদবন্ধ।

বাপের চরণ কহা পুনর্ব্বার বন্দি।
স্বধর্ম্ম রাখিতে কহা কহে কান্দি কান্দি ॥
“তুমি প্রজাপতি যদি কর হেন বন্ধ।
ত্রিভুবনে না রৈব বাপ হুতিতা সম্বন্ধ ॥” (৩১০)
কান্দিয়া কুমারী কহে কাহর কাহিনী।
কানোন্মত্তাবে প্রজাপতি কিছু নাহি শুনি ॥

কোপে মোহিনী কহা ব্রজাণের দিল শাপ
“আজি হনো অপূজা হইও মোর বাপ ॥”
মোহিনীর শাপে ব্রজা হৈল। অপূজন (৩১৫)
কোপে ব্রজা আমারে শাপিল। ততক্ষণ ॥
“তোমার বাণে মোর বুদ্ধি জ্ঞান বিনাশি।
হর-চক্ষু দরশনে হৈও ভস্ম-রাশি ॥”
এই হেতু দিল শাপ শুন মহাশয় ॥
জানিয়া করিবা আজ্ঞা যে উচিত হয় ॥” (৩২০)
তাকে শুনি পুরন্দরে লাগে কতিবার।
“যদি ভস্ম হও পাছে চিন্তিমা প্রকার ॥”
লজিতে না পারে দেব-রাজের বচন।
যোগ-ভঙ্গ করিবারে চলিল। মদন ॥
পরাশর-স্মৃত বাস জন্ম বিষ্ণু-অংশ। (৩২৫)
সংক্ষেপে রচিত পুণ্যশ্লোক হরিবংশ ॥
সেই শ্লোক নাথান করিয়া পদ-বন্ধে।
লোকে বুদ্ধিবাবে বোলে দীন ভবানন্দে ॥
গীত—রাগ বসন্ত।

ভুবন-মোহন-বেশে চলিল। অনঙ্গ।
মহাদেবের যোগ-নিদ্রা করিবারে ভঙ্গ ॥ (৩৩০)
কুসুম বিশিষ্ট চাপ কুসুমে রচিত।
অঙ্ক-নির্ম্মাণ তৃণ কুসুমে ভূষিত ॥
কুসুমেব মালা গলে আনোদিত গন্ধ।
শতে শতে অলি পান করে মকরন্দ ॥
কোকিলার কলরব নাহি তার অন্ত। (৩৩৫)
ময়ুর-চাতক-নাদ প্রকাশে বসন্ত ॥
মকরের শব্দ শোভে বিচিত্র বিমানে ॥
ত্রৈলোক্য মোহিত হয় কটাক্ষ সন্ধান ॥

(৩) ‘হৈতে’ ক, খ, ঘ : (৪), ‘হয়’ গ। (৫) ‘অকালে’
ক, খ, ঘ। (৬) ‘মকরের শব্দ’ ইত্যাদি চরণ-দ্বয় ‘ক ও খ’
পুণিতে নাই; উহার স্থলে ঘ-পুণির পাঠ যথা—‘মউরের
শব্দ শোভে বিমল বিমানে। ত্রৈলোক্য মোহন করে
কটাক্ষ-সন্ধান ॥’

(১), ‘আউলাইয়া মাথার’ ক, খ, ঘ। (২) ‘করিয়া’ গ।

মন্দ মলয়া-বাসু বহে ঘনে ঘন ।
 অকালেত ঋতু-রাজ পুষ্টিত কানন ॥ (৩৪০)
 অশোক মালতী মৃথী চম্পক পিণ্ডলী ।
 লবঙ্গ কেশকী গন্ধরাজ গন্ধকেলি ॥
 কুম্ভ-কুণ্ডল কর্ণে মাল। সুশোভিত ।
 কুম্ভে বলয়া তাড় কুম্ভে জড়িত ॥
 কুম্ভে নুপুর পায়ে পৈত্রিল সানন্দে ॥ (৩৪৫)
 সাজিল মদন কহে দীন ভবানন্দে ॥

পরায় ।

রতি-স্থানে কহে কাম ব্রহ্মার শাপ-ভেদন ।
 স্বামীর বচন শুনি করয়ে নিবেদন ॥
 “শিব বিদ্যামানে প্রভু হৈবা ভয় বাসি ।
 দরশন-মাত্রে তুমি হৈবা ভয়-রাশি ॥” (৩৫০)
 কামে বোলে “শুন প্রিয়া মোর প্রাণেশ্বরি ।
 বিধাতা-নির্বন্ধ কিছু খণ্ডাইতে না পারি ॥
 জন্মিলে অবশ্য মৃত্যু মৈলে জন্ম পুনি ।
 এই জানি শোক পরিহর হুবদনি ।
 মৃত্যু হইলেও দেবে করিবা উপায় ॥” (৩৫৫)
 এই বোলি তপ-ভঙ্গে কাম চলি যায় ॥

(১) ‘কুম্ভে নুপুর’ ইত্যাদি শ্লোকের পরিবর্তে ক-
 পুথির ও ব-পুথির পাঠ, যথা—

“কুম্ভ তোড়ল পদে কুম্ভ নুপুর ।
 রত্নবুধ শব্দ তাথে শুনিতে মধুর ॥
 সত্যবতী-সুত ব্যাস নারায়ণ-অংশ ।
 সঙ্কেপে রচিল পুণ্যশ্লোক হরিবংশ ॥
 সেই শ্লোক বাখান করিয়া পদ-বন্ধে ।
 লোকে বুঝিবার কহে দীন ভবানন্দে ॥”

(২) ‘রতি স্থানে’ ইত্যাদি পঙক্তি হইতে আরম্ভ
 করিয়া ১০৪ সংখ্যক পঙক্তি পর্যন্ত অংশ ক-পুথিতে নাই;
 উহার স্থলে আদি ও অন্তে খণ্ডিত ভবানীদাসের ভণিতা-
 যুক্ত ‘দান-খণ্ড’ ও ‘নোকাখণ্ড’ পালার কতক গুলি পত্র
 প্রাক্ষিপ্ত করা হইয়াছে ।

(৩) ‘কব’ (কভু ?) গ (৪) ‘মৃত্যু হইলেও’
 ইত্যাদি শ্লোকের স্থলে ক-পুথির ও ব-পুথির পাঠ, যথা—
 “এথেকে রতিকে দিয়া পাতিয়ান ।
 চলিলেক কাম-দেব শিব বিদ্যমান ॥”

শিবের দক্ষিণে থাকি ধর্ম্মের তনয় ।
 হানিল বিশিখ পঞ্চ শিবের হৃদয় ॥
 বিষম কামের বাণে যোগ হৈল ভঙ্গ ।
 ধমু বাণ হাতে দেখে সাক্ষাতে অনঙ্গ ॥ (৩৬০)
 শিবে কামে পঞ্চ-চক্ষে হৈল দরশন ।
 বিরিকির শাপে ভয় হইল মদন ॥
 চর-মুখে শুনি রতি আইল সেই স্থান ।
 করুণা করিয়া কান্দে শিব বিদ্যমান ॥
 পরাশর-সুত ব্যাস জন্ম বিষ্ণু-অংশ ॥ (৩৬৫)
 সঙ্কেপে রচিল পুণ্যশ্লোক হরিবংশ ॥
 সেই শ্লোক বাখান করিয়া পদ-বন্ধে ।
 লোকে বুঝিবারে বোলে দীন ভবানন্দে ॥

[রতির বিলাপ]

লাচাড়ী—ভাটমাল রাগ ।

আরে শোক ভাবি কান্দে দক্ষের কুমারী ।
 ভূমিতে লোটাটাইয়া কান্দে মদনের প্রিয়া ॥ (৩৭)
 প্রভু দান দেও ত্রিপুরারি ॥ ধ্রু ॥
 কাম-দেব হেন স্বামী বিস্মৃতিতে নারি আমি
 উপসন্ন এই ঋতু-কাল ।

বিনে দোষে হেন জন ভয় কৈলা ত্রিলোচন
 ত্রিভুবনে কে বলিবে ভাল ॥ (৩৭৫)
 লবঙ্গ মালতী-মাল ব্যর্থ হৈল সর্ব-কাল
 ব্যর্থ হৈল কোকিলের নাদ ।
 ব্যর্থ মধুকর-ধ্বনি বিষ হেন কর্ণে শুনি
 মলয়া বসন্তের নাহি সাধ ॥

পত্নী পাতি একন্তর সুখে না বঞ্চিত ঘর (৩৮০)
 আজি হনে নাহি রঙ্গ-রস ।

কাম-দেব নাথ মোর ভয় কৈলা মহেশ্বর
 সংসারে রাখিলা অপযশ ॥

(৫) ‘অ’ গ-পুথি (৬) ‘নারি’ ব। ‘ভূমিতে’
 ইত্যাদি চরণের স্থলে ‘ভূমিতে লোটাটাইয়া অঙ্গ মনে উঠে
 তরঙ্গ’ ব। (৭) ‘প্রভু দান’ ইত্যাদি চরণ ব পুথিতে নাই ।

দ্বিজ-রাজ বিনে নিশি ঘোর অন্ধকার বাসি দেবের দেবতা তুমি সর্বভূতময়। (৪১০)
 চন্দ্র বিনে কুমুদ মুদ্রিত। ৩৮৫ অযোগ্য করহ কর্ম উচিত না হয় ॥”
 অহ-নিশি-ভাব ভিন্ন রনি বিনে নাহি চিহ্ন রতির করুণা শুনি দেব শূল-পাণি।
 চতুর্দিক নহে প্রকাশিত ॥ * কিঞ্চিৎ হাসি কহে তবে মধু-রস বাণী ॥
 নিজ-পতি বিনে জায়া যেন সলিলের ছায়া “সতীর বিবাহে মোর প্রাণ নহে স্থির।
 ধর্ম-কর্ম বিনে নাহি পুণ্য। * তোমা দরশনে দহে সকল শরীর ॥ (৪১৫)
 শুন প্রভু ত্রিলোচন কাম বিনে ত্রিভুবন ৩৯০ ভাল বর পাইবা যৌবন দেও ডালি।
 এবে রস-রঙ্গ তৈল শূন্য ॥” ভবানীর কনিষ্ঠ তুমি আমার হও শ্যালী ॥”
 যুছাইয়া গায়ের বেশ খসাইয়া মাথার কেশ শিবের বচনে বর্তি কহে পুনর্বীর।
 সিন্দুর মুছিয়া কান্দে রতি। “তপস্বী হইয়া কেনে কহ কদাচার ॥
 “বিধাতার নির্বন্ধ না রহিল সম্পদ সহজে ভাঙ্গড় তুমি কিবা আছে জ্ঞান। (৪২০)
 তোমাতে বধ দিমু পশুপতি ॥” (৩৯১) মনে অহঙ্কার কর আপনি বড় স্মান ॥
 হেন মতে দক্ষ-ভ্রতা কহিয়া বিরহ-কথা ললাটে পরিচ চন্দ্র উজ্জ্বল করে অতি ॥
 বিলাপ করয়ে পতি-শোকে। লজ্জবারে চাও তুমি পরের যুবতি ॥
 বস্ত্র ফাড়ে হার ছিঁড়ে ধরণীতে গড়ি পাড়ে ললাটের চন্দ্র গলে বাঘ-ডালে তোর।
 দৃঢ় বজ্রাঘাত হানে বৃকে ॥ জিতা বাব হৈয়া সেই উঠয়ে সধর ॥ (৪২৫)
 সত্যবতী-ভ্রত ব্যাস করিলেক প্রকাশ (৪০০) সেই বাঘে খাইতে চায় তোমার বাহন।
 হরিবংশ পুণ্য শ্লোক-বন্ধে ॥ সেই বাবেত পুনি মাগ’ আলিঙ্গন ॥ *
 সর্ব লোকে বুঝিবারে পয়ার করিয়া তারে
 * * * রচিলেক দীন ভবানন্দে ॥

পয়ার।

“যুবতি-সময় পতি নাশ কৈলা মোর।
 জীয়ে পুরুষে আর না করিব ঘর ॥ (৪০৫)
 পাত পত্নী ভেদ—আর নাহিক সম্বন্ধ।
 সৌরভ সহিতে না রহিব মকরন্দ ॥
 মন্দ মলয়া-বায়ু কোকিল ছুরন্ত।
 নোর প্রাণ-নাথ বিনে অসার বসন্ত ॥

(১) যুবতি-সময়’ ইত্যাদির পূর্বে খ ও ঘ পৃথিতে
 নিম্নলিখিত অতিরিক্ত শ্লোক আছে যথা—

“পতিশোকে কান্দে রতি লোটয়া ধরণী।
 কেনে হৈন কর্ম কৈলা প্রভু-শূলপাণি ॥”

(২) “উজ্জল” ইত্যাদি স্থলে ‘অনেক শক্তি’ খ, ঘ।

(৩) ‘মকল’ ঘ।

[৪] ‘ললাটের চন্দ্র গলে’ ইত্যাদি বাক্যে ‘চন্দ্র’ শব্দটা চন্দ্রমা ও বাঁধা—এই উভয় অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। রতির উক্তির তাৎপর্য্য ইচ্ছা মনে হয় যে, শিবের ললাটস্থ চন্দ্রই চন্দ্র অর্থাৎ শুক্র-রূপে শিবের পরিণয় ব্যাঘ্র-চন্দ্রে গলিত হইয়া জীবন্ত ব্যাঘ্রের জন্ম দিল, সেই ব্যাঘ্র শিবের বাহন বৃকে খাইতে চাহিল এবং শিব পুনরায় সেই ব্যাঘ্রকেই আলিঙ্গন করিতে চাহিলেন—এ সকল বাক্য বৈরাগ্য সামঞ্জস্যশূন্য, রতির প্রতি শিবের পূর্ববর্ণিত উক্তিও সেইরূপ অসংলগ্ন প্রলাপ বাক্য বটে। ‘ললাটের’ ইত্যাদি স্থলে ঘ পৃথির পাঠ, যথা—

প্রকৃতে অমৃত বাড়ে তবে হয় হাস।

ব্যাঘ্ররূপ হয় তোমার পরিধান বাস ॥

সে যে ব্যাঘ্রে খাইতে চাহে তোমার বাহন।

হাস পাইয়া পুনি না বুঝিলা আলিঙ্গন ॥

য’পৃথির পাঠ পরবর্তী আদ্যাদী সংশোধনের চেষ্টা
 বাগ্যাই মনে হয়।

একাকী পাইয়া মোরে বোল বিপরীত ।
 মোর স্বামী হৈতে শক্ত নহিবা কদাচিত ॥”
 ইসত হাসিয়া বোলে দেব মহেশ্বর । (৪৩০)
 “তুষ্ট হৈলু হৃন্দরি মাগিয়া লও বর ॥”
 পুনরপি রতি বোলে শিব বিদ্যমান ।
 “যদি তুষ্ট হৈলা মোরে দেও স্বামি-দান ॥”
 শিবে বোলে “দিমু দান শুনহ যুবতি ।
 পাইবে ঘাপর-যুগে তব নিজ পতি ॥ (৪৩৫)
 ভাৱাভাৱণে যাইবা ত্রিজগত-নাথ ।
 রুক্মিণী হইবা লক্ষ্মী সেবিতে সাক্ষাত ॥
 তাহান উদরে জন্ম লভিব মদন ।
 আপনার নিজহানে করহ গমন ॥”
 শিবের বচনে রতি করি পরিহার । (৪৪০)
 হরিব বিবাহে ঘরে চলে আপনার ॥
 তবে শিবে চণ্ডিকারে কৈলা পরিণয় ।
 তারকাঙ্ক বিনাশিল তাহার তনয় ॥
 এহি কহিলাম প্রিয়া পূর্বের কাহিনী ।
 তোমার উদরে কাম জন্মিব আপনি ॥” (৪৪৫)
 প্রণাম করিয়া লক্ষ্মী বোলিলা বচন ।
 আত্মা অনুসারে কৰ্ম করিগু এখন ॥”

[শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার দ্বন্দ্ব ও বালা-লীলা]

তবে প্রভু নারায়ণ শরীর ছাড়িয়া ।
 দৈবকী-উদরে জন্ম লভিলা আসিয়া ॥
 গোকুলে আনিয়া বহুদেবে থুইল তানে । (৪৫০)
 মহা মহা অঙ্গুর মারিলা বৃন্দাবনে ॥
 তার পাছে লক্ষ্মী হৈলা পঞ্চদশ কলা ।
 বৃকভানু-ঔরসে জন্মিল কমল ॥
 এক কলা জন্মিলেক সুনন্দা-উদরে ॥
 ভীষ্মক রাজার ঔরসে বিদর্ভ-নগরে ॥ (৪৫৫)

সত্যভামা-রূপে জন্ম সত্রাজিৎ-ঘরে १
 পূর্ব-রূপে জন্মিলেক বিজয়া-উদরে ॥
 আনন্দে আছেয়ে হরি নন্দের আশ্রয় ।
 সর্ব লোকে বোলে নন্দ-যশোদা-তনয় ॥
 বড় বড় কৰ্ম করে দেবের ছুর । (৪৬০)
 হরিষে গোকুলে বৈসে দেব দামোদর ॥
 বৃকভানু-সুতা রাধা লক্ষ্মী-অবতার ।
 শিশুতা-অন্তরে হৈল যৌবন বিস্তার ॥
 শিশু হনে তপ করে পূজে নারায়ণ ।
 হরির চরণ বিনে অণু নাহি মন ॥ (৪৬৫)
 যৌবন দেখিয়া বাপে চিন্তিল হৃদয় ।
 ব্রজ-আইমন ২ আনি দিল পরিণয় ॥
 যশোদার সহোদর পরম রূপবান ।
 নন্দের গৌরবে তাতে কণা দিল দান ॥
 বাপের অলঙ্ঘ্য বাক্য নায়ে ত লজ্জিতে । (৪৭০)
 কৃষ্ণের চরণ-মাত্র ভাবে এক-চিন্তে ॥
 রাধার ভক্তিয়ে আর সত্যের কারণ ।
 কপট করিলা তাতে প্রভু নারায়ণ ॥
 রাধার বিবাহ গোপে কৈল যেই দিন ।
 সেই দিন হৈল তার পুরুষ হীন ॥ (৪৭৫)
 নপুংসক হৈল যদি ব্রজ-আইমন ৩ ।
 রাধার সত্য রক্ষা পাইল সেই ত কারণ ॥
 এই মত দুই জন আছে পরস্পরে ।
 হরির বিধম মায়া কে বুঝিতে পারে ॥

[যমুনা-তীরে শ্রীরাধার ও শ্রীকৃষ্ণের প্রথম দর্শন ও সঙ্গাষণ]
 এক দিন রাধা আদি ষত গোপীগণ । (৪৮০)
 জল আনিবারে গেলা যথা নারায়ণ ॥

(৩) ‘সত্যভামা-রূপে’ ইত্যাদি শ্লোকের স্থলে গ-পুথির পাঠ,
 যথা — ‘সত্যভামা আর কল সত্রাজিৎ-ঘরে ।

এমত অষ্ট কলাএ অষ্ট রমণী হৃন্দরি ॥’

৪ পুথিতে এই শ্লোক নাই । (৬) ও (৭) ব্রজ-আইমন, গ ;

বসিছে কাছাইয়া আদি যত শিশুগণ ।
 হেন কালে জল ভরি মিলিলা সখীগণ ॥
 রাখার ঘোবন আর দেখি রূপ বেশ ॥
 অন্তরে হইলা কাছাই হরিব বিশেষ ॥ (৪৮৫)
 সব শিশু ছাড়ি গেলা রাধিকার কাছে ।
 নধুর কোমল বাক্যে সুন্দরীকে পুছে ॥
 “শুন সুবদনি রামা আমার বচন ।
 উত্তব না দেও তুমি কিসের কারণ ॥
 কাহার কুমারী তুমি কাহার বনিতা । (৪৯০)
 কোন দেশে বৈস কহ কেনে আইলা এথা ॥
 তব রূপ দেখি মোর দহে কলেবর ।
 আলিঙ্গন দিয়া মোর প্রাণ রক্ষা কর ॥
 শোর সম রূপবতী নাতি মহীতলে ।
 বিধাতা নিশ্চাইল মোর পূর্বজন্ম-ফলে” ॥ (৪৯৫)
 দেখি শোর বদন-কমল মনোহর ।
 আকাশে থাকিয়া তপ করে শশধর ॥
 পুনি পুনি জন্মে চন্দ্র সমান হইতে ।
 না পারিয়া সাগরেত গেল দুঃখ-চিত্তে” ॥
 কমল-নধুর দেখি মুহু মুহু হাস । (৫০০)
 সরোবর মধ্যে পদ্ম হইল প্রকাশ ।
 দিন-মণি কৈল তপ হইতে সমান ।
 নিশিতে মুদ্রিত হৈল পাইয়া অপমান ॥
 ছই পঙ্ক্তি দন্ত শোর মনোহর সাজে” ।
 সলিলের মধ্যে মুক্তা পলাইল লাজে ॥ (৫০৫)

(১) ‘বিধাতা’ ইত্যাদি পঙ্ক্তির স্থলে ‘বিধাতা
 নিলাইল মোরে’ ইত্যাদি থ—পুথি; ‘বিধাতা নিশ্চাইল
 জানি মোর কর্মফলে’ ঘ—পুথি (২) ‘অগ্নিলোক’ ঘ,
 ‘জ্বালিলে’ গ ‘জন্ম’ হয় ছ; (৩) ‘সাগরেত’ ইত্যাদি স্থলে
 ‘আপনে পশিল তুমিতে’ ঘ; ‘না পারি সহিতে বনে পশিল
 তরিতে’ ছ; (৪) ‘মুহু মুহু’ স্থলে ‘তোর মুখের’ থ, গ; * পদ্ম
 হইল’ (ঘ)-স্থলে ‘যেন কমল’ থ, গ, ‘হৈল কমল’ ছ;
 (৫) ‘ছই পঙ্ক্তি’ ইত্যাদি স্রোতের স্থলে ‘ছই পঙ্ক্তি
 (পঙ্ক্তি) দরসনে (দশনে ?) মনে:হর সাজ । সলিলের
 মধ্যে মুক্তা বড় পাইল লাজ ॥” ঘ

বাকুলি-কুমুম জিনি* ওষ্ঠ-অধর ।
 অরুণ গুঞ্জরা* বিম্ব গেল দিগন্তর ॥
 শ্রবণে শোভিছে ভাল কনক-কুণ্ডল* ।
 চন্দ্র-রশ্মি জিনি* দীপ্তি করে গগন-স্থল ॥
 নাসিকা* শোভিছে ভাল খগ-পতি-চুড়* । (৫১০)
 অরুণ-কিরণ যেন দেখি তেজ-পুঞ্জ ॥
 লোচন-নাচনি তোর মনোহর রঙ্গ ।
 প্রবেশিল বন মাঝে* লজ্জায় কুরঙ্গ ॥
 ভুরুর ভঙ্গিমা দেখি যেন কাল-সাপ ।
 কটাক্ষ-সন্ধানে জিনি* কন্দর্পের চাপ* ॥ (৫১৫)
 ললাটে চন্দন* কামসিন্দূরের ফোটা ।
 শরত-মেঘেত যেন বিদ্যুতের ছাটা ॥
 চিবুর চামর জিনি নাতি তার মূল* ॥
 বিনে স্নেহে গলে দিচ্* মালতীর ফুল ॥
 “দশন দাড়ি* জিনি পংক্ত ছই সাজে ।
 শুক্লি আর গজ-মুক্তা পলাইল লাজে ॥ গ,
 (৬) ‘তোর’ ঘ; ‘রঙ্গ’ থ; (৭) ‘গঞ্জিয়া’ থ;
 ‘গুঞ্জরি’ ঘ । (৮) ‘শ্রবণে’ ইত্যাদি স্রোতের স্থলে
 “শ্রবণে শোভিছে ভাল কনক-কুণ্ডল ।
 চন্দ্র রোহিণী দীপ্তি করে গগনস্থল ॥” থ;
 “শ্রবণে শোভিছে ভাল অরুণ বাকুলি ।
 চন্দ্র জিনিয়া শোভা করে গগন-স্থলী ॥” গ;
 (৯) ‘নাসিকা’ ইত্যাদি ঘ-পুথির স্রোতের স্থলে
 “নাসিকা জিনিছে ভাল খগপতি চুড় ।
 অরুণ কিরণ সম দেখি তেজ-পুঞ্জ ॥” ছ;
 “নাসিকা শোভিছে ভাল খগ-বহুহানে ।
 অরুণ কিরণ কিবা শোভা করে বানে ॥” থ;
 “খগ-পতি চকু জিনি নাসিকা-গঠন ।
 রূপে বেশে জিনে তোমার অরুণ কিরণ ॥” গ;
 (১০) ‘মধ্যে’ গ । (১১) ‘জিনে’ ঘ; ‘জিনি’ থ ।
 (২) ‘কন্দর্পের চাপ’ স্থলে ‘কন্দর্প * প্রতাপ’ ঘ ।
 (১৩) ‘দিয়াছ’ থ, ঘ । (১৪) ‘ফুল’ থ । (১৫) ‘বিনে স্নেহে’
 ইত্যাদির স্থলে ‘দোদরে গাথিয়া দিছে’ ঘ; ‘দোদর
 গাথনি তাতে’ থ ।

সৌরভে ভ্রমরে মকরন্দ করে পান । (৫২০)
 পাটের জাদেত পড়ি ধরিছে যোগানঃ ॥
 মুকুতার হার গলায় রাত্রি পাইল ভীতঃ ।
 সুরেশ্বরী-ধারা দেখি হইল লজ্জিত ॥
 ভাল ভুজ-দণ্ড তোর কঙ্কণ-সুসাজে ।
 পূর্ণিত মৃণাল দেখিঃ পলাইল লাজে ॥ (৫২৫)
 কনক-দাড়িম্ব তোর গীন পয়োধর ।
 অমৃতের ধারা যেন শোভেঃ নিরন্তর ॥
 হেন মনে লয় তোরে প্রাণ দেওঃ ডালি ।
 কে দিছে তোমারে হেন বিমলঃ কাচুলি ॥
 পৈত্রিছ বিচিত্র বেশ তাতে নাহি কোপ । (৫৩০)
 কোন জন লিখিছে মোর নিজ দশ রূপ ॥
 জলে প্রবেশিয়া বেদ করিলু উদ্ধার ।
 সেই রূপ কাচুলিতে লেখিছে সুসার ॥
 কৃষ্ণ রূপে পৃথিবী ধরিলু পুষ্টিতঃ ।
 সেই রূপ দীপ্তিমান তোর কাচুলিত ॥ (৫৩৫)
 মেদিনী রাখিলু দন্তে বরাহ তৈয়া রূপ ।
 কাচুলিত দেখি তোর মনে হৈল কোপ ॥

নরসিংহ-রূপে যে হিরণ্যঃ কৈলু ক্ষয় ।
 কাচুলিত ধর' তাকে মনে নাহি ভয় ॥
 বামন-রূপে রসাতল-পুরে নিলু বাল । (৫৪০)
 সেই রূপে দীপ্তিমান তোমার কাচুলি ॥
 ভৃগু-রাম রূপে ক্ষেত্রী করিলু সংহার ।
 সেই রূপ কাচুলিত সন্ধিত-কুঠারঃ ॥
 রাম রূপে সিদ্ধু বান্ধি বধিলু রাবণ ।
 শ্যাম রূপ কাচুলিত অধিক শোভনঃ ॥ (৫৪৫)
 ভাই বলভদ্রের সদৃশ দেখি রূপ ।
 এতক দেখিয়া মোর বাটিলেক কোপ ॥
 বৃদ্ধ-অবতারে যোগ করিলু ধোয়ানঃ ॥
 সেই রূপ কাচুলিত দেখি বর্জমানঃ ॥
 কঙ্কি-রূপে য়েচ্ছ যত করিলু নিধনঃ ॥ ৫৫০
 সেই রূপ কাচুলিত করয়ে শোভমঃ ॥
 কাচুলির রূপ খানিঃ না দেখিলে মরি ।
 দেখিলে জীবন রহে শুনহ সুন্দরি ॥

"কৃষ্ণ রূপে পৃথিবী যে পুষ্টে করি ভার ।

সেই রূপ লিখিয়াছে কাঞ্চলি মাঝার ॥" ঘ-পুথি ;

(৮) 'হিরণ্যাক্ষ' গ ; (৯) 'ভৃগু-রামি' ইত্যাদি
 শ্লোক-দ্বয় লিপি-কারের ভ্রমে ঘ-পুথিতে পরিভ্রান্ত
 হইয়াছে । 'সেই রূপ' ইত্যাদি চরণের স্থলে ঘ-পুথির পাঠ—
 "সেই রূপ কাচুলিতে কে দিছে তোমার ।" (১০) 'বাখান'
 গ, ঘ । (১১) 'কঙ্কি-রূপে' ইত্যাদি শ্লোকের স্থলে—

"কঙ্কি-রূপ দেখি আর ভবিষ্যত-কর্ষ ।

য়েচ্ছ-লোক বিনাশিতে হাতে খর্গ চর্ষ ॥" ঘ ও ঘ-পুথি ।

শাস্ত্র অনুসারে দশ-অবতার প্রত্যেক সৃষ্টিতেই
 হইয়া আসিতেছে ; সুতরাং কঙ্কি অবতারের সম্বন্ধেও
 'করিল নিধন'—এই অতীত-কালের ক্রিয়ার প্রয়োগ
 অসঙ্গত নহে । পরবর্তী লিপি-কারেরা ইহা প্রাধান্য
 না করিয়াই ঘ ও ঘ-পুথির উদ্ধৃত পাঠের কল্পনা
 করিয়াছেন, বিবেচনা হয় ।

(১২) 'কাঞ্চলি বেষ্টিত স্তন' ঘ, ঘ ।

(১) 'পাটের' ইত্যাদি চরণের স্থলে

"বেড়িছে পাটের জাদ ভ্রমরা যে গান ॥" খ ;

"বেড়িছে পাটের জাদ ভ্রমর জোগান ॥" ঘ ;

(২) 'মুকুতার হার' ইত্যাদি গ ও ঘ-পুথির শ্লোকের
 স্থলে—

"মুক্তা হার গলে শোভে নাসা তিল-ফুল ।

সুরেশ্বরী ধারা দেখি লজ্জিতে আন্দোল ॥" গ-পুথি
 এই শ্লোক ও পরের শ্লোক ঘ-পুথিতে নাই ।

(৩) 'পূর্ণিত' ইত্যাদি স্থলে 'লঙ্কিতে মৃণালদণ্ড'
 খ-পুথি । (৪) 'বহে' খ ; 'ধসে' ঘ ; (৫) 'দেয়' গ ;
 'দেও' খ ; 'দিতে' ঘ (৬) 'বিচিত্র' খ । (৭) 'কৃষ্ণ' ইত্যাদি
 শ্লোকের স্থলে—

হৃদয়ে বিমল মণি পূর্ণিত শোভন^১ ।
 প্রকাশিত দৃষ্টি যেন চন্দ্রের কিরণ ॥ (৫৫৫)
 ক্ষীণ মধ্য-দেশ তোর ত্রিবলী-ললিত ।
 দৃষ্টকে যুগেন্দ্র^২ গেল হইয়া লজ্জিত ॥
 কর-চরণের নখ দেখি সুখা-ধারা^৩ ।
 আকাশ-মণ্ডলে যেন শোভা করে তারা ॥
 অগ্নি-বর্ণ পাটাস্বর পৈত্রিছ রূপসি । (৫৬০)
 শিরীষ জিনিয়া তরু কোমল হেন বাসি^৪ ॥
 মুষ্টিয়ে ধরিতে পারি ক্ষীণ মাঝা তোর ।
 কেন-মতে কলসি লৈছ ভয় লাগে মোর^৫ ॥
 জিড়িয়া পড়িব মাঝা মোর মনে লয় ।
 কোন্ হীনে^৬ তোমাতে করিল পরিণয় ॥ (৫৬৫)
 অতি হীন^৭ সেই মূঢ় অবোধ কেবল ।
 তুমি তেন জন^৮ পাঠায় ভরি নিতে^৯ জল ॥
 কোকিলার রব জিনি বাঁকা সুললিত ।
 একবার দান দেও বচন-অনুত ॥^{১০}
 এতক মধুর বোলে নন্দের কোণর । (৫৭০)
 শুন্য হৃন্দরী রাধা না দিল উত্তর ॥
 কাখে কুন্ত করি আগে চালাইয়া সখী ।
 সনে বদন ঢাকি হাসে চন্দ্রমুখী ॥

(১) ‘হৃদয়ে’ ইত্যাদি শ্লোকের স্থলে—

“হৃদয়ের মাঝে যেন আকাশ শোভন ।
 কুচ প্রকাশিত যেন শুদ্ধ কাক্ষন ॥” ঘ-পুথি
 “হৃদয়ে বিমল মণি করিছে শোভন ।

প্রকাশিত কুচ যেন চন্দ্রের বদন ॥” প-পুথি

(২) ‘জোগেন্দ্র’ গ । (৩) ‘কর-চরণের’ ইত্যাদি শ্লোকের স্থলে—

“কর চরণ তোর দেখিতে সুসার ।

তিন লোকে নাহি তোমার উপমা দিবার ॥” গ-পুথি

(৪) “শিরীষ কুন্তম জিনি হুকোমল বাসি ।” গ-পুথি ।

(৫) ‘কেনমতে কলসি রাখ তাহার উপর ।’ ঘ-পুথি

(৬) ‘হীনে’ খ, ঘ । (৭) ‘অতি হীন’ খ, ঘ । (৮) ‘জন’, খ, ঘ । (৯) ‘ভরি নিতে’ স্থলে ‘নিতে, খ, ঘ ।

কটাক্ষ-লাবণ্য লাসে^১ ফিরি ফিরি চায় ।

আকৃত বুকিয়া কৃষ্ণ পাড়ে পাড়ে ধায় ॥ (৫৭৫)

সখীগণ যায় আগে রাধা যায় পাছে ।

থাপা^২ দিয়া ধরে কৃষ্ণ রাধিকার কেশে ॥

“এড় এড়” বোলে রাধা মাগে পরিতার ।

কেনে বিপরীত কর নন্দের কুমার ॥”

সত্যবতী-সুত ব্যাস নারারণ-অংশ । (৫৮০)

সজ্জেক্ষেপে রচিল পুণ্যশ্লোক হরিবংশ ॥

সেই শ্লোক বাখান করিয়া পদ-বন্ধে ।

লোকে বুলিবারে বোলে দীন ভবানন্দে ॥

বসন্ত রাগ^৩ ॥

“না বোল না বোল কাহাই না হয় উচিত ।

জাওয়াল হইয়া কথা কত বিপরীত ॥ ধ্রু ॥ (৫৮৫)

বাটোয়ারা^৪ কর কাফাই খাটের কুলে বাসি ।

কেশ তনে এড় হাত ভাঙ্গিব কলসি ॥

বনে থাক দেখু রাখ কিবা জান আর ।

হৃদয়ে না দিও হাত ছিড়া খাটব তার ॥

সব সখী গেল ঘরে রহিল একেশ্বর । (৫৯০)

শাশুড়ী ননদী আগে কি দিমু উত্তর ॥

মাতুল-বনিতা তোর শুন রে কাহাই ।

পথ ছাড়ি দেও মোরে জল লেয়া যাই ॥”

কান্থ বোলে “কার্য নাহি এ সব সম্বন্ধে ।”

দান দিয়া ঘরে যাও বোলে ভবানন্দে ॥ (৫৯৫)

ধানশ্রী রাগ ।

“আল^১ সখি চন্দ্রমুখি কুরঙ্গ-নয়নি ।

মধুকর জিনি স্বর খঞ্জন-গমনি ॥ ধ্রু ॥

(১) ‘কটাক্ষে লাবণ্য লাসে’ খ । (১১) ‘লক্ষ’ খ ।

(১২) ‘মাউর বদন্ত’ খ । (১৩) ‘বাটেআরি’ ঘ । (১৪)

‘শুন’ ঘ ; ‘অয়ে’ খ । প-পুথিতে এই গীত ও উহার

পরবর্তী শ্লোকগুলির মধ্যে অনেক গুলি-পাল্টে দেখা যায় ।

পুথিগুলির মধ্যে এরূপ অনেক আছে ।

করে' ধরি স্তুতি করি না করিও রোধ ।
 দান দিয়া ঘরে যাও নাহি কিছু দোষ ॥
 একে গোপী কামরূপী নবযুবা-কলাং । (৬০০)
 গুণবতী রসবতী মনোহর বালাং ॥
 পূর্ণ-ইন্দু কাম-সিদ্ধু রহিছে ডুবিয়াং ।
 যাও নারি নিজ পুরী রতি দান দিয়া ॥
 কাম-বাণে প্রাণ দহে না রহে সম্বন্ধা”
 প্রেম-দান দিয়া যাও বোলে ভবানন্দ ॥ (৬০৫)

পয়ার ।

কাহুর চরিত্র দেখি রাখা দুঃখী বড় ।
 মনে মন-কলা খায় মুখে মাত্র দড় ॥
 দেখিয়া কাহুর রূপ বেশ মনোহর ।
 কামে বিকলিত তমু হইল জর্জর ॥
 কামিনী মোহন বেশ ধরিলা কাহাই । (৬১০)
 অন্তরে বিকল রাখা মুখে বোলে যাই ॥
 কামে বিকলিত রাখা মন স্থির নহে ।
 মধুর কোমল ভাবে গোবিন্দেত কহে ॥
 কমল-কাননে যেন ভ্রমরের নাদ ॥
 হেন মত বৃদ্ধ-স্বরে করিলা সম্বাদ ॥ (৬১৫)
 “অহে নন্দ-সুত তুমি না বুঝিছ ভাল ।
 গৌরব না রাখ তুমি সহজে ছাওয়ায় ॥
 সাক্ষাতে ভাগীনা তুমি অন্তর নাহিক ।
 পথে বাটছারি কর বোল দিকাদিক ॥

কমল-কলিকা আমি একাকিনী নারী । (৬২০)
 পুরুষ ভ্রমর তুমি কি বোলিতে পারি ॥*
 যদি মগ্ন আমাতে হইল তোমার মন ।
 তবে কেনে লাজ দিলা দেখাইয়া সখীগণ ॥
 দূতীর সম্বাদে হৈত মন-হিত কাজ ।
 না বুয়ায় হেন কালে দিতে হেন লাজ ॥ (৬২৫)
 এই কথা কহিমু নন্দ-যশোদার ঠাঞি ।
 তার কি উত্তর দিবা শুন রে কাহাই ॥
 মোর নিজ-পতি জান কেবল দুর্জয়ন ।
 কহিমু তাহার স্থানে এই বিবরণ ।
 যদি না গোহারি যাই কংস বরাবর ॥ (৬৩০)
 পাইবা তাহার শাস্তি নন্দের কোঙর ॥
 কেশ হনে এড় হতে—কেও নাহি দেখে ।
 জল নিবার আইসে দের্গো বৃন্দাবনের লোকে ॥
 যত বিপর্যাস তোর দেখিব সকল ॥
 কেশ হনে এড় হাত—নিয়া যাই জল ॥ (৬৩৫)
 বিরোধ না কর মোরে নন্দের কোঙর ।
 সঙ্গোপে হইব কার্য্য এবে ক্ষেমা কর ॥
 শিশু সবে দেখে তুমি আমার সহিত ।
 অঘ জন নহি আমি হই গৌরবিত ॥
 বিলম্বে হইব কার্য্য নাহি কর বিধা । (৬৪০)
 দুই হস্তে কেবা খায় যদি লাগে ক্ষুধা ॥
 মজিল তোমার মন আমার হৃদয় ।
 তোমাতে আমার মন মজিল নিশ্চয় ॥”

(১) ‘পদে’ খ, ঘ। (২) ‘সংযুগা কাল’ ঘ ;
 ‘লাবণ্যতা কাল’ খ। (৩) ‘গুণবতী’ ইত্যাদি স্থলে
 দান দিয়া ঘরে গিয়া বস পাইবা ভাল। ঘ-পুথি; ‘দান
 দিয়া ঘরে যাইবা মৈলে পাইবা ভাল। খ-পুথি।
 (৪) ‘জড়িয়া’ খ, (৫) ‘প্রেম’ ইত্যাদি স্থলে ‘প্রাণ
 রাখি ঘরে চল’ খ-পুথি।

(৬) কাহুর চরিত্রে রাখার মনহুঙ্ক বড়।

মনে কলা খায় মাত্র মুখে কহে দড়। গ ;

(৭) ‘কল্প-বিশিষ্টে’ খ, ঘ। (৮) ‘বুঝি’ ঘ।

(৯) ‘বৃদ্ধ বৃদ্ধ স্বরে রাখা কিছু কিছু কহে।’ ঘ।

(১০) ‘ভিলোত্তমা’ ঘ।

(১১) ‘করিতে’ ঘ। (১২) ‘সখীগণ’ ঘ ; (১৩) ‘বুঝিয়া’ ঘ
 (১৪) ‘দিতে হেন’ স্থলে ‘দিলে মোরে’ ঘ। (১৫) এই
 শ্লোকটি খ ও ঘ-পুথিতে নাই।

(১৬) ‘দেখিব সকল’ স্থলে ‘কহিমু সকল’ খ।

‘যত বিপর্যাস’ ইত্যাদি শ্লোক-ঘরের স্থলে

“কেশ হনে হাত এড় জল লৈয়া যাই।

বিরোধ না কর থাক নন্দের কানাই ॥

সঙ্গোপনে হইব কার্য্য কহিমু নিশ্চয়।

(* * *) ॥” ঘ-পুথি”

কোকিলার স্বরে বোলে য়ুহ য়ুহ হাসি ।
 “এ রূপ যৌবনে মূই হৈল তোর দাসী ॥” (৬৪৫)
 কোমল মধুর বাক্য শুনি নারায়ণ ।
 গলে ধরি রাবিকারে দিলা আলিঙ্গন ॥
 রক্তগোর বর্ণ রাধা কালা ভগবান ।
 চন্দ্রের অমৃত যেন রাহু করে পান ॥
 কনক-কমল কুচ পরশিলা করে । (৬৫০)
 স্নেহের ঢাকিল যেন নব-জলধরে ॥
 নথ-রেখা শোভিছে স্তনের চাঁর ভিত ॥
 কনক-পর্বতে যেন গুঞ্জরা ভূবিত ॥
 কাহুর চরিত্রে রাধা হইল লজ্জিত ।
 “কেনে রে নিলজ্জ কালা কর বিপরীত ॥” (৬৫৫)
 সহানবী-সুত ব্যাস নারায়ণ-অংশ ।
 সঙ্কেপে রচিল পুণ্যলোক হরিবংশ ॥
 সেই লোক বাখান করিয়া পদ-বন্দে ।
 লোকে বুঝিবারে বোলে দীন ভবানন্দে ॥
 রাগ নাশুদ ।

“চল, চল রে নিলজ্জ কালা (৬৬০)
 কলসি লাগিল কাথে
 তোমারি আঁনার হাস-পরিহাস
 ননদী কিবা দেখে ॥ ৩ ॥
 বিহানে আসিতে মোর পড়িয়াছে রাধা ।
 তবে কেনে আইলু জলে কলঙ্কিনী রাধা ॥ (৬৬৫)

(১) ‘বিলস’ গ (২) ‘পূর্ণ পশধরে’ গ। ‘কনক’
 ইত্যাদি শ্লোকের স্থলে—
 “কনক কমল কুচ পরশে ভগবান ।
 প্রকৃত চপলা তোমার কিছু নহে জ্ঞান ॥” ঘ ;
 (৩) ‘নথ-রেখা ইত্যাদি শ্লোকধরের স্থলে—
 “লোকে দে খলে হৈব বড় অপমান ।
 যাবত না দেখে কেহ যাও নিজ স্থান ॥” ঘ ;
 (৪) ‘কাক্ষন-পর্বত যেন মালায় শোভিত ॥” ঘ ।
 (৫) ‘রহিল’ গ (৬) ‘পরিহাস’ ঘ (৭) ‘পাছে’
 ঘ; ‘তায়’ ঘ
 (৮) ‘কি ক্ষেপে আনিবু যাটে’ ঘ, ঘ ।

কেবা নাইসে যমুনার ঘাট ভরি নহে জল ॥
 একাকিনী পাইয়া মোরে পথে ১০ কর বল ॥
 শাশুড়ী ননদী মোরে বোলিব ১১ পরিবাদ ।
 বৃন্দাবন ছাড়ি ধাম ঘরে নাহি সাদ ॥
 মায়ে বাপে বোলিবেক রাধা ১২ কলঙ্কিনী । (৬৭০)
 যোগিনী হইয়া যাইবু গায়ের ১৩ আশুনি ॥
 আজি তনে তুমি বন্ধু না বাসিও ভীনা ১৪”
 রাবার সম্বাদ কণ্ঠে ভবানন্দ দীন ॥
 পয়াব ।
 রাবার কাণ্ডিত শুনি নন্দেব কোঙর ।
 কেশ পুট ছাড়ি তবে হইল গম্বর ॥ (৬৭৫)
 সম্ভা ॥ করিয়া রাধা ঘরে চলি যায় ১৫ ।
 খঞ্জন-গমনী রাধা ফিরি ফিরি চায় ॥
 রাবার শরীর যেন কঙ্কিলেক ভাসু ১৬ ॥
 চরণ না চলে যাইতে পরিহরি কাহু ১৭ ।
 মন্দ মন্দ গতি যায় বান্ধিকা সন্দরী । (৬৮০)
 কাহুর পরিত লাগি চায় ফিরি ফিরি ॥
 এই নহে কত দূব গেলা শশিমুখী ।
 নেউটি না চায় যদি কাহু হৈল দুখী ॥
 ডাক দিয়া বোলিলেক নন্দেব কুমার ।
 “মোর প্রাণেশ্বর রাধা চাহ একবার ॥” (৬৮৫)

(১) ‘কেবা না আইসে ঘাটে ভরিবারে জল’ প, ঘ ।
 (১০) ‘মোরে পথে’ স্থলে ‘তুমি কারে’ ঘ । ‘একাকিনী’
 ইত্যাদি কবিশ্রুতি প-পুথিতে নাই । (১১) ‘মোরে বোলিব’
 স্থলে ‘একে বোলে’ ঘ (১২) ‘বোলিবেক রাধা’ স্থলে ‘শুনি
 মোরে বলিব’ ঘ । (১৩) ‘যাইবু গায়ের’ স্থলে ‘যাইবু মনের’
 গ ; ‘যাইবু গায়ের’ ঘ । (১৪) ‘সম্ভাষা’ ইত্যাদি শ্লোকের
 পূর্বে প্রাক্ষিপ্ত শ্লোক—“রাবার স্তনেত দাত দিয়া আছে
 নখে । বন্ধগেত গুঞ্জ শোভা করে সেই রেখে ॥” ঘ ।
 ‘সম্ভাষা করিয়া’ ইত্যাদি স্থলে—“গোবিন্দ সম্ভাষি
 রাধা নিজ গৃহে যার । খঞ্জন জিনিয়া আঁখি ফিরি ফিরি
 চার ॥” ঘ । (১৫) রাবার শরীর ইত্যাদি স্থলে—“চরণ না
 চলে যাইতে পরিহরি কাহু । ওরাধর হৈতে যেন দ্যক্ত
 হৈল ভাসু ॥” ঘ, ঘ পুথি ।

দেখিয়া তোমার মুখ প্রাণ শাস্ত করি' ।
 বারেক ফিরিয়া চায় শুন ল হৃন্দরি ॥”
 সত্যবতী-সুত বাস নারায়ণ-অংশ ।
 সঙ্কেতপে রচিল পুণ্যলোক হরিবংশ ॥
 সেই শ্লোক বাখান করিয়া পদ-বন্ধে । (৬৯০)
 লোকে বুঝিবারে বোলে দীন ভবানন্দে ॥

রাগ বরাড়ীঃ ।

“হোরং ল বিনোদিনী
 ফিরিয়া চাও ল এক বার ।
 অমল কমল হেন খোল-কলা চন্দ্র যেন”
 হেন মুখ দেখিয়ে তোমার ॥ ধ্রু ॥ (৬৯৫)
 জিনিয়া খঞ্জন পাখী নয়ান-নাচনি দেখি’
 ভর-ভঙ্গী কটাক্ষ-সন্ধান ।
 কনক-দাড়িম্ব যেন পায়োথর শোভে’ তেন
 ভালে’ সে হরিয়্য নিলে প্রাণ’ ॥
 কাঁচা কণক জিনি অঙ্গের বরণ থানি’ (৭০০)
 খঞ্জন-গমন অঙ্গ-ভঙ্গে ।
 মুখানি স্থধার তুল যেন বা বাঙ্কুলি-ফুল
 কাঁপ দিছে সৌরভ-তরঙ্গে ॥

(১) ‘দেখিয়া’ ইত্যাদি শ্লোক ঘ-পুথিতে নাই ।
 (২) ‘মাউর রাগ’ খ; ‘গান ছন্দ নাগুয়া দা মউর’ ঘ
 (৩) ‘হের খ, ঘ; (৪) ‘অমল কমল যেন খোল কলা চন্দ্র
 হেন’ গ, (৫) নয়ন খঞ্জন পক্ষী বয়ান হৃন্দরি দেখি’ গ;
 সংশোধিত পাঠ—‘গমন খঞ্জন ইত্যাদি গ । (৬) ‘দেখি’
 ঘ । (৭) ‘এতেকে’ ঘ । (৮) ‘ভালে সে’ ইত্যাদি স্থলে
 ‘না দেখিলে নাহি রহে প্রাণ’ খ । (৯) ‘কাঁচা’ ইত্যাদি
 ছইটী কলির স্থলে খ-পুথির পাঠ—

“কাঁচা কনক জিনি অঙ্গের বরণ থানি
 দেখিতে দেখিতে হৈলু ধন্দ ।
 কাহ্নাই যতেক বোলে না শুনিয়া রাধা চলে
 রচিলেক দীন ভবানন্দ ॥”
 ঘ-পুথিতে ‘কাঁচা’ ইত্যাদি কলির স্থলে পাঠ,—
 “কাঁচা কনকের তুল বরণের নাহি মূল
 অঙ্গন খঞ্জন অনঅঙ্গে ।”
 লিপিকারের ভ্রমে কলির শব্দ পত্রিত্যক্ত হইয়াছে ।

প্রাণ হরি ঘরে বাও বারেক ফিরিয়া চাও
 হেরিতে হেরিতে হৈলু ধন্দ ।” (৭০৫)
 কাহ্নাই যতেক বোলে না শুনিয়া রাধা চলে
 রচিলেক দীন ভবানন্দ ॥

[শ্রীরাধার প্রেম-বিবশতা ও সাধনা]

পর্যায় ।

পুনি জন্মেজয় রাজ। পুছে যোড়-হাতে ।
 “রাধা কাহ্নুর সঙ্গিলন তৈল কেন মতে ॥
 সে সকল সমাচার কহ মুনিবর । (৭১০)
 তোমার প্রসাদে শুনি ’ কাব্য মনোহর ।
 রাজা সম্মোখিয়া মুনি কহিতে লাগিলা ।
 বসন্ত কালেতে যেন মধুর কোকিলা ॥
 “শুন রাজা জন্মেজয় চন্দ্রবংশ-মণি ।
 সাবহিতে শুন আদি পুরাণ-কাহিনী । (৭১১)
 মন্দিরে আইলা যদি রাধিকা যুবতি ।
 তেজিয়া জলের কুন্ত ’ চিন্তা-যুক্ত অতি ॥
 উঠে বৈসে ঘনে ঘনে হইয়া বিকল ।
 গৃহ-কর্ণে চিত্ত নাহি উন্নত কেবল ॥
 যেই দিগে দৃষ্টি করে রাধিকা যুবতি ’ ॥ (৭২০)
 শাস্ত্রী ননদী আর দেখে নিজ পতি ॥
 কাহ্নুর বিরহ রাধা ’ না পারে সহিতে ’ ॥
 নিপাকে ঠেকিলা রাধা বিবম পিরিতে ’ ॥
 কামে নিমোহিত ’ তনু হৈল স্তম্ভাকার ’ ॥
 কাহ্নু বিনে সর্ব শূণ্য হৈল রাধিকার ॥ (৭২৫)

(১০) ‘কহ’ গ (১১) ‘তেজিয়া’ ইত্যাদি স্থলে ‘কলি’
 তেজিয়া হৈল’ ঘ (১২) ‘যেই দিকে’ ইত্যাদি শ্লোক খ, ও
 ঘ-পুথিতে নাই (১৩) ‘ভাব’ ঘ (১৪) ‘বিসরিতে’ ঘ
 (১৫) ‘বিপাকে’ ইত্যাদি স্থলে ‘কেনে অভাগিনী’ গেল
 জল হয় যাইতে’ ঘ । ঘ-পুথিতে এই শ্লোক নাই
 (১৬) ‘অর্জরিত’ খ, ঘ (১৭) ‘ওছাকার’ (গ) ঘ, চ;

শাশুড়ী ননদী তারে দেখি বিপরীত।

জিজ্ঞাসিতে উত্তর না দেন কদাচিত্‌ ॥

‘গাব নিজ পতি আসি জিজ্ঞাসে বিস্তর’।

শুনিয়া যুবতি রাধা না দিলা উত্তর ॥

যত্নসেন নামে গোপ তাহার রমণী।

(৭৩০)

লোক-গৃথে শূনি আইল এসব কাহিনী ॥

প্রেম-সখী হয় রাধা তান’ দুঃখ দেখি।

বাণার মন্দিরে গেলী সেই চন্দ্রমুখী ॥

গ্রাসিয়া দেখিল স্তব্ধ বাকুল-আকার’।

ধরিয়া রাধার গলে’ লাগে পুড়িবার ॥

(৭৩৫)

“সন্তাপী তইছ তুমি কেমন কারণ।

কহ কহ প্রাণ-সই কহ বিবরণ ॥

কোন জন তোমারে দিয়াছে অপমান’।

কহ সুবদনি রাধা কহ মোর স্থান ॥

শাশুড়ী মনদী কিবা বোলিছে কুচ্ছিত।

(৭৪০)

সেই অপমানে বুঝি’ তইছ দুঃখিত’ ॥

নিজ পতি মন্দ কিবা বোলিছে কি কাজে।

বুঝিলু মনেত দুঃখী তইছ সেই লাজে ॥

‘হে যদি গুপ্ত থাকে কহ সেই’ কথা।

না কর’ কপট সই খাও মোর মাথা ॥”

(৭৪৫)

সখী বচন শূনি রাধিকা সুন্দরী।

কহিতে লাগিলা কথা তান হাতে ধরি’ ॥

“শুন হোর প্রাণ-সখি শুনহ উত্তর।

কাম-বাণে চিত্ত মোর হইল জর্জর ॥

আজির বিরহের দুঃখ শুন প্রাণ-সই’ ॥ (৭৫০)

প্রাণের দোসর’ তুমি হে কারণে কই’ ॥”

সত্যবর্তী-সুত বাস নারায়ণ-অংশ।

সঙ্কেতপে রচিল পুণ্যলোক হরিবংশ ॥

সেই শ্লোক বাখান কবির পদ-বন্ধে।

লোকে বুঝিবারে বোলে দীন ভবানন্দ ॥ (৭৫৫)

বাগ বরাড়া।

“প্রাণ-সই দিবহের কাহিনী শুন মোর’ ॥

সকল সখীর সঙ্গে যমুনা গেছিলু বঙ্গে

জল ভরি ঢাল যাউ’ ॥ পর ॥ প্র ॥

আচম্বিত হেন কালে বসিছে কদম্ব তলে’ ॥

চুড়ায় মগুব-পুচ্ছ শোভে।

অগ্নান’ ॥ কুসুম-মাল সৌরভ শোভিছে ভাল (৭৬০)

ভ্রমরা না ছাড়ি মধু-লোভে ॥

সুবস্র অধরে পাঁখী ইণ্ড মুদ্রিত হাসি

‘তাতে কোটি চান্দ শোভন’ ॥

যমুনা আনন্দ-ভাবে উৎপল উপহারে

বহু-বেগে ধরিছে উজান’ ॥ (৭৬৫)

(১) ‘শাশুড়ী’ ইত্যাদি শ্লোক-স্থলে—

“শাশুড়ী স্বামী আসি জিজ্ঞাসে তখন।

শুনিয়া অবলা নারি না কহে কখন ॥” ঘ।

‘কদাচিত্‌’ স্থলে ‘কালোচিত’ খ; (২) ‘তার নিজ

পতি’ ইত্যাদি শ্লোক ঘ-পুথিতে নাই। (৩) ‘রাধা তান’

স্থলে ‘সে রাধার’ ঘ। (৪) ‘আসি নাকি রাধিকারে দেখে

‘লোকার’ ঘ। (৫) ‘গলে ধরি যত্ন করি’ ঘ। (৬) ‘কোন

জন’ ইত্যাদি শ্লোক ঘ-পুথিতে নাই। (৭) ‘সই’ ঘ;

‘কিবা’ খ (৮) ‘কুপিত’ খ, ঘ। (৯) ‘শুনি’ গ (১০) ‘তান’

ইত্যাদি স্থলে ‘মোন পরিকরি’ খ, ঘ।

(১১) ‘আত্মকার তংগ শুন প্রাণের যে সই’ খ;

(১২) ‘প্রাণের দোসর’ তুমি তোমার স্থানে কই’ ॥” খ; এষ্ট

শ্লোক ও ইহার পূর্ববর্তী শ্লোক ঘ-পুথিতে নাই।

(১৩) ‘অরে পরাণ সই হের কথা শুন আল মোর’ খ;

‘হেরল প্রাণ সহি বিরহের’ ইত্যাদি ঘ-পুথি। (১৪) ‘ভদ্রি’

ইত্যাদি স্থলে ‘ভরিয়া আসি’ খ; (১৫) ‘বসিছে’ ইত্যাদির

স্থলে ‘মালতীর মালা গলে’ গ; (১৬) ‘সকল’ গ; (১৭)

‘তাহেকথ করিছে শোভন’ ঘ; (১৮) ‘যমুনা আনন্দ-ভার

বালক সব হাসার বজ্র আগে ধরিছে যে গান।” ঘ।

আনার নিকটে আসি বলিল ইত হাসি মুই যদি এমন জানু^{১০} যমুনার তীরে কাজ
 “রতি-দান দেও ত সুন্দরি।” তে কেনে^{১১} ভরিতে যামু জল। (৭৯০)
 ঘোবন না দিলু ডালি পাঞ্জর করিয়া খালি বিহানে শুনিয়া বাধা গেলু কলঙ্কিনী রাধা
 প্রাণ মোর লৈয়া গেল হরিং ॥ পাইলু তাহার প্রতিফল ॥
 যদি বা না দেখি কাজু সহজে ছাড়িমু তনু^(৭৭০) শুন হোর প্রাণ-সই তোমাতে মরম^{১২} কই
 প্রাণ বাখিয়া নাতি কাজ। মোর রূপ কালার অধীন^{১৩}।”
 আছিল স্বভার লেখা ভাগ্যে সে হইল দেখা অপিরও মনে ভাবি রাভুল চরণ সেবি (৭৯৫)
 এতেক কহিলু তোমাত কাজ ॥” রচিলেক ভবানন্দ দীন ॥
 এতেক কাণ্ডর কথা কহি বৃকভানু-সুতা রাগ নট্ট^{১৪}
 ক্ষেপে ক্ষেপে হয় চমকিত। (৭৭৫) “সজনি সহি^{১৫} কেমতে রহিমু আর^{১৬} ঘরে।
 ভকতি-মুকতি-হীন কহে ভবানন্দ দীন বন্ধুর চরণ সখি হৃদয়ে তুলিয়া রাখি
 শ্লোক ভাঙ্গি রচিলেক গীত ॥ তেন মোর মনে সাধ করে ॥ ৫৭ ॥
 রাগ ধানসী^{১৭}। যে জন দেখিছে তারে সে কি বিসরিতে পারে (৮০০)
 “কাল-বন্ধুর ভাবে সদায় আকুল মোর হিয়া। দেখি তার নয়ান-সন্ধান।
 এ ধন্য ঘোবন দিয়া বন্ধুরে সমুখে থইয়া শুনিতে বাঁশীর নাদ
 দেখি রূপ নয়ান ভরিয়া ॥ ৫৮ ॥ (৭৮০) সেই ক্ষণে কাড়ি নিব প্রাণ^{১৮} ॥
 যে বলে সে বলুক লোকে যার মনে যেই দেখে তেন কে যুগতি আছে গেলে সে কাজুর কাচে
 নন্দী বা বলুক অসতী। ফিবিয়া আসিতে হৈব আশ। (৮০৫)
 গুরু গৌরবিত জনে বলুক যে দেখে জানে^{১৯} অপের ভগ্নিমা সখি কামের কামান দেখে
 ছাড়ে ছাড়ুক নিজ পতি ॥ যেন চান্দ শোভিছে আকাশ^{২০} ॥
 শ্রবণে কুণ্ডল দিয়া যোগিনীর বেশ হৈয়া (৭৮৫) (১০) ‘জানো’ ঘ (১১) ‘তে কেনে’ স্থলে ‘তবে’
 যথা তথা যাইমু মন-দুখে। (১২) ‘তোমাতে মরম’ স্থলে ‘কি’ থ; ‘তবে কেনে’ গ; (১৩) ‘মোর রূপে’ ইত্যাদি
 কাজুর বিরহে মোর তনু হৈল জরজর ‘মনের মন তং’ ঘ (১৩) ‘মোর রূপে’ ইত্যাদি
 কি বলিব গোবুলের লোকে ॥ স্থলে ‘মোর রূপে’ কাহার মজে মন’ ঘ-পুথি
 (১৪) ‘নট’ ঘ; ‘বরাড়ী’ থ। (১৫) ‘সই জানি বা’ থ; ‘সৌজনি সহি’ ঘ (১৬) ‘রহিমু আর’ স্থলে ‘রহিম’
 (১৭) ‘হেন মনে’ ইত্যাদি স্থলে ‘কি মতে চাহিয়া আখি, কুলশীল জাতি রাখি, দণ্ডে
 বাইব কাহার পরাণ।’ থ, ঘ; (১৮) ‘হেন কে যুগতি’ ইত্যাদি
 কলির পরিবর্তে—

(১) ‘করিমু’ ঘ (২) ‘প্রাণী’ ঘ। (৩) ‘প্রাণ’ ইত্যাদি স্থলে ‘প্রাণ লয়া গেল শ্রীহরি’ ঘ (৪) ‘ভাগ্যে’ ইত্যাদি স্থলে ‘ভাগ্যে তোর সনে দেখা, এতে সে কৈলু সব কাজ ॥’ ঘ; (৫) ‘গভার (?) রাগ’ থ; ‘গান ছন্দ’ ঘ (৬) ‘ও কালার লাগি’ থ; ‘ও কালার ভাবে’ ঘ; (৭) ‘রূপ’ ঘ; থ পুথি এখানে একটু খণ্ডিত (৮) ‘সনে’ ঘ (৯) ‘করিব’ থ, ঘ।

“যদি কর মনে সাধ শুনিতে বাঁশীর নাড়

সেই ক্ষণে প্রাণ হরি নিব।

হেন কে রমণী আছে না গেলে তাহার কাছে

আতি কুল লৈয়া সে এড়িব ॥” থ, ঘ।

‘বলির সান’ শুনি সমাধি তেজয়ে মূনি
মারুত চলায়ে মন্দ-গতি ।

কলিশ পাষণ দ্রবে যমনা উজান-বেগেঃ (৮১০)

কুল-বধুঃ সহজে যুবাতি ॥

হেন রূপ বেশ দেখি বিস্মিতে নারিঃ সখি
জাতিকুল রহিব কি কাজে ।’

‘কলিঃ কলিত-হীন কহে ভবানন্দ দীন
প্রাণ গেলে কি করিব লাজে ॥ (৮১৫)

গৌরী বাগঃ ।

“তুমি সে স্তম্ভদ মোর আঁব কেত নাট্য ।

দ্বিগুণ-ভাণের কথা কহিলু তোর ঠাঁঞ ॥

‘তবে কেনে রূপা সই না কব আমারে’ ।

না কব কপট মূই ধরোঁ পদ-মূলে ॥

মোর মোর এক প্রাণ তনু দুই খানি । (৮২০)

মোর নিজ পতি সই তোর হেন জানি ॥

‘তবে বা কপটঃ সই কর কি নিমিত্তে ।

মোর অস্তব আমি না পারি বুঝিতে ॥

তুমি বিনে হেন কর্ম কে করিব মোর ।

‘দক নিশিথে’ঃ তনু হইলঃ জর্জর ॥ (৮২৫)

(১) ‘ধ্বনি’ খ; ‘নাদ’ ঘ; (২) ‘কলিশ’ ইত্যাদি স্থলে ‘পাষণ দ্রবয় যমনা উজান বয়’ ঘ (৩) ‘কুলবতি’ ঘ। ‘কুলবধু’ ইত্যাদি চরণের স্থলে ‘কুলবতী ছাড়ে নিজ পতি’ খ। (৪) বোল খ, ঘ। (৫) ‘রাখিব’ ঘ (৬) ‘পহার’ গ; ‘গোরি’ রাগ খ; ‘গান ছন্দ গোরি বাগ’ ঘ। (৭) ‘তুমি’ ইত্যাদি শ্লোকের পূর্বে খ-ঘ-পুঞ্জির অতিরিক্ত পাঠ—

“চল সখি আমি দেও নন্দের তনয় ।
তবে সে বাচিব প্রাণ কহিলু নিশ্চয় ॥”

(৮) ‘তবে কেনে’ ইত্যাদি স্থলে—

“তবে কেনে মোরে রূপা নহ কি কারণ ।
নঃ কর কপট হই ধরিলু চরণ ॥” ঘ।

(৯) ‘সেই’ ঘ; ‘তোর মোর’ ইত্যাদি শ্লোক খ-পুঞ্জিতে নাই। (১০) ‘বিরোধ’ গ (১১) ‘বিরহে’ গ (১২) ‘করিল’ গ।

অবিলম্বে সখি চল না করিও বাজঃ ॥

চরণে ধরিয়া কহোঁঃ না ভাবিও লাজ ॥

বিরহ চিত্তিতে মোর তনু হৈল ক্ষীণ ॥

রাখার করুণা কহে ভবানন্দ দীন ॥

পদ-বধুঃ

রাখাব কাণ্ডাতি শুনি শ্রীমতী সন্দরী । (৮৩০)

কহিতে লাগিল রাধিকার হস্তে পবি ॥

“শুন্ শুন প্রাণ-সখি বচন আমার ।

পবিত্র দ কবঃ শোক না করিও তার ॥

শুনিতে হোমাব দুঃখ প্রাণ পোড়ে মোর ।

আমি নন্দের সখঃ শোক ক্ষেমা কবঃ ॥ (৮৩৫)

আপনে কহিলা যে কাহন রূপ-ভেদঃ ॥

সেই বনে আমার মনেত হৈল খেদ ॥

সে যে নন্দ-স্তম্ভ কাহু, কমল বদন ।

কন্দর্প জিনিয়া রূপ কামিনী-মোহনঃ ॥

নহে ত মায়ায় জন মন ভ্রমাইতে । (৮৪০)

বাঁকা-বশ নহে সেইঃ আমি ন কেনহে ॥

গোকুলের লোকে আনে যমুনাব জল ।

কারে বা নন্দের স্তম্ভে কবিয়াছে বল ॥

যাব যার মতে সেই জল নিয়া আসিঃ ॥

একখানি কথা সেই না কহিছে আসিঃ ॥ (৮৪৫)

(১৩) ‘অবিলম্বে’ ইত্যাদি শ্লোকের পূর্বে— “চন্দন-উদকে উত্ত নহে ত বতল। তুমি হৈলে পরিশ্রম হইব বিফল ॥” খ, ঘ (১৪) ‘বালু’ ঘ; (১৫) ‘পদ’ ঘ (১৬) ‘পারিতপ বেদ’ খ, ঘ; (১৭) ‘ক্ষেমা কর’ স্থলে ‘পবিত্র’ খ, ঘ; (১৮) ‘আপনে কহিলা’ ইত্যাদি শ্লোকের স্থলে—

“ইহাতে অবিক আমি জানিছি বিশেষ ।

তুমি বহু কহিলা বাহন রূপ বেধ ॥” ঘ-পুঞ্জি

“আপনেই জান তুমি কাহন রূপ-বেশ ।

কহিযে নাকি আমি জানি উদয় বিশেষ ॥” খ-পুঞ্জি ;

(১৯) ‘কন্দর্প মোহন রূপ কামিনী-রঞ্জন’ ঘ (২০) ‘মোর’ ঘ; ‘যদি’ খ; (২১) ‘যার হেঁট মনে’ ইত্যাদি গ, ‘যার যার মতে সেই লৈয়া আইসে পানি’ ঘ; ‘যার যার ঘরে সমাই’ ইত্যাদি খ। (২২) ‘হাতিয়া না কহিছে কতু কথাপানি’ ঘ।

শিশু হনে খেশু রাখে যমুনার কুলে^১ ।
 না কহিছে খানিক কথা পরিহাস্ত^২ চলে^৩ ॥
 যদি আমি সনে তারে করি^৪ পরিহাস ।
 শুনিয়া নন্দের স্তূত হয় এক পাশ ॥^৫
 হেন জনের সনে প্রেম বাড়াইলে দুন্দর । (৮৫০)
 শুন গুণবতি সেই ভয় লাগে মোর ॥
 যদি বা আমার বাক্যে^৬ আইসে কাহ্নাই ।
 তোর সম ভাগ্যবতী ত্রিভুবনে নাই ॥”

—

[শ্রীকৃষ্ণের নিকট সখীর নিষ্ফল দৌত্য]

এত বলি দুই সখী গলাগলি করি ।
 যমুনার তীরে যায় শ্রীমতী সুনন্দরী ॥ (৮৫৫)
 অবিলম্বে মিলে গিয়া যমুনার ঘাটে ।
 বালক সহিতে কাহ্নু দেখে তার তটে^৭ ॥
 কহিবার ছিদ্র নাহি চিন্তে মনে মন ।
 সজ্জেকপে কহিতে লাগে যত বিবরণ ॥
 অশ্রু জনে শুনিলে যে কার্য্য ব্যর্থ^৮ হয় । (৮৬০)
 এতেকে শ্রীমতী কথা সঙ্গোপনে^৯ কয় ॥
 “আসিছিল চন্দ্রমুখী যমুনার তীর ।
 জলধরে গিলিলেক সকল শরীর^{১০} ॥
 ভয় পাই সেই সখী-সমবায়^{১১} করি ।
 আপনা বাসরে গিয়া আছয়ে সুনন্দরী^{১২} ॥” (৮৬৫)

(১) ‘কুল’ ঘ (২) ‘কভ না কহিছে কাক পরিহাস্ত বোল’ ॥ (৩) ‘যদি নারি লোকে তাক করে পরিহাস’ (৪) ঘ ‘যদি তোর ভাগ্য বলে’ খ, ঘ । (৫) ‘কাহ্নু’ ইত্যাদি স্থলে ‘কাল’ খেলে যমুনার তটে^৭ খ, ‘কাহ্নু বসিছে তরু তটে’ গ । (৬) ‘বেক্ত’ খ, ঘ (৭) ‘সজ্জেকপেতে’ খ, গ (৮) ‘জলধরে’ ইত্যাদি স্থলে ‘চুল ধরি গিলি ছিল সকল শরীর ॥ খ; তরিতে যাছিল (আছিল?) গিয়া তাহার অরির (শরীর?)’ ঘ (৯) ‘ভয় পাইয়া তার সজ্জেকপেতে’ খ; ‘ভয় পাইয়া তার সন্ধ্যা’ ঘ । (১০) ‘আপনা’ ইত্যাদি স্থলে—‘মন্দিরে চলিয়া গেল সেই ত সুনন্দরী ॥’ ঘ; ‘আপনার ঘরে গিয়া রহিছে সুনন্দরী ॥’ খ

মোরে পাঠাইল নারী করিয়া যতন ।
 বিলম্ব হৈয়াছে দেখি^{১৩} আকুল^{১৪} মন ॥
 অকালেত সাজ রূপি বড় চমৎকার^{১৫} ।
 বরিষণ নহে যদি কিবা কার্য্য তার ॥”
 হেন মতে শ্রীমতী যে সজ্জেকপ-উত্তরে^{১৬} (৮৭০)
 কহিল রাখার দুঃখ কাহ্নুর গোচরে ॥
 শিশুগণ মধ্যে কাহ্নু না দিল উত্তর ।
 দুঃখিত হইয়া সখী চলিলেক ঘর^{১৭} ॥
 কাহ্নু ব অন্তর-মর্ষ কিছু না জানিয়া ।
 চালাল শ্রীমতী ঘরে বড় দুঃখী হৈয়া^{১৮} ॥ (৮৭৫)
 তথাতে রাখিকা দেবী মজিয়া বিরহে ।
 মদনে অধিক^{১৯} তনু অশুদ্ধ দহে ॥
 পশু নিরক্ষিয়া আড়ে রাখিকা সুনন্দরী^{২০} ।
 গলা চাপি ধরিলেক দৃঢ়মুষ্টি করি ॥

(১১) ‘বিলম্ব দেখিয়া হৈছে’ খ, ঘ (১২) ‘অকালেত’ ইত্যাদি, শ্লোক খ ও ঘ পুথিতে নাই । (১৩) ‘হেন মতে’ ইত্যাদি শ্লোক স্থলে—

“সজ্জেকপে কহিল আমি সকল বৃত্তান্ত ।
 ইঙ্গিতে জানিয়া বোলে যে হয় রাখিকাস্ত ॥” ঘ ।
 “সজ্জেকপে” ইত্যাদি ঘ-পুথিবৎ ।
 “ইঙ্গিতে জানিয়া যে হয় রাখিকাস্ত ॥” খ

(১৪) ‘শিশুগণ মধ্যে’ ইত্যাদি শ্লোক, খ ও ঘ পুথিতে নাই; উহার পরিবর্তে “মতাবতী-স্তূত ব্যাস” ইত্যাদি ভণিতা ও তৎপরে একটা দীর্ঘ গীত ও কতকগুলি শ্লোক আছে; উহা পরিশিষ্টে ১ সংখ্যক পাঠান্তরে প্রদর্শিত হইল ।

(১৫) “চলিল শ্রীমতী” ইত্যাদির স্থলে—

“কহিলা রাখার স্থানে দুঃখিত হইয়া ॥” ঘ ।

“সখী পাশে কৈতে যায় দুঃখিত হইয়া ॥” খ ।

(১৬) ‘মদন বিশিষ্টে’ খ; ‘মদনে অধিক’ ইত্যাদি শ্লোক ও পরবর্তী চারিটা শ্লোক ঘ-পুথিতে নাই । (১৭) ‘পশু’ ইত্যাদির স্থলে—

“পশু নিরক্ষিয়া রহে রাখিকা যুবতী
 হেন কালে মিলিলেক সুনন্দরী শ্রীমতী ॥” খ

“সম্ভাপিত হৈছ তুমি কেমত কারণ।
গোনার মুখের বাক্য অমৃত বচন ॥
কহ শুনি প্রাণ-সখি প্রাণ কর দান।
গোনার অপেক্ষা মাত্র রাখিয়াছি প্রাণ ॥”
বাধাব বচন শুনি শ্রীমতী স্নন্দরী।
কহিতে লাগিল তবে গদগদ করি ॥
“প্রথমে ক্লান্তিলু তোরে দুর্জ্জন কানাই।
উত্তর সহিতে প্রেম কিছু কার্য্য নাই ॥
না শুনিয়া বাক্য যোবে পাঠাইলে তথা।
অপমান পাইলু যত কি কহিমু কথা ॥
বিস্তব প্রকারে মুই কৈলু তোব দুখ।
উত্তর না দিল শুনি ফিরাইল মুখ ॥
লজ্জা পাইয়া ঘরে আইলু কর্তা তোর ঠাই।
তুই সে বাড়াইলা প্রেম মোর দায়্য নাই ॥”

(৮৮০) স্নন্দরী রাখার স্বামী ননদী শাশুড়ীঃ ॥ (৯০০)
মহা-গণ্ডগোলঃ করে রাখিকারে বেড়ি ॥
রাধারে মূর্চ্ছিতঃ দেখি বিদ্যাদিত্য সঙ্কিতঃ ॥
হেন কালে আইল রাখার মাতামহীঃ ॥
অনেক কালের বুড়ী বয়সে অধিকঃ ॥
(৮৮৫) দেখিল রাখাবে আসি সম্বিত নাটক ॥ (৯০৫)
অনেক প্রকারে বুড়ী জিজ্ঞাসে কারণ।
কোন্ মতে রাখিকাব না হয় চেতনঃ ॥
বিস্তব প্রকারে যত্ন করিয়া শ্রীমতী।
বাধিকাব দুঃখ দোখ দুঃখিত সে অতিঃ ॥
(৮৯০) মহা-গণ্ডগোল হৈল পুনীর ভিতরে ॥ (৯১০)
মূর্চ্ছিতঃ আছয়ে বাধা ভূমিব উপরে ॥
শরণে লাগিয়া কহে শ্রীমতী স্নন্দরী।
“তোর আইলা প্রাণ-কাজু দেখ চক্ষু ভরি ॥”
শুনিয়া সখীর বাক্য মধুর-কোমলঃ ॥
আখি মেলি না দেখিয়া কান্দিয়া বিকলঃ ॥ (৯১৫)
দেখিয়া সকল লোক তরপিত-মন।
যাব যারঃ নিজ-গৃহে করিলা গমনঃ ॥
রাধা আদি তিন জন বৈলা সেইপানে।
বড়াই পুছিল তান নাহিনের স্থানে ॥

[শ্রীরাধার বিষাদ ও মূর্চ্ছা]

শুনিয়া সখীর মুখে এহি বিবরণ।
দগীভে পড়ি রাধা হরিলা চেতনঃ ॥ (৮৯৫)
বিস্তব প্রকারে যত্ন করিয়া শ্রীমতী।
চেতন না হৈলা দেখি চিন্তা-যুক্ত অতি ॥
এক সখী পাঠাইয়া জানাইলা সমারে।
দুঃখী হৈয়া সর্বলোক আইলা দেখিবারে ॥

(১০) ‘স্নন্দরী রাখার’ ইত্যাদি শ্লোক ঘ-পুথিতে নাই।
(১৩) ‘কলরব’ গ (১৪) ‘ভঃপিত’ গ (১৫) ‘নহি’ গ (১৬)
‘পিতামহী’ গ (১৭) ‘অতি বয়োদিক’ গ, ঘ (১৮) ‘অনেক
প্রকারে’ ইত্যাদি শ্লোক খ ও ঘ-পুথিতে নাই (১৯) ‘বিস্তব
প্রকারে’ ইত্যাদি শ্লোকের স্থলে—

“বিস্তব প্রকারে তারে করাইয়া যতন।

() না পার চেতন ॥”

(২০) ‘মোহিত’ গ (২১) ‘বচন কোমল’ গ; ‘ধ্বনি
আচরিত’ ঘ (২২) ‘কান্দিয়া বিকল’ স্থলে ‘হইল লজ্জিত’
ঘ (২৩) ‘আপনার’ গ; ‘যার যেহি’ ঘ (২৪) ‘নিজ গৃহে’
ইত্যাদি স্থলে “হানে গেলা সর্বজন ॥” ঘ।

(১) “সম্ভাপিত” ইত্যাদির স্থলে—

“দেখিয়া সখীর মুখ রাধিকা স্নন্দরী।

প্রীয়ারে ধরিল তবে বোড় হাত কপি ॥” গ।

(২) ‘প্রাণ কর দান’ স্থলে ‘কহ বিবরণ’ গ।

(৩) ‘আদিব যে প্রাণনাথ ব্যাঙ্গ কতক্ষণ ॥’ গ।

অতঃপর খ-পুথির অতিরিক্ত শ্লোক যথা—

“তোমার মুখের বাক্য অমৃত সমান।

কহিয়া স্নন্দরী সখি প্রাণ দেহ দান ॥”

(৪) ‘কহিলু’ ইত্যাদি স্থলে ‘বোলিমু আমি চুই’ ঘ। (৫)

‘ইহান সহিতে প্রেম না কর সর্বথা ॥’ ঘ (৬) ‘তাথে’

ঘ (৭) ‘দোষ’ ঘ (৮) ‘এ সব’ গ (৯) ‘হৈলা অচেতন

গ, ঘ (১০) ‘অচেতন হৈলা’ গ (১১) ‘জানাইলা’ গ।

“শুন গুণবতি রাধা বুদ্ধিমতী” হও । (৯২০) যুবতী-মোহন চূড়া । মালতী-কুসুম বেড়া” (৯৪০)
 কি কার্যে আবেশ হৈছ মোর ঠাই কও ॥ শিখি-পুচ্ছ তাহার ভূষণ”
 চিত্তের মানস আমি পুরিমু নিশ্চয় । মধুর-মধুর বলি নকরন্দ পিয়ে অলি
 আমাতে ভাসিয়া কহ না কর বিশ্বয়” ॥ ফিরি ফিরি ধরিছে গুঞ্জন” ॥
 মাতামহীর” বচন শুনিয়া সুবদনী । নীল-কমল” আখি ভুরুর ভঙ্গিমা দে’খ
 কহিতে লাগিল রাধা সকল” কাতিনী ॥ (৯২৫) কটাক্ষে ইসদ মুচু হাসি । (৯৪৫)
 “শুন হোর মোর দুঃখ প্রাণেব বড়াই । সুলক্ষণ মুখ”-চান্দ পা’ড়ে রনগী-ফান্দ
 বান্ধব” কারণে মুই” কহি হোমার ঠাই ॥” সুন্দব অপর পুরে বাঁশী” ॥
 সত্যবতী-সুত বাস নারায়ণ-অংশ । শুনিয়া বাঁশীর সান যমুনা”ধবে উজান
 সজ্জকপে রচিল পুণাল্লোক তরিবংশ ॥ মগুরে দাঁউর ডবে শিলা” ॥
 সেই শ্লোক বাখান করিয়া পদ-বন্ধে । (৯৩০) পবন স্তবিত হয় রবি-রথ” না চলয় (৯৫০)
 লোকে বুঝিবারে বোলে দীন ভবানন্দে ॥ আমি নারী সহজে অবলা ॥

রাগ বরাড়ী ।

“বড়াই হোর গ”
 “শুন তুমি আমার বিবর্তে” ।
 গেছিলু যমুনার জলে দেখিলু কদম্ব-তলে
 সেই হনে” প্রাণ মোর দহে ॥ ৫ ॥ (৯৩৫)
 নব জলধর জিনি অঙ্গের বরণ খানি
 বিদ্রাভের ছাটা অভরণ ।
 মুখানি পূর্ণিমা-ইন্দু ললাটে চন্দন-বিন্দু”
 তার মধ্যে আনির শোভন” ॥

(১) ‘বুদ্ধিমান গ ; ‘বুদ্ধিমা’ই ঘ (২) ‘না কর বিশ্বয়’ স্থলে
 ‘নাহি কর ভয়’ খ ; ‘আমাতে ভাসিয়া’ ইত্যাদি স্থলে—
 “কহ কি ভাব্য তোমার আছয়ে লদয় ।” ঘ ।
 (৩) ‘মাতামহীর’ গ (৪) ‘মধুর’ খ ; ‘বিরহ’ ঘ (৫)
 ‘কালার’ খ (৬) ‘কারণে মুই’ স্থলে ‘করিতে আমি’ ঘ ;
 (৭) ‘আল বড়াই’ খ ‘বড়াই হোর ল’ ঘ । (৮) ‘শুন মোর
 দুঃখের বিরহে’ খ ; ‘শুন’ ইত্যাদি কলির স্থলে—“বিরহে
 গিয়াছিলু যমুনার জলে । দেখিয়া কদম্বতলে সর্ক অঙ্গ
 দহে ॥ ৫ ॥” খ (৯) ‘হৈতে’ খ (১০) ‘ললাটে কলাপ
 বিন্দু’ গ । (১১) ‘তার মধ্যে’ ইত্যাদি স্থলে ‘গলায়ে ত
 কোমল ভূষণ’ গ ।

কুসুম সকল” সাজ অভিনব যুবরাজ
 অমর-নায়ক” জিনে বেশে ।
 সৌরভ-বিত্ত ভাল গলায় বকুল-মাল”
 আসিয়া ধরিলা মোর কেশে (৯৫৫)

(১২) ‘যুবতী-মোহন’ ইত্যাদি পঙক্তিদ্বয়ের স্থলে—
 “যুবতি মালতি-মাল কুসুম শৈলভিছে ভাল
 শিখি-পুচ্ছ তাহেদিক দোলে ।” গ

(১৩) ‘শিখিপুচ্ছ’ ইত্যাদি স্থলে “শিখিপুচ্ছ তাহে বাখান ।”
 ঘ (১৪) ‘ফিরি ফিরি ধরয়ে হুগলে’ ঘ ; ‘ফিরি ফিরি ধরছে
 যোগান ।” (১৫) ‘বিস্মল’ খ ; (১৬) ‘নব’ খ ; (১৭) ‘সুলক্ষণ’
 ইত্যাদির স্থলে—

“শুনিয়া বাঁশীর সান যমুনা ধক উজান
 মগুরে মাসুরে (?) ডবে বাসি ॥” গ ।

(১৮) ‘নদী’ ঘ (১৯) ‘মুগুরে’ ইত্যাদি স্থলে—“কদমতলে
 বসিয়াছে কাল” খ ; (২০) ‘শশী’ খ ; “শুনিয়া বাঁশীর সান
 ইত্যাদি কলি গ-পুথিতে নাই । (২১) ‘সকল কুসুমে’ খ,
 ঘ ; (২২) ‘অবলা নারীরে’ খ ; (২৩) ‘গুঞ্জার মাল’ খ, গ

নিম্নর মিনতি করি আইলু আপন পুরী*

সেই হনে* প্রাণ পোড়ে মোব ।

দেখিছি* অবধি হনে বিসরিতে* নারি মনে

হৃদয়ে ভেদিছে পঞ্চ-শর ॥

চিস্তি আমার* কাজ আনি দেহ যুবরাজ (১৬০)

ছুঃখ মোর না সহে পরাণে* ।

মোর চরণে পড়ে না আনিলে প্রাণ ছাড়ে*

রচিলেক ভবানন্দ দীনে* ॥

পয়ার ।

নাতিনের ছুঃখ* দেখি বড়াই প্রমাদী ।

“না কব বিবাদ কিছু দিমু কার্য সাধি ॥ (১৬৫)

নন্দের তনয় সেই বালক-চরিত* ।

নহে তোর প্রেম-যোগ্য হও*গৌরবিত* ॥ *

তেন জনের সনে প্রেম বাটাইলে দুষ্কর ।

তোর মনে যেই দেখে সেই কর্ম কর ॥

একখানি কথা মোর শুন ল নাতিন । (১৭০)

গববিত সনে প্রেম নহে কোন দিন ২২ ॥”

বাধা বলে “রূপা যদি করিলা বড়াই ।

অবিলম্বে আনি দেহ নন্দের কাছাই ॥

বিলম্ব না কর বড়াই ধরু* চরণে ।

হিলমার বাজ হৈলে মরিমু আপনে* ॥” (১৭৫)

—

[বড়াইর দোষের সফলতা]

রাধার বচন শুনি চলিলা বড়াই ।

যমুনার তীরে গেল যথার্থে কাঞ্চাই ॥

বালক সকল গেছে গোষ্ঠের*ভিতর ।

‘তরু-মূলে কাঞ্চাইয়া বসিয়াছে*একেশ্বর ॥

গোবিন্দের রূপ দেখি কন্দর্প সমান । (১৮০)

কানে জর্জরিত বড়াই ত* হৈল জ্ঞান* ॥

ক্ষেণেকে স্মৃতি* পাঠিয়া গদগদ-ভাণে ।

কিঞ্চিত হাসিয়া কহে গোবিন্দের পাশে* ॥

সংবদী-সুত ব্যাস নারায়ণ অংশ ।

সঙ্ক্ষেপে রচিল পুণ্যলোক হরিবংশ ॥ (১৮৫)

সেই শ্লোক বাখান করিয়া পদ-বন্ধে ।

লোকে বুঝিবারে বোলে দীন ভবানন্দে ॥

রাগ স্ততি ।

“তোর রে*নন্দের সুত

ফি কর ঘাটের কূলে বসি ।

বনে থাক দেখু রাখ আগর*চন্দন মাখ (১০০০)

গোকুল মজাইবা* তেন বাসি ॥ গ* ॥

বাঁশি টা করিয়া তাতে বসি থাক রাজ-পথে* ২২

কিবা থাক কদম্বের মূলে ।

কুলবৎ গোয়ালিনী যে ভরিতে যায় পানি

তোর রূপ দেখি তারা ভুলে ॥ (১০০৫)

(১৪) ‘গোষ্ঠের’ ঘ (১৫) ‘তরু-মূলে’ ইত্যাদির স্থলে ‘যমুনার তীরে হবে কাঞ্চাই’ ঘ; (১৬) ‘বড়াই’ ইত্যাদি স্থলে ‘বুড়ী বিবাহিত জ্ঞান’ ঘ; ‘তরু হবিলেক জ্ঞান’ ঘ। (১৭) ‘কিঞ্চিত (১১)’ গ; ‘বিশ্রাম’ ঘ (১৮) ‘কিঞ্চিত’ ইত্যাদি স্থলে—‘ননোচিত কহে তবে গোবিন্দের পাশে ॥’ খ; ‘কপঞ্চিত করিল গিয়া তান পাশে ॥’ ঘ। (১৯) ‘তোর রে’ গ পুথিতে নাই। (২০) ‘অগর’ ক, গ, (২১) ‘মজাইবা’ ঘ। (২২) ‘বাঁশি টা’ ইত্যাদি বলির স্থলে গ-পুথির পাঠ যথা—

“কুলবৎ গোয়ালিনী যে ভরিতে যায় পানি
রূপ দেখি তা সমাই ভুলে ।

চুড়াটি বাকচ ভালে বকুল-গুঞ্জ-মালা
ময়ূর-পুচ্ছ শোভা করে ভালে ॥”

(১) ‘আপনা সারি’ ঘ; (২) ‘কৈতে’ গ; ঘ। (৩) ‘দগিয়া’ ঘ; (৪) ‘নিবাসিতে’ গ (৫) ‘চিস্তি আমার’ গ; ‘চিস্তি বড়াই মোর’ ঘ; (৬) ‘ছুঃখ’ ইত্যাদি-স্থলে ‘তোর মোর মনে নাহি ভীম’ গ; ‘মোর কর্ম নহে তোর ভীম’ ঘ। (৭) ‘দীন’ ঘ, ঘ, (৮) ‘ডক’ ঘ, (৯) ‘চরিত্র’ গ, ঘ (১০) ‘আরে ত’ ঘ; (১১) ‘গর্জিত’ ঘ; (১২) ‘গর্জিতের কার্য বেক নহে কোন দিন’ ক, গ, ঘ;

(১৩) “বিলম্ব ইত্যাদি মোকের স্থলে—

• “বিলম্ব না কর বড়াই পড়ে পদ-তলে ।

তিলেক বিলম্ব হৈলে ঝাপ দিমু জলে ॥” ঘ, ঘ ।

চূড়াটি টালিয়া ভালে বেড়িয়া বকুল-মালে^১
 ময়ূরের পুচ্ছ তাথে শোভে ।
 ভ্রমরা ভ্রমরী আনন্দে ফিরি ফিরি
 যোগান ধরিছে মধু-লোভে ॥২
 পাটে রাজা কংসান্নর মথুরা কতক দূর (১০১০)
 মুরারি রাজাও হাসি হাসি ।
 কংস রাজা শুনে এবে ক্ষেণেক মারিব তব^৩
 গোবুল করিবা তুমি দোণী ॥
 আমি বয়োধিক নারী তোমার মুখানি হেরি^৪
 দেখি শুনি হৈয়া গেলু বন্দ । (১০১৫)
 আমার বচন ধর নাগরালি পরিহর^৫
 রচিলেক দীন ভবানন্দ ॥
 পয়ার ।

বড়াই বোলে “শুন কাহ্নু আমার বচন ।
 মোর নাভিনীরে বল কৈলে^৬ কি কারণ ॥”
 কাহ্নু বলে “বড়াই শুন আমার বচন” । (১০২০)
 আমি ত না জানি তোঁর নাভিন কোন জন ॥”

(১) ‘চূড়াটি’ ইত্যাদি কলি গ-পুথিতে নাই ।
 ইহার স্থলে খ-পুথির পাঠ, যথা—

“চূড়াটি বাক্ছি ভালে বকুল-গুঞ্জার মাণে
 বেড়িয়া মউর-পুচ্ছ শোভে ।
 করিছ যুবতি বশ মনোহর অতি রস
 অলি উড়ে মকরন্দ লোভে ॥”

(২) ‘ত নহে’ খ; ‘রনেক’ ঘ (৩) ‘কংশ রাজা’
 ইত্যাদি চরণ দুইটির স্থলে—

“তুমি সে নন্দের স্নত রূপে গুণে অঙ্কত
 তোমার নাগরালি ভাল নহে বাসি ;” ঘ ;
 “তুমি সে নাগর বড় রসেত মজ্জিলা দড়
 নাগরালি ভাল নহে বাসি ॥” খ ;

(৪) ‘আমি বয়োধিকা’ খ ; ‘মুক্তিত রসিকা
 ঘ (৫) ‘তোমার’ ইত্যাদি স্থলে ‘চিহ্ন কি ধরাইতে পারি’
 ঘ (৬) ‘মোর’ ইত্যাদি স্থলে—‘মোর নাভিনের প্রাণ
 হরিলা’ ঘ ; (৭) ‘কাহ্নু বোলে শুন বুড়ি আমার উত্তর ।
 আমি ত না জানি কেবা নাভিন হয় তোঁর ॥’ খ, ঘ,

পুনরপি বোলে বড়াই “শুন রে কাহ্নাই
 মোর নাভিনের কথা কহে। তোঁর ঠাঞি ॥
 রাখিলা যুবতী হয় আমার নাভিন ।
 জল ভরিবার আইল যমুনা-পুলিন ॥ (১০২৫)
 আপন মন্দিরে যাইতে ভরি লৈয়া জল^৭ ।
 কেন রাজ-পথে পাইয়া তাকে কৈলে বল ॥
 সেই জনে^৮ স্তব্ধ নারী তোমার বিরহে^৯ ॥
 তোমার বিচ্ছেদ নারী প্রাণ দিব্যর কহে^{১০} ॥
 ক্ষেণেক ধরণী পড়ে ক্ষেণেক উঠয়^{১১} (১০৩০)
 নিরন্তর হৈয়া বালা ধরণী লুটয় ॥
 তার দুঃখ দেখি আইলু তোমার বিদিত^{১২}
 জানিয়া করিহ কার্য যে হয় উচিত ॥”
 বুড়ির মুখেত শুনি রাখার বিবরণ^{১৩} ॥
 হরিব-অন্তর হৈল নন্দের নন্দন ॥ (১০৩৫)
 “যেই হনে মোর দেখা রাখার সহিতে ।
 না দেখিলে প্রাণ পোড়ে কহিলু নিশ্চিত ॥
 যদি কৃপা-যুক্ত তুমি হৈলা মোর^{১৪} প্রতি ।
 কোথা গেলে পাইমু বোল সেই গুণবতী ॥
 এই কথা কহ গিয়া সুন্দরীর স্থানে । (১০৪০)
 নিশাতে যাইব আমি না হইব আনে^{১৫} ॥”

(৮) ‘নিজ ঘরে লৈয়া যায় যমুনার জল ।
 রাজ-পথে পাইয়া তুমি তাকে কর বল ॥’ ঘ ;
 (৯) ‘হৈতে’ খ ; ‘হতে’ ঘ (১০) ‘কারণ’ ঘ
 (১১) “ক্ষেণে ক্ষেণে ভূমে পড়ি হয় অচেতন” ঘ ;
 “ক্ষেণে ধরণীতে পড়ে ক্ষেণে মুচ্ছা যায় ॥” খ ।
 (১২) ক্ষেণেক ইত্যাদি শ্লোক খ ও ঘ-পুথিতে নাই ।
 (১৩) ‘তার দুঃখ’ ইত্যাদি শ্লোক গ-পুথিতে নাই ।
 (১৪) ‘শুনিয়া বড়াইর মুখে মধুর বচন (রাখার বচন ?) ।
 হরষিত হৈয়া বোলে মধুর বচন ॥’ ঘ ;
 “শুনিয়া বড়াইর মুখে রাখার বচন ।
 হরিব অন্তরে কহে নন্দের নন্দন ॥” খ ;
 (১৫) ‘তান’ গ (১৬) ‘নিশাভাগে যাইব তাহান
 ভবনে ॥’ ঘ ; ‘নিশাতে যাইব আমি শুন বিবরণে’ ॥ গ ।

যতক মধুর বাক্য কহিলা কাহাই ।
চলিলা সানন্দে ঘরে শুনিয়া বড়াই ॥
কহিল সকল কথা রাখিলা গোচর ।
“নিশাকালে” আসিবেক নন্দের কোণর ॥* (১০৪৫)
ধন্য ধন্য রাখা তুমি বড় ভাগবতী ।
বিধাতা মিলাইল তোমা কাহু হেন পতি ॥
ভালমতে সেবা নাতিন করিবা যতনে ।
তবে না ছাড়িব তোরে নন্দের নন্দনে ॥
কত কোটি কাম জিনি তারে রূপ বেশ । (১০৫০)
পাইলা উত্তম পতি প্রথম বয়েস ॥
‘আমার বচন নাতিন “শুন সাবহিতে” ।
অখিলের পতি স্বামী পাইলা আমা হতে ॥’
বাধা বলে “শুন বড়াই কহো তোর ঠাঞি ।
হেন নিষ্ঠুর” পতি মোর দায়” নাই ॥ (১০৫৫)
ভাল হোক মন্দ হোক না বরিব অঘ জন ॥
মোর নিজ পতি” সেই মোর প্রাণ-ধন ॥
হেন দুরন্ত জনের কার্য্য” নাহি মোর ।
চল বুড়ি যাও তুমি” আপনার ঘর ॥

(১) ‘ভাষে’ খ ; ‘তানে’ গ (২) ‘চলিলা’ ইত্যাদি স্থলে ‘হরিব হইয়া ঘরে চলিল বড়াই’ ঘ ।

(৩) ‘নিশাকালে’ ঘ ;

* এইচরণ পর্য্যন্ত ক-পুথির পত্রগুলি পাওয়া যায় নাই । (৪) ‘কাহু’ ইত্যাদি স্থলে ‘অমরূপ পতি’ ঘ ;
(৫) ‘তবে সে বঞ্চিত তোকে লইয়া আরম্ভণে ॥’ ঘ ;

‘তবে সে বাসিবেক ভাল লয় মোর মনে ॥’ ক ;

‘তবে সে বাঞ্ছিব তোরে হেন লয় মনে ॥’ খ ;

(৬) ‘চান্দ’ গ ; (৭) ‘সাবধানে’ ঘ (৮) ‘অখিলের’ ইত্যাদি স্থলে—

‘ঘস দিয়া পতি পাইলা আমার নিমিত্তে ।’ ক, খ ;

‘অশ দিবা পাইলা পতি আমার কারণে ॥’ ঘ ।

(৯) ‘এমত দারুণ’ ঘ (১০) ‘সাধ’ ঘ ।

(১১) ‘ভাল মন্দ সেহি মোর ব্রজ-আইমন’ ঘ ;

‘ভাল হোক মন্দ হোক পতি আইমন’ ক, খ ।

• (১২) ‘প্রাণপতি’ গ (১৩) ‘এমত দারুণ পতি দার’ ক, খ, ঘ ; (১৪) ‘উঠ বুড়ি চলি যাও’ ক, খ, ঘ ।

মোর প্রাণ-সখী গেল তান বিদ্যমান । (১০৬০)
না দিল উত্তর তাতে” মনের গুমান ॥”
হেন শুনি বুড়ী কোপে হৈল কম্পমান ॥
রাখারে ভৎসিতে লাগে যত লয় মন ॥
“তোরা” মাগামহী” হই শুনলো অবলা ।
ভাণ্ডিবারে চাও তুমি পাতিয়া স্ত্রী-কলা ॥ (১০৬৫)
চাতুরী করিলে বেত্ত এবে মদ-গর্বেব ॥
ভাগিনার সনে রতি ভুঞ্জিয়াছ পূর্বে ॥
যখনে যমুনা গেলা জল আনিবার ॥
তখনে কাহুর সঙ্গে ভুঞ্জিলা শৃঙ্গার ॥
অখনে ভাণ্ডিতে মোরে তোর হৈল জ্ঞান । (১০৭০)
তোরা মনে মূই হনে তুই বড় স্থান ॥
বড় ছুরাচার ॥ তুই বৃষ্টি অখনে ।
আখির ঠারে পুরুষের হরি নেও প্রাণে ॥
আমাকে ভাণ্ডিবা তুমি কেমন উপায় ।”
হাসি হাসি ঘন-দৃষ্টে বুড়ী তবে চায় ॥ (১০৭৫)

(১৫) ‘তারে’ খ ; ‘সেহি’ ঘ ;

(১৬) ‘হেন শুনি’ ইত্যাদি শ্লোকের স্থলে—

‘জন্মাবধি পুরুষ-সঙ্গম নাহি জানি ।

কি কারণে হেন পাপ করিখু অভাগিনী ॥

রাখার নিকটে তবে বোলিল বড়াই ।

কেনে ল নিলজি রাখা মুখে লাজ নাই ॥

অখনে মুচ্ছিত হৈয়া ধরিলা চরণে ।

গর্জ কথা কহ কেনে মোর বিজ্ঞানে ॥’ ঘ ;

ক ও খ পুথির পাঠও প্রায় এইরূপ ; সামান্য প্রভেদ আছে ।

(১৭) ‘পিতামহী’ গ ; ‘মাগের মাও’ ক, খ, ঘ ।

(১৮) ‘চাতুরী’ ইত্যাদি শ্লোক ঘ-পুথিতে নাই ।

(১৯) ‘যখনে যমুনা’ ইত্যাদি শ্লোক ও পরবর্তী শ্লোকস্থলে

‘যখনে কাহুর সঙ্গে করিছ শৃঙ্গার ।

অখনে এমত কহ আমা ভাণ্ডিবার ॥’ ঘ ;

(২০) ‘নষ্ট পাপ’ ঘ ‘নষ্ট-বুড়ি’ খ ; ‘নষ্টাচার’ ক ;

(২১) ‘পুরুষের’ ইত্যাদি স্থলে ‘পুরুষ লৈয়া রতি ভুঞ্জ বনে’ ক ; ‘পুরুষ লইয়া যাও বনে’ ঘ ।

রাধা বোলে “অতি-বুদ্ধ নিজ পতি তোর।
 তে কারণে ভিন্ন পুরুষেত বাঞ্ছা কর’ ॥
 বুদ্ধ-বেশা আপনে সমাকে তেন জান’ ২।
 ভাই ভাগিনা তুমি কিছু নাহি মান’ ॥”
 পুনরপি বোলে বুঢ়ী “শুন ল নাতিন। (১০৮০)
 সহজে চঞ্চল তুমি জ্ঞান হৈছে হীন ॥
 কাহ্নু হেন স্বামী পাই’ কিবা চাও আর।
 হেন যোগ্য পতি তেজ কি বুদ্ধি তোমার ॥
 আমার বচন ধর শুনল যুবতি’ ৩।
 হেলা না করিও তুমি কাহ্নু হেন পতি ॥” (১০৮৫)
 সত্যবতী-সুত বাস নারায়ণ-অংশ।
 সঙ্কেপে রচিল পুণ্যশ্লোক হরিবংশ ॥
 সেই শ্লোক বাখান করিয়া পদ-বন্ধে।
 লোকে বুঝিবারে বোলে দীন ভবানন্দে ॥

রাগ বরাড়ী’ ৪।

“হের স্ত্রীভাজন’ নাতিন (১০৯০)
 শুন তুমি বাঞ্ছিত আমার’ ৫।
 কপট করিয়া আমা ভাণ্ড বারে বার ॥প্রা॥
 বয়েসের দোষে তোর যৌবন প্রকাশ’ ৬।
 হিতেরে কহিতে কথা’ কর পরিহাস ॥

(১) ‘ভাগিনা পতি তুমি জান সমসর ॥’ ঘ (২) “বুদ্ধ
 বেশা’ ইত্যাদি শ্লোক ঘ-পুথিতে নাই। (৩) ‘বর পাই’
 ক, খ; ‘না পাইবা’ ঘ;

(৪) ‘আমার’ ইত্যাদি শ্লোকের স্থলে—

‘আমার বচন তুমি শুনহ নাতিন।

হেলা না করিও তুমি কাহ্নু নহে ভীন ॥’ গ;

(৫) ‘গান ছন্দ সাযর’ ক, খ, ঘ;
 (৬) ‘হের ল ভাজন’ ক; ‘শুন লো ভাজন’
 গ; ‘হের ল বিনোদিনী রাধা’ খ; (৭) ‘শুন’
 ইত্যাদি স্থলে ‘বিকিতা আমারে’ ক; ‘তুমি নি
 বকিতে বোল - মোরে’ খ; ‘কেনে ল বকিত
 আমারে’ ঘ। (৮) ‘বিকাশ’ ক, খ, ঘ, (৯) ‘হিতেরে
 ইত্যাদি স্থলে ‘ভাল কথা কহিলেহ’ ক; ‘ভাল কথা
 কহিতে’ খ, ঘ।

তোর হিতের লাগি মুই কহো পুনি পুনি ॥(১০৯৫)
 পরিণামে জলিয়া মরিবে অভাগিনী ॥
 নন্দের নন্দন কাহ্নু রসের সাগর।
 যে কথা কহিছে মোতে’ অবধান কর ॥
 ভাল কহো’ মন্দ কহো’ তোর সহি শুনে’ ১।
 তা’ হৈতে তোমার পতি কোন’ রূপ গুণে ॥ (১১০০)
 সলিলের’ বিম্বু যেন নারীর যৌবন।
 যাইতে বিলম্ব নাই না কর যত্ন ॥
 কি ছার যৌবন লৈয়া করহ গরব’ ২।
 কুসুম-বিকাশে যেন না রহে সৌরভ ॥
 হাস পরিহাস কর’ রতি-রস’ রঞ্জে। (১১০৫)
 মরিতে যৌবন কিবা লৈয়া যাইবা সঙ্গে ॥
 পানিতে মিশাইব পানি শুনহ নাতিন ১”
 কাহ্নু প্রেম-যোগ্য বোলে ভবানন্দ দীন ॥

পয়ার।

হাসিয়া হাসিয়া বুঢ়ী বোলে পুনর্ব্বার।
 “হেলা না করিও নাতিন এহি জান সার’ ॥(১১১০)
 যৌবন গৌরব জান যেন জলের রেখা।
 মরিলে কেহর সঙ্গে পুনি নাহি দেখা ॥
 পাঠাইল স্তম্ভর কাহ্নু রসের নাগরে।
 অবোধ মুগধি রাধা বুঝাইতে’ তোর ॥

(১০) ‘যে কথা কহ তাতে’ গ; ‘যে কহিছে
 আমাতে’ ঘ; (১১) ‘বোল’ ঘ (১২) ‘বোল’ ঘ (১৩) ‘তোর’
 ইত্যাদি স্থানে ‘সেই মাত্র জানে’ গ; ‘তোর সখী শুনে’
 খ; (১৪) ‘তাহা’ ঘ, খ; (১৫) ‘কত’ ক, খ ‘কিবা’ ১
 (১৬) ‘জলের’ গ (১৭) ‘কর তুমি গর’ গ; ‘করসি গরব’
 ক, খ; (১৮) ‘হাস্ত পরিহাস্ত করি’ ঘ। ‘হাস পরিহাস’
 ইত্যাদি চারিটা পঙক্তির স্থলে ঘ-পুথির পাঠ যথা—

‘হাস্ত পরিহাস্ত করি রতি ভুঞ্জ রঞ্জে।

কাহ্নুর পসোর (৭) কর বোলে ভবানন্দে ৥”

(১৯) ‘এহি’ ইত্যাদি স্থলে ‘কাহ্নু নাহি সার’ খ।
 ‘জানিবা সার’ ঘ। (২০) ‘বুঝাইতু’ ক, গ।

সঙ্কিত করি আছ ভোগ নাহি ধন^১ । (১১১৫)
 হেলায়ে করিলে নাশ নফুলি যৌবন^২ ॥
 দক্ষিণা পতঙ্গ যেন সঙ্কয়ে^৩ মকরন্দ ।
 ভাল মতে নাহি জানে কিবা স্বাদ গন্ধ ॥
 চতুরে দহিয়া মুখ^৪ লৈয়া যায় মধু ।
 তেমত যৌবন তোর হৈব^৫ ব্রজ-বধু ॥ (১১২০)
 নিশির সপন জান এই রঙ্গ-রস^৬ ।
 কুটিলে কমল-পুষ্প-দিন অষ্ট দশ ॥
 সহজে অবোধ রাখা জ্ঞান নাহি তোর ।
 আর এক কথা কহি অবধান কর ॥
 জগত-জননী দুর্গা ত্রৈলোক্য-মোহিনী । (১১২৫)
 পুত্র দেখি কাম-বাণে মোহিত ভবানী ॥
 পুত্রের সহিতে চায় ভুঞ্জিবারে রতি ।
 'প্রাণ' হনে^৭ কত গুণে তুমি হও সতী^৮ ॥
 পুত্র হলে ভাগিনা না হয় গৌরবিত^৯ ।
 অন্ধরে কহিলু নাতিন বুঝ তোর হিত^{১০} ॥ (১১৩০)

(১) 'সঙ্কিত করিলে কিছু ভোগ নহে ধন' ক, ধ; (২) 'সঙ্কিত' করি রাখ কেনে নারীর যৌবন ॥' ক, খ; (৩) 'সঙ্কয়ে' ক; 'লোভে' গ; (৪) 'চতুরে দহিয়া যেন' গ; (৫) 'তোর হৈব' স্থলে 'বের্থ যাবে' ক, খ; (৬) 'অখন না বুঝ পাছে যাবে রঙ্গরস' ক, খ; ঘ-পুথিতে 'যৌবন-গরব' ইত্যাদি শ্লোক ও পরবর্তী পাঁচটি শ্লোক নাই; তৎস্থলে নিম্নলিখিত শ্লোক তিনটি আছে, যথা—

'সে দিনে কে আছে নাতিন তোমার আর ।
 মনে ত ভাবিয়া রাখা দেখ আপনার ॥
 পাঠাইল সুল্লর কাহু রসের কারণ ।
 অধম মুগধি রাখা বুঝিতে কারণ ॥
 অখন না বুঝ পাছে যাইব রঙ্গরস ।
 কত দিন যৌবন রাখিবা করি বশ ॥'

(৭) 'তাঞ' ঘ; 'তান' ক, খ; (৮) 'হতে' ক, খ, ঘ;

(৯) 'হও সতী' স্থলে 'রূপবতি' ক, খ, ঘ ।

(১০) 'না হয় গৌরবিত' স্থলে 'নহে বিপরীত' ক;

(১১) 'জামার বচন ধর ('শুন'—ক, খ;) কাহু ('যোগি' ক, খ) তোর হিত ॥' ঘ ।

শুনহ শ্রীমতী আমি তোর ঠাঞি কই ।
 এমত মুগধি রাখা হয় তোর সহ ॥
 না জানে আপনা কিছু হানি অপচয়^{১১} ।
 আগে আশা দিয়া কেনে পাছে বোলে নয় ॥
 তখনে শ্রীমতী বোলে "শুন প্রাণ-সই । (১১৩৫)
 বান্ধব কারণে তোমাত হিত জানি কই"^{১২} ॥
 কাহু হেন বর তুমি না পাইবা আর ।
 হেন জন পাইয়া ছাড় কি বুদ্ধি তোমার ॥
 কেনে হেন বোল তুমি প্রাণের বড়াই^{১৩} ॥ *
 আজ্ঞা কর আসিবারে নন্দের কাহুই ॥" (১১৪০)
 সখীর মুখে শুনি তেন রাখিকা সুল্লরী ।
 "আন গিয়া গোবিন্দেরে বোলে ধীর^{১৪} করি ॥
 কর লইয়া মধুরাতে গিয়াছে^{১৫} আইমন ।
 আজি না আসিলে কাহু^{১৬} নাহি প্রয়োজন ॥
 চল চল বড়াই বিলম্বে নাহি কাজ । (১১৪৫)
 অবিলম্বে আনি দেহ সেই যুবরাজ ॥
 আজি যদি নাহি আসে মোর প্রাণেশ্বর ।
 শ্রী-বধ দিগু আমি তোমার উপর ॥"
 রাখার বচনে তুষ্ট হইল বড়াই ।
 সহরে চলিয়া গেলা যেখানে কাহুই ॥ (১১৫০)
 কহিল সকল কথা তৈল সমাধান^{১৭} ।
 "নিশি যোগে যাইবা^{১৮} মাত্র না করিবা আন ॥
 মধুরাতে কর লৈয়া গিয়াছে আইমন ।
 বিলম্ব উচিত নহে কহিলু কারণ^{১৯} ॥"

(১২) 'না জানে' ইত্যাদি শ্লোক গ-পুথিতে নাই । (১৩) 'বন্ধুর কারণে আমি তোর ঠাঞি কই ॥' ক, খ; (১৪) 'কেনে তুমি ছঃখী কর প্রাণের বড়াই ॥' ক, খ, ঘ; (১৫) 'মুহু' ক । 'কর লৈয়া' ইত্যাদি শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া "সুধার কাতর" ইত্যাদি শ্লোক পর্যন্ত বারটি শ্লোক গ-পুথিতে লিপিকরের ভুলে পরিত্যক্ত হইয়াছে । (১৬) 'গিছে' ক, খ; (১৭) 'কাহু' ক, খ, ঘ (১৮) 'হই সাবধান' খ; (১৯) 'যাইবা শরীরীকালে' ক, খ; (২০) 'কৈলু বিবরণ' ক;

শুনিয়া হরিষ হৈলা নন্দের নন্দন । (১১৫৫)
 হেন কালে আইল সকল শশুগণ^১ ॥
 তবে তথা হনে চলি আসিলা^২ বড়াই ।
 কহিল রাধার ঠাঞি^৩ আসিব কাহাই ॥
 হরিষ-বদনে রাধা কৈল নমস্কার ।
 বড়াইকে বিদায়^৪ দিল ঘরে যাইবার ॥ (১১৬০)
 শ্রীমতী সুন্দরী তবে^৫ করিল গমন ।
 রাধিকার সঙ্গে করি প্রেম-আলিঙ্গন ॥

[শ্রীরাধার মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের নিশাভিষার]

দিন অবশেষ^৬ হৈল প্রবেশ যামিনী^৭ ।
 পথ নিরীক্ষণ করে^৮ রাধিকা কামিনী ॥
 এখানে বালক সঙ্গে নন্দের কোণ্ডর । (১১৬৫)
 ধেনু বৎস লৈয়া গেল আপনার ঘর ॥
 ক্ষুধায় আকুল হৈয়া দেব ভগবান ।
 যশোদার স্তনাস্ত করিলেন পান ॥
 ক্ষীর লবনী খাইয়া রাম-নারায়ণ^৯ ।
 নিজ্রায় আকুল হৈয়া করিলা শয়ন ॥ (১১৭০)
 বিলম্ব দেখিয়া চিন্তে রাধিকা সুন্দরী^{১০} ।
 “অথনেও না আসিলা প্রাণ-নাথ হরি^{১১} ॥
 ছাড়িমু শরীর আমি রাখিয়া নাহি কাজ ।
 সহতে না পারি আর এত বড় লাজ^{১২} ॥
 সত্যবতী-স্বত ব্যাস নারায়ণ অংশ । (১১৭৫)
 সঙ্গেকপে রচিল পুণ্য শ্লোক হরিবংশ ॥

(১) ‘হেনকালে সনিলা (?) আসি দিল দরশন’ ।
 ১; ৮; (২) ‘চলিলা’ ১; (৩) ‘রাধার ঠাঞিকহিল’
 ১; (৪) ‘মেলানি’ ক, খ; (৫) ‘তবে শ্রীমতি নারি’
 ১, ৮। (৬) ‘দিবা অপরাহ্ন’ ক; (৭) ‘রজনি’ ১ (৮)
 ‘করি’ ১; (৯) ‘ক্ষীর দধি লবনী খাইয়া নারায়ণ’ ১;
 (১০) ‘সুবতী’ ক, খ, ১ (১১) ‘মোর প্রাণ-পতি’ ক, খ,
 ১। (১২) ‘প্রাণে না সহে এত মোর লাজ’
 ক, খ, গ, ১।

সেই শ্লোক বাখান করিয়া পদ বন্ধে ।
 লোকে বুঝিবারে বোলে দীন ভবানন্দে ॥

রাগ বেলায়রি^{১৩}

“তুমি ত বিনোদ কাহু^{১৪} আইস মোর ঘরে^{১৫} ।
 না আসিলে প্রাণ দিমু তোমার উপরে^{১৬} ॥ ধ্রু (১১৮০)
 প্রবীণ হইল নিশি না আইল প্রাণ-বন্ধু^{১৭} ।
 ডুবিয়া রহিলু আমি^{১৮} মদনের সিন্ধু ॥
 শুক্ল-পক্ষ চতুর্থীর^{১৯} অন্ত দ্বিজ-রাজ ।
 না আসিলা প্রাণ-বন্ধু বড় পাইলু^{২০} লাজ ॥”
 ভাবিতে ভাবিতে রাধা বড় হৈল ধন্দ^{২১} । (১১৮৫)
 আসিব কাহাই বোলে দীন ভবানন্দ ॥

(১৩, ‘গান ছন্দ বিলায়ল’ ১। (১৪) ‘কাহু’ ক, খ, ১
 (১৫) ‘তুমি ত বিনোদ কাহু’ ইত্যাদি চরণের স্থলে—
 ‘আয়ত বিনদ নাগর কানাইয়া’ ক; ‘আয়ত রে বিনদ
 কানাইয়া’ খ; ‘আওত বিনোদ কানাইয়া’ ১; (১৬)
 ‘না আসিলে’ ইত্যাদি চরণের স্থলে—“নাগরি মোহন চূড়া
 কুসুম বানাইয়া’ ক, খ, ১;

(১৭) ‘প্রবীণ’ ইত্যাদি শ্লোকের স্থলে—

‘প্রবীণ হইল নিশি তোমা পথ চাইতে ।—

মহানিশা-ভাগ হৈল আসিবা কেমনে ॥

ডুবিয়া রহিলু মুই মদনের সিন্ধু ।

কতক্ষণে আসিবেক প্রাণনাথ বন্ধু ॥’ গ;

(১৮) ‘রহিল মুই’ ক, খ (১৯) ‘শুক্ল-পক্ষ’ ইত্যাদি
 শ্লোক দুইটির স্থলে—

‘সিত পক্ষের দিনে বন্ধু আসিয়া বর কাজ ।

না আইলে প্রাণনাথ বড় পাইলু লাজ

ভাবিতে বিষাদে রাধা ধন্দ হৈয়া গেলা ।

কতক্ষণে আসিবেক নন্দঘোষ-বালা ॥

দীন ভবানন্দে ভণে শুন অগো মাও ।

আইসয়ে গোবিন্দ হোর চক্ষু ভরি চাও ॥’ খ পুর্লি

‘চতুর্থীর’ স্থলে ‘চতুর্দশীর’ ১। (২০) ‘পাইলু’
 গ, ১, (২১) হৈয়া গেল ধন্দ’ ক, খ ।

রাগ বেলআর

মলয়া-বসন্ত-বায়ু বহে চতুর্ভিহ।

“আইস রে সোনার^২ বন্ধু রাখিমু^৩ হিয়ার মাঝে।

কোকিলে পঞ্চম গায় শুনি স্থললিত ॥

প্রাণ হারাইলে পাছে কি করিব লাজে ॥ ধ্রু।

[ত্রিরাগার অভিমান ও ত্রীক্ಷেপ অহনয়]

নয়ানে সদায়ে দেখৌ এই সে মনের সাধ।

কেশে বান্ধি রাখি করি কালা^৪ পাটের জাদ ॥ (১১৯০)কাজল করিয়া বন্ধু^৫ নয়ানে পৈহিমু^৬।কালা পুতি^৭ করি বন্ধু গলায় গাঁথি দিমু ॥সহজে হইমু দাসী^৮ না বাসিও ভীন।^৯রাধার কাণ্ডতি^{১০} কহে ভবানন্দ দীন ॥

পদ-বন্ধ।

একাকী মন্দিরে^{১১} রাখা করয়ে ক্রন্দন। (১১৯৫)তথাতে^{১২} চেতন^{১৩} পাইলা শ্রীমধুসূদন ॥চলিলা ত্রীক্ক্ষ তবে বড়াইর কথা স্মরি^{১৪}।

অবিলম্বে মিলে গিয়া রাধিকার পুৰী ॥

শয়ন করিছে যথা রাখা রসবতী।

সেই ঘরে গেলা কৃষ্ণ অঙ্গকার রাতি ॥ (১২০০)

হবির শরীর তেজে দীপ্ত করে ঘর^{১৫}।

উদিত হইল যেন কোটি শশধর ॥

কুসুম বসন্তে যেন আনোদিত গন্ধ।

ভ্রমরা গুঞ্জরে পান করি মকরন্দ ॥

মন্দ-মন্দ-গতি চলে শীতল পবন। (১২০৫)

চাতকে স্তন্যদ করে ময়ূরে পেখন ॥

(১) ‘গান ছন্দ তোরারি’ ক, খ, ঘ। (২) ‘পর্যাপ’ ঘ; (৩) ‘রাখা’ ক, খ, ঘ; (৪) ‘কাঁচা’ গ, ঘ; (৫) ‘তোমা’ ঘ; (৬) ‘পরিমু’ ক, খ, ঘ (৭) ‘পুথি’ ক, খ; (৮) ‘নিজ দাসী হৈলু তোর’ ঘ; (৯) ‘কাহুতি’ ক, খ, ঘ; (১০) ‘শূভ ঘরে বসি’ ঘ; (১১) ‘এথাতে’ ঘ; ‘তখনে’ ক, খ;

(১২) ‘চৈতন্ত’ ঘ; (১৩) ‘চলিলা’ ইত্যাদি শ্লোক-ধরের স্থলে ঘ-পুথির পাঠ,—

‘বড়াইর কথা স্মরিয়া চলিলেন হরি।

সেই ঘরে গেলা কৃষ্ণ রাতি আকারি ॥”

(১৪) ‘হবির শরীর তেজে’ ইত্যাদি শ্লোক-ধর ঘ-পুথিতে মাই।

দেখিয়া শুনিয়া^{১৬} রাখা না দেয় উত্তর।বসিলা স্তন্যদর কাহু^{১৭} শয্যার^{১৮} উপর ॥ (১২১০)

রাধিকার অঙ্গে তন্তু দিলা নারায়ণ।

চমকিত হৈয়া বোলে “তুমি কোন জন।

কহ তুমি এই গৃহে আসিছ কেমনে^{১৯}।পবের শয্যাতে বসি আছ কি কারণে^{২০} ॥

নিজ পতি যবে নাই—দড় ভাণ্ডা তোর। (১২১৫)

কি নাম তোমার কহ কাণার কোণ্ডর ॥

ভিন্ন-গৃহে প্রবেশিতে ভয় নাহি বাস^{২১}।

নিলজ্জ হইয়া গায়ে তা’ত দিয়া হাস ॥

জানিলাম অভিপ্রায়ে^{২২} নন্দের নন্দন।এত রাত্রি ভিন্ন-গৃহে কেনে আগমন^{২৩} ॥ (১২২০)তুমি হও যুবক জন^{২৪} আমি ত যুবতি।অগ্ন জনে দেখে যদি^{২৫} তৈব কোন গতি ॥কিছু ছিন্ন নাহি তোর^{২৬} মা’তুল-বনিতা।লাজ ভয় থাকিলে নি আসিয়াছ এথা^{২৭} ॥”

(১৫) ‘স্বন্দরী’ গ, ১৬) ‘দ্বিধান’ ক, খ; ‘পাহাড়’ খ, (১৭) ‘কহ তুমি’ ইত্যাদি স্থলে—‘আমার মন্দিরে তুমি আসিয়াছ কেনে ॥’ ঘ; ‘কহ তুমি মোর গৃহে আসিয়াছ কেনে ॥’ ক, খ; (১৮) ‘শয্যাতে বসিয়া আছ বমন “কারণে” ॥’ ঘ; (১৯) ‘ভিন্ন-গৃহে’ ইত্যাদি স্থলে—

“গায়ে তা’ত দেহ মোর লাজ নাহি বাস।

ভিন্ন ঘরে আসি তুমি বিছা কিছু হাঙ্গ হাঙ্গ ॥” ঘ;

(২০) ‘জানিলাম অভিপ্রায়’ গ; ‘অন্যমনে বৃষ্ণলু তুমি’ ঘ;

(২১) ‘এত রাত্রি নিজ গৃহে কমন কারণ ॥’ ঘ; (২২) ‘তুমি ত কিশোর হও’ ক, খ ॥ ‘তুমি শিশু হও কাহু’ খ;

(২৩) ‘দেখিলে’ ক, খ, ঘ; (২৪) ‘কিছু লজ্জা নাহি

তোর’ প; ‘ছিন্ন নাহি আমি তোমার’ ঘ;

(২৫) ‘কি কারণে আসিয়াছ কহ তার বথা’

ঘ;

রাধার মধুর কথা কামাতুর-ভাষে । * (১২২৫) নব-গুণ্ডার মালা কৃষ্ণাং দিলা তার উপরে ১০ ।
 শুনিয়া নাগর কাহ্নু খলখলি হাসে ॥
 “শুনহ যুবতি ক্রোধ ক্ষেমহ সত্ত্বর ৩ ।
 আসিছি আজ্ঞায় তোমার অবধান কর ॥
 ত্রিভুবন ভরিয়া রহিব যশ-কীর্তি ।
 যৌবন-গরবে পাইবা আমি হেন ভূতি ১ ॥ (১২৩০)
 এতেক ১ জানিয়া কৃপা করহ অবলা ।
 না বন্ধিও আমারে ১ পাতিয়া স্ত্রী-কলা ॥ *
 যদি অপরাধ থাকে শাস্তি কর মোরে ১ ।
 ক্ষেমিতে যুয়ায় তোমার আসিয়াছি ঘরে ॥
 মোর মন বুঝি নাকি কর পরিহাস ১ ॥ (১২৩৫)
 কৃপা কর চন্দ্র-মুখি হৈলু তোর দাস ১ ৥”
 এহি বোলি হৃন্দরীরে মাথে ধরি তোলে ১ ।
 মালতীর মালা দিলা রাধিকার গলে ॥
 সেই মালা শোভে যেন পুষ্প পারিজাত ।
 শচী পতি ১ দিলা যেন শচীর গলাত ১ ॥ (১২৪০)

রোহিণীর গলে যেন দিলা শশধরে ॥
 সহজে হৃন্দরী রাধা লক্ষ্মী-অবতার ।
 শচী রোহিণী জিনে পৈত্রি পুষ্প-হার ১ ॥
 কানুর শরীর-তেজে হৃন্দরী রাধার । (১২৪৫)
 দোহার সৌন্দর্যে ঘর ১ অতি শুভ্রাকার ১ ॥
 দীপ-গুণে প্রকাশিত তম গেল দূর ।
 গোবিন্দেতে কহে রাধা বচন মধুর ॥
 “অহে যুবরাজ শুন রসের সাগর ।
 তোমার চরিত্রে বড় ভয় লাগে মোর ॥ (১২৫০)
 মোর প্রাণ-সই গেল তোমার গোচর ।
 আর কি হইব কার্যা—না পাইল উত্তর ॥
 বিষাদ ভরিয়া সে আইল মোর স্থান ।
 আপন মন্দিরে গেল পাইয়া অপমান ॥
 এতেকে বাড়াইতে প্রেম মোর নাহি সাধ ১ ॥ (১২৫৫)
 লাভ না হইব লোকে ঘোষিব পরিবাদ ॥
 তার ঘরে যাহ আমি হৈতে রূপ যার ।
 দৈবে অপরাধী আমি বিনে নাহি আর ॥
 কাম-কলা-বিলাসে ত যার থাকে মতি ।
 কেবা ছাড়িয়াছে হেন পাইয়া যুবতি ১ ॥ (১২৬০)
 গুরু-পত্নী অহল্যারে লজ্জিল বাসবে ১ ॥
 সহস্র-নয়ন হৈল সেই কার্যা-ভাব ১ ॥

(১) ‘রাধার বচন যত’ ঘ; (২) ‘শুনিয়া
 নন্দের হাতে কিছু কিছু হাসে ১’ ঘ; (৩) ‘শুনহ যুবতি’
 ইত্যাদি শ্লোকের স্থলে—‘শুন শুন সুবদনি তেজ (হ)
 কপট । আমি কাহ্নু আসিয়াছি তোমার নিকট ১’ ঘ;
 ‘শুন হের সুবদনি খেদ পরিহর ।
 আসিয়াছি রসবতি আজ্ঞায় তোমার ১’ খ;
 (৪) ‘ভিত্তি’ গ; ‘পতি’ ঘ; (৫) ‘ইহাকে’ গ ক, খ;
 (৬) ‘কেনে ভাণ্ডিবারে চাহ’ ঘ ।

(৭) ‘যদি মনে ক্রোধ থাকে শাস্তি দেও মোরে ১’ ঘ;
 (৮) ‘মোর বুদ্ধি নাহি কিবা করি পরিহাস’ ক;
 ‘মোর মন বুঝি নাকি কর পরিহাস’ খ; ‘মোর মন’
 ইত্যাদি শ্লোকের স্থলে—

‘এতেক জানিয়া আসিয়াছি তোমার পাশ ।

ক্ষমা কর অপরাধ হই তোর দাস ১’ ঘ;

(৯) ‘এহি বোলি’ ইত্যাদি শ্লোক হইতে ‘কাম-কলা বিলাসে
 ত’ ইত্যাদি শ্লোক পর্যন্ত বারটা শ্লোক লিপিকরের ভুলে
 ঘ-পুথিতে এবং ঐ পুথির আদর্শ অনুসারে চ-পুথিতে
 পরিত্যক্ত হইয়াছে । (১০) ‘স্বরপতি’ ক; (১১)
 ‘প্রীতি’ ক;

(১২) ‘হরি’ গ (১৩) ‘পরে’ ক (১৪) ‘শচীর রোহিণী যেন
 পৈত্রিলেক হার ১’ গ; (১৫) ‘উজ্জল হইল পুরী’ খ ।

‘কানুর শরীর তেজে’ ইত্যাদি শ্লোক হইতে ‘অত
 অপমান’ ইত্যাদি শ্লোক পর্যন্ত শ্লোকগুলি লিপিকরের
 ভুলে গ-পুথিতে পরিত্যক্ত হইয়াছে ।

(১৬) ‘শোভাকার’ খ ।

(১৭) ‘গুরু পত্নী’ ইত্যাদি শ্লোকের স্থলে—

‘কেবা পরিহরে পাইয়া ই হেন যুবতী ।

গুরু পত্নী অহল্যা লজ্জিল শচীপতি ॥

সহস্র লোচন হইল কার্যা-ভারে ।

জীর মহত্ব অ বপুানে দেবদেবে ১’ ঘ-পুথি

দ্বীপ মহাব্জ্ঞা জানে দেব ত্রিপুরারি ।
 মস্তকে ধরিল গজা অর্ধ-অর্ধে গৌরী ॥
 নারী হইয়া তোমা মুই বাঞ্ছিন্ আপনে । (১২৬৫)
 বিলম্ব করিয়া আমা লজ্জা দিলা কেনে ॥
 তেজিলু আপন পতি নাহি তার কাজ ।
 তোমার শরণ লৈলু তাতে দেহ লাভ ॥
 অত অপমান আর সহন না যায় ।
 যোগিনী হইমু আমি এহি সে যুয়ায় ॥” (১২৭০)
 রাগার কোমল বাঁকা শুনি যদু-পতি ।
 কোলে করি মিষ্ট বোলে “শুন গুণবতি ॥
 তোমার সহ মোর স্থানে গেছিল যখন ।
 বলভদ্রে দেখি, কিছু না কৈলু কখন ॥
 সেতি অপরাধে দুঃখী হৈছ অতিশয় ॥” (১২৭৫)
 যোগ্য শাস্তি কর প্রিয়া যেই মনে লয় ॥
 পতি হনে অপরাধ পদে পদে জানি ।
 তবে নি ছাড়িতে পারে যে হয় বমণী ॥
 বামের সহিতে সীতা চৌদ বৎসর ।
 তপস্বীর বেণে ভ্রমে কানন ভিতর ॥” (১২৮০)
 দশকক্ষে হরি নিল সিঁধু করি পার ।
 রাক্ষসীগণে কত কৈল তিরস্কার ॥
 দশ নাস না করিল অন্ন জল পান ॥
 পাপিষ্ঠ রাক্ষসে কত দিল অপমান ॥

যদি বা উদ্ধার তানে করিলা রাঘবে (১২৮৫)
 আনলে ত দহিয়া পরীক্ষা দিলা তবে।
 পুনরপি দেশে আনি দহিতে চাহিলা ॥
 তথাপিও মনে কঁচি কিছু না করিলা ॥
 সীতার চরিত্র ত্রিভুবনে বোলে ভাল ॥
 রাম নমস্করি সীতা গেলেন পাতাল ॥ (১২৯০)
 ভূমিও রূপে গুণে সম ব্যবহার ॥
 কোন অপমানে লজ্জা হইছে তোমার ॥
 চন্দ্র-বংশে মহারাজ ঐতির তনয় ।
 দুঃস্বস্ত নাম তার মহিমা দুঃস্বস্ত ॥
 সুগয়া করিতে গেলা মুনির তপোবনে ॥ (১২৯৫)
 দেখিলা সুন্দরী কণ্ঠা পুষ্পের উদ্যানে ॥
 শকুন্তল নাম তানি পরম সুন্দরী ।
 মুনির আশ্রমে রৈল কণ্ঠা বিহা করি ॥
 প্রেম-ভাবে তিলেক না চাড়ে নর-পতি ।
 কত দিনে শকুন্তলা হৈলা গর্ভবতী ॥ (১৩০০)
 দেশে পাত্র-মিত্রগণে করিয়া মন্ত্রণ ॥
 কপট করিয়া আসি নিলেক রাজন ॥
 কত দিনে কর্ণ মুনি আসি তপোবনে ।
 দুহিতা পাঠাইয়া দিলা দুঃস্বস্তের স্থানে ॥

(১) ‘মহাব্জ্ঞা’ ক, খ; (২) ‘মানিল’ ঘ; (৩) ‘পাইলু’ ঘ; ‘এত’ খ; (৪) ‘কোলে করি বোলে শুন রাধিকা যুগতি ॥’ ঘ; (৫) ‘রামকে’ ক, গ; ‘শিশুগণে’ খ; (৬) ‘এই’ গ, ক, (৭) ‘দুঃস্বস্ত অন্নিছে হৃদয়’ ঘ (৮) ‘প্রিয়া যেই’ স্থলে ‘যদি তোর’ ঘ; (৯) ‘হইতে’ ক, খ, ঘ (১০) ‘যদি হয়’ খ (১১) ‘কামিনী’ ঘ । (১২) ‘দণ্ডকে ভ্রমিল উপবাসে করি ভর ॥’ ক, খ, ঘ । (১৩) ‘লঙ্কেথরে হরিয়া’ ঘ; (১৪) ‘যত দুঃপ পাইল সীতা কহন অপার ॥’ ঘ ;

(১৫) ‘কথ কথ রাক্ষসী করিল তাড়ন ।

দশনাস অন্ন জল না করিলা ভোজন ॥’ ঘ ;

(১৬) ‘রাক্ষসের হাতে পাইল অপমান ।

রাম-নাম ভাবি সীতার রহিল পরাণ ॥’ ঘ ;

(১৭) ‘অগ্নিতে পুড়িয়া’ ঘ ।

(১৮) “আর বার দেশে আসি চাহিল দহিতে ।

তথাপিও তিরস্কার না ভাবিল চিত্তে ॥” ক, খ, ঘ ;

(১৯) “স্বামীক প্রণাম করি পশিল পাতাল ।

সীতার চরিত্র ভুবনে জানে ভাল ॥” ক, খ, ঘ ;

(২০) “ভূমি পতিত্বতা সীতা সম ব্যবহার ।” ক, খ, ঘ,

(২১) ‘পুলিন্দ’ গ; ‘ইনি’ ঘ; (২২) “দুঃস্বস্ত নাম

রাজা গুণে অভিশয় ॥” ঘ; “দুঃস্বস্ত নাম তার মহী-মান্য

হয় ॥” খ; (২৩) ‘সুগয়া’ ইত্যাদি শ্লোক ঘ-পুথিতে নাই ।

(২৪) ‘কণ্ঠা’ ঘ । (২৫) ‘রৈল রাজা’ ঘ; (২৬)

‘তথা পাত্র সব’ ইত্যাদি ঘ; “দেশে পাত্র

মিত্রগণে মন্ত্রণা করিয়া । কপট করিয়া নিলা রাজ্য

(রাজ্য ?) হরিয়া ॥” গ; “তথা পাত্র মিত্রগণে

করিল মন্ত্রণা । রাজ্যকে লইয়া গেল করি প্রবন্ধনা ॥” খ ;

(২৭) ‘কন্দ’ গ, ঘ ;

রাজা বোলে “স্বদনি তুমি কোন জন । (১৩০৫)

এথা আসিয়াছ তুমি কেমন কারণ ॥”

শকুন্তলা বোলে “প্রভু কি কহ না জানি ।

শকুন্তলা নাম মোর তোমার রমণী ॥”

অনেক প্রকারে কথ্য করিল কাণ্ডতি ।

দুহস্তে ছাড়িল তবে হেন রূপবতী ॥ (১৩১০)

মেনকার সনে গেলা কাশ্যপের ঘর । ॥

কোন-রীতে তাহারে না নিল নরেশ্বর ॥

এত অপমান পাইয়া শকুন্তলা সতী ।

তথাপি না ছাড়িল ০ দুহস্ত নিজ-পতি ॥

তাহান অধিক কিবা পাইছ অপমান । (১৩১৫)

কহ গুণবতি রাধা মোর বিদ্যমান ০ ॥”

রাধা বোলে “যে কহিলা সব ০ দৈবাধীন ।

কিস্ত ব্রহ্ম-শাপে তার বুদ্ধি হৈল হীন ০ ॥

ব্রহ্ম-শাপে বিসরিলা ০ তারা দুই জনে ০ ।

বিনা ব্রহ্ম-শাপে তুমি বিসরিলা কেনে ০ ॥” (১৩২০)

কাহ্নু বোলে “দৈবে আমি আছি অপরাধী ০ ৥

ক্লেমিতে যুয়ায় দোষ হৈলাম দাস যদি ॥

তোমার কোপ দেখি প্রিয়া ০ হৈলু নৈরাশ ।

কৃপা কর প্রাণেশ্বর হৈলু তব দাস ॥

(১) ‘শকুন্তলা বোলে’ ইত্যাদি শ্লোক গ-পুথিতে নাই ।

‘শকুন্তলা বোলে তুমি কি কহ কাহিনী ।’ ঘ

(২) ‘কালোচিত্তে তাহাকে আনিল নরেশ্বর ।’
ক, খ, ঘ ।

(৩) ‘পুনরপি মানিল ক, খ, ঘ ।

(৪) ‘আমার বচন প্রিয়া কর অবধান’ ॥ ঘ

(৫) ‘রাধা বোলে সে সব হইল’ ঘ ; (৬) ‘হৈল
মতিহীন’ ঘ (৭) ‘পাসরিলা’ ঘ (৮) ‘জন’ ঘ ;
(৯) ‘পাসর নারায়ণ’ ঘ ।

(১০) ‘কাহ্নু বোলেন অপরাধ করিয়াছি আমি ।

নিজ দাস হৈলু আমি কেন্দ্র কর তুমি ॥’ ঘ

(১১) ‘তোমারে হুঃখী দেখি মুই’ গ ।

‘তোমার কোপ দেখি প্রিয়া বড় পাইলু ডর ।

মদন-বিশিখে তম্বু হইল অর্জর ॥’ ঘ

দশ দণ্ড রাত্রি যায় ঘোর নিশা-কাল ০ ॥ (১৩২৫)

মদনে দহিল তম্বু তেজ বাক্য-জাল ০ ॥”

[শ্রীরাধা-কৃষ্ণের বিলাস]

প্রণাম করিয়া রাধা বোলে শ্রুতর ০ ।

“মনে যেই বাঞ্ছা ০ প্রভু সেহি কর্ম কর ॥”

যেন মাত্র ০ আশ্রা দিলা রাধিকা যুবতী ।

মন-হিত পূর্ণ করি কাহ্নু ভুঞ্জে রতি ০ ॥ (১৩৩০)

কমল-কুসুমের যেন মধু পিয়ে অলি ।

তেন মতে রতি ভুঞ্জে দেব ০ বনমালী ॥

রক্ত-গোর বর্ণ রাধা কালা ভগবান ।

চন্দ্রের অন্ত যেন রাহু করে পান ॥

সত্যবতী-সুত বাস নারায়ণ-অংশ । (১৩৩৫)

সঙ্কেতপে রচিল পুণ্য-শ্লোক হরিবংশ ॥

সেই শ্লোক বাখান করিয়া পদ-বন্ধে ।

লোকে বুঝিবারে বোলে দীন ভবানন্দে ॥

রাগ কেদার বেলাবরি ০

হের রে নিকুঞ্জ-গহের মাঝে ০ ।

ভাগ্যবতী রাধা কাহ্নুরে ০ ভাল সাজে ॥ ৬ (১৩৪০)

স্বরপতির ০ শচী কিবা চন্দ্রের রোহিণী ॥

তেমত কাহ্নুরে শোভে ০ রাধা গোয়ালিনী ॥

(১২) ‘নিশাকালে’ ঘ ; (১৩) ‘তেজ বাক্য ছলে’
ঘ ; ‘ছাড় বোলচাল’ ঘ ; (১৪) ‘বোলে স্বরেশ্বর’ ঘ ; ‘বোলিল
উত্তর’ ঘ ; (১৫) ‘লয়’ খ, ঘ, ‘দেখে’ ক ।

(১৬) ‘সেহি কণ্ঠে’ ক, খ, ঘ ; (১৭) ‘মনহিত
পূর্ণ হৈল ভুঞ্জিলা স্বরতি ।’ ঘ ; (১৮) ‘ভোগ
করে’ গ ।

(১৯) ‘গান ছন্দ কেদার’ ক, খ ; ‘বসন্ত রাগ’ ঘ ;
(২০) ‘হের নিকুঞ্জ মন্দিরের মাঝে’ ক ; ‘হের রে
নিজ কালা গৃহ মাঝে’ ঘ ; (২১) ‘কাহ্নু’ ঘ ; (২২)
‘স্বরপতি’ ক, খ, ঘ ; (২৩) ‘তেমত’ ইত্যাদি হলে
‘শোভিয়াছে নাগর কাহ্নু’ ইত্যাদি, ঘ ;

শুক সনাতনে আর না দেখে নারদে ।
 হেন নারায়ণে ধরে রাখিকার পদে ॥
 কামে ত মজাইয়া মন নন্দের কোঙর । (১৩৪৫)
 দৃঢ়মুষ্টি মন্দিরেক কনক-শিখর* ॥
 নখ-রেখা শোভে যেন আকাশের তারা* ।
 ত্রিকুট-পর্বতে যেন হিম্মলের পারা* ॥
 সহজে অবলা রাখা বল হৈল ক্ষীণ* ।
 বিশ্রাম উচিত কহে ভবানন্দ দীন ॥ (১৩৫০)

রাগ মল্লার ।

“বড় দুঃখে বন্ধু বোলে”। মোকে ক্ষেমা কর* ।
 সহিতে না পারি আমি কাম* পরিহর ॥ ৩* ।
 পদে ধরি স্থতি করি মাগি পরিহার ।
 যে করিল। সেই ভাল ক্ষেমা কর সার ॥
 পতি সঙ্গ-কাম-রঙ্গ না করিছি রস* । (১৩৫৫)
 এক-বারে কাম-শরে মোরে কৈলা বশ* ॥
 কিবা কৈলা প্রাণ লৈলা সহিতে না পারি ।
 তোমার পদে প্রাণ যাউক এই সে মনে করি* ॥

(১) ‘বাহাকে’ ঘ; ‘বাকে’ ক, খ; (২)
 ‘মাজলে’ ঘ (৩) ‘দুগল শিখর’ গ; (৪) ‘যেন
 বিভ্রাত আকার’ গ (৫) ‘ত্রিকুট পর্বতে যেন
 শরেশ্বরী ধারা’ ক; খ; ‘শরীর গলাতে যেন পারিজাত
 হার’ গ; অন্তঃপর ক, খ ও ঘ পৃথিতে এই গীতের আরও
 কয়েকটি প্রকৃষ্ট কলি ও তৎপরে আর একটি প্রকৃষ্ট
 গীত আছে; উহা পরিনিষ্ঠের ২ সংখ্যক পাঠান্তরে দ্রষ্টব্য ।
 (৬) ‘জ্ঞান হৈছে হীন’ ঘ; (৭) ‘বোলে প্রিয়া
 (শিখা)’ ঘ; ‘বোলু নাথ’ ক, খ (৮) ‘অবধান কর’
 ক, খ; (৯) ‘আমি কাম’ স্থলে “দুঃখ প্রেম” ক, খ;
 (১০) ‘না জানি পুরুষ’ গ; (১১) ‘কামরসে মোকে
 কৈলা নাথ’ গ; (১২) ‘তোমার দার প্রাণ বার এহি দুঃখে
 মরি’ ক, খ; ‘গারের আশুনি আমি যোগিনী হৈয়া
 মরি’ ঘ;

যোগিনী হইয়া মুই লুকাইমু লাজে* ॥
 জাতি কুল নিজ পতি গেল তোমার কাজে ॥ (১৩৬০)
 প্রেম-রস না ছাড়িও শুন প্রাণ-বোন্দ* ॥”
 তেজ রতি লক্ষ্মীপতি বোলে ভবানন্দ ॥
 পদ-বন্ধ ।
 বিস্তর কাণ্ডাতি বাধা করে পরিহার ।
 “সহিতে না পারি প্রভু গোমার শৃঙ্গার* ॥”
 কর-পুটে পুনরপি রাখিক। যুগতি । (১৩৬৫)
 চরণে ধরিয়া বোলে* “পরিহর রতি ॥
 এক বাবে কেনে প্রভু এমত আবেশ
 ছিড়িল গলাব হার বিগলিত* কেশ ॥
 ঘরের জঞ্জাল মোর শাশুড়ী ননদী ।
 কি বোলিমু তারাতে জিজ্ঞাসা করে যদি* ॥ (১৩৭০)
 নিজ পতি জিজ্ঞাসিলে কি দিমু উত্তর ।
 এই লাজে যাইমু আমি দেশ-দেশান্তর* ॥
 মায়ে বাপে বোলিবেক রাখা কলঙ্কিনী* ।
 যোগিনী হইয়া যামু* গায়ের আশুনি ॥
 নখাঘাত* লাগি মোর গাড়ে পয়োধরে । (১৩৭৫)
 লোকে জিজ্ঞাসিলে আমি কি দিমু উত্তরে ॥

(১৩) ‘যোগী হইয়া বনে যাঁইয়া লুকাইমু লাজে ।
 কুল জাতি নাহি পতি গেল তোমার কাজে ॥’ ক, খ;
 “কুল নীল জাতি গেল মরিমু এই লাজে ॥
 নিজ পতি সকলি গেল তোমার কাজে ॥” ঘ;
 (১৪) ‘প্রেম রাখ শুয়া থাক’ ইত্যাদি ঘ; ‘প্রেম রাখ
 হুণে (‘ততি’ খ) থাক’ ক । (১৫) ‘সহিতে না পারি
 পূর্ণ ভগবান তার ॥’ ক, খ, ঘ; (১৬) ‘পারে ধরি
 (বোলে) প্রভু’ ঘ; (১৭) ‘মুক্তলিত’; ক; গ; (১৮) ‘কি
 বলিব তার ঠাকুরি জিজ্ঞাসিল যদি’ ঘ; (১৯) ‘এহি লাগি
 অভাগিনী হৈব দেশান্তর ॥’ ক, খ, ঘ; (২০) ‘বাপে
 মায়ে জানিলে বোলিব কলঙ্কিনী’ ঘ; (২১) ‘যোগিনী
 হইব আমি’ ঘ; (২২) ‘দস্তাঘাত’ গ; ‘কিবা নখাঘাত
 করিয়াছ পয়োধরে’; ক, খ, ঘ;

কিবা কাজে দিলা মোরে এত অপমান ।

বিষ ভক্ষি প্রাণ দিয়ু তোমা বিদ্যমান ॥”

অনুতের ধারা শুনি রাধার বচন ।

ইঙ্গিত-লীলায় হাসে নন্দের নন্দন ॥ (১৬৮০)

“শুন গুণবতি প্রিয়া আমার উত্তর ॥

মোর বরে সকলি কুশল হৈব তোর ॥

চিন্তা না করিও তুমি শুন প্রাণেশ্বরি ॥

দেখিয়া তোমার কোপ ভয় বড় করি ॥

তোর পয়োধরে প্রিয়া অপূর্ব আনল ॥ (১৬৮৫)

দূরে থাকি দহে তমু—হৃদয়ে শীতল ॥*

কোকিলা পঞ্চম গায় শুনি স্থললিত ।

ভ্রমরা বন্ধার করে ঘর কুসুমিত ॥

বসন্ত মলয়া-বায়ু নহে অবকাশ ।

ময়ূরে পঞ্চম ধরে আমোদিত বাস ॥ (১৬৯০)

ঘোর নিশি অর্দ্ধাঅর্দ্ধি হইল যামিনী ।

কেমতে তেজিমু কাম ॥* শুনল কামিনি ॥

তথাপি তোমার বাক্য লজ্জিতে ঢুকর ।

তেজিমু মদন-সিকু ॥* ক্রোধ ক্ষেমা কর ॥”

এহি বোলি ॥* শয্যাতে বসিলা নারায়ণ । (১৬৯৫)

সুন্দরী রাধারে বোলে মধুর বচন ॥

সত্যবতী-সুত বাস নারায়ণ-অংশ ।

সজ্জেকপে রচিতল পুণ্য শ্লোক হরিবংশ ॥

সেই শ্লোক বাখান করিয়া পদ-বন্ধে ।

লোকে বুঝিবারে বোলে দীন ভবানন্দে ॥ (১৪০০)

রাগ বদন্ত ।

“কুসুম-বিকাশ হের দেখে ব্রজ-বধু ॥*

ভ্রমরা হইল মত্ত পান করি মধু ॥* ॥

ঋতুরাজ মলয়া-পবন ॥* ঘন বহে ।

কুসুম-সৌরভে ঘর আমোদিত রহে ॥*

কোকিলে পঞ্চম গায় নাহি অবসাদ । (১৪০৫)

ভ্রমরা বন্ধার করে স্থললিত নাদ ॥

প্রথম প্রহর রাত্রি ফুটিল লবঙ্গ ।

যৌবন থাকিতে প্রিয়া কর রস-রঙ্গ ॥

ভাল কিবা মন্দ বোলি মনে ভাবি চাও ॥*

যার থাকে ধন-কোড়ি ॥* খাও আর বিলাও ॥ (১৪১০)

দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি ফুটিল মালতী ।

যৌবন থাকিতে কেলি করহ যুবতি ॥

জোয়ারের জল ॥* যেন আইসে আর যায় ।

যৌবন যাইতে কেও ॥* ফিরিয়া না পায় ॥*

তৃতীয় প্রহর নিশি ॥* ফুটিলেক নাপা ॥* (১৪১৫)

উঠ প্রাণেশ্বরি ॥* রাধা ঝাড়ি ॥* বান্ধ খোপা ॥

(১) ‘কি কারণে’ ক, খ, ঘ, (২) ‘বিষ ভক্ষি’ ইত্যাদি চরণ গ-পুথিতে নাই। (৩) ‘শুনিয়া কিস্তি হাসি বোলে নারায়ণ ॥’ ক, খ; গ-পুথিতে গঙ্জিতী নাই। (৪) ‘শুন গুণবতি’ ইত্যাদি শ্লোকের স্থলে—

‘আমার বরে প্রিয়া যত কলঙ্ক যাইব দূরে ।

চক্ষুখ ফিরাও প্রিয়া দেখি এক বারে ॥’ ঘ;

(৫) ‘প্রিয়া মোর প্রাণেশ্বরি’ ক, খ, ঘ;

(৬) ‘তোমার বয়ান প্রিয়া’ ইত্যাদি গ; (৭) ‘হৃদয় শীতল’

গ; ‘হৃদয় বিকল’ ঘ; (৮) ‘ঘোর কুসুমিত’ ঘ; ‘বহল

শোভিত’ গ; (৯) ‘নাহি’ ক, খ, ঘ; (১০) ‘অন্ধকার’ গ;

(১১) ‘তোমা’ ঘ; (১২) ‘তেজিব শৃঙ্খর এহি’ ঘ;

‘তেজিমু মদন বিধু’ গ; (১৩) ‘এ বলিয়া’ গ।

(১৪) ‘কুসুম বিকাশ দেখা (১) শুন ব্রজবধু’ গ;

‘কুসুম প্রকাশ যেন শুন ব্রজ-বধু’ ঘ; (১৫) ‘ভ্রমরা

হইয়া কাকু পান করে মধু’ গ; (১৬) ‘সমিপে’

গ; (১৭) ‘আমোদিত গন্ধ হরে’ গ; (১৮) ‘বিমর্ষিতা

চাও’ ক, খ; তুমি বুঝিয়া চাও’ ঘ (১৯) ‘ঘন রঙ্গ’ ক, খ;

‘ঘন’ ঘ। (২০) ‘তরঙ্গ’ গ; (২১) ‘তেন’ ক, খ; (২২)

‘ফিরিয়া না চায়’ ক, খ; ‘যৌবন থাকিলে তেন ফিরি ফিরি

চায় ॥’ ঘ; (২৩) ‘রাত্রি’ ক, খ, ঘ; (২৪) ‘চাপ্পা’ গ;

(২৫) ‘গুণবতি’ ক, খ, ঘ; (২৬) ‘ঝাড়িয়া’ ক, খ, ঘ;

ধূলায় মেঘের পানি যেন-মতে শোষে ।
 তেমন^১ যৌবন প্রিয়া^২ খাইব তোর দোষে ॥
 চতুর্থ প্রহর রাত্রি ফুটিল বকুল ।
 উঠ প্রাণেশ্বর রাধা মোকে দেও কোল ॥ (১৪২০)
 যবে খাই প্রাণেশ্বর নিশি তৈল খীন^৩ ।^৪
 কাঙ্ক্ষুর সম্বাদ কহে ভবানন্দ দীন ॥

[শ্রীরাগার আশ্র-নিবেদন ও শ্রীকৃষ্ণের সাযনা]

পদ-বন্ধ ।

রাধা বোলে “প্রাণ-বন্ধু সুন্দর^৫ কাঙ্ক্ষাই ।
 তুমি ছাড়ি প্রাণ-নাথ^৬ আর কেহ নাই ॥
 হইলু তোমার দাঁসী এ রূপ-যৌবনে । (১৪২৫)
 লেখিও^৭ আমার নাম দুই-খানি^৮ চরণে ॥
 আর এক নিবেদন শুন প্রাণেশ্বর ।
 ভাবিতে^৯ চিন্তিতে মোর প্রাণে লাগে ডর ॥
 এ সকল শুনি যদি স্বামী মোরে তেজে ।
 গোকুলে বন্ধিমু^{১০} আমি কোন ছার লাজে ॥” (১৪৩০)
 কাঙ্ক্ষু বোলে “শুন প্রিয়া আমার বচন^{১১} ।
 যদি আইমমে তেজে শুনি বিবরণ ॥
 গতান্ত সন্তোষ আমি তৈমু ইহা লাগি ।
 তোমারে গলায় বান্ধি তৈমু আমি যোগী ॥

তেন কি^{১২} হইব প্রিয়া মোর কর্ম-কলে । (১৪৩৫)
 তোমারে তেজিব আসি^{১৩} আইমন^{১৪} গোয়ালে ॥”
 এহি কথা কহিতে^{১৫} যামিনী অবসান ।
 মেলানি মাগয়ে^{১৬} হরি রাধিকার স্থান ॥
 সত্যবতী-সুত বাস নারায়ণ-অংশ^{১৭} ।
 সজ্জপে রচিল পুণ্য-শ্লোক হরিবংশ । (১৪৪০)
 সেই শ্লোক বাখান করিয়া পদ-বন্ধে ।
 লোকে বুঝিবারে বোলে দীন ভবানন্দে ॥

আহির রাগ ।

যামিনী হইল^{১৮} অবসান ।
 ধরিয়া রাধার করে বিদায় মাগে কান ॥ ধ্রু ।
 করবীর মালা রক্ষা হস্তে করি লৈয়া । (১৪৪৫)
 বিদায় মাগিতে গেলা রাধার গলে দিয়া^{১৯} ॥
 করে^{২০} ত ধরিয়া তানে^{২১} বোলে শ্যাম-বায় ।
 হাসিয়া সুন্দরি রাধা দিয়ার বিদায় ॥”
 কাঙ্ক্ষুর চরণে ধরি লৈয়া পদ-ধূলি^{২২} ।
 কহিতে লাগিলা রাধা^{২৩} করি পুটাজলি ॥ (১৪৫০)

(১১) ‘নি’ ক, প, ; (১২) ‘তোরে নি ছাড়িব প্রিয়া’
 ক, প, ; (১৩) ‘আইমন’ ক, খ, ; ‘হেন কি’ ইত্যাদি
 স্থলে—

‘এহি কর্ম হটে যদি মোর পুণ্যফলে ।

তোমাকে তেজিব নি আইমন গোয়ালে ॥’ ঘ, ;

(১৪) ‘এই কথা আলোপে তৈল’ গ, ; (১৫) ‘মাগিলা’ ঘ, ;

(১৬) ‘সত্যবতী-সুত’ ইত্যাদি শ্লোক-বয়ের স্থলে—

‘সম্বাদ কহিলা কাঙ্ক্ষু পরম সানন্দে ।

লোকে বুঝিবার কহে দীন ভবানন্দে ॥’ ঘ, ;

(১৭) ‘যামিনী তেল’ ক, ঘ, ; ‘যামিনী তেল’ ক, ঘ, ;

‘রাধে ল যামিনী’ প, ; (১৮) ‘মধুর বচন বোলে রাধার গলে

দিয়া ॥’ ক, প, ঘ, ; (১৯) ‘করে’ ‘কর ধরি’ ঘ, ;

(২০) ‘তনিয়া সুন্দরী রাধা লৈয়া পদ-ধূলি ।’ ক, প, গ, ;

(২১) ‘কুটিল কুন্তলে কহে’ গ, ; ‘কোঁকিলা গঞ্জে বোলে’
 ক, খ, ;

(১) ‘তেন মত’ ঘ, ; (২) ক, খ ও ঘ-পুথিতে নাই ।
 (৩) ‘হীন’ ক, খ, ঘ, ; (৪) ‘নন্দের’ ঘ, ; (৫) ‘তুমি
 প্রাণ-নাথ বিনে’ ঘ, ; ‘তুমি ছাড়ি প্রাণ-বন্ধু’ ঘ, ; ‘রাধা
 বোলে’ ইত্যাদি শ্লোক গ-পুথিতে নাই । (৬) ‘লিখিয়া’
 ঘ, ; (৭) ‘রাখিও’ ঘ, ; (৮) ‘চিন্তিতে’ ক, খ, ঘ, ;
 (৯) ‘রহিব’ ক, খ, ঘ, ; (১০) ‘কাঙ্ক্ষু বোলে’ ইত্যাদি
 দুইটা শ্লোকের স্থলে—

‘কাঙ্ক্ষু বোলে শুন প্রিয়া কর অবধান ।

জিহ্ববনে কেহ নাহি তোমার সমান ॥

যদি গোপে তেজে তোরে আমি হেন জানি ।

অত্যন্ত সন্তোষ আমি হইমু তখনি ।

তোমারে গলায় বান্ধি হইমু যোগিনী ।

হেন নি হইব মোর গুনল কামিনী ॥’ ঘ-পুথি

“মোর এক’ নিবেদন শুন প্রাণ-বোন্দ।”
রাধার কাকুতি’ কহে দীন ভবানন্দ ॥

রাগ তথা ।

“প্রাণ-নাথ বোলিরে তোমারে ।
জাগিল গোকুলের লোক কেমনে যাইবা ঘরে ॥৩৮॥
জাঁখির নিমিখে নিশি পোয়াইল কাহু ॥ (১৪৫৫)
পূবে প্রকাশিত হৈল নিদারুণ ভানু ॥
কেমতে যাইবা বন্ধু আপনার ঘব ।
লোকে জিজ্ঞাসিলে তাতে কি দিবা উত্তর ॥
মোর পুরী হনে’ যাইব দেখিবেক লোকে ।
গোকুলে রহিব আমি কোন ছার মুখে ॥ (১৪৬০)
ই ঘরের বসতি মোর নাহি সাধ’ ।
সকলে বোলিব রাধা কাহু পরিবাদ ॥
বুকভানু-সুতা মুই হইলু কুলটা ।
ত্রিভুবন যুড়িয়া রহিল মোর খোটা’ ॥
কহিলু মনের দুঃখ শুন “প্রাণ-বোন্দ।” (১৪৬৫)
রাধার সম্বাদ কহে দীন ভবানন্দ ॥

পরায় ।

রাধার মধুর বাক্য শুনি নারায়ণ ।
কিঞ্চিৎ হাসিয়া বোলে মধুর বচন’ ॥
“শুন গুণবতি রাধা আমার উত্তর ।
আমার বিদ্যামানে কোন চিন্তা’ নাহি তোর । (১৪৭০)
আজি হনে হৈলু আমি তোর আজ্ঞা-কারী ।
হাসিয়া মেলানি মোরে দেও’ প্রাণেশ্বরী ॥”

(১) ‘নিজ’ ক, গ, (২) ‘বিরহ’ ক, খ;
‘সম্বাদ’ গ; (৩) ‘হৈতে’ ক, খ, ঘ; (৪) ‘নাহি বর
বসতি নাহি মোর সাধ’ ঘ; (৫) ‘ত্রিভুবন
ভরি রৈব কলঙ্কের খোটা’ ঘ; (৬) ‘শ্রীমধুসূদন’
গ; ‘কমল হোচন’ ঘ; (৭) ‘আমার প্রসাদে কোন
ডর’ ঘ; (৮) ‘একচিন্তে মেলানি দিয়ার প্রাণেশ্বরী’ ঘ;

এত শুনি রাধা বোলে করি পরিহার’ ।
“তুমি বিনে প্রাণনাথ কে আছে আমার ॥
যদি আমা বিসর’ হইবা বধ-ভাগী । (১৪৭৫)
অবশ্য মরিমু আমি এই শোক’ লাগি ॥
নিজ গৃহে যাও এবো’ রহিলে’ অনুচিত
নিতি নিতি মোর ঘরে আসিবা নিশিত’ ॥
যে দিন আসিতে নার আমি’ যেন জানি ।
তোমার মন্দিরে আমি যাইমু আপনি ॥ (১৪৮০)
যাও যাও আরে বন্ধু’ থাকিয়া’ নাহি কাজ ।
মনুষ্যে দেখিলে পাছে হৈব বড়’ লাজ ॥”
রাধার বচনে প্রেম বাটিল তখন ।
গলে ধরি রাধিকারে দিল আলিঙ্গন ॥
উঠিয়া প্রণাম রাধা করিলা সত্তর । (১৪৮৫)
পুনি মালা তুলি দিলা’ গলার উপর ॥
হরিষে গোবিন্দ যায় আপনার পুরী ।
লক্ষিতে না পারে কেহ যায় শীঘ্র করি’ ॥
অবিলম্বে গিয়া মিলে’ মায়ের নিকট
যশোদা না জানে কিছু কৃষ্ণের কপট ॥ (১৪৯০)
মায়ায়ে বালক-রূপ দেব নারায়ণ’ ।
জননীর স্তন-পান করে ঘনে-ঘন ॥

(১) ‘প্রণতি করিয়া রাধা বোলে আর বার’
ঘ; (১০) ‘যদি দয়া না কর’ ঘ; ‘যদি বিশ্বরণ
হও’ ক; ‘যদি বা পাসর’ খ; (১১) ‘চক’
ঘ; ‘দুঃখ’ ক, খ; (১২) ‘বন্ধু’ ক, খ; ‘প্রভু’ ঘ;
(১৩) ‘কৈতে’ ক, খ; ‘রহিতে’ ঘ; (১৪) ‘আসিতে
উচিত’ ঘ; (১৫) ‘আগে’ ক, খ; ঘ; (১৬) ‘চল চল
প্রাণ-নাথ’ ঘ; (১৭) ‘রহিয়া’ ক, খ; ‘রহিতে’ ঘ;
(১৮) ‘মনুষ্যে দেখিলে হৈব গুরুতর লাজ’ ঘ;

‘* * * অতি বড় লাজ ॥’ ক, খ;

(১৯) ‘মালাতীর (‘মুকুতার’খ) মালা দিলা গলার উপর ॥’ ঘ;
(২০) ‘যায় মায়া করি’ ক, খ; ‘করে রস কেলি’
ঘ; (২১) ‘তুরিতে মিলিল গিয়া’ ঘ;
(২২) ‘মাও দেখি মায়া পাতিলা তপস্বান ।
যশোদার স্তন্যদুত করিলেন পান ॥’ ঘ;

খীর লবনি খাইয়া জনাৰ্দ্দন¹ ।

শিশু সঙ্গে ধেমু লৈয়া। গেল। বৃন্দাবন² ॥

সত্যবতী-সুত ব্যাস নারায়ণ অংশ । (১৪৯৫)

সজ্জেকে রচিল পুণ্যলোক হরিবংশ ॥

সেই শ্লোক বাখান করিয়া পদ-বন্ধে ।

লোকে বুঝিবারে বোলে দীন ভবানন্দে ॥

তবে জন্মেজয় রাজা ব্যাস-স্থানে³ পুছে ।

“কৃষ্ণ আইলে রাধিকায় কি করিল পাছে ॥ (১৫০০) -

পুনি কোন প্রকারে হইল দরশন ।

কহ কহ মুনি-বর সেই⁴ বিবরণ ॥”

কহিতে লাগিল। মুনি কাব্য মনোহর ।

মধু-মাগে মিষ্ট খেন কোকিলার স্বর ॥

“গোবৰ্দ্ধন-ধারী যদি আইলা তথা হৈতে⁵ । (১৫০৫)

বিরহিণী হৈয়া রাধা শোকাকুল-চিত্তে⁶ ॥

কাহ্নুর চরিত্র যত চিন্তে মনে-মন ।

শ্রীমতী স্তম্ভরী গিয়া মিলিল। তখন ॥

সখী দেখি তিলোত্তমা করিল বাঞ্ছলি⁷ ।

প্রেম-ভাবে দুইজনে কৈল কোলাকুলি⁸ ॥ (১৫১০)

শ্রীমতী বোলেয়ে সেই “কহ মোর ঠাঞি⁹ ।

কত রাত্রি যাইতে আইল নাগর কাহ্নাই¹⁰ ॥

কেমত সম্ভাষা কৈলা¹¹ কেমত হৈল রতি ।

কপট ছাড়িয়া¹² মোরে কহিবা যুবতি¹³ ॥”

রাধা বোলে “প্রাণ-সই শুন বিবরণ । (১৫১৫)

কাহ্নুর বিরহে চিত্ত দহে অমৃৎকণ¹⁴ ॥

দেখিবার সাধ থাকে চল মোর ওলে ।

অবশ্য পাইবু লাগ যমুনার কূলে¹⁵ ॥”

[সখীর সহিত শ্রীরাধার যমুনা-তীরে গমন ও

হাস্ত-কৌতুক]

সুহি রাগ ।

“হেরল বেদনি সেই¹⁶

চল যাই যমুনার ঘাটে । (১৫২০)

শ্যাম-রূপ না দেখিলে প্রাণ¹⁷ মোর ফাটে ॥১৮।

কাল। বিনে মোর রূপ যৌবন বিফল ।

তিল-আধ না দেখিলে ভঙ্কিমু গরল¹⁹ ॥

বিলম্ব করিয়া সখি নাহি কোন কাজ ।

যমুনার কূলে গিয়া দেখিমু যুবরাজ ॥ (১৫২৫)

কুন্ত লৈয়া চল জল আনিবার ছলে ।

দেখি যাইয়া নাগর কাহ্নু কদম্বের তলে¹⁰ ॥

তোর মোর এক প্রাণ নাহি কিছু ভীম¹¹”

ঝাটে¹² চল সখি বোলে ভবানন্দ দীন ॥

পর্যায় ।

এহি মতে দুই সখী যুক্তি করি সার । (১৫৩০)

কলসী লইয়া চলে জল আনিবার¹³ ॥

(১) ‘খির দনি লবনি খাইয়া নারায়ণ’ গ; ঘ;

(২) ‘করিল। গমন’ গ, ঘ; (৩) ‘জন্মব্রজিতে’ গ,

(৪) ‘শুনি’ ঘ; (৫) ‘এখাতে’ গ; (৬) ‘রহিয়া শোক-

চিত্তে’ ঘ; (৭) ‘সখী দেখি রাধিকা সে করে পুটাজলি’

ঘ; ‘সখী দেখি তিলোত্তমা উঠিল। শীঘ্র করি।’ গ;

(৮) ‘কৈল গলাগলি’ ক; ‘কোলাকুলি করি’ গ;

(৯) ‘কহ মোতে বার্তা’ গ; (১০) ‘জিহুবন-কর্তা’ গ;

(১১) ‘সম্ভাষিলা’ ঘ; ‘কেমন সম্ভাষ তোমা করিলা বচপতি’

গ; (১২) ‘ভাঙ্কিয়া’ ক; (১৩) ‘কি বলিয়া শ্রেল কাহ্ন

কহ ল যুবতি ॥’ ঘ;

(১৪) ‘দর্শকণ’ ঘ; (১৫) অতঃপর ক, গ, ঘ-পুথিতে
আবার ‘সত্যবতী-সুত’ ইত্যাদি ভাণ্ডিত আছে।

(১৬) ‘হের ল’ ইত্যাদি গ-পুথিতে নাই। (১৭) ‘প্রাণি’

গ; (১৮) ‘না দেখিলে প্রাণ দিমু ভঙ্কিয়া গরল’ ঘ;

(১৯) ‘দেখিলা নন্দের কাল। যমুনার কূলে ॥’ গ;

‘দেখিলা নাগর তরু কদম্বের মূলে’ ক, খ; (২০) ‘ঘাটে’

গ, ঘ। (২১) অতঃপর ঘ-পুথির প্রকৃষ্ট শ্লোক, যথা—

‘তা দেখি পাছে যায় নন্দী রাধার।

নিয়োজিয়া দিছে বৃদ্ধ সঙ্গে থাকিবার ॥’

সব সখী আগে পাছে রাখিক। যুবতি ।
 তার পাছে চলি যায় স্তম্ভরী শ্রীমতী ॥
 তার পাছে মহোদা রাখার ননদিনী ।
 একে একে চলিলেক সব গোয়ালিনী ॥ (১৫৩৫)
 মিলিলেক সব সখী যমুনার কূলে
 বসিছে নাগর কাকু কদম্বের মূলে ॥
 শিরে ত বাঁধিছে চূড়া ॥ মালতী-মালায় ।
 উপরে বরিহা উড়ে মন্দ মন্দ বায় ॥
 হাতে ত মধুর বাঁশি দোসর মুরলি ॥ (১৫৪০)
 গলায়ে বকুল-মালে মধু পিয়ে অলি ॥
 বাঁশির শুনিয়া সান যত ব্রজ-নারী ॥
 হেরিয়া রহিল কেহ না ভরিল বারি ॥
 চিত্র-লেখী হৈয়া সব চাহে ফিরি ফিরি ।
 দেখিয়া মোহিত হইলা সকল স্তম্ভরী ॥ (১৫৪৫)
 চাহিয়া রাখার ভিত্তে দেব ভগবান ।
 হাসি হাসি বাঁশি বায় নব-বন-শ্যাম ॥
 “রাধা” “রাধা” বোলে বাঁশি এই মাত্র শুনি ।
 চকিত-নয়নে চাহে সব গোয়ালিনী ॥

রাধা-কাকুর প্রেম-ভাব^{১২} কেহ নাহি জানে ॥ (১৫৫০)
 দ্রবিল সকল গোপী^{১৩} মুরলীর সানে ॥
 শ্রীমতী বলয়ে “সখি শুন সাবধানে ।
 এহি নিল নন্দের স্তুত কহ মোর স্থানে^{১৪} ॥”
 রাগ শিখুড়া ।

সজনি সই—

এতি নিলে নন্দের কোণ্ডর । (১৫৫৫)
 প্রাণ হরি নিল কাকু রাখিল কেবল তমু^{১৫}
 কি বুদ্ধি করিমু আজ্ঞা কর ॥ ৬ ॥
 মুরলীর সান শুনি সমাধি তেজয়ে মূনি
 পবন শ্রুতি যার সানে ।
 না চলে রবির বাজী যমুনা স্বভাব তেজি (১৫৬০)
 ধন্দ হৈয়া চলিছে উজানে ॥
 অচেতন চেতন চেতন মুচ্ছিত জন^{১৬}
 হেন বুঝি দাউর মুঞ্জরে^{১৭} ।
 ই যে মুরলীর রবে কুলিশ^{১৮} পাষণ দ্রবে ..
 যুবতি কেমনে রৈব ঘরে ॥ (১৫৬৫)
 চূড়াটি টালিয়া ভালে বেড়িয়া বকুল-মালে^{১৯}
 বসিয়া আছে নীপ-তরু-তলে ।
 যে আইসে ভরিতে জল কাহারে না করে বল
 আপনে দেখিয়া তারা ভুলে ॥

- (১) ‘ক্রমে ক্রমে’ ক, খ; ‘ক্রমাগতে’ ঘ ।
 (২) ‘চলিলেক’ গোয়াল-রমণী ঘ; (৩) ‘গোপী’ ক, খ;
 (৪) ‘তলে’ ক, খ; ‘বসিয়াছে যত্নমণি নীপতরু-মূলে ॥’
 ঘ; (৫) ‘কুটা’ গ

‘শিরে ত বাঁধিছে চূড়া মালতীর মালা ।
 চন্দনে নিশ্চিত ফোটা যেন চন্দ্র-কলা ॥’ ঘ;

- (৬) ‘হাতে ত’ ইত্যাদি শ্লোক ঘ-পুথিতে
 নাই ।

- (৭) ‘বাঁশির নামে মোহিত করিল ব্রজ-নারী ।
 নিরঙ্কিয়া রহিছে সবে না ভরিল বারি ॥’ ঘ;
 ‘বাঁশির শুনিয়া সান যত গোপ-রাণী ।
 হেরিয়া রহিল কেহ না ভরিল পানি ॥’ গ;

- (৮) ‘যত ব্রজনারী’ গ; (৯) ‘হাসিয়া হাসিয়া যেন
 মুরলীর সান ॥’ ক, খ; ‘হাসিয়া হাসিয়া বাঁশিতে দিল
 সান ॥’ ঘ; (১০) ‘বন্ধন নয়নে’ গ; ‘চকিত নয়নে ঘ;
 (১১) ‘সকল রমণী’ ঘ;

- (১২) ‘প্রেম আছে’ ক, খ, ঘ; (১৩) ‘পুলকিত
 সখী সব’ ঘ; (১৪) ‘এহি ত নন্দের কাকু দেখ
 নহানে ॥’ ‘গ। ক, খ ও ঘ পুথিতে অতঃপর আবার
 “সত্যবতী-স্তুত” ইত্যাদি ভগিনীর শ্লোক-ঘর আছে
 গ-পুথিতে পরবর্তী গীতি নাই । (১৫) ‘রাখিয়া গেল শুধ
 তমু’ ঘ; (১৬) ‘অচেতনের চেতন মুচ্ছিত চৈতন্য জন’ ঘ
 (১৭) ‘স্বভাবে রহিতে নায়ে হিরে’ ঘ; (১৮) ‘কুলিশ’ ঘ
 (১৯) ‘বকুল শুক্লয়া মালা’ ক;

তুমি সই ভাগ্যবতী পাইলা এমত পতি (১৫৭০)
 দৈবে তোর মোর নহে ভীন^১।”
 রাধা বোলে “ক্ষেমা কর এহি তোর প্রাণেশ্বর”^২
 রচিলেক ভবানন্দ দীন ॥

[নন্দী ও শাণ্ডী কর্তৃক শ্রীরাধার লাঞ্ছনা]

এহি মতে ছই সই কোতুক করিতে^৩।
 মহোদা জানিল তারে আকার-ইঙ্গিতে ॥ (১৫৭৫)
 “ভগিনীর পুত্র কাহু সাক্ষাতে সম্বন্ধ।
 রাধার চরিত্র দেখি মুই হৈলু খন্দ ॥
 কেনে লো রাধিকা তোর হৈল হেন মতি।
 ভাগিনার সহিতে চাহ ভুজ্বিবারে^৪ রতি ॥
 কেবা হেন কর্ম করে গোকুল-নগরে। (১৫৮০)
 সর্ব-নাশ হৈব বধু^৫ তোর কদাচারে ॥
 তোর পাপে মাও মোর অকালে মরিব।
 তোর পাপে সর্ব লোক গোকুল ছাড়িব ॥
 তোর পাপে ভাই মোর হইছে বিরূপ^৬।
 এই হেতু ব্যাধি হইছে জানিলু স্বরূপ ॥ (১৫৮৫)
 মোর বিহা নহে তোর পাপের কারণ।
 তথাপি পাতকী^৭ রাধা পাপে কর মন ॥ *
 এই কথা কহিমু গিয়া জননীর স্থানে।
 মোর ভাই আইলে শাস্তি পাইবা ভাল-মনে ॥
 মধুপুরে গেছে ভাই লৈয়া রাজ-কর। (১৫৯০)
 কহিতে না পারি রাধা বড় ভাগ্য তোর ॥”

এইরূপে মহোদায় করিল তজ্জন।
 শুনিয়া সুন্দরী রাধা বিধাদিত মন ॥
 তবে যত ব্রজ-নারী হৈয়া এক-ঠাঞি।
 জল ভরি আগনার ঘরে চলি যাঞি ॥ (১৫৯৫)
 দেখিয়া নন্দের হৃতে মুরলি বাজায়^৮।
 চমকিত সব গোপী ফিরি ফিরি চায় ॥
 চলিতে^৯ না চলে পাও হৈয়া চিত্র-লেখী।
 বিরহে মজিয়া রৈল যত চন্দ্র-মুখী^{১০} ॥
 যার যার ঘরে গেলা ভরি লৈয়া^{১১} জল। (১৬০০)
 মহোদা মায়ের স্থানে কহিল সকল ॥
 শুনিয়া দারুণ বুঢ়ী কণ্ঠার বচন^{১২}।
 মন্তকেত^{১৩} বজ্র যেন পড়িল তখন ॥
 সেহি সে বুঢ়ীর^{১৪} কিবা কহিমু বাখান।
 যার^{১৫} ডরে গোকুলের লোক কম্পমান ॥ (১৬০৫)
 যৌবন-সময়ে বুঢ়ী আছিল চঞ্চল।
 মুধুপুরের যত দেতা তার কর-তল ॥
 আর যত বাল বৃদ্ধ যুবা কিবা হীন^{১৬}।
 সকলে সমতা বুঢ়ী রতিতে প্রবীণ^{১৭} ॥

(৮) ‘দেখিয়া’ ইত্যাদি শ্লোকের স্থলে—

‘দেখিয়া সুন্দর কাহু মুরলি বাজায়।
 চমকিত গোপী সব ফিরি ফিরি চায় ॥’ ক, খ,
 ‘দেখিয়া কুসিলা কাহু মুরলি বাজাইরা।
 চমকিত সব গোপী চাহিতে ফিরিয়া ॥’ গ;

* * * * *
 যাইতে না চলে পাও ফিরি ফিরি চায় ॥ খ;

(৯) ‘হাটিতে’ খ; ‘যাইতে’ ঘ; (১০) ‘কামে
 বিমোহিত হইয়া রহে চন্দ্রমুখী ॥’ গ; (১১) ‘লৈয়া সব
 জল’ ঘ; (১২) ‘উত্তর’ ক, খ, ঘ; (১৩) ‘মন্তকে ভাঙ্গিয়া
 যেন পড়িল শিখর’ ঘ;

(১৪) ‘দারুণ বুঢ়ীর’ গ; (১৫) ‘তার’ ঘ; (১৬)
 ‘যুবা বৃদ্ধ তার শিত্ত কিবা হীন!’ ঘ; ‘বাল
 বৃদ্ধ জান নাহি যুবা কিবা হীন’ ক, খ;

(১৭) ‘সকলে সমতা-ভাণ রতির প্রবীণ ॥’ ক, খ;
 ‘সমভায়ে আছিল বুঢ়ী রতি প্রবীণ ॥’ গ;
 ‘সকল সমতা বুঢ়ী বড়ই প্রবীণ’ ঘ;

(১) ‘তোর মোর কিছু নহে ভীন’ খ, ঘ।

(২) ‘এহি নিজ পতি তোর’ ক;

(৩) ‘সবিশেষ’ ক; ‘ভাগিনী কহিতে’ গ; ‘কাহিনী
 কহিতে’ ঘ; (৪) ‘করিবারে’ ঘ; (৫) ‘হৈল বাসি’ ঘ;

(৬) ‘বিরূপ’ ঘ; (৭) ‘মুগধ’ ক, ঘ; ‘দুর্ভাগি’ খ;

দুহিগার বাক্য শুনি রাধিকারে আনি । (১৬১০)

ভজিয়া কহিতে লাগে যতক কাহিনী ॥

“আজি কেনে দেখি বধু হেন রীত তোর” ।

রক্তিমার বর্ণ কেনে হৈছে কলেবর” ॥

স্তনের উপরে নখ-রেখা শোভা করে” ।

কে করিল এমত কৰ্ম পুত্র নাহি ঘরে ॥ (১৬১৫)

মৃগমদ চন্দনের গন্ধ আনোদিত বহে” ।

নন্দ-সুতে দিছে কিবা মোর মনে লহে ॥

অস্তুর নাহিক তোর সাক্ষাতে ভাগিনা ।

তার সঙ্গে প্রেম কর নাহি বাস স্থগা ॥”

ভয় পাইয়া রাধা বোলে দুই কর যোড়ি” । (১৬২০)

“গুরু-জনে মন্দ বোল কি করিতে পারি ॥

ছাওয়ালের কথায় আমারে কর রোধ ।

কি বলিযু তোমারে আমার কৰ্ম-দোষ ॥”

যতক কাতর রাধা বোলে” বহু ভাষে ।

মাথা কাঁপাইয়া যে দারুণ বুঢ়ী হাসে ॥ (১৬২৫)

হাসিয়া হাসিয়া বোলে কাঁপাইয়া মাথা ।

“আমারে ভাঙিতে বধু রচিয়াছ কথা ॥”

সত্যবতী-সুত-বাস নারায়ণ-অংশ ।

সজ্জকপে রচিল পুণ্য-শ্লোক হরিবংশ ॥

সেই শ্লোক বাখান করিয়া পদ-বন্ধে । (১৬৩০)

লোকে বুঝিবারে বোলে দীন ভবানন্দে ॥

(১) ‘কহিতে লাগিল বুঢ়ী’ ঘ; ‘তৎসিহা কহিতে লাগে’ ক, খ; (২) ‘এমত রূপ তোর’ ক, খ; (৩) ‘রক্ত পুষ্ট হইছে কেনে সৰ্ব্ব কলেবর’ ক, খ; ‘রক্ত ঝট (স্টুট) কেনে তোর হইছে কলেবর’ ঘ; (৪) ‘নখাঘাত কে করিছে স্তনের উপরে’ ঘ; (৫) ‘কেন কৰ্ম কে করিছে মোর’ ইত্যাদি; (৬) ‘মৃগমদ চন্দনে আনোদিত গন্ধ বহে’ গ; ‘* * আনোদ-গন্ধ কহে’ ক, খ; (৭) ‘দিছে মালা’ ক, খ; ‘দিয়া আছে’ ঘ; (৮) ‘তার সঙ্গে রতি রসে হারাইবা আপনা’ গ; (৯) ‘হাত বোড় করি’ ক, খ; ‘এসিত হইয়া বোলে রাধিকা শ্রবণী’ ঘ; (১০) ‘কাতর হইয়া রাধা বোলে’ ক, খ; ‘কাতর হইয়া (রাধা) কহে বহু ভাষে’ গ; (১১) ‘বকিতে’ ঘ ।

রাগ বরাড়ী ।

“অভাজন পুত্র-বধু মোহে নানা ছান্দ” ॥

নখ-রেখা শোভে যেন দ্বিতীয়ার চান্দ” ॥ ধ্রু ।

কোথা পাইলে বধু ল’ চন্দন কস্তুরি ।

মালতীর মালা কোথা পাইলে” সুন্দরি ॥ (১৬৩৫)

নব-গুঞ্জয়ার মালা কেবা দিছে ভোরে ।

স্বরূপে কহিবা বধু না ভাঙিবা মোরে” ॥

ধর্মের সম্বন্ধে তুমি মোর পুত্র-বধু ।

যশোদা কিয়ের” পুত্র” নাতি হয় যত্ন ॥ ধ্রু

দৈবের ঘটনে নাতি-বধু হৈতে সাধা” ॥ (১৬৪০)

গলায় কলসী বান্ধি মর গিয়া রাধা” ॥

ভাগিনার সনে রতি আর ভুঞ্জে কেবা” ॥

স্বামীর অধিক করি কর তার সেবা ॥

এ সব চরিত্র ভাল যে হয় চতুর ।

নিজ পতি পরিহরি ভিন্ন সে মধুর ॥ (১৬৪৫)

সবে এক পুত্র মোর বধু তার ভাল ।

আমারে রাখিছে বিধি ঘরের জঞ্জাল ॥

তোমারে দেখিতে মোর লাগিলেক ধন্দ” ॥

বুঢ়ীর সম্বাদ বোলে দীন ভবানন্দ ॥

(১২) ‘হের লো বধু ভাজন মোহে পাতিছ নানা ছান্দ’ গ; ‘তুই মোর ভাজন পুত্রের বধু ল’ আন্ধারে ভাঙ নানা ছান্দে’ ঘ; (১৩) ‘নখরেখা স্তনে শোভে পূর্ণিমার চান্দ’ গ; (১৪) ‘কোথাতে পাইয়াছ বধু’ গ; (১৫) ‘পাইছ’ গ; (১৬) ‘কপট করিয়া বধু চাহ ভাঙিবারে’ ঘ; (১৭) ‘কস্তুর’ ঘ; (১৮) ‘ঘরে’ ক; ‘ঘরের’ ঘ; ‘সুত’ ঘ (১৯) ‘দৈবের ঘটনে হৈলা নাতির বধু আধা’ গ; ‘দৈবে হইলা নাতির বধু রাধা’ ঘ; (২০) ‘ভাগিনার সনে রতি ভুঞ্জিলেক রাধা’ গ; ‘গলে কুন্ত বান্ধি জলে নাম রাধা’ ঘ; (২১) ‘ভাগিনার সনে’ ইত্যাদি শ্লোক-ঘরের স্থলে—‘বানী হনে ভিন্ন পুত্রব তোর মধুর। এই সে বয়েসে বধু হইলা চাতুর’ গ; (২২) ‘দেখিতে বুড়ি এবে হৈল ধন্দ’ ঘ;

পদ-বন্ধ ।

নানা মতে রাধিকারে ভৎসিল বিস্তর । (১৬৬০)
কুপিত হইয়া চলে বৃহভাষুর ঘর ॥
সকল কহিল যাইয়া বিমলার স্থান ।
নিম্না আইলা তবে পাইয়া অপমান ॥
আসিয়া রাধারে ভৎসে যত লয় মনে ।
“কলঙ্কিনী হৈয়া রাধা জীহ কি কারণে” ॥ (১৬৬৫)
রাধার রাখিলে রাধা গোকুল-নগরে ।
জানিয়া ইহার নীতি বুঝাইলু তোর ॥
যৌ বহু নাতি কারে গোকুল সমাজে ।
কোন জনে পাইছে রাধা এত বড় লাজে ॥
গোকুলের লোকে আনে যমুনার জল ॥ (১৬৭০)
ইচ্ছা না থাকিলে কেবা করে করে বল ॥
হেন কর্ম কর রাধা কত ধন পাইয়া ॥
মরিতে যুয়ায় রাধা গরল খাইয়া ॥
এহি মতে হুহিতারে ভৎসিল বিমলা ।
লজ্জায় উত্তর কিছু না দিলা অবলা ॥ (১৬৭৫)
মাথা হেট করি রাধা কান্দে অপমানে ।
ই সকল বার্তা কিছু বড়াই না জানে ॥
গোকুলের যত নারী শুনিয়া ইহারে ।
পরস্পরে কথা কহে আপনার ঘরে ॥
কেহ বোলে রাধিকা যে বড় ভাগ্যবতী । (১৬৮০)
নন্দের কোঙর কাছ হৈলা যার পতি ॥

(১) ‘ভক্তি’ ব ; (২) ‘ক’ গ ; (৩) ‘শুনি
ভক্তি সেই’ ক, গ, ; (৪) ‘কলঙ্কিনী হৈলা তুমি কেন
কারণে’ ॥ গ ;

(৫) ‘এহি কারো নিত্য নিত্য বুঝাইল তোর’ ॥ ব ;
‘জানিয়া ইহারে নিত্য কে বুঝাইতে পারে’ ॥ ক ;
‘জানিয়া পাদর নিত্য বুঝাইলু তোর’ ॥ খ ;

(৬) ‘রাধার রাখিলে রাধা’ গ ; ‘ধিকার নাহিক
তোর’ খ ; (৭) ‘যমুনার জল আনে গোকুলের লোকে ।
কলঙ্কিনী হইলা তুমি এহি ছার মুখে’ ॥ ব ; (৮) ‘হেন
কর্ম’ ইত্যাদি শ্লোক ব-শুধিতে নাই । (৯) ‘হেট মাথা হইল
মাজ’ ব ; (১০) ‘নন্দের নন্দন হইল যার নিজ পতি’ ॥ ব ;

আমি সব অভাগিনী কুজিত দেখিয়া ॥

না কহিল খানিক কথা ইসত হাসিয়া ॥

একত্র হইয়া তবে যত গোপীগণ ।

বড়াইর নিকটে গিয়া কহে বিবরণ ॥ (১৬৮৫)

[বড়াই কর্তৃক শ্রীরাধার লজ্জনার প্রতিকার]

রাধার দুঃখের কথা শুনিয়া তখন ।

কি করিব কি হইব চিন্তে মনে-মন ॥

শ্রীমতীরে লৈয়া গেলা যশোদার স্থান ॥

কহিলা সকল কথা রোহিণী-বিদ্যমান ॥

শুনিয়া যশোদা আর রোহিণী সুন্দরী । (১৬৯০)

বড়াইর সহিতে আইলা রাধিকার পুরী ॥

মায়ের চরণ বন্দি বসিলা যশোদা ।

উঠিয়া প্রণাম তানে করিলেক রাধা ॥

এই মতে বসিলেক যত গোপীগণ ।

বড়াই প্রসঙ্গ কৈল সেহি বরণন ॥ (১৬৯৫)

“শুনিছ যশোদা তোমার মায়ের চরিত” ॥

বয়েস অধিকে হয় জ্ঞান-বিবজ্জিত ॥

তোমার তনয় হরি দুন্ধের ॥ চাওয়াল ।

রাধার সহিতে যোগা পরিবাদ তার ॥

(১১) ‘আমি সব ভাগ্য হীন কুজিত দেখিয়া ।

এক খানি কথা কাহু না কৈল হাসিয়া ॥’ ব ;

(১২) ‘রাধার দুঃখের কথা শুনিয়া বড়াই ।

বিবেচিয়া কহিল কথা যশোদার ঠাঞি ॥’ গ ;

(১৩) “শ্রীমতীরে লৈয়া” ইত্যাদি শ্লোক-ঘরের স্থলে—

‘এহা শুনি মনে কষ্ট করিয়া তখনে ।

যশোদা চলিয়া গেলা মাও বিজ্ঞমানে ॥’ গ ;

(১৪) ‘বড়াই কহিতে লাগে যত বিবরণ’ গ ;

(১৫) ‘শুনিছ নি যশোদা তোর জননীর নিত্য’ ব ;

‘ * * * চরিত’ খ ;

‘ * * * রীতি’ ক ;

(১৬) ‘নন্দের’ গ ;

সম্বন্ধে মাতুল-পত্নী আরে শিশুজন ^১ । (১৭০০)	রাধা হেন পুত্র-বধু বড় ভাগ্যে ^২ পাই ।
পরিবাদ-যোগ্য ভাল তোমার নন্দন ^৩ ॥	সহজে অবোধ মাও কিছু জ্ঞান নাই ॥ (১৭২৫)
তোর মায়ে বোলে রাধা-কাহ্নু-পরিবাদ ।	বৃদ্ধ হইলে জ্ঞান লুপ্ত ^৪ হয় হেন জানি ।
গোকুল ছাড়িমু এবে ^৫ রহিতে নাহি ^৬ সাধ ॥”	এতেকে রাধারে মন্দ বোলহ জননি ^৭ ॥
শুনিয়া যশোদা দেবী এ সব কথন ।	তোমার হিতের লাগি কহিলু বুঝাই ^৮ ॥
মায়েরে ভৎসিতে লাগে যত লয় মন ॥ (১৭০৫)	কাহ্নুর সহিতে বাদ কিছু কার্য নাই ॥
“তুধের বালক সবে এক পুত্র মোর ।	যদি শুনে এই কথা না হইব ^৯ ভাল । (১৭৩০)
তার দায় ^{১০} রক্ষা পায় ^{১১} গোকুল-নগর ॥	মারিব ^{১২} তোমারে হৈব আমার জঞ্জাল ॥”
কত কত ^{১৩} বিয়ে পুত্রে করিছে নিস্তার ।	গলে ধরি রাধিকারে আশ্বাসিয়া বোলে ^{১৪} ॥
দৈত্য দানব কত করিছে সংহার ^{১৫} ॥	“সম্প্রীতে থাকিও রাধা ^{১৬} শাস্ত্রীর ওলে ।”
ডাকিয়া খাওয়াইতে ভাত নারি কোন চলে ^{১৭} । (১৭১০)	যশোদা রোহিণী তবে গেলা নিজ ঘরে ।
সকলে থাকয়ে ^{১৮} শির লবনির বলে ॥	মায়ের সঙ্গে বিমলা যে চলিলা সত্বরে ॥ (১৭৩৫)
রাজস্ব ^{১৯} লবনি খাইতে নাহি তার ভয় ।	আপনার ঘরে গেলা বিমলা সুন্দরী ।
তারে পরিবাদ বোল ই বড় বিশ্বাস ^{২০} ॥	বড়াই চলিয়া যায় যথা আছে হরি ॥
শমনে না নেয় তোমা ^{২১} কন্দলের ডরে ।	কহিল সকল কথা কানুর বিদিত ^{২২} ॥
তার কিছু ভয় নাই মারিব তোমারে ॥ (১৭১৫)	শুনিয়া নন্দের স্তূত হইলা কুপিত ॥
দৈবে তুমি বৃদ্ধ ^{২৩} মরণের ভয় নাই ।	“যদি বা বুঢ়ীর মুখ দহিতে না পারি । (১৭৪০)
অনাথ করিবা সবে ^{২৪} এক-খানি ভাই ॥	তবে গদাধর ^{২৫} নাম আকারণে ধরি ^{২৬} ॥
যদি এ সকল শুনে পুত্র দানোদরে ।	চলি যাও বুঢ়ি তুমি আপনার স্থান ^{২৭}
মাতুল সম্বন্ধ পুনি ^{২৮} না রাখিব তারে ॥	কালি আসি শুনিবা বুঢ়ীর অপমান ^{২৯} ॥”
তোর দোষে মোর ভাই মরিব নিশ্চয় । (১৭২০)	হরিষ হইয়া ঘরে চলিল বড়াই ।
হেন জনার সনে বাদ উচিত না হয় ॥	বৃন্দাবনে ধেমু রাখে নন্দের কাছাই ॥ (১৭৪৫)
তুমি যদি মর মাও ঘর হৈব শূন্য ।	
তবে কেবা জানিব ^{৩০} রাধার পাপ-পুণ্য ॥	

(১) ‘আরে শিশুজন’ ঘ; (২) ‘পরিবাদ যোগ্য নহে নন্দের নন্দন’ ॥ গ; (৩) ‘এতেকে গোকুল ছাড়’ ক, খ, ঘ; (৪) ‘হেতু’ গ; (৫) ‘দেখ’ ঘ; (৬) ‘বড় বড়’ ঘ; (৭) ‘কত দৈত্য মারিয়া করিছে ঐতিকার’ ঘ; (৮) ‘কালে’ গ; (৯) ‘সবে মাত্র থাকে’ ঘ; (১০) ‘রাজ্যস’ গ; ‘রাজস্ব’ ঘ; (১১) ‘দেখিবে সংশর’ গ; (১২) ‘ওমা’ গ; ‘মাও’ ঘ; (১৩) ‘বৃদ্ধ তুমি তোমার’ ঘ; (১৪) ‘মাও’ গ; (১৫) ‘পুত্রে’ ঘ; (১৬) ‘তবে কি জানিব মা’ গ ।

(১৭) ‘পুণ্যে’ ঘ; (১৮) ‘স্বস্ত’ গ; ‘নষ্ট’ ঘ; ‘হীন’ ক; (১৯) ‘রাধারে বোলহ মন্দ বিনে তব জানি ॥’ ক, খ, গ; (২০) ‘তোমার হিতের তরে কৈলু বুঝাইয়া । কানুর সহিতে বাদ কিসের লাগিয়া ॥’ ক, খ, ঘ, (২১) ‘নাহি তোমার’ গ; (২২) ‘মারিলে’ ঘ; (২৩) ‘প্রশংসিয়া রাধিকারে গলে ধরি বোলে ।’ ক, খ; ‘তার পাছে রাধিকারে বুঝাইয়া বোলে ।’ গ; (২৪) ‘স্প্রীতে থাকিও মাও’ গ; (২৫) ‘রাধার চরিত্র’ গ; (২৬) ‘ভগবান’ খ, গ, ঘ; (২৭) ‘বুঝা আমি ধরি’ ক, ‘ব্যর্থ কার্যে ধরি’ ঘ ‘কেনে আমি ধরি’ ঘ; (২৮) ‘স্থানে’ গ; (২৯) ‘রাধার চক্ষে’ ঘ; (৩০) ‘হইয়া রহে ভগবানে ॥’ গ;

খেলা রজ বিহারে ত বেলা অবসান^১ ।
 ধেনু লৈয়া শিশু সঙ্গে চলে ভগবান ॥
 গোধূলি-সময়ে হরি মিলে নিজ ঘরে^২ ।
 ধেনু বৎস বাক্ষিকের দেব দামোদরে^৩ ॥
 যশোদার কোলে গিয়া দেব ভগবান^৪ । (১৭৫০)
 ক্ষুধায় আকুল হৈয়া স্তন করে পান ॥
 খীর লবনি খাইয়া হাসি নানা ছলে^৫ ।
 শয়ন করিলা পাছে, জননীর কোলে ॥
 এখাতে দারুণ বুটী বড়ই দুর্জ্জন ।
 সুন্দরী রাধারে বোলে কর্কশ-বচন^৬ ॥ (১৭৫৫)
 যে করিলা সেহি ভাল ক্ষেমহ অখন ।
 আমার শয্যাতে আসি করহ শয়ন ॥
 বিবাদ ভাবিয়া রাধা নিদারুণ বোলে^৭ ।
 কান্দিয়া শয়ন কৈলা শাশুড়ির ওলে^৮ ॥
 দক্ষিণে দ্বারুণ বুটী বামে ত মহোদা । (১৭৬০)
 মধ্যোত শয়ন কৈলা কলকিনী রাধা ॥
 এহি মতে শয়ন করিলা তিন জনে ।
 তখাতে চৈতন্য পাইলা দেব নারায়ণে ॥

[ত্রিষ্ক কৰ্ত্তৃক ত্রিরাধার ননদী ও শাশুড়ীর শাস্তি বিধান]

প্রতিজ্ঞা স্মরিয়া হরি চলিলা সত্ত্বর ।
 অবিলম্বে মিলে গিয়া রাধিকার ঘর ॥ (১৭৬৫)

(১) 'খেলা রজে দিনমণি অবসান হইল ॥

খেছু লৈয়া শিশু সঙ্গে গৃহেতে চলিল ॥' গ ;

(২) 'দিবা অবসানে হরি আইলা নিজ ঘরে' গ ।

(৩) 'রাম দামোদরে' ব ।

(৪) 'যশোদার কোলে গিয়া রাম দামোদর ।

যারের স্তনাস্ত পান করিলা সত্ত্বর ॥' গ ;

'ক্ষুধায় আকুল হরি পান করে স্তন ।

যশোদার কোলে বাইয়া করিল শয়ন ॥' ব ;

(৫) 'স্নেহ লবনি খাইয়া তার পাছে ।

শয়ন করিল বাইয়া যশোদার কাছে ॥' ব ;

(৬) 'ভর্জন বচন' ব ; (৭) 'দারুণ বচনে' গ ;

(৮) 'মহোদার সনে' গ ;

শূন্য ঘর দেখিয়া চিন্তিত^১ হৈল হরি ।

জানিলা বুটীর কাছে^২ রাধিকা সুন্দরী ॥

সেহি ঘরে প্রবেশিল। নন্দের নন্দন ।

দেখিলা শয়ন করি আছে তিন জন ॥

শয্যাতে বসিলা হরি ত্রিদশের নাথ । (১৭৭০)

চৈতন্য করাইতে রাধাব গায়ে দিলা হাত^৩ ॥

হরির পরশনে রাধা পাইলা^৪ চৈতন ।

বুড়ু বুড়ু স্বরে বোলে কোমল^৫ বচন ॥

"এমত সাহস প্রভু কৈলা কি কারণ ।

তোমাব অপেক্ষায় মোর রহিছে জীবন^৬ ॥" (১৭৭৫)

অখনে হইব বুড়া জানিবা আপনে ।

সহিবারে বোল আর কত অপমানে ॥"

সত্যবতী-সুত ব্যাস নাবায়ণ-অংশ ।

সঙ্কেতপে রচিল পুণ্য-শ্লোক হরিবংশ ॥

সেই শ্লোক বাখান করিয়া পদ-বক্ষে । (১৭৮০)

লোকে বুঝিবারে বোলে দীন ভবানন্দে ॥

রাগ তুড়ি ।

"বন্ধুর ভাবে জাতি-কুল হারাইলু সকল^১ ।

শাশুড়ী ননদী গঞ্জে জীবন বিফল ॥ ধ্রু ।

এত অপমানে মোর বিফল জীবন ।

সহজে কলঙ্কী মুই হইলু অখন ॥ (১৭৮৫)

হইয়াছি কুলটা জীবনের নাহি সাধ ।

অকীর্ত্তি হইলু মুই তোমা পরিবাদ ॥

(১) 'বিস্মিত' গ ; (২) 'ঘরে' গ ;

(১১) 'চৈতন্য পাইতে রাধার গ্রীবে দিলা হাত ॥' গ ;

'চৈতন্য হইল রাধার গারে দিলা হাত ॥' ব ; (১২) 'হইলা'

ব ; (১৩) 'বুধুর' ব ।

(১৪) 'তোমার অপেক্ষায়' ইত্যাদি তিনটি চরণের

স্থলে—'নিবেদন করি স্তন দেব নারায়ণ ॥' গ ; (১৫) 'বন্ধুর

ভাবে' ইত্যাদি গীতের পরিবর্তে ব. ও ব পুথিতে

ত্রিগদী-ছন্দের আর একটা গীত আছে, উহা পরিশিষ্টের

৩ সংখ্যক পাঠান্তরে প্রদর্শিত হইল । ক-পুথিতে লিপি-

করের অর্থে এই গীত ও কতকগুলি শ্লোক পড়িয়া গিয়াছে ।

তোমা পরিবাদ বোলি আমা দেঞি খোটা ।

অভাগিনী রাধা মুই হইলু কুলটা ॥

জনম অবধি মুই বিরহ-তাপিনী । (১৭৯০)

সংসারে জানিল মুই হৈলু কলঙ্কিনী ॥

অবশ্য মরিব মুই গরল খাইয়া ।

যোগিনী হইমু আমি তোমার লাগিয়া ॥

নিজ পতি আসি যদি এই কথা শুনে ।

কি বলিয়া প্রবোধিমু অভাগিনী তানে ॥ (১৭৯৫)

সহিতে না পারি প্রভু এতক জঞ্জাল ।

স্বজ্বল বিধাতা আমার পাপিষ্ঠ কপাল ॥

তোমার সহিতে মোর প্রেম হৈল লাভ ।

কুক্ষেণে বাড়াইলু মুই তোমা সনে ভাব ॥

শাশুড়ী ননদী দৈবে হইলেক বৈরী । (১৮০০)

তুমি যবে বিসরিবা তবে আমি মরি ॥

মোর মাথা খাও যদি ঘরে নাহি যাও ।”

ভণে ভবানন্দ দীনে ভজ রাঙ্গা পাও ॥

পরায় ।

রাধার মধুর বাণী শুনি নারায়ণ ।

কোলে করি প্রেম-ভাবে দিল আলিঙ্গন ॥ (১৮০৫)

“কেনে প্রাণেশ্বর রাধা ভাব অপমান ।

আমার কারণে পাইবা উত্তম সম্মান ॥

প্রেম দান দিয়া প্রিয়া কাম শাস্ত কর ॥

শোক শাস্ত কর প্রিয়া খেদ পরিহর ॥”

এ বোলিয়া প্রেম-ভাবে নন্দের কোত্তর । (১৮১০)

দুঢ়-মুষ্টি মন্দিরেক কনক-শিখর ॥

(১) ‘বাক্য’ ঘ; ‘রাধার মধুর বাণী’ ইত্যাদি শ্লোক গ-পুথিতে নাই । (২) ‘পাও’ গ; (৩) ‘প্রসাদে’ গ, ঘ; (৪) ‘অতুল’ সম্মান’ ঘ; ‘সর্বত্র কল্যাণ’ ঘ ।

(৫) ‘রতি দান দিয়া প্রিয়া মোরে তুষ্ট কর ।

শোক অপমান যত মোরে কমা কর ॥’ ঘ;

“রতি দান দিয়া মোরে তুষ্ট কর আগে ।’

তবে সে হুঃখের কথা কহিবারে লাগে ॥’ ঘ;

(৬) ‘নন্দভাবে’ ঘ; ‘তুঘিলেক’ ক, ঘ;

ক্রমে ক্রমে রতি ভুঞ্জে দেব বনমালী ।

পদ্মের উপরে যেন মধু পিয়ে অলি ॥

রতি ভুঞ্জি হরষিত নন্দের নন্দন ॥

রাধিকার প্রতি বোলে মধুর বচন ॥ (১৮১৫)

“শুন সুবদনি রাধা কর অবগান ।

দারুণ বুঢ়ীয়ে কিছু দিমু অপমান ॥”

রাধা বোলে “কর প্রভু যেহি লয় মনে ।

জানিয়া করহ কৰ্ম্ম মোরে পুছ কেনে ॥”

মোর এক নিবেদন শুন প্রাণেশ্বর । (১৮২০)

মহোদা ননদী মোর কেবল বর্ষর ॥

তোমা রূপ নিরঙ্কিতে যমুনার ঘাটে ॥

দেখিয়া কহিল আসি শাশুড়ী নিকটে ॥

তার লাগি হৈল প্রভু এতক প্রমাদ ।

সকলে জানিল তোমার সনে পরিবাদ ॥ (১৮২৫)

ননদীর জ্ঞান হোক কর কৃপা খানি ।

স্মরতি ভুঞ্জিলে জ্ঞান হইব তখনি ॥

পরম সুন্দরী রামা—নব-যুবা-কাল ।

তাহার সম্মুখে মোর যুচিব জঞ্জাল ॥”

রাধার বচনে কৃষ্ণ বিচার না করি । (১৮৩০)

রতি-রস পাইয়া ভুঞ্জে মহোদা সুন্দরী ॥

ক্ষেণেকে চৈতন্য পাইয়া হৈল সচকিত ॥

নন্দের নন্দন জানি হইল লজ্জিত ॥

(৭) ‘কুসুম’ গ; (৮) ‘রতি রস রঙ্গে হরি তুঘিলেক মন । সুবদনী রাধা বলে মধুর বচন ॥’ গ; (৯) ‘রাই’ গ; (১০) ‘করিবা’ ঘ; (১১) ‘বোল’ ঘ; (১২) ‘পদ’ গ; (১৩) ‘ভীরে’ ঘ; (১৪) ‘প্রেমচরে’ গ; (১৫) ‘সকল গোষ্ঠল মধ্যে মোর পরিবাদ’ গ; (১৬) ‘স্মরতি সম্মুখে জ্ঞান হইব আপনি ॥’ ক, ঘ;

‘সুবতি সম্মুখে কিবা জ্ঞান হয় জানি ॥’ গ;

(১৭) ‘রতি ভুঞ্জি হৃদয় কর আমার জঞ্জাল ॥’ ঘ;

‘বশ কর হর হোক আমার জঞ্জাল ॥’ ঘ;

(১৮) ‘সুবক সুন্দরী’ গ; ‘নব যুবা নারী,’ ঘ; ১

(১৯) ‘চিন্তিত’ ঘ;

উত্তর না দেয় লাজে রৈল মৌন করি ।
 হাসিয়া হাসিয়া^১ বোলে রাখিা হুম্মরৌ ॥ (১৮৩৫)
 “কেনে লো মহোদা তোর এমন^২ চরিত ।
 অযুক্ত করিলে কর্ম অতি বিপরীত^৩ ॥
 ভগিনীর পুঞ্জ কাহু সর্ব লোকে জানি ।
 তান সঙ্গে সঙ্গমে মজিলা^৪ ননদিনি ॥
 এই কথা কহিমু কালি সভার বিদিত । (১৮৪০)
 মহোদা ভুঞ্জিল রতি কাহুর সহিত ॥
 একে তুমি অকুমারী গর্বিত কাহাই ।
 ইহ লোকে ননদিনি তোর বিতা নাই ॥
 দুই কুল খাইলে তোর কুবুদ্ধির কাজে ।
 কেনেতে গোফুলে তুমি বঞ্চিত ই লাজে^৫ ॥ (১৮৪৫)
 কহিমু সকল তোর ভাই আইসে যদি^৬ ।
 “ওবে কি উত্তর দিবা কহ লো ননদি”^৭
 লজ্জা পাইয়া^৮ “কিছু ওবে না কহে মহোদা ।
 তার পাছে^৯ কাহুরে ভৎসিতে লাগে রাধা ॥
 “অহে নব-যুবরাজ” ভাল তোর ধর্ম । (১৮৫০)
 গোপ-জাতি হৈয়া কেবা করে হেন কর্ম ॥
 অকুমারী লজ্জিলা যে আরে ত গর্বিত^{১০}
 ত্রিভুবনে হেন কেবা করে বিপরীত ॥
 গুরু-জন লজ্জিলা যে দুঃস্ব-অনজে^{১১} ।
 এথা না রাখিও এনে লৈয়া যাও সঙ্গে ॥ (১৮৫৫)

শাশুড়ী নিত্নাতে আছে এহি কালে ষাও ।
 জাগিলে উচিত ফল পাছে কিবা^{১২} পাও ॥
 ঘরে চলি যাও কাহু না করিও ব্যাজ^{১৩} ।
 শাশুড়ী দেখিলে আইজ^{১৪} পাইবা বড় লাজ ॥”
 কাহু বোলে “স্বদনি ক্ষেমা কর মোরে^{১৫} ॥ (১৮৬০)
 কহিয়া লজ্জিত কেনে কর অবলারে^{১৬} ॥
 হাসে রসে থাক ননদীর সঙ্গে তুমি^{১৭} ।
 স্থাপনা মন্দিরে এবে চলি যাই আমি ॥”
 পদ্ম-হস্ত মহোদার অঙ্গে দিলা পুনি^{১৮} ।
 অকুমারী হৈল রামা পূর্ব-ক্রম যোনি ॥ (১৮৬৫)
 প্রেম-আলিঙ্গনে সম্ভাষিয়া^{১৯} দুই জন ।
 নিজালয়ে চলি যান নন্দের নন্দন ॥
 প্রতিজ্ঞা করিছে হরি বড়াইর স্থান^{২০} ।
 যাইতে বুঢ়ীয়ে কিছু দিব অপমান ॥
 এত চিন্তি^{২১} বড় করি^{২২} কহে নারায়ণ । (১৮৭০)
 শুনিয়া দারুণ বুঢ়ী পাইল^{২৩} চেতন ॥
 সঙ্কেত পাইয়া^{২৪} বুঢ়ী চিন্তিল হৃদয়^{২৫} ।
 “জানিলাম আসিয়াছে নন্দের তনয় ॥

(১২) ‘জানি,’ ঘ ; ‘না’কি, ক, খ ; (১৩) ‘বিলম্বে
 নাহি কাজ’ ঘ ; (১৪) ‘তোমা’ গ ; (১৫) ‘ক্ষেমা
 কর হাসি’ গ ; (১৬) ‘বারে বারে কর তুমি
 উপালন্ত বাসি’ গ ; ‘কাহু বোলে’ ইত্যাদি দ্রোকেয়
 স্থলে—

‘হাসিয়া হাসিয়া রাখা বোলে বারে বার ।

কাহু বোলে স্বদনী ক্ষেমা কর মারি ॥’ ঘ ;

(১৭) সম্ভাষিতে গোরাইও ননদীর সঙ্গে
 তুমি ॥’ ঘ ;

(১৮) ‘পদ্ম হস্ত মহোদার অঙ্গে দিলা চক্র-পার্ণি ।

অকুমারী হৈল বালা অকৃত হৈল যোনি ॥’ গ ;

(১৯) ‘সম্ভাষিলা’ গ ;

(২০) ‘বড়াইর সহিতে’ গ ; ‘কিছু’ ইত্যাদি স্থলে

‘কিছু অপমান দিতে’ গ ; (২১) ‘এই বোলা’ গ ;

(২২) ‘শক করি’ গ ; (২৩) ‘হৈল’ গ ; (২৪) ‘বুঝিয়া’

গ ; (২৫) ‘উপায়’ গ ;

(১) ‘ইমত হাসিয়া’ খ, গ ;

(২) ‘কপট’ ঘ ; (৩) ‘অল্পগত কর্ম কৈলা নহে ত
 উচিত ॥’ ঘ ;

(৪) ‘সঙ্গম করিলে’ গ, ঘ ; (৫) ‘গোফুলে
 পাড়াইবা তুমি কোন ছার লাজে ॥’ ঘ ;

(৬) ‘কহিমু সবাতে তোর ই সব কাহিনী ।

তবে কি উত্তর দিবা শুন ননদিনি ॥’ গ ;

(৭) ‘লজ্জিত হইয়া’ ঘ ; (৮) ‘পুনরপি’ ঘ ;

(৯) ‘যুবরাজ কাহু’ গ ;

(১০) ‘অকুমারী লজ্জিলা যে একে গোরবিত ।

হেন সব কর্ম কেবা করিছে পৃথিবীত ॥’ গ ;

(১১) ‘গর্বিত লজ্জিলে জান মোব লাগে অজে ।’
 গ ;

বিষম প্রেমের জ্বালা না পারে সহিতে ।
 আসিছে যুবতি-চোরা বধুরে লজ্বিতে ॥ (১৮৭৫)
 ধরিমু নিম্নজ কাল্য শান্তি দিমু তারে ।
 আর যেন অপকর্ষণ না করে তন্তুরে ॥”
 আশে-বোশে দারুণ বুঢ়ী উঠিল তখনে ।
 ধরিবার যায় কাহু না যায় ধরণে ॥
 তমোময় ঘর থানি নহে প্রকাশিত । (১৮৮০)
 অগ্নি জ্বালিবারে বুঢ়ী চলিল তুরিত ॥
 তুণের ধুঞায় বুঢ়ীর উপজিল কাস ।
 আনল না জ্বলে দেখি হইল হতাশা ॥
 সূচি-মুখী বুঢ়ী যায় জ্বালিতে আনল ।
 ধুঞা পাইয়া পড়ে তার নয়নের জল ॥ (১৮৮৫)
 কাসিতে কাসিতে বুঢ়ীর মুখে পড়ে ছালি ।
 দেখিয়া নাগর কাহু হাসে খলখলি ॥
 মহোদারে বুঢ়ী তবে ডাকে ঘনে-ঘন ।
 “বধু বধু” করিয়া ডাকিল কত-ক্লগ ॥
 সমবায় হৈছে কল্প কে দিব উত্তর । (১৮৯০)
 ডাকিতে ডাকিতে বুঢ়ী হইল কাতর ॥
 ডাকিতে উত্তর না দেয় তারা দুই জনে ।
 পুনরপি অগ্নি জ্বালে কোপ করি মনে ॥
 তাহা দেখি যদুপতি হরষিত-মন ।
 বুঢ়ীর নিকটে গিয়া বসিলা তখন ॥ (১৮৯৫)

চুলে ধরি মুখ দিলা আনলের মাঝে ।
 মুখ চুল পোড়া গেল বুঢ়ীয়ে পাইল লাজে ॥
 লড় দিল যদুপতি বুঢ়ীয়ে ছাড়িয়া ।
 অন্তর হইল বুঢ়ী মুখ পোড়া গিয়া ॥
 আপন ঘরেত গেলা দেব নারায়ণ । (১৯০০)
 মায়ের নিকটে গিয়া করিলা শয়ন ॥
 পূর্ব-মতে গশোদার স্তন করে পান ।
 কান্দিতে লাগিলা বুঢ়ী পাইয়া অপমান ॥
 ঘায়ের বিধে ছুট বুঢ়ী হইল বিকল ।
 মন্দ বোলে রাধারে চক্ষুর পড়ে জল ॥ (১৯০৫)
 সত্যবতী-স্মৃত ব্যাস নারায়ণ অংশ ।
 সজ্জপে রচিল পুণ্যশ্লোক হরিবংশ ॥
 সেই শ্লোক বাখান করিয়া পদ-বন্ধে ।
 লোক বুঝিবারে বোলে দীন ভবানন্দে ॥

কামোদ রাগ ।

“আল বউ কেনে মজাইলে জাতি কুল ॥ (১৯১০)
 কাহুরে শিখাইয়া মোর পুড়িলে মুখ চুল ॥ ৫ ।
 পাপ কর গরব-শোগি তার ভোগ আমি ভুগি ॥
 কি বলিমু লোকের গোচর ।
 পুত্র যদি ঘরে থাকে তবে নি তোমারে রাখে ॥
 মারিয়া করিত দেশান্তর ॥ (১৯১৫)

(১) ‘দারুণ প্রেমের জ্বালা না পারে সহিবারে
 (২) ধরিব দারুণ চোর শান্তি দিব তারে ॥’ ঘ ;
 (৩) ‘এমত বিকল্প যেন’ ক, খ, ঘ ; (৪) ‘এ
 বলিয়া’ ঘ ; (৫) ‘তখন’ ঘ ; (৬) ‘ধরিবারে
 চাহে বুড়ী না পার দরশন ॥’ ঘ ; (৭) ‘অন্ধকার
 সেই ঘর’ গ ; (৮) ‘বিষম তুণের ধুমা’ গ ;
 (৯) ‘উজ্জলিত নহে বহি’ গ ; ‘প্রজ্বলিত’ ইত্যাদি ক,
 খ ; (১০) ‘হতাশ’ গ ; (১১) ‘চক্ষু মুক্তি’ ঘ ;
 (১২) ‘ধুমা লাগি গড়ে বুঢ়ীর’ গ ; (১৩) ‘অম্লকণ’ ঘ ;
 ‘তন্তুর’ গ ; (১৪) ‘ফাকর’ খ ; ‘সমবারে’ ইত্যাদি
 শ্লোকটি ব-পৃথিতে নাই ।
 (১৫) ‘আগিয়া’ ঘ ; (১৬) ‘এরে’ গ ; (১৭) ‘বহুমানি’ ঘ ;

(১৮) ‘আশুনির’ ঘ ; (১৯) কেশ মুখ পুড়ি বুঢ়ী
 উপজিল লাজে ॥’ ঘ ; (২০) ‘বিবে মজি’ গ ; (২১) ‘লো
 মজাইলে জাতি কুল ॥’ গ ; ‘আল বউ’ ইত্যাদি কলি
 হইটর স্থলে ক, খ ও ঘ-পৃথির পাঠ যথা—
 ‘আল বউ কেনে মজাইলে জাতি কুল ।
 পাপ কর গরব-শোগি তার ভোগ আমি ভুগি
 পোড়া গেল মুখ আর চুল ॥ ৫ ॥
 ভাবিতে পাঞ্জর শোবে মুখ পোড়ে তোর মোবে
 কি বলিমু ইত্যাদি ইত্যাদি ।
 (২২) ‘আমি মরি তার লাগি’ গ ; (২৩) ‘তে নাকি
 তোমারে রাখে’ গ ; (২৪) ‘মারিয়া খেদাইত দিগন্তর ॥’
 ক খ ; ‘মারিয়া খেদাইত দেশান্তর ॥’ ঘ ।

অবশ্য আসিব ঘরে বিক্রপ^১ দেখিলে মোরে
জিজ্ঞাসা করিব তোর স্থান ।
তারে^২ কি কহিবা কথা কহ বৃকভানু-সুত ।
কেমনে পাইবা^৩ পরিগ্রাণ^৪ ॥
তোরে বা কহিমু কী শয্যাতে থাকিতে যী (১৯২০)
না পারিলু ধরিতে তঙ্কর ।
পাপিষ্ঠ আনল বাদী জ্বলন্ত হইত^৫ যদি
তবে নিসারিয়া যায় চোর^৬ ॥”
মহোদা বোলয়ে “মাও অন্তরে ভাবিয়া^৭ চাও
এ সকল হয়ে দৈবাধীন^৮ । (১৯২৫)
বাক্য স্মর যশোদার শোক না ভাবিও আর^৯ ”
রচিলেক ভবানন্দ দীন ॥

পদ-বন্ধ

মায়ের নিকটে বোলে স্তম্ভরী মহোদা ।
“কেনে বিসরিলা^{১০} যত কহিল যশোদা ॥
নন্দের নন্দন কাহ্নু বড়ই দুর্ব্বার । (১৯৩০)
‘তাৎসনে বাদ করি কি কার্য্য তোমার ॥
ভাগ্যে সে তোমার প্রাণ রৈল তার হাতে’ ॥
কেশ গেলৈ কেশ হৈব চিন্তা কি নিমিত্তে ॥
যাও শুকাইব মাও চিন্তা নাহি তার ।
বৃত্ত্য হইলে জীবন না হৈব পুনর্ব্বার ॥ (১৯৩৫)

আমার বচন মাও শুন মাবধানে^{১১} ।
রাধারে না বল মন্দ ই সব কারণে^{১২} ॥
অযোগ্য করিছে কর্ম্ম^{১৩} নন্দের কুমাৰ^{১৪} ।
লোকে শুনিলে^{১৫} অপযশ না কর প্রচার^{১৬} ॥
অব্যক্ত-রূপে কার্য্য^{১৭} যদি হয় ভাল । (১৯৪০)
প্রকাশ^{১৮} না কর মাও না পাত^{১৯} জঞ্জাল ॥
মারিব তোমারে কাহ্নু এহি কথা শুনি ।
অনাথ হইব মাও মূই অভাগিনী ॥
আমাব বচন মাও হেলা না করিও^{২০} ।
কাহ্নুর সনে বাদ এড়ি^{২১} কথ দিন জিও ॥” (১৯৪৫)
মহোদার বাক্য শুনি হিত সম্ভিত^{২২} ।
ঘরে ত রহিল বুড়ী হইয়া লজ্জিত^{২৩} ॥
এহিরূপে হৈল যদি নিশি অবসান^{২৪} ।
চৈতন্য পাইয়া উঠে দেব ভগবান ॥
খীর লবনি খাইয়া নন্দের কাহ্নাই । (১৯৫০)
ধেনু দোহি দুগ্ধ দিলা জননীর ঠাঞি ॥
সকল বালক সঙ্গে লইয়া বৎস-ধেমু^{২৫} ।
বৃন্দাবন-বিহারে^{২৬} চলিলা রাম-কাহ্নু ॥
কাহ্নাই বলাই^{২৭} আর যত শিশুগণে ।
শিঙ্গা বাজাইয়া গেলা সেহি বৃন্দাবনে ॥ (১৯৫৫)
‘তথাতে চৈতন্য পাইলা রাধিকা স্তম্ভরী ।
মহোদার সঙ্গে প্রীতে^{২৮} গৃহ-কর্ম্ম করি ॥

- (১) ‘এ রূপ’ গ; (২) ‘তাতে’ গ; (৩) ‘হইব’ গ;
(৪) ‘প্রাক্কলিত হবে’ ঘ; (৫) তবে কেনে এতক হবে
মোর’ ক, খ, ঘ; (৬) ‘ভাবিয়া চিন্তিয়া’ ক, খ, ঘ;
(৭) ‘এ পুনি সব দৈবাধীন’ গ; (৮) ‘বাক্য শুনি মহোদার
খেদ না করিল আর’ গ; (৯) ‘পাসরিলা’ ক, খ, ঘ;
(১০) ‘ভাগ্যে সে’ ইত্যাদি শ্লোকঘরের স্থলে —

‘ভাগ্যে সে রহিল প্রাণ হাতে ত তাহার ।

কেশ মুখ পাইবা মাও চিন্তা নাহি তার ॥

বৃত্ত্য হৈলে জীবন না হৈব পুনর্ব্বার ।

যাও শুকাইব মাও কিবা চিন্তা তার ॥’ গ-পুথি

- (১১) ‘সাবহিতে’ ক, খ, ঘ; (১২) ‘আমার নিমিত্তে’ ক,
খ, ঘ; (১৩) ‘যদি বা অযোগ্য করে’ খ; (১৪) নন্দের
নন্দন ঘ; (১৫) ‘লোক মুখে’ ক, খ, ঘ; (১৬) ‘না কর
ক্রন্দন’ ঘ; (১৭) ‘গোপ্য-ব্যবহারে কার্য্য’ গ;
(১৮) ‘বিকাশ’ ক, ঘ; (১৯) ‘না কর’ ক, খ;
(২০) ‘আঙ্গারেক কথা শুন না করিও হেলা ।

শ্রীকৃষ্ণ সনে বাদ না পড়িব ভালা ॥’ গ;

- (২১) ‘ছাড়ি’ ক, খ; (২২) ‘সমোদিত’ (৭) গ, (২৩) ‘নিঃশব্দে
রহিল বুড়ী মনে পাইয়া ভীত ॥’ ক, খ, ঘ; (২৪) ‘এহি
কথা কহিতে কৈল বামিনী অবসান ।’ ঘ; (২৫) ‘গো-দেহু’
ক, খ, গ; (২৬) ‘বৃন্দাবনে বিহারে’ ক, খ, ঘ;
(২৭) ‘বাদশ গোপাল’ ক, খ, গ, (২৮) ‘তবে’ গ;

জননী স্থানে তবে কহিলা মহোদা ।
 “আপনে জানিছ তুমি কলঙ্কিনী রাধা ॥
 যে ঘরে আপনে থাক তানে’ না রাখিও । (১৯৬০)
 ইহার শয়ন ঘর ভিন্ন করি দিও ॥
 তবে সে রহিব মাও তোমার জীবন ।
 নন্দের নন্দন কাহ্নু কেবল’ দুর্জ্জন ॥
 যাবত শুখায় ঘাও জন্মে পোড়া কেশ ।
 না দিও লোকেদের দেখা কৈলু উপদেশ’ ॥ (১৯৬৭)
 শয়ন করিয়া মাও থাকহ নির্জ্জনে ।
 অমৃৎ হইছ কবি কহিমু লোক-স্থানে ॥”
 মহোদার বাক্য শুনি তিতের বচন’ ।
 বিবাদ ভাবিয়া বুঢ়ী করিল শয়ন ॥
 বসনে ঢাকিয়া মুখ দুষ্ট বুঢ়ী শুভে’ । (১৯৭০)
 শূল জ্বরে একত্রে ধরিল যেন মতে ॥

[মথুরার হাটের পথে শ্রীকৃষ্ণের দান-লীলা]

রাধা বোলে “ননদিনি শুন সংবহিতে ।
 মথুরার হাট আজি কহিলু তোমাতে ॥
 গোকুলের লোক যাইব লৈয়া দ্বন্দ্ব দধি ।
 কে যাবা মথুরার হাটে কহল’ ননদি ॥” (১৯৭৫)

(১) ‘এনে’ ঘ ; (২) ‘বড়ই’ ঘ ; (৩) “যাবত শুখায়”
 ইত্যাদি শ্লোকের স্থলে

‘আর উপদেশ মাও কহি তোমা স্থানে ।
 যাবত শুখায় ঘাও থাকহ নির্জ্জনে ॥
 আর উপদেশ মাও শুনহ বিশেষ ।
 না দিও লোকে ত দেখা কহিলু উপদেশ ॥’ গ-পুথি ।
 ‘আর উপদেশ মাও শুন সাবধানে ।
 নিভুতে শয়ন করি থাকিবা আপনে ॥
 যাবত শুখাইব ঘাও চর্ম পোড়া কেশ ।
 না দিও লোকেদের দেখা কহিলু উপদেশ ॥’ ঘ-পুথি ;

(৪) ‘হিত বচন’ গ ;

(৫) ‘সর্বাঙ্গ বসনে ঢাকি ছষ্ট বুঢ়ী তথা ।

শূল জ্বরে একত্রে হৈল পাইল বড় ব্যথা ॥’ গ ;

(৬) ‘শূল ল’ গ, ঘ ;

মহোদা বোলায়ে “রাধা তুমি যাও হাটে ।
 আমি বসি থাকি এথা মায়ের নিকটে ॥”

ননদীর বাক্যে রাধা হরবিত-মতি’ ।

দধির পসার লৈয়া চলে শীত্ৰ-গতি ॥

ভৈরব রাগ’ ।

শিরে ত’ পসার লৈয়া হাটে চলে রাধা । (১৯৮০)

হেন কালে আসিয়া শ্রীমতী দিল বাধা ॥ ৩ ॥

“হাটে যাইবা দেখি সহি মাথায় পসার’ ॥

কোন ঘাটে হইবা যমুনা নদী পার ॥

খেণ্ডা-নাও পাইবা’ গলে পঞ্চমীর ঘাটে ।

পরম হরিষে যাইবা’ মথুরার হাটে ॥ (১৯৮৫)

সেহি ঘাটে খেণ্ডা দেয় রসিক কাছাই ।

শুন স্বেদনি চল’ তুমি আমি যাই ॥

তোর মোর এক প্রাণ তনু মাত্র ভীন ।”

শ্রীমতী-সম্বাদ বোলে ভবানন্দ দীন ॥

পদ-বন্ধ ।

রাধা বোলে “শুন সহি আমার বচন’ ॥ (১৯৯০)

পঞ্চমীর ঘাটে মোর নাহি প্রয়োজন’ ॥

কাহ্নু বাটোয়ায়ে খেণ্ডা দেয় সেহি ঘাটে ।

মোর সাধ নাহি সই যাইবার’ হাটে ॥

তোমাতে আমারে পাইলে না করিব পার’ ॥

লোকেদের দেখাইয়া সেই দিব লজ্জা-ভার’ ॥” (১৯৯৫)

(৭) ‘চল রসবতি ব্যাধ না করিও আর ।

শীত্ৰ-গতি লৈয়া চল দধির পসার ॥’ গ ;

(৮) ‘সুহি রাগ গ ; (৯) ‘মাথায়’ গ ;

(১০) হাটের সাজে মাথায় করিয়া পসার’ গ ;

(১১) ‘খেণ্ডা পাইবার’ গ ; (১২) ‘যাইমু’ গ ;

(১৩) ‘চল রসবতি সই’ গ, গ ; (১৪) ‘বচন আমার’ গ ;

(১৫) ‘নাহি প্রয়োজন’ স্থলে ‘ইচ্ছা নাহি আর’ গ ;

(১৬) ‘না যাইব’ গ, ঘ ;

(১৭) ‘তোমাতে আমারে পাইলে পার না করিব’ ঘ ;

(১৮) ‘লোকেদের সাক্ষাতে বহ অপমান দিব’ ঘ ;

হাসিয়া শ্রীমতী বোলে মধুর বচনে ।
 “খেণ্ডা পাইলে পার না করিব কি কারণে” ॥
 বিলম্ব না কর সেই চল সেই ঘাটে ।
 নদী পার হৈয়া যাইমু মথুরার হাটে ॥”
 এই মতে দুই সহি যুক্তি করি সার । (২০০)
 পঞ্চমীর ঘাটে গেলা মাথায় পসার ॥
 খেণ্ডা দেয় নারায়ণ পার হয় লোকে ।
 মথুরার হাটে যায় পরম কোতুকে ॥
 হেনই সময় রাধা^১ খঞ্জন-গমনে ।
 শ্রীমতীর সঙ্গে গিয়া মিলিলা তখনে ॥ (২০০৫)
 ‘সুন্দরী রাধারে দেখি নন্দের কোণ্ডর’ ।
 ইসত হাসিয়া নৌকা আনিলা সখর ॥
 মধুর-বচনে কহে “শুন লো সুন্দরি ।
 যদি হাটে যাইবা নায় উঠ শীঘ্র করি” ॥
 এক জন বিনে নায় না আঁটে দুই জন । (২০১০)
 দুই বাব পরিশ্রম পাইমু কি কারণে ॥
 এক জন পার হৈয়া হাট গিয়া রাখ ।
 আমার দানের লাগি আর জন থাক ॥
 দুধ দধি বেচি আন আমার খেণ্ডা-কোড়ি ।
 তবে ঘরে যাইতে দোহাকে দিমু ছাড়ি ॥ (২০১৫)
 খেণ্ডা দিয়া হাটে যদি না যাও সুন্দরি^২ ।
 রতি দান দিয়া মোরে ঘরে যাও ফিরি ॥
 পার হৈলে দিবা খেণ্ডা না হৈলে সুরতি ।
 আমার প্রতিজ্ঞা এই শুন লো মূবতি ॥”

(১) ‘কেনে’ ব; (২) ‘কানাই’ ব; ‘খেণ্ডা দেয়’ ইত্যাদি
 শ্লোক গ-পুথিতে নাই। (৩) ‘হেন কালে তিলোত্তমা’
 ব; (৪) ‘রাধারে দেখিয়া তবে নন্দের কানাক্রি’

হাসিয়া হাসিয়া তবে নৌকা বাহিলাক্রি ॥” ব;

(৫) ‘হাটে যাইবার যদি উঠ পার করি ॥’ গ

(৬) ‘দুই জন পার না করিমু কদাচন ॥’ গ;

(৭) ‘এক’ ক, খ, ব; (৮) ‘খেণ্ডা দিয়া’ ইত্যাদি শ্লোক
 ভাইটায় নুলে—

‘আমার প্রতিজ্ঞা এই শুন রসবতি ।

কহিলু তোমাতে আমি করিয়া পীরিতি ॥’ গ-পুথি;

কাহ্নুব চরিত্র দেখি রাধিকা সুন্দরী । (২০২০)

শ্রীমতীকে কহে কথা লজ্জা পরিতরি ॥

“শুন সুবদনি সেই আমাব বচন ।

হেট-মাথা হইয়া রহিছ কি কারণে ॥

তোরে দেখি আকুল^১ হইছে যদুমণি ।

তুমি তান মন-রক্ষা কর সুবদনি^২ ॥ (২০২৫)

আমি হাটে যাই তুমি থাক এইখানে^৩ ॥

আমি হাট করি আইলে^৪ তবে দিমু দানে ॥’

শ্রীমতী বোলে “সখি^৫ রহিতে না পারি ।

তুমি হাটে যাও আমি ঘরে যাই ফিরি ॥

ভাই সুদাম^৬ এথা দেয়ব অর্ঘ্য^৭ ॥ (২০৩০)

দেখিলে বলিব মন্দ পরম দারুণ^৮ ॥

অখনে এখানে আমি না পারি রহিতে^৯ ॥

আপনার ঘরে যাই বলিলু তোমাতে ॥

মোর মন মজিয়াছে কালার হৃদয়^{১০} ॥

নিশি-ভাগে মনোরথ পুরিমু নিশ্চয়^{১১} ॥” (২০৩৫)

রাধা বোলে “শুন সখি প্রাণের দোসর ।

তোর মনে খেই লয় সেই কস্ম কর ॥”

রাধার বচনে ঘরে চলিল শ্রীমতী ।

একাকী রহিলা মাত্র রাধিকা যুবতী ॥

(৯) ‘হেট মাথা করি এবে বসিছ কেনন ॥’ গ;

(১০) ‘বিকল’ ক, খ, ব; (১১) ‘তুমি হ

তাহান মন রাখ সুবদনি ॥’ গ; (১২) ‘হানে’ খ

(১৩) ‘হাট হৈতে আসিলে’ খ; (১৪) ‘পুনরপি

বোলে আমি’ গ; (১৫) ‘বসুদাম’ ক, খ;

(১৬) ‘আর দেওর ব্রহ্মন’ গ; (১৭) ‘এই ত কারণ’ গ;

(১৮) ‘এথেকে সুন্দরি এথা না যায় রৈতে ॥’ খ;

(১৯) ‘মোর মন লাগিয়াছে’ ইত্যাদি ক, খ; ‘কালার

রূপে মজিয়াছে তোমার হৃদয়’ গ। (২০) ‘ঘরে গেলে

তোমা গিয়া মিলিমু নিশ্চয় ॥’ গ;

‘কাহ্ন-চিত্তে নিশি-যোগে পুরিমু নিশ্চয় ॥’ ক’

‘কাহ্ন-চিত্তে চণ্ডী হৈলে মরিসু নিশ্চয় ॥’ খ;

হাসিয়া হাসিয়া বোলে দেব ভগবান । (২০৪০) “ভাঙ্গা নাও নহে মোর গামারীর” সার ।
 “লজ্জা ছাড়ি চন্দ্র-মুখি দেও প্রেম দান” ॥
 কি লৈছ পসারে করি দেহ দেখিবার ? ।
 এমত সময় রাধা না পাইমু ৩ আর ॥”
 সত্যবতী-স্বত ব্যাস নারায়ণ-অংশ ।
 সজ্জেক্ষপে রচিল পুণ্যশ্লোক হরিবংশ । (২০৪৫)
 সেই শ্লোক বাখান করিয়া পদ-বন্ধে ।
 লোকে বুঝিবারে বলে দীন ভবানন্দে ॥
 রাগ ধামাইল ॥
 “তোম পসার নামাও দেখি ল ৩ চিকণ গোয়ালিনি ।
 দান দিয়া ধরে যাও কুরঙ্গ নয়নি ৩ ॥ ৫৮”
 “কেনে বা না কর পার উচিত খেণ্ডা লৈয়া” । (২০৫০)
 পার করি দেও হাতে যাই ‘ত চলিয়া ॥
 তুমি ত চিকণ কানাই” তোমার ভাঙ্গা নাও ।
 কোথা থুইমু লাথের” পসার কোথা থুইমু গাও ॥”
 “আগা চাপি খেণ্ডা পসার গুড়া ৩ চাপি বৈস ।
 ফুট ফুট ফালাও পানি” লজ্জা কেনে বাস ॥” (২০৫৫)
 “বুদ্ধাবনে” থাক কাহ্নু কাঠের” কিবা দুখ ।
 ভাঙ্গা নায়ে খেণ্ডা দিয়া পাও কিবা সুখ ॥”

(১) ‘হাসিয়া হাসিয়া’ ইত্যাদির পূর্বে—

‘বাহুর মুখে ত যেন পূর্ণ শশধর ।

সেহি মত রৈল রাধা কাহ্নুর গোচর ॥’ ঘ ;

‘রাধিকার মুখ যেন’ ইত্যাদি ইত্যাদি ক, খ, ‘নায়ে
 উঠে অবদনি দেও রতি দান ॥’ ঘ ;

* * * দিয়া মোর দান ॥’ ক, খ ;

(২) ‘কিবা লেহ পসারে ত চাহি দেখিবার’ (৩) ‘হইব’ ঘ ;

(৪) ‘রাগ গান্ধ’ ঘ ; ‘বরাড়ী’ ক, খ ; (৫) ‘তোম
 পসার নাও ওল (অথবা ‘ভুল’) গ ; (৬) ‘জন অবদনি’
 গ ; ‘কেনে বা’ ইত্যাদির পূর্বে ক, খ ও ঘ-পুথির
 অতিরিক্ত পাঠ, যথা—

‘খেণ্ডানি খেণ্ডানি রাধা ডাকে ঘনে ঘন ।

খেণ্ডা লৈয়া কর পার নন্দন নন্দন ॥’

(৭) ‘বেলা হৈল অতিশয় হাট গেল বৈয়া ।

কেনে পার না কর উচিত খেণ্ডা লৈয়া ॥’ ক, খ, ঘ

(৮) ‘নাগর কালা’ গ ; (৯) ‘লঙ্কর’ গ ; (১০) ‘গুড়া’
 ক, খ, ঘ ; (১১) ‘জল’ ঘ ; (১২) ‘কাঠের দেশ’ গ ;
 (১৩) ‘কাঠের’ গ ;

আছুক মানুষ হস্তী ঘোড়া করি পার ৩ ॥

খেণ্ডানি খেণ্ডানি করি ডাক কি কারণ । (২০৬০)

পার হৈবা যদি তুমি ৩ খেণ্ডার কোড়ি গণ ॥

দ্বিম আমার এই পঞ্চমীর খানা ।

সব সখী হৈব পার রাধার বাইতে মানা ॥

তুমি কি না জান রাধা যমুনার ঘাটা ।

তবে কেনে করিছ বেশ করি পরিপাটি ৩ ॥ (২০৬৫)

ছিড়িমু গলার হার ঘুড়ানু পেখন ৩ ।

ঘরে যাও দান দিয়া নওল যৌবন ৩ ॥”

“দুই ভাণ্ড দমি কাহ্নু এক ভাণ্ড ঘী ।

উচিত লইবা দান আর চাও কী ॥”

“ভাণ্ড প্রতি ৩ লৈমু রাধা এ পঞ্চ কাঠন । (২০৭০)

স্বরতি-শৃঙ্গার ৩ লৈমু দাঁড়িয়ার মাগন ॥

হাট বাট মথুরা-পুরী ৩ সকল দিলু গোবে ।

নিতি নিতি ৩ যাও হাতে দান দিয়া মোরে ৩ ॥”

“বাটের ৩ দাঁড়িয়া কেবা ৩ হাটের অধিকারী ।

ছাওয়াল-ভাগিনা নহে ৩ পরাণের বৈরী ॥” (২০৭৫)

“হাটে যদি বাবা নায়ে উঠ গোয়ালিনি ৩ ।

কাণ্ডার ৩ ধরিব আমি তুমি ফালাও পানি ॥”

পসার রাখিয়া নায়ে বসিলা যুবতি ।

লাঞ্জে না ফালায় পানি হাসে যত্নপতি ॥

(১৪) ‘কামারির’ গ ; ‘সনারুর’ খ ; (১৫) ‘আছুক

মহুম্বের কাহ্ন হস্তী করি পার ॥’ গ ; (১৬) ‘কত

সখী হৈবা পার’ ক, খ, ঘ ; (১৭) ‘তবে কেনে করিছ’

বেশ গলার দিয়া কাঠি (কাঠি ?) ক, খ, ঘ ;

(১৮) ‘পেখন’ ঘ ; (১৯) ‘নবীন যৌবনি’ ঘ ; ‘নক্ষলি

যৌবন’ গ ।

(২০) ‘মাতের’ (মাথের ?) গ ; (২১) ‘স্বরতি শৃঙ্গার’ গ ;

(২২) ‘মথুরার’ খ, গ ; (২৩) ‘নিতি নিতি’ ক, খ, ঘ ;

(২৪) ‘খেণ্ডা দেয় (দেও ?) কারে’ গ ; (২৫) ‘হাটের’ গ, ঘ ;

(২৬) ‘নহে’ ক, খ ; (২৭) ‘হৈল’ গ ; (২৮) ‘অবদনি’ গ ;

(২৯) ‘কাড়ার’ ঘ ;

তিন খানি পাটের নাও খেণ্ডা দিলা কাহু ॥ (২০৮০) প্রাণ লৈলে কিবা পাইবা
আব বধ ভাগী হৈবা
প্রচণ্ড হইল বাও অন্ত যায় ভায়ু ॥ পদে ধরোঁ ক্ষেমা কর সাব ॥

খনে খনে হালে ॥ খনে হয় কাইত ॥

চাওয়াল ভাগিনা নহে হাওরের ॥ ডাকাইত ॥

“বিঠানে মেলিলা নাও বিকালে নহে ওর ॥

যমুনাকে দিমু দান এ কাম-সিন্দুর ॥ (২০৮৫)

বাতাসেরে দিমু দান সাতছড়ি হার ॥

চাওয়াল-ভাগিনা চাহে সুরতি-শুকার ॥”

ঝলকে ঝলকে নায়ে ঘন উঠে জল ॥

চমকি চমকি রাখা তরাসে বিকল ॥

‘হাসিয়া বোলয়ে কাহু “সব দৈবাধীন ॥” (২০৯০)

বাধাব সম্বাদ বোলে ভবানন্দ দীন ॥

রাগ-নাগুড়া ভাটীয়াল ॥

‘রে চিকণ কালা—

কেনে পার না কর আমারে ॥

গাব ঠাণ্ডি যে ধন ॥ থাকে সে নাকি কপট রাখে

বিনে যত্নে ॥ কেবা দেয় কারে ॥ ॥ (২০৯১)

এই ত না চাহে যারে সেই কবে পায় তারে ॥

না পাইলে কেবা প্রাণ লয় কার ॥

(১) ‘হই’ গ; (২) ‘কানাই দিল পেণ্ডা’ ঘ;

(৩) ‘হাড়িয়া কোণে সাজিল মেঘ ঘোর কৈল দেণ্ডা’ ॥ ঘ; ‘অন্ন আছে ভাহু’ ক, খ; (৪) ‘খনে হয় টল মল’ ক, খ, ঘ; (৫) ‘বড়ই’ গ; (৬) ‘মেলিলু’ গ; ‘বাইলে’ ঘ; ‘বাতাসেরে দিমু’ ইত্যাদি শ্লোকটা গ-পুথিতে নাই ॥

(৭) ‘চমকে সুরুরী রাখা তরাসে বিকল ॥

ঘনে ঘনে নৌকাত্তে ভাসিয়া উঠে জল ॥’ গ,

(৮) ‘রাখা কাহুর প্রেম’ গ ॥

(৯) ‘মালব রাগ’ ক, খ; ‘রাগ গান্ধার’ ঘ;

(১০) ‘কেনে পার না কর আমারে, চিকণ কানাই, কেনে পার না কর আমারে’ ক, খ, ঘ; (১১) ‘যেবা’ ক, প, ঘ;

(১২) ‘চাইলে’ ক, খ, ঘ; (১৩) ‘কে দিব তোমারে’ ক, ঘ; (১৪) ‘সেই ত’ ইত্যাদি ‘কলির স্থলে—

‘ভবানে না চাও যবে (‘যারে’ ক, খ) সহজে পাইবা

তবে (‘তারে’ ক, খ), কেবা না দেয় (‘কেবা জানে’ ক,

খ) কিবা ধন চাইবা ॥ নাও খানি চাপাইয়া ঘাটে, মোর

যে চাও সে ধন পাইবা নাও-খানি চাপাইয়া বাইবা ॥ (২১০০)

নদী দেখি বড় ভয় বাসি ॥

নাও-খানি চাপাইয়া ঘাটে মোর ওলে শাইস তাটে

মনোরথ পুঁবিমু সম্ভাবি ॥

ঘাটে পার কর নদী নষ্ট হৈল খীব দধি

মথুরার হাট যায় ॥ বৈয়া ॥ (২১০৫)

কিবা কহ ॥ হাসি হাসি লাজ দিবা হেন বাসি ॥

খেণ্ডা দেও ভাঙ্গা নাও লৈয়া ॥

সে কর্ম্ম করিতে নার তার কেনে নাম ধর

এবে অন্ত যায় দেখ ভায়ু ॥

একে ভাঙ্গা কেরোয়াল আরে তুমি চাওয়াল ॥ (২১১০)

উজাইয়া কেমনে খাইবা কাহু ॥

ঘাটে করি কর পার তবে দিমু গলার তার ॥

আর দিমু হাটে ব কল্প ॥

কূলে ত চাপাইয়া ॥ নাও দধি তৃষ্ণ কিছু খাও

পাছে দিমু যত চাহ ॥ ধন ॥ (২১১৫)

মুই হৈলু তোর দাসী ॥ নৌকা বাও ছাড়ি হাসি ॥

প্রাণ রাখ শুন প্রাণ বোন্দ ॥ ॥

রাধার বচন শুনি হাসি বোলে যদুনাথ

রচিলেক দীন ভবানন্দ ॥

সনে আইস হাটে, যত চাও সেহি খানে পাইবা ॥’ ক, খ, ঘ,

(২৫) ‘যে চাও’ ইত্যাদি কপি ক, প ও ঘ-পুথিতে

নাই ॥ (২৬) ‘গেল’ ক, খ, ঘ, (২৭) ‘বাও’ গ, ‘বাহ’

ক, (২৮) ‘পার কর হেন বাসি’ ঘ; (২৯) ‘দিন শেষ

অন্ন আছে ভাহু’ ক, খ, ঘ, (৩০) ‘মাতঙ্গাল’ খ, ঘ;

(২১) ‘বিলস না কর আর’ গ; (২২) ‘এই সীতের

সর্বত্র গ-পুথিতে ‘চাপাইয়া’ স্থলে ‘চাপাইয়া’ পাঠ আছে ॥

(২৩) ‘চাও বেহি’ ঘ; (২৪) ‘হৈল তোর নিজ দাসী’ প,

ঘ, (২৫) ‘নদী দেখি ভয় বাসি’ খ, ঘ; (২৬) ‘গাও

কাপে শুন প্রাণ বোন্দ’ খ, ঘ;

রাগ গান্ধার।

“ভয় তেজ কুরঙ্গ-নয়নি” । (২১২০)

রতি দান দিয়া প্রাণ রাখহ কামিনি” ॥ ধ্রু ।

চাহি যেহি দিবা সেহি কৈলা অঙ্গীকার ।”

পার করি প্রাণেশ্বর দেহ ত শৃঙ্গার ॥ .

দেহ রতি গুণবতি” না করিহ ব্যাজ ।

যদি হাটে যাইবা বাটে পরিহরি লাজ” ॥ (২১২৫)

একে গোপী” কাম-রূপী পাইছি একাকিনী ।

রতি দিয়া হাটে গিয়া কর বিকি-কিনি ॥”

এত শুনি হুবদনি বিলাপিয়া কান্দে ।

মতি-হীন দীন-হীন” কহে ভবানন্দে ॥

পঠমঞ্জরি রাগ

“কি ক্ষেনে আইলু ঘাটে কুক্ষেনে বতিয়া বাটে”
(১১৩০)

দারুণ শ্রীমতী সইব বোলে ।

পঞ্চমীর ঘাটে আসি প্রাণ দিমু হেন বাসি

কি বিধি লিখিল মোন ভালে” ॥ ধ্রু ।

নষ্ট হৈল খীর দধি পার না করহ যদি”

আজুকার হাট গেল বৈয়া । (২১৩৫)

পায়ে ধরি বলোঁ তোরে পার করি দেহ মোরে

অখনেও পাইমু হাট গিয়া” ॥

সহজে তোমার দাসী মানস” পুরিমু আসি

এবে দধি বেচি নিয়া হাটে” ॥

যাইতে দিমু খেণ্ডা-কোড়ি তবে মোরে দিও ছাড়ি
(২১৩০)

না দিলে রাখিও তোমার ঘাটে ॥”

রাধার বচন শুনি হুসি বোলে যদুমণি

“চলে মোরে না বন্ধিও আর ।”

ভকতি-মুকতি-হীন কহে ভবানন্দ দীন

রতি-দান দিলে সে নিস্তার ॥ (২১৪১)

রাগ বরাড়ী

“সই হোর লো—

শুন তুমি আমার উত্তর” ।

হিতেরে সে বোলু মুই ভিন্ন নহি হোর” ॥ ধ্রু ॥

এ রূপ যৌবন বিধি” করিছে নিশ্চারণ” ।

সকল বিফল হৈল নাহি তোর জ্ঞান ॥ (২১৫০)

গায়ের গরবে এবে না শুনিলা তুমি” ।

পরিণামে খুরিয়া মরিবা অভাগিনি ॥

বরিয়ার জল নারীর” যৌবন সমান ।

যাইতে বিলম্ব নাহি কিসের গুমান ॥

(১) ‘ভয় পরিহর প্রিয়া কুরঙ্গ-নয়নি’ । ক, খ, ঘ ;

(২) ‘রতি দিয়া প্রাণ রাখ কমল বয়নি’ । ক, খ, ঘ ;

(৩) ‘যেই চাও সেই পাইবা’ গ ; ‘যে চাহি সেহি দিবা’ ঘ ; (৪) ‘কৈলু’ গ ; (৫) ‘করিমু’ গ ; (৬) ‘রতি দান দেও প্রিয়া’ গ ; (৭) ‘চল বাটে হাটে গিয়া কর নিজ কাজ’ গ ; ‘রাজ বাটে হাটে হাটে পরিহর লাজ’ ঘ ; (৮) ‘একে গোপী’ ইত্যাদি কলি গ-পুথিতে নাই ।

(৯) ‘ভকতি (মতি) হীন’ গ ; (১০) ‘বরাড়ী’ ক, খ, ঘ ; (১১) ‘কি ক্ষেনে’ ইত্যাদি কলির স্থলে—

‘কানাই মুঞি কি খেনে আইলু ঘাটে ।

দিন শেষ হৈল নার তিমিয়ারি অন্ত বার

না গেলাম মধুরার হাটে ॥ ধ্রু ।

দারুণ সখীর বোলে আসিলু পঞ্চমী কুলে

মধুপুরী যাইতে পার হৈয়া ।’ ক, খ, ঘ,

(১২) ‘লগাটে বিধি লেখিল আমারে’ গ ; (১৩) ‘পার না হইলু নদী’ ক, খ, ঘ ;

(১৪) ‘অখনেও গেলে হাট পাই’ ক, খ, ঘ,

(১৫) ‘মনরথ’ গ ; (১৬) ‘যখন যেরেত আমি

যাই’ ক, খ, ঘ-পুথিতে ‘সহজে’ ইত্যাদি অর্ধ-কলি

নাই । অতঃপর ক, খ, ও ঘ পুথির পাঠ—‘যে দধি

খাইবা লহ, অবশিষ্ট মোরে দেহ, পার কর বেচি নিয়া

হাটে ।’

(১৭) ‘সই হের ল শুন শুন আমার উত্তর’ ক, খ, ঘ ;

(১৮) ‘হিতৈবী বিনে ভিন্ন জন নহো হোর ॥’ ক, খ ;

‘হিতেরে সে বলি নহি ভিন্ন জন হোর ॥’ ঘ ;

(১৯) ‘কেবা’ গ ; (২০) ‘ই রূপ যৌবন বিধির স্মরণ’ ঘ,

(২১) ‘না শুন গায়ের গর্শে কহি পুনি পুনি’ ক, খ, ঘ ;

(২২) ‘আর’ ক, খ ; ‘বেন’ গ ; ‘বেন তেন

নারীর’ ঘ ;

- মকরন্দ বিনে অলি না খায় কমল । (২১৫১) সেই ভরে নৌকা-খানি টলবল^১ কবে ।
 ভাবিয়া বুঝহ^২ রাধা কহিলু সকল ॥
 বহি আর হবি^৩ যদি এক খানে থাকে ।
 অবশ্য উনায়^৪ হবি কহিলু তোমাকে ॥
 কেমনে না দিয়া রতি যাইতে চাহ যর ।
 বড়ই দারুণ রাধা ভয় লাগে মোর^৫ ॥ (২১৬০)
 তোর রূপ দেখি রাধা মোর লাগে ধন্দ ।
 ভ্রমরা বিকল যেন দেখি মকরন্দ ॥
 তে কেনে যুবতি^৬ রাধা মোরে বাস ভীন ।
 কাজুর সম্বাদ কহে ভবানন্দ দীন ॥
- পদ-বন্ধ ।
- হাসি হাসি কাজু তবে^৭ বোলে বারম্বার^৮ । (২১৬৫)
 “রূপা কর সুবদনি দেহ ত^৯ শৃঙ্গার ॥”
 রাধা বোলে “শুন প্রভু মোর নিবেদন ।
 কত বা^{১০} লজ্জিমু আমি তোমার বচন ॥
 রতি ভুঞ্জিবারে যদি বাঞ্ছা হৈল তোর^{১১} ।
 পুলিনে^{১২} চাপাইয়া নাও রতি ভোগ কর ॥ (২১৭০)
 তুমি বিনে প্রাণ-নাথ^{১৩} কে আছে আনাব ।
 আমি বিনে প্রভু তোমার কেবা প্রিয়া আর^{১৪} ॥
 সহজে হইলু দাসী না বাসিও ভীন ।
 এ রূপ যৌবন মোর তোমার অধীন ॥”
 রাধার মধুর বাক্য শুনি^{১৫} নারায়ণ । (২১৭৫)
 গলে ধরি রাধিকারে দিলা আলিঙ্গন ॥
- সেই ভরে নৌকা-খানি টলবল^{১৬} কবে ।
 ত্রাস পাইয়া রাধিকা কৃষ্ণের গলে ধরে ॥
 রাধা বোলে “মোর বাক্য শুন যত্নপতি ।
 কূলে ত চাপাইয়া নাও সুখে^{১৭} ভুঞ্জ রতি ॥ (২১৮০)
 প্রাণ-মোর স্থির নহে বড় ভয় বাসি ।
 হেলায়ে না কর নাশ মুই হেন দাসী ॥”
 রাধার বচনে কাজু হাসিয়া বিকল ।
 যমুনারে গৌলে “তুমি খানি দেও স্থল ॥”
 কৃষ্ণের আজ্ঞায় তবে যমুনা আপনে । (২১৮৫)
 চর দিয়া স্থল হৈলা^{১৮} বিচিত্র-নিম্মাণে^{১৯} ॥
 রমা স্থল হৈল নানা আমোদিত গন্ধ ।
 সুন্দরী রাধিকা তারে দেখি হৈলা ধন্দ ॥
 চারি দিগে জল-পূর্ণ মধ্যে দিবা স্থল^{২০} ।
 সঙ্কোচিত হৈলা রাধা দেখি এ সকল^{২১} ॥ (২১৯০)
 তবে প্রভু নারায়ণ অতি বড় রঞ্জে ।
 নৌকা হনে নামিলেন রাধিকার সঙ্গে ॥
 কেলি-কলা কুতূহলে ভুঞ্জিলেন রতি ।
 পাইলা পরম সুখ রাধিকা যুবতি ॥
 মধু পিয়ে অলি যেন কমলের বনে । (২১৯৫)
 হরবিশে রতি ভুঞ্জে দেব নারায়ণে ॥
 শৃঙ্গার করিয়া হারি সন্তোষিত-মন^{২২} ।
 রাধার ললাটে^{২৩} দিলা সমস্ত চুষন ॥
 নখ-রেখা শোভিছে স্তনের চারি ভিত ।
 কান্ধন-পর্বত যেন গুঞ্জিয়া-শোভিত ॥ (২২০০)
 রসে মজি যত্নপতি অতি কুতূহলে ।
 মালতীর মালা দিলা রাধিকার গলে ॥

(১) ‘বিমর্ষিয়া দেখ’ ক, খ, ঘ; (২) ‘যুবত’ ঘ; (৩) ‘ভনায়’ ঘ; (৪) ‘মুই হৈলু’ ক, খ, গ; (৫) ‘এথেকে যুবতি’ ক, খ; ‘তোহো গুণবতি’ ঘ; (৬) ‘হাসিয়া হাসিয়া কাহ’ ক, খ, ঘ; (৭) ‘বারে বার’ ক, খ, ঘ; (৮) ‘দয়ার’ ক, খ; (৯) ‘কথেক’ ঘ; (১০) ‘মনে থাকে ভোর’ ঘ; (১১) ‘কূলে ত’ ঘ; (১২) ‘প্রাণ-বন্ধ’ ঘ; (১৩) ‘আমি হৈতে প্রিয় ভোর কেবা আছে আর’ ঘ; (১৪) ‘বাক্যে হাসি’ গ;

(১৫) ‘ভুবু হুবু’ ক, খ, ঘ; (১৬) ‘নৌকা তুমি’ ঘ; (১৭) ‘স্থল দিলা’ ঘ; (১৮) ‘কাজু বিজ্ঞমানে’ ঘ; (১৯) ‘স্থান’ ক, খ, ঘ; (২০) ‘ভজ হৈল রাধিকার সকল (‘মনের’ ক, খ) গুমান’ ক, খ, ঘ; (২১) ‘পুঙ্গার’ ইত্যাদি চারিটি শ্লোক গ-পুণ্ডিতে লিপ্যবতারে ভুলে পড়িয়া গিয়াছে ।

সেহি মালা শোভে যেন পুষ্প-পরিজাত ।
 শচী-পতি দিলা যেন শচীর গলাত ॥
 নব-গুঞ্জার মালা হরি দিলা তছু পরে । (২২০৫)
 রোহিণীর গলে যেন দিলা শশধরে ॥
 সহজে সুন্দরী রাধা লক্ষ্মী-অবতার ।
 শচী রোহিণী যেন পরিছে পুষ্প-হার ॥
 মালতীর মালা শোভে গুঞ্জায় দোসর ॥
 মুখ-পদ্ম শোভে যেন পূর্ণ শশধর ॥ (২২১০)
 হেন মুখ চুম্বন করিলা ভগবান ।
 চন্দ্রের অমৃত যেন রাছ করে পান ॥
 ললাটের সিন্দূর তান লাগিলা অধরে ।
 কুসুম-বাফুলি যেন-মত শোভা করে ॥
 হাসিয়া গোবিন্দ বোলে “শুন রসবতি । (২২১৫)
 তুমি বিনে ত্রিভুবনে কেবা আছে সতী ॥
 দানে অকাঙ্ক্ষা তুমি বুঝিলু নিশ্চয় ।
 কিস্তি এক-মত দেখি লাগে মোর ভয় ॥
 শুন সুবদনি মোর মন-হিত কথা ।
 পঞ্চমীর ঘাটে খেণ্ডা না দিমু সর্বথা ॥ (২২২০)
 পরিশ্রম করি যদি পূর্ণ নহে মন ॥
 হেন ছার কর্ম তবে করে কোন জন ॥
 শতে শতে সখী পার করি এই ঘাটে ।
 খেণ্ডা লৈয়া পার করি চলি যায় হাটে ॥
 কেহ না করিছে মোরে মনো-হিত দান । (২২২৫)
 এথেকে না দিমু খেণ্ডা কৈলু তোমা স্থান ॥

অন্তরে আছিল মোর পার করি তোরে ।
 মনোহিত পূর্ণ করি দান দিবে মোরে ॥
 যত রত্ন সমুদ্রেত সব তোমার ঠাঞি ।
 মথন করিলে কেনে তাহাকে না পাই ॥ (২২৩০)
 ভাল দানী সমুদ্র যে জানে সর্ব-লোকে ।
 অকাঙ্ক্ষা তৈয়া দান করিছে সমাকে ॥
 বিস্ময়ে দিয়াছে দান কৌন্তভ কমল ।
 ইন্দ্রে পাইলা গজ-অশ্ব পারিজাত-মালা ॥
 মহাদেবে পাইলা চন্দ্র গরল দোসর । (২২৩৫)
 নানা দেবে নানা ধন পাইলা বিস্তর ॥
 তোমার মথনে আমি কিছু নাহি পাই ।
 বড় নিদারুণ তুমি দান-শক্তি নাই ॥
 সমুদ্রেতে যত ধন সকলি তোমাত ।
 অশ্বিনী কুটিল তুমি দেখিলু সাক্ষাতে ॥ (২২৪০)
 চরিত্রে লক্ষ্মীর সম মুখে শশধর ।
 সুগন্ধে ত জিন পারিজাত-তরুর ।
 উচ্চৈঃশ্রবা চঞ্চলে জিনিলে সুবদনি ।
 জ্যোতিয়ে জিনত ভাল কৌন্তভ-মণি ॥
 হাসিয়া সম্মতি কর কেবল গীষ্ম ॥ (২২৪৫)
 কপটে গরল জিন এই মাত্র দোষ ॥
 মদন-বিশিখে যদি কর পরিভ্রাণ ।
 ধনস্তরি জিনিবা যে কতেক বাধান ॥

(১) ‘শচী-গলে শোভে যেন পারিজাত-হার’ গ;
 (২) ‘গুঞ্জায় দোসর’ গ, (৩) ‘অক্ষকারে’ গ; ‘হেন মুখ’
 ইত্যাদি শ্লোক গ-পুথিতে নাই। (৪) ‘বিলু’ ব;
 (৫) ‘কুসুম বাফুলি ফুলে যেন’ ব; (৬) ‘হাসি বলে গুণবতি
 শুনহ বচন। তুমি বিনে আছে কেবা এ তিন
 ভুবন ॥’ গ;

(৭) ‘পরিশ্রম কর্ম করি পূর্ণ নহে মন’ গ;

(৮) ‘তবে’ ইত্যাদির স্থলে ‘করিব কি কারণ’ ক,
 খ, ঘ;

(৯) ‘অত্যন্ত ভরোদা ছিল’ ইত্যাদি ক, খ;
 ‘সতস্তর করি পার করিল তোমারে’ খ; (১০) ‘মনোরথ’
 ব; (১১) ‘দানী’ ব; (১২) ‘সবাকে’ ক; ‘সমাইকে’
 খ; (১৩) ‘বাজী’ ক, খ, ব; (১৪) ‘বস্ত’ ব;
 (১৫) ‘দাত(ন) শক্তি’ ব; ‘দাতব্য শক্তি’ গ;
 (১৬) ‘অন্তরে’ ব; (১৭) ‘জানিলু’ ক, ব। (১৮)
 ‘লক্ষ্মীর ঐরা’ ক, খ, ব; (১৯) ‘পরিমলে বুঝি’
 ক, খ; ‘অমুখানে দেখি’ ব; (২০) ‘চঞ্চল’ গ; ‘চঞ্চল’
 ব; (২১) ‘তাহ’ গ; (২২) ‘হাসিয়া সম্মতি দেও রহক
 যশ’ ব; ‘হাসিয়া সম্মতি করি দেহ অধার’ গ; ‘কপটে’
 ইত্যাদি স্থলে—‘কপট না কর প্রিয়া বড় হি দোষ ॥’ ব;
 (২৩) ‘ধনস্তরি জিনি বৈদ্য’ গ;

ক্রোধ কার চাহ খাৎ কটাক্ষ-সঙ্কানে ।
 প্রাণ কাড়ি নিবাং হেন লয় মোর মনে ॥ (২-৫০)
 অথর্বদ শাস্ত্র-উক্ত অঙ্গিরা কহিছে ।
 রম্য সরোবর জীর সর্ব-অঙ্গে আছে ॥
 দুই ভূজ বৃণাল যে অতি সুকোমল ।
 লীলা-লাবণ্য জন-শ্রোত আর জন ॥
 লোচন-নাচনি যেন সাক্ষাতে সফর । (২২৫৫)
 বল-মলা জিনি নারীর কেশ শোভাকর ॥
 তীর্থ-শিলা ঘাট তার কি কৈমু, বাথান ।
 অলঙ্কিতে বিধাতায় করিছে নির্মাণ ॥
 এত দ্রব্যের অধিকারী তুমি হেন জানি ।
 কাতর হইয়া দান না কর কামিনি ॥ (২২৬০)
 আর এক অপক্লপ দ্রব্য আছে তোর ।
 গদয়ে রাখিছ দুই কনক-শিখর ॥
 সে যে পর্বতের গুণ না যায় বাথান ।
 থাকতে এমন বস্তু না করিলা দান ॥
 এতকে এ ঘাটে খেণ্ডা না দিমু যে আর ॥ (২২৬৫)
 অদ্য পাপিষ্ঠ লোক না করিমু পার ॥
 রসে মজি নারায়ণ যতেক কহিলা ।
 শুনি রসবতী রাধা প্রভাস্তর দিলা ॥
 “অহে প্রভু যদুনাথ অবধান কর ।
 খেণ্ডা দিয়া কোড়ি লও এই কর্ম তোর ॥ (২২৭০)

যত বস্তু যার ঠাণ্ডি নির্মিছে বিধা ॥
 সে কেনে তোমারে দিব এ বা কোন কথা ॥
 খেণ্ডা দিয়া কোড়ি লও তুচ্ছ রতি দানে ।
 হেন-মত ভাবা তোমার রূপের গুণানন্দ ॥
 প্রতিজ্ঞা কবিলু মূই শুন মোর কথা । (২২৭৫)
 পঞ্চমীর ঘাটে পার না হৈমু সর্বথা ॥
 তোমাব নৌকাতে পাও না তুলিমু আর ।
 আজি হনে এই জান ॥ প্রতিজ্ঞা আমাব ॥”

[দান-শীলাব প্রদক্ষে ত্রিগুণ কঙ্ক গঙ্গা যমুনাব
 উৎপত্তি-বর্ণনা]

পুনরপি বোলে রাধা কবিয়া প্রণতি ।
 “এক নিবেদন মোর শুন প্রাণ পতি ॥ (২২৮০)
 যমুন। দুর্গম বড় পক্ষী না সঞ্চরে ।
 আজ্ঞা-মাত্র যমুনায় চর দিল তোর ।
 এ বড় বিশ্বয় প্রভু কহ সমাচার ॥
 যমুনায় আজ্ঞা কেনে পালিলা তোমার ॥
 কপট করিয়া যদি নোরে ভাঁড়ি জলে । (২২৮৫)
 তোমার সাক্ষাতে আমি নাপ দিমু জলে ॥”
 রাধার বচন শুনি দেব নারায়ণ ।
 কহিতে লাগিলা তবে যত বিবরণ ॥
 “শুন প্রাণেশ্বরি যেই পুচ্ছিলা রহস্য ॥
 যেমনে যমুন। হৈল মোর আজ্ঞা-বশ্য ॥ (২২৯০)
 নারদের চিত্তে হৈল অহঙ্কার-জাল ।
 পনিহ আলাপি রাগ গীত গাই ভাল ॥

(১) ‘পানক জিনিবা’ ক, খ; ‘সম জিনিবা’
 ঘ; (২) ‘রম্য সরোবরে জীর সর্ব রহ আছে’ ॥
 গ; ‘রম্য সরোবর জীর সর্ব ধন আছে’ ॥ ঘ; (৩)
 ‘নদীশ্রোত গঙ্গা-জল’ গ; (৪) ‘কন্দর্প জিনিয়া
 অতি রূপ শোভাকর’ ॥ গ; ‘চামর জিনিয়া যেন
 কেশ শোভাকর’ ॥ ঘ; (৫) ‘তোর’ গ; (৬) ‘কর
 সুবল’ ঘ; (৭) ‘আর এক প্রধান দ্রব্য শোভিয়াছে’
 গ; (৮) ‘এতকে পঞ্চমীর ঘাটে খেণ্ডা নাহি আর’
 ক, খ, ঘ; (৯) ‘রসে মজিয়া কাহু’ ক, খ;
 ‘রসে মজি গোবিন্দ যে’ গ; (১০) ‘শুনিয়া শুন্দরী রাধা
 উত্তর না দিল’ ॥ ঘ;

(১১) ‘পানক’ ঘ; ‘লইবা’ খ; (১২) ‘হেন কি মানস
 তোর’ ঈত্যাদি ক, খ; ‘এ কোন পৌরব তোমার শুন
 নারায়ণে’ ॥ গ; (১৩) ‘পার না হৈমু’ হলে ‘মুক্তি নাহিব’
 ঘ; ‘আর নাহিমু’ ক, খ; (১৪) ‘আজি হৈতে হৈল এতি’
 ক, খ, ঘ; (১৫) ‘অলঙ্কা নদী’ খ, ঘ; ‘ভ্রগল্য নদী’ ক;
 (১৬) ‘আজ্ঞায় হল দিরা’ ঘ; (১৭) ‘জন্মিছে আমার’ ক, খ;
 (১৮) ‘সে পুচ্ছিলা কাব্য-রস’ ক, খ, ঘ; (১৯) ‘বাক্য-বশ’
 ক, খ, ঘ; (২০) ‘নারদ-চারিত্র’ গ;

বীণা বাজাইয়া গেল। কৈলাস-শিখরে ।
 শিবের সাক্ষাতে গিয়া গায় মুনি-বরে ॥
 নারদে বোলে “শুন দেব ত্রিলোচন । (২২৯৫)
 মোর সনে রাগ ধরে নাতি কোন জন ॥”
 শিবে বোলে চল যাই বিষ্ণুর পুরীত ।
 তাহান সাক্ষাতে গিয়া গাও ভাল গীত ॥
 আমিও যাইমু মুনি তোমার সহিতে ॥”
 ই বোলিয়া দুই জন চলিল। ত্বরিতে ॥ (২৩০০)
 চলিল নারদ শিব বিষ্ণুর পুরীতে ॥
 কত গুলি মুক্তি লাগ পাইলা পথেতে ॥
 কাহার হস্ত পদ নাতি নাহিক শ্রবণ ।
 নাসিকা নাহিক কাহার নাহিক নয়ন ॥
 নারদে দেখি তারা হইলা কুপিত । (২৩০৫)
 ক্রোধ করি মারিতে বেড়িলা চারি-ভিত ॥
 “ঘরে ঘরে ফির তুমি কন্দল বাধাইতে ।
 আমি-সবের এহি ফল তোমার মিমিস্তে ॥
 গতি না জানিয়া গীত গাহ কি কারণ ।
 আমি সবের হাতে আজি তোমার মরণ ॥” (২৩১০)
 নারদে পাইলা ভয় দেখি ভূত-নাথে ।
 হাসিয়া কহিলা রাগ-লোকের সাক্ষাতে ।
 “শুন শুন রাগ-লোক পরিহর কোপ ।
 চিন্তা না করিও হৈবা পূর্ব-অজ্ঞরূপ ॥”
 এই বোলি মহাদেবে আরম্ভিল গান ॥ (২৩১৫)
 হইল সকল রাগ পূর্বের সমান ॥
 হাসিয়া হাসিয়া বোলে দেব শূল-পাণি ।
 “ভাল গীত গাইলা ১০ নারদ মহামুনি ॥”

বিস্মিত-হইলা মুনি চিন্তা-যুক্ত মন ।
 তথা হেন দুই জন করিল। গমন ॥ (২৩২০)
 হরষিত সদাশিব নারদ সহিতে ।
 অবিলম্বে মিলে গিয়া বৈকুণ্ঠ-পুরীতে ॥
 ধারেতে বিরপি আদি যতেক অমর ।
 তার পাছে শতে শতে দেখে ১১ মহেশ্বর ॥
 লক্ষে লক্ষে নারদ সনক সনাতন ১২ (২৩২৫)
 আছ ১৩ দিয়া বসিয়াছে বিনতা-নন্দন ॥
 দেখিয়া নারদ মুনি ১৪ ভয় পাইলা মনে ।
 শিবে নিবেদন কৈলা গরুড়ের স্থানে ॥
 “আমি আসিয়াছি কহ প্রভুর গোচরে ।
 আজ্ঞা হৈলে পদাশ্রয় ১৫ পারি দেখিবারে ॥” (২৩৩০)
 গরুড় বোলে “আমি যাইতে না পারি ।
 লক্ষ্মী সরস্বতীকে লৈয়া ক্রীড়া করে হরি ॥”
 পক্ষীর ১৬ বচন শুনি দেব মহেশ্বর ।
 হাসিয়া শিক্রাতে ফুক দিলা দিগম্বর ১৭ ॥
 ডিমিডিমি ১৮ নাদ করে পরম প্রমোদে ১৯ ॥ (২৩৩৫)
 তাকে দেখি বীণা-বাদ্য করিলা নারদে ॥
 অস্ত্রধারী ভগবান সকল জানিয়া ।
 “আইসহ নারদ শিব” বোলে ডাক দিয়া ২০ ॥
 প্রভুর মধুর বাক্য ২১ শুনি আচম্বিত ।
 শত সহস্র ২২ শিবে বেড়িলা চারি-ভিত ২৩ ॥ (২৩৪০)
 নারদ-হেন লক্ষে লক্ষে বীণা হস্তে করি ।
 বেটিলেক শিবেরে বিস্মিত ত্রিপুরারি ॥

(১) ‘হেন’ খ; (২) ‘সংহতি’ ক, খ ঘ; (৩) ‘বিলম্ব না কর মুনি চল ঐহগতি ॥’ ক, খ, ঘ; (৪) ‘সহিতে’ ক, খ; ‘চলিলেক সদাশিব নারদ সংহতি ১’ ঘ; (৫) ‘কথ শুনা মুক্তি লাগ পাইলা সেই ভিত্তি’ ঘ; (৬) ‘কাহার’ ক, ঘ; (৭) ‘সহিত’ ঘ; (৮) ‘দর্শন’ খ; (৯) ‘চতুর্ভিত’ গ; (১০) ‘আবস্তে গায়ন’ গ; (১১) ‘পূর্ব-অজ্ঞরূপ’ গ; (১২) ‘কথিকে’ ক, খ; (১৩) ‘গাও রে’ ঘ;

(১৪) ‘তার পাছে দেখে শতে সহস্র’ ঘ; (১৫) ‘নারদ দেখে শুক সনাতন’ গ; (১৬) ‘আছা’ (৭) ঘ; ‘আছ’ (৭) গ; (১৭) ‘শিব’ গ; (১৮) ‘পাদপদ্ম’ গ; (১৯) ‘গরুড়’ ঘ; (২০) ‘দিলেন সঘর’ ঘ; (২১) ‘উষকর’ গ; ‘ডিমিডিমি’ ইত্যাদি পাঁচটি শ্লোক ফ-পুষ্টিতে লিপিকরের ভুলে পড়িয়া গিয়াছে। (২২) ‘প্রমোদে’ গ, ঘ; ‘প্রবন্ধে’ খ; (২৩) ‘বিলি ডাকিয়া’ গ; (৩) ‘শতে’ গ; (২৪) ‘চতুর্ভিত’ গ;

ভয় পাইয়া সদাশিব যুড়ি দুই কর ।
 পঞ্চাননে স্তুতি করে হেরিয়া অম্বর' ॥
 "নমো নিরঞ্জন' প্রভু ব্রহ্ম সনাতন ।
 স্বাবর অঙ্গম মহী' নমো নারায়ণ ॥
 নমো নৈরাকার' প্রভু নমো তেজময় । (২৩৪)
 নমো জ্যোতির্ময়' হরি নিলেপ-আশ্রয় ॥
 সহ রজ তম—প্রভু তিন-গুণ-ধারী ।
 সাম যজু ঋক অথর্বৈদ-অধিকারী' ॥
 শতে শতে' শিব নাশ হয় লোম-কূপে ।
 আমি তোমার স্তবন করিমু কোন রূপে' ॥ (২৩৫)
 বদনে না সরে বাক্য পুট' করি ভুজ ।
 রূপারে বিভূতি নাশ' দেখি পদাশুজ ॥"
 শিবের স্তবনে হরি মায়। কৈলা নাশ ।
 চলিলা নারদ শিব পাইয়া অবকাশ' ॥
 তাম্র-কোঠাতে' হরি নারে দেখিবার । (২৩৬)
 অন্তরে' থাকিয়া প্রভু কৈলা অঙ্গীকার ॥
 ভাল হৈল আপনে আসিছ শূল-পাণি ।
 পবিত্র' আলাপি রাগ কিছু গাও শুনি' ॥
 আচম্বিত শুনিয়া প্রভুর অঙ্গীকার ।
 আলাপিলা শিবের রাগ মেঘ-মল্লার ॥ (২৩৭)

গাহিতে গাহিতে শিব' হৈলা ঘর্ম্মাশ্রিত' ॥
 তাম্র-কোঠাতে' হরি তবে আচম্বিত ॥
 শিবের ভক্তিয়ে আর মধুর গায়নে' ॥
 জল-রূপ হৈলা তবে প্রভু নারায়ণে ॥
 পূরিল তাম্র-কোঠা' নাহি পরিমাণ । (২৩৮)
 ভবাবর্ষে তরিতে' দ্রবিল। ভগবান ॥
 তবে শিবে না পাইয়া প্রভুর উত্তর ।
 ভয় পাইয়া' সঙ্গীত তেজিলা মণ্ডেখন ॥
 জানিলা প্রভুর মনে ভাল নহে গীত ।
 এতকৈ সম্বিত না দেন হইয়া কুপিত ॥ (২৩৯)
 ভয় পাইয়া মহাদেব অবিলম্বে উঠি ।
 তাম্র-কোঠার' ঘোড় পাট চাহে ছুটি' ॥
 আচম্বিত দেখে শিব' সলিলের বিম্বু ।
 পরিমাণ নাহি জল ঘন বহে কষু' ॥
 ভয়াতুর' সদাশিব কাঁপিল অস্তর । (২৪০)
 মুচ্ছিত' হইয়া পড়ে পাইয়া চিন্তা-ছর ।
 দেখিয়া নারদ মুনি প্রসন্ন-বদন ।
 "বুকিলু শিবেরে দুঃখী হৈছে নারায়ণ ॥
 শিবের গায়নে প্রভু হইছে কুপিত ।
 সম্ভোষ হইতে প্রভু আমি গাগু গীত ॥" (২৪১)

(১) 'অম্বর' খ, ঘ; (২) 'নারায়ণ' গ;
 (৩) 'হুমি' খ; 'প্রভু' ক; (৪) 'সহ রজ তম'
 ক; (৫) 'অবিতার' খ; (৬) 'সমাক জিনিঞা
 অথর্বৈদ অধিকারী' ঘ; (৭) 'সহস্রে' ঘ; (৮) 'স্তবন
 করিমু আমি কোন স্বরূপে' গ; (৯) 'ঘোড়ি' গ;
 (১০) 'রূপার সাগর নাথ' ঘ; (১১) 'আশ্রয়' ঘ;
 (১২) 'তমুর-কটাতে' ঘ; 'তমোর-কটাতে' ক; 'তমুর-
 কটাতে' গ; 'তাম্র-কোঠা' শব্দের বিস্তৃত পাঠ-বিচার
 হুমিকার ছ-পুথির বিবরণে দ্রষ্টব্য। 'তাম্র-কোঠাতে'
 ইত্যাদি শ্লোক ছ-পুথিতে নাই (১৩) 'অম্বরে' ক;
 (১৪) 'বিচিত্র' ঘ; (১৫) 'গাও দেখি শুনি' ঘ;
 (১৬) 'আলাপিলা' ঘ।

(১৭) 'হরি' ঘ; (১৮) 'হৈল মোহিত' খ; 'ঘর্ম্মাশ্রিত'
 ঘ; (১৯) (২০) (২৪) সর্বত্রই--'ডমরু-কটা' গ; 'তমুর-কটা'
 ঘ; 'তমোর-কটা' ক; 'অম্বর-কটা' খ; 'তাম্র-কোঠা' ক;
 (২০) 'শিবের ভক্তিয়ে' ইত্যাদির স্থলে
 'মহাদেবের ভক্তি দেখে মধুর-গান ।
 দ্রবিল। তমুর-কটাতে নাহি পরিমাণ ॥' খ;
 (২২) 'জলাধর (জলার্ণব)' 'যেন' গ; (২৩) 'ভয়-
 ক্রমে' ক, খ; 'ভয়ে ক্রমে' ঘ; (২৪) 'ভয় পাইয়া মহাদেব
 অবিলম্বে চলিল। তমুর-কটার কপাট বসাতো চাটিল ॥' ঘ;
 (২৫) 'হরি' ক, খ, ঘ; (২৬) 'পরিমাণ নাহি বহে ঘনে
 ঘনে বিম্বু ॥' গ; (২৭) 'ভয়ানক' গ; (২৮) 'অচেনন'
 ক, খ;

হরিশ-অন্তরে^১ মুনি আরম্ভে গায়ন^২ ।
 পূর্ব-অমুরূপ তবে হৈলা নারায়ণ^৩ ॥
 সে যে পাদ-পদ্ম হৈতে^৪ জন্মিলা জাহ্নবী ।
 পরম হৃন্দরী বামা যেন লক্ষ্মী-দেবী ॥
 হেন কালে দৃষ্টি হৈল শিবের উপর । (২৬৮৫)
 মুচ্ছিত পড়িছে শিব দেখিলা গদাধর^৫ ॥
 পদ্ম-হস্ত দিলা হরি শিবের হৃদয়^৬ ॥
 প্রণাম করিয়া উঠে হর মহাশয়^৭ ॥
 তুষ্ট হৈয়া সেই কণা শিবকে কৈলা দান ।
 প্রণাম করিয়া শিব গেলা নিজ স্থান ॥ (২৬৯০)
 ইহা দেখি বিস্মিত^৮ নারদ তপোদান ।
 আপনার স্থানে গেলা হরবিত-মন^৯ ॥

[ভগীরথ কঙ্ক কঙ্কার আনয়ন বর্ণন]

সত্য-যুগে গঙ্গা হৈলা হরের বনিতা ।
 ত্রেতা-যুগে^{১০} মর্ত্যে আইলা শুন তার কথা ॥
 সূর্য্য-বংশে নৃপতি সগর মহাশয় । (২৭০৫)
 ঔরসে জন্মিল বাটি^{১১} সহস্র তনয় ॥
 বিক্রমে শমন জিনে রূপে পঞ্চ-শর ।
 ঐশ্বর্য্যে বাসব জিনে ধর্ম্মে তৎপর ॥
 অশ্বমেধ হেতু ঘোড়া বরিল^{১২} রাজন^{১৩} ॥
 রক্ষক করিয়া দিল যত^{১৪} পুত্রগণ ॥ (২৮০০)

(১) 'বদনে' ক, খ, ঘ, ঙ; (২) 'নারদ আরম্ভিল গান' ক, খ, ঘ; (৩) 'পূর্বে-অমুরূপ-রূপ হৈলা ভগবান' ॥ ঘ; (৪) 'হৃদয়-সলিলে তান' গ; 'হৃদয়ের সলিলে' খ; 'পূর্বে-অমুরূপ হৈলা প্রভু ভগবান' ॥ ক, খ; (৫) 'মুচ্ছিত হইছে দেখি হৃদয় গদাধর' ॥ ক, খ; 'মুচ্ছিত হইছে দেখিলা গদাধর' ॥ ঘ; (৬) 'উপর' খ; (৭) 'বৈসে দেব মহেশ্বর' ॥ ঘ;

(৮) 'দেখিলা বিস্মিত হৈলা' ক, খ, ঘ; (৯) 'গেলা' ইত্যাদির স্থলে 'তবে করিলা গমন' ॥ ক, খ, ঘ; (১০) 'তার পাছে, খ, ঘ; (১১) 'বাইট', ক, খ, ঘ; (১২) 'এড়িল' খ; 'করিল ঘ; (১৩) 'সাজন' ঘ; (১৪) 'সব' গ;

পূর্ব-ঐশ্বর্য্য আছে তার শুন বিররণ^{১৫} ।
 আপনার ইচ্ছা-প্রায় অশ্বের গমন^{১৬} ॥
 নানা দেশে ভ্রমিলেক^{১৭} সেহি অশ্ব-বর ।
 কেহ না বাকিল^{১৮} ঘোড়া ভ্রমে নিরন্তর ॥
 ভ্রমিতে ভ্রমিতে ঘোড়া হৃদ দেখি ভাল^{১৯} ॥ (২৮১৫)
 সেই হৃদে প্রবেশিলা সপ্ত পাতাল^{২০} ॥
 রসাতলে গেল অশ্ব ভোগবতী-পুরে^{২১} ।
 কপিলে পাইয়া ঘোড়া বাকিল তাহারে^{২২} ॥
 সাগরের পুত্র সব ঘোড়া বিচারিয়া ।
 আচম্বিত হৃদ দেখি প্রবেশিল গিয়া ॥ (২৮১০)
 অশ্ব-পদ-চিহ্ন দেখি গেলা সেই পথে ।
 তপস্থা করয়ে মুনি দেখিলা সাক্ষাতে ॥
 সমাধি করিয়া মুনি আছে যোগ-ধানে ।
 ঘোড়া বিচারিয়া গেলা তান বিদ্যামানে ॥
 মদে মত্ত কুমার সকল হীন-জ্ঞান । (২৮১৫)
 ঘোড়া চাহিল গিয়া^{২৩} কপিলের স্থান ॥
 সমাধিত আছে মুনি নাহি আছে^{২৪} জ্ঞান ।
 সকল কুমারে বেড়িল সেই স্থান ॥
 না পাই উত্তর কিছু সাগর কুমার ।
 ক্রোধ করি মুনিরে লাগিল কহিবার ॥ (২৮২০)

(১৫) 'পূর্বাপর ক্রমে আছে শুন বিররণ' ক, খ, 'শাজ-ক্রমে ভ্রমার ঘোড়া যথা ইচ্ছা মন' ॥ গ; (১৬) 'আপন ইচ্ছার প্রায়' ইত্যাদি ক, খ; 'চারি ভিতে বেড়িয়া রাখয়ে আইগণ' ॥ গ; (১৭) 'গিরাছিল' ক, খ, ঘ; (১৮) 'দেখিল' ঘ; (১৯) 'তলে' গ; (২০) 'পাতালে' গ; (২১) 'রসাতলে' ইত্যাদি শ্লোক-দ্বয় খ-পুথিতে নাই। 'ভূপতি-পুরে' ঘ; 'ভবিষ্ণু পুরে' ক; (২২) 'যজ্ঞ হেতু বাকিলেক পাইয়া তাহারে' ॥ ক, খ; 'পুণ্য হেতু পাড়া লাগ বাকিল তাহারে' ॥ ঘ; (২৩) 'ঘোড়া বিচারিয়া পাইল' ক, খ; 'ঘোড়া পাইয়া হরিশ হইল' গ; (২৪) 'সমাধিত' ইত্যাদি শ্লোক দুইটা কেবল খ-পুথিতে আছে।

‘ঘোড়া চুরি করিয়াছ’ ভণ্ডাম করি ।
 এই বেটা ঘোড়া চোর বান্ধি লও ধরি ॥”
 শুনিয়া কটাক্ষ করি চাহে মহা-ঋষি ।
 ষাটি সহস্র ভাই* তৈলা ভস্ম-রাশি ॥
 শর্ত-ভাগে রহিলেক ভস্ম-চয় হৈয়া । (২৪২৫)
 ছয় শত বীরের ভস্ম একত্র করিয়া ॥
 এক-স্থানে* ভস্ম হৈল ছয় শত কুমার ।
 এহি মতে ভস্ম হৈল ষাট হাজার ॥
 নারদেত শুনি তবে সগর রাজন* ।
 ঘোড়া আনি যজ্ঞ-পূর্ণ দিলেক তখন ॥ (২৪৩০)
 নারদের উপদেশ গঙ্গা আনিবার ।
 তপস্যা করিয়া রাজা হইলা সংহার ॥
 তার পুত্র পোক্ত যত সেই তপোবনে ।
 নারিল আনিতে গঙ্গা তেজিল জীবনে ॥
 তার পরে ভৃগু-রাম নারায়ণ-অংশ* । (২৪৩৫)
 নাশিল সকল ক্ষেত্রী আর সূর্য্যবংশ ॥
 দিলীপের দুই স্ত্রীয়ে জানি সব তব* ।
 দুই জনের সংযোগে জন্মিলা ভগীরথ ॥
 শৈশব-অন্তরে হৈল যৌবন প্রবেশ* ।
 ভূজ-বলে করতল কৈলা তিন* দেণ ॥
 পুত্রের বিক্রম দেখি হরিষ জননী । (২৪৪০)
 কহিতে লগিল আদি পুরাণ-কাহিনী ॥
 রসাতলে তোমার পুরুষ যত জন ।
 সাহস করিয়া নেও বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥
 জননীর বচন শুনিয়া ভগীরথ ।
 বিরিকি পুঞ্জিলা গিয়া হেমন্ত-পর্বত* ॥ (২৪৪৫)

(১) ‘করি তুমি’ ব ; (২) ‘লৈয়া যাব’ ব ; (৩) ‘কুমার’ ব ; (৪) ‘এখানে (একখানে গ)’ ব ; (৫) ‘নারদেত শুনি’ ইত্যাদি তিনটি শ্লোক কেবল গ পুথিতে আছে ।

(৬) ‘তার পরে’ ইত্যাদি শ্লোক গ-পুথিতে নাই ।

(৭) ‘দুই স্ত্রীর ভগ্নে ভগ্নে করিতে পুঞ্জিলা ।

জন্মিল সন্ততি ভগীরথ নাম তার ॥’ ক, খ, ব ;

(৮) ‘প্রকাশ’ গ ; (৯) ‘নিজ’ ব ; (১০) ‘সমস্ত’ ক, ‘সামান্য’ গ ;

শীত-কালে সলিলেত করি পদ্মাসন ।
 নিযুতাক* করিলেক ত্রাণা-আরাধন ॥
 নিদাঘে আনল মধ্যে সিদ্ধাসন* করি ।
 নিযুতাক তপ কৈল* প্রজাপতি স্মরি ॥
 উর্দ্ধ-পাদে লক্ষ-অঙ্ক করিল স্তবন । (২৪৫০)
 পরিণামে বিস্তর করিলা যোগাসন ॥
 শরীর উপরে হৈল বল্মীক-শিখর ।
 কলেবর ভেদি বৃক্ষে* করিল জর্জর ॥
 হইল অসংখ্য বৃক্ষ ছিদ্ৰ নাহি অঙ্গ* ।
 সমাধি করিয়া আছে যোগ নহে ভঙ্গ ॥ (২৪৫৫)
 বিগম তপস্থা তার দেখি চমৎকার ।
 ভয় পাইয়া ত্রাণা গেলা নিকটে তাহার ॥
 মস্তকে ধরিয়া ত্রাণা* তুলিলা আপনে ।
 কর-পুট করি বোলে মধুর-বচনে ॥
 “উঠ উঠে আরে বাপ* সূর্য্য-বংশ-মুনি । (২৪৬০)
 এমত অশক্য তপ নাহি দেখি শুনি ॥”
 ত্রিভুবনে হেন কর্ম্ম কোন জনে করে ।
 মনুগোর শক্তি* কিবা দেবেও না পারে ॥
 কোন* বর চাহ বাপ* মোর ঠাঞি কহ ॥
 চিন্তের মানস যেহি সেহি বর লেহ* ॥ (২৪৬৫)
 চৈতন্য* পাইয়া রাজা ত্রাণাকে দেখিয়া ।
 প্রণাম করিয়া কহে চরণে পড়িয়া* ॥

(১১) ‘এহি মতে’ ব ; (১২) ‘পদ্মাসন’ ব ; (১৩) ‘কৈল স্তব’ গ । (১৪) ‘তার’ ক, খ ; ‘তহু’ ব ; (১৫) ‘বল্মীক শিখরে তার ভেদ নাহি অঙ্গ ।’ গ ; ‘হইল অসংখ্য বৃক্ষ (‘তর’ খ) ভেদ (‘ছিদ্ৰ’ খ) নাহি অঙ্গ ।’ ক, খ, (১৬) ‘মাথে ধরি অঙ্গপতি’ ব ; (১৭) ‘বাপু’ ব, ‘রাজা’ গ ; (১৮) ‘এমত তপস্যা আর কহু নাহি শুনি ॥’ ব ; ‘এমত অশক্য তপ কোথা নাহি শুনি ॥’ গ ; (১৯) ‘কর্ম্ম’ ব ; (২০) ‘কিবা’ ব ; (২১) ‘বাপু’ ব ; (২২) ‘মনের অস্তীষ্ট পুরি বর মাগি লেহ ॥’ গ ; (২৩) ‘চৈতন্য’ গ ; (২৪) ‘ধরিয়া’ গ ;

“শুন’ প্রভু চতুর্ভুজ শুন’ নিবেদন ।
 জানিয়া আমাতে কেনে পুছ বিবরণ ॥
 অস্তর্গামী হৈয়া প্রভু মোরে পুছ কেনে । (২৪৭০)
 কহিমু সকল কথা তোমার চরণে ॥
 কপিল-মুনির শাপে পুরুষ সকল ।
 ভস্ম-চয় হৈয়া * সব রৈল রসাতল ॥
 কোন মতে মুক্ত হৈয়া বৈকুণ্ঠে যায় ।
 আপনে কহিয়া দেও যে হয় * উপায় ॥ (২৪৭৫)
 ব্রহ্মা বোলে—“আমি তার চিস্তিছি প্রকাব * ।
 যে-মতে হইব মুক্ত শুন সমাচার ॥
 শিবের সঙ্গীত রসে মজি অগ্নিধাত ॥
 জল-রূপ হৈয়া আছে তাজ-কোঠাত * ॥
 ‘তাহাতে’ অগ্নি কহা গঙ্গা নাম তার * । (২৪৮০)
 ‘তানে’ আমি পিতৃ-লোক করহ উদ্ধার * ॥
 যদি বা শিবেরে হরি * করিয়াছে দান ।
 ‘তাজ-কোঠাতে’ * উক্ত আছে * অধিষ্ঠান ॥”
 ব্রহ্মার বচন শুনি রাজা ভগীরথে ।
 পুনরপি জিজ্ঞাসা করিল ষোড়-হাথে ॥ (২৪৮৫)
 “তাজ-কোঠার’ কথা অগ্নেও না’ * জানি ।
 কেমনে যাইমু তথা কহ’ * পদ্ম-যোনি ॥”
 ব্রহ্মা বোলে “শুন রাজা আমার বচন ।
 মোর রথে যাও তুমি করি আরোহণ ॥”
 প্রজাপতির হংসযুক্ত * বিমল বিমান । (২৪৯০)
 অলঙ্কিতে লৈয়া গেল কোঠা’ * সন্নিধান ॥

কোঠার’ * নিকট যদি গেলা নরেশ্বর ।
 কর-পুট করি স্তুতি করিলা বিস্তর ॥
 “তোমার চরণে দেবি কোটা নমস্কার’ * ॥
 মোর পিতৃ-গণ’ * মাও করহ উদ্ধার’ * ॥” (২৪৯৫)
 রাজার স্তুতিয়ে দেবী সদয় হইয়া ।
 অঙ্গীকার করিলেন কোঠাতে’ * থাকিয়া ॥
 “আসিয়াছ ভগীরথ সব আমি জানি ।
 বিগেধে করিছে আচ্ছাদেব পদ্ম-যোনি ॥
 অবশ্য যাইমু আমি মর্ত্য-ভুবন । (২৫০০)
 উদ্ধাব করিমু রাজা’ * তোমার পিতৃ-গণ ॥
 কিন্তু এক-খানি কথা শুন সাবধানে ।
 জটা পাতি লউক আসি দেব পঞ্চাননে’ * ॥
 গঙ্গার বচন শুনি রাজা ভগীরথে’ * ॥
 স্তবন করিতে যায় শিবের সাক্ষাতে’ * ॥ (২৫০৫)
 কৈলাস-শিখরে চলি গেলা শীঘ্র-গতি ।
 শিবের চরণে গিয়া করিল প্রণতি’ * ॥
 সত্যবতী-স্বত ব্যাস নারায়ণ-অংশ ।
 সজ্জপে রচিল পুণ্যশ্লোক হরিবংশ ॥
 সেই শ্লোক বাখান করিয়া পদ-বন্ধে । (২৫১০)
 লোকে বুঝিবারে বোলে দীন ভবানন্দে ॥

লাচাড়ী’ * .

ষোড় করি দুই ডুজ ধোয়াইয়া পদাঙ্ক
 ভগীরথে করয়ে স্তবন ।

“নমো জয় মহেশ্বর নমো জয় দিগম্বর

নমো জয় দেব’ * ত্রিলোচন ॥ ৬ ॥ (২৫১৫)

(১) ‘অগ্নে’ গ ; (২) ‘করো’ ঘ ; (৩) ‘ভস্ম’ হৈয়া
 তার’ গ ; (৪) ‘তাহার’ ক, খ ; ‘তার’ ঘ ; (৫) ‘চিস্তি
 প্রতিকার’ খ । (৬) (১১) (১৩) সর্ষপ ‘ডমরু-কটা’ গ ;
 ‘ভমোর-খটা’ ; ক ; ‘অঘর-কটা’ খ ; ‘তবুর কটা’
 ঘ ; ‘তাজ-কোঠা’ ছ । (৭) ‘সেই ‘জলে’ গ ; (৮) ‘তান’ গ ;
 (৯) ‘পিতৃ-লোক’ ইত্যাদি স্থলে ‘নিস্তার করহ পিতৃগণ’
 গ ; (১০) ‘প্রভু’ গ ; (১২) ‘তান আছে’ ঘ ; (১৪) ‘বার্তা
 জন্মে নাহি’ ঘ ; (১৫) ‘শুন’ ঘ ; (১৬) ‘বল’ ঘ ;
 (১৭) ‘খটা’ ক ; ‘কোঠা’ ছ ;

(১৮) ‘খটার’ ক ; ‘কোঠার’ ছ ; (১৯) ‘অনেক করিলা স্তব
 মাগি পরিহার’ গ ; (২০) ‘লোক’ গ ; (২১) ‘নিস্তার’ গ ;
 (২২) ‘খটাতে’ ক ; (২৩) ‘কহিয়া দিমু’ ঘ ; (২৪)
 ‘জটা পাতি লৈলে দিছি দেব ত্রিলোচনে’ ; গ ; (২৫)
 ‘শিবের স্তুতিলা গিয়া কৈলাস-পর্কতে’ ; ঘ ; (২৬)
 ‘ভগীরথ’ গ ; ‘কৈলাস-শিখরে’ ইত্যাদি শ্লোক ঘ-পৃথিতে
 নাই । (২৭) ‘প্রণত’ গ ; (২৮) ‘লাচাড়ী’ দীর্ঘ ছন্দ
 রাগ বরাড়ী’ ক, খ, ঘ ; (২৯) ‘নমো দেব’ গ ;

নমো জয় বিশ্বেশ্বর নমো জয় কণিধর^১
 নমো জয় দেব ত্রিপুরারি।
 নমো জয় বাণেশ্বর নমো জয় দেব হর^২
 নমো নমো দেব চক্র ধারি^৩ ॥
 নমো জয় পশু-পতি নমো জয় দেব-গতি^৪ (২৫২০)
 নমো জয় বিভূতি-ভূষণ।
 নমো জয় বিশালাক্ষ নমো জয় বিরূপাক্ষ
 নমো নমো দেব পঞ্চানন ॥
 নমো জয় শঙ্কর নমো জয় সর্বেশ্বর
 নমো জয় রক্ত সনাতন। (২৫২৫)
 নমো জয় মহাদেব নমো জয় সুর-সেব
 নমো নমো জয় শুক্লানন^৫ ॥
 নমো জয় শূল-পাণি নমো জয় মালা-ফণী
 নমো জয় অনাদি-নিধন।
 নমো জয় অস্ত্র-ধারী নমো জয় অঙ্গীকারী^৬ (২৫৩০)
 নমো নমো জয় ত্রিলোচন^৭ ॥
 সহজে করুণা-সিদ্ধ ললাটে কলাপ ইন্দু^৮
 • তুমি বিনে কেবা আছে আর।
 স্বজন-সংহার-কর্ম সকল তোমার ধর্ম^৯
 পিতৃ-লোক করহ উদ্ধার ॥ (২৫৩৫)
 তাম্র-কোঠাতে গিয়া জটা পাতি গঙ্গা লৈয়া
 ব্যস্ত কর এ তিন ভুবন^{১০}।
 পিতৃ-গণ হৈব মুক্ত তুমি হৈলে কৃপা-যুক্ত
 এতেকে করি হে^{১১} নিবেদন ॥ ৬”

রাজার স্তবন শুনি হাসি বোলে শূল-পাণি (২৫৪০)
 “চল যাই তাম্র-কোঠা হ
 গঙ্গা করে যত গর্ব বিনাশ কবিসু সর্ব
 বান্ধিয়া যে রাখিমু জটাত ॥
 হস্তে^{১২} ত্রিশূল করি চাঁদলেক ত্রিপুরারি
 মিলিল তাম্র-কোঠা যথা। (২৫৪৫)
 গঙ্গা বোলে “ত্রিলোচন আসিয়াছ কি কারণ
 কহ শুনি নিবরণ-কথা^{১৩} ॥”
 লোচন^{১৪} করিয়া রাজা শিবে বোলে শুন গঙ্গা
 আসিয়াছি আমি যে কারণ।
 গোবিন্দে কহিছে নোরে বিবাহ করিতে তোবে
 (২৫৫০)
 কেনে বিসরিলা^{১৫} বিবরণ ॥
 দান করিয়াছে হরি সহজে আমার নারী
 না যুয়ায় এথা রতিবার।
 যৌবন-উষেগে তোর চল তুমি নিজ ঘর^{১৬}
 তুমি বিনে কে আছে আমার ॥ (২৫৫৫)
 তোকে পাইলু সত্য-যুগে গলে সে করিছি ভোগে
 ত্রেতা-যুগ হৈল অবসান।
 তুমি বড় দুরাচার কর বাসি কদাচার^{১৭}
 এই হেতু রহ এতি স্থান ॥
 ঘরে নিলে যত্ন করি, পুনি পুনি আইস ফিরি (২৫৬০)
 প্রকৃতি-চপল হেন বাসি।
 কিবা হৃদয়-ধরে দিয়াও না দিছে^{১৮} মোরে
 আপনে করিলা নিজ-দাসী ॥

(১) ‘নমো জয় বিশ্বেশ্বর’ ইত্যাদি কণিধ গ-
 পুথিতে * চিহ্নিত কলির পরে সন্নিবেশিত
 হইয়াছে। (২) ‘হরি-হর’ গ; (৩) ‘অঙ্ক-চক্র-ধারি’ খ,
 ‘দেব চক্রধারি’ ঘ; (৪) ‘জীবগতি’ ক, খ, গ;
 (৫) ‘নমো জয়’ ইত্যাদির স্থলে ‘জয় অনাদিনিধন’ ক, খ;
 ‘নমো জয় শুক্লানন’ খ, ঘ; (৬) ‘অহঙ্কারী’ ক, খ;
 ‘অলঙ্কারী’ গ; (৭) ‘পঞ্চবর্নন’ ঘ; (৮) ‘চন্দন বিন্দু’ ঘ;
 (৯) ‘স্বজন পাল সংহার কর্ম, তুমি ত পরম ব্রহ্ম’ গ;
 ‘স্বজন সংহার ব্রহ্ম (ধর্ম)’ ‘সকল তোমার কর্ম’ ঘ;
 (১০) ‘ব্যস্ত হৌক সকল ভুবন’ গ; (১১) ‘কহিলু’ গ;

(১২) ‘সে সকল কথা’ ক, খ; ‘মনোহিত কথা’ গ;
 (১৩) ‘ত্রিলোচন’ গ; (১৪) ‘পাসরিলা’ খ, গ, ঘ;
 (১৫) ‘যৌবন-উষেগ’ ইত্যাদি ছয়টি চরণের স্থলে—
 ‘তুমি বড় দুরাচার কর বাসি কদাচার
 এথেকে রহিছ একেশ্বর’ ঘ;
 (১৬) ‘তুমি বড় কদাচার, কর বাসি পরদার’ ক, খ,
 ঘ; (১৭) ‘দিল’ ক, খ, ঘ;

যরে নিলে এহি বার	ছাড়িয়া না দিমু আর	চণ্ড ^{১২} শঙ্খ-নাদ করি	সূর্য্যবংশ-অধিকারী
জটে বেড়ি ^১ রাখিমু তোমারে ।	(২৫৬৫)	চলিল শিবের পদ সেবি ।	
বিলম্বে নাহিক কাজ	যবে না পাইছ লাজ ^২	আগে যায় ভগীরথ বিচারি পাতাল-পথ ^৩	(২৫৯০)
কত কাল ভাণ্ডিবা ^৪ আমারে ॥”		সেই দৃষ্টে যান গঙ্গা-দেবী ॥	
জ্যেথে চক্ষু দেখি রাজা	ভয় পাইয়া বোলে গঙ্গা	তাত্র-কোঠা ইতে ^৫	বহিলা শিবের মাথে
“শুন প্রভু মোর নিবেদন ।		সেই খানে ^৬ বোলি মন্দাকিনী ।	
তাত্র-কোঠার জল	অবি ^৭ পড়ে সেহি স্থল (২৫৭০)	ব্রজা-পুরী আসি মিলে	পূরিল গঙ্গার জলে
কুণ্ড হৈয়া লাগে সেইক্ষণ ^৮ ॥		অলকনন্দা সেখানে ^৯ বাখানি ॥	(২৫৯২)
নাশ হৈব ত্রিভুবন	শুন প্রভু ত্রিলোচন	মিলিল ইন্দ্রের পুরী	সম্পূর্ণ হইল বারি
রহিয়াছি এই সে নিমিত্ত ।		সেহি স্থান বোলি সুর-নদী ।	
জটা পাতি লহ মাথে	সকল কহিলু তত্তে	বৈদ্য হৈল আচম্বিত	গঙ্গা হৈল ^{১০} চমকিত
জানিয়া করিবা যে উচিত ॥	(২৫৭৫)	সম্মুখে পাষণে ^{১১} ঠেকে যদি ॥	
গঙ্গার আকৃত ^{১২} জানি	হরযিত শূল-পাণি	ভগীরথে দেখে কিরি	না চলে গঙ্গার বারি (২৬০০)
জটা পতি দিলা ^{১৩} সেই-ক্ষণ ।		স্তবিত্তে লাগিলা ^{১৪} পুনর্ব্বার ।	
তাত্র-কোঠার নদী	শিরেত বহিল যদি	আজ্ঞা কৈলা গঙ্গা দেবী	“গঙ্গা আন ইন্দ্রে সেবি
জটে বন্ধী কৈলা ত্রিলোচন ^{১৫} ॥		তবে সে আমার প্রতিকার ॥”	
গঙ্গার বিলম্ব দেখি	ভগীরথ মনে দুখী (২৫৮০)	গঙ্গার আদেশ পাইয়া	ইন্দ্রের নিকটে গিয়া
“কেনে মাও ব্যাজ কর আর ।”		স্তবন করয়ে নরেশ্বর ।	(২৬০৫)
গঙ্গা বোলে “ভগীরথ	অবিবার নাহি পথ	“নমো নমো সুর-মণি	নমো নমো বজ্র-পাণি
শিব হনে ^{১৬} করহ উদ্ধার ॥”		নমো নমো দেব পুরন্দর ॥	
গঙ্গার বচন ^{১৭} শুনি	সূর্য্যবংশ-নৃপমণি	নমো পারিজাত-ধারী	নমো নমো বৃদ্ধ-অরি ^{১৮}
শিবেরে স্তবন করে পুনি ।	(২৫৮৫)	নমো নমো সহস্র-লোচন ।	
মহাদেব ডুষ্ট হৈয়া	এক জটা খসাইয়া	নমো গতি-মেঘ-বাত ^{১৯}	নমো হয়-গঙ্গা-নাথ ^{২০} (২৬১০)
গঙ্গা এড়িল শূল-পাণি ^{২১} ॥		নমো নমো কশ্যপ-নন্দন ॥	

(১) ‘বাঙ্কি’ ক, খ; (২) ‘যদি বা না পাইবা লাজ’ ক, খ; ‘যবে তুমি ভাব লাজ’ গ; (৩) ‘বন্ধিবা’ ক, খ, ঘ; (৪) ‘অবি’ ক, খ, ঘ; (৫) ‘ততক্ষণ’ ঘ; (৬) ‘আদেশ’ ক, খ, ঘ; (৭) ‘লহে’ ক; ‘দৈল’ খ; (৮) ‘জটা বাঙ্কি করিষ্ গমন’ ঘ; (৯) ‘হৈতে’ ক, খ, ঘ; (১০) ‘উত্তর’ ঘ; (১১) ‘গঙ্গা হৈলা ত্রিপথ-গামিনী’ ক, খ, গ;

(১২) ‘প্রচণ্ড’ ঘ; (১৩) ‘বিচার করিয়া পথ’ গ; ‘বিচারি পর্ত্ত-পথ’ ঘ; (১৪) ‘হৈতে’ ক, খ, ঘ; (১৫) ‘স্থান’ ক, খ, ঘ; (১৬) ‘তথ্যে’ ক, খ, ঘ; (১৭) ‘দেবী’ ক, খ, ঘ; (১৮) ‘পাষণ’ ক, খ, ঘ; (১৯) ‘জতি করিতে লাগে’ ঘ; (২০) ‘ত্রিপুরারি’ ঘ; (২১) ‘পতি মেঘ-নাথ’ ঘ; (২২) ‘নমো সুর-নাথ’ ঘ;

নমোহঁ কিসর-গতি	নমো অপসর-পতি	নমো খেতবর্ণ-অঙ্গ	নমো নমো মাতঙ্গ
নমো নমো দেব শচী-কাস্ত		নমো শচী-পতির বাহন।	
ষোড় করি দুই পানি	বোলে সূর্য্যবংশ-মুনি	বিজয় করি আপনে	পাণাণ তুলিবা ^{১১} টানে
“শুন প্রভু আমার বৃত্তান্ত ॥ (২৬১৫)		তবে গঙ্গা করিব গমন ॥”	(৩৩৫)
পিতৃ-লোক উদ্ধারিতে	তাজ-কোঠা হতে	গজে বোলে “নরেশ্বর	শুন মোর উত্তর
গঙ্গা পাইলু ^{১২} হর আরাধিয়া		আইস গিয়া গঙ্গাতে পুছিয়া ^{১৩} ।	
রহিল তোমার পুরে	শ্রোত চলিবার নায়ে	সাবধানে কৈও ^{১৪} তুমি	তবে সে যাইমু আমি
‘রহিলেক ^{১৫} শিলাতে ঠেকিয়া ॥		যদি বৈসে মোর ঠাঞি ^{১৬} বিহা ॥”	
পাঠাইছে গঙ্গা-দেবী তে কারণে ^{১৭} তোমা সেবি(২৬২০)		শুনিয়া বিবশ ^{১৮} হৈয়া গঙ্গার নিকটে গিয়া (২৬৪০)	
ঐরাবতে কর অমুমতি।		ভয়ে কিছু না কহে রাজন।	
শিলা যদি শুণ্ডে তোলে	তবে গঙ্গা-দেবী চলে	অভিপ্রায়-কার্য্য ^{১৯} করি	অন্তবামী হুরেশ্বরী
নিবেদন শুন হুর-পতি * ॥”		জিজ্ঞাসিল মধুর বচন ॥	
বোলিল কাশ্যপাংগজ	“মোর বশ নহে গজ * ॥	ভগীরথে বোলে “আই	কহিতে সঙ্কোচ পাই
আপনে স্বতন্ত্র ঐরাবত। (২৬২৫)		না কহিলে মোর নহে হিত ^{২০} ॥ (২৬৪৫)	
যেমন স্তবিল মোরে	ষিগুণ স্তবিবা ^{২১} তারে	তুমি তারে ^{২২} বর যবে	ঐরাবত আইসে তবে
গজ লৈয়া যাহ ^{২৩} ভগীরথ ॥”		জানিয়া করিবা ^{২৪} যে উচিত ॥”	
ইন্দ্রের বচন শুন	সূর্য্যবংশ-নৃপ-মণি ^{২৫}	শুনি অতি কুতূহলে	গঙ্গা-দেবী হাসি ^{২৬} বলে
গজেন্দ্রে সেবয়ে স্তুতি করি।		“শুন শুন রাজা ভগীরথ।	
“নমো নমো গজেশ্বর নমো নমো করি-বর (২৬৩০)		অবিলম্বে আন গিয়া যোগ্য-স্থানে হৈব বিহা (২৬৫০)	
নমোহঁ কুঞ্জর-অধিকারী ॥		তুরিতে আইলুক ঐরাবত ^{২৭} ॥”	

(১) ‘নমোহঁ * দেবের গতি’ গ; ‘নমো অপসর-পতি’ ঘ; (২) ‘ষোড় করি’ ইত্যাদি চরণ দুইটি ঘ-পুথিতে নাই। (৩) ‘নেই’ ক, খ, ঘ; (৪) ‘বিলম্ব হৈল’ ক, খ, ঘ; (৫) ‘এথেকে’ ক, খ, ঘ; (৬) ‘শুন মহামতি’ গ; (৭) ‘বলিলেক ইন্দ্ররাজ, মোর বশ নহে কাজ’ ঘ; (৮) ‘ভজিবা’ গ; (৯) ‘চল’ ক, খ, ঘ; (১০) ‘সূর্য্যবংশ-নিরোমণি’ ক, খ, গ; ‘ইন্দ্রের বচন’ ইত্যাদি স্রোকের স্থলে—

‘তুমিই ইন্দ্রের বাণী * সূর্য্যবংশ-নৃপ-মণি
তথা হইতে করিলা গমন।

বিস্মিত হইয়া মন করিলেক নিবেদন
ষোড়-হস্ত সজল-নয়ন ॥’ ঘ-পুথি,

গঙ্গার বচন শুন চলে সূর্য্যবংশ-মুনি
গজ-স্থানে কহিল সকল।
হুবেশ করিয়া অঙ্গ মদে মত্ত মাতঙ্গ
আসিয়া মিলিল মহাবল ॥ (২.৬৫৫)

(১১) ‘তুলিয়া’ গ, ঘ; (১২) ‘আদিও গঙ্গাতে জিজ্ঞাসিয়া’ ক, খ, ঘ; (১৩) ‘কৈবা’ গ; (১৪) ‘ব্যাঙ্কল’ গ; (১৫) ‘কর্ম্ম’ গ; (১৬) ‘কহিবারে না হয় উচিত’ ঘ; (১৭) ‘গজ’ গ; (১৮) ‘কহিলা’ গ; (১৯) ‘তারে’ ঘ; (২০) ‘অবিলম্বে’ ইত্যাদি চরণ দুইটির স্থলে—

‘বিলম্ব না কর রৈয়া গজ-স্থানে কহ গিয়া

যোগ্য স্থানী হৈব ঐরাবত^{২৮} ॥’ ঘ;

‘অবিলম্বে আন গিয়া আসিয়া করিলা (করুক ?) বিহা

যোগ্য স্থানী পাইলা (নৃপ) ঐরাবত ॥’ ঘ;

ক-পুথিতে ‘শুনি অতি’ ইত্যাদি স্রোক নাই।

সলিলের মধ্যে পড়ি	শুণে পাখাণ বেড়ি ^১	সত্যবতী-সুত মুণি	অবনী করিল ধনি (২৬৮০)
দিড় ^২ করি মারে যদি টান ^৩ ।		নারদী-পুরাণ করি ভগ্ন ।	
কাহাতে কুমারী এক	আচম্বিতে জন্মিলেক	বিমল ধর্মের অংশ	পুণ্যলোক হরিবংশ
রূপে বেশে গঙ্গার সমান ॥		ইতিহাস ক্রমে হৈল মগ্ন ॥	
গঙ্গা বোলে “সত্য কও কাহার কুমারী হও (২৬৬০)		সেহি পুণ্য-কাহিনী	অমৃত-সমান শুনি
কেনে তুমি আছিলি পাখাণে		পুণ্য বাড়ে পাপ হয় ক্ষীণ ^{১০} ।	(২৬৮৫)
গঙ্গার মধুর বাণী	কুমারী কহিল শুনি	পাইয়া সারদা-বর	লোক ভাসি মনোহর
“শুন মাও হৈয়া সাবধানে ॥		রচিলেক ভবানন্দ দীন ॥	
বাপ মাও নাহি মোর	জন্ম তোমার গোচর		
তুমি মোর জনক-জননী ^৪ ।	(২৬৬৫)		
কিরূপে রহিমু আমি	অঙ্গীকার কর তুমি		
নদী হৈতে চিন্তে ^৫ অমুমানি ॥”		“এহি মতে যমুনার জন্ম হৈল তথা ^৬ ।	
শুনি গঙ্গা হরষিত	কহিলেক সমুচিত	কহিলাম সুবদনি পূর্বাপর কথা ॥	
“তোর মনে হেন লয় ^৭ যদি ।		যমুনা আমার বাকা নারে লজ্জিবার	(২৬৯০)
সিদ্ধ ^৮ তোর মনস্কাম যমুনা রাখিলু নাম (২৬৭০)		হরি-কায়-জল হনে ^৯ জনম গঙ্গার ॥”	
চিত্রকূট-মুখে বহ নদী ॥”		পুলকিত হৈয়া বোলে রাধা সুবদনী ।	
গঙ্গার আদেশ পাইয়া	চিত্রকূট গিরি দিয়া ^৮	“কহ কহ সবিশেষ প্রভু যত্ন-মণি ॥	
গঙ্গার দুহিতা বহে ^৯ যদি ।		হরি-কায়-জল হনে ^{১০} জনম গঙ্গার ^{১১} ।	
অতি-চণ্ড স্রোত চলে	পর্বত-পাখাণ টলে	কেমতে বাকোর বশ হইলা তোমার ॥	(২৬৯৫)
যমুনা বহিতে লাগে ^{১০} নদী ॥	(২৬৭৫)	ই বড় বিস্ময় প্রভু মোর মনে লয় ।	
শুনিলা কহিলু ^{১১} কথা	যমুনা গঙ্গার স্ততা	হরির সহিত কিবা তোমার প্রণয় ॥	
বাকা কেন লজ্জিব আমার ।		সে সকল সমাচার কহ প্রাণেশ্বর ।	
দ্রবিল অখিল-নাথ ^{১২}	গঙ্গার উত্তর তাথ	শুনিবার অজ্ঞা বড় কাব্য মনোহর ॥”	
কহিলু পুরাণ-সমাচার ॥”		রাধার আকৃত জানি ^{১৩} প্রভু নারায়ণ ^{১৪} ।	(২৭০০)
		কহিতে লাগিলা আদি পুরাণ কথন ^{১৫} ॥	

(১) ‘জড়ি’ ঘ; (২) ‘দড়’ ক, খ, ঘ; (৩) ‘দিল এক টান’ ক, খ, ঘ; (৪) ‘তুমি মাও আমার জননী’ গ; (৫) ‘মনে’ গ; (৬) ‘হৈল’ ক, খ, গ; (৭) ‘সুতা’ ক; ‘হউক’ ঘ; (৮) ‘গিয়া’ গ; (৯) ‘হৈল’ ঘ; ‘রৈল’ গ; (১০) ‘চলে’ ক, ‘আছে’ ঘ; ‘যমুনা বহিয়া গেল নদী’ ঘ; (১১) ‘শুন প্রিয়া কহি’ ক, খ, ঘ; (১২) ‘লক্ষীর নাথ’ ঘ;

(১৩) ‘হীন’ গ; ‘সেহি পুণ্য-কাহিনী’ ইত্যাদি শ্লোকটা ক ও খ-পুথিতে নাই। (১৪) ‘এথা’ গ; (১৫) ‘হরি-পাদোদক হৈতে’ ঘ; (১৬) ‘হরির অব-জল হৈতে’ ঘ; (১৭) ‘হরি-কায়-জল হনে’ (‘হৈতে’ ক, খ) অর্থ সুরেশ্বরী। তোমার বাক্যে হৈল বশ তাহার, কুমারী ॥’ ক, খ, (১৮) ‘দেখি’ গ; (১৯) ‘যত্ন-মণি’ ঘ; (২০) ‘কাহিনী’ গ; ঘ;

[ব্রহ্ম হইতে বিশ্বের উৎপত্তি বর্ণন]

“আমি ব্রহ্ম সনাতন কহিলু নিশ্চিত” ।
 ভার খণ্ডাইতে আসিয়াছি পৃথিবীতে” ॥
 ত্রিভুবনে যত সব করিছি নির্মাণ ।
 সর্ব-ভূতাশ্রয় আমি পূর্ণ ভগবান ॥ (২৭০৫)
 আমি জল আমি স্থল আমি সে অম্বর ।
 সকল ব্যাপিয়া প্রিয়া অধিষ্ঠান মোর ॥
 আমি স্থল আমি সূক্ষ্ম আমি নৈরাকার ।
 উত্তম অধম হীন অংশ আমার” ॥
 অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভাসে নোর লোম-রূপে (২৭১০)
 অস্ত্রে কত মুক্তি হয় জ্যোতির্ময়-রূপে” ॥
 সহ রজ তম আমি” তিন গুণধর ।
 সাম যজু ঋক আর অথর্বদ-পর” ॥
 • আমি সে সমুদ্র” রূপ আমি সে পর্বত ।
 আমি সে স্থাবর জঙ্গম সর্ব-তত্ত্ব ॥ (২৭১৫)
 নিখিল ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ড খণ্ড-রূপ খিল” ।
 সকল বিনাশি হৈয়া তরঙ্গ-সলিল ॥
 প্রলয়-কালে ত বিশ্ব” একাৰ্ণব হৈলে ।
 বট-পত্র-স্থিতে ভাসি” কল্লাস্তুর কালে ॥

দুই চরণের দুই বৃদ্ধ-অঙ্গুষ্ঠে । (২৭২০)
 শিশু রূপে ধরি তাক চূষি দিড়-মুষ্ঠে” ॥
 তাতে দৈবো” এক কণা অমৃত হয় পাণ্ড ।
 মহামায়া-রূপে দেবী উদ্ভব তাহা” ॥
 স্বস্ত্রা রমণী সে সঙ্কোচ নাহি তাব ।
 আমার সহিত চাহে ভুক্তিতে শৃঙ্গার ॥ (২৭২৫)
 যোরতর লজ্জিতে না পারে মোর কায়া” ।
 সৃষ্টির কারণে আমি পাছে কৈলু মায়া” ॥
 যেহি বট পত্র-স্থিতে আমার শয়ন ।
 মহামায়া-পবশনে মজিল তখন” ॥
 তবে অম্বরে আমি পশিলু অলঙ্কিতে । (২৭৩০)
 অনাদি কুমার” জগ্নে সেহি পশ ঠৈতে ॥
 অনাদিরে দেখি জুগা না করি বিচাণ ।
 কেলি-কলা-কুতূহলে ভুঞ্জিল শৃঙ্গার ॥
 সলিল-তরঙ্গে” কুতূহলে রতি ভুঞ্জি ।
 সেইক্ষণে পদ্ম-শির জমিল বিরক্তি ॥ (২৭৩৫)
 সংহতি জমিল তান সাক্ষাতে নলিনী ।
 এথেক যে বোলিয়ে ব্রহ্মাকে পদ্ম-ধোনি ॥
 সেহি পত্র-লক্ষ্যে মাত্র নৈল প্রজাপতি ।
 চতুর্ভুজে স্তবে ব্রহ্মা ধোয়াইয়া জ্যোতি ॥

(১) ‘নিশ্চয়’ গ ; (২) ‘অগ্নিয়াছি’ গ ; (৩) ‘মর্ত্য’
 গ ; (৪) ‘প্রাণী’ ক, খ ; ‘আমি’ গ ; (৫) ‘সর্বভূতময়’
 ঘ, ‘সর্বত্র আশ্রয়’ গ, (৬) ‘সমস্ত ব্যপিত আছে’ ঘ ;
 (৭) ‘উত্তম অধম আমি সর্ব-অবতার’ ক, খ ; ‘উত্তম
 ন্যায় নাহি অংশ-অবতার’ ঘ ; (৮) ‘কোটি কোটি’
 গ, ঘ ; (৯) ‘শষ্যচক্র গদা পদ্ম’ ইত্যাদি ক, ‘আমি রূপরূপ
 হৈয়া’ ইত্যাদি খ ; ‘অমৃতবানী হৈয়া আমি’ ইত্যাদি গ ;
 (১০) ‘প্রভু’ ঘ ; (১১) ‘অপ্তে পর নাহি সকল সমোপর’
 ঘ, ‘স্ব’ ইত্যাদি শ্লোক গ-পৃথিতে নাই । (১২) ‘সাগর’
 ঘ ; (১৩) ‘অপগুরুপ শিল’ গ ; (১৪) ‘জলে’ গ ; (১৫) ‘বট-
 পত্রে স্থিতি আমি’ ঘ ;

(১৬) ‘শিশু-রূপে পদাঙ্গুষ্ঠে ধরি দিড়-মুষ্টি’ । এতি মতে
 জল-থণ্ডে তব সব সৃষ্টি ॥’ গ ; (১৭) ‘দৈবযোগে’
 ক, খ, গ, (১৮) ‘মোর কায়া’ স্থলে ‘মহামায়া’ ঘ,
 (১৯) ‘দয়া’ গ ; ‘সৃষ্টির দিব্য আনি’ ইত্যাদি
 ক, খ, ঘ, ‘যোরতর’ ইত্যাদি শ্লোকের পুঙ্খ
 ন-পৃথিতে নিম্নলিখিত প্রাক্ষিপ্ত শ্লোক আছে—

‘দেবী বোলে কেবা তেছে আমার অন্তর ।

আপনে স্থিতি মোর জ্যোতির উপর ॥’

(২০) ‘মহামায়া দরশনে’ ইত্যাদি গ ; ‘মহামায়া
 দরশনে মজি গেল মন’ ঘ, (২১) ‘কোড়র’ ক, খ, ঘ,
 (২২) ‘সলিলের মধ্যে’ ঘ ; ‘সলিল-তরঙ্গে’ ইত্যাদি শ্লোক
 গ পৃথিতে নাই ।

অনাদিরে না দেখিয়া চিন্তে মনে-মন। (২৭৪০)
 “কেমতে জন্মিল মুই পিতা কোন জন।
 তাকে শুনি অনাদি বোলয়ে বারে-বার।
 “আমি বিনে পূর্ণ-ব্রজ কেবা আছে আব।”
 অনাদির আদ্যাতা দেখিয়া জ্যোতির্ময়।
 অশ্বরে থকিয়া তারে তর্জিয়া বোলয়। (২৭৪৫)
 “অয়ে মৃত ব্যর্থ কেনে করসি প্রলাপ।
 অখনে স্বজিল হোরে মুই তোর বাপ।
 মোর আগে অপকর্ম কৈলা পাপাশয়।
 পাইবা উচিত ফল হৈবা ভস্ম-চয়।”
 আশ্রা-মাত্র ভস্ম-চয় হৈলা সেহি-ক্ষণ। (২৭৫০)
 এনেকে আমারে বোলে অনাদি-নিধন।
 অনাদির ভস্ম-চয় দেখি অকস্মাত।
 মহামায়া চলি গেল ব্রজার সাক্ষাত।
 “দৈবে মোর পতি নাশ হৈল এহি-ক্ষণ।
 স্বতন্ত্র বমণী আমি করহ গ্রহণ।” (২৭৫৫)
 ব্রজা বোলে “একে দুঃখ নাহি মোর বাপ।
 বিশেষে দ্বিগুণ মাও তুমি দেও তাপ।
 জননী হইয়া কেনে কহ মোর স্থান।”
 এহি বোলি পুনরপি আরস্তিলা ধান।
 কোপ-দৃষ্টি তান দিগে চাহিলা ভবানী। (২৭৬০)
 আচম্বিতে ভস্ম-চয় হৈলা পদ্ম-যোনি।
 কুপিয়া দেবীর অঙ্গ হৈল ঘর্ম্মাশ্রিত।
 সেহি ক্ষণে মহাবিশু জন্মে আচম্বিত।

(১) ‘অনাদিরে’ ইত্যাদি শ্লোকের পূর্বে ঘ-পুথির
 প্রাক্ষিপ্ত পাঠ—‘জ্যোতির অন্তর প্রহু নান করি মন।’
 (২) ‘অনাদির হরিষ অপার’ ক, খ, ঘ; (৩) ‘আজ্ঞাত
 গুনিয়া’ ক, প, ‘বচন গুনিয়া’ ঘ; (৪) ‘অন্তর’ ঘ; (৫) ‘অয়ে
 মৃত কি কারণে গর্জ কর তুমি।’ ঘ; (৬) ‘এহি ক্ষণে
 স্বজিয়াছো তোর বাপ আমি।’ ঘ; (৭) ‘গর্জ করিলা’ খ, ঘ;
 ‘সগর্জ করিলে’ ক; (৮) ‘শাস্তি’ ক, খ; (৯) ‘মা হইয়া
 অর্জুনে তুমি বোল কেন’ ঘ; (১০) ‘কোপে’ ঘ;

তবে মহামায়া তানে কহিল তখন।
 স্বতন্ত্রা রমণী আমি করহ গ্রহণ। (২৭৬৫)
 বিষ্ণু বোলে “কেনে মাও কর অনাচার।
 জন্মিছি তোমার অঙ্গে সম্ভূতি তোমার।”
 চণ্ড-কোপে মহামায়া চাইলা তান ভিতে।
 ভস্ম-চয় হৈলা বিষ্ণু নলিনীর পাতে।
 অতি কোপে তান ললাটে হৈল ঘর্ম্ম। (২৭৭০)
 পঞ্চ-মুখ ত্রি-লোচন রুদ্র হৈলা জন্ম।
 শিরেত পিজল জটা পৃষ্ঠেত লম্বিত।
 ত্রিশূল ডগর করে বিভূতি-ভূষিত।
 তুষ্টি হৈয়া মহামায়া কহিলা তখন।
 “স্বতন্ত্রা রমণী আমি করহ গ্রহণ।” (২৭৭৫)
 হাসিয়া শঙ্করে বোলে “শুন মোর কথা।
 পরিণয় তোমারে আমি করিমু সর্বথা।
 আমি তনে স্থল সূক্ষ্ম রূপ কেহ নাই।
 না হইলে তোমারে সপিমু কার ঠাঞি।”
 এমত শঙ্করে কহি হৈল রুদ্র-রূপ। (২৭৮০)
 অশ্বরে থকিয়া শুনি মোর হৈল কোপ।
 মোর কোপে ভস্ম-রাশি হৈল দিগম্বর।
 রুদ্র-নাশ কৈলু করি নাম হৈল মোর।
 তবে মহামায়া দেবী পাইয়া চিত্তা-ধ্বর।
 অশ্বর হেরিয়া স্তুতি করিলা বিস্তর। (২৭৮৫)

(১১) ‘কখন’ ঘ; (১২) ‘কদাচার’ ক, খ, ঘ;
 (১৩) ‘তান’ ইত্যাদি স্থলে ‘বহে তান ললাটে ঘর্ম্ম।’
 ক, খ, ঘ; (১৪) ‘হইলেক’ ঘ; (১৫) ‘ডগর’ ঘ;
 ‘লগুড়’ ক, গ; (১৬) ‘পাণিগ্রহণ আমি’ ঘ;
 (১৭) ‘আর’ ক, খ, ঘ; (১৮) ‘নহিলে’ ক, খ;
 ‘নহে’ ঘ; (১৯) ‘সপিমু’ ক, খ; ‘সমর্পিব’ ঘ;
 (২০) ‘কহি’ ইত্যাদি স্থলে ‘কহে হৈয়া বড় রূপ’ ক
 ‘কহেন বড় রূপ’ ঘ; ‘যদি হৈল রুদ্র রূপ’ খ;
 (২১) ‘অন্তরে’ গ, ঘ; (২২) ‘ভস্মচয়’ ক, খ, ঘ;
 (২৩) ‘বিনাশ হইল নিব অতি কোপে মোরে।’ গ

মায়ায়ে মোহিত যদি করিলা আমারে ।

হিত উপদেশ কৈলু থাকিয়া অশ্বরে ॥

চিন্তা না করিহ দেবি স্থির কর মন ।

মোর বরে সর্ব-সিদ্ধি হৈব এহি ক্ষণ ॥

নয়নের জল দিয়া ভঙ্গ অঙ্কুলিলে ॥ (২৭৯০)

পঞ্চানন শিব জন্মিব সেই কালে ॥

সহ রজ তম—তিন গুণ হৈব তাত ॥

তম-গুণে হর হৈব তোমার নিজ নাথ ॥

অখনে ১ অস্তর হৈয়া রহিবা উদকে ১ ।

মায়ায়ে মোহিত তুমি করিবা সমাকে ১ ॥ (২৭৯৫)

দক্ষের কুমারী-রূপে হৈয়া অধিষ্ঠান ।

হইব তোমার বিহা দিগম্বর স্থান ॥

এহি রূপে সত্য তুমি না করিবা ভঙ্গ ।

অতি প্রেমে দিগম্বরে দিব অর্দ্ধ-অঙ্গ ॥

মোর থাকে হরনিত হৈলা মহামায়া । (৮০০)

অভ্যাক্ষে ১ ব্রহ্মার ভঙ্গ চক্ষু-ধারা দিয়া ॥

মহাবিকুর ভঙ্গ আর ভঙ্গ শঙ্করের ।

একত্র হইল তেজ ১ বিরুদ্ধ-ভঙ্গের ॥

সহ রজ তম যদি একত্র হইল ।

সেহি ক্ষণে পঞ্চ-শির বিরুদ্ধ জন্মিল ১ ॥ (২৮০৫)

স্বত্ব হৈয়া মোর বরে জন্মে ১ আর বার ।

অক্লান্ত উৎপত্তি কাজে ব্রহ্মা নাম তার ॥

তবে মহামায়া দেবী হইলা অস্তর

কমলের দলে ব্রহ্মা বৈসে একেশ্বর ॥

কল্যানেত তমোময় হৈল একাধিপ ১ ॥ (২৮১০)

বিস্মিত হইয়া বিধি ১ পাইলা পরাভব ॥

তবে পদ্ম-যোনি বৈসে নলিন-সমীপে ।

প্রস্থলি ১ করিলেক ১ জ্ঞানের প্রদীপে ॥

নলিনী দেখিয়া ব্রহ্মা প্রসন্ন-বদন ।

অন্ত ১ করিবারে চাহে না পায় ১ তখন ॥ (২৮১৫)

অনেক অনন্ত যুগ চাছিল প্রচুর ।

অন্ত কবিবারে নারে নলিনী-অধর ॥

তবে পদ্ম-যোনি হৈলা মহাকম্পদান ।

অশ্বর হোরিয়া পুনি আরম্ভিলা ধ্যান ॥

তবে মহামায়া তাকে করিলা মোহিত । (২৮২০)

কণা-এক শুক্র-পাত ১ তৈল আচম্বিত ॥

সেহি শুক্র পাড়িলেক কমলের দলে ।

নিঃশ্রাণ তৈল এক ডিম্ব ১ সেহি কালে ॥

অপর্যাপ্ত বাড়ে পারমাণ নাহি তার ১ ।

পূরিল কমল-দল স্থল নাহি আর ॥ (২৮২৫)

অশ্বরে থাকিয়া আনি কহিলু তখন ।

“গৃহে লগা ভুকুটী করিছ কি কারণ ১ ॥

ডিম্ব বিদারিয়া স্থষ্টি করত নিঃশ্রাণ ১”

তাক শুনি বিরুদ্ধি তেজিল যোগ-ধ্যান ॥

(১২) ‘বল্লভেত’ ইত্যাদি শ্লোক গ-পুথিতে নাই,—উহার
পরিবর্তে নিম্নলিখিত শ্লোক আছে—

‘চতুর্দশে ধ্যায় আমা হেঁপিয়া অশ্বর ।

না পাইল প্রাজাপতি আনার উত্তর ১’

(১৩) ‘ব্রহ্মা’ ক, খ; (১৬) ‘প্রসন্নগ’; (১৫) ‘টক

তাত’ ক, খ, ঘ; (১৬) ‘কষ্ট’ ঘ; (১৭) ‘পাদে’ ঘ;

(১৮) ‘এক শুক্র-পাত তাত’ গ; (১৯) ‘পূরিল হংসে

ডিম্ব হৈল’ ক, খ, ঘ; (২০) ‘অনেক পাড়িল’ ইত্যাদি গ;

‘অপর্যাপ্ত বাড়ে অস্ত নহিক তাহার’ ঘ; (২১) ‘কি

কারণ’ স্থলে ‘নিঃশ্রাণ’ ক; ‘অ’ ব্রহ্মা ভুকুটী না

কর অকারণ’ ঘ; ‘ব্রহ্মা’ স্থলে ‘তুমি না কর কি

কারণ’ গ;

(১) ‘উখলিলে’ ক, ‘আকোপিলে’ গ; ‘স্বস্তস্থিলে’ ঘ;

(২) ‘বিরুদ্ধি’ ক, ঘ; (৩) ‘সহ রজ তম তিন তৈল

তাহা হৈতে’ ঘ; (৪) ‘নাথ’ ঘ; (৫) ‘তখনে’

গ; (৬) ‘রহিয়াত দেব’ ঘ; (৭) ‘সমাক’ ঘ;

(৮) ‘প্রেক্ষালে’ ক, ঘ; ‘সমুখে’ ঘ; (৯) ‘ভঙ্গ’ ঘ;

(১০) ‘ব্রহ্মা বিহু মহেশ্বর তখনে জন্মিল’ গ;

(১১) ‘জিয়ে’ গ;

চক্ষু মেলি প্রজ্ঞাপতি ডিম্ব-গোটা দেখে । (২৮৩০)

টাই খণ্ড করি তাকে বিদারিল নখে ॥

উর্দ্ধের চোকলে^১ নির্মো^২ সর্গ সপ্ত খান ।

অধের^৩ চোকলে সপ্ত পাণ্ডাল নির্মাণ ।

মধ্যের কুসুম^৪ মণী সপ্ত দ্বীপ করি ।

পুনরপি ধান ঘোড়ে মৌন-ব্রত করি^৫ ॥ (২৮৩৫)

ব্রহ্মার ললাট ফাটি নিকলিল রক্ত^৬ ।

মহাতেজোময় রূপ জন্মিল অদ্বুত ॥

কোটি প্রভাকর জিনি তেজ-পুঞ্জ-শালী^৭ ।

ব্রহ্মার^৮ কপালে জন্ম শঙ্কর কপালী ॥

নি-ময়ন পদ্ম-মুখ^৯ জটা-ভার^{১০} মাথে । (২৮৪০)

বিভূতি-ভূষণ অঙ্গ শূল করি হাতে ॥

শৃঙ্গ-স্ফটিক-বর্ণ বেশ দিগম্বর ।

নির্গতি^{১১} তইল শিব মহা ভয়ঙ্কর ॥

উদ্বাব আপনা অঙ্গে—কৈলা হীন জ্ঞান^{১২} ।

অবজ্ঞায় বিরপি না কৈলা অভ্যুত্থান^{১৩} ॥ (২৮৪০ ক)

ত্রুটি-কুটিল শিব লোহিত-লোচন^{১৪} ।

প্রচণ্ড ভৈরব চক্ষে জন্মিল তখন ॥

অর্দ্ধ-কাল^{১৫} অর্দ্ধ-রাশি ভয়ঙ্কর তুণ্ড^{১৬} ।

নখাঘাতে বিদারে ব্রহ্মার এক গুণ ॥

সহ রজ তম—তিন গুণ হৈয়া তত্ত(ত ?)^{১৭} ॥ (২৮৪৫)

ব্রহ্মার হৃদয় তনে হইল নির্গত ॥

চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-কর^{১৮} ।

জন্মিয়া রুদ্ধকে স্তুতি করিল বিস্তর ॥

“স্বরূপ আপনা-রূপ তমোগুণ ধর ।

অল্প অপরাধে কেনে ব্রহ্ম-বধ কর ॥” (২৮৫০)

লজ্জা-যুক্ত হৈলা শিব^{১৯} আমার বচনে ।

ভৈরবকে নিবেদন করিলা ত্রিলোচনে ॥

চতুর্মুখ হৈলা ব্রহ্মা এক মুখ হীন ।

ব্রহ্ম-হত্যা পাপ তাতে^{২০} জন্মিল প্রবীণ ॥

শঙ্করে করিল আশ্রয় তান বিদ্যমান । (২৮৫৫)

ভৈরবের সঙ্গে তুমি ভ্রম^{২১} নানা স্থান ॥

“গো-বধ ব্রহ্ম-বধ সুরা-পাম করে ।

মাতৃ-গমন^{২২} কিবা গুরুব্রজনা^{২৩} হরে ॥

যত লোকে যত পাপ করে যত ঠাঞি ।

নিজিবা যতাহাকে তোমার শঙ্ক নাই^{২৪} ॥” (২৮৬০)

এহি বোলি ভৈরবেরে দিলেক বিদায় ।

ভৈরবের সঙ্গে^{২৫} ব্রহ্ম-হত্যা চলি যায় ॥

সেহি কমলের দলে রহিল সকল^{২৬} ।

সংসার ব্যাপিল জলে নাহি কিছু স্থল ॥

তবে আমি আর মায়া করিলু তখন । (২৮৬৫)

শ্বাসে বায়ুক স্থজি করিলু শয়ন ॥

(১) ‘খান’ গ ; (২) ‘অর্ধে’ গ ; (৩) ‘জন্মে’ ঘ ; (৪) ‘অর্ধেক’ ঘ ; (৫) ‘কুসুমে’ ঘ ; (৬) “পুনরপি মধ্যে বহিল মায়া পরিহরি’ ঘ ; ‘পুনরপি ধ্যাইল মমত্ব পরিহরি’ ক ; ‘অতঃপর ক, খ ও ঘ গুণিতে কতকগুলি অতিরিক্ত শ্লোক আছে ; উহা পরিশিষ্টের ৪ সংখ্যক পাঠান্তরে প্রদর্শিত হইল । (৭) ‘ব্রহ্মার’ ইত্যাদি শ্লোকের স্থলে—‘তিন-গুণময় আমি অন্তরেত মুদ্র (৭) । ব্রহ্মার ললাটে (‘ললাট মুটি’ ক, খ) বাহির হৈল রক্ত ॥’ ক, খ, ঘ ; (৮) ‘তেজশালী’ ঘ ; (৯) ‘রক্তের’ ঘ ; (১০) ‘পঞ্চানন’ ঘ ; (১১) ‘জটাধারী’ ঘ ; (১২) ‘নির্গত’ গ ; (১৩) ‘আপনার উৎপত্তির না হইল জ্ঞান’ ঘ ; (১৪) ‘অবজ্ঞায় বিরুদ্ধিক না করিল বস্ত-জ্ঞান’ ঘ ; ‘অভ্যুত্থান’ স্থলে ‘অধিষ্ঠান’ গ ; (১৫) ‘রক্তের ত্রুটি হৈল লোচন লোহিত । প্রচণ্ড ভৈরব চক্ষে জন্মে আচমিত ॥’ ক, খ, ঘ ; (১৬) ‘মুণ্ডি’ ঘ ; ‘নখাঘাতে’ ইত্যাদি স্থলে—‘সহ রজ তম গুণ আছে আমাতি । ঘ ;

(১৭) ‘হৈয়া তত্ত’ স্থলে ‘আছে মোত’ ক ; ‘এহি মত’ খ ; (১৮) ‘ধর’ ক, খ ; (১৯) ‘লজ্জিত হইলা রক্ত’ ঘ ; (২০) ‘তার’ ঘ ; (২১) ‘এহি রূপ ধরি তুমি ফির’ ঘ ; (২২) ‘অগম্য গমন’ ক ; (২৩) ‘গুরু-পত্নী’ খ ; ‘দিক্কাঙ্গনা’ ঘ ; (২৪) ‘কিন্তু কানীবাসীয়ে তোমার দায় নাহি’ খ ; ‘ইহা না রহিব তোমার সংখা কিছু নাহি’ ঘ ; ‘কিন্তু কানীবাসী তুমি কিছু জ্ঞান নাহি’ ক ; (২৫) ‘গাছে’ ক, খ, ঘ ; (২৬) ‘সেহি’ ইত্যাদি শ্লোক গ-গুণিতে নাহি ।

কেবল আমার মায়া সহজে বাস্তবিক ।
সঙ্কোচিত তৈলা ত্রুণা এহি^১ সব দেখি ॥
নিদ্রা-রূপে মহামায়া আচ্ছাদিলা মোত^২ ।
আরস্তিল যোগ-নিদ্রা জানি সর্ব তত্ত্ব ॥ (২৮৭০)
অমেক অনন্ত যুগ ভাসি আমি জলে ।
মধু কৈটভ জন্মে মোর কর্ণ-মলে ॥
হইল প্রচণ্ড-কায় অতুল-বিক্রম ।
ত্রুণারে বধিতে সেই^৩ করিল উদ্যম ॥
অস্ত্রের ভয় ত্রুণা পাইয়া সেই কালে । (২৮৭৫)
লুকাইয়া^৪ রহিল আসি সো (স্ব) নাভি-কমলে^৫ ।
অস্ত্রের ভয় পাইয়া চতুর-আনন^৬ ।
নিদ্রা-রূপা দেবীরে যে করিলা স্তবন^৭ ॥
“ত্রুণাণী ভবানী নিদ্রা তুমি স্বাভা স্বধা ।
দ্বিধা-মাত্রা গ্রিধা-কায় স্বদা (স্থধা ?) রূপ মেধা^৮ ॥
(২৮৮০)
অন্ধ-মাত্রা ঘোনি-মুদ্রা সাবিত্রী রুদ্রাণী ।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-পরিঘ-ধারিণী^৯ ॥

সৌমা সৌমা-রূপ ৩২ (২২) উগ্র-রূপ ধরি ।
সবের পরম তত্ত্ব তুমি মতেশ্বরী^{১০} ॥
আপনে সৃজিয়া বিশ্ব^{১১} পালন গোমাব । (২৮৮৫)
অন্ত-কালে তম-গুণে^{১২} করহ^{১৩} সংহার ॥
মতিমা^{১৪} গোমার তত্ত্ব চরিত্র^{১৫} বুদ্ধিয়া ।
পাথানিতে শক্তি কার আছে বিশেষিয়া^{১৬} ॥
নামো শাস্তি-পুষ্টি-কান্তি-রূপা ক্ষমা স্তুতি^{১৭} ।
এক-অক্ষবে ত্রুণা গোমাব প্রকৃতি ॥ (২৮৯০)
আলোকা মহাবিদ্যা ইস্ট্রি (৭) ত্রুণাব^{১৮} ।
নামো শব্দে বারম্বাব^{১৯} কবো নমস্কাব ॥
চন্দ্র বিদ্যাত জিনি নির্মল যে হাস^{২০} ।
তবির নেত্রোত্তমাও করিছ নিবাস ॥
প্রগত-ঐশ্বর শীঘ্র করাত চেতন । (২৮৯৫)
প্রবেশ জগাও রিপু করুণা নিপন ॥
তামসীদেত^{২১} বিরিকির স্তবন প্রচুর ।
আমার চেতনা তেতু বধিতে অস্তর ॥
বদন নাসিকা বাহু হৃদয় নয়ন ।
এক্ষ-ব্রহ্ম তনে দেবী দিলা দরশন ॥ (২৯০০)

(১) ‘কেবল’ ইত্যাদি শ্লোক ধ-পুথিতে নাই ।
(২) ‘সচকিত ত্রুণা রুদ্র যুনি’ ক, খ; (৩) ‘আমাত্তে
নিগত’ গ; ‘গাংসাদিল মত’ ঘ; (৪) ‘খাইতে দড়’
ক, খ, ঘ; (৫) ‘পলাইয়া’ গ; (৬) ‘রহিল মোব
নাভি কমলে’ ক, খ; (৭) ‘চাণি আনন’ ক, ঘ; ‘সব
দেবগণ’ গ; (৮) ‘স্বরণ’ খ;

(৯) ‘ব্রোমা মাত্রাশ্রিকা জয়া হৃদারুণ মেধা ॥’ ক, খ;
‘শাস্তি পুষ্টি কান্তি দেবী মহাপ্রাণি মেধা ॥’ ঘ ॥
(১০) ‘শন্দাশ্রিকা বসটিকা (বসটিকা ?) ত্রুণ-সনাতনী ॥’
ক, খ; ‘শন্দার্থিক সন্ধার নমো নারায়ণী’ ঘ;
অতঃপর ক, খ, ঘ পুথির অতিরিক্ত পাঠ, যথা—
‘চাণি বেদ সার তুমি ত্রুণ সনাতনী ।
বিরিকি হরি হর তিনের জননী ॥’ ঘ;
‘তুই যে বিষম মায়া চাণি বেদে জানে ।
অন্ত শঙ্কর হরি জানে এই তিনে ॥’ খ;
‘তুইই বিষয় মাত্র চাণি বেদের ।
অন্ত শঙ্কর হরি জননী তিনের ॥’ ক,
অতঃপর অতিরিক্ত শ্লোক, যথা—
‘শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম পরিঘ ধারিণী ।
শখিনী চাপিনী মাও ভূষণী শুনী ॥’ ক, খ, ঘ;

(১০) ‘সৃষ্টি (‘প্রাণা’ খ) তুমি সময়েত উগ্ররূপ ধরি ।’
ক, খ;
‘শুভ্র তুমি সময়েত তত্ত্ব রূপ ধরি ।’ ঘ;
(১১) ‘পব হৈতে পর তুমি পরম ঐশ্বরী’ ক, খ,
‘পাবক পরম পদ পরম ঐশ্বরী ॥’ ঘ,
(১২) ‘তুমি সৃজ্য সৃষ্টে’ ঘ; (১৩) ‘তমগুণ আশ্রাইয়া’
ঘ; ‘অস্তকালে গোম-রূপে’ ক, খ; (১৪) ‘করিবা’ ক, খ,
গ; (১৫) ‘তোমার চরিত্র মাও মতিমা’ ঘ; (১৬) ‘কহিবারে
শক্তি কাহার বুঝাইয়া’ ঘ; (১৭) ‘নামো’ ইত্যাদি শ্লোক
ধ-পুথিতে নাই । (১৮) ‘শ্র (ত্রি) লজ্জা মহাবিদ্যা ইস্ট্র
হাস বার’ ঘ; (১৯) ‘পঞ্চবার নমো শব্দে’ ঘ; (২০) ‘চন্দ্র
বিধু সতত নির্মল অন্ন হাস ।’ ক, খ; ‘চন্দ্র বিম্ব গ্রহণ
করিয়া অন্ন হাস ।’ (২১) ‘ভবানীতে’ গ;

ব্যক্ত জন্ম উপসন্ন সাক্ষাতে ব্রজার ।
 তাগ্রিঃ ঘুচাইলা নিজা চেতন আমার ॥
 একাৰ্ণব শয্যা পরিহরি মায়া-সর্প ।
 চক্ষু মেলি দেখিলু অস্তরে করে দর্প ॥
 লোচন লোহিত-বর্ণ অতি পরাক্রমঃ । (১৯০৫)
 ব্রজাকে মারিতে দঢ় করিছে উদাম ॥
 তাহার মানসঃ জানিঃ মোর হৈল ক্রোধঃ ।
 পঞ্চ-সহস্র বৎসরঃ করিলু বাহু-যুদ্ধ ॥
 তবে মহামায়া তানে করিলা মোহিতঃ ।
 “বর মাগি লও” বোলে আমার বিদিত ॥ (২৯১০)
 আমি বোলি “তুমি দুই তুষ্ট হৈলা যদি” ।
 এতি বর দেও আমি তোমা যেন বধি ॥”
 তবে সে বিস্মিতঃ দুই কহিলঃ আমারে ।
 সম্প্রীত পাইলুঃ বড় তোমার সমরে ॥
 সত্য করি স্বত্ব হৈল আমার দুইরঃ ॥” (২৯১৫)
 বুদ্ধি এক স্বজি কহে মন করি স্থির ॥
 “সলিলে সংসার ছিল নাহি পৃথিবীরঃ” ।
 আগরা দুইর মৃত্যু ইহার বাহির ॥

যেখানে ত দাঁড়াইতে না থাকয়ে জলঃ ।
 সেইখানে বধিবা যেন নহি আমি তল ॥” (২৯২০)
 “করিমু এমত আমি”—কহিলু তখনেঃ ।
 সে দুইর দুই শির রাখি আপন জঘনেঃ ।
 হৃদর্শন-চক্রে শির ছেদিলু তাহার ।
 প্রবেশিল তেজ-বীৰ্য্য শরীরে আমার ।
 সেই কালে প্রজাপতি দেবীরে স্তবিল। (২৯২৫)
 তুষ্ট হৈয়া মহামায়া তাকে বর দিলা ॥
 “মোর বরে প্রজাপতি হৈও লোক-নাথ ।
 স্মরণ করিতে মাত্রঃ” হইমু সাক্ষাত ॥”
 এতি বোলি ভবানী ব্রজারের দিলা বরঃ ।
 অলঙ্কিতে মহামায়া পশিল। অম্বর ॥ (২৯৩০)
 ব্রজারে করিলু আঙ্কা “সৃষ্টি কর তুমিঃ” ।
 অলঙ্কিতে অম্বরেতঃ প্রবেশিলু আমি ॥
 মীন-রূপে জল ভেদিঃ উদ্ধারিলু বেদ ।
 মেদিনী হইলঃ মধু-কৈটভের মেদ ॥
 তবে ব্রজা পরিণামে স্বজে ত্রিভুবন । (২৯৩৫)
 ক্রমাগতেঃ আরম্ভিল স্বষ্টির পত্তন ॥
 আমার প্রভাবেঃ গেল অনন্ত সলিল ।
 স্নগের স্বজিল ব্রজা—অখিলের খিল ॥

স্বর্গ মর্ত্য পাতাল যেনঃ এক-একঃ করিয়া ।
 মধ্যে স্নমেরু-গিরি রাখিলঃ খিল দিয়া ॥ (২৯৪০)

(১) ‘উপস্থিত’ ক, খ; ‘ব্যক্ত জন্ম’ ইত্যাদি শ্লোক গ-পুথিতে নাই। (২) ‘লোচন’ ইত্যাদি শ্লোক ঘ-পুথিতে নাই। (৩) ‘বিক্রম’ ঘ; (৪) ‘দেখি’ ঘ; (৫) সকল পুথিতেই হীন-মিলন-দৃষ্ট ‘মোর হৈল ক্রোধ’ পাঠ আছে; প্রকৃত পাঠ বোধ হয় ‘মুক্তি হৈলু ক্রোধ’ ছিল। (৬) ‘পঞ্চ শত বৎসর’ ক, খ; ‘পঞ্চ সহস্র অক’ ঘ; (৭) ‘অতি বল মহামত্ত নারাতে মোহিত’ ক, খ, ঘ; (৮) ‘বর মাগ করি বোলে’ ক, খ, ঘ; (৯) ‘আমি বোলি তুমি মোরে সদয় হৈলা যদি’ ক, খ; ‘আমি বোলিল তুমি বর দিবা যদি’ গ; (১০) ‘বঞ্চিত’ ক; ‘অম্বরে’ খ; (১১) ‘করিল’ ঘ; ‘তবে সে’ ইত্যাদি শ্লোক ও উহার পরবর্তী তিনটা শ্লোক গ-পুথিতে নাই। (১২) ‘সন্তোষ হইছি’ ক, খ; (১৩) ‘শ্লাঘ্য তুমি স্তূয়ারূপ আমি দুইর প্রতি। একখানি বাক্য যোর কর অমুমতি’ ক, খ; (১৪) ‘আমি দুই জনেই বধিও সেই স্থানে। যেতি খানে অতিকা (১) হৈয়া না থাকয়ে জনে’ ক, খ;

(১৫) ‘যেখানে ত’ ইত্যাদি শ্লোক ক ও ঘ-পুথিতে নাই। (১৬) ‘করিছে অঙ্গীকার বর না দিবে কি কর্মে’ গ; ‘করিমু এমত’ ইত্যাদি শ্লোক ঘ-পুথিতে নাই। (১৭) ‘সে দুইর দুই শির রাখিরা যতনে’ ক, খ; (১৮) ‘স্মরণ করিলে আমি’ ঘ; (১৯) ‘এহি বোলি’ ইত্যাদি শ্লোক খ ও ঘ-পুথিতে নাই। (২০) ‘এহি বোলি অম্বরে প্রবেশ কৈলু আমি। মায়া করি চৌদ্দ ভুবন কৈলু আমি’ ঘ; (২১) ‘ভক্তি’ ক, খ, গ; (২২) ‘কথ দিন বহি হৈল’ ঘ; (২৩) ‘যোগ বলে’ খ; (২৪) ‘প্রসাদে’ ক; (২৫) ‘রসাতল’ ক, খ; (২৬) ‘একত্র’ গ; (২৭) ‘মধ্য খণ্ডে স্নমেরু এড়িল’ ক, খ, ঘ;

তবে আমি কুর্শ-রূপে পারিষদে লৈয়া ।

পৃষ্ঠে রাখিলু ক্ষিতি ভার সহিয়া' ॥

তার পাছে' ধ্যান করি চিন্তে' পদ্ম-ঘোনি ।

জন্মিলা মানস-পুত্র' দশ মহামুনি ॥

মবীচি অঙ্গিরা অত্রি পুলস্ত্য পুলহ । (২৯৪৫)

বশিষ্ঠ-নারদ-ক্রতু-ভৃগু-দক্ষ-দেহ' ॥

তপ-শেষ সমর্পণ করিতে পদ্ম-ঘোনি' ।

তাহাতে জন্মিল কন্যা কুশীলা কামিনী ॥

কমণ্ডলের জল-বিন্দু পড়িল ভূমিত ।

জলেখরী' স্নন্দরী তাথে জন্মে আচম্বিত ॥ (২৯৫০)

'মরীচি'ত সমর্পণ কৈল পদ্ম-ঘোনি ।

মরীচির পুত্র হৈল কশ্যপ মহামুনি ॥

কুশীলারে বিহা কৈল দক্ষ মুনিবরে ।

জন্মিলেক বাইট' কন্যা তাহান উদরে ॥

মহামায়া-অধিষ্ঠান সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ সতী । (২৯৫৫)

বিবাহ করিলা তানে দেব পশুপতি ॥

এয়োদশ' কন্যা কৈলা কশ্যপে'ত দান ।

তার মধ্যে পঞ্চ কন্যা সমাতে' প্রধান ॥

দিতি অদিতি পদ্মা' কক্ষ বিনতা ।

দেবাহর-নাগ-পক্ষী-অঙ্গারার মাটা ॥ (২৯৬০)

অদিতির সূত ইন্দ্র-আদি দিবাকর ।

দৈত্য-দানব জন্মে দিতির উদর' ॥

কক্ষর তনয় অনস্তাদি বিবধব' ॥

অরুণ গরুড় জন্মে বিনতার ঘর ॥

পদ্মার' গর্ভে'ত জন্মে অপসর-গণ । (২৯৬৫)

এহি মতে হইলেক সৃষ্টির পত্তন ॥

জীব-জন্তু যত-ইতি স্বজিলা প্রজাপতি' ॥

বিবিধ বিলাস-ভোগ' করিলা উৎপত্তি ॥

ঘর্ম্ম হনে জন্ম' হৈল কাম তান সূত ।

অখিল মোহিত করে সে বড় অদ্ভুত ॥ (২৯৭০)

দক্ষের দুহিতা রতি পরম স্নন্দরী ।

বিবাহ করিলা তানে শুক্র-অধিকারী ॥

রস্তারে গ্রহণ' আমি করিলু আপনে ।

শাচীরে করিলা বিহা সহস্র-লোচনে ॥

ব্রাহ্মণ উত্তব হৈল ব্রাহ্মার বদনে । (২৯৭৫)

বাহু হনে' ক্ষেত্রী জন্মে বৈশ্য উরু হনে' ॥

শূদ্রের জন্ম হৈল চরণে ব্রাহ্মার ।

বর্ণ-ভেদ বেদ-ক্রমে এ চারি প্রকার' ॥

ভৃগুর' ঔরসে জন্ম হইল ভোমার ।

রাখিলু ইন্দ্রের পুরে বনিতা আমার ॥ (২৯৮০)

তবে আর মায়া আমি করিলু তখন ।

হৃদ্ধের সাগর স্বজি' করিলু শয়ন ॥

সেহি সাগরে ত সারদার জন্ম হয় ।

পরম স্নন্দরী রামা কৈলু পরিণয় ॥

দুর্ব্বাসার শাপে যদি ভুনি হৈলা নাশ । (২৯৮৫)

সমুদ্র-মথনে জন্মি আইলা মোর পাশ ॥

(১) 'ভার সহিয়া' স্থলে 'নান্য মুষ্টি হৈয়া' ক, খ;

'নানাকপ' ঘ; (২) 'ততকণে' গ; 'চাহে' ঘ;

(৩) 'কাইক-পুত্র' ঘ; (৪) 'মরীচি' ইত্যাদি

শ্লোক ক, গ-পুথিতে নাই; 'মরীচি অঙ্গিরা অহু্যক

পৌলস্ত্য। পরাশর এহি ক্রমে সতে দক্ষ দেহ' ঘ;

(৬) 'তার পাছে তপস্তা তেজিল পদ্মঘোনি।' ঘ;

(৭) 'জলেত' খ; 'জনসি' (৮) ক; 'জলে সে' ঘ;

(৮) 'ঈহস' ক, খ, গ; (৯) 'এমত দশ' ঘ;

(১০) 'বিশেষে' ক, খ; 'অবিক' ঘ; (১১) 'সুক্ষা' গ;

(১২) 'দিতির পুত্র অহু্যর কক্ষতে কণধর' গ;

(১০) 'কক্ষর তনয়' ইত্যাদি শ্লোক গ-পুথিতে নাই

(১৪) 'ব্রাহ্মার' গ; (১৫) 'তানদিক গরু বাদ স্বজে

প্রজাপতি।' ক, খ, ঘ; (১৬) 'নান্য ভোগ-বস্তু

যত' ঘ; (১৭) 'ঘর্ম্ম' ক, খ, গ; (১৮) 'বিবাহ' ক, খ,

ঘ; (১৯) 'কৈতে' ক, খ; 'সাততে' গ; (২০) 'হানে'

ক, খ; (২১) 'চারি বেদ-ক্রমে জন্ম ই চারি আচার' ঘ;

(২২) 'জিগুণ' গ; (২৩) 'তবে আমি মায়া করি আছিলু

তখন।' ক, খ, ঘ; (২৪) 'করি' ক, খ, ঘ;

যে কারণে নাশ হৈলা^১ জন্ম যে কারণ ।
 সাবধানে^২ শুন প্রিয়া সেহি বিবরণ^৩ ॥
 সপ্ত সহস্র বিদ্যাধরী^৪ কঞ্চপ কুমারী ।
 পদ্মার^৫ উদরে জন্ম পরম সুন্দরী ॥ (২৯৯০)
 যোল শত অপসর^৬ মিলি এক ঠাণ্ডি^৭ ।
 নৃত্য কার ইন্দ পুরে স্থললিত গাণ্ডি^৮ ॥
 শূণ্য-ভরে^৯ চন্দ্রকলা নাচিলেক যবে ।
 পারিজাত-মালা তাকে দিলেন বাসবে ॥
 বিদায় হইয়া গৃহে গেলা চন্দ্রকলা । (৩৯৯৫)
 দুর্বাসা মুনিরে দেখি দিলা সেতি মালা ॥
 দৈব-যোগে পুরন্দর গেলা সেহি পথে ।
 দুর্বাসায় সেতি মালা দিলা তান হাতে ॥
 পুরন্দরে মালা-গোটা দেখি পর্যাণিত^{১০} ।
 ঐরাবতের শিরে ধুইলা করিয়া ইন্দ্ৰিত ॥ (৩০০০)
 উৎবিড়^{১১} পাইয়া^{১২} হস্তী দৈবে পশু-জ্ঞান ।
 শুণ্ডে বেড়ি মালা-গোটা কৈল খান খান ॥
 পুনি আসি দুর্বাসার দেখি হৈল তাপ^{১৩} ।
 “লক্ষী নাশ হোক” বলি^{১৪} ইন্দ্রের দিল শাপ ॥ (৩০০৫)
 দুর্বাসার শাপে তান লক্ষী হৈল নাশ ।
 দেবগণ সঙ্গে ব্রহ্মা গেলা মোর পাশ ॥
 অনেক স্তবন আমা কৈলা দেবগণ ।
 অন্তর্যামী হৈয়া আমি কহিলু^{১৫} তখন ॥

যে কার্যে আসিছ আমি জানি বিবরণ । (৩০১০)
 মানস পূরিব কর সমুদ্র-মখন ॥
 আমার আজ্ঞায়^{১৬} দেবে হৈয়া সাবধান ।
 সাগর মথিতে তবে করিলা সন্ধান^{১৭} ॥
 ক্ষীরোদের মধ্যে যদি দিল মতৌষধি^{১৮} ।
 দুগ্ধ-ভাব দূর হৈয়া তবে হৈল দধি^{১৯} ॥ (৩০১৫)
 মন্দার-পর্বত হৈল মগনের লড়ি ।
 বাসুকি-অনন্ত^{২০} হৈল ছান্দনের দড়ি ॥
 দেবে দৈত্যে মিলিয়া টানিতে লাগে^{২১} চোটে ।
 মথিতে সাগর হনে নানা রত্ন উঠে ॥
 ঐরাবত-হস্তী^{২২} উঠে উচ্চৈঃশ্রাব-হয় । (৩০২০)
 সুরভি উঠিল ইন্দ্র সানন্দ^{২৩}-হৃদয় ॥
 ধোল-কলা সম্পূর্ণ উঠিল^{২৪} শশধর ।
 এক-কলা ললাটে ধবিলা মতেশ্বর ॥
 ত্রিদশে ত শশধর করি অমুনয়^{২৫} ।
 দক্ষের সাতাইশ কন্যা কৈল পরিণয় ॥ (৩০২৫)
 উঠিল অদ্ভুত শঙ্খ চক্রের^{২৬} সহিতে ।
 লক্ষিতে নারিলা^{২৭} কেহ রৈলা^{২৮} মোর হাতে ॥
 কৌন্তভ সহিতে তুমি উঠিলা তখন ।
 নিজ-রূপে তোমারে আমি করিলু গ্রহণ ॥
 অমৃতের কমণ্ডল দক্ষিণ-হস্তে করি । (৩০৩০)
 উঠিল সমুদ্র হৈতে ওঝা ধন্বন্তরি^{২৯} ॥

(১) ‘মৃত্যু হৈল’ গ; (২) ‘সাবহিতে’ গ; (৩) ‘যে কারণে’ ইত্যাদি শ্লোকের পরে ক, খ ও ঘ-পুথির অতিরিক্ত পাঠ—‘নব শত অপসর দক্ষের কুমারী । ইন্দ্রের নিকটে দিল করি বিদ্যাধরী ॥’ (৪) ‘সুন্দার’ গ; (৫) ‘যোল সহস্র সুন্দরী’ গ; (৬) ‘যোল তালে’ গ; (৭) ‘পুরন্দরে মালা দেখি হৈলা হরষিত’ গ; (৮) ‘কউষ্মিণ’ গ; ‘উন্মত্ত’ খ; (১০) ‘লাগি’ ক; ‘হৈল’ খ; (১১) ‘মুনি পুনি আসিতে দেখিয়া হৈল কোপা’ গ; (১২) ‘লক্ষ্মীনাশ হইয়া রে’ ঘ; (১৩) ‘জানিলু’ গ; ‘রহিল’ ঘ;

(১৪) ‘ইন্দ্ৰিতে’ গ; মঙ্গলায়^{১৫} ঘ; (১৫) ‘হৈলা অধিষ্ঠান’ গ; (১৬) ‘যদি দিলাম ঔষধি’ ক, খ; ‘যদি দিলেক ঔষধি’ গ; (১৭) ‘দুগ্ধের সমুদ্র তবে হৈয়া গেল দধি’ গ; (১৮) ‘পন্নগ’ ক, খ; ‘পর্তন’ ঘ; (২০) ‘সথয়ে বড়’ গ; (২১) ‘পারিজাত-ভর’ ক, খ, ঘ; (২২) ‘হরিষ’ ক, খ, ঘ; (২৩) ‘ধোল-কলা উঠিলেক পূর্ণ’ গ; (২৪) ‘করিল আলয়’ ক, খ; ‘করিল রায়’ ঘ; (২৫) ‘চক্রের’ ঘ; (২৬) ‘না পাইল’ ঘ; (২৭) ‘আইলা’ গ; (২৮) ‘অমৃতের’ ইত্যাদি শ্লোক গ-পুথিতে নাই ।

এই মতে নানা রত্ন উঠিল সকল^১ ।
অত্যন্ত মথিতে উঠে গরল-আনল ॥”
সেহি বিষ গলায়ে ধরিল। মহেশ্বর^২ ।
দেবগণে চলি গেলা যার ঘেট ঘর ॥ (৩০৩৫)

[শ্রীরাধার নিকটে শ্রীকৃষ্ণের বিবরণ প্রকাশ]

“এতি কহিলাম প্রিয়া পূর্ব-সমাচার ।
জগাধারে ছিলা তুমি রমণী আমার ॥
আমি নারায়ণ তুমি সাক্ষাতে কমলা^৩ ।
সে সকল সবিশেষ না জানি অবলা ॥
বাম-রূপে দশানন করিলু সংহার । (৩০৪০)
সীতা-রূপে তুমি হৈলা বনিতা আমার ॥
তুমি বিনে ক্ষণেক যে রহিতে না পারি^৪ ।
আমি সে তোমার নাথ তুমি মোর নারী ॥
নিভুধনে যত প্রাণী সর্পি চরাচর ।
আমাব বিভূতি সব—আমি যোগেশ্বর ॥ (৩০৪৫)
বিরিঞ্চি প্রভৃতি দেবে করিল স্তবন^৫ ।
পুশ্বিনীতে জন্ম রিপু-নাশের কারণ ॥
দৈবকীর ঘরে জন্ম কহিলু স্বরূপ ।
বলদেব বাপ মোর—নহে কোন গোপ ॥ (৩০৫০)
নন্দাদিও মাও নহে শুনি কহি আমি ।
আইমন মাতুল নহে—তুমি নহ মামী ॥
ব্রজ-সনাতন আমি পূর্ব-অবতার ।
বৈকুণ্ঠে যাইগু আমি খণ্ডাইয়া ভাব ॥

লীন করি তোমারে লইমু নিজ-অঙ্গে । (৩০৫২)
আমি যথা যাই তুমি তথা যাউবা সঙ্গে ॥
তুমি বিনে যাইয়া না হৈব কোন কমল ।
শক্তি-যুক্ত না হইলে নহে শিব ব্রজ ॥”
প্রভুর মুখে শুনি এ সব বচন^৬ ।
পুনর্বাপি রাধিকা করিল নিবেদন ॥ (৩০৬০)
“বিস্ময় জন্মিল শুনি তোমার কথন^৭ ।
আপনে কহিল। যত নহে অকাবণ ॥
তথাপি সন্দেহ বড় আছে মোর চিত্তে ।
ক্ষেমিবা সকল দোষ পুছো এ নিমিত্তে ॥
‘ওবে সে সন্দেহ দূর হয় নোব মনে । (৩০৬৫)
যদি নিজ-রূপ তোমার দেখি এ নয়নে ॥”
প্রেমবতী রাধাব মধুর শুনি কথা ।
ধরিল। আপন-মুষ্টি অগিল-রক্ষিত ॥
চন্দ্রদল-খ্যাম তুমু কৌস্তভ-ভূষণ ।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-কিরীট-শোভন ॥ (৩০৭০)
আজামু-লম্বিত মালা—মুকত। প্রবাল ।
কস্তুরী-তিলক অতি শোভিয়াছে ভাল ॥
মকর-কুণ্ডল কর্ণে করে ঝলমল ।
কামের কামান ভুরু নয়ান কমল ॥

(৬) ‘তিলোত্তমা বোহো প্রভু শুনি নিবেদন ।

বিস্ময় জন্মিল শুনি তোমার কথন ॥’ খ, গ, ঘ ;

(৭) ‘বিস্ময় জন্মিল’ ইত্যাদি উনিশটি শ্লোক খ, গ ও ঘ-পুথিতে নাই ; উক্তাব পরিবর্তে নিম্নলিখিত কতিপয় শ্লোক আছে, যথা,—

“রাণী বচনে রূপ হেথা তরঙ্গিত ।

দরিত্রক নিজ-মুষ্টি প্রাণে পিড়িত ॥

চতুভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-কর ।

জদরে কৌস্তভ গলে বন-মালা-পর ॥”

দক্ষিণে কমলা (‘রাধিকা’ খ, গ) বাম পাশে ত ভারতী ।
আরোহণ করিয়া দেখাইলা স্বগপতি ॥ (‘বিশ্ব-রূপ
রাধিকারে দেখাইলা ত্রিপিট’ ঘ) তঁহিয়ে চন্দ্রক
(‘দেখি ভাগ্যবতী’ ঘ) রাধা প্রণাম করিল । ননের বিস্ময়
যত সব দূরে গেহ^৮ । (‘ক্ষণেক আপন মুষ্টি হরি
দখিল’ ॥ খ, ঘ, ঙ ।

(১) ‘এই কপে নানা রত্ন উঠিল মথনে ।

অত্যন্ত মথনে বিষ জন্মিল তখনে ॥’ গ ;

(২) ‘সেহি বিষ’ ইত্যাদি শ্লোক ক, খ, ঘ—
পুথিতে নাই । (৩) ‘আমি নারায়ণ’ ইত্যাদি দুইটি শ্লোক
—পুথিতে নাই । (৪) ‘তুমি বিনে’ ইত্যাদি শ্লোক
—পুথিতে নাই । (৫) ‘বিরিঞ্চি’ ইত্যাদি ছয়টি শ্লোক
খ, গ, ঘ—পুথিতে নাই ।

চরণ-কমলে শোভে কনক-নুপুর ।
 দেখিতে নয়নে পাপ সব যায় দূর ॥
 সংহতি সহস্র-ফণা অনন্ত-ভুজঙ্গ ।
 আরোহণ করিয়াছে গরুড় বিহঙ্গ ॥
 চারিদিকে বৈষ্ণব সনক সনাতন ।
 কর-খোড়ে দাঁড়াইছে পারিষদগণ ॥
 দক্ষিণেত রাখা-লক্ষ্মী বামে সবস্বর্তী ।
 তাসিতে লাগিল মধুর-স্বরে অতি ॥
 তাসিতে ইম্পিত তয় সুরঙ্গ অধর ।
 বিজুবন দেখে রাখা প্রভুর উদর ॥
 স্বর্গ মর্ত্য রসাতল সমুদ্র প্রভৃতি ।
 প্রাবর-জঙ্গম-আদি লোক যত-ইতি ॥
 বিদগ্ধ গন্ধর্ব্ব যক্ষ রাক্ষস অসুর ।
 কিম্বদন্তি নাগ দেখিলা প্রচুর ॥
 নন্দ যশোদা-আদি ব্রজ-কুল ভাসে ।
 সেহি শেখু সেহি বৎস সেহি শিশু সঙ্গে ॥ (৩০৯০)
 দেখিয়া সুন্দরী রাখা তৈল চমকিত ।
 মগ্নবত হৈয়া রাখা পড়িলা ভূমিত ॥
 প্রগতি-পূর্ব্বকে কহে করি পরিহার ।
 জীবন যৌবন ষষ্ঠ মানে আপনার ॥
 শবীর পবিত্র হৈল--পবিত্র লোচন ।
 ননের তিমির যত তৈল বিমোচন ॥
 তবে প্রভু নিজ-রূপ করিল সংহার ।
 দেখিয়া প্রণাম রাখা করে বারম্বার ॥

[মর্ত্যে গঙ্গার প্রচার-বর্ণনা]

পূর্ব-রূপ হৈলা যদি প্রভু নারায়ণ ।
 পুনরপি রাধিকায়ৈ কৈলা নিবেদন ॥ (৩১০০)
 “কহ প্রভু বিবরণ চাহি শুনিবার ।
 কেমতে আসিলা গঙ্গা পৃথিবী মাঝার ॥”
 রাখার মধুর বাক্য শুনি নারায়ণ ।
 কহিতে লাগিলা প্রভু যত বিবরণ ॥

(৩০৭৫) “পাবোণ তুলিয়া যদি দিল ঐরাবতে । (৩১০৫)
 শঙ্ক-ধ্বনি করি যায় রাজা ভগীরথে ॥
 চণ্ড-স্রোতে ঐরাবত নিল ভাসাইয়া ।
 পর্ব্বত প্রমাণ পেট হৈল জল খাইয়া ॥
 ঘূর্ণায় তল করে স্রোতে তুলি দেয় ॥
 (৩০৮০) এহি মতে ঐরাবত ভাসাইয়া নেয় ॥ (৩১১০)
 ভয় পাইয়া গঙ্গ-রাজে করে পরিহার ।
 “যত অপরাধ মাও ক্ষেমহ আমার ॥”
 গঙ্গা বোলে “কেন হেন কহ বিপরীত ।
 স্মান করি বিহা কর—সেতি সে উচিত ॥” *
 (৩০৮৫) গঙ্গা বোলে “মাও তুমি হেন বোল কেনে ॥ (৩১১৫)
 পশু হৈয়া তোমারে বা জানিমু কেমনে ॥
 নিবেদন কৈলু মাও তোমা বিদ্যমান ।
 পশুর যোনিতে জন্ম দৈবে নাহি জ্ঞান ॥
 জননী-উদরে যেহি শিশু জন্ম লয় ॥
 চরণের যাত্ন লাগে জননী-জদয় ॥ (৩১২০)
 জননী শাপয়ে যদি সেহি অপরাধে ।
 না জন্মিব তবে শিশু ত্রিভুবন মধ্যে ॥”

(১) ‘মহাবেগে’ গ ; (২) ‘সমান’ ঘ ;

(৩) ‘স্নেহে ভাসে ক্লেণে ডুবে ক্লেণে ভাসি যায় ।

এহি মতে ঐরাবতে স্থির নাহি পায় ॥’ গ ;

‘ঘূর্ণায়’ শব্দটির স্থলে ক-পুথিতে ‘গোণ্ডোনায়ে’
 খ-পুথিতে ‘গোঞনাএ’ ও ঘ-পুথিতে ‘গোরবার্য’
 পাঠ আছে ; পূর্ব-বঙ্গের ময়মনসিংহ প্রভৃতি অঞ্চলে
 সাধারণতঃ ‘উকার’ স্থলে ‘ওকার’ এবং ‘ও-কার’
 স্থলে ‘উ-কার’ উচ্চারিত ও লিখিত হয় । ক,
 খ, গ, ঘ পুথিগুলিতে ইহার অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে ।
 (৪) ‘মাও হেন কহ কি কারণ’ । গ ; ‘কেমন গ ;
 (৫) ‘জননী-উদরে’ শিশু অবশ (‘অবশ্চ’ ক, ঘ ;)
 জন্ময়’ । ক, খ, ঘ ; (৬) ‘বাও’ গ, ঘ ; (৭) ‘নহিব
 কেহর জন্ম’ ক, খ, ঘ, ‘না হইব তার জন্ম’ ঘ ;

গজের স্তুতিয়ে গঙ্গা সদয় হইয়া ।

শ্রোত-পাকে ঐরাবত দিলেক তুলিয়া ॥

মিলে গঙ্গা বৈবস্বত-পুরী-সকারিণী । (৩১২৫)

সেই খানে গঙ্গার নাম নদী বৈতরিণী ॥

তথা হনে গঙ্গা গেলা ভোগবতী-পুরে ।

ভোগবতী-নাম গঙ্গা বাখানি তাহারে ॥

মর্ভে আসি গঙ্গা নানা স্থানে তবে চায় ।

ভগীরথ রাজা আগে শঙ্খ বাইয়া যায় ॥ (৩১৩০)

জঙ্ঘু-মুনি তপ করে সেই খানে রৈয়া ।

দান পুষ্প তুর্নবা দেবী নিল ভাসাইয়া ॥

• দেগিয়া কুপিত হৈলা জঙ্ঘু তপোদন ।

গঙ্ঘু করিয়া গঙ্গা করিল ভক্ষণ ॥

ফিরিয়া যে ভগীরথ গঙ্গা না দেখিয়া । (৩১৩৫)

নীর নিকট গেলা বিবাদিত হৈয়া ॥

“কপিলের শাপে মোর পুরুষ সকল ।

ভস্ম-চয় হৈয়া তারা আছে রসাতল ॥

সেহি তেতু ব্রহ্মা হর ইন্দ্র গজ সেবি ।

মুক্তির কারণে লৈয়া যাই গঙ্গা-দেবী ॥ (৩১৪০)

কোথা গেলা গঙ্গা-দেবী না দেখি এখন ।

অনুমানে বুঝি তুমি করিছ ভক্ষণ ॥

রূপা কর মুনিবর গঙ্গা দেহ মোরে ।

নহে প্রাণ-বধ দিই তুমার উপরে ॥”

রাজার স্তুতিয়ে মুনি হইলা সদয় । (৩১৪৫)

সমাধি তেজিয়া তবে চিস্তিল হৃদয় ॥

“বদনে ছাড়িয়া যদি দেই গঙ্গা-জল ।

উচ্ছ্রিক্ত হইলে পরশিলে নাহি ফল ॥

গৃহ্য-দ্বারে ছাড়ি দিতে মনে নাহি আইসে ।

জানু বিদারিয়া দিই এতি যুক্তি ভাসে ॥ (৩১৫০)

এহি ভাবি জানু চিড়ি গংগ দিল মুনি ।

জাঙ্ঘবী নাম গঙ্গা এতৎকে বাখানি ॥

তবে চণ্ডস্রোতে গঙ্গা তথা হনে চলে ।

পৃথিবী ভ্রমিয়া সমুদ্রেত গিয়া মিলে ॥

সাগর-সঙ্গম নাম বোলি সেহি খানে । (৩১৫৫)

সহস্র জন্মের পাপ হরে দরশনে ॥

পরশনে কত পুণ্য কৈতে কে পারয় ॥

জ্ঞানে কোটি-জন্মের পাপ না রহে নিশ্চয় ॥

ভক্ষণে সকল পাপ অবশ্য বিনাশ ॥

গনেক অনন্ত যুগ বৈবর্ধে নিবাস ॥ (৩১৬০)

সাগর-সঙ্গম-কূলে স্নান হয় যার ।

গর্ভ-বাস জন্ম তার নহে পুনর্বাস ॥

সাগর সতিতে গঙ্গা হৈলা এক-সম ।

এতৎকে বাখানি গঙ্গা-সাগর-সঙ্গম ॥

এক হৃদে গেলা গঙ্গা পাতাল-ভুবন । (৩১৬৫)

ভগীরথে দেখাইল ভস্ম-পিতৃ-গণ ॥

শত-ভাগে রতিয়াছে ভস্ম-চয় হৈয়া ।

শত-মুখী হৈয়া গঙ্গা লৈলা পাখালিয়া ॥

মুক্ত হৈল সগর-পুত্র বাইট তাজার ।

বিমান চড়িয়া সব গেল স্বর্গ-দ্বার ॥ (৩১৭০)

(৩) ‘অথ’ ক; ‘অন্ত’ প, ঘ; (৪) ‘এড়ি’ ক, খ, ঘ; (৫) ‘মনে না প্রকাশে’ ক, খ, ঘ; (৬) ‘আদে’ ক, খ, ঘ; (৭) ‘মনে’ গ; (৮) ‘দিয়া’ ক, খ; ‘ক্রমে’ গ; (৯) ‘তথ্যতে’ গ, ঘ; (১০) ‘যেখানে’ ভ, তথ্য হইতে তথা’ ক, খ, ঘ; (১১) ‘জন্মে জন্মে পাপ নাশ তাহা দরশনে’ ঘ; (১২) ‘পরশনে সহস্র জন্মের পাপ হয়’ ঘ; (১৩) ‘জল-পান করিলে অনন্ত পাপ-নাশ’ ঘ; (১৪) ‘এক ধারা’ ঘ; (১৫) ‘মুক্ত হইল কুমার’ ঘ; (১৬) ‘বিমল বিমানে চড়ি’ ক, খ; ‘বিমল বিমানে গেল’ ঘ; (১৭) ‘স্বর্গ দ্বার’ ঘ;

(১) ‘স্ববনে’ গ; ক; ‘গজের স্তুতিয়ে’ ইত্যাদি

শ্রোতের পরে ক, খ, ঘ-পুথির পাঠ—

• ‘শীতে কাতর গঙ্গা হৈল কল্পনান ।

চলিতে না পারে পেট পর্কত প্রমাণ ॥’

(২) ‘এড়িয়া’ ক, খ, ঘ;

গঙ্গার প্রসঙ্গ যত' অদ্ভুত-বাখান।
 ভগীরথ হনে সমাইর' হৈল পরিত্রাণ ॥
 তবে চণ্ড-স্রোতে গঙ্গা তথা হনে চলে।
 শত-মুখে শত-ভাগে নান। স্থানে মিলে' ॥
 বিস্তার' করিল ভগীরথ নৃপমণি। (৩১৭৫)
 এই হে' ভগীরথী গঙ্গাকে বাখানি ॥
 তবে ভগীরথে বোলে করি নমস্কার।
 "কি কর্ম করিমু মাও কর অঙ্গীকার ॥
 তোমার রূপায় মুক্ত হৈল পিতৃ-গণ।
 অসংখ্য' প্রণাম মোর তোমার চরণ ॥" (৩১৮০)
 গঙ্গা বোলে "ভগীরথ কাম্য হৈল তোর।
 গবিলম্বে চলি যাও আপনার ঘর ॥"
 দণ্ডবৎ করি ঘরে গেলা ভগীরথ।
 চণ্ড-স্রোতে যাঞি গঙ্গা দক্ষিণের পথ ॥
 চন্দ্র-পর্বতে দিয়া যাঞি সুরেশ্বরী। (৩১৮৫)
 সেইখানে চন্দ্র-ভাগা নাম গঙ্গা-বারি' ॥
 কিরাত-দেশে ত যাঞি চণ্ড-স্রোত হৈয়।
 সেইখানে গঙ্গা-দেবী নাম করতোয়া।
 গোবর্ধন দেশে ত দিয়া যাঞি' সুরেশ্বরী।
 সেইখানে গঙ্গা-দেবীর নাম গোদাররী ॥ (৩১৯০)

(১) 'গঙ্গার কারুণ্য অতি' ক; 'গঙ্গার কারণ স্তব' ব; 'গঙ্গার' কারৈণ্য-জল' (কারণ-জল?) ঘ;
 (২) 'ভগীরথের প্রমে সেই' ক, খ, ঘ; (৩) 'বিষম হইল পুন শতমুখী-জলে।' ক, খ; 'নির্মল হইল পুর শতমুখ জলে।' ঘ; অতঃপর ক, খ ও ঘ-পুথির অতিঃক্লান্ত শ্লোক যথা—

'পুনি এক প্রভা তবে হইল জাহ্নবী।

দক্ষিণবাহিনী ক্রমে চলে ('যাঞি' ঘ) গঙ্গা-দেবী ॥

(৪) 'নিস্তার' ঘ; (৫) 'এথেকে' ক, খ, ঘ;
 (৬) 'অনন্ত' ক, খ; 'কোটিকোটি' গ; (৭) 'সেইখানে নাম গঙ্গা চক্রভাগা করি।' ঘ; 'সেইখানে চক্রভাগা অতি রমা বারি।' ক; (৮) 'গঙ্গা মিলে' ক, খ, ঘ;

সতাপুর সত্যশ্রেণে' মিলে' ভাগীরথী।
 তথাতে বাখানি গঙ্গা নাম সত্যবতী' ॥
 তার এক প্রবাহ সরস্ব-সম গণি' ॥
 গণ্ডকী দেশে ত মিলে গণ্ডকী বাখানি ॥
 কানৈর দেশে ত গঙ্গা বিখ্যাত কাবেরী। (৩১৯৫)
 শ্রেষ্ঠ-গঙ্গা কৌশিকী' বিখ্যাত সুরেশ্বরী ॥
 সমুদ্র' দেশে ত গঙ্গা আত্মাই' নাম তান।
 যথা তথা' পুণ্য তেন করিছে বাখান ॥
 গ্রহি মতে নানা দেশে বিখ্যাতি গঙ্গার' ॥
 লোক নিস্তারিতে হৈল কারুণ্য বিস্তার' ॥ (৩২০০)
 শত-যোজনৈর পথ গঙ্গা যদি থাকে' ॥
 স্মরিতে পাতক-নাশ দৈবেও না রাখে ॥
 নারদে পত্নাদে শুকে কহিছে বাখানি।
 কলিতে কি হৈব প্রভা' আমিও না জানি ॥
 কহিলাম কথা সেই জিজ্ঞাসিল। কার্য। (৩২০৫)
 "এহি মতে জাহ্নবী বিখ্যাত সর্ব-রাজ্য ॥
 সকল বিভূতি মধ্যে' গঙ্গা' মনে সার।
 ত্রিভুবনে যত জীব' বিভূতি আমার' ॥
 ব্রহ্মা-আদি দেব-গণে' করিল স্তবন।
 কংস-আদি দুষ্ক-দৈত্য বিনাশ কারণ ॥ (৩২১০)
 ভার ঋগুইয়া পুনি যাইমু নিজ-স্থল।
 পৃথিবীতে জন্ম বিনাশিতে সে সকল ॥

(২) 'সতাপুর নগরে ঘ; (১০) 'গেলেন' ঘ;
 (১১) 'সরস্বতী' ক, খ, ঘ; (১২) 'সরস্ব নাম জানি' ক; 'তার এক' ইত্যাদি শ্লোকটী খ ও গ-পুথিতে নাই। (১৩) 'সরস্বতী' গ; (১৪) 'অমরি' খ, ঘ;
 (১৫) 'অভয়া' খ; 'আত্মাহি' গ; (১৬) 'তথা তথা' গ;
 (১৭) 'গণ্ডকে গণ্ডকী নাম বিখ্যাত গঙ্গার।' গ;
 (১৮) 'কারুণ্য-আকার' ঘ; (১৯) 'শত যোজনৈর' ইত্যাদি শ্লোক ক ও ঘ-পুথিতে নাই। (২০) 'কলিতে গঙ্গার প্রভাব' গ; 'কলিতে' ইত্যাদি শ্লোক ঘ-পুথিতে নাই।
 (২১) 'মোর' ক, খ, ঘ; (২২) 'এহি' ঘ; (২৩) 'জীবী' গ;
 (২৪) 'অংগ-অবতার' ক, ঘ; (২৫) 'ব্রহ্মা লৈয়া ইন্দ্রে আসি' ('যদি' ক, খ) ঘ;

ভূমিও যাইবা সঙ্গে শুনত স্তম্ভরি ।
 ত্রিলোক রহিতে নারি তোমা পবিত্রি ॥”
 প্রণাম করিয়া রাধা বন্দিল চরণ । (৩২১৫)
 প্রেম-ভাবে গোবিন্দে দিলেক আলিঙ্গন ॥

[দান-লীলা-অন্তে শ্রীরাধার গৃহে আগমন ।

এবে গুণবতী রাধা কব-যোড়ে কয় ।
 “মোর নিবেদন প্রভু শুন দয়াময় ॥
 আপনে হি জানিত স্বঃস্বা নহি আমি ।
 কৈয়া কি বুঝামু আপনে অন্তরাণী ॥ (৩২১)
 দমি-দুঃখ লৈয়া আউলু হাট কবিনাব ।
 দমি-দুঃখ খাইলা মোর জুটিয়া পসাব ॥
 শুনি কি বোলিল মোর শাস্ত্রী ননদী ।
 কেমনে উপায় হবে কড়ি চায় যদি ॥”
 রাধার মধুর বাক্য শুনি নারায়ণ । (৩২২৫)

সঙ্গী-বশ হৈলা প্রেম-রক্ষার কারণ ॥
 অঙ্কনে বদ্ধতা প্রেম-অনুরন্ধে যত ।
 সেহি স্থানে অধিষ্ঠান হৈল পঞ্চ-বস্ত্র ॥
 পঞ্চ-বস্ত্র দিলা তরি পসাবে রাধার ।
 তুরিতে ৩ তুলিয়া দিলা গৃহে যাইবার ॥ (৩২৩০)
 কুলেত উঠিলা যদি রাধা ভগবান ।
 যমুনার সলিলে বামদিল সেই স্থান ॥
 চলিল স্তম্ভরী বন্দি কৃষ্ণের চরণ ।
 ধরণী না সহে ভার--খঞ্জন-গমন ॥
 পথ নিরক্ষিয়া আছে স্তম্ভরী মহোদা ॥ (৩২৩৫)
 দিন-অবসান-কালে মিলে গিয়া রাধা ॥

(১) ‘তবে গুণবতী’ ইত্যাদি ছয়টা শ্লোক
 প, গ ও ঘ-পুথিতে নাই; উহার স্থলে উক্ত পুথি-
 গুলির পাঠান্তর পরিশিষ্টে ৫ সংখ্যক পাঠান্তরে
 দ্রষ্টব্য । (২) ‘পুলিনে’ ক, খ, ‘কুলেত’ ঘ ।

(৩) ‘পথ নিরক্ষিয়া’ ইত্যাদি শ্লোকদ্বয় ক, ঘ-
 পুথিতে নাই; তৎপরিবর্তে পাঠ যথা—

‘বিলম্ব দেখিয়া চিত্তে শাস্ত্রী রাধার,
 তেনকালে গেল রাধা বরে আপনার ॥’

দেখিয়া রাধার মুখ মহোদা স্তম্ভরী ।
 হরনিত হৈয়া যবে নিল গলে ধনি ॥
 পসার লামাইয়া* দেখে পঞ্চ-বস্ত্র তা ৩৩ ।
 বন্দ হৈয়া মহোদা সে জিজ্ঞাসে রাধা ৩৪ ॥ (৩২৩০)
 বিশেষিয়া মনিসেধ কতিলেক রাধা ।
 দয়া ধরা করি তানে বাখানে* মহোদা ॥
 এহি মতে অন্তগত হৈলা দিবাকর ৩৫ ।
 গৃহ-ধন্য-কর্য সবে কবে নিজ ঘর ॥
 শিশু সঙ্গে রাম কৃষ্ণ লৈয়া বৎস-ধনু ॥ (৩২৪৫)
 নিজ-গৃহে যান বাজাইয়া শিঙ্গা-বেণু ॥
 গো গৃহে গো-বেলু বান্ধি নাম-ভগবান ।
 মহোদা-বোতিগা-স্তন্যাস্তঃ কবে পান ॥
 মিষ্ট পায়স-অন্ন করিয়া ভোজন ।
 মায়ের নিকটে গিয়া করিল শয়ন ॥ (৩২৫০)

[শ্রীরাধার আক্ষেপ ও শ্রীকৃষ্ণের সাধনা]

ক্ষণেক নিদ্রাত থাকি মায়ের সহিত ।
 বাধিকার পূর্বে ক্রোধ চলিলা তুরিত ॥
 পানী মগ্নে প্রবেশিল; প্রভু দয়াময় ।
 গাহিবে থাকি শুনে বুড়ী এই কথা কয় ॥
 বুড়ী বোলে “মহোদা স্তম্ভর মোর কথা ।” (৩২৫৫)
 বধুর শয়ন নাই আমি থাকি যথা ॥

(৪) ‘তাপসে অচলজি নিল রাধার গলে ধরি ।’ গ,
 (৫) ‘প্রয়াস ওলাইয়া’ ঘ; (৬) ‘ওলে’ ঘ;
 (৭) ‘রাখানে’ ঘ, (৮) ‘গোবিন্দ-প্রভাবে’ ‘এই’ গ,
 (৯) ‘প্রশংসে’ গ, (১০) ‘এই মতে’ ‘অন্তগত’ ইত্যাদি
 শ্লোক তইতে আনন্দ করিয়া ‘শ্রীরাধার আক্ষেপ’ শীর্ষক
 সম্পূর্ণ পরিচ্ছেদ ও বংশা তরণ লীলার অধিকাংশ প, গ ও ঘ-
 পুথিতে নাই; বংশী হরণ লীলার একটা সংক্ষিপ্ত রূপান্তর
 উক্ত পুথিগুলিতে আছে উহা পরিশিষ্টে ৬ সংখ্যক পাঠান্তরে
 প্রদর্শিত হইবে ।

শরীরে না সহে মোর এত বড় দুখ ।

হুহি রাগ ।

পুঞ্জ-বধুর প্রসাদে যে পোড়া গেল মুখ ॥

নন্দের নন্দন কাকু অদ্য যদি আইসে ।

তবেই আমার প্রাণ লৈব অনায়াসে ॥” (৩২৬০)

মহোদা বোলয়ে “ভাল বুঝিয়াছ মাও ।

প্রাণে বর্জিবার তুমি যদি স্মৃতাং চাও ॥

তবেই রাধার সঙ্গে না করিহ বাদ ।

রাধাকে বিরস কৈলে ঠেকিব প্রমাদ ॥

নন্দের নন্দন কাকু দুষ্কৃতি অতি বড় । (৩২৬৫)

প্রাণে মারিবেক তোমা আমি জানি দড় ॥

তোমা'ব মরণে হৈব আমার মরণ ।

ভাইয়েও ছাড়িব প্রাণ শুনি বিবরণ ।

খেদ পরিহর মাও ভাব পরিণাম ।

মিথ্যা দুর্বাসনা ছাড় জপ রাম-নাম ॥” (৩২৭০)

বুড়ী বোলে—“মহোদা না কৈও আর মোরে ।

বধুর শয়ন হৌক ভিন্ন এক ঘরে ॥”

তাক শুনি রাধিকা হরিষ হৈলা মন ।

নিবুঞ্জ-মন্দিরে গিয়া করিল। শয়ন ॥

এ সকল শুনি প্রভু হরষিত হৈলা । (৩২৭৫)

রাধার বুঝিতে মন সজ্ঞাপনে রৈলা ॥

প্রভুর বিলম্ব দেখি রাধিকা ফাঁকর ।

ঘর হনে বাতির হয় বাহির হনে ঘর ॥

এহি মতে হৈল দুই প্রহর যামিনী ।

মহা উদ্বেগিত হৈল রাধিকা কামিনী ॥ (৩২৮০)

প্রেমবতী রাধিকারে দেখি আকুলতা ।

দরশন দিলা প্রভু ত্রৈলোক্য-রক্ষিতা ॥

প্রভুকে দেখিয়া রাধা হরিষ প্রচুর ।

জ্ঞী-কলা মতে কিছু বোলয়ে মধুর ॥

সতাবতী-সুত বাস নারায়ণ-অংশ । (৩২৮৫)

সঙ্কেপে রচিল পুণ্যশ্লোক হরিবংশ ॥

সেই শ্লোক বাখান করিয়া পদ-বন্ধে ।

লোকে বুঝিবারে বোলে দীন ভবানন্দে ॥

“আরে পরাণের বন্ধু

এত রাগে কেনে রাধার বাড়ী । (৩২৯০)

এ দুই প্রহর নিশি জাগি গোড়াইলু বসি

নিহরে ভিগিল মোর শাড়ী ॥ ধ্রু ।

ঘর হনে বাইরে গিয়া পথ-খানি নিরখিয়া

কান্দিয়া আকুল নানা ছলে ।

কৈয়া পাঠাইতে চাই এমত বেখিত নাই (৩২৯৫)

কাকুলি তিতিল আঁখি-জলে ॥

দিবসে গো-ধেনু রাখ নিশি কার ঘরে থাক

এখনে বা কোথা গিয়া রৈবা ।

রাধারে কলঙ্কী কৈলা এবে কার বন্ধু হৈল।

মরম ভাঙ্গিয়া সব কৈবা ॥” (৩৩০০)

দেখাইয়া যুগের পদ যুগতে করিলা বধ

গো-মাংস ভক্ষণ যেন করে ।

নামের লাগিয়া জানি যাচে রাধা অভাগিনী

শিখের সিন্দুর নিল পরে ॥ *

বনে থাকে কুরঙ্গিন না ধারে কাহার ঋণ (৩৩০৫)

মাংস দিয়া জগত্তের বৈরী ।

সেতি মোর জাতি-নাশ হারাইলু এসতি-বাস

আপনে যৌবন দিয়া মরি ॥ *

নিষ্ঠুর পুরুষ-জাতি যাহ যথা ছিল। রাতি

যাবত রজনী না পোহায় ॥” (৩৩১০)

কহে ভবানন্দ দীন রাধা সে হইল ভীন

এমত নিষ্ঠুর না যুয়ায় ॥

রাগ সিঁহুড়া ।

“কেনে বোল রাধা তুমি—কেনে বোল রাধা ।

দারুণ চান্দের লাগি নিশি গেল আধা ॥ ধ্রু ।

বখনে আসিতে আমি হৈলু অবসর । (৩৩১৫)

তখনে দারুণ চান্দে করিল পসর ॥

আক্ষলেও দেখে পথ—হেন চান্দের ছটা।

আঙ্গিনাতে থাকি লোকে দেখে রাজ-ঘাটা ॥

সকল নগরে জানাজানি হৈল একে।

পরিণামে দৌব বড় যদি কেত দেখে ॥ (৩৩২০)

তোর হেন প্রেমবতী—এত গুণ কার।

তোমা বিনে অণু জানি দোহাই তোমার” ॥

অন্তর্যানে কতে তবে ভবানন্দ দীন।

সখিল-নাথক হৈছে রাখার অধীন ॥

শ্রীরাগ।

“থাবে পরাণ-বন্ধু (৩৩২৫)

অবলা রাখারে কর ক্ষেম। ॥

এখনে এমত বোল আঁখির আড় হৈলে ভোল

কে বুঝিব তোমার মহিম। ॥

নিশি-দিন পায়ে ধরি জানাজানি হৈব করি

পিরিত্তির অঙ্কুর যখনে ॥ (৩৩৩০)

নিবেধিতে প্রাণ দিছ ডুবাইয়া নাও সিঁট

গোপতে বা কি হৈব এখনে ॥

নদী তইলে পার কি কাজ নৌকার আর

তাঁখে পাইলা অমূল্য রতন।

যে পাইছ কাঁচা-সোনা যদি হয় তার দুনা (৩৩৩৫)

রজতের কি আর যতন ॥

গোপত বেকত হৈলা আমাকে কলঙ্কী কৈলা

তখনে আছিল কোন শকা।

সখিলা আপন-কাজ এবে সে হইল লাজ

কথা কহিবার আছে লক্ষ্য। (৩৩৪০)

আন্ধারী নিশা-ভাগ হাতে হাতে কিরে বাঘ

কুশ-কণ্টক পথে পঙ্ক।

হাতে নাই শর-ধনু ননীর কোমল তনু

অভাগিনী রাখার কলঙ্ক” ॥

ভকতি-মুকুতি-হীন কহে ভবানন্দ দীন (৩৩৪৫)

বলিহারি রাখার বন্ধানে।

বিবিকি না দেখে যারে সে আইসে আঁখির ঠাঁয়ে

আইসে বায় কটাক্ষ-সন্ধানে ॥

রাগ তথা।

“পরম স্নানাগর তুমি।

সকলি জানিয়া ॥ ৩৩৫০

তবে আব কি বোলিয়া আমি ॥

মোর যত দুখ তুমি যদি জান

তেনা কি এমত কব।

প্রেম বাড়াইয়া জানাইয়া শুনাইয়া

কোন দোষে পারিব ॥ (৩৩৫৫)

ধারা-বরিষণে রবির কিরণে

পঙ্কয়ে না ছাড়ে বাসা।

পরিণাম নাহি গণি তুমি তীন নাতি জানি

দারুণ মনের দুরাশা ॥

বোলিয়া কহিয়া কে তোমাকে জানাইব রে (৩৩৬০)

আরতিল দোষে সে কহি।

ধেয়ানে পরাণে জী সে আর ভাবিব কাঁ

যার আর নাহি তুমি বাহি ॥

যে জনে শরণ ভজে সে নাকি তাহারে তেজে

ভীত জনের স্তব্ধন হৃদয়” ॥ (৩৩৬৫)

কতে ভবানন্দ দীন তনু তনে নতে ভীন

ভেঁত কিছু মনে নাতি লয় ॥

রাগ তথা।

“কর অবধান বন্ধু—কর অবধান।

জগতের নাথ তুমি জগত কলাপ ॥

অঙ্কুরে বাড়াইলা প্রেম কথেক পালনে ॥ (৩৩৭০)

কলিক পল্লব তার ধরিল যতনে ॥

ফুল নাহি ধরে তরু কেমন কারণে।

কি দোষে দছিল তনু আনল-পবনে ॥

শাখা-পত্র-হীন তরু দাউর কেবল ।
মঞ্জরিত না হৈলে কেমনে ধরে ফল ॥ (৩২৭৫)
পরিণামে বুঝি তরু ছেদিত যুয়ায়” ।
কহে দীন ভবানন্দে তুমি সে উপায় ॥

পুনশ্চ গিজুড়া ।

“কি বোলিমু আরে নাথ—কি বোলিমু আর ।
পরিণাম ভাবিতে না ছাড় লোকাটার ॥ ৫ ।
নিশ্বাস ছাড়িতে অঙ্গসর নাহি হবে । * (৩৩৮০)
সুখে তোমা সম্ভাবি শাস্তি যদি নরে ॥
তুই-কুলে গোয়াল-জাতি কে বা কি না বোলে ।
ভেজ মোর প্রাণ পোড়ে তোমা না দেখিলে ॥
যব কৈলু বাহিন—বাহিন কৈলু ঘর ।
পর কৈলু আপনা—আপনা কৈলু পর ॥ (৩৩৮১)
রাতি কৈলু দিবস—দিবস কৈলু রাত ।
অন্ধরে ভাস্কিন জার্নি যোগের পিরিতি ॥
যে ভিন্ন না জানি তাবে ভজিলে কি ভয় ।”
ভবানন্দ বোলে ইহা দড়াইলে হয় ॥

পদ-বন্ধ

এই মত শোক-বাণী শুনিয়া রাধার । (৩৩৯০)
নন্দ-ভাবে কহে প্রভু পূর্ণব্রজ সাব ॥
“তুমি সে আমার প্রিয়ে আশি সে তোমার ।
কতিচি মন্থেত ভাস্কি কেনে বোল আর ॥
যে বোল জঞ্জাল আছে তোমার শাস্তি ॥
এক-দিনের অপরাধে মুখ গেল পুড়ি ॥ (৩৩৯৫)
আর যদি পিকাধিক বোলে তোমার প্রতি ।
তবে তার প্রাণ লৈমু শুন রসবতি ॥”
এতি বোলি প্রেম-আলিঙ্গন দিয়া সুখে ।
ভুঞ্জিলা সম্পূর্ণ রস পরম-কৌতুকে ॥
রসেত ভাদিয়া তবে রাধিকা-সুন্দরী । (৩৪০০)
পনবপি নিবেদিয়া কর-যোড় করি ॥

“ওহে প্রাণ-নাথ শুন দয়া কৈলা যদি ।
অকুনারী শিশু-মতি মহোদা নন্দী ॥
‘প্রাণকে লজ্জিত প্রভু না হইছে ভাল ।
কেন-মতে পরিণয় হইব তাহার ॥ (৩৪০৫)
পারিষ্ঠ গোয়াল-জাতি ইহাবে শুনিলে ।
সেই ক্ষণে বর্জিবেক ছিদ্র-নাথ পাইলে ॥
বিসদৃশ কর্য হৈছে—যত না যুয়ায় ।
বুঝিয়া চিন্তিত প্রভু ইহার উপায় ॥”
গোবিন্দ বোলয়ে “প্রিয়া কেনে চিন্তা কর । (৩৪১০)
শ্রীদাম তোমার ভাই পবন-সুন্দর ॥
‘তাব ঠাহরি মহোদারে বিদ্য দিমু বলে ।
কি কবিত্যে পাবে তেঁও মকম গোয়ালে ॥
কটক দমন হৈব তেন হৈব যদি ।
তুমি যদি হৈলা এবে মহোদার নন্দী ॥” (৩৪১৫)
শুনিয়া মন্তো : তোলা চন্দ্রমুখী বাধা ।
আপনার প্রাণ-বধু হইব মহোদা ॥
এতি মতে নামা রঞ্জে বদিল। যামিনী ।
বসিক স্তজন গম্ব কোতুকে বজনী ॥
শরবরী হইল গহ দেখি রসবতী । (৩৪২০)
পরিহার কবি বোলে—“শুন প্রাণ-পতি ॥
এখানে উচিত নহে এথা রহিবার ।
লোকে যদি দেখে হৈব অসিক খাখার ॥”
তবে অখিলের নাথ হাসিয়া হাসিয়া ।
বিদায় মাগিল নিজ-প্রিয়া সম্ভাবিয়া ॥ (৩৪২৫)
পদ-ধূলি লৈয়া রাধা যোড় করি হাত ।
“জগে জগে আমি না ছাড়িও প্রাণ-নাথ ॥”
এহি মতে শরবরী হইল অবমান ।
জমনী নিকটে গেল। দেব-ভগবান ॥
মহোদার স্তন্যমুত পান করি সুখে । (৩৪৩০)
নিদ্রা পরিহারি জল দিলা চক্ষু-মুখে ॥
তবে প্রাতঃ ক্রিয়া যেন-মতে নির্বাহিল ।
আপনে ধরিয়। ভাণ্ড গো-ধেনু চুতিল ॥

খীর দধি লবনী খাইয়া রামি কাহু ।
বৃন্দাবনে চলিলা লইয়া বৎস-ধেনু ॥ (৩৪৩৫)
শিক্ষা-বেণু বাজাইয়া শিশুগণ সঙ্গে ।
নাচিতে গাহিতে গেল। অতি বড় রঙ্গে ॥

[শ্রীরাধা কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের বংশী হরণ]

গৃহ-কর্ম উঠিয়া প্রভাতে কৈল রাধা ।
আসিল নিকটে তবে নন্দী মহোদা ॥
নহোদারে বোলে রাধা বচন কোমল । (৩৪৪০)
তুমি আমি চল যাই আনিবারে জল ॥
‘এহি মতে দুই-জনে এক-যুক্তি হৈয়া
কালিন্দীর ঘাটে গেল। কাখে কুম্ভ লৈয়া ॥
ধবলী না সহে ভার—খঞ্জনের গতি ।
হেন কালে আমি মিলে স্তন্দরী শ্রীমতী ॥ (৩৪৪৫)
দুই-সইয়ে করিলেক প্রেম-সম্ভাষণ ।
অশ্বে-অশ্বে কহিলা নিশির বিবরণ ॥
কালিন্দীর ঘাটে তবে যায় তিন জন ।
কদম্বের তলে কুম্ভ করিছে শয়ন ॥
শীতল-সমীরে কুম্ভ বস্ত্র আচ্ছাদিয়া । (৩৪৫০)
মায়া করি নিদ্রা যায় বৃকে বাঁশী ধুইয়া ॥
দেখিয়া স্তন্দরী রাধা পরিহাস্য করি ।
কাড়িয়া লইল তবে কাহুর মুরলি ॥
সকল কিশোর গোষ্ঠে কাহু একেশ্বর ।
যামিনীর জাগরণে নিদ্রায় কাতর ॥ (৩৪৫৫)
ধবলী লইয়া রাধা শীঘ্র-গতি রঙ্গে ।
হরিবে জলেগে যান দুই সখী সঙ্গে ॥
নিদ্রা পরিহরি উঠে নন্দের নন্দন ।
ধবলী নিয়াছে রাধা জানিলা তখন ॥

হেন কালে ঘাটে আইলা রাধার বড়াই (৩৪৬০)
তাকে দেখি হাসি বোলে স্তন্দর কাহাই ॥
“শুনহ বড়াই তোর নাতিনের রীত ।
আমার বাঁশী চুরি করে ভাল সে পিরীত ॥
নিন্দের,আলসে আছিলাম তরু-মূলে ।
বাঁশী চুরি করি নিচে দেখিছে সকলে ॥” (৩৪৬৫)
গোবিন্দে বোলেয়ে—রাধা চুরি কৈল বাঁশী ।
শুনিয়া প্রমাদী বড়াই বোলে হাসি হাসি ॥
“বাঁশীটা রাখিতে নার—ভাল সুপুরুষ ।
অশ্ব-জনে শুনিলে হইব বড় দোষ ॥
নিন্দের আলসে তুমি ঠাবাইলা মুরলি । (৩৪৭০)
চোবে নিতে কেমতে বাখিবা নিজ নারী ॥
না কহ এমত কথা—এমত কলঙ্ক ।
জী তনে তীন হৈলা হাতে দেহ শঙ্ক ॥
পুনরপি চাহ যদি ই কথা কথিতে ।
চায় আসি কর তুমি রাধার সতিতে ॥ (৩৪৭৫)
মোব নাতিনেবে দেহ মিথ্যা-পরিবাদ ।
সাক্ষী না জানাইলে তবে ফলিব প্রমাদ ॥
একে কুল-বধু আবে গরবিত-জন ।
নিশেয ভাটার পতি অতি ছুরজন ॥
শুনিলে কংসের ঠাঞি করিব গোতারি । (৩৪৮০)
যেবা দুষ্ট কংস-রাজ ফেলিবেক মারি ॥
সত্য সত্য অহে কাহু কর অবধান ।
ভাগিলা রাধার ঘর তুমি নিল। প্রাণ ॥
পরিবাদ কথা না কহিও হৈয়া দড় ।
বার লাগি মিথ্যা কহ—বস্ত্র কত বড় ॥” (৩৪৮৫)
বড়াইব বচন শুনি গোবিন্দে হাসিলা ।
“ওকর করিতে সাধু আপনে আসিলা ॥
ভাল তুমি বয়োষিকা বৃদ্ধি তোমার ভাল ।
আমি ক কহিমু তোমার চাওয়ালের চাওয়াল ॥
দ্রব্য গেল কহিলাম তোমার গোচর । (৩৪৯০)
যেমত গোতানি দিল।—তেমত উত্তর ॥

• খ, গ ও ঘ-পৃথিতে সংস্কৃত-ভরণ-সীলার যে সংক্ষিপ্ত
কপান্তর পাওয়া যায় তাহা পরিশিষ্টে ৭-৯ সংখ্যক
পাঠান্তরে প্রদর্শিত হইল ।

পূর্ব-ইতিহাস কহি শুন সাবধানে ।
 তুমিহ কহিবা ইহা রাখা বিদ্যামানে ॥
 রাজ-পুত্র মঞ্জি-পুত্র পাত্রে নন্দন ।
 কঠোয়াল-সুত আর—এহি চারিজন ॥ (৩৪৯৫)
 একত্রে ভ্রময়ে ভেদ নাহিক খানিক ।
 তাথে চুরি হৈল রাজ-পুত্রের মাণিক ॥
 ইফ্ট তৈয়া কঠোয়াল-পুত্রে কৈল চুরি ।
 লাজে রাজ-কুমারে না কহে নাম ধরি ॥
 ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা আর এক দেশ ॥ (৩৫০০)
 রাজায় রাখিল যত্ন করিয়া বিশেষ ॥
 যার যেহি অনুরূপ কশ্মে নিয়োজিল ।
 রাজপুত্র দেখি রাজা বড় দুঃখ হৈল ॥
 নিষ্ঠা দিতে চাহে রাজা আপন-দুহিতা ।
 রাজার কুমারে কহে মন-তিত কথা ॥ (৩৫০৫)
 “আমার প্রাণত্যাগ শুন রাজা মহাশয় ।
 যদি আশ্রয় করিলা করিতে পরিণয় ॥
 মনের বৈধ যেহি খণ্ডাইব আমার ।
 সেহি সে রমণী বিনে কেহ নহে আর ॥
 তার ঠাঞি কহিমু আমার মন-হিত ॥ (৩৫১০)
 যদি হয় দ্বিধা দূর—যে বোল উচিত ॥”
 শুনিয়া নৃপতি তবে গেলা অভ্যস্তর ।
 কতিল সকল কথা কছার গোচর ॥
 শুনি রাজ-কুমারী বাপের ঠাঞি কহে ।
 “কহিব কুমারে কথা যত মনে লগে ॥”* (৩৫১৫)
 কানয়াত টানাইয়া মধ্যে রৈলা রাজ-সুতা ।
 রাজার কুমার ডাকি আনিলেক তথা ॥
 রাজ-কছা বোলে—“শুন রাজার কুমার ।
 কহ কিবা বৈধ চিতে জন্মিছে তোমার ॥”
 বাহিরে থাকিয়া কহে রাজার কুমার ।† (৩৫২০)

* * * * *

† অতঃপর পুথিতে কয়েক-টা পঙ্ক্তি পড়িয়া গিয়াছে ।

“অভেদ চারিজন—ভেদ নাহিক খানিক ।
 তাতে চুরি হৈল কেনে আমার মাণিক ॥
 তক্ষর না চিনি যেন দ্রব্য না হারাই ।*
 অহে রাজ-সুতা আমি এহি-মাত্র চাই ॥”
 যত্ন কোকিলের স্বরে বোলে রাজ-সুতা । (৩৫২৫)
 “যে তিন তোমার সঙ্গী ডাকি আন এখা” ॥
 কুমারীর অঙ্গীকার শুনিয়া তখন ।
 অবিলম্বে আনাইল সেহি তিন জন ॥
 সে চারি কুমার যদি হৈলা এক-খানে ।
 তবে রাজ-সুতা কহে মধুর-বচনে ॥ (৩৫৩০)
 “একত্রে বসিছ চারি বিজ্ঞ সু-কুমার ।
 সাক্ষাতে কহিতে কিছু আছে তোমার ॥
 কহি এক ইতিহাস শুন মহাশয় ।
 মর্যাদা কাহার বড়—কহিবা নিশ্চয় ॥
 পূর্ব এক রাজ-সুতা পরম-সুন্দরী । (৩৫৩৫)
 বিবাহ-দিবসে গেল পূজিবাবে গৌরী ॥
 স্নান করি তিত-বস্ত্র করে পরিত্যাগ ।
 এক রাজ-কুমারে পাইল তার লাগ ॥
 কুমারীর কটাক্ষে সে রাজ-পুত্র ভোলে ।
 মদনে মোহিত হৈয়া সুকোমল বোলে ॥ (৩৫৪০)
 “আজি মোর সম্পূর্ণ মানস যদি নহে ।
 তবে আর কণ্ঠে নাকি মোর প্রাণ রহে ॥”
 যত্ন মধু-স্বরে বোলে সেহি রাজ-সুতা ।
 “শুনহ পুরুষ-সিংহ ছাড় তরলতা ॥
 বিবাহ-দিবস শুভ—আসিয়াছে বর । (৩৫৪৫)
 পবিত্রে পূজিতে চাহি ভবানী শঙ্কর ॥
 ইহাতে পাষণ্ড না পতিহ সু-কুমার ।
 সর্বথা মানস পূর্ণ করিমু তোমার ॥”
 তবে রাজ-পুত্রে বোলে শুন শশি-মুখি ।
 “তুমি ঘরে বাহ আমি এছি খানে থাকি ॥ (৩৫৫০)
 কিন্তু মোর তমু দহে দারুণ অনঙ্গ ।
 করিবা এমত যেন সত্য নহে ভঙ্গ ॥”

সত্য করি কুমারী চলিল নিজ-ঘর ।
 বিসি-মতে শুভ-ক্ষণে হৈল স্বয়ম্বর ॥
 শাস্ত্র-কর্ম লোকাচার নির্বাহি তখনে । (৩৫৫৫)
 বর সাংক্ৰান্তে যাইতে সত্য হৈল মনে ॥
 ঘোক অন্ধকার দুই-প্রহর যামিনী ।
 একাকী চলিল তবে সঙ্কেতে কামিনী ॥
 হংস-গামিনী ধনী খঞ্জন-রঞ্জিত ।
 যাব রূপে শচী রস্তা উর্বরী গঞ্জিত ॥ (৩৫৬০)
 নগব ভ্রমিয়া যায় রাত্রি-নিশা-ভাগে ।
 আচম্বিতে পথে লাগ পাইল এক বাঘে ॥
 ভয়ঙ্কর শার্দূল বিমম তার ডাক ।
 ধরিয়া ভঙ্কিতে চাহে রাজার কঙ্কাক ॥
 প্রাণে মারিবার চাহে ভয়ঙ্কর মুঢ়ে । (৩৫৬৫)
 মহাভয়ে রাজ কহা কহে যোড়-করে ॥
 “প্রাণে যে মরিব আমি তার নাহি তাপ ।
 সত্য-ভঙ্গ সম আর নাহি মহাপাপ ॥
 এক-দণ্ড আমারে মর্গাদা কর বাঘ ।
 এহি পুথে আসিতে পাইবা পুনি লাগ ॥ (৩৫৭০)
 যার ঠাঞি বিহা তৈছে তাতাকে ত্যাগিয়া ।
 তথাপিহ যাই’ আমি সত্যের লাগিয়া ॥
 সত্য-রক্ষা হৌক মোর—না খাইও এখন ।
 ফিরিয়া আসিতে তুমি করিও ভঙ্কণ ॥”
 বাঘেহ মানিল কথা শুনি এহি মত । (৩৫৭৫)
 “বিনে আমা বোলাইয়া যাইতে নাহি পথ ॥
 সত্যকে আমার ভঙ্ক্য পুনি পাইমু লাগ ।”
 এহি বোলি পথ ছাড়ি দূরে গেল বাঘ ॥
 চলিল যুবতী ধনি কুমার-মানসে ।
 আচম্বিতে লাগ পাইল দারুণ রাক্ষসে ॥ (৩৫৮০)
 একে মহা নিশা-ভাগ রাক্ষস বিমম ।
 রাজ-কন্যা বধিবারে করিল উদ্যম ॥
 দেখি মাত্র কুমারী পাইল মহাভয় ।
 পুটোজ্জলি করি রামা রাক্ষসেরে কয় ॥

“যে করিছে পরিণয় ছাড়ি তাব সঙ্গ । (৩৫৮৫)
 অশ্বের সেবাতে যাই—ভয় সত্য-ভঙ্গ ॥
 সম্ভাষিয়া এহি পথে করিমু গমন ।
 ‘তখনে ভঙ্কিহ মোরে ছাড়হ এখন ॥’
 রাক্ষসে ভাবিল মনে আর পথ নাই ।
 ইহার হৌক আশা পূর্ণ—পরে ইহায় খাই ॥ (৩৫৯০)
 পথ ছাড়ি দিল কহা গেল কথো-দূর ।
 আশু-বেস্ত করিয়া আইসে দুট-চোর ॥
 কুমারীর রূপ আব দেখি অতরুণ ।
 ‘তার হৈল ’ * * * আকুল বদন ॥
 রাজ-কুমারী বহু হস্তে চাহে ধরিবাব । (৩৫৯৫)
 কর-যোড় করি রামা কবে পরিহার ॥
 “শুন শুন নিবেদন ছাড় তরলতা ।
 যার সত্যে বন্দী তৈছি—যাই তার তথা ॥
 যে জনে বিবাহ কৈল তাতাকে ত্যাগিয়া ।
 অসম সাহস কৈলু সত্যের লাগিয়া ॥ (৩৬০০)
 তারে সম্ভাষিয়া আমি আসিমু যখনে ।
 তোমার গদীন—যে করিবা লভে মনে ॥
 তোমার চরণে মুই কৈলু পুনি পুনি ।
 রাক্ষস বাঘেহ ছাড়ি দিল সত্য শুনি ॥”
 চোর বোলে অবশ্য যাইব এহি পথে । (৩৬০৫)
 তবে ইহার সত্য-ভঙ্গ করি কি নিমিত্তে ॥
 এহি ভাবি তঙ্করে বিদায় দিল যবে ।
 কথো দূর গিয়া সে কুমার পায় তবে ॥
 বিরহে কুমার ধন্দ কান-জ্বরে শোণে ।
 মহামায়া জপে যেন আগমী-পুরুষে ॥ (৩৬১০)
 অতিশয় স্তম্ভুর হুহু হুহু হাস ।
 কথঞ্চিৎ জিজ্ঞাসিল সুকুমার ভাণ ॥
 “কত চাহি চন্দ্র-মুখি শুনি বিবরণ ।
 কি হেতু বিলম্ব এত কহিবা কারণ ॥”

(১) পুথিতে ইহার পরের শব্দটা অগাঠা হইয়া গিয়াছে ।

মুহূর্তেক ব্যাজে স্তূতা হৈত তোমা লাগি । (৩৬১৫)
 সত্য সত্য হৈলা হয় তুমি বধ-ভাগী ॥
 দেখি মাত্র মুখ-চন্দ্র মাজিল মুকুর ।
 দহিত বৃক্ষেত যেন জন্মিল অঙ্গুর ॥
 সকল মানিল মাত্র তোমার কারণ ।
 এখন জীবন খ্যা—সাক্ষ্য মরণ ॥” (৩৬২০)
 রাজ-কুমারের কথা শুনি স্নবদনী ।
 স্তূত-মধু-স্নরে বোলে কোকিলার বাণী ॥
 “বিবাহ-উৎসব সব কতিচি তোমাতে ।
 বিষম কষ্টক পথে ব্যাজ ই-নিমিত্তে ॥
 ব্যাঘ্র রাক্ষস আর দারুণ তঙ্কর । (৩৬২৫)
 এ তিন রিপূর ঠাঞি ত্রাণ নাহি মোর ॥
 সত্য-ভঙ্গ-পাতকে আসিল সত্য করি ।
 ফিরিয়া যাইতে আর ভাঁড়িতে না পারি ॥”
 কুমারীর মুখে শুনি এমত বচন ।
 প্রশংসা করিয়া ধোলে রাজার নন্দন ॥ (৩৬৩০)
 “খ্যা খ্যা রাজ-স্তূতা কি বোলিগু আর ।
 তোমার সাহসে বড় বিস্ময় আমার ।
 তেজি আপনার কান্ত বিবাহ-দিবসে ।
 সত্যের কারণে আইস অসম-সাহসে ॥
 মোর প্রয়োজন নাহি শুনি গুণবতি । (৩৬৩৫)
 অবিলম্বে ভেট গিয়া আপনার পতি ॥
 অতিশয় দৃঢ় দেখি প্রতিজ্ঞা তোমার ।”
 এহি বোলি পুরে চলে রাজার কুমার ॥
 তবে রাজকুমারী যে হরষিত-মনে ।
 চোরের নিকটে গেল খঞ্জন-গমনে ॥ (৩৬৪০)
 রাজ পথে বসি আছে সেই দুষ্ট-চোর ।
 রাজ-কুমারী কহে বচন মধুর ॥
 “যার অশ্বেষণে গেলু সে করিল ক্ষেমা ।
 এখনে আসিছি আমি সম্ভাবিতে তোমা ॥
 রাজ-কুমারে ক্ষেমা করিলেক মনে । (৩৬৪৫)
 ভেটিতে আসিছি আমি এবে তোমা স্থানে ॥

রাজ-পুত্রে বিসদৃশ না করিল শুনি ।
 অস্তুরে ভাবিয়া চোরে বোলিলেক পুনি ॥
 “যত এহি দেশ সব আমার অধীন ।
 এক-জন্য পরিচ্ছেদ দিলু আজি দিন ॥ (৩৬৫০)
 যাহ চন্দ্র-মুখি আর না করিহ ব্যাজ ।
 আপনার পতি সঙ্গে হৌক শুভ কাজ ॥”
 হরষিত হৈয়া তবে চলে শশি-মুখী ।
 পথে ঠেকিল যথা রাক্ষসের চৌকি ॥
 রাজ-কন্যা রাক্ষসেরে লাগিল কহিতে । (৩৬৫৫)
 রাজ-পুত্রে তঙ্করে যে কৈল বিধি-মতে ॥
 শুনিয়া রাক্ষসে বোলে বচন মধুর ।
 “যখনে মর্যাদা কৈল মৃত দুষ্ট-চোর ॥
 কত আশে ভরসে হইল স্বয়ম্বর ।
 সম্পূর্ণ নহিছে আশা—খাইলে পাপ মোর ॥ (৩৬৬০)
 ব্যাজ না করিহ ঘরে যাও সত্যবতি ।
 আশা পরিপূর্ণ হৌক ভেট নিজ-পতি ॥”
 বিদায় হইয়া রামা রাক্ষস-বচনে ।
 ব্যাঘ্রের নিকটে গেল খঞ্জন-গমনে ॥
 কহিল সকল গিয়া শার্দূলের তথা । (৩৬৬৫)
 রাজ-পুত্র চোর আর রাক্ষসের কথা ॥”
 “ধর্ম্য দেখি সেহি তিনে মোরে কৈল ক্ষেমা ।
 সহজে তোমার ভক্ষ্য—কি বোলিমু তোমা ॥”
 বাঘেহ মানিল শুনি বচন মধুর ।
 পথ ছাড়ি দিল যাইতে আপনার পুর ॥ (৩৬৭০)
 হরষিত রাজ-কন্যা নিজ ঘরে আসি ।
 পরম-আনন্দে রৈল পতিরে সম্ভাবি ॥
 তুমি চারি-জন আছ বৃহস্পতি-সম ।
 আমাতে কহিবা কার মর্যাদা উত্তম ॥”
 রাজপুত্র-আদি তিনে রহিলা নীরবে । (৩৬৭৫)
 কতোয়াল-পুত্রে কুমারীত কহে তবে ॥
 “জিজ্ঞাসিলা রাজ-স্তূতা শুন কহি তবে ।
 চোরের মর্যাদা বড়—লহে মোর চিন্তে ॥

বাপ ভাই পুত্র বন্ধু—যার দ্রব্য দেখে ।
 চিত্র পাইলে করে চুরি—কিছুই না রাখে ॥ (৩৬৮০)
 একে স্ত্রী-রত্ন আরে রত্ন-অভরণ ।
 হেন নিধি ছাড়ে চোরে—বলি ই-কারণ ॥
 নিশ্চয় कहিলু আমি—সন্দেহ নাহিক ।
 বিধি বক্র হৈলে যায় গাঁঠির মাণিক ॥
 মহানিধি পাইয়া ছাড়ে একে ত 'তস্কর' । (৩৬৮৫)
 এতেকে হিঁ সেহি চোর মর্যাদা-সাগর ॥”
 কিছু না বোলিল কথা নীরব রহিল ।
 জানিল মাণিকা-রত্ন এহি সে হরিল ॥ *
 বিদায় করিল তবে এহি চারি-জন ।
 কেত মাত্র না জানিল এহি বিবরণ ॥ (৩৬৯০)
 দিন গত হৈল তবে আইল যামিনী ।
 আশনার সখী ডাকি আনিল কামিনী ॥
 “নিভুটে কহিবা ধনি বচন-প্রসাদ ।
 কতোয়াল-কুমারেত আমার সংবাদ ॥
 উত্তম মাণিক যদি মোরে দেয় আনি । (৩৬৯৫)
 তবে তাকে আমি নিজ-পতি করি মানি ॥”
 রাজ-কুমারীর বাক্যে চলে সুবদনী ।
 কতোয়ালশ্রুতে ত কহে এ সব কাহিনী ॥
 সখীর মুখেত কতোয়াল-শ্রুতে শুনি ।
 সে পঞ্চ মাণিকা লৈয়া আসিল আপনি ॥ (৩৭০০)
 রাজার কুমারী দিলা কর্পূর তাম্বুল ।
 বিনয় করিয়া তবে বোলে মিষ্ট-বোল ।
 “লুকাচুরি কর্ম আমি কেমনে করিমু ।”
 বাপেত জানাইয়া পরে তোমারে বরিমু ॥
 এহি মতে আশাসিয়া করিলা বিদায় । (৩৭০৫)
 সখীরে পাঠাইয়া রাজ-কুমারে আনায় ॥
 আর পঞ্চ মাণিকা তখনে দিলা আনি ।
 ফিরাইল রাজ-পুত্রে আপনা নহে জানি ॥ *
 সে মাণিকা দিয়া বোলে এ নাকি তোমার ।
 আপনা মাণিকা পাইয়া হরিব কুমার ॥ (৩৭১০)

বিদায় করিয়া গেলা আনন্দিত হৈয়া ।
 সেহি স্বকুমারী পরিণামে কৈলা । (৩৭১১)
 তেমত আমার কন্ম করিবা বড়াই ।
 তস্কর না চিনি যেন দ্রব্য না তাবাই ॥
 বড়াই বোলে—“তুমি যদি এমন বোলিলা । (৩৭১৫)
 তবে কেনে নাম ধরি বাধাকে কহিলা ॥
 যখনে করিলা নাম—আয় আসি কর ।
 সাংক্ষী না জানাইলে কিবা আপনেনি হার ॥”
 এহি মতে চুই জনে কহে নানা কথা ।
 কালিন্দীর ঘাটে যায় রাধা আছে যথা ॥ (৩৭২০)
 রাবারে দেখিয়া বোলে নন্দেব নন্দন ।
 হাসিয়া হাসিয়া বোলে বাণীর কারণ ॥

হহি পাগ ।

“কেনে গেল। নীপ-তরু-মূলে
 রাই—কেনে গেল। নীপ-তরু-মূলে ১ ।
 তুমি গুণবতী নারী মুররি করিলা চুপি (৩৭২৫)
 ভাল নাম রাখিলা গোবুলে ॥ ধ্রু ।
 মুররি কিবা দোষ তাকে কেনে করি রোণ
 কহ রাধা শুনি বিবরণ ।
 মুররি হরিয়া মোব কি লাভ হইল তোর
 চুপি কর কেমন কারণ ॥ (৩৭৩০)
 শুন রাধা সুবদনি মুরবি দিয়ার আনি
 অখনে রাখিতে না যুয়ায় ।
 যখনে করিলা চুরি লাগ পাইলে কেশে ধরি
 লাজ দিলে কি হৈত উপায় ॥

(.) ‘কেনে আইলু কদম্বের তলে’ গ ; ‘কেনে গেলা
 উত্যাগি গাঁতের বে রূপান্তর ক-পুথিতে আছে, উহা
 পরিশিষ্টের ৮ সংখ্যক পাঠান্তরে প্রদত্ত হইল । (২) ‘আশুপে
 করিছ’ ব ; (৩) ‘মুররিকা দেখ’ গ ।

বড়ই সাতসী তুগিঃ অবশেঃ জানিলু মুগিঃ
(৩৭৩৫)

এত জনের মধ্যে কৈলা চুরি।

নিদ্রা দেখি অচেতন বুঝিলা আমার মনঃ

তবে কেনে না দেও মুররি ॥”

কাহুর বচন শুনি হাসি বোলে সুবদনীঃ

“মুররি হারাইলাঃ কোন খানে।” (৩৭৪০)

ভকতি-মুক্তি-ভীনঃ কহে ভবানন্দ দীন

মিছা বাদ বোল কি কারণেঃ ॥

শ্রীরাগ।

নায়র বন্ধু—কি আর বোলিমু তোরেঃ।

কেবা কেল চুরি তোমার মুররিঃ (৩৭৪৫)

মিছা বাদ বোল মোরেঃ ॥ প্র।

বিভোল আছিলো জানিলু রে কালাঃ

নিশি-জাগরণে বাসিঃ।

হাতের মুররি কে বা কৈল চুরি

মোরে চোর বোল আসিঃ ॥ (৩৭৫০)

মদে মত্তঃ রসে নিম্দের আলসে

তুমি হারাইলাঃ মুররি।

এঃ বড় বিষয় মোর মনেঃ লয়

কেমনে রাখিবাঃ নারী ॥

আমিঃ কুলবতী পরের যুবতীঃ (৩৭৫৫)

মোরে তুমি বোলঃ চোর।

এহি ভাগ্যঃ তোর পতিঃ নাই ঘর

মধুরা-নগর দূরঃ ॥

এথা হনে চল কারে চোর বোলঃ।

ভাল তুমি মোর বোন্ধুঃ।” (৩৭৬০)

সুহৃদের ধর্ম কর ভাল কৰ্ম্মঃ

বোলেঃ দীন ভবানন্দ ॥

ধানশী রাগ।

“আরে আরে বন্ধু ভাল নহে তোমার রীতঃ।

পরিবাদ বোল মোকে ই কোন উচিত ॥ প্র ॥

মুররি আনিতে যদি মোর লাগ পাইতা। (৩৭৬৫)

দেখিলেহ প্রেম-ভরে না যুয়ায় কৈতাঃ ॥

সোনা নহে রূপা নহে বাঁশের মুররি।

তার লাগিঃ মিছাঃ বোল এহি দুঃখে মরি ॥

ননদী বড়ই সহিয়েঃ শুনে পরিবাদ।

ছাড়িমু গোকুল আরঃ রহিতে নাহি সাধ ॥ (৩৭৭০)

আন-জনেঃ কহে যদি খণ্ডাইতে না পারি।

হারাইছ বাঁশের—দিমু সোনার মুররি ॥

(১৯) ‘আমি নারী’ গ; (২০) ‘আর পরের’ গ;

(২১) ‘আসি বোল’ গ; (২২) ‘বড় ভাগ্য গ; (২৩) ‘নিজ

পতি’ গ; (২৪) ‘কতদূর’ গ; (২৫) ‘এথা হনে চল এবে,

ফেমিলু মুই গোরবে’ গ; (২৬) ‘কেনে কহ বিপরীত

ছন্দ’ গ; (২৭) ‘না কর সুহৃদ কর্ম, ভাল নহে তোমার

ধর্ম’ গ; (২৮) ‘রচিলেক’ গ; (২৯) ‘আরে আরে আরে

বন্ধু তোমার ভাল রীত।’ ক; ‘আরে আরে তোমার

ভাল রীত।’ ধ; ‘হের রে বন্ধু তোমার ভাল রীত।’

ব; ‘ওএ বন্ধু ভাল নহে তোমার রীত।’ গ;

(৩০) ‘প্রেম-ভাবে নাহি কিছু কৈতা ॥’ ক; ‘প্রেম-ভাবে

লাজে না কহিতা’ ধ; ‘প্রেম-ভাবে না যুয়ায় কৈতা’ গ;

‘প্রেমভগ্নাযুয়ার কৈতা, গ; (৩১) ‘তার হেতু’ গ; ‘তবে

নাকি’ ক; (৩২) ‘মিথা’ ব; ‘বাদ’ গ; ‘মন্দ’ ধ;

(৩৩) ‘সহী’ ব; ‘শ্রীমতী’ গ; (৩৪) ‘পুরী’ গ; (৩৫) ‘অন্ত

জনে’ গ।

- (১) ‘তুমি’ গ; (২) ‘স্বরূপে’ ব; (৩) ‘আমি’ গ; (৪) ‘তখনে করিলে কাজ, অপনে সে বাস লাজ’ ব; (৫) ‘যহ্মলি’ গ; (৬) ‘হারিলা’ গ; (৭) ‘ভকতি-মুক্তি-ভীন’ ক, ধ, গ; (৮) ‘বোল’ গ, ব। (৯) ‘নাইওর বন্ধু’ ইত্যাদি গ; ‘কিবা কৈমু তোরে নাগর কিবা কৈমু তোরে।’ ব; ‘কি আর বোলিমু তোরে রে নাগর কি আর বোলিমু তোরে।’ ক, ধ; (১০) ‘কেবা করিছে চুরি’ ইত্যাদি গ; (১১) ‘মিছা বাদ বোল আসিয়া আমারে।’ গ; ‘ই বড় বিষয় লাগে মোরে ॥’ ব; (১২) ‘ওরে নিলজ কালা’ গ; (১৩) ‘হেন বাসি’ গ; ‘নিশি জাগ হেন বাসি’ ব; (১৪) ‘মত্ত হৈয়া’ গ; (১৫) ‘আপনে হারিলা’ গ; (১৬) ‘এই’ গ; (১৭) ‘মনে হেন’ গ; (১৮) ‘রাখিবা নিজ’ গ;

নহেত পরীক্ষা লৈবাঃ—জলে নামিং বন্ধ।”
এহি সে উচিতঃ বোলে দীন ভবানন্দ ॥

পদ-বন্ধ।

বাধার বচন শুনি বোলিল বড়াই। (৩৭৭৫)
“কেনে রে” উত্তর না দেও রসিক কাহ্নাই ॥
মিথ্যা বাদ নাতিনেরে বোল বিনে দেখি।
প্রমাণ করিয়া নেও জানাইয়াঃ সাখী ॥
আর এক বিচারঃ কাহ্নু শুন সাবধানে।
জলে লামি পরীক্ষা না হয় লও ছই-জনে ॥ (৩৭৮০)
তুমি যদি আগে উঠ—পাছে উঠে রাখা।
তবে তার দাস হৈবাঃ নাহি কিছু বাধা ॥
যদি জল হনে রাখা আগে উঠে ভাসি।
সোনার মুররী দিব আর হৈব দাসী ॥
সাক্ষী যদি নাহি কাহ্নু এতি সে উচিত। (৩৭৮৫)
তই জনে লুড় এড়াঃ আমার বিদিত ॥”
বুড়ী বচন শুনি রসের নাগর।
ধড়ারঃ আঞ্চল ছিড়িঃ লুড়ে কৈল ভর ॥
হাসিয়া হাসিয়া বোলে সুন্দর কাহ্নাই।
“পক্ষাপক্ষ কর তুমিঃ রাখার বড়াই ॥ (৩৭৯০)
মহোদা ননদী যে শ্রীমতী রাখার সখীঃ ॥
তুমি তান মাতামহী মোর পক্ষ কী ॥”

হাসিয়া বড়াই বোলে রাখার সদনেঃ।
পক্ষাপক্ষ বুঝি হৈলঃ গোবিন্দেব মনেঃ ॥
রাধাঃ বোলে “কথা কহিবার নাহিঃ” লক্ষ্য ॥ (৩৭৯৫)
শ্রীমতী মহোদা ছই-জনা তান পক্ষঃ ॥”
এ বোলি সুন্দরী রাখা আঞ্চল চিড়িয়া।
করিল লুড়ে ভর হাসিয়া হাসিয়া ॥
তই লুড় বড়াই রাখিলাঃ সেহি কালে।
পরীক্ষা লইতে রাখা-কাহ্নু লামে জলে ॥ (৩৮০০)
একে-বাবে জলে ডুব দিলা ছই-জন।
সলিলে করিলা মায়া প্রভু নারায়ণ ॥
যমুনাতে স্থল চাইয়াঃ রাধিকার সঙ্গে।
হরিণে শৃঙ্গার ভুঞ্জে মনোরথ-রঞ্জেঃ ॥
কেলি-কলা-কুতুহলে ভুঞ্জিলা সুরতি। (৩৮০৫)
ব্যাঙ্গ দেখি চিন্তে বড়াই মহোদা শ্রীমতী ॥
জল হনে রাখিকা উঠিলা কতঃ-ক্ষণে।
তাব পাছেঃ উঠে কাহ্নু হবিষ বদনে ॥
বিস্মিত বড়াই আর শ্রীমতী মহোদা।
নিঃশব্দে রহিলা মাত্র সুবদনী রাখা ॥ (৩৮১০)
কাহ্নু বোলে—“শুন রাখা আমার বচনঃ”।
অখনে মুরবি মোব না দেও কি কারণঃ ॥”
হরিবংশ-শ্লোক ভাগিয়া পদ-বন্ধেঃ।
লোকে বুঝিবার বোলে দীন ভবানন্দে ॥

(১) ‘লইব ঘ; ‘লই’ ক, খ; (২) ‘নাম’
ক, খ; (৩) ‘রাধার সখা’ গ; (৪) ‘বা’ গ;
(৫) ‘বোলাইয়া’ খ; (৬) ‘মত’ ক, খ; ‘কথা’ ঘ; (৭) ‘না
তয় লও’ স্থলে ‘লই’ ঘ; ‘লইবা’ ক, খ; (৮) ‘তবে ভাল
দায় হৈব’ গ; (৯) ‘দ্বিধা’ ঘ; (১০) ‘লুড় রাখা’; ক, খ;
‘লাম জলে’ গ; (১১) ‘রাধার’ ঘ; (১২) ‘ধরি’ ঘ;
(১৩) ‘কর তুমি’ স্থলে ‘না করিহ’ ক, খ; ‘না
করিবা’ ঘ; (১৪) ‘শ্রীমতী রাখার সহী—মহোদা ননদী।
তুমি মাতামহী তার মোর পক্ষ নদী ॥’ ক;
এই শ্লোকের ‘নদী’ স্থলে ‘বাধী’ খ; ‘নাহি’ ঘ।

(১৫) ‘রাধিকার স্থান’ ঘ; (১৬) ‘চেন’ ক, খ; ‘চে’ ঘ;
(১৭) ‘মন’ ঘ; (১৮) ‘কক্ষে’ ঘ; (১৯) ‘চান’ ক;
‘চাতি’ খ; (২০) ‘শ্রীমতী মহোদা বড়াই সব তান পক্ষ ॥’
গ; ‘শ্রীমতী মহোদা জান রাখিকা সপক্ষ ॥’ ঘ;
(২১) ‘তই জনেব লুড় বড়াই তোলে’ গ; (২২) ‘মাগি’ গ;
(২৩) ‘ভুঞ্জি শৃঙ্গারস্থ’ ইত্যাদি গ; ‘সুরতি শৃঙ্গার
ভুঞ্জে ব্যাপিয়া অনঙ্গে’ ক; ‘হরিণে শৃঙ্গার ভুঞ্জে দোস (৭)
মনঙ্গে’ (ভঃসহ অনঙ্গে?) ঘ; (২৪) ‘তত’ ক, খ, গ;
(২৫) ‘পরিণামে’ ক, গ; (২৬) ‘উত্তর’ ঘ;
(২৭) ‘অখনে মুরবি তুমি দেহত আমার’ ঘ; (২৮) ‘হরিবংশ’
ইত্যাদি শ্লোকের স্থলে ক, খ ও ঘ-পুথিতে ‘সত্যবতী-সুত’
ইত্যাদি প্রসিদ্ধ ও প্রায় সর্বত্র ব্যবহৃত ভণিতা আছে

রাগ শিখুড়া।

পদ-বদ্ধ।

“আল রাধা মুররি আনিয়া দেও মোর”। (৫৮১৫)
 আছিলু শিশুর মাঝে তাথে গেলা কোন লাজে
 বড়ই সাহস বাসি তোর ॥ ধ্রু।
 দুই প্রহর কালে শীতল কদম্ব-তলে°
 নিদ্রা যাই করেত মুররি।
 কোন পাকে° তথা গিয়া নিদ্রা-উলি° লাগাইয়া
 (৫৮২০)

মুররি করিলা মোর চুরি ॥
 গরনে করিয়া হেলা পরীক্ষা লইতে° গেলা
 আপনে উঠিলা তাতে ভাসি।
 অখনে সে ফল পাইবা সোনার মুররি দিবা
 রঙ্গে সে° হইবা মোর দাসী ॥
 তোমার বড়াই জানে তোর প্রেম-সখী শুনে
 (৫৮২৫)

সাক্ষী তোর° ননদী মহোদা।
 তখনে° করিছ কাজ অখনে সে বাস লাজ°।
 মুররি না দেও কেনে রাধা ॥”
 কাকুর বচন শুনি ত্রিলোভমা স্বদনী
 মুররি আনিয়া দিলা হাসি। (৫৮৩০)
 ভকতি-মুক্তি°-হীন কহে ভবানন্দ দীন
 দৈনে রাধা হৈছে° তোর দাসী ॥

বড়াই বোলে “রাধা তুমি করিলা প্রমাদ।
 ভাগ্যে সে নাগর কাকুর ক্ষেমে অপরাধ ॥
 বিকল্প° করিছ যত কহন না যায়। (৫৮৩৫)
 প্রেম না থাকিলে নাতিন° কি হৈত উপায় ॥°
 কুল-বধু-কুমহিমা কৈলা এহি রূপে°।
 বড় ভাগ্যে বিহা কৈল আইমন গোপে ॥
 যদি আর জন হয় তোর নিজ-পতি।
 তবে নাকি ব্রজ-কুলে তোমার বসতি ॥” (৫৮৪০)
 মহোদা বোলয়ে “যদি ভাই ঘরে থাকে।
 ই কথা শুনিলে নি রাধার প্রাণ রাখে ॥”
 শ্রীমতী বোলয়ে “জানি তার যত গুণ।
 পুরুষের মধ্যে না গণিল পুনঃপুন ॥”

[শ্রীদামের সঙ্গিত মহোদার পরিণয়]

এহি মতে পঞ্চ-জনে কহে নানা কথা। (৫৮৪৫)
 বালক সকলে দেখে কাকুর নাই তথ°।
 বলভদ্রে বোলে সব শিশু সম্বোধিয়া।
 “কোথায় গোবিন্দ গেল চাহ বিচারিয়া ॥
 বালক চঞ্চল° কোথা গেল একেশ্বর।
 হরিয়া নিলে কবিা দুহু কংস-চর ॥ (৫৮৫০)
 জননীয়ে সমর্পণ করিছে আমাত।
 সব শিশু আছে তাঞি নাহি অকস্মাত° ॥
 স্নবল চলিয়া যাও পঞ্চমীর ঘাটে।
 গুণবন্তের° ঘাটে মহাবল যাও ঝাটে ॥

(১) ‘রাগ নাগুদা মাউর’ খ, ঘ; ‘আসারি’
 (আদ্যোয়ারি) ক; (২) ‘তের না ল বিনোদিনি’ ক;
 ‘হেল ল নিলজি রাগা’ খ, ঘ; ক-পুথিতে এই গীতের
 যে রূপান্তর আছে, উহা পরিশিষ্টের ৯ সংখ্যক পাঠান্তরে
 প্রদর্শিত হইল। (৩) ‘দুই প্রহর’ ইত্যাদি চরণ-দ্বয় ঘ-
 পুথিতে বাদ পড়িয়াছে। (৪) ‘কাজে’ গ; (৫)
 ‘নিদ্রাওলি’ ঘ; (৬) ‘করিতে’ গ; (৭) ‘হেলার’
 গ; (৮) ‘সাক্ষাত’ গ; (৯) ‘অখনে’ গ; (১০) ‘যার
 না পাইবা লাজ’ গ; (১১) ‘মতি’ ক, গ; (১২) ‘হইবা’ ঘ;

(১৩) ‘বিকল্প’, গ; (১৪) ‘রাধা’ গ, ঘ; (১৫) ‘কুল-বধু-
 কুমহিমা’ ইত্যাদি চারিটা শ্লোক কেবল ক-পুথিতে আছে।
 (১৬) ‘বালক সকলে চৈতন্য পাইল এথা (‘তথ’)’
 গ) ॥’ ঘ, গ, ঘ; (১৭) ‘বাল গোপাল’ গ; ‘বাল
 চঞ্চল’ ঘ; (১৮) ‘সব শিশু দেখি তানে না দেখি এখাত’।
 গ; (১৯) ‘গুণমন্ত’ ঘ;

সারদার ঘাটে শীঘ্র চলহ লবঙ্গো । (৩৮৫৫) বড়াই বোলিল “নাতি কি কহিমু আর ।
 সিন্ধুখরীর ঘাটে স্নবাহ যাও রঙ্গে ॥ বিহা না করিলে হৈব তোমার খাখার ॥ (৩৮৮০)
 বিলম্ব না কর যাও অনসূয়ার ঘাটে । নিশ্চল কুলেত নাতি রাখিলা কলক ।
 ভাবিনীর ঘাটে স্নদাম চল ঝাটে ॥ নপুংসক হৈলা যদি হাতে দেও শঙ্খ ॥
 দুর্লভ জ্যোত ঘাটে চল শস(র)ভ সত্তর । এক নপুংসকে তোর ভগ্নী বিহা দিলা ।
 সাবিত্রীর ঘাটে যাও অর্জুন কোণর ॥ (৩৮৬০) বিহা না করিল। তুমি নপুংসক হৈলা ॥”
 নাভদ্রীর ঘাটে চলি যাও বহুদাম । তখনে স্নন্দরী রাধা পরিহরি লাঞ্ছ । (৩৮৮৫)
 কালিন্দীর ঘাটে যাও আপনে শ্রীদাম ॥ কহিলা ভাইর ঠাঞি সমুচিত কাজ ॥
 বিপিন নগর যত বিচারিহ তুমি । “আমার বচন শুন—কর অঙ্গীকার ।
 ভাগীরাদি ষাটশ বন বিচারিব আমি ॥” গোবিন্দে দিবেন বিহা কি দোষ তোমার ॥
 এহি মতে শিশুগণ পাঠাইয়া বনে । (৩৮৬৫) দারুণ শাস্ত্রী মোকে বোলয়ে নিঠুর ।
 শ্রীদামে পাইল লাগ কালিন্দী পুলিনে ॥ মহোদাকে বিহা কর—সব হৈব দূর ॥ (৩৮৯০)
 শ্রীদামের মুখ দেখি গোবিন্দে হাসিলা । গোবিন্দে বোলয়ে ভাই শুনহ শ্রীদাম ।
 “ভগিনী দেখিতে নাকি আপনে আসিলা ॥” “অবিলম্বে কর বিহা অতি শুভ কাম ॥”
 শুনি হেট-মুণ্ডে রৈল রাধা চন্দ্রমুখী । বড়াই বোলয়ে “শুন মহোদা স্নন্দরি ।
 লজ্জায় কাতর হৈল জ্যোত ভাই দেখি ॥ (৩৮৭০) শ্রীদামকে বর শীঘ্র নমস্কার করি ॥”
 পরিহাস্য করি বোলে স্নন্দরী মহোদা । মহোদা বোলয়ে “কিবা বোল পুনি পুনি । (৩৮৯৫)
 “কেনে আইলা শ্রীদাম লজ্জিত হৈল রাধা ॥” হাস্ত-পরিহাস্তে বিহা কোথা নাতি শুনি ॥
 আশ পাইয়া বোলে তবে নব-ঘন-শ্যাম । মায়ের অনুমতি—ঘরে আসিবেক ভাই ।
 “তোমাকে করিতে বিহা আসিছে শ্রীদাম ॥” “তবে বিহা হবে মোর দশা যার ঠাঞি ॥”
 হাসিয়া হাসিয়া বোলে বড়াই প্রমাদী । (৩৮৭৫) শ্রীমতী বোলয়ে “তুমি কি পাঠ জিজ্ঞাস ।
 “যেন বর তেন কস্তা মিলাইল বিধি ॥” শ্রীদাম বিহনে বর না পাইবা ভাল ॥” (৩৯০০)
 শ্রীদামে বোলয়ে “কিবা বোল তুমি সবে । মহোদা বোলয়ে “সব আমি ইহা জানি ।
 বাপ মায়ের কি বোলিব বিহা করি যবে ॥” লুকাইয়া হৈব বিহা এতি ছুংখ মানি ॥”

(১) ‘দ্রশ্যকর’ (‘রসকর’ ক ;) ঘাটে অর্জুন চলহ সত্তর ।

সাবিত্রী পুলিনে দিয়া চলহ কেশর ॥” ঘ ;

(২) ‘বিলম্ব’ ইত্যাদি শ্লোক-বর্ষ ক, খ ও ঘ পুথিতে নাই ।

(৩) ‘বিল্লীর গকুলে সব শিশু বাও তুমি ।’ গ ;

(৪) ‘ভাগীর’ গ ; (৫) ‘বলে’ গ ; (৬) ‘শ্রীদামে পাইল

গিয়া কালিন্দীর কুলে ॥’ গ ; ‘শ্রীদামে পাইল লাগ

বিপিন পুলিনে ॥” ঘ ; (৭) ‘শ্রীদামের মুখ দেখি’

ইত্যাদি ২৪টা শ্লোকের পরিবর্তে খ, গ ও ঘ পুথিতে বে

দশান্তর আছে, উহা পরিশিষ্টের ১০ সংখ্যক পাঠান্তরে

প্রদর্শিত হইল ।

শুনিয়া নাগর কাঙ্ক্ষু বোলে তার পাচে ।

“ববাহ-প্রকার অষ্ট শাস্ত্র-উক্ত আছে ॥

ব্রাহ্ম আর্ষ দৈব প্রাজাপত্য আদি । (৩৯০৫)

রাক্ষস গৈশাচ আতুর গান্ধর্ব অবধি ॥

গান্ধর্ব-বিবাহ জান বোল ইহার নাম ।

শাস্ত্র-উক্ত সেহি বিহা করহ শ্রীদাম ॥”

ইহাকে শুনিয়া রাধা হরিশ-অন্তর ।

সুগন্ধি-কুসুম-হার গাঁথে মনোহর ॥ (৩৯১০)

প্রদক্ষিণ মাহাদা করিল সপ্ত-বার।
 পুষ্প-মালা গলে দিয়া কৈল নন্দ্যকার ॥
 শ্রীদামেহ মালা তবে দিলা মহোদারে।
 সহজে সুন্দরী রামা ভাল শোভা করে ॥*

* * * *

হরবিত হৈয়া তবে চলে নারীগণ ২। (৩৯১৫)
 যথা তথা শিশু-গণে না পাইয়া লাগ।
 কহিতে লাগিল আসি বলাইর আগ ॥
 শ্রীদাম সহিতে তবে দেব নারায়ণ।
 সেহি কালে তথা গিয়া দিলা দরশন ॥
 দেখিয়া কৃষ্ণের মুখ তুষ্ট বলরাম। (৩৯২০)
 সকল বালকে মিলি করিলা প্রণাম ॥
 হাসিয়া গোবিন্দে বোলে “শুন হনুধর।
 শ্রীদামেত হৈল মহোদার স্বয়ম্বর ॥
 এহি হেতু ব্যাজ মোর হৈল এত-ক্লণ।
 কহিলু তোমার ঠাঞি যত বিবরণ ॥” (৩৯২৫)
 তরিস বালক সব বলভদ্র সঙ্গে।
 সুন্দাবন-বিহারে চলিলা নানা রঙ্গে ॥
 এথা চারি জন আইলা আপনার ঘর।
 বড়াই কহিতে লাগে মহোদা-গোচর ॥
 “শ্রীদামের ঘরে আইস আমার সহিতে। (৩৯৩০)
 মায়ের নিকটে আর যাও কি নিমিস্তে ॥”
 বুড়ীর বচনে বোলে মহোদা সুন্দরী।
 “মাও-ভাইর আজ্ঞা বিনে যাইতে না পারি ॥
 ধরা-বান্ধা বিহা মোর তার কোন কাজ।
 ভগিনীর পুত্রে মোরে দিল এত লাজ ॥” (৩৯৩৫)

• ইহার পরে কেবল ক-পুথিতে শ্রীদামার বংশীর প্রতি
 আশ্রয় ও বিরহোৎকর্ষা বিবরণ কতকগুলি প্রসিদ্ধ
 পয়ার ও গীত আছে, তাহা পরিশিষ্টের ১১ সংখ্যক
 পাঠান্তরে প্রদর্শিত হইল।

(১) ‘ঘরে’ গ; (২) ‘সখীগণ’ ঘ; (৩) ‘ক্লণ’
 গ; (৪) ‘গৃহে চল’ গ; (৫) ‘জননীর তথা আর’ ঘ;
 ‘মায়ের নিকটে তুমি’ গ;

মহোদার বাক্য শুনি বড়াই শ্রীমতী।
 যার যার নিজ-গৃহে গেল শীঘ্র-গতি ॥
 মহোদারে সঙ্গে লৈয়া রাখিলা সুন্দরী।
 আপনার গৃহে তবে চলে শীঘ্র করি ॥
 মহোদারে সঙ্গে লৈয়া রাখা গেলা ঘর। (৩৯৪০)
 মহোদা চলিয়া গেলা মায়েল গোচর ॥
 জিজ্ঞাসে দারুণ বুঢ়ী কথার সদন।
 “বিলম্ব করিলা আজি কিসের কারণ ॥”
 লজ্জায় মহোদা কিছু না কহে কাহিনী।
 ক্রিষ্ট হাঙ্গিয়া কহে রাখা সুবদনী ॥ (৩৯৪৫)
 “আজুকার বিবরণ শুন ঠাকুরাণি।
 কালিন্দীর ঘাটে গেলাম আনিবারে পানি ॥
 শ্রীদামের সঙ্গে করি নন্দনের নন্দন।
 আচম্বিতে সেহি ঘাটে দিল দরশন ॥
 গৌরব না রাখে তাতে দুঃস্বাদ কাহলই ॥ (৩৯৫০)
 মহোদারে বিদ্যা দিলা শ্রীদামের ঠাঞি ॥
 এতেকে হইল ব্যাজ কহিলু কারণ ১।
 শুনিয়া দারুণ বুঢ়ী মামিল মরণ ॥
 বিরস-বদনে বোলে কাঁপাইয়া মাথা।
 “আমাকে ভাঁড়িতে বধু রচিয়াছ কথা ॥ (৩৯৫৫)
 তোরে কি বোলিব—মোর বিধি হৈছে বক্র ॥
 আমি কি না জানি এ সকল তোর চক্র ॥

(৬) ‘নিজালর’ ঘ; (৭) ‘রাখিলা কামিনী’ গ;
 (৮) ‘ভরিবারে’ গ; (৯) ‘তথা’ ঘ; (১০) ‘নন্দনের’ গ;
 (১১) “এতেকে ইত্যাদি শ্লোক, গীত ও উহার পরবর্তী
 পয়ারের পরিবর্তে ঘ, গ ও ঘ-পুথির সংক্ষিপ্ত পাঠ, যথা—

এই হেতু ব্যাজ হৈল কহিলু সকল।
 বিবাহ অন্তরে তবে আনিলা জন ॥”
 রক্ষণ ঘটন শুনি বুঢ়ীর হৈল কোণ।
 “কেনে হৈল নন্দ-স্বতে করিলা বিরূপ ॥
 পাটের নৃশক্তি কংস যথুরা-নগর।
 বিসদৃশ কাণ্ড করে না বাসন-ফর ॥”
 এই মতে ছট বুঢ়ী ভয়ানক চিন্তিত।
 পূর্ণ অহরূপে বুঢ়ী শয়ন করে গির। ॥

তাইরে করাইলা বিহা করিয়া অবধ ।

না জানি না বুঝি আমি তোর মনের অন্ত ॥

তুমি হেন পুঞ্জ-বধু অভাগো সে ঘোড়ে । (৩৯৬০)

তুমি কর বিকল্প আমার মুখ পোড়ে ॥

সে দুঃখ মনেত ভাবি রৈলু ক্ষেমা দিয়া ।

যোকে না জানায়া মোর স্বিকে দিলা বিহা ॥

কামুর সঙ্গে গোপতে এ সব কথা কৈয়া ।

জল আনিবারে গেলা মহোদারে লৈয়া ॥ (৩৯৬৫)

তোমার ভাইকে ডাকি করিলা মন্ত্রণা ।

মিথ্যা কৈয়া কেনে দেহ আমাকে যন্ত্রণা ॥”

গান-ছন্দ নাগনা কাকি ।

বুঢ়ী বোলে “পুঞ্জ-বধু বুঝিলু বেভার ।

মিথ্যা কথা সিঁচা পানি রহে কত-বার ॥

ব্রজ-কূলে শিরোমণি বৃথভামুর বী । (৩৯৭০)

তোমার এমত হৈল—জীবর সে জী ॥

অবলতি আপনে—পরের ঘর ভাঙ্গ ।

গলায়ে কলসী বাকি মর গিয়া গাল ॥

না ভাবিলা পরিণাম না হইব স্তম্ভ ।

এ রূপ-যৌবন-জীলা দেবে করে লোভ ॥ (৩৯৭৫)

মুনির মানস হরে কটাক্ষে তোমার ।

তোর অনুরূপ নাকি নন্দের কুমার ॥

ভাল মন্দ না বুঝ আপনে শিশু-মতি ।

না জান আপনা পর কারে বোলে পতি ॥

আপনে কলকী—কলকী তারে কৈলা । (৩৯৮০)

মোর পুঞ্জ ঘরে আইলে দৃঢ় তুমি মৈলা ॥

কী বহু নাহি কার গোবুল-সমাঝে ।

তোমার বিকল্পে বধু আমি মরি লাঞ্জে ॥”

রাধা হৈবোলে—“এ সকল দৈবের অধীন ।”

উচিত () বোলে ভবানন্দ দীন ॥ (৩৯৮৫)

রাগ তথা ।

“মরে না গ দারুণ বুঢ়ী নিতি বাখায় কৈল ।

কত-দিনে গরব-শোণী যাবে ঘরের শৈল ॥

ভাল-মন্দ হয় যার গোবুল-নগরে ।

শুনিতে দারুণ বুঢ়ী ফিরে ঘরে ঘরে ॥

দেশের নিছনি যায় বুঢ়ী যদি মরে । (৩৯৯০)

যমেহ না লেয় বুঢ়ী কোন্‌দলের ডরে ॥

মুখ পোড়া গেল তেহ মুখে আইসে রাও ।

উভা হইতে কাঁপে বুঢ়ীর চারি হাত-পাও ॥

হাস্ত-পরিহাস্তে বুঢ়ী কোন্‌দাল বাখায় ।

বুঢ়ী জীতে কামিনীর কণ্টক না যায় ॥ (৩৯৯৫)

মুণ্ডি জানি মরিল বুঢ়ী মুখ পোড়া গিয়া ।

মৈলেহ না মরে বুঢ়ী এখন আছে জিয়া ॥

পাইলে খানিক কথা বাড়াইয়া কয় ।

বুঢ়ী জীতে এ দেশে বসতি ভাল নয় ॥”

কহে দীন ভবানন্দে বুঢ়ীর অন্তঃ । (৪০০০)

হইব তোমার বশ কোন অনুরূপ ॥

পদ-বন্দ ।

এহি মতে আক্ষেপ করিলা যদি রাধা ।

মধুর-বচনে বোলে সুন্দরী মহোদা ॥

“পূর্বাপর তোমাতে কহিছি নিবেদন ।

না লৈবা মায়ের দোষ আমার কারণ ॥” (৪০-৫)

আমার কপালে যে আছিল মন্দ-ভাল ।

তাই আইলে দূর হৈব সকল জঞ্জাল ॥”

[শ্রীমতীর ও শ্রীরাধার সহিত ক্রীড়কের বিলাস*]

এহি মতে দুই-জন আছে আগ্নিনাতে ।

গোষ্ঠ-ক্রীড়া করি কৃষ্ণ আইসে সেহি পথে ॥

* খ, গ ও ঘ-পুথিতে ‘শ্রীরাধার আক্ষেপ’ ইত্যাদি লীলা-গুলির পূর্বেই এই লীলাটা সন্নিবেশিত হইয়াছে । উক্ত পুথিগুলিতে ‘গদ্যার মর্ত্যে প্রচার-কথন’ পরিচ্ছেদের শেষে ইহার সূত্র-গাত করা হইয়াছে ; [৫ সংখ্যক পাঠান্তর দ্রষ্টব্য]

গোধূলি-সময় কৃষ্ণ ধেনু বৎস সঙ্গে । (৪০১০) সহজেহি রসবতী সুল্লরী শ্রীমতী ।
 শিশু সব পাছে করি আগে ধায় রঙ্গে ॥ রসজ্ঞের সঙ্গে যেন বশ হৈল অতি ॥
 হেন কালে দেখি তবে রাধা রসবতী । বিরলে বিহার ছুইয়ে কৈলা নানা মতে ।
 ছিদ্র পাইয়া কহে বিবরণ যত-ইতি ॥ কিছু রাত্র থাকিতে আইলা তথা হৈতে ॥ (৪০৩৫)
 শাশুড়ী বোলিছে যত কহিল সকল । রাধার শয়ন-ঘরে গেলা যত্ন-পতি ।
 শুনি রসময় কাহ্নু হাসিয়া বিকল ॥ (৪০১৫) প্রকাশিত হৈল ঘর জাগে রসবতী ॥
 পুনরপি বোলে রাধা কাশ্মুর বিদিত । পরিমল-গন্ধ পাইয়া বোলে চন্দ্র-মুখী ।
 “আজি মোর ঘরে না আসিহ কদাচিত্ ॥ “শ্রীমতীর প্রাণনাথ এথা আইলা নাকি ॥”
 অবশ্য যাইবা তুমি শ্রীমতীর ঘরে । রাধা যদি এমত কহিলা যত্ন-ভাষে । (৪০৪০)
 আসিবার কালে মাত্র বোলাইও মোরে ॥ গায়ে হাত দিয়া কাহ্নু খলখলি হাসে ॥
 এহি বোলি মেলানি মাগিলা রসবতী । (৪০২০) আঁচল ঘুচাইয়া চাহে গায়ে হাত দিতে ।
 শুনি সে নাগর কাহ্নু হরষিত-মতি ॥ তবে চন্দ্র-মুখী বোলে হাসিতে হাসিতে ॥
 গো-গৃহে বাক্সিলা নিয়া সকল গোখন ।
 যশোদার স্তম্ভ-পান করে নারায়ণ ॥
 সর দধি লবনী খায় ঘনাবর্ত ক্ষীর ।
 খাইয়া শয়ন কৈলা শীতল মন্দির ॥ (৪০২৫)
 তিলার্কেক নিদ্রা গিয়া জননীর কাছে ।
 শ্রীমতীর অন্তঃপুরে গেলা তার পাছে ॥
 মধুপুরে যত্নসেন গিছে কর লৈয়া ।
 মন্দিরে শ্রীমতী আছে একাকিনী হৈয়া ॥
 তাহাতে নাগর কাহ্নু করে নাগরালি । (৪০৩০)
 পুন্নিপিত কাননে যেন মধু গীয়ে অলি ॥

(১) “তাহাতে” ইত্যাদি সাতটা শ্লোকের পরিবর্তে
 খ, গ, ঘ-পুথির পাঠ, যথা—

“মনে ভাবি গোপীনাথ চলিলা সত্তর ।
 অবিলম্বে মিলে গিয়া শ্রীমতীর ঘর ॥
 কেলি-কলা-কুতূহলে নিশি অবসান ।
 কিঞ্চিত থাকিতে নিশি চলে ভগবান ॥
 (আসিলা শ্রীকৃষ্ণ তবে রাধিকার ঘর ।
 নিকুঞ্জ-মন্দিরে আছে রাধা একেশ্বর ॥
 মনে মনে চিন্তে রাধা বাঞ্ছ দেখি তান ।
 শ্রীমতীর ঘরে কিবা রৈলা ভগবান ॥ ঘ-পুথি)
 চক্ষু মেলি সুল্লরী দেখিল হেন কালে ।
 কাহ্নু র শরীর তেজে ঘর খানি অলে ॥

রাগ আহার্য ।
 “শ্যাম নাগর—

স্বরূপে কহ কথা শুনি । (৪০৪৫)
 কাহার মন্দিরে আজি গোড়াইলা রজনী ॥ ধ্রু ।
 আউলাঞা মোহন-চূড়া পড়িয়াছে উরে ।
 নিকটে না আইস বন্ধু না ছুইও মোরে ॥

(‘ঘর দীপ্তি করে’ গ-পুথি)
 পরিমল-গন্ধ পাইয়া চিত্তিল যুতি ।
 আনিলাম আসিয়াছে শ্রীমতির পতি ॥
 হাসিয়া সুল্লরী রাধা বোলে বার-বার ।
 “এথা কেনে আসিয়াছ কি কার্য তোমার ॥”
 নিজ-পতি নাহি ঘরে আছি একেশ্বর ।
 উচিত যাইতে তুমি শ্রীমতীর ঘর ॥
 যামিনী হইল শেষ উদয় হৈল ভাষ ।
 ঘরেত চলিয়া যাও নিদারণ-কাহ্নু ॥
 (‘না রহিও কাহ্নু’ গ) ॥

(২) ‘হুহি রাগ’ ক ; (৩) ‘বন্ধু শ্যাম নাগর রসের
 নাগর কহ কহ শুনি’ খ, ঘ, (৪) ‘বাক্সিলা’ ক, ঘ ;
 ‘পোহাইলা’ গ ; (৫) ‘বসিয়া’ ক ; (৬) ‘বিনয় চূড়া’ ক ;
 ‘রাধার চূড়া’ খ ; (৭) ‘বইস’ ঘ ।

কহ কহ প্রাণ-বন্ধু পরিহরি লাজ ।
সহজে বেকত হৈল রমণী-সমাজ ॥ (৪০৫০)
সকল তোমার বশ যত গোয়ালিনী
দারুণ শাপুড়ী বোলে রাধা কলঙ্কিনী ॥
ভাষিতে প্যাস্বর শোষে তনু হয় ক্ষীণ ।
রাধার সম্বাদ কহে ভবানন্দ দীন ॥

রাগ আহার ।

“বন্ধু কানাই — (৪০৫১)
কহ নিশি কোথাতে আছিল।
বতির আবেশ লাগি কোথা হে আছিল জাগি
তিল-আধ ত না ঘুমাইলা ॥ ধ্রু ।
নৌল কমল আঁখি আলসে মুদ্রিত দেখি
কাল হৈছে অরুণ অধর । (৪০৬০)
কেমন মুগধি রামা বিনে সিনানে তোমা
পাঠাইয়া দিছে মোর ঘর ॥
তুনি সে পরশ-মণি কেমন রমণী ধনি
কত পুণ্যে পাইয়াছিল লাগ ।
পরশ-বজ্রা বলি হৃদয় উপরে তুলি ॥ (৪০৬৫)
অঙ্গে দিছে কঙ্কণের দাগ ॥

মালতীর মালা ছিড়া খসিছে মোহন চূড়া
কেনে থাক এমত বিভোল ।
ঘুবতী নারীর সঙ্গে যে ঘরে আছিল রঙ্গে
তাথে না পড়িছে কত ফল ॥ (৪০৭০)
বিলম্ব না কব চল গিষি অবসান হৈল
রহিলে নাহিক কিছু কাজ ।”
ভকতি-মুক্তি-হীন কহে ভবানন্দ দীন
মিচ্ছা-কাজে কেনে দেও লাজ ॥

পদ-বন্ধ ।

রাধার এচনে কানু করে পরিহার ॥ (৪০৭৫)
বিস্তর করে যত্ন ভুঞ্জিতে শৃঙ্গার ॥
“জানিলু স্বন্দর তোর জ্ঞান হৈছে লোপ ।
আগে করিয়াছ আঞ্জা পাছে কর কোপ ॥
তোর সম কপটী রমণী নাই কেহ ॥
প্রথমে ঘটাইয়া কার্য পাছে লজ্জা দেহ ॥ (৪০৮০)
মহোদার সঙ্গে তুমি ঘটাইয়া সুরতি ।
পরিণামে নানা-মতে ভৎসিলা বৃতি ॥
তবে শ্রীমতীর সঙ্গে আপনে ঘটাইয়া ।
ভাগুহ অখনে আমা কুপিত হইয়া ॥
পুনর্ব্বার কহ যদি আমার গোচর । (৪০৮৫)
প্রাণ-বধ দিমু প্রিয়া তোমার উপর ॥
কৃপা কর প্রাণেশ্বর চরণে লাগো ।
সুরতি-শৃঙ্গার দেহ— এই বর মাগো ॥”

- (১) ‘হৈব’ খ; ‘কৈলা’ ঘ; (২) ‘গোকুল’ ঘ;
(৩) ‘দারুণ শাপুড়ীর বোলে মোরে কৈলা কলঙ্কিনী’ “ঘ;
‘দারুণ শাপুড়ী মোরে বোলে কলঙ্কিনী’ ॥ ক, খ;
(৪) ‘কহ নিশি কোথায় আছিল। সে পরশ-বন্ধু
কহ নিশি কোথায় আছিল।’ ক;
(৫) ‘আলস’ প, ঘ; (৬) ‘যে ঘরে আছিল জাগি’
ক; (৭) ‘তিল-আধ কেনে না ঘুমাইলা ক, খ;
‘রতির আবেশ’ ইত্যাদি দুইটী চরণের স্থলে—
‘রতি-রস-আলাপনে কোথাতে জাগিলা ॥’ গ;
(৮) ‘ইন্দীবর’ ক; (৯) ‘অরুণ’ ক, খ; ‘অঙ্কল
সোহিত’ ঘ; (১০) ‘কাল হৈছে’ স্থলে ‘হইয়াছে’ ঘ;
(১১) ‘কুমতি’ ক, খ, ঘ; (১২) ‘সিনানে’ ক, গ, ঘ;
(১৩) ‘হিয়ার মাঝারে তুলি’ খ; ‘হৃদয়ে তুলিয়া ধরি’ ঘ;

- (১৪) ‘বিনম’ ঘ; (১৫) ‘সে ঘরে’ গ; (১৬) ‘তাহাতে’ ঘ;
(১৭) ‘ভেল’ ক, খ, ঘ; (১৮) ‘রহিয়াছে নাহি’ ক, খ;
(১৯) ‘মিথ্যা ভাবে’ ক, খ, ঘ; (২০) ‘রাধার বচন’ ইত্যাদি
পয়ার ও গীতের পরিবর্তে ক-পুথির পাঠান্তর পরিশিষ্টের
১২ সংখ্যক পাঠ-ভেদে দ্রষ্টব্য । (২১) ‘অনেক গ;
(২২) ‘আপনে করিয়া’ গ; (২৩) ‘আর’ গ; (২৪) ‘আপনে
ঘটাইয়া কার্য দেও লজ্জা-ভার ॥’ গ; (২৫) ‘নানা মতে
ভক্তিলা যে’ ঘ; (২৬) ‘হাসিয়া মেলানি’ গ ।

গোবিন্দের বাঁকা শুনি রাধিকা হৃন্দরী ।
 প্রণাম করিয়া বোলে চরণেত ধরি ॥ (৪০৯০)
 “যদি মন হৈল তোমার কৌতুক করিতে ।
 মনোরথ পূর্ণ করি যাও এথা হৈতে ॥”
 সভাবতী-সুত-বাস নারারণ-অংশ ।
 সংক্ষেপে রচিল পুণ্যলোক হরিবংশ ॥
 সেই লোক বাখান করিয়া পদ-বন্ধে । (৪০৯৫)
 লোকে বুঝিবারে বোলে দীন ভবানন্দে ॥

আহীর রাগ ।

প্রভাত-সময় রতি ভুঞ্জয়ে কৌতুকে ।
 কামেত মজাইয়া মন হরষিতে চুম্বন
 ভেদ নাহি অঙ্গে আর মুখে ॥
 রাধিকা কমল-কলি কাঙ্ক্ষু হেন মন্ত অলি(৪১০০)
 আশি-যুগ অরুণ-সমান ।
 পৃষ্ঠে পদ্ম এক সাথ^১ পূর্ণ মকরন্দ তাথ
 মধুকরে মধু করে-পান ॥
 রসিক নাগর যহ মন্ত হৈয়া গীয়ে মধু
 অন্ত-গিরি যায় হিম-করে^২ । (৪১০৫)
 যুবতী সন্তোষ হৈয়া ভুল-লতা গলে দিয়া
 প্রেমে রাখে^৩ হৃদয়-উপরে ॥
 দোহার মদন-রঙ্গে ছিন্ন নাহি দুহ^৪-অঙ্গে^৫
 নায়ক নায়িকা কাম-বশ ।
 পূর্ণব্রজ ভগবান শূঙ্গারে বিভোল তান^৬ (৪১১০)
 আবেশে গলিত হৈল রস ॥

রমণ তেজিতে^৭ কাঙ্ক্ষু^৮ পূর্ব^৯ উদিত ভানু
 রাধা বোলে রৈছ^{১০} কোন মুখে ।
 ভকতি-মুক্তি^{১১}-হীন কহে ভবানন্দ দীন
 কি বলিব যদি দেখে লোকে ॥ (৪১১৫)

পদ-বন্ধ ১২ ।

কাঙ্ক্ষু বোলে সুবদনি পরিহর রোব ।
 দান দিয়া কটু বোল—এই বড়^{১৩} দোষ ॥
 পূর্বের এক রাজা ছিল চন্দ্রসেন নাম^{১৪} ।
 দানে অকাতর রাজা গুণে অমুপাম ॥
 সুবর্ণের যত মণি-মাণিকা দোঁসর । (৪১২০)
 করিল অনেক দান হৈয়া অকাতর ॥
 একখানি দৌন তার আছিল প্রধান ।
 মধুর-বচনে রাজা না করিল দান ॥
 বৃত্য হৈলে গন্ধর্ব-লোকেত হৈল গতি ।
 গন্ধমাদনে হৈল গন্ধর্বের পতি ॥ (৪১২৫)
 দানের কারণে হইল সুবর্ণের কায় ॥
 মুখ খানা হৈল তার শূকরের প্রায় ॥
 স্বরূপ কহিতে প্রিয়া না করিও রোব ।
 দান দিয়া কটু বোল—এই মাত্র দোষ ॥
 হাসিয়া হাসিয়া তবে বোলল বন্ধ-মণি^{১৫} । (৪১৩০)
 ঘরে বাইতে অঙ্গীকার কর সুবদনি ॥

তান^{১৬} গ ; (৮) ‘পূজার করিলা’ ব ; (৯) ‘পূর্ব’ গ ;
 ‘আকান্দে’ ব ; (১০) ‘বৈস’ ব ; (১১) ‘মতি’ গ ;
 (১২) এই পদ্যের পূর্বে ব, গ ও ব-পুণিতে আরও
 একটি গীত আছে ; উহার পাঠ কিছু বিকৃত এবং গীতটি
 প্রদ্বিষ্টের লক্ষণাক্রান্ত । পরিশিষ্টের ১৩ সংখ্যক পাঠান্তরে
 উক্ত গীতের সংশোধিত পাঠ প্রদর্শিত হইল । (১৩) ‘মাত্র’
 ব ; (১৪) ‘পূর্বে এক’ ইত্যাদি ছয়টি শ্লোক ব-পুণিতে নাই ।
 ক, খ-পুণির পাঠের অর্থ প্রায় এইরূপ—তাবার কিছু
 প্রভেদ আছে ।

(১৫) ‘রাধাকে সন্তোষি তবে নিজ গৃহে গেলা ।

বিধি-ব্যবহিত বটে প্রোভাক্রিয়া ‘কৈলা’^{১৭} ক ;

(১) ‘কামে মজিল রস, চুম্বনে করিঞা বশ’ ব ;
 (২) ‘ভাতে’ গ ; (৩) ‘দৃষ্টে পদ্মপাত’ (৭) ব ; (৪) ‘অন্তগিরি
 রাইসে দিনকরে’ ব ; ‘হেমকর গিরি আচ্ছাদিলা’ গ ;
 (৫) ‘বরিলেক’ গ ; (৬) ‘মোহন মদন রঙ্গে, নিশাশিখি ভ্রাম
 অঙ্গে, ভোগ করয়ে প্রেম-রস ।’ গ ; (৭) ‘অজ পুরিলা

প্রণাম করিয়া রাধা বন্দিল, চরণ ॥
 মায়া' করি ঘরে যায় দেব নারায়ণ ॥
 লক্ষিতে না পারে কেহ প্রভুর কপটে ॥ (৪১৩৫)
 অবিলম্বে মিলে গিয়া মায়ের নিকটে ॥
 মায়েকে বালক-রূপ দেখায়া ভগবান ॥
 যশোদার স্তম্ভাহত করিলেক পান ॥
 প্রভাতে চৈতন্য পাইয়া নন্দের কান্ধাই* ॥
 ধেনু দুই দুই আনি দিল মায়ের ঠাঞি ॥
 সকল বালক সঙ্গে লইয়া গো-ধেনু ॥ (৪১৪০)
 লবনী খাইয়া বনে চলে রাম-কানু ॥
 নাচিতে গাহিতে সব হরবিভ-মনে* ॥
 শিঙ্গা বেগু বাজাইয়া আইসে বৃন্দাবনে ॥

[ক্রীড়াচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দানে শ্রীরাধার আক্ষেপ ।]

প্রাতঃকালে রাধা আর মহোদা সুন্দরী* ॥
 সম্পাটিল গৃহ-কর্ম অতি শীঘ্র করি ॥ (৪১৪৫)
 দুই-জনে বিরলে কহন্তি নানা কথা ॥
 হেন কালে শ্রীমতী আসিয়া মিলে তথা ॥
 তবে তিন-জনে করে প্রেম-সম্ভাষণ ॥
 অশ্রু-অশ্রু কহন্তি নিশির বিবরণ ॥
 শ্রীমতী বোলয়ে “সই তোমার কারণ ॥ (৪১৫০)
 ভেটিলু নাগর কাহ্নু সাফল্য জীবন ॥”
 রাধা বোলে “প্রাণ-সই মোকে করি হেলা ॥
 অনাথী করিয়া নাথ তুমি লৈয়া গেলা ॥”
 এহি মতে হাস্ত-পরিহাস্ত করি ছলে ॥
 কাঁপে কুন্ত করি যায় যযুনার জলে ॥ (৪১৫৫)

(১) ‘বেলা’ গ; (২) ‘লক্ষিতে’ ইত্যাদি শ্লোক ক, খ ও গ পুথিতে নাই। (৩) ‘প্রভাতে’ ইত্যাদি শ্লোক ক, খ ও গ পুথিতে নাই। (৪) ‘নাচিতে’ ইত্যাদি শ্লোক ক, খ ও গ পুথিতে নাই। (৫) এই গীতাটী গ ও ম-পুথিতে নাই; ক পুথি হইতে সংলিখিত হইল। গ ও ঘ-পুথিতে শ্রীমতীর সহিত-বিলাসের পক্ষেই বংশী-হরণ গীতা পরিবেশিত-হইয়াছে।

হেন কালে কাহ্নু তারে রাজ-পথে পায়া ॥
 তরু-মূলে লৈয়া যায় আঁচলে পরিয়া ॥
 লগ্ন-ভগ্ন হৈল যত অভরণ বেশ ॥
 ছিড়িল গলার হার আকুলিত কেশ ॥
 রসে মজি রসবতী রস-সুভাষিত ॥ (৪১৬০)
 “পরিহর” করি বোলে “ইকি বিপরীত” ॥

গান-ছন্দ ।

‘আরে মোর কালা রে—
 না ছুইও না ছুইও রাখার অঙ্গ ॥
 একে ত অবলা আমি গঞাবরা-খান তুমি
 পরশিয়া না কর কলঙ্ক ॥ ধ্রু ॥ (৪১৬৫)
 কালা গোরায নাহি সাজে ভজিয়ু কেমন কাজে
 আরে তুমি ললিত ত্রিভঙ্গ ॥
 বনে থাক ধেনু রাখ গায়ে ত আগর মাখ
 যুবতী পাইয়া এত রঙ্গ ॥
 আমি গরবিত একে, যদি আসি কেহ দেখে (৪১৭০)
 তোমার আমার মান-ভঙ্গ ॥
 সকল নাগরী-লোকে চূণ-কালি দিব মুখে
 না ঘুয়ায় তুমি আমি সঙ্গ ॥
 শান্তুড়ী পরাণের বৈরী এ কথা শুনিব করি
 সদা মোর মনের আতঙ্ক ॥
 দীন ভবানন্দে কয় মদে যদি মত্ত হয় (৪১৭৫)
 অঙ্কুশ না মানয়ে মাতঙ্গ ॥

গদ-বন্ধ ।

এহি মতে রাধা যদি কহিলা বচন* ॥
 শুনি খলখলি হাসে নন্দের নন্দন ॥

(৬) ‘এহি মতে’ ইত্যাদি ছরটী শ্লোক ঘ-পুথিতে নাই; এই পরিচ্ছেদের মাত্র ‘হের রে কণ্ঠ-তরু’ ইত্যাদি পরবর্তী গীতটী ঘ-পুথিতে পাওয়া গিয়াছে। পরিশিষ্টের ২১ সংখ্যক পাঠান্তরে উক্ত ঘ-পুথির একটা প্রকৃষ্ট

বিবিধ বিধানে রতি মশ্ব-তরঙ্গে ।

‘তরু-লতা-অভেদ হইল অঙ্গে-অঙ্গে ॥ (৪১৮০)

রস পীয়া মত্ত হৈয়। তবে কৈলা মায়া ।

কদম্ব-ডালে ত কাহু রৈলা লুকাইয়া ॥

দেখিতে না দেখে রূপ রাধা আকুলিত ।

তরু-ডালে থাকি বাঁশী বায় স্তললিত ॥

“রাধা” “রাধা” বোলি ডাকে মুরলী-সন্ধানে ॥ (৪১৮৫)

রূপ নাহি দেখে রাধা—ধন্দ বাঁশীর সানে ॥

নাম ধরি ডাকে বাঁশী রূপ নাহি দেখি ।

কদম্ব-তরুকে কিছু বোলে চন্দ্র-মুখী ॥

নাগুদা খোলতা মালদী ।

“হের রে কদম্ব তরু—

তুমি নি পাইছ শ্যাম-রায় । (৪১৯০)

তোমার ডালে ত থাকি মোর নাম ধরি ডাকি

নিরবধি বাঁশীটি বাজায় ॥ ৬ ।

বসাইয়া আপন-ডালে আপন-ফুলের মালা

রেণুয়ে ভরিয়া তমুখানি ।

নবীন পল্লব সনে তোমার কলিকা-খানে ॥ (৪১৯৫)

অবলা কি হইব মানিনী ॥ ৮ ॥

পরিহরি খগ-বর তোমাতে মুরলী-ধর

পদ-ধূলি লাগে তোমার গায় ।

যখন বৈসয়ে মূলে শীতল ছায়ায় ভূলে

ভাগ্য তোর কহনে না যায় ॥ (৪২০০)

পালায় এই গীতের ঘে রূপান্তর (‘কদম্ব-তরু হে’ ইত্যাদি) পাওয়া গিয়াছে, উহা খ-পুথির পাঠের প্রায় অল্পরূপ বটে ।

(১) ‘বসি’ খ ; (২) ‘রাধা রাধা বোলে বাঁশী’ খ ; (৩) ‘তোর ভাগ্য কহন না যায় ॥’ খ ; (৪) ‘হেন জনের সখা আছে, আসিতে সে জনের কাছে’ খ ; (৫) ‘আমি তারে কি কৈব মানিনী’ খ ; (৬) ‘যখন বৈশাখ ডালে, তখন বাদিরে তোলে’ খ ; (৭) ‘নিরবধি বাঁশীটি বাজায়’ খ ।

ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমা হৈয়। ‘অথরে মুররি থুইয়া’

সদায়ে হেলান দিয়া থাকে ।”

কহে ভবানন্দ দীন

“রাধা সে হইল ভীন

কৃপা বড় করিল তোমাকে ॥”

পুনশ্চ রাগ সায়র ।

“এমত না জানি রে বন্ধু—এমত না জানি । (৪২০৫)

দেখিতে না দেখি যেন বৃগ ব্যাধ-খানি ॥ ৬ ।

মোর নাম ধরি বাঁশী নিরবধি ডাকে ।

তবে কি না দেহ দেখা—যদি মনে থাকে ॥

না জানি কি হৈত হয়—যদি হৈতা গোরা ।

কাল হৈয়া প্রাণ লৈল কাঁচা-লনী-চোরা ॥ (৪২১০)

বাঁশী নয় বাঁশী নয়—মন-মোহনিয়া ।”

পাশাণ দরবে যার স্তনাদ শুনিয়া ॥”

নখ-মণি-নিছনি দাস ভবানন্দ দীন ।

জীবন যৌবন হৈল কালার অধীন ॥

রাগ নাগুদা কাকি ।

“মুই না পাইলু যোড়া । (৪২১৫)

যরে বাইরে স্তম্ব নাহি—কালার ভাবে পোড়া ॥ ৬ ।

এত পোড়ায় পুড়িব যারে তার কিবা স্তম্ব ।

বান্ধা-নারী কি জানে প্রসূতা-নারীর দুখ ॥

বাহিরে ভিতরে তম্ব হইল জর্জর ।

মনের আঙুনি কি হয় না জানি—কলঙ্ক হইল

মোর ॥ (৪২২০)

যরে পোড়ে গুরু-জনে বাইরে পোড়ে কাল ।

জলিয়া জলিয়া উঠে দারুণ প্রেমের জ্বালা ॥

(৮) ‘ত্রিভঙ্গ’ ইত্যাদি কলিটির স্থলে—

‘পত্রের সহিতে ফুলে মকর-কুণ্ডল বোলে
মধুকরে মধুপান করে ।

কহে ভবানন্দ দীন রাধারে না বাস ভীন
ভাল সে এমত কৃপা তোরে ॥’ খ ;

জল ভরিতে আইলু ' পরশ-মণিক পাইলু গলায়ে গাঁথিয়া দিমু যদি লাগ পাম । (৪২৫০)

করমের দোষে না লুকাই ।”

কহে ভবানন্দ দীন জল বিচারিতে মীন (৪২২৫)

তবে যেন সাগর শুখায় ॥

ভাটিয়াল বসন্ত রাগ ।

“সঙ্গে মোর কেহ নাহি সকলি দেখি পর ।

মায়া ছাড়ি দেহ দেখা চলি যামু ঘর ॥ ৫৮ ।

যমুন-নিকুঞ্জ-ঘাটে স্তম্ভীতল পানি ।

কেহ আইসে কেহ যায় ভাটী আর উজানি ॥ (৪২৩০)

রাতুল-চরণে মুই পরাণ দিলু ডালি ।

শুয়া না থাকিলে যেন পিঞ্জর হয় খালি ॥

জীবন-যৌবন মোর জলের যে রেখা ।

পড়িয়া রহিব তম্বু না পাইলে দেখা ॥

ই শরীর মিছা—আমি সতজে অধীন ।” (৪২৫৫)

“আপনাত দেখ” বোলে ভবানন্দ দীন ॥

রাগ মোহন কামোদ ।

“রাগের বন্ধু—তুমি নি রে জান

আমি বিবম সঙ্কটে ঘর করি ।

কে জানি আসিয়া দেখে এই দুঃখে মরি ॥ ৫৯ ।

আগুনের উপরে আগুন তাথে আমি থাকি (৪২৪০)

তম্বু ছাড়ি প্রাণ যাবে—না দেখিব আশি ॥

কেশের শাঁকু ক্ষুরের ধারে আমার বসতি ।

আমি বিনে নারী-কুলে কে আছে অসতী ॥

দারুণ শাশুড়ী নোকে আঁখে আঁখে রাখে ।

কাহ্নর হরিণ যেন বাঘের কাছে থাকে ॥ (৪২৪৫)

সকলে ভরসা মোর রাতুল চরণ ।”

কহে দীন ভবানন্দে—না দেখি মরণ ॥

রাগ ভূষা ।

“মোর কেহ নাহি বন্ধু—মোর নাহি কেহ ।

সক্কেতে বাজাই বাঁশী দেখা সে না দেহ ॥ ৬০ ।

দেশে দেশে ভিক্ষা মাগি নাম-শুণ গাম ॥

ঝুরিতে ঝুরিতে মুই হইমু যোগিনী ।

অবলা-রাধার বন্ধু কে দিল ভাঙ্গিনি ॥

উত্তমের বন্ধু তুমি উত্তমেরি জানে ।

দীন-বন্ধুর নাম-খানি বেদে সে বাখানে ॥ (৪২৫২)

অত্যন্ত ভরসা ছিল দীন-বন্ধুর নামে ।

তরে কেনে লজ্জা বাস ডাকিতে অথমে ॥

বিরহে আকুলী প্রেম-সরবর (সরবস ?) তম্বু ।

চঞ্চল চঞ্চল মৃত দুরাশায়ে মম্বু ॥

বিস্মেদে সে আকুলী ঠেকিলু পরিণামে । (৪২৬০)

স্বপ্নাল ভেদিল যেন কমলের দামে ॥

ক্ষেপাই অঙ্কশে—মোর নহে নিবারণ ।

দরশন-দান মাগো এই সে কারণ ॥

অদাতার ধন কিছু নহে ত সঙ্কিত ।”

কহে দীন ভবানন্দে মুই বড় বঙ্কিত ॥ (৪২৬৫)

রাগ নাগদা কাকি ।

“তোর লাগি বেড়াই নাথ তোর লাগি বেড়াই ।

তুমি বিনে অল্প জানি—তোমার দোহাই ॥ ৬১ ।

দেখিলে সে রতে প্রাণ না দেখি মরিমু ।

তুমি বিনে না লয় মনে কি বৃদ্ধি করিমু ॥

তুমি বহি প্রাণ-নাথ নাহি কেহ আর । (৪২৭০)

তোমাকে তোমার দিতে কি যাবে আমার ॥

তোর বাণে মন হালে বিরলে কহিছি ।

তোমার তোমারে দিয়া তোমার হইছি ॥

সকল তেজিয়া হৈলু তোমার অধীন ।”

রাঙ্গা-পদে চায়া মাগে ভবানন্দ দীন ॥ (৪২৭৫)

বিতাষ রাগ ।

“আমি আর বোলিব বা কারে ।

পিরিতি-কালিয়া-নাগে দংশিল আমারে ॥ ৬২ ।

ঘরের বাহির নহি—কুলীনের স্বী।
 কে জানি আসিয়া দেখে করিমু বা কৌ ॥
 দেখিতে না পাইলে আমি কুরিয়া যে মরি (৪২৮০)
 যার লাগি এত করে। সেহ প্রাণের বৈরী ॥
 সখীর না বহে ঘনে—তরু কেনে হালে।
 কে মারে কদম্ব মেলি থাকি তরু-ডালে ॥”
 ভকতি-মুক্তি-তীন ভবানন্দে বোলে।
 “না দেখিলে শ্যাম-রূপ কি করিব ফুলে ॥” (৪২৮৫)

গাম্ভীর্য রাগ।

“তোমা বিনে আন নাহি জানি—

রে গুণের নিধি

তোমা বিনে আন নাহি জানি।
 দরশন দিয়া রাখ রাখার পরাগী ॥ ধ্রু।
 কে আছে বেথিত জন কার কাছে যাব। (৪২৯০)
 কে দিব কানুরে দান কোথা গেলে পাব ॥
 হিয়ার মাঝে শ্যামের শেল ফুটিছে মরমে।
 শুথানে ডুবিল তোর মনের ভরমে ॥
 নিকড়িয়া কদম্ব-ফুল কত ফেলি মার।
 হোর দেখ চাঁপা-ফুল তাকে দিতে নার ॥” (৪২৯৫)
 কহে ত অধম হীন ভবানন্দ দীনে।
 “সম্বাদে না জুড়ায় গাও দরশন বিনে ॥”

পদ-বন্ধ।

এহি মতে রাখা যদি কহিলা সকল।
 শুনি অখিলের পতি হাসিয়া বিকল ॥
 সুরঙ্গ অধরে ইহল হৈল হাস। (৪৩০০)
 নিকলক্চ চন্দ্র যেন হইল প্রকাশ ॥
 সে হাশ্বে উন্নত হৈল নিকুঞ্জ সকল।
 অতিশয় প্রসূদ্ধল যমূনার জল ॥
 প্রসূদ্ধল তরু লতা কুম্মাদি যত।
 খলখলি হাসে কৃষ্ণ প্রেম-রসে মত্ত ॥ (৪৩০৫)

দেখিয়া রাখার মুখ দয়ার ঠাকুর।
 হাসিয়া হাসিয়া বোলে বচন মধুর ॥
 “আগে নিন্দা কৈলা মোরে রাখায়াল বোলি।
 তবে কেনে হৈলা এবে এমত আকুলী ॥
 হীন জানি পরিত্যাগ করিলা যদাপি। (৪৩১০)
 না যুয়ায় আকাজক্ষা করিতে পুনরপি ॥
 তুমি গোরা আমি কালা—সর্বথা না শোভে।
 কামিনী-সমাজে কুমহিমা রবে লোভে ॥ *
 তোমার পতির যোগ্য গোরা যার গাও।
 মোর জ্যেষ্ঠ বলরাম—তান তথা যাও ॥” (৪৩১৫)
 রাখা বোলে “কি বোলিলা—বুঝ পরিণাম।
 কেবল পিতার যোগ্য দেখি বলরাম ॥
 হীন গোয়াল জাতির নহে হেন ধর্ম ॥
 মহন্তর সকলের এহি মত কর্ম ॥
 হীন-জাতি আমি—হেন কথা অনুচিত। (৪৩২০)
 বৃদ্ধ-মুখে শুনিয়াছি কহিতে কুৎসিত ॥
 কনিষ্ঠেব বনিতা লজ্জিল বাস-দেবে।
 তান তিন পুত্র দেখে ত্রিভুবনে সেবে ॥*
 মধ্যম পাণ্ডুর ত্রী কুন্তী রূপবতী।
 লজ্জিলেক ছয় জনে—তেন তিন সতী ॥* (৪৩২৫)
 অকুমারী-সময়ে লজ্জিলা দিবাকর।
 শুনিছি জন্মিল তাতে কর্ণ ধনুর্ধর ॥
 তবে বিহা কৈল পাণ্ডু ই বড় অদ্ভুত।
 মৃগ-শাপে তাহান ঔরসে নহে স্তুত ॥
 তবে কুন্তী যম ডাকি আনে মন্ত-সূত্রে। (৪৩৩০)
 প্রথমে লজ্জিল বাপে শেবে লজ্জে পুত্রে ॥
 শমনের ঔরসে জন্মিল যুধিষ্ঠির।
 ধর্ম হেন বোলে লোকে পবিত্র-শরীর ॥
 বায়ু পুরন্দরেহ লজ্জিলা ক্রমে ক্রমে।
 শুনিয়াছি ভীমার্জুন তাহা হনে জন্মে ॥ (৪৩৩৫)
 বাপ পুত্র খুড়া ভাই ছোট-ভাইয়ে লজে।
 সকল গোষ্ঠীর রতি এক-জনার সঙ্গে ॥

শুনিয়াছি কুন্তী যত্ন-বংশেধ খিয়াড়ী ।
 তোমা সনে কি সম্বন্ধ বোলিতে না পারি ॥
 আপনার অনুসারে কহ হেন কথা । (৪৩৪০)
 গোয়াল-জাতির ধর্ম্য নহে ত সর্বথা ॥
 মহত্তরের দোষ হৈলে কেহ নাহি কয় ।
 নাস-পক্ষ-বিলম্বে সকলি দূর হয় ॥
 আমি জানি বলরাম বাপ বৃথভানু ।
 জনম অবধি হনে পিতৃ হেন মানু ॥ (৪৩৪৫)
 একে তোমা হনে পাইলু শত-গুণ লাজ ।
 দাঁড়াইতে ঠাঞি নাই গোকুল-সমাজ ॥
 ভাল-মন্দ কহিলাম মনের সম্ভাপে ।
 কেহ নাকি দেখে আসি—গাও মোর কাঁপে ॥
 তরুর বাসনা ছাড় পরিহর কোপ । (৪৩৫০)
 নয়ান সাক্ষ্য হোক দেখি শ্যাম-রূপ ॥”
 রাধার প্রপঞ্চ-কথা শুনি যত্ন-পতি ।
 নিজ বংশ-নিন্দায় যে লজ্জাতুর অতি ॥
 তরু-ডাল হুঁতে নামি রহিলা তখনে ।
 বাঁশী হাতে দাঁড়াইলা কদম্ব-হেলনে ॥ (৪৩৫৫)
 প্রদক্ষিণ করি রাধা গুণতি-বন্ধানে ।
 শ্রীমতীকে দেখাইল অঙ্গুলি-সন্ধানে ॥

রাগ হুঁহি বেলয়ার ।

“দেখ নব-জলধর-অঙ্গ—

দেখ নব-জলধর-অঙ্গ ।

হেলন কল্প-তরু ললিত ত্রিভঙ্গ ॥ ধ্রু । (৩৩৬০)
 চূড়ার উপরে শোভে ময়ূর-শিখণ্ড ।
 বলমল কুণ্ডল জগমগ গণ্ড ॥
 মোহন তিলক ভালে ভাউ-বিভঙ্গ ।
 কোটি কুম্ভ-শর হেন ত তরঙ্গ ॥
 অধরে মধুর বাঁশী সঙ্কেতে হ্রবেশে । (৪৩৬৫)
 ইন্দ হানিতে যেন অমিয়া বরষে ॥

ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমা পদ-কমল প্রবীণ ।”
 নখ-মণি-নিচনি ভবানন্দ দীন ॥

নাগুরা রাগ ।

“আল বড়ি নাগর কানু
 আল বড়ি নাগর কানু । (৪৩৭০)
 কালার বরণ নিছিয়া ফেলাইল
 কত ফুল-শর-হনু ॥ ধ্রু ।
 চূড়ার উপরে ময়ূরে পেখন ধবে
 সৌরভে আকুল হৈয়া ।
 ভ্রমর লাখে-লাখে পড়িয়াছে ঝাঁকে-ঝাঁকে (৪৩৭৫)
 কোকিল কুম্ভ-মন্ত হৈয়া ॥
 লবঙ্গ-কুম্ভ মধুখী চম্পক মালতী
 শ্রীকণ্ঠে শোভে কদম-হার ।
 রতনে জড়িত কন্দুরি-শোভিত
 মাণিকা খেচনি 'তাব ॥ (৪৩৮০)
 কপালে চন্দন-ইন্দু 'চু পরে ফাগ-বিন্দু
 রাহু গরাসে চন্দ্র ভানু ।”
 ভবের পাতকে ভোগী কহে ভবানন্দ রোগী
 গুণ তাহার কালা কানু ॥

হুঁহি রাগ ।

“তরু-মূলে আল সই কি রূপ নাগর কানু । (৪৩৮৫)

চূড়ায় কুম্ভ-গুচ্ছ উপরে মউর-পুচ্ছ
 বেড়িয়াছে নব-গুঞ্জ মালে ।
 লজ্জিত অরুণ ইন্দু কন্দুরি-কুম্ভ-বিন্দু
 চন্দন আবির শোভে ভালে ॥
 অধরে মোহন বাঁশী জবদ ভঙ্গিমা হাসি (৪৩৯০)
 কটাক্ষে বরিণে কত মধু ।”
 ভুরুর ভঙ্গিমা-ঠানে মরমে পরাগে হানে
 দৈবে ঐ না রবে কুল-বধ ॥

দেখিয়া লাবণ্য-লীলা দরবয়ে দারু শিলা

পদ-বন্ধ ।

যতি সতী মাগে রস-দান । (৪৩৯৫)

যমুনা আনন্দ-ভরে ভেটিতে উজান ধরে

কেমনে মানিনীর রবে মান ॥

হৃদয় উপরে রাখি নয়ান ভরিয়া দেখি

ইহা লাগি যে হয় হবে পাছে ।”

কহে ভবানন্দ দীন “তমু হনে নহে ভীন (৪৪০০)

ভাবিলে আপনাত ঐ আছে ॥”

বরাড়ী রাগ ।

“খানিক রহ রূপ দেখি রে কানাই

খানিক রহ রূপ দেখি ।

এত রূপে গুণ-নিধি তোমা নিরমিল বিধি

বিরলে বসিয়া চাইয়া থাকি ॥ধ্রু। (৪৪০৫)

ইন্দু ভালে অদভুত তাহে অদিতির স্মৃত

দুই দিনমণি-স্মৃত-মূলে ।

অরুণ-আধের আধ তাহে মুররির নাদ

যাহারে শুনিয়া মন ভুলে ॥ *

সম্পূর্ণ স্মৃধার-সিদ্ধি মুখানি পূর্ণির ইন্দু (৪৪১০)

কি জানি বরিষে রস কত ।

রাম সিদ্ধয়ে পূরি সিদ্ধু-স্মৃত পরিহরি

কর-পদে সিদ্ধু-স্মৃত এত ॥ *

কতক রসের লোভ ইথে বড় অমুরূপ

খগেন্দ্র ডাকে রসেন্দ্রের সানে ॥* (৪৪১৫)

কুস্তীর কিশোর-ছিদ্রে পশিয়া আমার হৃদ্রে

পরান ধরিয়া যোর টানে ॥

কলাপীর বন্ধু কেশ চুড়া কাম-কলা-বেশ

গোকর্ণ-ঐরির পাখ শোভে ।”

ভবানন্দে বোল্লে “হরি উ রূপ হেরিতে মরি

(৪৪২০)

আপনে ভজিল যার লোভে ॥”

এতেক বোলিলা যদি রাধা রসবতী ।

হাসিয়া আঁচলে ধরে অখিলের পতি ॥

সম্পূর্ণ মানস হৈল দৌহার সম্ভোগ ।

শ্রীমতী বোলয়ে “সই ব্যাজ বড় দোষ ॥(৪৪২৫)

এ ঘাটে ভরিতে জল কেহ আইসে যদি ।

আমি সবে র খোঁটা রবে জনম অবধি ॥”

শ্রীমতীর বচন শুনিয়া সুবদনী ।

কর-যোড় করি তবে মাগিল মেলানি ॥

[শ্রীরাধার বিরহোৎকর্ষা *]

পদ-বন্ধ ।

শ্রেম-সম্ভাষণ করি করিলা বিদায় । (৪৪৩০)

স্নান করি জল ভরি তিন-জনে যায় ॥

আশ্রম নিকটে গিয়া মিলে তিন-জন ।

যরে ত যাইতে রাধা না চলে চরণ ॥

রস্তার মঞ্জরী কিবা চিত্রের পুতলী ।

বিরহে স্মন্দরী রাধা হইলা আকুলী ॥ (৪৪৩৫)

কি করিলে কি হইব বুঝিতে না পারে ।

ননদী সখীর ঠাঞি বোলে ধীরে ধীরে ॥

শ্রীরাগ ।

“মুই বড়ি আকুলী গো সই—

মুই বড়ি আকুলী ।

শ্রেম-জালা(য়) জল হৈল ছিদ্রের কাঁচুলী ॥ধ্রু।*

(৪৪৪০)

তরঙ্গ-কুসুম শর অধর কাম-ধনু ।

সরমে অবল কৈল অবলার তমু ॥

পরণ-বসন খসে—কেমতে পরিমু ।

কলসী না রহে কাঁখে বোল কি করিমু ॥

* এই পালাটি খ, গ ও ঘ-পুথিতে নাই ; ক-পুথি হইতে সংগৃহীত হইল ।

কি রূপ দেখিলু কেলি-কদম্বের মূলে । (৪৪৪৫)
সেই হনে আকুল চিত্ত—পাও নাহি চলে ॥
বিরহে বিচ্ছেদে রাখা জীবতে হি মরা ।”
কহে দীন ভবানন্দে—“ভুলিল প্রেমের ভরা ॥”

রাগ নাগদা কাঞ্চি ।

“আরে মুই—
জানিলে না যাইতুঁ যমুনার জলে । (৪৪৫০)
যুবতীর সত্য-চোরা ঐ নীপ-মূলে ॥ ৫৮ ।
মুই জানেঁ। রাহু হেন—কিস্বা মেঘ-মালা ।
নিরাকিয়া চাহিলু—নাগর চিকণ-কাল।
নদী-কুল-তরু যন আন্ধার দেগৌ ঘাটা ।
কাল-মুখে ঈষদ-হাসি যেন চান্দ্রের ছটা ॥
(৪৪৫৫)

কি জানি করিত হয়—যদি হৈত গোরা ।
কাল হৈয়া প্রাণ নিল কাঁচা-লনী-চোরা ॥”
কহে দীন ভবানন্দে—“কাল। সে মাণিক ।
হেন রূপ দেখিয়া না ভুলে তার ষিক ॥”

পদ-বন্ধ ।

এহি মতে ব্যস্ত রাখা হইয়া আকুলী । (৪৪৬০)
শ্রীমতী মহোদা সান্তে ধৈর্য হও বোলি ॥
“কেনে স্খামুখী রাখা এমত হইলা ।
পরিণাম না দেখিয়া রাজ-পথে রৈলা ॥
যাহার সহিতে যার প্রেম-ভাব থাকে ।
লোকাচার ছাড়িয়া সদায়ে নাকি দেখে ॥ (৪৪৬৫)
তুমি কুল-বধু হও—কুলীনের স্বী ।
স্বামী ঘরে আসিলে উত্তর দিবা কী ॥
শিশু হৈতে বাখান করিল লোকে তোমা ।
সে মহাশয় রক্ষা হোক—চিন্তে দেহ ক্ষেমা ॥
সঙ্গ-দোষে অমহিমা এহি ভয় করি । (১৪৭০)
হেন কণ্ঠ কর যেন কলঙ্কে না মরি ॥

গোপতে করহ কন্ম—না করোঁ নিষেধ ।
নিশা-কালে পুনরপি হৈবা অবিস্ফেদ ॥
এতেক ভানিয়া ধনি চল যাই ঘরে ।
সুখ হৈলে ছুই-হস্তে ভোজন কেবা করে ॥” (৪৪৭৫)
ননদী সখীর মুখে শুনি এ সকল ।
পুনরপি বোলে ধনি বচন কোমল ॥

গান-ছন্দ ।

“কি আল সহ—
কানু সে আমার প্রাণ-ধন ।
তোমরা যে ছুই সখী ঘরে যাও কুল রাখি (৪৪৮০)
বিকাইলু উ রাগা-চরণ ॥ ৫৯ ।
যে হোক সে হোক পাছে যে করিমু মনে আছে
যায় যাইব জাতি-কুল ।
মিছা পরিজন-আশ ছাড়িমু বসতি-বাস
শ্যাম-রসে হৈয়াছি বিভাল ॥ (৪৪৮৫)
যে লহে যাহার চিত্তে বাদ-পরিবাদ দিতে
মুখে ও ধরিমু কি ধরাণ ।
পতিয়ে ছাড়িল করি সেহি ভয়ে আমি মরি
কানু আমার পরাণের পরাণ ॥
আশ-পড়শী-গণ গুরু গরবিত-জন । (৪৪৯০)
মোর দোষে কারে না ধরিল ।
যার দোষে পায় যারে আনে কি ঢাকিতে পারে
প্রাণ গেলে লাজে কি করিব ॥
সতজে কলঙ্কী হৈছেঁ। গাধারের ডালি লৈছেঁ।
তোমরা না হৈও তার ভাগী ॥” (৪৪৯৫)
কহে ভবানন্দ দীন “খাইছি কানুর ঋণ
শুধিবারে চাহি ভিক্ষা মাগি ॥”

পদ-বন্ধ ।

এমত বোলিলা বদ চন্দ্র-মুখী রাখা ।
শুনি নিশবদ হৈলা শ্রীমতী মহোদা ॥

পরিণাম ভাবি রাখা ধৈর্য্য হৈল। খানি। (৪৫০০)
 হংস গমনে যায় স্তম্ভালা-কাসিনী ॥
 ধীরে ধীরে তিন-জন ঘরে যায় চলি।
 হাটিতে না পারে রাখা -- চিত্রের পুতলা ॥
 রসের আবেশে রসবতী সে অলস।
 অবলা অবলী হৈলা না বাসে ভরসা ॥ (৪৫০৫)

[যশোদার নিকট শ্রীনাথার কৃত্রিম অভিযোগ *]

পদ-বন্ধ ।

হেন কালে যশোদা কাঁথের কুস্ত করি।
 কালিন্দীর খাটে যায় ভরিবারে নারি ॥
 পথে লাগ পাড়িয়া রাখা পাতিয়া স্ত্রী-কলা।
 যশোদার ঠাঞি কহে হইয়া দুর্বল ॥

গান-ছন্দ নাগুণা ।

“হের ল যশোদা--- (৪৫১০)
 শুনিছ নি তোমার ছাওয়ালের বাণী।
 কেবা আর এমত বোলে গরবিত জানি ॥ ধ্রু।
 জল ভরিবারে গেলু যমুনার জলে।
 তরু-মূলে থাকি মোরে খরি নিল বলে ॥
 আর পরমাদ কৈল কৈমু কার ঠাঞি। (৪৫১৫)
 হের দেখ গলার হার ছিঁড়িছে কানাই ॥
 তোমার গৌরবে মুই না বোলিলু দড়।
 ছাওয়াল হইয়া হৈল বাটোয়ার বড় ॥
 দেখিছে কে শুনিছে কে এমত পাগল।
 হের দেখ ছিঁড়িয়াছে শাড়ীর আঁচল ॥ (৪৫২০)
 বল করি নামাইল কাঁথের কলসী।
 ভাজিলে কলঙ্ক হৈত—যে পাড়া-গড়গী ॥

রাগ তথা ।

যশোদা বোলয়ে “রাধা তুঞি বড়ি ভাজন।
 আপনার দোষ ঢাকি দোষ অত জন ॥ (৪৫৩০)
 নদীর কোমল তনু দুলালিয়া বাছ।
 সে তোমা এমত কৈল—ইহ কথা মিছা ॥
 নিন্দের আলসে ভাত না খায় জাগিয়া।
 মিথ্যা পরিবাদ বোল কিসের লাগিয়া ॥
 লাস-লাবণ্যে বেড়াও রূপের আগল। (৪৫৩৫)
 ঘরে না সুহায় পুত্র তোর লাগি পাগল ॥
 চাতুরী করহ আরো মিথ্যা কথা কৈয়া।
 মায়ের নাইয়র বন্ধু তুঞি গেলে লৈয়া ॥
 মোর ভাই তোর পতি মধুপুরে গিছে।
 আসিলে দেখিবা কৈয়া কানু যে করিছে। (৪৫৪০)
 যে জানে করিব যার যত থাকে বল।
 যাহ ল নিলজি রাখা এত কর ছল ॥”
 রসের সায়র কহে দীন ভবানন্দ।
 রসে মজি যশোদার রাখার চারু দন্দ ॥

পদ-বন্ধ ।

গোপভের কথা যদি হৈল জানাজানি। (৪৫৪৫)
 লাজে আকুলিত হৈল রাখা সুবদনী ॥
 এহি মতে দুই-জনে কথা কৈয়া ছলে।
 কাঁথে কুস্ত করি তবে নিজ ঘরে চলে ॥
 যশোদার চরণ বন্দিয়া চন্দ্র-মুখী।
 খঞ্জন-গমনে যায় পরম-কৌতুকী ॥ (৪৫৫০)

* খ, গ ও ঘ-পুথিতে নাই; ক-পুথি হইতে সংকলিত হইল।

[আম্বানের গৃহে প্রত্যাগমন ও কৃষ্ণাহুগতা]

পদ-বন্ধ ।

জন্মেজয় রাজা বোলে “শুন তপোধন” ।
 মধুপুর হনে কবে আইল আইমন ॥
 বাপারে বা কি বোলিল ই সকল শুনি ।
 সে সকল বিবরণ কহ মহামুনি ॥”
 মুনি বোলে “শুন রাজা পরীক্ষিত-সুত । (৪৫৫৫)
 ত্রিপ্রাসিলী কাব্য-রস বিশেষ অদ্বিত ॥
 নন্দ-আদি গোপ গেছে মধুরা-নগর ।
 রাজার নিকটে নিয়া ভেটাইলা কর ॥
 নসিয়াছে কংস রাজা সভার ভিতর ।
 হেন কালে আইলা নারদ মুনিবর ॥ (৪৫৬০)
 দণ্ড-কমণ্ডল হাতে জটা-ভার মাথে ।
 নাচিতে গাতিতে আইলা বীণা করি হাতে ॥
 নারদ মুনিকে দেখি উগ্রসেন-সুত ।
 পানার্থ্য আসন আনি করিল প্রস্তুত ॥
 চরণ নন্দিয়া বৈসাইল দিব্যাসনে । (৪৫৬৫)
 তবে মুনি কহিলা রাজার বিদ্যামানে ॥
 “তোমারে মারিতে হৈল দেবতার চক্র ।
 ক্ষীরোদ-সাগরে গেল। আগে করি শত্রু ॥
 ত্রিবিলা সকল দেবে লক্ষ্মী-নারায়ণ ।
 সমর্থিতে চক্র-পাণি তোমার নিধন ॥ (৪৫৭০)
 নন্দ-ঘোষ-ঘরে আছে সেতি নারায়ণ ।
 তোমারে মারিব সেহি কহিলু কখন ॥
 মঞ্চ করি নির্জনে থাকিত কংস-রায় ।
 দিন-কথ জীবা যদি এহি সে উপায় ॥

যার ঘরে পূর্ণ-ব্রজ তার কর লভ । (৪ ৭৫)
 জানিলাম কংস-বাজা তুমি জীবর নত ॥
 চল চল নরপাণি না বহ বাহিবে ।”
 এই বোলি মুনি-বর চলিলা সমবে ॥
 নন্দ-গোপ আদি কবি আছিলেক শুভ ।
 নারদের মুখেত শুনিল। এহি কথা ॥ (৭৫৮০)
 তবে রাজা চলি গেল। পুরীর ভিতর ।
 বিদায় কবিয়া নন্দ আইলা নিজ-ঘর ॥
 সন্ধ্যা-কালে গোকুলে আসিল। গোপ সব ।
 দেখু বৎস লৈয়া গৃহে আইলা মাধব ॥
 নন্দিল। বাপের পদ রাম নানায়ণ । (৪৫৮৫)
 কোলে কবি গোবিন্দেব দিলেক চুম্বন ॥
 আইমন গোয়ালে গেল আগনার ঘর ।
 আইল দারুণ বুঢ়ী পুত্রের গোচর ॥
 আগুনে পুড়িছে মুখ হঠাৎ বিকট ।
 মাথা কাঁপাইয়া গেল পুত্রের নিকট ॥ (৪৫৯০)
 আইমনে লৈল মায়ের চরণের ধূলি ।
 উচ্চ-স্ববে কান্দে বুঢ়ী “পুত্র” “পুত্র” বোলি ॥
 “কি বোলিমু আরে পুত্র—মুখে নাইসে বাও ।
 আমি কিছু নহি তোর—রাধা তোর মাও ॥
 ব্যর্থ-কার্যে বিহা কৈলা বৃথাভায়ুর কী । (৪৫৯৫)
 নাতি-বধু হৈল রাধা—তুমি তার কী ॥
 পুরীর ভিতরে পুত্র কেনে আইস আর ।
 ভাগিনার বধ না মুয়ায় দেখিবার ॥”
 কান্দিয়া পুত্রের আগে বোলে ছুফ্ট বুঢ়ী ।
 “তোমার বধুর দোনে মোর মুখ পুড়ি ॥ (৪৬০০)
 তুমি জান বধু জানে—তার হুখে নাই ॥
 মোর কী বিচা দিল তার ভাইয়ের ঠাণ্ডি ॥
 কামুরে সতায় করি হেন কন্দ কৈল ।
 আমি না জানিতে নতোদারে বিহা দিল ॥
 পুত্র হৈয়া মোরে যদি না দেও সম্মান । (৪৬০৫)
 তবে তোমার বধু লৈয়া যাহ অচ্ছ-স্থান ॥”

(১) ‘জন্মেজয়’ ইত্যাদি শ্লোক-ত্রয় খ, গ ও ঘ-পুথিতে নাই ; ঐ সকল পুথিতে ত্রিদামের সহিত মহোদার পরিণয়-শীর্ষক পালার শেষ-ভাগেই এই পালা সম্মিলিত, তথা হইয়াছে ; পরবর্তী ‘দণ্ড-কমণ্ডল’ ইত্যাদি শ্লোকগুলির স্থলেও ঐ পুথিগুলিতে সংক্ষিপ্ত রূপান্তর আছে ; উহা পরিশিষ্টের ১৪ সংখ্যক পাঠান্তরে প্রদর্শিত হইল ।

এহি মতে তুমি বুঢ়ী কহিল বিস্তর ।
 আইমনে শুনিয়া দিলেক প্রত্যুত্তর ॥
 “বৃদ্ধ হইলে মাও জ্ঞান হয় হীন ।
 কৃষ্ণ সনে বাদ কর—অশুভের চীন ॥ (৪৬১০)
 অন্তঃপুরে গেল রাজা ভাঙ্গিয়া দেওয়ান^১ ।
 নারদে কহিল আসি মনুষ্য নহে কান ॥
 যার ভয়ে কংস থাকে মঞ্চের উপরে ।
 বিরাজেত না বসিল^২ যে জনের ডরে ॥
 সাক্ষাতে শুনিছি^৩ মাও মতিমা^৪ তাহার । (৪৬১৫)
 বড় বড়^৫ দৈত্য যত করিল সংহার ॥
 হেন জনের সঙ্গে বাদ কৈলা কি কারণ ।
 ভাগ্যে সে রহিলে মাও তোমার জীবন ॥
 শ্রীদামেত মহোদার হৈল পরিণয় ।
 বড় কর্ম করিয়াছে নন্দের তনয় ॥ (৪৬২০)
 আমি বাকে অনেক যত্নে করিতে না পাই^৬ ।
 সেহি কর্ম করিয়াছে নন্দের কানাই ॥
 যতক বিরূপ মাও কহিলা রাধার ।
 সে সকল ছিঁড়ি জানি^৭ কি কার্য্য তোমার ॥
 রাধার ভাগ্যের সীমা কহিতে না পারি । (৪৬২৫)
 সহজে না হয় রাধা মোর যোগ্য নারী ॥
 যাহার মহিমা-সীমা অশ্বে না জানিছে^৮ ।
 সেতি নারায়ণ রাধিকার বশ হৈছে ॥

সহজে অজ্ঞান মাও কি বোলি^৯ আর ।
 তুমি কি জানিবা মাও মহিমা রাধার ॥” (৪৬৩০)
 কৃষ্ণের মহিমা যদি কহিল আইমনে ।
 শুনিয়া উত্তর বুঢ়ী না দিল তখনে ॥
 তবে আইমনে গৃহে আনি শ্রীদামেরে ।
 তার স্থানে সমর্পণ কৈল মহোদারে ॥ (৪৬৩৫)
 পঞ্চ-রত্ন-ব্যবহার কৈল সেহি ক্ষণ ।
 ভোজন করিতে রাধা করিল রন্ধন^{১০} ॥
 আনন্দে ভোজন করি আইমনের সঙ্গে ।
 ভাস্ক-পরিহাস্য দৌছে করে নানা রঙ্গে ॥
 শ্রীদামে শয়ন কৈলা মহোদারে লৈয়া । (৪৬৪০)
 হরিণে সুরতি ভুঞ্জে কোতুক করিয়া ॥
 আইমন শুইল শয্যা করি এক-খানে^{১১} ।
 রাধিকা শয়ন কৈল আপনার মনে ॥
 হেন কালে তথাতে আসিলা নারায়ণ^{১২} ।
 রাধার সাক্ষাতে আসি দিলা দরশন ॥ (৪৬৪৫)
 রোবে মজি রাধা তবে কহিতে লাগিলা ।
 “স্বামী ঘরে আছে মোর—তে কেনে আসিলা ॥
 যদি মোর পতি জানে এহি ব্যবহার ।
 গোকুল-নগরে মোর রহিব খাঁখার ॥
 ক্ষমা কর মোরে নাথ দেখ পরিণাম । (৪৬৫০)
 আজি যদি রহ—হবে বিসদৃশ কাম ॥”

(১) ‘অন্তঃপুরে’ ইত্যাদি গ-পুথির শ্লোকের স্থলে—

‘নারদের মুখে শুনি কৃষ্ণের বাখান ।

অভ্যন্তরে গেল কংস ভাঙ্গিয়া দেওয়ান ॥’ ক ;

‘ভাঙ্গিয়া দেওয়ান’ স্থলে ‘ভয়ে কম্পমান’ ক, খ, ঘ ;

(২) ‘বিজ্ঞারথে নাহি থাকে’ ক ; ‘বিজ্ঞারতে নাহি থাকে’

ঘ ; ‘নিজ ঘরে নাহি থাকে’ গ ; নিজ রথে নাহি থাকে’

ঘ ; ‘বিরাজেত না বসিল’ ছ-পুথি । (৩) ‘দেখিছি’ ক, গ ;

(৪) ‘বিক্রম’ ক, গ ; (৫) ‘মুখ্য মুখ্য’ ক ; (৬) ‘লৈয়া’

ক, খ ; (৭) ‘যাহার মহিমা’ ইত্যাদি শ্লোক-দ্বয় কেবল

ক-পুথিতে আছে ।

(২) ‘ভুক্তিতে রন্ধন হৈল অন্ন-ব্যঞ্জন ॥’ গ ;

‘ভুক্তিতে বিনয়-স্নেহে করিলা রন্ধন ॥’ ঘ ;

(১০) ‘আইক্ষন রাধিকা দুই শুইলা এক-স্থানে ।

সাত-পাঁচ করয়ে স্তম্ভরী রাধার মনে ॥ খ, গ, ঘ ;

(১১) ‘হেন কালে’ ইত্যাদি শ্লোক, পরবর্তী গীত ও

পয়ারের পরিবর্তে খ, গ ও ঘ-পুথিতে যে সংক্ষিপ্ত রূপান্তর

আছে, উহা পরিশিষ্টের ১৫ সংখ্যক পাঠান্তরে প্রদর্শিত

হইল । ক-পুথির পাঠই এখানে অধিক স্বাভাবিক ও

উপাদেয় ।

পরিহার করি বোলে^১ 'মোকে কর ক্ষেমা ।
আজি রাত্রি গেলে কালি না দেখিবা আমি ॥”

নাগুদা ভুড়ি ।

“আমারে খাইতে বন্ধু তুমি আসিলা রে
ঘর মোর সতস্তর নহে । (৪৬৫৫)

ভাবিয়া দেখহ মনে আমি অভাগী বিনে
এত জালা কার প্রাণে সহে ॥ ৫৭ ।

দিবসে তোমারে বন্ধু গোপতে রাখিতে নারৈ^২ ।
কাজল-বরণ খানি ভাল ।

নিশিতে তোমারে বন্ধু কেমনে রাখিমু রে (৪৬৬০)
আক্খিয়ারী তৈলে হয় আলা ॥

ননদী আছিল বৈরী তাহারে আপন করি
রসের সাগরে রৈলু ভাসি ।

দারুণ শাস্ত্রীর দুখ পোড়াইলু চুল-মুখ
হইয়া তোমার নিজ দাসী ॥ (৪৬৬৫)

যখনে আসিল পতি অখনে কি হৈব গতি
শাস্ত্রী সকল কৈছে আগে ।

রৈয়া যায় অল্প নিশি ঘররাল চৈল বাসি
সোরাঙ্গী ঘরের মাঝে জাগে ॥

পতি মোর আইল মরে নাহি জানি কিবা করে
(৪৬৭০)

আপনা রাখিতে যদি পার ।”

না দেখিছি ভাল-মন্দ কহে দীন ভবানন্দ
এথা রৈয়া বিলম্ব না কর ॥

পদ-বন্ধ ।

বাধার মুখেত শুনি কাতর-বচন ।

মায়া করি পুছে হরি শ্রীমধু-সুদন ॥ (৪৬৭৫)

“আপনে জানিহ দড় এহি সমাচার ।

আইমনে লৈব প্রাণ তোমার আশার ॥

তবে আর এথা আমি রৈতে না য়ায় ।

তুমি এথা রহ—মোরে দিয়ার বিদায় ॥”

এহি মত পরিহাস্য করি নারায়ণ । (৪৬৮০)

খানিক আদেখা হৈলা বুঝিবারে মন ॥

আইমনে নাহি জানে এ সব বিশেষ ।

অতি বড় যত্ন আসিবারে জবীকেশ ॥

বাজ দেখি দুঃখী বড় হৈল আইমন ।

মায়েকে ভৎসিলা গিয়া সজল-নয়ন ॥ (৪৬৮৫)

“বৈকুণ্ঠ-নায়ক হরি দেব-শিরোমণি ।

নারদে যাহার গুণ কহিলা বাখানি ॥

শুনিয়া নৃপতি কংস ক্রোধের বাখান ।

অন্তঃপুরে গেল কংস ভয়ে কম্পমান ॥

হেন কৃষ্ণ নন্দা কর—অশুভ তোমার । (৪৬৯০)

মনুষ্য হেন জান নাকি নন্দের কুমার ॥

যেমত বিকন্দ মাও করিলা আগে-পাছে ।

দ্রৌ-জ্ঞানে তোমার যে প্রাণ রাখিয়াছে ॥

রাধার মহিমা আমি কি কহিতে পারি ।

লক্ষ্মী-অবতার রাধা—নহে মোর নারী ॥ (৪৬৯৫)

শাস্ত্রমুর সান্নিহ আছিল গঙ্গা-দেবী ।

তবে নাকি তার দ্রৌ হইলা জাহ্নবী ॥

যার পদানু-জ গঙ্গা রাধা তার জায়া ।

কেবল রক্ষক আমি—সব মিছা মায়া ॥”

আইমন-গোপে যদি কৈল এহি কথা । (৪৭০০)

ভয়ে কম্পমান বুড়ী হেট কৈল মাথা ॥

তবে আইমন গিয়া রাধার সহিত ।

পরিহার-কথা কহে হৈয়া আকুলিত ॥

“শুন চন্দ্র-মুখি রাধা মোর নিবেদন ।

কত রাত্রি গতে আসিব নারায়ণ ॥” (৪৭০৫)

রাধা বোলে—“আমাকে মারিতে তোমার ইচ্ছা ।

তোমার মায়ে যত কহে সব কথা মিছা ॥

আমি কেবা কানু কেবা—আসিব কি কারণ ।

সাক্ষাতে ভাগিনা জান নন্দের নন্দন ॥

না জানিয়া কহ কেনে শুনি পর-যুখে । (৪৭১০) তোমারে মারিতে তান কিছু নাহি দোষ । (৪৭৪০)
 গরল ভঙ্কিয়া মুই মরিমু এই দুখে ॥ সে পুনি তোমারে জানে কেবল পুরুষ ॥
 মিথ্যা-পরিবাদ যদি বোলিবার পার । আজি অবসান হৈল অনেক শর্বরী ।
 ইহা হনে ভাল—যদি প্রাণে মোকে মার ॥” যে হোক সে হোক—আমি যাইতে না পারি ॥”
 পুনরপি কর-যোড়ে কহিল আইমন । আইমনে বোলে “রাধা করি পরিহার” ।
 “কেনে চন্দ্র-মুখি হৈছ নিরস-বদন ॥ (৪৭১৫) কেনেতে রহিব প্রাণ—বোল প্রতিকার ॥ (৪৭৪৫)
 কপট-প্রপঞ্চে যদি কহি তোমার পাশ । তুমি যাও যথা আছে নন্দের নন্দন” ।
 দিয়া করে—ধর্ম্মে মোকে করোক বিনাশ ॥ বিশেষিয়া কহ গিয়া মোর নিবেদন ॥
 আপনা না জান তুমি—বোল ই লাগিয়া । আমার চরিত্র তুমি জান পূর্বাপর ।
 লক্ষ্মী-অবতার তুমি আদ্য মহামায়া ॥ বেস্ত করি কহ গিয়া গোবিন্দ গোচর ॥
 স্মরণ করিয়া দেখ কিবা আগে পাছে । (৪৭২০) হেলায়ে আমারে যদি বিনাশ যুবতি । (৪৭৫০)
 সর্বথা তোমাকে মোর ভাল জ্ঞান আছে ॥ মনুষ্যে বোলিব তুমি বধ কৈলা পতি ॥
 কৃপা কর—সুখে থাকি তোমার প্রসাদে । যাও যাও যুবতি রহিয়া নাহি কাজ ।
 আমারে বধিবা নাকি মায়ের অপরাধে ॥ নিলম্বে কুপিত কিবা হয় যুবরাজ ॥”
 সহজেই বুঝা মাও—জ্ঞান হৈছে লোপ । রাধা বোলে—“আজি আমি যাইতে ছুফর” ।
 তান প্রতি শশি-মুখি না করিহ কোপ ॥ (৪৭২৫) একে-বারে কেনে হৈলা এমত কাতর ॥ (৪৭৫৫)
 যদি বা আপনে কৃষ্ণ নাইসে কদাচিত । গগনে উদ্ভিত দেখ পূর্ণ নিশাপতি” ।
 তবে তথা যাইবা—যে তোমার বেথিত ॥ ভিন্ন জনে দেখে যদি হৈব কোন গতি” ॥
 আজি যদি তোমা সঙ্গে নহে সম্মিলন । আইমনে বোলে “রাধা ইঙ্গিত তোমার ।
 নিশ্চয় আমার প্রাণ লৈব নারায়ণ ॥ হেলায়ে লইতে প্রাণ চিহ্নিছ আমার ॥
 মোর প্রাণ লৈলে যদি সন্তোষ তোমার । (৪৭৩০) কৃপা কর সুবদনি—না রহিও এথা । (৪৭৬০)
 তবে দৈবে না ভেটিবা নন্দের কুমার ॥” অবিলম্বে চলি যাও গোবিন্দের তথা ॥
 ছিত্র পাইয়া বোলে রাধা—“শুন আইমন । যদি বা করিলা কৃপা—না করিও ব্যাজ ।
 প্রতি-দিন আইসে এথা নন্দের নন্দন ॥ আমারে বধিলে তোমার হৈব কোন কাজ ॥”
 আজি না আসিব বাসি—তোমা দেখি ঘরে ।
 না জানি ই-রূপে কালি কোন কর্ম্ম করে ॥ (৪৭৩৫)
 এই সে মনেতে দুঃখ ভাবি অমুক্ষণ” ।
 বিনে অপরাধে লৈব তোমার জীবন ॥
 স্ত্রী-বধ না করে সে যে ধর্ম্ম-শাস্ত্র জানে ।
 তোমার মায়ের প্রাণ রহে সে কারণে ॥

(২) ‘ভয় পাইয়া আইক্ষণে করে পরিহার ।
 আগ-বাড়ি দেই যদি কর অঙ্গীকার ॥’ ক
 (৩) ‘তুমি যাও’ ইত্যাদি ৩টা শ্লোক ক-পুথিতে নাই-
 (৪) ‘অকস্মাত’ গ; (২) ‘নিশাকর’ ঘ; (৫) ‘যদি বড়ই
 ছুফর’ ঘ; (৬) ‘নিশ্চয়’ ঘ; (৭) ‘চিহ্নিলা’ গ;

আইমনের বাক্য শুনি রাগা রসবতী।

গোবিন্দ ভেটিতে তব চলে শীত-গতি ॥ (৪৭৬৫)

এ সকল দেখি শুনি দয়ার ঠাকুর।

বুঝিতে রাখার মন হৈলা অগোচর ॥

[আয়ান কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের নিকট শ্রীরাধাকে প্রেরণ]

ধীরে ধীরে যায় রাখা বৃদ্ধ হংসী-লীলা।

যার গুণ-রাশিয়ে দ্রুতয়ে দারু শিলা ॥

দেখিতে না পারে কৃষ্ণ আছে সন্নিকট। (৪৬৭০)

আলসে অবলা বোলে—“কি হৈল সঙ্কট ॥

কেনে না অধম ক্ষেপে করিলা গমন।

হেলায়ে তারাইলু নিধি কি হৈব এখন ॥

আসিছিল প্রাণ-নাথ না রৈল ঋনিক।

কার ঘরে গেল মোর পরশ-মাণিক ॥” (৪৭৭২)

শ্রীরাগ।

“আরে মোর প্রাণ-বন্ধু কালা রে রতন।

পাইয়া অমূল্য নিধি না কৈলু যতন ॥ ৫ ॥

যে জন চাতুর হয় বৈসাইয়া কয়ে দুনা।

হেলায়ে হারাইলু মুই নব-রতন সোণা ॥*

আঁচলে বান্ধিতে পড়ে গাঁঠির মাণিক। (৪৭৮০)

অবলার প্রাণ-নাথ না রৈল ঋনিক ॥

বিরলে রহিতে কৈলু গোপতের পতি।

যৌবন-গরবে ফিরে নিশা-ভাগ রাতি ॥”

কহে মতি-হীন দীন ভবানন্দ দাসে।

তিমিরে না দেখি রূপ আপনার পাশে ॥* (৪৭৮৫)

(১) ‘পুনরপি আইমনে করে পরিহার।

হাসিয়া হুল্লরী রাখা দিলা আগুসার ॥’ ক ;

(২) ‘এ সকল’ ইত্যাদি শ্লোক ও গীতগুলি খ, গ ও

ঘ পৃথিতে নাই ; সে গুলির স্থানে যে পাঠ আছে, উহা পরিশিষ্টের ১৬ সংখ্যক পাঠান্তরে প্রদর্শিত হইল। ক-পৃথির পাঠই অধিক উপাদেয়।

কর্ণাট রাগ।

“কি ক্ষেপে হইল দেখা শ্যাম-বন্ধুর সনে।

না দেখি পরাণে জীব কি ধনাণে

সাত-পাঁচ করে মনে ॥ ৫ ॥

ই ঘরে বসতি আর নিজ পাতি

সকল যে তেয়াগিয়া। (৪৭৯০)

অলপ-বয়সে যোগিনী হইমু

তুমি বন্ধুব লাগিয়া ॥

কি জানি কি হৈল গুপতে না রৈল

এখানে আছিল কামু।

আঁখির পলমে হারাষ্টলু ভরমে (৪৭৯৫)

মুই নাকি এমত জানু ॥

ভরসে আছিল আসিয়া না পাইল

নৈবাশা হইল বড়।

গরব-শোণী বোলি কেবা দিল গালি

মরমে লাগিল দড় ॥ (৪৮০০)

কালোয়ে গোয়ায়ে প্রেম না যুয়ায়ে

কাজল-বরণ হীন ॥”

দিয়া দরশন বোলে নারায়ণ

কহে ভবানন্দ দীন ॥

নাগুদা তুড়ি

“আমারে বোল কালা বিনোদিন (৪৮০৫)

আমারে বোল কালা।

* * * *

কালো কালো করি বোল বিনোদিন

তাতে কি বোলিতে পারি।

তোমার আমার আইস বিনোদিন

রূপ যে বদল করি ॥ (৪৮১০)

* এখানে দুই-টী চরণ পাওয়া যায় নাই।

কাজল-বরণ আমাকে দেখিয়া

তুমি যদি মোকে নিন্দ।

তবে কেনে তুমি কালিয়া কাজল

ভুরুর উপরে পিক্স।

কাল্য কাল্য বোলি হের বিনোদিনী (৪৮১৫)

নিরবধি গালি দেস।

আমার অধিক বরণ কাজল

তোমার মাথার কেশ।

কাল্য বিনে গোরা উজল না হয়

কাল্য সে আঁখির জ্যোতি। (৪৮২০)

কাল্যারে নিন্দিয়া গলায়ে পিক্স

কাজল-বরণ পুতি।

কাল্য বিনে নাকি জীবা বিনোদিনী

ভরমে না বোল জানি।”

ভবানন্দ দীন কাল্যার অধীন (৪৮২৫)

যৌবন—জোয়ারের পানি।

পদ-বন্ধ।

এহি মতে কাল্য-চান্দে কতিল তখন।

শুনি রসবতী রাধা লজ্জিত-বদন।

কর-যোড়ে কহে তবে চরণ ভজিয়া।

“বোলিলু গায়ের দুঃখে বিরহে মজিয়া। (৪৮৩০)

ক্ষেণেকে না দেখি যদি রাতুল চরণ।

যুগ-পরিবর্ত মানোঁ জিওতে মরণ।

সকলে তোমার পদে ভরসা আমার।

না দেখিলে মনে লহে সকল অসার।

সংসার-বাসনা মুই সকল তেজিয়া (৪৮৩৫)

চিত্ত-বিস্ত দড়াইল বিরলে ভজিয়া।

তুমি বিনে আর যদি থাকে কথঙ্কিত।

তবে সত্য হৈমু নাথ তোমার বঙ্কিত।”

রাধার বচনে কৃষ্ণ হাসিয়া হাসিয়া।

মধুর-বচনে বোলে রহিয়া রহিয়া। (৪৮৪০)

“শুন চন্দ্র-মুখি রাধা বিস্ময় মৌর চিন্তে।

স্বামী পরিহরি তুমি আসিলা কেমনে।”

রাধা বোলে “তোমার মহিমা সেহি জানে।

যত্ন করি স্বামী মোকে পাঠাইছে আপনে।”

গোবিন্দে বোলে “প্রিয়া সে যদি পাঠাইল। (৪৮৪৫)

তবে এত বিলম্ব কিসের লাগি হৈল।”

কর-যোড়ে বোলে রাধা “শুন প্রাণ-নাথ।

যে লাগি বিলম্ব হৈল কহিয়ে তোমাত।”

নাগুণা কাকি।

“কেনে পুছ মোরে বন্ধু—কেনে পুছ মোরে।

গমনে বিরোধ মোরে কৈল শশধরে। (৪৮৫০)

সেহি যে দারুণ বিধু—ক্ষেমা নাহি, খনিং।

ভালে সে উচিত কল দিছে দক্ষ-মুনি।

কলঙ্কী হইছে তেহঁ মনে নাহি লাজ।

কোন জনে উহাকে বাখানে দ্বিজ-রাজ।

ধরিবারে চাইলু চান্দ—দীঘল নহে বাহু। (৪৮৫৫)

গিলিয়া উগালে চান্দ দারুণ তেহঁ রাহু।

দারুণ চান্দের তেজে মুই হৈলু ধন্দ।”

রাধার সম্বাদ কহে দীন ভবানন্দ।

(১) ‘বন্ধু রে বন্ধু কি আর পুছসি মোরে।’ ব;

(২) ‘নিরোধ’ ব; (৩) ‘সেহি যে’ ইত্যাদি দুইটি শ্লোক ক-পুথিতে নাই; উহার স্থলে নিম্ন-লিখিত পাঠ আছে, যথা—

‘শান্তুড়ী কহিল যত বোধে ত না লাগে।

ভয়ে তোমার এখা পাঠাইল নিশা-ভাগে।

ঘোবের বোলে মুই পাইল অবসর।

তাহাতে দারুণ চান্দ করিল পসর।’

ক-পুথিতে ‘সেহি যে’ ইত্যাদি শ্লোকের পরে নিম্নলিখিত অতিরিক্ত শ্লোক আছে—

‘তবে কেনে ললাটে ধরিছে শূল-পাণি।

মরিয়া মরিয়া চান্দ জিয়ে পুনি পুনি।’

(৪) ‘তব’ গ; (৫) ‘বোলে’ ব; (৬) ‘ধরিবারে’ ইত্যাদি শ্লোক কেবল ক-পুথিতে আছে।

(৭) ‘কহে দীন ভবানন্দে মরম না জানি।

এহি চান্দ ললাটে ধরিছে শূলপাণি।’ ক;

পদ-বৃদ্ধ।

গোবিন্দে বোলয়ে “প্রিয়া কেনে কর যৌব”
যোগ্য শাস্তি পাইব চান্দে—করিয়াছে দোষ”

(৪৮৬০)

এ বোলিয়া কোলেত করিয়া রাখিকারে।
চরণে চাপিয়া প্রভু’ লাগে বোলিবারে ॥
“কেমতে হাটিয়া আইলা মোর বিদ্যামানে”
কোমল চরণে দুঃখ পাইছ আপনে ॥
শিরীষ জিনিয়া তমু হুকোমল তোর”। (৪৮৬৫)
কেমনে হাটিয়া তুমি আইলা এত দূর ॥
ভাগ্যে সে শীতল রশ্মি’ ধরে নিশাপতি’।
এতকে সে প্রাণ রক্ষা পাইল রসবতী” ॥
যদ্যপি উদয় হইত কণ্ঠপ-তনয়।
উনাইয়া কোমল’ তমু হৈত জলময়” ॥ (৪৮৭০)
তোমার শোকে সাগরে দিলু হয় ঝাঁপ”।
পশ্চাতে মরিল হয় মোর মাও বাপ ॥
তইত’ তোমার লাগি তিনের সংহার।
এমত’ সাহস প্রিয়া না করিহ আর ॥”

শুনি প্রেমবতী রাখা ভাবে মনে-মন। (৪৮৭৫)
ছাড়িব গোবিন্দ মোরে জানিলু লক্ষণ” ॥
কান্দিয়া কান্দিয়া কহে ধরি’ পদ-তলে।
সর্বদা তিতিল রাখার নয়ানের জলে ॥
সত্যবতী-সুত-বাস নারায়ণ-অংশ।
সঙ্কল্পে রচিত পুণ্যলোক হরিবংশ ॥ (৪৮৮০)
সেই লোক বাখান করিয়া পদ-বন্ধে।
লোকে বুঝিবারে বোলে দীন ভবানন্দে ॥

রাগ তুড়ি।

“আরে সোনার বন্ধু কি বোলিমু তোর” ॥
প্রেম এচাইয়া বিনে দোষ পাইয়া
তে কেনে’ ছাড়িলা মোবে’ ॥ ধ্রু। (৪৮৮৫)
সহজে অভাগী’ নিছা’ ভাব লাগি
দুঃখানি কুল খাইলু” ॥
প্রেমেত ভাসিয়া জাতি কুল দিয়া” ॥
ভাবিতে ভাবিতে মৈলু ॥
কুল শীল জাতি তেজি নিজ-পতি” (৮৯০)
না দেখিলে প্রাণ ফাটে।

যেন শঙ্খ-কারে করাতের ধারে
আসিতে যাইতে কাটে ॥

- (১) ‘গোবিন্দে বোলয়ে প্রিয়া’ ইত্যাদি পয়ার ও তৎপরবর্তী গীতগুলির স্থলে ক-পুথিতে যে পয়ার ও যুগবতী-কল্পার প্রকৃষ্ট উপাখ্যান আছে, উহা পরিশিষ্টের ১৭ সংখ্যক পাঠান্তরে প্রদর্শিত হইল; ঐ উপাখ্যানের অন্তর্গত ‘বর্কর-ব্যাখ্যান’ ভবানন্দের বিজ্ঞপাশ্বক রচনার সুন্দর উদাহরণ; কিন্তু যুগবতীর পালাটা এখানে অপ্রাসঙ্গিক ও প্রকৃষ্ট।
(২) ‘গাএত লাগাইয়া কালু’ গ।
(৩) ‘কেমতে হাটিয়া যাইবা মোর প্রাণেশ্বর।
কোমল চরণে দুঃখ পাইবা ল সুন্দরি ॥’ গ;
(৪) ‘কেশরী জিনিয়া মাঝা তমু হুকোমল।
মুই পাণ্ডিতের কাজে আইলা একেশ্বর ॥’ গ;
(৫) ‘রস’ ঘ; (৬) ‘পাইছে যুবতী’ ঘ; গ;
(৭) ‘সকল’ ঘ; (৮) ‘ভাসচর’ ঘ; (৯) ‘তোমার হুঃখে
আনি সাগরে দিলু ঝাঁপ। পশ্চাতে মরিবা আমার মাও
বাপ ॥’ গ; (১০) ‘হইব’ গ; (১১) ‘অদর’ গ।

- (১২) ‘জানিলু ছাড়িব মোরে নন্দের নন্দন ॥’ গ;
(১৩) ‘কালুর’ গ; (১৪) ‘প্রাণ-বন্ধু কালাচান্দ কি আর
বলিমু তোর’ গ; (১৫) ‘অকারণে’ ঘ, (১৬) ‘আমারে’ ঘ;
(১৭) ‘নারী অভাগী’ ঘ; (১৮) ‘মিথ্যা’ ঘ; (১৯) ‘দুই
কুল খাইলু’ গ; ‘ত-খানি কুল মুই খাইলু’ ঘ; (২০) ‘দুই
কুল খাইয়া’ গ;
(২১) ‘কুল শীল জাতি তেজি নিজ পতি
তোমা দেখিলে না পাই স্বান্তে।
অজ্ঞান সুবি তোমা না দেখিলে মরি
তুমি নিম্না হইলে তাতে ॥’ গ;

তেজিঃ ধর্ম-কাজ পরিহরি লাজ রাগ তুড়ি ।
 প্রেম বাড়াইলু তখনে । (৪৮৯৫)
 অন্তর-আনলে মোর হিয়া জ্বলেঃ
 গিছা তৈল তোর মনেঃ ॥
 পুরুষ ভ্রমর জানিলুঃ অন্তর
 বুঝিয়াঃ হইলু ধন্দ ।”
 ভাবিতে মুচ্ছিত তৈল আচম্বিতঃ (২০০০)
 কহে দীন ভবানন্দ ॥

পদ-বন্ধ ।

রাধারে মুচ্ছিত দেখি নন্দের নন্দন ।
 কোলে করি প্রেম-ভাবে দিলা আলিঙ্গন ॥
 মধুর-অধরে যদি চুষন করিল ।
 সম্বিত পাইয়া রাধা লোচন মেলিল ॥ (৪৯০৫)
 পুনরপি প্রেম-ভাবে রাধা রসবতী ।
 মুকুন্দ-পদারবিন্দে করয়ে প্রণতি ॥
 কোনল-মধুর রাধা কোকিলের স্বরে ।
 গোবিন্দ চরণে বোলে ঘোড় করি করে ॥
 “অহে প্রভু নারায়ণ শুন” নিবেদন । (৪৯১০)
 যতঃ পরিশ্রম পাও আমার কারণ ॥
 কত যত্নে প্রেম তুমি বাড়াইলা তখনঃ ॥
 অপরাধ বিনে মোরে ছাড় কি কারণ ॥”
 হরিবংশ-শ্লোক ভাঙ্গিয়া পদ-বন্ধেঃ ॥
 লোকে বুঝিবার বোলে দীন ভবানন্দে ॥ (৪৯১৫)

“সোনার বন্ধু আরে নাগর কালাঃ ॥
 এত দড়াইয়া প্রেম বাড়াইয়া
 অবৈ কেনেঃ বিসরিলা ॥ ধ্রু ।
 পিরিতি যখনে বাড়াইলা আপনে-
 ভরসা আছিল বড় । (৪৯২০)
 তোমার কপট বুঝিতেঃ সঙ্কট
 হৃদয় কুলিঙ্গ-দঢ় ॥
 আমি হনেঃ নারী কেমন স্তম্ভরী
 দেখিয়া ডুলিছ তারে ।
 তারঃ ঘরে যাইতে লাগ পাইলু পথে (৪৯২৫)
 কপটে বন্ধহ মোরেঃ ॥
 এ রূপ-যৌবনে তেজিঃ পতি-জনে
 তোমাকে ভেটিলুঃ আমি ।
 মকরন্দ থাকে মক্ষিকা বা ডাকেঃ
 হেন মত জানি তুমিঃ ॥ (৪৯৩০)
 তোমার অন্তরঃ বুঝিতে দুষ্করঃ
 ভাবিতে পাঞ্জর খীন ।
 মনে কৈলু স্থির ছাড়িমু শরীর”
 কহে ভবানন্দ দীন ॥
 এহি মতে রাধা যত বোলল বচন । (৪৯৩৫)
 শুনিয়া মধুর স্বরে বোলে নারায়ণ ॥
 “কেনে প্রাণেশ্বর মোকে হইছ কুপিত ।
 অযুক্ত বিরূপ মোরে বোল কি নিমিত্ত ॥
 তোমার হিতের লাগি কহিলু সকল ।

(১) ‘কুল’ গ ; (২) ‘অন্তর-আনলে যে, মজিব সহজে, মিথ্যা হইল তোমার মনে ॥’ ব ; (৩) ‘গিছা সকল তোর মনে’ গ ; (৪) ‘না জানি’ গ ; (৫) ‘বুঝিতে বুঝিতে হইলু ধন্দ’ গ ; (৬) ‘হইয়া নিচ্ছিত’ গ ; (৭) ‘যত’ গ । (৮) ‘প্রাণেশ্বর’ গ ; (৯) ‘করোঁ’ গ ; (১০) ‘এত’ গ ; (১১) ‘কত যত্নে’ ইত্যাদি শ্লোক গ-পুথিতে নাই । (১২) ‘হরিবংশ’ ইত্যাদি শ্লোকের স্থলে ব-পুথিতে ‘সত্যবতী-সুত ব্যাস’ ইত্যাদি সম্পূর্ণ ভণিতার শ্লোক-বয়

আছে । (১৩) ‘সোনার বন্ধু কালাঃ ছু নাগর কালা’ গ ; (১৪) ‘তে কেনে’ ব ; ‘তবে কেনে তাকে’ গ ; (১৫) ‘বুঝন’ গ ; (১৬) ‘আমা হতে’ ব ; (১৭) ‘সে নারীর’ গ ; (১৮) ‘ভাঙহ আমারে’ গ ; (১৯) ‘ভেট দিল’ গ ; (২০) ‘মক্ষিকা যে রাখে’ ব ; (২১) ‘হেন মত মোর স্বামী’ ব ; (২২) ‘যে অস্ত’ গ ; (২৩) ‘দ্রবস্ত’ গ ।

তথাপি করহ রোধ^১—মোর কর্ম-ফল । (৪৯৪০)
 শুন স্রবদনি মুই চরণেত লাগৌ ।
 হাসিয়া সম্বাদ^২ দেও—এই বর মাগৌ ॥
 তবে যদি এই কথা কহ পুনর্ব্বার ।
 তেজিমু শরীর প্রিয়া সাক্ষাতে তোমার ॥”
 গোবিন্দের শুনি রাধা কোমল বচন । (৪৯৪৫)
 প্রেম-ভাবে পুনরপি দিলা আলিঙ্গন^৩ ॥
 রাধার আবেশ জানি অখিলের পতি ।
 অভিমত প্রেম-ভাবে^৪ ভুঞ্জিলা সুরতি ॥
 কেলি-কলা-কুতূহলে দেব^৫ ভগবান ।
 ‘রংগ করিতে হৈল নিশি অবসান ॥ (৪৯৫০)
 গোকুলের গোপ যত জাগিল তখন^৬ ।
 গোবিন্দেত বোলে রাধা কোমল বচন^৭ ॥
 বাধা বোলে “শুন প্রভু নিবেদন মোর^৮ ।
 কেমনে যাইমু আমি আপনার ঘর^৯ ॥”

রাগ আহরি ।

“শ্যাম বন্ধু কালা রে রতন^{১০} । (৪৯৫৫)
 কেমনে যাইমু^{১১} ঘরে উদিত তপন^{১২} ॥”
 কাকে করে কলরব কুহরে^{১৩} কোকিল ।
 মনুষ্যে দেখিলে যাইব জাতি-কুল-শীল ॥
 দিনকর উদিত যামিনী অবশেষ ।
 আমারে সাজাইয়া কর^{১৪} তোমার সম^{১৫} বেশ ॥ (৪৯৬০)

(১) ‘তথাপিহ বোল মন্দ’ ঘ ; (২) ‘সখিত্য’ ঘ ;
 (৩) ‘বলিলা চরণ’ গ ; (৪) ‘উভয় প্রেমের ভাবে’ ঘ ;
 (৫) ‘রাধা’ ঘ ; (৬) ‘সকল’ গ ; (৭) ‘বচন কোমল’
 গ ; (৮) ‘বচন আমার’ গ ; (৯) ‘কেমনে যাইবা তুমি
 ঘরে আপনার’ গ ; (১০) ‘নাগর’ গ ; (১১) ‘যাইবা’
 ক, খ, ঘ ; ‘যাইবার’ গ ; সম্পূর্ণ গীত-টার তাৎপর্য
 আলোচনা করিলে প্রকৃত পাঠ যে, ‘যাইমু’ বা ‘যাইবাম’—
 তাহাতে সন্দেহ থাকে না । (১২) ‘ভাকর’ গ ; (১৩)
 ‘চিহ্নের’ ক ; ‘চিহ্নাএ’ গ ; (১৪) ‘দেহ’ ক, ‘দেও’ গ ;
 (১৫) ‘নিজ’ ঘ ;

পরিমল^{১৬}-গন্ধ দিয়া অঙ্গ কর কালা ।
 আমার গলায় দেহ তোমার নব-গুঞ্জার মালা^{১৭} ॥
 তোমার অম্বর পীত মোরে দেহ পৈত্রি^{১৮} ।
 আমার হাতে দেহ তোমার মোহন মুররি ॥^{১৯}
 কবরী খসাএণ বন্ধু বান্ধিয়া দেহ চড়া । (৪৯৬৫)
 দোহুতী গাঁথিয়া দেহ মুকুতার চড়া^{২০} ॥
 ময়ূরের^{২১} পুচ্ছ বন্ধু দেও তছু পরে ।
 ই রূপ দেখিলে লোকে না পুছিব মোবে ॥
 তোমার সমান বেশ সাজাইয়া^{২২} মোরে দেহ ।
 প্রেম-সখা হেন কৈমু^{২৩} জিজ্ঞাসিলে কেহ ॥ (৪৯৭০)
 বিলম্ব উচিত নহে—শুন প্রাণ-বন্ধা^{২৪}”
 যবে চলি যাও বোলে দীন ভবানন্দ ॥

পদ-বন্ধ ।

রাধার বচন শুনি শ্রীমধুসূদন ।
 ক্লিষ্ট হাসিয়া কহে মধুর বচন ॥
 “কেনে প্রাণেশ্বরী রাধা হও সঙ্গচিত্ত । (৪৯৭৫)
 মোর বরে ঘরে যাইবা না করিহ ভী^{২৫} ॥”
 এহি বোলি নারায়ণ প্রকাশিলা মায়া^{২৬} ।
 দণ্ডবত কৈলা রাধা হরযিত হৈয়া ॥
 প্রেম-সম্ভাষণ করি চলি গেলা ঘর ।
 কহিলা সকল কথা আইমন গোচর ॥ (৪৯৮০)
 অপরে বালক-রূপে নন্দের নন্দন^{২৭} ।
 মায়ের নিকটে গিয়া করিলা শয়ন ॥
 প্রভাতে চৈত্র্য পাএণ গোকুলের লোকে ।
 যার যেহি কর্ম করে পরম-কৌতুকে ॥

(১৬) ‘পরিমলে’ গ ; ‘মলয়ঙ্গ’ ঘ ; (১৭) ‘তোমার
 মোহন মালা’ গ ; (১৮) ‘পরি’ ক, খ, ঘ ; (১৯) ‘আমার
 হস্তেত দেও তোমার মুররি’ গ ; (২০) ‘দোহুতী গাঁথিয়া
 দেহ রে মুকুতার চড়া’ ঘ ; ‘দোহুতী গাঁথিয়া দেহ
 মুকুতার বেড়া’ ক, খ ; (২১) ‘বরিহার’ ক (২২) ‘বানাইয়া’
 ঘ ; (২৩) ‘কৈমু’ ক, খ ; (২৪) ‘নাহি কিছু ভীত’ গ ;
 (২৫) ‘এই বলি কৈলা কত ভাসিক মায়া’ ক, খ, গ ;
 (২৬) ‘প্রভু নারায়ণ’ ঘ ;

মহোদারে ঘরে লৈয়া আসিলা শ্রীদাম । (৪৯৮৫)
করিলা যেমত আছে কুল-ধর্ম-কাম ॥
'তবে নিজা পরিহারি রাম-নারায়ণ ।
পান করিল গিয়া যশোদার স্তন ॥
ক্ষীর লবনী খাঞা লৈয়া বৎস-ধেনু' ।
বৃন্দাবন-বিহারে চলিলা রাম-কাঙ্ক্ষু ॥ (৪৯৯০)

[শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক ব্রজ-গোপীগণের বজ্র-হরণ]

জন্মেজয় নরপতি' জিজ্ঞাসিলা পুনি ।
'মধুর-কোমল কথা' কহ মহামুনি ॥
গোকুলের যুবতী' যত—গোপের বনিতা ।
কেনে রত নৈল কৃষ্ণ কহ শুনি কথা' ॥
তিন-জন প্রেম-ভাবে করিলা মোচন' । (৪৯৯৫)
কি দোণে তেজিলা আর যত' গোপী-গণ ॥"
মুনি বোলে শুন রাজা পূর্ব-বিবরণ' ।
বয়োধিকা যত জন করিলা মোচন' ॥
যুবতী রমণী যত একত্র পাইয়া ।
শৃঙ্গার ভুঞ্জিলা কৃষ্ণ হরষিত হৈয়া ॥ (৫০০০)
যেমতে একত্র পাইলা সব গোপী-গণ ।
মন দিয়া শুন রাজা সেহি বিবরণ ॥
এক-দিন গোকুলের যত ব্রজ-নারী ।
পূজিবার বাঞ্ছা হৈল' গিরির কুমারী ॥
শরৎের শুক্ল' পক্ষে অষ্টমী পাইয়া । (৫০০৫)
যমুনা-পুলিনে গেলা হরষিত হৈয়া ॥

(১) 'লৈয়া গেলা ধেনু' খ, গ; (২) 'কর পুটে' গ; (৩) 'মধুর বিমল কাব্য' খ, ঘ; (৪) 'গোপী' ঘ; 'কেনে রত না হইলা' ইত্যাদি খ; (৫) 'কেনে তাতে না হৈলা রত কহ শুনি কথা' গ; কেনে তাথে রত হইলা কহ তার কথা' ঘ; (৬) 'আলিঙ্গন' গ; (৭) 'সব' গ; (৮) 'সমাচার' গ; (৯) 'বয়োধিকা কারণ যে হইল নিস্তার' ॥ ক;

'বহুল কারণে সব না কৈলু প্রচার' গ;

'রাবিকার কারণ যে হইল নিস্তার' ॥ খ;

(১০) 'কৈল' ক, খ; 'তবে' ঘ; (১১) 'কৃষ্ণ' গ;

নানা উপহার লৈয়া যত গোয়ালিনী ।
ভক্তি-পুরস্কারে পূজে হেমন্ত-নন্দিনী ॥
গৌরী পূজি নারী সব হরষিত-মন ।
জল-ক্রীড়া করে তারা হৈয়া বিবসন ॥ (৫০১০)
বজ্র-অলঙ্কার সব পুলিনে ধুইয়া ।
শরীর মার্জন করে হরষিত হৈয়া ॥
যার যেহি পরিহাস' থাকে যার সঙ্গে ।
অগ্নে-অগ্নে জল পেলা-পেলি' করে রঞ্জে ॥
নিশির বিহার' যত কহয়ে যুবতী । (৫০১৫)
কেহ বোলে—'কেবল বর্বর মোর পতি ।
রসিক রমণ যার তার বড় সুখ' ॥
দিন-রুত পাপ নাশে দেখি তার মুখ ॥
খণ্ড-তপ-ফলে পাইলু অতি মৃঢ় পতি' ॥
হাস্ত-মাধুরি রঙ্গ' না জানে সুরতি ॥ (৫০২০)
বিধির নীর্বন্ধে রাখিতে নারি কোপ' ॥
মৃঢ় পতি যে নারীর তার কেনে রূপ' ॥
গোকুলেত এক-জন পুরুষ-রতন ।
সর্ব-বিদ্যা-বিশারদ' কামিনী-রঞ্জন' ॥
রমণীর মধ্যে এক নারী ভাগ্যবতী । (৫০২৫)
পাইছে পুণ্যের' কলে কাঙ্ক্ষু হেন' পতি ॥

(১২) 'পরিহাস' ক, খ ঘ; (১৩) 'সীতাসিঁহি' ঘ; (১৪) 'বৃন্তান্ত' ক, খ; 'বিরহে' ঘ; (১৫) 'রসিক নাগর যার এহি বড় সুখ' ঘ; 'রসিকে রমণ করে' ইত্যাদি খ; (১৬) 'খণ্ড তপ কৈলা যেই পাইল মূর্খ পতি' গ; 'জন্ম তপস্তার ফলে' ইত্যাদি ঘ; (১৭) 'রস' ঘ; (১৮) 'বিধিরে বাঁধিয়া রাখো তবে যার কোপ' ॥ ক, খ; 'বিধিরে বাঁধিয়া রাখো তবে যার রূপ' ॥ গ; 'বিধির নীর্বন্ধে রাখিতে নারি কোপ' ঘ; (১৯) 'মূর্খ যার ঘরে তার কেনে সুখ' ॥ গ; 'মৃঢ় পতি সরির যে তার কেনে রূপ' ॥ ঘ; (২০) 'রূপে গুণে-বিহারদ' গ; 'সর্বগুণে বিশারদ' ক, খ; (২১) 'যোজন' গ; (২২) 'তপের' ঘ; (২৩) 'অনুরূপ' ঘ.

যদি আমি সবে করি অনেক যতন ।
 আশিতে দেখিতে নারি সেই সে রতন ॥”
 এই মতে গোপীং সবে করিতে বাখান ।
 ইঙ্গিত জানিয়া চিন্তে দেব ভগবান ॥ (৫০৩০)
 অন্তর্মামী জানিলা যে রমণীর মন ॥
 গোষ্ঠে ত বালক রাধি করিলা গমন ॥
 পুলিনে দেখিলা আসি বস্ত্র-অলঙ্কার ।
 জলে মজ্জি গোপী সবে করন্তি বিহার ॥
 বস্ত্র-অলঙ্কার লৈয়া হরষিত হৈয়া ॥ (৫০৩৫)
 কদম্ব গাছে ত হরি রৈল। লুকাইয়া ॥
 কদম্ব-ক্ষণে নারী-গণ ১০ দৃষ্টি হৈল তাত ।
 বস্ত্র-অলঙ্কার কূলে নাহি অকস্মাত ॥
 দেখিয়া হইল ধন্দ যত গোপীগণ ।
 কদম্ব-হিলনে ১১ দেখে নন্দের নন্দন ॥ (৫০৪০)
 লজ্জাক্ষে বিকল ১২ গোপী বিরস-বদন ।
 কি করিলে কি হইব চিন্তে মনে-মন ॥
 হাসিয়া মুররি পুরে ১৩ দেব ভগবান ।
 রমণী মোহিতে দিলা মুররিত সান ॥
 শুনিতে মধুর ধনি সহজে শীতল ॥ (৫০৪৫)
 নব-যুব ১৪ নারী সব হইল। বিকল ॥

চকিত ১৫-নয়ানে চাহে যতক সুন্দরী ।
 হাসিয়া মুররি-ধরে বাজায় মুররি ॥
 “রাধা” “রাধা” বোলে শুন মুররির রবে ।
 “বস্ত্র-অলঙ্কার পাইবা কূলে উঠ ১৬ যবে ॥” (৫০৫০)
 তাহা ১৭ শুন চঞ্চল হইল। গোপী-গণ ।
 গোবিন্দেব মুখ চাহে চকিত ১৮-নয়ন ॥
 তার মধ্যে বয়োধিকা ছিল ১৯ কত-জন ।
 কৃষ্ণধরে বলিলা তারা কর্ণকণ বচন ॥
 “অহে ২০ নন্দ-সুত তুমি বালক চঞ্চল ॥ (৫০৫৫)
 দোষ গুণ নাহি বুঝ অবোধ ২১ কেবল ॥
 আমি সব কুলবতী আর ২২ গরবিত ॥
 পরিহাস-যোগ্য তোর নহে কদাচিত ২৩ ॥
 তবে ধর্ম-পথ লজ্জ বালক-স্বভাবে ।
 ক্ষেমিলু সকল দোষ নন্দের গৌরবে ২৪ ॥ (৫০৬০)
 যশোদায়ে অপঘণ দিব কাজে ২৫ সহি ।
 না হৈলে তোমাকে নাকি এত-ক্ষণ চাতি ২৬ ॥
 আশা পাইয়া লাজ তুমি দেও নিত্য-নিত্য ।
 শিশু হৈয়া হেন কেবা করে বিপবীত ॥
 ধার্মিক নৃপতি কংস মপুরা-নগর ॥ (৫০৬৫)
 শুনে যদি এই কথা—প্রাণ লৈব তোর ॥
 নন্দ-যশোদার লাগি কেহ নাহি কহে ২৭ ।
 না হৈলে ২৮ এমত কর্ম ২৯ কোন জনে সহে ৩০ ॥

(১) ‘আশি’ তুলি নাহি চাহে সেই যে রতন ॥ গ ;
 ‘দেখিতে না পারি চক্ষে’ ইত্যাদি ক ; (২) ‘নারী’ ক, খ ;
 ‘সখী’ গ ; (৩) ‘ইঙ্গিত জানিয়া তথা আইলা ভগবান ॥ গ ;
 ‘আকৃত জানিয়া রাধা চিন্তে ভগবান ১’ ক ; (৪) ‘ইঙ্গিত
 (তে) জানিয়া হরি রমণীর চিন্ত’ গ ; ‘ইঙ্গিতে জানিলা
 হরি রমণীর মন ১’ ক, খ ; (৫) ‘রাধি আইলা আচরিত’
 গ ; (৬) ‘নাম’ ক, খ, ঘ ; (৭) ‘করএ’ গ ; (৮) ‘পাইয়া’
 ঘ ; (৯) ‘কদম্বের ডালে রৈল নিভুতে (‘নিশ্চিন্তে’
 ক) বসিয়া’ ক, খ ; ‘তরুণে রহে কৃষ্ণ নিভুতে বসিয়া’
 ঘ ; (১০) ‘তখনে যুবতি সব’ ক, খ, ঘ ; (১১) ‘কদম্ব’
 ডালেন্ত’ গ ; (১২) ‘বাকুল’ গ ; ‘সুজ্জিত’ ঘ ;
 (১৩) ‘হাসিয়া হাসিয়া বোলে’ ক, খ ; ‘হাসিয়া মধুর-বরে’ ঘ ;
 (১৪) ‘নব-যুব’ ক, খ ।

(১৫) ‘হকিত’ ঘ ; (১৬) ‘আউস’ ঘ ; (১৭) ‘ডাক’ গ ;
 (১৮) ‘হকিত’ ঘ ; (১৯) ‘গাছে’ ঘ ; (২০) ‘ওয়ে’ গ ;
 ‘অয়ে’ ক, ঘ ; (২১) ‘ছাওয়া’ ক, খ ; (২২) ‘একে’ ঘ ;
 (২৩) ‘না হৈ কদাচিত’ গ ; ‘না হয় উচিত’ ঘ ; (২৪) ‘ক্ষেমিব
 সকল দোষ বস্ত্র দেহ সবে ১’ ঘ ; (২৫) ‘লাগি’ ক, খ ;
 (২৬) ‘এত কথা কহি’ ক, খ, ঘ ; (২৭) ‘কেও নাহি লয়’
 গ ; ‘নন্দ যশোদার ঠাঞি কেহ নাহি কহে ১’ ঘ ;
 (২৮) ‘নহিলে’ ক, খ ; ‘না হইলে’ ঘ ; (২৯) ‘কথা’ ক, খ ;
 ‘এমত কর্ম’ স্থলে ‘কি এত ভ্রম’ ঘ ; (৩০) ‘কায় অগ্রে
 সহে’ ঘ ; ‘কোন জনে সহ’ গ ;

রাধারে কলঙ্কী করি জীত^১ কোন লাজে ।
 আইমনে ক্ষেমিল^২ ভগিনী-পুত্র^৩ কাজে ॥ (৫০৭০)
 ধরিয়া রাধার নাম বাজাও মুররি ।
 কি কাজে করিলা বস্ত্র-অলঙ্কার চুরি ॥
 তস্করের যত ফল শূন্য ছ' শ্রবণে^৪ ।
 ক্ষেমিলু সকল দেহ বস্ত্র-অভরণে^৫ ॥
 সম্মত করিয়া^৬ যদি না দেহ পিরিতে । (৫০৭৫)
 গোচারি^৭ করিমু গিয়া কংসের বিদিতে ॥
 তাহার সাক্ষাতে গেলে বস্ত্র রত্ন দিবা ।
 তস্করের যত শাস্তি তথা গেলে পাইবা^৮ ॥
 তোমারে বিচারিতে পাঠাইছে কত চর^৯ ।
 পাইলে মাত্র সেতি ক্ষণে প্রাণ লৈব তোর ॥ (৫০৮০)
 আপনা বিনাশ কেনে কর রে ছাওয়াল ।
 জন্ম^{১০} দিয়া ঘরে যাও—এহি যুক্তি ভাল ॥
 তস্কর না চিনি—যেন^{১১} বস্ত্র রত্ন পাই^{১২} ॥
 প্রাণ লৈয়া ঘরে যাও শুন রে কাহ্নাই ॥”
 এহি মতে কৈলা যদি বয়োধিক নারী । (৫০৮৫)
 কিঞ্চিৎ হাসিয়া কহে গোবর্দ্ধন-ধারী ॥
 “শুনহ আমার^{১৩} বাক্য যত গোপী-গণ ।
 এত ভয় আমারে দেখাও কি কারণ ॥

ক্ষেমা যদি কর তোর পতির দিব্য লাগে^{১৪} ।
 বিবসনে কেমনে যাইবা তার আগে ॥ (৫০৯০)
 কংসে কি করিতে পারে—কিবা তার ডর ।
 কত দৈত্য মারিয়াছি তার অনুচর ॥
 এই ভয়ে দিব নাকি^{১৫} বস্ত্র-অলঙ্কার^{১৬} ।
 কংসেরে মারিতে কে করিব প্রতিকার^{১৭} ॥
 এত কথা কৈলা কেনে^{১৮} শঙ্কা নাহি করি । (৫০৯৫)
 জ্ঞী-বুদ্ধি জানিয়া ক্ষেমিলু^{১৯} গোপ-নারি ॥”
 এই বোলি মোহিত করিলা নারায়ণ ।
 প্রগতি-পূর্বদিকে কহে যত গোপীগণ ॥
 “অহে কৃষ্ণ প্রাণ-নাথ^{২০} শুন সবার কথা^{২১} ॥
 দাসী করি রাখ যত গোপের বনিভা^{২২} ॥ (৫১০০)
 যদি কৃপা-যুক্ত হৈলা^{২৩}—কোপ পরিতর ।
 নিবেদন করে^{২৪} সবে অবধান কর ॥ *
 আমি সব কুল-বধু থাকি অন্তঃপুর ।
 শিরের বসন কভু না করিছি দূর ॥
 পাপ ক্ষেণে^{২৫} বিধাতা স্বজিলা নারী-গণ । (৫১০৫)
 পরের অধীন জান^{২৬} জীবন যৌবন ॥
 ক্ষুধা হৈলে সন্তোষ^{২৭} ভোজন করি যদি ।
 নানা ছলে^{২৮} গালি পাড়ে^{২৯} শাস্ত্রভী নন্দী ॥

(১) ‘জিয়’ গ; ‘জাও’ ঘ; (২) ‘ক্ষেমিল দোষ’ ঘ;
 (৩) ‘ভগিনীর পুত্র’ গ; ‘ভগ্নীপুত্র’ ঘ; (৪) ‘চোরের
 উচিত ফল পাইবারে চাহ’ ঘ; ‘তস্করের ফল এহি
 বিনাশি শ্রবণে’ ক, খ; (৫) ‘ক্ষেমিল সকল দোষ
 বস্ত্র অভরণ (রত্ন) দেহ’ ঘ; (৬) ‘সম্মত রাখিয়া’ ক,
 খ; ‘বস্ত্র পরিতে’ ঘ; (৭) ‘গোচর’ ঘ; (৮) ‘তস্করের
 যোগ্য ভূমি শাস্তি মাত্র পাইবা’ ক; ‘চোরের উচিত
 ফল শাস্তি ভূমি পাইবা ॥’ ঘ; (৯) ‘তোমাকে চাহিতে
 (‘বিচারি’ খ) তার ফিরে কত চর’ ক, খ; ‘তোমাকে
 বিচারিতে ফিরে কংসের চর’ ঘ; (১০) ‘বস্ত্র’ খ, ঘ;
 (১১) ‘চোর না চিনি যবে’ ঘ; (১২) ‘শুন শুন যো’ খ, ঘ;

(১৩) ‘ক্ষেমা যদি’ ইত্যাদি শ্লোক ক, খ-পুথিতে নাই।
 (১৪) ‘জান’ গ; (১৫) ‘অভরণ’ খ; (১৬) ‘রক্ষণ’ খ;
 (১৭) ‘যত কিছু কহ তুমি’ খ; ‘তহু কথা কৈছ কিছু’
 ক; ‘যত কহিলা তার ঘ; (১৮) ‘জ্ঞী-বুদ্ধি সকল
 কহিলা’ ঘ; (১৯) ‘অয়ে’ ঘ; ‘ওএ’ গ; (২০) ‘শুন
 নিবেদন’ ঘ; (২১) ‘গোপনারীগণ’ ঘ; (২২) ‘এক
 নিবেদন করি’ ক, খ, গ; (২৩) ‘কুলে’ গ; () ‘দে’
 ঘ; ‘কলে’ খ; (২৪) ‘আমার’ গ; (২৫) ‘ক্ষুধাযুক্ত
 হইলে’ ক, খ, ঘ; (২৬) ‘মতে’ গ; (২৭) ‘দেহি’
 গ; ‘দিব’ ক, খ;

নৃত্য-গীত দেখিবার যদি লয় মনে^১ ।
 কলঙ্কী করিয়া তবে বোলে গুরু-জনে ॥ (৫১১০)
 উত্তম পুরুষ যদি দেখি চক্ষু ভরি^২ ।
 শুনি-মাত্র নিজ-পতি তেজে কোপ করি ॥
 কায়-মনে^৩ পতি-সেবা করি অনুক্ষণ ।
 তাহার অধিক করি সেবি গুরু-জন ॥
 সবার অধিক করি ননদী সন্তানি । * (৫১১৫)
 প্রাণ-পণে গোলন করিয়ে দাস-দাসী ॥
 তথাপিও তার। সবে না বোলয়ে ভাল ।
 সহজেই কুল-বধু অভাগ্য-কপাল^৪ ॥
 পুত্রির সন্তান হেতু অলঙ্কার পৈত্রি^৫ ।
 সৌভাগ্য-বিহিত আর যত কৰ্ম করি^৬ ॥ (৫১২০)
 পক্ষ্য সকলে যদি পরদার করে ।
 তথাপিও তাহারে বাখানে সর্ব-নবে ॥
 নারীয়ে পুরুষ যদি নিরক্ষয়ে রঞ্জে^৭ ।
 জন্মাবধি লঙ্ঘ্য পায় সেতি ত কলঙ্কে ॥

পতি^৮ সঙ্গে করি যদি আলাপ প্রচব । (৫১২৫)
 পতি অসন্তোষ^৯ — দেখি রমণী চতুর ॥ *
 এক খানি কথা যদি পুছে তিন বার ।
 তবে মুহু-মুহু-স্বরে^{১০} উত্তর দেই তার ॥
 অর্দেক শরীর পতি—বেদ-শাস্ত্রে কহে^{১১} ।
 মনের মানস না প্রকাশি তাব ভয়ে^{১২} ॥* (৫১৩০)
 বিধাতা-নির্বন্ধ—নারী দৈবে হীন জন^{১৩} ।
 পারের অধীন জান জীবন যৌবন^{১৪} ॥
 আমি সব কুল-বধু^{১৫} পরাধীন নারী ।
 না দিহ অশ্রয় লঙ্ঘ্য মুহু-মুহু-মুগি^{১৬} ॥”
 কামিনী সবার শুনি কাণ-বচন । (৫১৩৫)
 কিঞ্চিৎ হাসিয়া বোলে নন্দেব নন্দন ॥
 “শুন শুন গোপ-নারি হিত-সমুচিত^{১৭} ।
 অভিযয় স্বতি শুনি হৈয়াছি লঙ্ঘ্য^{১৮} ॥”
 তীরে উঠি আপনার বস্ত্র রত্ন লেহ ।
 যদি মনে লয় কিছু^{১৯} ব্যবহার দেহ ॥” (৫১৪০)
 গোবিন্দেব মুখে শুনি মধুরস বাণী ।
 অন্ত-অন্তে মুখ চাইয়া হাসয়ে গোপিনী ॥
 কণ্ঠ-সমন^{২০} জলে থাকি^{২১} গোপী সব ভাসে ।
 কুমুদের বন্ধ যেন^{২২} উদিত আকাশে ॥
 পুনরপি গোপী-গণে যোড় করি কর । (৫১৪৫)
 প্রণতি-পূর্বক কহে গোবিন্দ-গোচর ॥ *

(১) ‘নৃত্য-গীত’ ইত্যাদি-শ্লোকের পূর্বে ক, খ ও ঘ-
 পুথিতে এই শ্লোকগুলি আছে, যথা—

‘জল পঠন করি যদি তৃষ্ণা-যুক্ত হৈলে ।
 অভিমান বাড়ে তাখে মহুয়ে দেখিলে ॥
 চঞ্চল-নয়নে যদি হাসি কোন ছলে ।
 (‘তাম্বুল পাই যদি হাসি কোন ছলে’ ক, খ ;)
 তবে গুরুজনে মন্দ নানা^{১০} মতে বোলে ॥
 নারীয়ে নারীয়ে গোপ্য কথা কহি যদি ।
 শুনিলে তর্জন করে শাস্ত্রী ননদি^{১১}’

(২) ‘উত্তম পুরুষ’ ইত্যাদি শ্লোক ঘ-পুথিতে নাহে ;
 গ-পুথিতে ‘কায়-মনে’ ইত্যাদি শ্লোকের পরে পুনরায় উক্ত
 শ্লোকের আর একটি রূপান্তর দৃষ্ট হয়, যথা—

‘অঙ্গর পুরুষে যদি দেখি আঁকি ভরি ।
 শাস্ত্রী ননদী বাদ বোলে কোপ করি ॥’

(৩) ‘নানা মতে’ গ ; (৪) ‘সহজে দারুণ কুলবধুর
 কপাল’ ঘ ; (৫) ‘পরি’ ক, খ, ঘ ; (৬) ‘সৌভাগ্য অধিক
 ধার যত কৰ্ম করি’ ঘ ; ‘সৌভাগ্যবিহিত আর যত বেশ
 করি’ ক, খ ; (৭) ‘নারীয়ে পুরুষ যদি নিরক্ষণ করে । জনন
 অবধি তার কলঙ্ক না ছাড়ে ॥’ গ ; ‘যদি মুচকি নিরঞ্জে’ ঘ ;

(৮) ‘স্বামী’ গ, ঘ, ঘ ; (৯) ‘সন্তোষ’ গ ; (১০) ‘মুহু মুহু
 ভাবে’ ঘ ; (১১) ‘কহে’ গ, ঘ, ঘ ; (১২) ‘মনের মানস
 কার্য প্রকাশিত নহে’ গ ; ‘মনের মানস তাহে কিছু বাসি
 ভয়’ গ ; ‘চৈতন্য মানস না প্রকাশি তার ভয়’ ক ;

(১৩) ‘বিধাতা নির্বন্ধ জানি দৈবে হীন জন’ গ ;

‘বিধাতা নির্বন্ধ জানি দৈবে স্বজন ॥’ গ ;

(১৪) ‘পরানীন অঙ্গ জান’ ইত্যাদি ক ; ‘বিধাতা দারুণ
 দেখি রাখিছে জীবন’ গ ; (১৫) ‘কুলবধী’ ঘ ; (১৬) ‘হিত
 সমোচিত’ ক, খ ; ‘হিত সমোচিত’ ঘ ; ‘হিত বচন’ গ ;
 (১৭) ‘লঙ্ঘিত হইল শুনি বিনয় কখন ॥’ গ, (১৮) ‘এহি
 মতে মনে লয়’ ঘ ; (১৯) ‘কটি সম’ ঘ ; (২০) ‘জলে
 লামি’ খ, গ ; ‘জল করি’ ঘ ; (২১) ‘অসংখ্য কুমুদ ইন্দু’
 ক ; ‘কুমুদের গণ যেন’ গ ;

“অহে কৃষ্ণ প্রাণ-নাথ শুন নিবেদন ।
 নিজ-দাসী করি রাখ যত গোপী-গণ ॥
 তোমার মধুর বাক্যে অতি ভয় লাগে ।
 বিবসনে কেমনে^১ আসিমু তোমার^২ আগে ॥
 (১১৫০)

শীতে কম্পে প্রাণ যায়^৩ নারি^৪ সহিবার ।
 জলে ফেলাইয়া^৫ দেও বস্ত্র-অলঙ্কার ॥
 গোপীর বচন শুনি গোবিন্দে বোলয় ।
 “সলিলেত দ্রব্য দিতে উচিত না হয়^৬ ॥
 চণ্ড-স্রোত যমুনার^৭ বহে অমুক্ণ ॥
 (১১৫৫)

রাখিবারে না পারিবা বস্ত্র-অভরণ ॥”
 পুনরপি গোপী সবে বোলে কর-পুটি ।
 “এক খানি বস্ত্র দেহ জল হৈতে উঠি ॥”
 হাসিয়া গোবিন্দে বোলে “না করিও রোণ ।
 কার বস্ত্র কারে দিমু —পরিণামে দোষ ॥ (১১৬০)

বিনে তব জানি বস্ত্র দিবার না পারি ।”
 হাসিয়া মুররি-ধরে বাজায় মুররি ॥
 “রাধা” “রাধা” যত্ন-পতি ডাকে ঘনে-ঘন ।
 “কূলে ত উঠিয়া নেও বস্ত্র-অভরণ ॥”
 মুররির রব শুনি মধু-রস-ধ্বনি^৮ ॥
 (১১৬৫)

চিত্র-রেখা^৯ প্রায় রহে^{১০} সকল রমণী^{১১} ॥
 লীলাবতী নাম গোপী মুখ্য সমা হৈতে^{১২} ॥
 হাসিয়া হাসিয়া বোলে রাধার সাক্ষাতে^{১৩} ॥

“শুন সুবদনী^{১৪} রাখ আমার বচন ।
 তুমি সে আনিতে পার বস্ত্র-অভরণ ॥ (১১৭০)

তোমার সঙ্কোচ নাহি সাক্ষাতে^{১৫} যাইতে ।
 নাম ধরি ডাকে তোমা^{১৬}—না যুয়ায়^{১৭} রৈতে ॥”
 লীলাবতীর বচন শুনিয়া সুবদনী ।
 কোকিলার স্বরে কহে মধু-রস-বাণী ॥
 “বয়োবিকা কত নারী আছ এহি স্থান । (১১৭৫)

তোমরা জনেক গিয়া বস্ত্র-রত্ন আন ॥
 তুমি সবে ননদী রহিছে নিজ ঘরে^{১৮} ॥
 ননদী নাহিক যার—আনহ সঙ্ঘরে^{১৯} ॥
 ননদীর ডরে নাহি যাও গোবিন্দের কাছে^{২০} ॥
 (১১৮০)

সেহি কাল-ননদী আমার সঙ্গে আছে^{২১} ॥
 আমি যদি আনি গিয়া বস্ত্র-অভরণ ।
 কহিব শাশুড়ীর ঠাঞি^{২২} এহি বিবরণ ॥
 না পারি আনিতে আমি বস্ত্র-অলঙ্কার ।
 সেহি যাও আনিতে ননদী^{২৩} নাহি যার ॥”
 রাধার নিষ্ঠুর বাক্য^{২৪} শুনিয়া গোপিনী^{২৫} ॥ (১১৮৫)

পুনরপি কহে তবে কালোচিত বাণী^{২৬} ॥
 “মিথ্যা-কাজে মনস্তাপ কেনে দেও^{২৭} রাধা ।
 সহজে তোমার ভাইর বনিতা মহোদা ॥

(১) ‘কেমনে’ ক, খ, ঘ; (২) ‘তোমার’ খ, গ; (৩) ‘শীতে কম্পমান তহু’ খ, ঘ; (৪) ‘না পারি’ ঘ; (৫) ‘পালাইয়া’ গ; (৬) ‘দিতে মনে নাহি লয়’ ঘ; (৭) ‘যমুনাত’ ঘ; (৮) ‘দিলে’ ক, খ, গ; (৯) ‘মধুরসবাণী’ গ; ‘মধুর বাণী’ ক, খ; (১০) ‘চিত্র লেখী’ ক; ‘চিত্র রেখি’ খ; (১১) ‘রৈল গ; ‘হৈল’ খ; (১২) ‘সব গোবালিনী’ গ; ‘সকল গোপিনী’ ক, খ; (১৩) ‘সমা হৈতে’ ঘ; ‘মুখ্য’ ইত্যাদি স্থলে ‘কহে সমাহিত’ খ; ‘মুখ্য সমা হৈতে’ ক; (১৪) ‘বিদিত’ খ;

(১৫) ‘গুণবতি’ ক; (১৬) ‘তান কাছে’ ক; ‘তার কাছে’ খ, গ; (১৭) ‘বাণী’ ক, খ; (১৮) ‘পারিবা’ ঘ; (১৯) ‘ঘর’ ক, খ, ঘ; (২০) ‘শুনিবে বোলিব মন্দ এহি বাস (‘বাসি ঘ’) ডর’ ক, খ, ঘ; (২১) ‘ই লাগি না যাও বাসি গোবিন্দের কাছে ।’ ক; ‘এত জানি যাও’ ইত্যাদি ঘ; (২২) ‘আজি ননদী আছরে যোর কাছে’ ঘ; (২৩) ‘শতুড়ি স্থানে’ ঘ; (২৪) ‘ননদী সহিতে’ ঘ; (২৫) ‘রাধার বচন তবে’ ঘ; (২৬) ‘শুনি ব্রজবাসি’ ঘ; ‘শুনি ব্রজ-নারী’ গ; (২৭) ‘তবে সঙ্কচিত করি’ গ; (২৮) ‘পাণ্ড’ খ, গ;

আর এক উপকার পরিণামে হৈব ।
ভাগিনী পুত্রের কথা মহোদা না কৈব ॥ (৫১৯০)
পরিহরি^২ লাজ রাখা মনে^৩ কর সার ।
আপনি হি আন গিয়া বস্ত্র-অলঙ্কার ॥
শীতে কম্পে প্রাণ যায়^৪ — কেন কর লাজ ।
বস্ত্র রত্ন আন গিয়া—না করিহ ব্যাজ^৫ ॥”
গোপী সকলের শুনি কাণ্ডর বচন । (৫১৯৫)
শীতে কম্পে তিলোত্তমা চিন্তে মনে মন ॥
শ্রীমতী বোলয়ে “সই চিন্ত কি কাবণ ।
প্রতিকার কর আনি বস্ত্র-অভরণ ॥”
অন্তরে দগধে রাখা—ঠেকিছে বিপাকে ।
“বিবম সঙ্কটে আমি যাইমু কি মুখে^৬ ॥” (৫১০০)
সাত-পাঁচ ভাবি^৭ রাখা দৃঢ় কৈল মন ।
কাঙ্ক্ষারে ভৎসিতে লাগে লজ্জার কারণ^৮ ॥

রাগ সোম^৯ ।

“আরে বন্ধু কি বোলিমু তোরে^{১০} ।
এত রনগীর মাঝে লাজ দেও মোরে^{১১} ॥ ধ্রু ।

কৃষ্ণে বাড়াইলু ভাব—আপনা খাইলু । (৫১০৫)
কুল শীল জাতি দিয়া কলঙ্কী হইলু^{১২} ॥
কেনে বা করিলা অলঙ্কার^{১৩} চরি ।
মুবরী বাজাও কেন মোব নাম ধরি ॥
শীতে কম্পে প্রাণ যায়—না যায় সতন ।
বিলম্ব না কর দেও বস্ত্র অভরণ ॥ (৫২১০)
পুলিনে রাখিয়া বস্ত্র চলি^{১৪} যাও বন্ধ ।”
রাধার সম্বাদ বোলে দীন ভবানন্দ ॥
পদ-বন্ধ ।

রাগার আক্ষেপ শুনি নন্দের নন্দন ।
হাসিয়া হাসিয়া কহে মধুব বচন ॥
“কেন মোর^{১৫} প্রাণেশ্বরী হইছ কুপিত । (৫২১৫)
তেন বিপবীত কথা^{১৬} কহ কি নিমিত্ত ॥
পথে ত পাইলে দ্রব্য—কেনা দেয় কারে ।
নিবসনে যাউক^{১৭} সবে যার যাব^{১৮} ঘরে ॥
তোমার বসন রত্ন তুমি নেও চিনি ।
তে কেনে^{১৯} কুপিত হৈছ কুরঙ্গ-নয়ানি ॥ (৫২২০)
নহে বা গোপিনী^{২০} লৈয়া আইস এতি ক্ষণ^{২১} ।
চিনিয়া চিনিয়া নেও বস্ত্র-অভরণ^{২২} ॥
উদ্ধ-পদে^{২৩} তপ কর^{২৪} গোপিনী সকলে ।
তথাপি^{২৫} না পাইবা বস্ত্র—যদি রত্ন জালে ॥”
কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা শুনি যত গোপীগণ । (৫২২৫)
কি করিলে কি হইল —স্থির নহে মন ॥

(১) ‘আর এক উপদেশ শুন কহি রাখা ।
ভগিনী-পুত্রের কথা না কৈব মহোদা ॥’ ক, খ ;
‘আর এক উপদেশ পরিণামে হৈব । ঘ ;
(২) ‘পরিহরি’ ক, খ, গ ; (৩) ‘কম্পে’ ক, খ, গ ;
(৪) ‘শীতে কম্পমান তহু’ ঘ ; ‘শীতে কম্পে’ ইত্যাদি
শ্লোক দুইটি গ-পুথিতে নাই । ক-পুথিতে এই শ্লোক-
দ্বয়ের পরে আরও একটি শ্লোক আছে, যথা
‘মহোদা বলয়ে রাখা না ভাবিহ আর ।
তুমি বিনে কে আনিব বস্ত্র-অলঙ্কার ॥’
(৫) ‘উচিত সে কাজ’ খ ; ‘গোপিনী সমাজ’ ক ;
(৬) ‘কি লক্ষে’ ক ; ‘কি পাকে’ খ ; ‘বিবম সঙ্কটে যাইমু
কহিমু কাঙ্ক্ষকে’ ॥ গ ; (৭) ‘লজ্জার কারণ’ স্থলে ‘যত
লজ মন’ ক, গ ; (৮) ‘পীড়ন’ ঘ ; ‘গামট’ ক ; ‘ভৈরব’ খ ;
(৯) ‘কি বোলিব তোরে বন্ধু—কি বোলিব তোরে’ খ ;
‘বন্ধু রে কভেক বোলিমু তোরে ।’ গ ; (১০) ‘এত
গোপীর মাঝে লাজ কেনে দিলা মোরে ।’ ক, খ ;

‘গোপের রমণী মাঝে’ ইত্যাদি ঘ ; (১১) ‘কুল শীল
হারাষ্টয়া কলঙ্কী হইলু ॥’ ক, খ, ঘ ; (১২) ‘অভরণ’ ঘ ;
(১৩) ‘দুরে’ খ ; (১৪) ‘মোকে’ ক, ঘ, (১৫) ‘না কহিছ
হেন কথা’ ক, খ ; ‘না শুনিছি হেন কথা’
গ ; (১৬) ‘যাউকা’ ক ; (১৭) ‘যার ঘেঠ’ গ ;
‘আপনার’ ক ; (১৮) ‘কি লাগি’ ক, খ ; ‘কেনে বা’ ঘ ;
(১৯) ‘নহে গোপী সব’ গ ; ‘কিবা গোপীগণ’ ক ;
(২০) ‘এহি স্থান’ ঘ ; (২১) ‘চিনিয়া নেউক যার বস্ত্র
বেহি খানি ।’ ঘ ; (২২) ‘উদ্ধ-পদে তপ কর’ খ ;
(২৩) ‘তথাচ’ ঘ ।

লীলাবতী বোলে—“শুন সকল যুবতি” ।
 বিলম্বের কার্য নাহি চল শীঘ্র-গতিং ॥
 বয়োদিকা যত জন রাখিয়া সম্মুখে ।
 চলিলা যুবতী-গণ পরম-কোতুকে ॥ (৫২৩০)
 জল হনে উঠিলেক যত ব্রজ-দারা ।
 গগন-মণ্ডলে যেন শোভা করে তারা ॥
 এক হাতে ষোনিং ঢাকি আর হাতে স্তন ।
 এহি মতে লজ্জা তেজি উঠে গোপী-গণ” ॥
 ধরণী না সহে ভার—খণ্ডনের গতি । (৫২৩৫)
 বিবসন হৈয়া চলে সকল যুবতী ॥
 চকিত-নয়ানে গোপী চারিদিকে চায় ।
 ইন্দ্র সম্ভাষিতে যেন বিদ্যাধরী যায় ॥
 একান্ত ভজনা করে—গোবিন্দ জানিয়া” ।
 কহিতে লাগিলা প্রভু গোপী সম্ভাষিয়া ॥ (৫২৪০)
 “শুনহ গোপিনী” গণ আমার বচন ।
 সমুচিত কহি আমি হিতের কারণ ॥
 ফল বাঞ্ছি তুমি সবে পূজ শৈল-সুতা ।
 সকল বিফল হৈল—শুন তার” কথা ॥
 যমুনা যে মুখা তীর্থ—তারে নাহি জ্ঞান” । (৫২৪৫)
 বিবসন হৈয়া সবে তাতে কর স্নান ॥
 কামনা করিয়া ব্রত কর ল স্তনদরি ।
 সকল বিফল হৈল—শুন ব্রজ-নারি ॥
 এক-খানি উপদেশ শুন আমা হৈতে” ।
 খণ্ড-ব্রত-পাপ-নাশ হৈব যেন-মতে ॥ (৫২৫০)

কর-বোড়ে নমস্কার কর গোপীগণ ।
 তবে পরিধান কর বস্ত্র-অভরণ ॥
 তনে সে খণ্ডিব পাপ—শুন তব সার” ॥
 আর-মতে গোপী সব নাহি প্রতিকার” ॥
 গোবিন্দের বাক্য শুনি সকল যুবতী” ॥ (৫২৫৫)
 মায়ায়ে মোহিত হৈয়া স্থির নহে মতি” ॥
 হস্ত খোড় করি সবে প্রণাম করিল ।
 সর্বদাঙ্গ দেখিয়া কৃষ্ণ হরষিত হৈল ॥
 হাসিয়া হাসিয়া কাহ্নু বোলে বারম্বার ।
 “নিশি-যোগে মানস পূরিমু তোমরার” ॥ (৫২৬০)
 এহি নীপ-মূলে ত আসিও গোপী-গণ ।
 এহি খানে হৈব সবার মানস পূরণ ॥
 এহি বোলি বস্ত্র রত্ন দিলা যত্ন-মণি ।
 চিনিয়া পৈত্লিল বস্ত্র যথেক রমণী” ॥
 বস্ত্র রত্ন পাইয়া গোপী সানন্দিত-মন । (৫২৬৫)
 দণ্ডবত হৈয়া পড়ে” গোবিন্দ-চরণ ॥
 কাহ্নু বোলে “শুন রাখা আমার বচন” ।
 নারী সব লৈয়া যাও আপনা সদন” ॥
 নিশি-যোগে এখাতে আসিও গোপীগণ ।
 এহি খানে পাইবা আমার দরশন ॥ (৫২৭০)
 বিলম্ব না কর ঘরে যাও স্তবদনি ।
 একত্রে আসিবা” মাত্র সকল গোপিনী ॥
 গোবিন্দের বাক্য শুনি সকল যুবতী ।
 প্রণাম করিয়া ঘরে চলে শীঘ্র-গতি” ॥

(১) ‘যত গোপীগণ’ গ ; (২) ‘এইক্ষণ’ গ ; (৩) ‘ভগান্ন’
 ঘ ; (৪) ‘এহি মতে লজ্জা ছাড়ি করিলা গমন’ গ ;
 (৫) ‘স্বকিত’ ঘ ; (৬) ‘একান্ত কোতুক সবে করে গোবিন্দ
 দেখিয়া’ গ ; ‘একান্ত’ ইত্যাদি শ্লোকটী ক-পুথিতে পড়িয়া
 গিয়াছে । (৭) ‘শুন শুন গোপী’ ঘ ; (৮) ‘কহিল শুন’ গ ;
 ‘শুন মোর’ ঘ ; (৯) ‘তাকে নাহি জান’ গ ; (১০) ‘শুনহ
 আমাত্ত’ গ ; ‘আমা হৈতে’ ঘ, ঘ ; ‘কহি তবে’ ক ;

(১১) ‘শুনহ সবারে’ গ ; (১২) ‘না দেখি নিস্তারে’ গ ;
 (১৩) ‘গোপিনী’ গ ; (১৪) ‘প্রাণী’ গ ; (১৫) ‘পূরিব
 সবার’ ঘ ; (১৬) ‘পৈত্লিল যত কমল কামিনী’ গ ;
 ‘পরিব সব কমল বদনী’ ক, ঘ ; (১৭) ‘হৈলা সবে’ ঘ ;
 (১৮) ‘উত্তর’ গ ; (১৯) ‘যার যেই ঘর’ গ ;
 (২০) ‘আসিও’ গ ; (২১) ‘চলিলা আপন ঘরে ব্রজনের
 গতি’ ঘ ।

চলিতে না চলে পদ—‘চিহ্ন-লেখা’ প্রায়। (৫২৭৫)
 রাধারে করিয়া আগে গোপী সব যায় ॥
 যার যার ঘরে সব করিল গমন।
 মন্ত্রণা করিল তবে যত গোপী-গণ ॥
 “নিদ্র লক্ষ্যে যাইতে না দিব নিজ-পতি।
 কহ কহ গোপী সব—‘হৈন কোন গতি ॥’” (৫২৮০)
 বজ্রবতী নাম গোপী মন্ত্রণা-চতুর।
 কহিতে লাগিলা তবে বচন মধুর ॥
 “কোন কার্যে তুমি সবে মনে পাও ব্যথা।
 নিজ পতি ভাঁড়িব যে কত বড় কথা ॥
 এই কথা কহিও সবে যার যার ঘরে। (৫২৮৫)
 নিশি-যোগে ভবানীয়ে দিব পূজ-বরে ॥”
 শুনিয়া সকল গোপী হরষিত-মন।
 মন্ত্রণা করিয়া গৃহে করিলা গমন ॥
 যেমন মন্ত্রণা কৈল সকল গোপিনী।
 পতি-শাশুড়ীত আসি কহিল কাহিনী ॥ (৫২৯০)
 তারা সবে প্রশংসিল ধন্য ধন্য করি।
 শনি হরষিতা হৈল সকল স্তনদরী ॥
 এহি-মতে দিন শেষ—প্রবেশ যামিনী।
 গৃহ-কর্ম সমাপিলা সকল কামিনী ॥

[ছলে ঐক্কেয় রজনীতে গোষ্ঠে অবস্থান]

তখনে বালক সবে দেখু বৎস লৈয়া। (৫২৯১)
 শিক্ষা পূরে জনে-জনে হরষিত হৈয়া ॥
 হেনই সময় তবে কৃষ্ণের কপটে।

মুখ্য দেখু ধবলী না দেখিয়া সহি গোষ্ঠে ॥

(১) ‘চিহ্নলেখা’ ক; ‘চিহ্ন-বেগি’ খ, ঘ; (২) ‘তার’ ক, গ, ‘যেই’ খ; (৩) ‘নিজগৃহে’ গ, ঘ; (৪) ‘কহত সকল গোপী’ ক; ‘কহত সকল সখি’ খ; ‘নহেবা সকল গোপীর’ গ; (৫) ‘সবী’ খ; (৬) ‘কাজে’ ক, ‘অর্থে’ খ; ‘হেতু’ ঘ; (৭) ‘বক্ষিবা’ ক; ‘বক্ষিবেক’ খ; ‘বক্ষিবার’ গ; (৮) ‘ভবানী দিবেন’ ক, ঘ; ‘ভবানী দিবেক’ খ; (৯) ‘আপনি’ গ; (১০) ‘অতি বড় (‘অতিশয়’ ঘ;) ‘সন্তোষিত হৈলা সব নারী ॥’ গ, ঘ; (১১) ‘সমাপিলা’ ক, খ; (১২) ‘নাহিক’

গাভী না দেখিয়া বলাই চিন্তে মনে মন।
 গোবিন্দে বোলয়ে “তুমি চিন্ত কি কারণ ॥ (৫৩০০)
 শিশু সঙ্গে দেখু লৈয়া ঘরে যাও তুমি।
 ধবলীরে বিচারিয়া লৈয়া আমি আমি ॥”
 বল ভঙ্গে বোলে “তুমি শিশু—একেশ্বর।
 কেমনে চাহিব গাভী বনের ভিতর ॥
 কথেক পামণ্ড আছে তোর প্রাণেব বৈরী। (৫৩০৫)
 বিগম সন্ধটে তোনা ছাড়ি যাইতে পারি ॥”
 তবে যদি বনে রহ গাভী বিচারিতে।
 আমিও বহিষ্ণু ভাই তোমার সহিতে ॥”
 কাঙ্ক্ষু বোলে—“শুন ভাই আমার বচন।
 অনুচিত বোল কেনে স্নেহের কারণ ॥ (৫৩১০)
 দৈব-যোগে দণ্ডকেতু তারাইছি গাই।
 তাবে বিচারিতে কি রহিমু তুই ভাই ॥
 আর যত গাভী সব যাইব একাকিনী।
 এতেকে এই দেখু লৈয়া ঘরে যাও আপনি ॥”
 সমুচিত কৈতে ভাই না বাসিত বিনশ্ব ॥ (৫৩১৫)
 সহায় করিয়া বা করিছি কোন কর্ম ॥
 স্ত্রী পীতে পুতনাকে করিগু নিধন ॥
 বল তাতে সহায় আছিল কোন জন ॥
 বোমকেশী তৃণানর্ধ দেখুক অঘাস্তর।
 প্রলম্ব-অরিষ্ট-আদি আর শঙ্কচূড় ॥ (৫৩২০)

ক, খ; ‘নাহি’ ঘ, (১৩) ‘তোনা রাপিতে না পারি’ ক, খ; ‘বনে পাঠাইতে না পারি’ খ; (১৪) ‘বন মধ্যে’ ক; ‘বনে ত’ ঘ; (১৫) ‘বিচারিতে নাকি রৈব’ খ; ‘বিচারিতে নি থাকিমু’ গ; (১৬) ‘এতেকে এই দেখু’ ইত্যাদি চরণের স্থলে—‘এহি হুঃখে (‘ক্ষণে’ খ; ‘কালে’ ঘ) ঘরে গেলে মারিব জননী ॥ এতেকে (‘অতএব’ ঘ) গো-দেহু (‘গাভী’ ঘ) লৈয়া ঘরে যাও তুমি। ধবলীরে বিচারিয়া লৈয়া আমি আমি ॥” ক, খ, ঘ; (১৭) ‘না হইও মর্ষ’ ক, ঘ; ‘না বাসিও মর্ষ’ গ; ‘না হইও বিমর্ষ’ খ; (১৮) ‘স্তন’ গ; (১৯) ‘সংহার’ ক, খ, ঘ; (২০) ‘কে আমার’ ক, খ, ঘ।

ইন্দ্র সনে বাদ হৈল গোবর্দ্ধন লৈয়া ।
 তাথে বোল কেবা ছিল সহায় হইয়া ॥
 করিছি অশকা কর্ম্ম যত না যুয়ায় ।
 কহ তাতে কে আছিল আমার সহায় ॥
 তোমার সাক্ষাতে ব্রজা হরিল গো-ধন । (৫৩২৫)
 সকল বালক ধেমু হুজিলু তখন ॥
 মায়ায়ে মোহিত তবে হৈয়া পদ্ম-যোনি ।
 সম্মুখে বালক সঙ্গে ধেমু দিলা আনি ॥
 হুজিল বালক-ধেমু হরিলু তখন ॥
 কহ তাতে সহায় আছিল কোন জন ॥ (৫৩৩০)
 সহায় হইতে চাহ—ই বা কোন কাজ ॥
 ধেমু লৈয়া ঘরে যাও না করিহ ব্যাজ ॥
 ধবলীর উদ্দেশে বনেত আমি যাই ॥
 আমার শপথ যদি বনে থাক ভাই ॥
 জনক-জননী-পদে কৈও নমস্কার । (৫৩৩৫)
 ধবলীর লৈয়া আসি কিবা চিন্তা তার ॥
 বলাই জানিলা দঢ় কাঙ্ক্ষু রৈবা বন ।
 ধেমু লৈয়া শিশু সঙ্গে চলিলা কখন ॥
 সেই তরু-তলে বসি রৈলা দামোদর ।
 পথ নিরীক্ষণ করি আছেন একেশ্বর ॥ (৫৩৪০)

[শ্রীকৃষ্ণের সহিত রজনীতে ব্রজ-গোপীদিগের বিলাস]

গোবিন্দের মায়ায়ে মোহিত গোপী-গণ ।
 অন্তে-অণ্ডে পরস্পরে চিন্তে মনে-মন ॥

(১) 'সহিত' ক, খ; (২) 'হুজিল বালক ধেমু করিল যখন' ক; 'হুজিল বালক ধেমু হরিলে যখন' খ; 'হুজিল বালক সংহরিলু তখন' ঘ; (৩) 'কত বড় কাজ' ক, খ; 'সহায় হইত। এই কত বড় কাজ' গ; (৪) 'ঘরে যাইবা ইবা কোন লাজ' ক, খ; 'ঘরে যাও শুন বৃজরাজ' ঘ; (৫) 'ধবলীর বিচারিতে বনে যাই আমি' ঘ; (৬) 'আমার শপথ যদি সঙ্গে আইস তুমি' ঘ; (৭) 'কি ব্যাজ আমার' ক, খ, 'ব্যাজ নাহি আর' ঘ;

হৃন্দরী গোপিনী এক নামে উগ্রভারা ॥
 নাম ধরি ডাকি আনে যত ব্রজ-দারা ॥
 রাধারে এড়িয়া ॥ আর যথেক যুবতি ॥ (৫৩৪৫)
 একত্র হইয়া সবে করয়ে যুগতি ॥
 রত্নবতী বোলে সব গোপিনী বিদিত ॥
 "রাধা গেলে আমি-সব পুষ্প পর্য্যুষিত" ॥
 রাধারে এড়িয়া চল আমি সব যাই ।
 তবে বা করেন কৃপা নাগর ॥ কান্ধাই ॥" (৫৩৫০)
 শুনি সন্তোষিত হৈলা সকল যুবতী ।
 মহোদা বিরস আর হৃন্দরী শ্রীমতী ॥
 যুক্তি করি দুই-জনে কহিবার লাগে ।
 "পাছে আসি আমি-দুই" ॥ তোমরা যাও আগে ॥" ॥
 হাসিয়া হাসিয়া তবে বোলে রত্নবতী । (৫৩৫৫)
 "ভাল যুক্তি করিয়াছ মহোদা শ্রীমতী ॥
 তুমি দুই-জন আইস রাধিকার ওলে" ॥
 আমি-সব চলি যাই সেই নীপ-মূলে ॥
 যদি গোবিন্দের লাগ পাই তথা যাইয়া ।
 তুমি-তিন জনাইব ॥ সখী পাঠাইয়া ॥ (৫৩৬০)
 শ্রীমতী বোলে "আগে তুমি সব যাও ।
 বার্তা যেন জানি—যদি তথাতে না পাও ॥"

(৮) 'ভদ্রভারা' ঘ; 'উগ্রভারা' খ; (৯) 'ডাকিলেক' ঘ; ডাকে সেই' গ; (১০) 'ছাড়িয়া' গ; (১১) 'বোলে শুন আমার বচন' ক; (১২) 'আমি সবার নাহি প্রয়োজন' ক; 'পুষ্প নির্গন্ধিত' খ; (১৩) 'রসিক' ক, খ, গ; (১৪) 'পরিণামে আসি দুই' গ; (১৫) 'সনে' ঘ; (১৬) 'দেহি বৃন্দাবনে' ঘ; (১৭) 'তোমরারে নেওয়াইব' ক, খ; 'যদি গোবিন্দের লাগ' ইত্যাদি প্রয়োজনীয় শ্লোকটা গ-পুঁথিতে নাই; কিন্তু 'শ্রীমতী বোলে' ইত্যাদি শ্লোকের পরে উহাতে এই প্রকৃষ্ট শ্লোক আছে, যথা—

'যদি গোবিন্দের লাগ তথা গিয়া পাও ।

আমরা বাহিতে এক সখীর পাঠাও ॥'

(১৮) 'যদি তথা গিয়া পাও' ক; 'যদি তথা লাগ পাও' খ;

সমবায় করি তবে রমণী সকলে ।
 গোবিন্দ ভেটিতে তবে অবিলম্বে চলে ১ ॥
 সমুচ্চয় হৈয়া যদি গোপী সব চলে ।
 শ্রীমতী কহিল গিয়া রাখিকার ওলে ॥ (৫৩৬৫)
 শুনিল রসবতী রাখা লাগে বোলিবার ।
 “দেখি আইস কাহু করে কোন ব্যবহার ২”
 শ্রীমতী মহোদা তবে রাখার বচনে ।
 অবিলম্বে মিলে গিয়া সেহি বৃন্দাবনে ॥
 হেন কালে গোপী সব গোবিন্দের পদে । (৫৩৭০)
 দণ্ডবত হৈয়া তারা রৈল নিশবদে ॥
 রাখারে না দেখি কৃষ্ণ পরম-চিস্তিত ।
 সম্ভাষা না করে কিছু—হইয়া কুপিত ॥
 কেহ কিছু না কহিল—রৈল মৌন করি ।
 হরিশ মহোদা আর শ্রীমতী স্তম্ভরী ॥ (৫৩৭৫)
 মন্ত্রণা করিয়া তারা চলিল স্বরূপ ৩ ।
 “কহিমু যেমতে জন্মে রাখিকার কোপ ৪”
 অবিলম্বে মিলে গিয়া রাখার সদন ৫ ।
 রাখা বোলে “প্রাণ-সখি কহ বিবরণ ৬”
 শ্রীমতী মহোদা বোলে রাখার গোচর । (৫৩৮০)
 “যেমত দেখিছি সই কহন দুষ্কর ৭”
 গোপী সব লৈয়া কৃষ্ণ করে নিজ-কাজ ৮ ।
 তথা হতে আইলু সই পাইয়া বড় লাজ ৯ ॥
 আজি সে দেখিলু সেই কাহুর ব্যবহার ।
 এরূপ সম্ভাষা কভু না দেখিছি আর ১০ ॥” (৫৩৮৫)
 সত্যবতী-সুত বাস নারায়ণ-অংশ ।
 সজেকপে রচিল পুণ্যশ্লোক হরিবংশ ॥

সেহি শ্লোক রাখান করিয়া পদ-বন্ধে ।
 লোকে বুঝিবারে বোলে দীন ভবানন্দে ॥

রাগ ধানশী ১০ ।

“আজি তোমার বন্ধুরে দেখিলু ভাল-রীতি ১১”
 (৫৩৯০)

অনেক সখীর সঙ্গে কাম-কলা-রস-রঙ্গে
 নীপ-মূলে বিহার করিতে ১২ ॥ ধ্রু ।
 কেহ গাঁথি দিছে ফুল কেহ দিছে তারে কোল
 কেহ কেহ যাঁতে ১৩ পদ-অঙ্গ ।
 কেহ ছিটায় চন্দন কেহ দিছে আলিঙ্গন (৫৩৯৫)
 রসে মজি কাহু ১৪ করে রঙ্গ ১৫ ॥
 যেমত দেখিছি কই আপনেও আইস সই
 দেখিবার যদি থাকে মন ১৬”
 সখীর মুখেত শুনিল চলে রাখা স্তবদনী
 মিলে গিয়া সেহি বৃন্দাবন ॥ (৫৪০০)
 রাখার অঙ্গের তেজে প্রকাশিত বন মাঝে
 কাহু বোলে—“শুন গোপী-গণ ১৭ ।
 আপনে সদয় হৈয়া নন্দী সখীরে লৈয়া
 ভাগ্যে সে আইলা বৃন্দাবন ১৮”
 রাখা রসবতী তবে ভক্তিয়ে নজতা-ভাবে ১৯
 (৫৪০৫)

প্রণমিল গোবিন্দ-চরণ ।

“আইস প্রিয়া” কাহু বোলে সম্মুখে ২০ লইয়া কোলে
 প্রেম-ভাবে দিলা আলিঙ্গন ॥

- (১) ‘গোবিন্দ ভেটিতে সব নারীগণ চলে’ গ; (২) ‘কিরূপ’ ঘ; (৩) ‘হাদিয়া’ গ; (৪) ‘রাখাতে কহিমু’ গ; (৫) ‘রাখা বোলে কহ সখি’ গ; (৬) ‘গোপী সব গেলু কাহু সম্ভাষে কেমন’ গ; (৭) ‘না বুঝার জিতে সই পাইয়া হেন লাজ’ ক; (৮) ‘যেমন’ গ; (৯) ‘এত সখী সঙ্গে তানে’ (‘কভু’ প)

না দেখিছি আর’ ক, খ, ঘ; (১০) ‘রাগ থাকার’ (জ ?) ক; ‘মূলতান’ খ, ঘ; (১১) ‘সজনি সই আজু’ ক; ‘তোমার বন্ধুরে’ ইত্যাদি ক, ঘ; (১২) ‘নীপ-মূলে’ করে নানা রঙ্গ’ ঘ; (১৩) ‘চাপে’ ঘ; ‘মার্জ্জ’ ঘ; (১৪) ‘কেহ’ ক, ঘ; (১৫) ‘অঙ্গ ভঙ্গ’ ঘ; (১৬) ‘রাখার গমন’ ক, খ, গ; (১৭) ‘ভকতি-নয়-ভাবে’ ক; ‘ভকতি-বিনয়-ভাবে’ ঘ; ‘বহু-ভক্তি নয় ভাবে’ ঘ; (১৮) ‘সাক্ষরে’ গ; ‘ভক্তিরে’ ঘ ।

একান্ত প্রেমের রস রাধা কাহ্নু দেখি বশ
সকল যুবতী হৈল ধন্দ । (৫৪১০)
মন্ত্রণার যত ফল বার্থ হৈল সে সকল
রচিলেক দীন ভবানন্দ ॥

পর্যায় ১ ।

তবে কাম-রসে কাহ্নু^১ রাধিকার সঙ্গে ।
ভুঞ্জিলা শৃঙ্গার-রস^২ মনরথ-রঙ্গে^৩ ॥
ক্ষেণেকে হাসিয়া বোলে “শুন ল কামিনি । (৫৪১৫)
তিলেক^৪ বিচ্ছেদে যুগ-পরিবর্ত মানি ॥”
রাধা বোলে “শুন প্রভু মোর নিবেদন ।
করিলা অশকা ক্রীড়া লৈয়া গোপী-গণ ॥
আমাকে^৫ স্মরণ কিছু না করিলা তাত ।
তা সবারে তেজি রতি ভুঞ্জিছ আমাত ॥ (৫৪২০)
ভাগ্যে সে ননদী সখী কৈল গিয়া কথা ।
নির্লজ্জ হইয়া তেহ^৬ আসিয়াছে^৭ এথা ॥”
কাহ্নু বোলে—“প্রিয়া কেনে বোল বিপরীত ।
বিনে জানি দোষ দেহ—ই কোন উচিত ॥
তোমার বিচ্ছেদে এথা আইল গোপী-গণ । (৫৪২৫)
এহি কোপে আমি না করিলু সন্তোষণ ॥”
শ্রীমতী বোলয়ে “সই কেনে বোল তানে ।
ছলে মিথ্যা আমি-দুই কৈলু তোমা-স্থানে ॥”
হরষিত হৈয়া রাধা বোলে গোবিন্দেত^৮ ।
“অনন্ত প্রণতি প্রভু তোমার পদেত^৯ ॥ (৫৪৩০)
অখনে সন্তোষ হৈয়া করে^{১০} নিবেদন ।
ক্রমে ক্রমে গোপী সব কর সন্তোষণ ॥”

রাধার কোমল বাক্যে কাহ্নু^১ হরষিত ।
স্বরতি ভুঞ্জয়ে^২ সব গোপীর সহিত ॥
মহোদার সঙ্গে আগে পশ্চাতে শ্রীমতী । (৫৪৩৫)
তবে ক্রমে ক্রমে^৩ আর সকল যুবতী ॥
সকল গোপিনী তবে করি সন্তোষণ^৪ ॥
ক্ষেণেক বিশ্রাম করে প্রভু নারায়ণ^৫ ॥
সুন্দরী রাধার সঙ্গে বসি এক-স্থানে ।
স্বললিত গাহে তবে^৬ মুররির সানে । (৫৪৪০)
আলিঙ্গনে রাধার মুখ চাহি বৃহৎ হাসি^৭ ।
ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমা করি বায় মধুর বাঁশী^৮ ॥
পুনরপি কামোন্মত্তে প্রভু যত্নপতি ।
প্রথমে রাধার সঙ্গে ভুঞ্জিলা স্বরতি ॥
তবে ক্রমাগতে আর যত গোপী সঙ্গে । (৫৪৪৫)
ভুঞ্জিলা শৃঙ্গার-রস মনোরথ-রঙ্গে^৯ ॥
বৃহৎ-বৃহৎ হাসি বোলে রাধিকা-কামিনী ।
“শ্রমযুক্ত হইছ—বিশ্রাম কর থানি ॥
এক-বারে এত শ্রম কর প্রাণ-বন্ধ ।
তোমার সাহস দেখি মুই হৈলু ধন্দ ॥” (৫৪৫০)
তবে রাধা রসবতী পুছে জনে জনে ।
“কেমত সন্তোষ পাইলা কাহ্নুর রমণে ॥
মোর বন্ধু ভাল কিবা ভাল তোরা পতি ।
অকপটে কহ শুনি সকল যুবতি ॥”
রাধার বচন শুনি বোলিলা শ্রীমতী । (৫৪৫৫)
“তুমি জান কত জন মোর নিজ-পতি ॥

(১) ‘পদবন্ধ’ ক, খ, ঘ; (২) ‘মজি’ ক, খ;
(৩) ‘স্বথ’ গ; ‘কাহ্নু’ ক, খ; (৪) ‘মনরথ-তরঙ্গে’ ক;
‘মনোহর রঙ্গে’ খ; ‘নানা ইতি রঙ্গে’ ঘ; (৫) ‘তোমার’
ক, খ, ঘ; (৬) ‘আমি হেন’ গ; ‘আমার’ ঘ;
(৭) ‘নির্লজ্জ হইয়া পাছে আসিলু তোমার এথা’ গ;
(৮) ‘গোবিন্দে’ ঘ; (৯) ‘চরণেত’ ক; ‘পদোপরে’ ঘ;

ঘ; (১০) ‘শৃঙ্গার করিলা’ গ; (১১) ‘ক্রমাগতে’ ক,
খ; ‘ক্রমাগতি’ ঘ; (১২) ‘সমোধান’ ঘ, (১৩) ‘ভঙ্গবান’
ঘ; (১৪) ‘গীত গান’ ক; ‘বার তবে’ গ; ‘গাহীন করেন’
ঘ; (১৫) ‘আলিঙ্গনে রাধার মুখ বৃহৎ বৃহৎ হাসি’ ঘ;
‘আড়ে আড়ে রাধা তবে বৃহৎ বৃহৎ হাসি’ ক, ‘দেখিরা’
রাধার মুখ বৃহৎ বৃহৎ হাসি’ ঘ; (১৬) ‘মোহন বাঁশী’
খ, ঘ; (১৭) ‘মনরথ-তরঙ্গে’ ক, খ, ঘ ।

এহি প্রাণেশ্বর বিনে নাহি অণু-জন ।
 কালার অধীন মোর জীবন-ধোবন ॥”
 তবে যুহুস্বরে বোলে সুন্দরী মহোদা ।
 “নিম্ন জঙ্ক-কারণে মোরে জিজ্ঞাসিলা রাধা ॥ (৫৪৬০)
 নিজ-পতির মুখ আমি স্বপ্নেই না জানি ।
 কি লাজে জিজ্ঞাস রাধা এমত কাহিনী ॥”
 লীলাবতী বোলে তবে রাধিকার ঠাঞি ।
 “এমত সম্ভাষণ জন্মাবধি নাহি পাই ॥”
 রত্নবতী বোলে “শুন রাধিকা-কামিনি । (৫৪৬৫)
 নিজ-পতি এত সুখ দিতে ত না জানি ॥”
 উগ্রভারা বোলে “রাধা শুন সাবধানে ।
 সহজে রমণ-নন্দ্য পতিয়ে না জানে ॥”
 হাসিয়া হাসিয়া তবে বোলে চন্দ্রকলা ।
 “শত-গুণে কালা-চান্দ পতি হনে ভাল ॥” (৫৪৭০)
 প্রিয়স্বদা বোলে “রাধা কি কহিমু আর ।
 পতি সঙ্গে না করিছি এমত বিহার ॥”
 হারাবতী বোলে “রাধা না পারি কহিতে ।
 পাইছি যেমত প্রীত কাকুর সহিতে ॥”
 যুহু-স্বরে বোলে সুশীলা যুবতী । (৫৪৭৫)
 “সহজে কেবল বর্বর মোর পতি ॥”
 ক্ষণেক অন্তরে বোলে সুন্দরী সারদা ।
 “সকল জানিয়া কেনে জিজ্ঞাসিলা রাধা ॥”
 কামেশ্বরী শশিরেখা সুরেখা কমলা ॥
 চন্দ্রবতী চন্দ্রমালি আর চন্দ্রকলা ॥ (৫৪৮০)

সাবিত্রী সুগন্ধা সুমিত্রা লজ্জাবতী ।
 বিধুমুখী সুধামুখী চর্চিকা-যুবতী ॥
 কনকা কমলরেখা ভৈরবী স্মালা ।
 শচী রত্না দময়ন্তী আর পুষ্পবালা ॥
 অঞ্জনা খঞ্জনা আর চণ্ডিকা-যুবতী । (৫৪৮৫)
 বিষ্ণুমায়া বিষ্ণুপ্রিয়া মহামায়া রতি ॥
 কুমুদা যোজনগন্ধা সুগন্ধা ভবানী ।
 সুখবতী কলাবতী বৃন্দা হেমা রাণী ॥
 অপর্ণা অপরাজিতা বিনতা চন্দ্রমুখী ।
 সুধামাত্রা ক্ষমাধাত্রী আর চিত্তরেখী ॥ (৫৪৯০)
 যমুনা কামাক্ষা প্রভাবতী চিত্রাঙ্গদা ।
 হরিপ্রিয়া ভানুমতী জয়া অমুরাধা ॥
 নেত্রবতী কুরঙ্গাক্ষী আর ধৃতমানী ।
 অলকা বিজয়া শ্যামা রোহিণী মোহিনী ॥
 ঐরাবতী পুনর্নবা পূর্ণিমা সুন্দরী । (৫৪৯৫)
 অর্কজয়া লক্ষ্মীপ্রিয়া গৌরী মন্দোদরী ॥
 সীতা তারা পদ্মাবতী উর্মিলা রূপসী ।
 মনোরমা কমলাক্ষী যামিনী উর্বরশী ॥
 দ্রৌপদী সূতরা আর প্রচণ্ডা সুন্দরী ।
 কাভ্যায়নী উগ্রচলা আর ক্ষেমজঙ্করী ॥ (৫৫০০)
 গঙ্গা প্রিয়া গন্ধপ্রিয়া আর রূপেশ্বরী ।
 অহল্যা চন্দ্রিকা আর কলিকা-সুন্দরী ॥
 মালিনী নলিনী নন্দা আর সিন্ধেশ্বরী ।
 ভাগীরথী শশি-কলা আর সুরেশ্বরী ॥
 আত্রেয়ী বিমলা হংসী নিদ্রা ইন্দ্রাবতী । (৫৫০৫)
 নন্দ্যদা গণ্ডকী রতি তারকা-যুবতী ।

সন্ধ্যা বাণী স্বর্ণকলা আর সুলোচনী ।
 সুকেশী সুবৃন্তি আর যত গোয়ালিনী ॥

(১) ‘তবে যুহুস্বরে বোলে—কহ ত মহোদা।’ গ ;

(২) ‘নিম্ন জঙ্ক করিলে মোরে জিজ্ঞাসিলা রাধা ॥’ গ ;

(৩) ‘সুখ কিবা’ ঘ ; (৪) ‘কি কাজে’ গ ।

(৫) ‘সেই যে মুখ পতি মোর রমণ না জানে ॥’ গ ;

‘সহজ রমণ সুখ পতিয়ে না জানে ॥’ ঘ ;

(৬) পুষ্টি-গুলিতে গোপীদিগের নামের যে তালিকা দেওয়া হইয়াছে, উহাতে যথেষ্ট পার্থক্য দৃষ্ট হয় ; গ-পুষ্টির

তালিকার সহিতই পার্থক্য অধিক বটে । প্রাচীনতম বলিয়া গ-পুষ্টির পাঠই মূলে গৃহীত এবং অন্যান্য পুষ্টির পাঠ পরিশিষ্টের ১৮ সংখ্যক পাঠান্তরে প্রদর্শিত হইল ।

একে-বারে কহে তারা রাধার গোচর।
 “আমি-সবের নিজ-পতি কেবল বর্বর ॥ (৫৫১০)
 রস-মাধুরী-রঙ্গ না জানে সুরতি।
 উপমা বন্ধুর সঙ্গ না দিও যুবতি ॥
 রসের সাযর কালা বিদগ্ধ-পণ্ডিত।
 বাথানিতে না পারি যত পাইছি পিরিত ॥
 রমণী মোহিল মুররির সানে কালা। (৫৫১৫)
 তুমি কি না জান তারে—মন্দ কিবা ভাল্য ॥”
 এহি মত আলাপিতে সকল যুবতী ॥
 শুনিয়া হরিব-যুক্ত দেব যত্ন-পতি ॥
 মদন-উষেগে পুনি নন্দের নন্দন।
 শৃঙ্গার-তরঙ্গে সন্তোষিলা গোপী-গণ ॥ (৫৫২০)
 বিংশতি অধিক শত নব-যুবা-নারী।
 সংক্ষেপে কহিল তিলোত্তমা আদি করি ॥
 একত্র পাইয়া লাগ বৈকুণ্ঠ-নায়েক।
 মনোরথ পূর্ণ করি তুহিলা সমাকে ॥
 তিন শত বটী বার পরিশ্রম তান। (৫৫২৫)
 তাহা দেখি গোপী সব ত্রাসে কম্পমান ॥
 কেহোর যৌবন পূর্ণ—কেহো বয়-আধা ॥
 কিশোর কেবল তাতে রাধিকা মহোদা ॥
 কেহোর শ্রীফল কেহোর দাড়িম্ব বদরী।
 পীনোন্নত স্তন ধরে সকল সুন্দরী ॥ (৫৫৩০)
 সুন্দরী যুবতী সব—কি দিমু উপমা।
 সবা হতে অধিক কৃষ্ণের প্রিয় তিলোত্তমা ॥

এই মত বিহার করিতে গোপী লৈয়া।
 উদিত কুমুদ-বন্ধু প্রকাশিত হৈয়া ॥
 দুই প্রহর নিশি গেল শৃঙ্গারের রসে। (৫৫৩৫)
 হেনই সময় ইন্দু উদিত আকাশে ॥
 তখনে করিলা মায়া কেহই না জানে।
 হাসিয়া হাসিয়া বোলে রাধিকার স্থানে ॥
 “শুন সুবদনি রাধা আমার বচন।
 মন্দিরেতে চল তুমি লৈয়া সখী-গণ ॥” (৫৫৪০)
 রাধা বলে—“আছে দেখ প্রবীণ শর্বরী।
 নারী জাতি ই কালে বাইতে শঙ্কা করি ॥
 তোমার চরণ দেখি থাকি কথ-ক্ষণ।
 নিশি অবসান হৈলে করিমু গমন ॥”
 রাধার মধুর বাক্যে কাহ্নু হরষিত। (৫৫৪৫)
 যুবতি-মোহন বাঁশী বায় স্থলিত ॥
 মুররির সানে গীত শুনি রসময় ॥
 সকল যুবতি-গণ ধন্দ হৈয়া রয় ॥
 ধরিয়া রাধার নাম কাহ্নু গাহে গীত।
 দেখি শুনি গোপী-গণ হৈল বিরহিত ॥ (৫৫৫০)
 “রাধা বিনে কালাচান্দের মনে নাহি আর ॥
 আমি-সবের রূপ-গুণ সকল অসার ॥”
 কামোন্মত্তে এহি মতে কহে গোপী-গণে
 গোবিন্দেরে বোলে রাধা কর্কশ-বচনে ॥

(১) ‘কাহ্নুর’ গ; ‘কাহ্নুর উপমা কেনে দেহ
 গুণবতি ॥’ ক; (২) ‘রমণতরঙ্গে সব গোপী সন্তোষিলা ॥’
 ঘ; (৩) ‘এহি মত’ ইত্যাদি শ্লোক ও পরবর্তী শ্লোক ঘ-
 পুথিতে নাই। (৪) ‘তবে’ ক, খ; (৫) ‘সন্তোষিলা’
 ক; ‘সন্তোষিলা’ খ; (৬) ‘নবযুবা’ ঘ; (৭) ‘তুহিলা’
 ক; (৮) ‘রঞ্জিতা’ ক; ‘লজ্জিতা’ খ, ঘ; (৯) ‘কেহোর
 বয়েস আধা’ গ; ‘কেহো বয়োধিক’ ঘ; (১০) ‘শীক(ন)সুর
 (খোড় ?) স্তন’ গ; ‘মনোহর পূর্ণ’ ঘ; (১১) ‘তথাপি

হ কৃষ্ণের আবেশ (‘মনে লাগে’ খ) তিলোত্তমা’ ক, খ;
 (১২) ‘ঘরে চলি যাও তুমি লৈয়া সখীগণ’ ক, খ;
 ‘মন্দিরে ত লৈয়া যাও যত গোপীগণ’ গ;
 (১৩) ‘নারী-জাতি চলি বাইতে সর্বোচ বড় করি।’ গ;
 (১৪) ‘আছি’ ক, ঘ; (১৫) ‘গীত গায় অতিশয়’ ঘ; ‘গীত
 শুনি মধুর’ ক, খ; (১৬) ‘হরষিত’ গ; (১৭) ‘আন’ ক,
 খ, ঘ; (১৮) ‘রূপ গুণ কিসের বাথান ॥’ ক, খ, ঘ।

[ত্রিরাধার আক্ষেপ-অন্তরাগ]

রাগ মোহনঃ।

রাগ পঠমজরী।

“খোয়ারীর বন্ধু” —কেনে ডাক মোর নাম ধরি।

(৫৫৫৫)

আনে তং বাঢ়াও^১ ভাব তাতে কি^২ আমার লাভ
কিবা লাজে বাজাও মুররি ॥ ধ্র।

যার সনে^৩ প্রেম থাকে সে নাকি সদাই ডাকে
ডাকিলে বা হয় কোন কাজ।

বাঁশী বাজাও এহি কাম আর জান মোর নাম
(৫৫৬০)

নিলজ-মুখেত নাহি লাজ ॥

জরঙ্গ-অধরে বাঁশী ত্রিভঙ্গে বাজাও হাসি
শুনি যদি^৪ পুলকিত হৈয়া।

মুররি সানে তোর প্রাণ হরি নেয়^৫ মোর
কেবল শরীর-খানি^৬ ধুইয়া ॥ (৫৫৬৫)

আপনার কুল-ধর্ম পরিহরি গৃহ-কর্ম^৭
বাখিলু^৮ বিষম প্রেম-ফান্দে।

নিজ-পতি তেজি আসি হইলু তোমার দাসী^৯
তার ফল দেও^{১০} কালাচান্দে ॥

বুঝিলু তোমার মন পাইয়া ঘুঘতি-গণ (৫৫৭০)
অখনে আমারে বাস ভীন।

তোমার বাঁশীর রবে বস্তি পাঞ্জর^{১১} ত্রবে
রচিলেক ভবানন্দ দীন ॥

“আরে যোনার বন্ধু—

সহজে খোয়ারী রাধার কুঙ্কণের ভাব^{১২}। (৫৫৭৫)

যখনে তোমার সঙ্গে পিরিতি বাঢ়াইলু সঙ্গে
বোল মোর কিবা হৈল লাভ ॥ ধ্র।

কলঙ্কী করিলা মোরে রহিতে না পারি সরে
নিরবধি ডাক নাম ধরি।

মুই হৈলু^{১৩} তোর দাসী তবে কেনে ডাকে^{১৪} বাঁশী
(৫৫৮০)

এই দুখে বুঝিয়া সে^{১৫} মরি ॥

অন্তরে জ্বলে আগুনি^{১৬} যেন কুমারের পনি^{১৭}
বাহিরে থাকে পঙ্কের লেপন^{১৮}।

ভাল-মন্দ নাহি জানি তোমার পিরিতি-খানি
অখনে সে বুঝিলু মঙ্গল^{১৯} ॥ (৫৫৮৫)

জানিলু তোমার মন শুনাইয়া গর্বিত-জন
নিরবধি তোর বাঁশী ডাকে।

অখনে জানিলু দঢ় নিদয়া নিষ্ঠুর বড়
মনে ভাব থাকে বা না থাকে ॥

শরীর' য; (১৫) 'মোহন গীজর' ক, 'বরাড়ী' খ;
'বেলগার' য; (১৬) 'প্রাণবদ্ধ সহজে' ইত্যাদি
গ; 'অহে সোনার বন্ধু কি যেনে বাড়াইলু ভাব'
য; (১৭) 'আনো' ক, গ; (১৮) 'ডাক' ক; 'বাও'
গ; (১৯) 'বুঝি আমি' গ; (২০) 'ভিতরেত আগুনি'
ক; 'অন্তরেত আগুনি' খ; (২১) 'আমি দিয়া পনির'
মাঝে যেন কুমারের মাঝে' গ; (২২) 'দিয়া থাকে বাহিরে'
(উপরে' খ) লেপন' ক, খ, য; 'বাহিরে দিয়া পঙ্কের'
লেপন' গ; (২৩) 'অখনে সে জানিলু এমন' ক; 'অখনে'
জানিলু তোমার মন' খ; 'অখনে সে জানিছি মঙ্গল' য।

(১) 'পিঞ্জরি' ক, খ; 'পিঞ্জর' য; (২) 'অভাগী রাধার'
বন্ধু' ক; 'হের রে পরাণ ধনু' য; (৩) 'অন্তে ত' য;
(৪) 'বাঢ়াইয়া' গ; 'বাড়াইয়া' ক, খ; (৫) 'এহি সে'
য; (৬) 'সঙ্গে' ক, খ, য; (৭) 'বেই স্তনে' গ; 'শুনে যদি'
ক; (৮) 'নিল' ক, খ, য; 'নেত্রি' গ; (৯) 'মাত্র' গ;
(১০) 'নিজকর্ম' খ, গ; (১১) 'বন্ধী হৈছি' খ;
(১২) 'হইলু তোমার দাসী, তার কল দিলা বাসি, মোহন-
চিকণ-কালাচান্দে।' খ; (১৩) 'দিলা' ক, য; (১৪) 'সকল

যখন পিরিতি কৈল। কথেক' ভরসা দিলা (৫১৯০)

মান্নায়ে বান্ধিয়া' প্রেম-কান্দে' ।

ভকতি-যুক্তি-হীন কহে ভবানন্দ দীন

“হাথে দিলা গগনের চান্দে” ॥”

রাগ কেদার ।

“গোবিন্দ হে——ভালে সে কপট তোর প্রেম ।

তখন করত ধরি বিনয় পিরিতি' করি (৫৫৯৫)

অখনে সে তুমি হৈছ ক্ষেম ॥ প্র ।

পুরুবে কহিলা বন্ধু' দিবা গগনের ইন্দু'

আর দিবা চাহি যত খন ।

সাধিয়া আপন-কাজ নানা-মতে দেও' লাজ

নাম ধরি ডাক কি কারণ' ॥ (৫৬০০)

পরের অধীন' আমি কেবল-দুর্জ্ঞান স্বামী

শাশুড়ীরে ভাল-মতে জান ।:

তথাপি করিলু' কাজ তেজি কুল-ভয় লাজ'৷

উপকার অখনে না মান'৷ ॥

পুরুষ ভ্রমর-জাতি সফল' চঞ্চল-মতি'৷ (৫৬০৫)

প্রেম-ভাবে কড়ু নহে বশ'৷ ।

আমি সে কমল বন্ধ নাহি আর মকরন্দ'৷

পরিহর না পাইয়া রস ॥

নবীন যুবতি-গণ পাইয়াছ অনেক জন

তবে-সে'৷ আমারে বাস ভীন । (৫৬১০)

পিরিতি পাতল'৷ তোর হেন মনে লয় মোর

রচিলেক ভবানন্দ দীন ॥

রাগ ভূপালি'৷ ।

“শ্যাম বন্ধু—আরে বন্ধু মুই তোমা কত নিষেদিমু'৷ ।

তোমার বাঁশীর সানে যোগিনী হইমু ॥

নিষম পিরিতি তোর কলঙ্কে সে মাথোঁ'৷ । (৫৬১৫)

গায়ের আগুনি যথা তথা গিয়া থাকোঁ ॥

(১) ‘অনেক’ খ ; (২) ‘পাতিয়া’ ক, খ, গ ; (৩) ‘কান্দ’ ক, খ, গ ; (৪) ‘অবে লাজ দেও কালাচান্দ’ গ ; খ-পুথিতে অস্তিম-কলির পাঠ—

“যখন পিরিতি কৈলা অনেক ভরসা দিলা

হাতে দিলা গগনের চান্দ ।

ভকতি-যুক্তি-হীন কহে ভবানন্দ দীন

আমাতে পাতিয়া নানা ফান্দ ॥”

(৫) ‘প্রণতি’ ক ; ‘তখনে বিনতি করি, কহিলা

করত ধরি, অখনে তোমার হৈছে ক্ষেম ॥’ খ ; (৬) ‘বন্ধ’

গ ; (৭) ‘চান্দ’ গ ; (৮) ‘দিলা’ ক, খ ; (৯) ‘উপকার

অখনে না মান’ খ ; (১০) ‘রমণী’ ক, খ ; ‘পরের’ ইত্যাদি

কলিটী খ-পুথিতে নাই । (১১) ‘পরিহরি কুল-লাজ’ খ ;

(১২) ‘না জানি ইহার বি(ব)রণ’ খ ;

(১৩) ‘একান্ত (‘সহজে’ খ) কঠিন মতি’ ক, খ ;

‘কেবল কুটিল-মতি’ খ ; (১৪) ‘হাস’ খ ; (১৫) ‘তুমি

প্রভু (‘তাতে’ গ) মকরন্দ’ খ, গ ; ‘আমি সে’

ইত্যাদি চরণবদ্বয় খ-পুথিতে নাই । (১৬) ‘এথেকে’ ক,

‘তার লাগি মোরে ভীন বাস ।’ খ ; অতঃপর খ-পুথির

অতিরিক্ত পাঠ—“এথেকে জানিলু দড়, নিদ্রা নিষ্ঠুর

বড়, তে কারণে মুই হৈলু ভীন ।’ (১৭) ‘পাতল’ গ ;

(১৮) ‘ভূপাল’ ঘ, (১৯) ‘শ্যাম বন্ধু রে বন্ধু কত নিষেদিমু’

ক, খ ; ‘বন্ধু রে তোরে মুই কত নিষেদিমু’ খ ;

(২০) “বিষম পিরিতি তোর কুস্তলের সাক্ষী (?) ।

“গায়ের আগুনি যথা তথা গিয়া থাকু ॥” ক ;

“বিষম পিরিতি বন্ধু তোমা সমাইর সঙ্গে ।

গায়ের অগ্নি এড়িয়া রণ দিমু গাজে ॥” খ ;

“বিষম পিরিতি তোর স্তম্ভনের সঙ্গে ।

আদেখা আগুনি তোমার অঙ্গে সব অঙ্গে ॥” গ ;

বিহানের কথা-খানি^১ বিজ্ঞালে^২ না রয় ।
জানিলে বা প্রেম কেনে^৩ রাঢ়াইলু^৪ হয় ॥
গুরু-গর্বিবতে শুনে^৫ মোর নাম কর ।
হবে রসবতীর পতি—কেনে নাম ধর^৬ ॥ (৫৬২০)
ব্রিটে পাঞ্জর শোষে—তমু হৈল খীন ।^৭
বাধার সম্বাদ বোলে ভবানন্দ দীন ॥

পদ-বন্ধ ।

এহি মতে বিরহ ভাবিয়া স্তবদনী ।
কব-ঘোড় করি কহে নম্রতা^৮-কাহিনী ॥
‘অহে প্রভু প্রাণেশ্বর শুন নিবেদন । (৫৬২৫)
কত বা কহিমু হুঃখ তোমার চরণ ॥
‘তথাপি সকল কহি—ভাল বোল যদি^৯ ।
মোর নামে মুররি বাজাও নিরবধি ॥
কর-ঘোড়ে প্রাণ-নাথ করে^{১০} পরিহার ।
মোর নাম ধরি বাঁশী না বাজাইও আর ॥ (৫৬৩০)
বাধার মধুর বাক্য শুনিয়া শ্রী-পতি ।
কিকিত হাসিয়া বোলে—শুন গুণবতি ॥”

রাগ কেদার ।

“রাধা ল রাধা—

বোলহ^{১১} যে দেখে তোর চিতে^{১২} ।

আমার করম-দোষ তুমি যে করিছ রোষ (৫৬৩৫)
অখন আর না জুয়ায় জীতে^{১৩} ॥ ক্র ।

তুমি বিনে আমার প্রিয়^{১৪} কেবা আছে আর
কায়ে-মনে অচ^{১৫} নাহি^{১৬} জানি ।
সেই তুমি প্রাণ মোর বিরস দেখিয়া তোর
ধন্দ^{১৭} হৈছে আমার পরাণী ॥ (৫৬৪০)
বিনে লৈয়া তোর নাম না করিয়ে কোন^{১৮} কাম
এতেকে সে ডাকি নিরবধি ।
কেনে বা কমল-মুখি আমারে হৈয়াচ দুখী^{১৯}
না ডাকিমু^{২০} মানা^{২১} কর যদি ॥
তুমি প্রাণেশ্বরী মোর কি করিমু আশ্রা কর (৫৬৪৫)
প্রাণ দিতে পাবি তোর কাজে ।
যে বাঁশী তোমারে ডাকে তারে যদি হুঃখ থাকে
ফেলাইতে পারি^{২২} জল মাঝে ॥
চান্দ-মুখে বোল হাসি নহেত ভাস্মিমু বাঁশী
তোমা হনে বস্তু বড় নহে^{২৩} ॥ (৫৬৫০)
ভকতি-মুক্তি-হীন কহে ভবানন্দ দীন
সমুচিত স্তবদ্বীত কহে^{২৪} ॥

পয়ার ।

হস্ত ঘোড় করি কাছু কহে পুনর্বীর ।
“কৃপা কর স্তবদনি করে^{২৫} পরিহার ॥
অন্তে যে^{২৬} আমার প্রেম বোলহ^{২৭} কামিনি^{২৮} ॥ (৫৬৫৫)
তুমি বিনে প্রাণেশ্বর অচ^{২৯} নাহি জানি ॥
তোমার দাসীর যোগ্য নহে গোপী-গণ ।
সমতায়^{৩০} প্রেম-যোগ্য হয়^{৩১} কোন জন ॥

(১) ‘বিহানে কহিলে কথা, ক, ব; (২) ‘বিকালে’ ক, খ, ঘ; (৩) ‘এমন জানিলে কেনে’ গ; ‘জানিলে প্রেম’ ইত্যাদি খ; (৪) ‘বাড়াইল’ ক, খ; (৫) ‘জানে’ খ, ঘ; (৬) ‘গোপীনাথ’ নাম তুমি কোন গুণে ধর’ খ; (৭) ‘নন্দনা’ (নন্দতা?) ঘ; ‘বিনয়’ গ; (৮) ‘তথাপি সকল হুঃখ’ ইত্যাদি গ; ‘তথাপি সাক্ষ্য বস্তু’ ইত্যাদি ক; ‘তথাপি সকল মন্দ’ খ; (৯) ‘কাছু বোলে প্রাণেশ্বর কিবা তোর চিতে’ গ; (১০) ‘চিতে’ খ; রৈতে গ,

‘কৈতে’ ঘ; (১১) ‘সুন্দর’ গ; ক, খ-পুথিতে শব্দটা নাই । (১২) ‘আমি ত না’ গ; (১৩) ‘ছর’ ক; ‘চঞ্চল’ গ; (১৪) ‘অন্ত’ ঘ; (১৫) ‘সিকি নহে কোন কাম বিনে লৈলে তোমার নাম’ গ; (১৬) ‘না লইয়’ গ; (১৭) ‘ক্ৰোধ’ গ; (১৮) ‘ভাসাইয়া দেও’ গ; (১৯) ‘নয়’ ঘ; ‘সমুচিত স্তবদ্বীত (বি) নয়’ ঘ; (২০) ‘অন্ত এ’ ঘ; (২১) ‘আমার অতেন প্রেম জানসি কামিনি’ গ; ‘সার-মতে মোর মন না বৃক কামিনি’ প; (২২) ‘আমি’ ক, খ, গ; (২৩) ‘দব তোর’ প; ‘দম-ভাবে’ গ; ‘সমোদয়’ (সমতায়?) ঘ; (২৪) ‘হবে’ ক, ঘ; ‘হৈব’ প;

যখনে আছিল। তুমি ঘরে আপনার।
 আইলা। সকল গোপী মোরে ভেটিবার ॥ (৫৬৬০)
 আছিল তোমার পথ করি নিরীক্ষণ।
 উত্তর না দিলু তাত্বে দেখি গোপী-গণ ॥
 গোবিন্দের বাক্যে রাখা হইলা লজ্জিত।
 প্রণতি-পূর্বক বোলে হাসি কথঞ্চিৎ ॥

“প্রাণ-বন্ধু হে— (৫৬৬৫)

দয়া কর ক্ষেম অপরাধ ॥

তোমার চরণে ধরে। কাণ্ডতি মিনতি করে।

যুচাও বিষম পরিবাদ ॥ ৫৬৬৬

আমার বতক দুখ শুনিলে বিদরে বুক ॥

কহিতে কহন না যায় মুখে ॥ (৫৬৭০)

নিধি সে করিল হীন অবশ্য যাইব দিন

দিন যাইব—দুঃখে কিবা সুখে ॥

মোর মনে হেন সাধ শুনিতে বাঁশীর নাদ

পান করিবারে এহি মধু ॥

দারুণলোকের ডরে শুনিতে না শুনি তারে (৫৬৭৫)

দৈবে করিছে কুল-বধু ॥

শাশুড়ী পরাণ-বৈরী নয়ানে দেখিতে নারি ॥

তোমার রাতুল পদ-খানি ॥

এই যে বাঁশীর সান শুনিলে সে রহে প্রাণ

না শুনিলে মরি—হেন জানি ॥ (৫৬৮০)

অধনে না বাসি ডর , ' দড় কৈলু অস্তর ॥

কর বন্ধু যেহি মনে লয় ॥

ভক্তি-মুক্তি-হীন

কহে ভবামন্দ দীন

গুরু-জনের নাহি কিছু ভয় ॥

পদ-বন্ধ ॥

এহি মতে তিলোত্তমা গোবিন্দ-গোচর ॥ (৫৬৮৫)

ভক্তি-নম্র-ভাবে কহে ষোড় করি কর ॥

“তুমি বিনে প্রাণেশ্বর কে আছে আমার ॥

তোমার চরণ ছাড়ি গতি নাহি আর ॥

গর্বের সে বোলিলু মন্দ তোমার সাক্ষাত ॥

সে সকল অপরাধ ক্ষেম প্রাণ-নাথ ॥ (৫৬৯০)

একান্ত ভক্তিয়ে রাখা নম্রতায় কর ॥

শুনিয়া বৈকুণ্ঠ-নাথ হৈলা কৃপাময় ॥

[অঙ্গগোপীগণের বিরহ]

জগন্মুখ্য নরপতি জিজ্ঞাসিলা পুনি ॥

“অপরে কেমত হৈল ॥ কহ মহামুনি ॥

মুনি বলে “শুন রাজা কাব্য মনোহর ॥ (৫৬৯৫)

গোবিন্দে করিল আজ্ঞা রাখার গোচর ॥

“শুন গুণবতি প্রিয়া আমার বচন ॥

মন্দিরে চলহ তুমি লৈয়া সখী-গণ ॥

(১) ‘আমু-যুগে শির দিয়া ভাবি মনে-মন’ গ; (২) ‘হাসিয়া কিক্ত’ ব; ‘গোবিন্দের বাক্যে’ ইত্যাদি শ্লোক গ-পুথিতে নাই। (৩) ‘আরে বন্ধু (‘পরাণ-বন্ধু’ ক) দয়া কর’ ইত্যাদি ক, খ; ‘বন্ধু আরে বন্ধু দয়া কর’ ইত্যাদি গ; (৪) গ-পুথিতে ‘আমার বতক দুখ’ ইত্যাদি চরণ দুইটা কলির শেষার্ধ্বে লিখিত হইয়াছে। ‘দিন যাইব’ ইত্যাদি হলে ‘পরিণামে দুখে’ ইত্যাদি ক, খ; ‘না রহিব কিবা দুখে সুখে’ ব; (৫) ‘গারি’ ক, খ, ব; (৬) ‘শাশুড়ী বড় দুর্জন, দয়া-ভাব অহুদন, না চাই

ডরে তোমা পদ-খানি’ গ; (৭) ‘স্বামী কি করিব মোর’ ক, গ, ব; ‘আইয়ন (আরান) শ্রীকৃষ্ণের অনুগত হওয়ার পরে শ্রীরাগার মুখে স্বামীর সম্বন্ধে এই মন্তব্য সম্ভব বোধ হয় না; সুতরাং অগত্যা প্রাচীনতর গ, ব ও ক-পুথির পাঠের পরিবর্তে খ-পুথির পাঠই মূল্যে গ্রহীত হইল। (৮) ‘তোমায়ে নাহিক মোর ভর’ (গ) গ; ‘নাহি করি (‘আর’ ব) ভর’ ক, খ; (৯) ‘ভক্তি-নম্রতায় কহে কোকিলার স্বর’ ক, খ; (১০) ‘ভক্তি করি কহে যেন কোকিলার স্বর’ গ; (১১) ‘বোলিয়ে’ ব; (১২) ‘একান্ত ভক্তিতাবে রাখিবার কর’ গ; একান্ত ভক্তি(য়ে) রাখা নম্রভাবে কর’ ব; (১৩) ‘হৈলা বিরহিত’ ক, খ।

নিশি অন্ন আছে—বৈয়া কিছু কায্য নাই ।”
 আমিও গো-পন লইয়া ঘরে চলি যাই ॥” (৫৭০০)
 গোবিন্দের বাক্য শুনি চলে গোপী-গণ ।
 দণ্ডবত হৈয়া সবে বন্দিল চরণ ॥
 কথ-দূরে গেলা যদি সব গোপী-গণ ।
 পুন মুররির সান দিলা নারায়ণ ॥
 শুনিয়া গোপিনী সব হইলা মোহিতা : (৫৭০৫)
 ঘবে যাইতে চরণ না চলে কদাচিত ॥
 মধুব কোমল শূনি মুররির রবে ।
 চকিত নয়নে ফিরি চাহে গোপী সবে ॥
 না দেখে কাঙ্ক্ষুব পদ শুনে মাত্র ধনিঃ ।
 চিব-লেখী প্রায় হৈল সকল গোপিনী ॥ (৫৭১০)

ভাটিয়াল রাগঃ ।

“কাল হের বে রসময় নিশি ।
 সিলাইয়া তরি মোরে নিল কোন বিধি ।”
 কোন সখী বোলে “ঘবে যাইতে নাহি” সাধ । ধ্রু ।
 শুনিত বহিম বাঁশীর সুললিত নাদঃ ॥
 মুররি বাজায় কাহু নীপ-তরু-মূলে ॥” (৫৭১৫)
 কেমনে যাইমু ঘরে চবণ না চলে ॥”

(১) ‘হৈলা বিরহিত’ ক, খ; (২) ‘ধনি’ ক, গ; (৩) ‘তারে চাঞ্চি’ গ; (৪) ‘না দেখি প্রভুর পদ না শুনি’ ধ, ধনি’ গ; (৫) ‘বিরহিণী হৈবা কান্দে’ ক; ‘বিরহিত হৈয়া চলে’ ঘ। (৬) ‘শ্রীরাগ’ ক, খ, গ; (৭) ‘রূপ-কলা নিধি, সিলাইয়া (হরিস) ক, দাকব বিধি, তাত (গাতি) ক) হনে হারাইলু নাগিক। চরণ না চলে যাইতে, পরাগ রবে কি মতে, না পারিলু চাচিতে (‘দেখিতে’ ক) থানিক ॥” ক, গ; ক-পুণিতে ২. স্পৃগ বীত-টী দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দে দেওয়া আছে, উহা পরিণিষ্টের ১২ সংখ্যক পাঠান্তরে দ্রষ্টব্য। একটি গীতেই ত্রিপদী ও পরায়ের প্রয়োগ হরিবংশ আর দেখা যায় না; একজ্ঞ ‘গ ও ঘ পুণির পাঠই প্রামাণিক। (৮) ‘কে ও’ গ; (৯) ‘ঘরের নাটিক সান’ গ; (১০) ‘শুনিয়া সুললিত বাঁশীর নাদ’ গ; (১১) ‘কদম্বের

কোন সখী বোলে “মুই তেজিলু ভয় লাজ ।
 ঘরে চলি যাইতে মোর নাহি কিছু কাজ ॥
 ই” যে সুললিত শূনি মুররির ধনি ।
 না যাইমু মন্দিরে মুই” তৈলু কলঙ্কিনী ॥” (৫৭২০)
 কেহো কেহো বোলে “মুই তেজিমু নিজ-স্বামী ।
 ভেটিমু যৌবন—কালার দাপো হৈলু আমি ॥
 কাল বিনে আমি” আর কিছুই” না জানি ।
 আঁখি ভরি দেখি গিয়া” রাজা-পদ”-খানি ॥
 চল সখি দেখিবার যার মনে থাকে । (৫৭২৫)
 মুরবি-সন্ধানে কাঙ্ক্ষু নাম ধরি ডাকে ॥”
 দেখিয়া শুনিয়া রাধা” বড় হৈল পন্দ ।
 যুবতি-বিরহে বোলে দীন ভবানন্দ ॥

পদ-বদ্ধ ।

সকল যুবতি যদি হৈল বিরহিত ।
 পবিগাম ভাবি রাখা বোলে সমুচিত ॥ (৫৭৩০)
 “শুনহ সকল সখি হৈয়া সাধন ।
 জানিলাম” তুমি-সব কেনল” অজ্ঞান ॥
 লজ্জা পবিতরি গুরু-শঙ্ক নাহি কর ।
 কুল-বধ হেন নাম ‘তবে কেনে ধর” ॥
 নিল্লভ হইলা—আর কিবা আছে কথা । (৫৭৩৫)
 বেঞ্চা হৈয়া কেনে না ভ্রমত” যথা-তথা ॥
 আমার অধিক নাহি সবে জান সন্ধি” ॥
 সহজেই বেঞ্চা” তৈচি—প্রেম-জালে বন্ধী ॥
 যদি কেহো জানে তুমি-সবের এই রীতি ।
 সেতি ক্ষণে নিজ-পতি ছাড়িব নিশ্চিত ॥ (৫৭৪০)

তলে’ গ (১২) ‘এট’ গ; (১৩) ‘আমরা’ গ; (১৪) ‘অখন’ ঘ; (১৫) ‘কে ও’ গ; (১৬) ‘দেখিমু’ গ; (১৭) ‘কালার রূপ ধানি’ গ; (১৮) ‘গোপী’ গ; (১৯) ‘জানিগাও’ ঘ; (২০) ‘বড়ই’ গ; (২১) ‘তবে কুলবধ করি কেনে নাম ধর ॥’ গ; (২২) ‘বেঞ্চা হৈয়া তুমি-সব ভব’ ক, খ, ঘ; (২৩) ‘আমায় নাগর কাঙ্ক্ষু জানে সব সন্ধি’ গ; ‘আমায় অধিক কিবা সবে জানে সন্ধি’ ক, (২৪) ‘দাপী’ গ;

চল চল সখী-সব রৈয়া নাহি কাজ ।
 নিশি অবসান হৈলে পরিণামে লাজ ॥”
 রাধার নিষ্ঠুর বাক্য শুনি গোপী-গণ ।
 বিরহিণী হৈয়া ঘরে করিল গমন ॥
 চিত্তের পুস্তলী কিম্বা রস্তার মঞ্জরী । (৫৭৪৫)
 তেন-মত গৃহে গেল। যত ব্রজ-নারী ॥
 যার যেই মন্দিরে ত গেল গোপী-গণ ।
 অশ্রু-অশ্রু করিয়া যে প্রেম-সম্ভাষণ ॥
 অনেক প্রেমের ভাবে অঙ্গ পুলকিত ।
 নিঃশব্দে রহিলা গোপী হৈয়া বিরহিত ॥ (৫৭৫০)

[শ্রীকৃষ্ণের গৃহে আগমন ও অপরাহ্নে নগর-ভ্রমণ]

তবে জন্মেজয় রাজা যোড়-হাতে পুছে ।
 “গোপী গেলে গোবিন্দে কি কৈলা তার পাছে ॥
 সেহি সব বিবরণ কহ মুনি-বর” ।
 শুনিবার বাঞ্ছা বড় কাব্য মনোহর ॥”
 মুনি বোলে “শুন রাজা হৈয়া সাবহিত । (৫৭৫৫)
 ভক্তি-পূরস্কারে শুন কৃষ্ণের চরিত ॥
 যুবতী সকল যদি করিল গমন ।
 গাভী লৈয়া ঘরে চলে ব্রজ-সনাতন ॥
 নিশি-অবসান-কালে গেলা নিজ ঘর ।
 কৃষ্ণেরে দেখিয়া সবে হরিষ-অন্তর ॥ (৫৭৬০)
 কোলে করি নন্দে দিলা সহস্র চুম্বন ।
 পুত্র বোলি যশোদায় মুখে দিলা স্তন ॥
 তার পাচে রোহিণী নিছিয়া লৈল কোলে ।
 স্তন দিয়া জিজ্ঞাসা করিল মিষ্ট-বোলে” ॥
 “কোন বনে পুত্র তুমি গেছিয়া একেশ্বর । (৫৭৬৫)
 উপবাস কৈলা বাপ বনের ভিতর ॥

কেমতে বনেত বাপু বিচারিলা গাই ।
 একেশ্বর এড়ি আইল দারুণ বলাই ॥”
 মায়ের বচন শুনি স্নেহকোমল ভাব ।
 মায়ায়ে কান্দিয়া বোলে জননীর পাশ ॥ (৫৬৭০)
 “আজি-রাত্রির দুঃখ মাও শুন দিয়া মন ।
 ধবলী আছিল গিয়া যথা গোবর্দ্ধন ॥
 তাকে বিচারিতে আমি রৈলু একেশ্বর ।
 দণ্ডকে ভ্রমিলু নিশি ই চারি প্রহর ॥
 কুশের কণ্টক যত ফুটিয়াছি পায় । (৫৭৭৫)
 পরাণ দগধে—দুঃখ কত সৈব গায় ॥
 তখন পাইলু গাভী চান্দের উদয়ে ।
 নিশাকালে না আসিলু পরাণের ভয়ে ॥
 কহিল সকল মাও দুঃখের কাহিনী ।
 আজি গোষ্ঠে না যাইমু না বোল জননি” ॥ (৫৭৮০)
 যশোদা রোহিণী আর নন্দ ঘোনে শুনি” ॥
 তিন-জনের অশ্রু-পাত হয় পুনি-পুনি” ॥
 সর লবনি দিলা খাইবারে কানু ।
 গগন-মণ্ডলে হৈল প্রকাশিত ভামু ॥
 নন্দ বোলে “বলরাম স্তন সাবহিতে । (৫৭৮৫)
 ধেমু লৈয়া যাও তুমি বালক সহিতে ॥
 আজি না যাইব গোষ্ঠে শিশু দামোদর ।
 নিশি-কালে দুঃখ সেই পাইছে যিস্তর” ॥”
 এহি বোলি বলাইরে গোষ্ঠে পাঠাইল ॥
 যশোদার কোলে তবে গোবিন্দ রহিল” ॥ (৫৭৯০)

আসি(ছি)লা একেশ্বর’ গ ; (৮) ‘বনে’ ঘ ; ‘গেলু’ গ ;
 (৯) ‘পরাণ দগধে বিধে’ ক, খ ; ‘প্রাণ বিদরে বিধে’
 ঘ ; (১০) ‘সকালে নাসিলু যুই’ গ ; (১১) ‘কহিলু আপুনি’
 গ ; ‘আমি গোষ্ঠে যাইবার না বোল জননি ॥’ ক, খ ।
 (১২) ‘শুনে’ ক, খ, ঘ ; (১৩) ‘সকলগে’ ক, খ, ঘ ;
 (১৪) ‘একেশ্বর’ ঘ ; (১৫) ‘এহি বোলি গোষ্ঠে পাঠাইয়া’
 বলরাম ।’ ঘ ; (১৬) ‘যশোদার কোলে তবে গোবিন্দের’
 বিশ্রাম ॥ ঘ ;

(১) ‘তেমত হইয়া’ গ ; (২) ‘অধিক’ ক ; খ-পুথিতে
 ‘অনেক’ ইত্যাদি শ্লোক নাই । (৩) ‘জৈমুনিতে’ গ ;
 (৪) ‘সেহি সব’ ইত্যাদি শ্লোক গ-পুথিতে নাই ।
 (৫) ‘আসিয়া’ ক, খ, ঘ ; (৬) ‘স্তন দিয়া মিষ্ট বাক্যে’
 . জিজ্ঞাসে সখ্যরে’ গ ; (৭) ‘কোন কোন বনে পুত্র

নিজায়ে আকুল হৈয়া করিলা শয়ন ।
 পরম-সন্তোষে নিজা যায় নারায়ণ ॥
 এহি-মতে দিবা হৈল তৃতীয়^১ প্রহর ।
 অস্তাচল নিকটে চলিলা দিবাকর^২ ॥
 চৈতন্ত^৩ পাইয়া হরি' উঠিল। তখন । (৫৭৯৫)
 আচম্বিতে নগর ভ্রমিতে হৈল মন^৪ ॥
 স্নান করি পৈত্ৰিলেন^৫ পীত-অম্বর^৬ ।
 কটিতে কিঙ্কিণী পৈত্ৰে ঘাঘর দোসর^৭ ॥
 রাতুল-চরণে নপুর করে^৮ কনু কনু ।
 সৌরভ-বিস্তিত পদে^৯ কুসুমের রেণু ॥ (৫৮০০)
 গাগর চন্দন-গন্ধ কুসুম^{১০} দোসর ।
 বিরাজিত করিলেন সব কলেবর ॥
 ললাটে চন্দন—তাথে অবিরের বিন্দু ।
 একত্রে উদিত যেন দিনকর-ইন্দু ॥
 গ্রীবায়ে ঝালতীর মালা দোসর বকুল । (৫৮০৫)
 মকরন্দ-সহিতে তাতে^{১১} আর কত ফুল ॥

চুড়াটা বাক্সিল দিয়া^{১২} চাঁপা-নাগেশ্বর ।
 ক্রৌঞ্চ-বাহন-পাখা তাহার উপর^{১৩} ॥
 কুস্তীর নন্দন-তলে দোলে ছায়া-নাথ^{১৪} ।
 পত্র সনে কদম্বের পুষ্প পবে তাত ॥ (৫৮১০)
 কোটি সিদ্ধু-সুত জিনি^{১৫} উজ্জ্বল বদন^{১৬} ।
 কোটি দিবাকর জিনি কৌস্তভ-ভূষণ^{১৭} ॥
 হস্তে ত বলয়। আছে^{১৮} অঙ্গুলে অঙ্গুরি^{১৯} ।
 অমিত্রা বরিষে মুখে হান্তেব মাধুরি^{২০} ॥
 কর-চরণেব নখ দেখি মনোহর । (৫৮১৫)
 হেন মনে লয় যে^{২১} বিংশতি শশধর ॥
 মনেব সন্তোষে আব কত বেশ করি^{২২} ।
 হস্তে ত লইলা তবে মোহন মুররি ॥
 মায়ের চরণ বন্দি করিলা গমন ।
 নিষেধ না কবে মায়ে^{২৩} মায়ার কারণ ॥ (৫৮২০)
 নগর ভ্রমিতে^{২৪} বাত্রি বাজাইলা মুরবি ।
 শূনি চমকিত হৈল যত ব্রজ নারী^{২৫} ॥

অন্তঃপর ক, খ ও ঘ-পুথিতে নিম্নলিখিত প্রক্ষিপ্ত
 শ্লোকগুলি আছে—

‘এহি কহিলাম রাজা যত সমাচার (‘জিজ্ঞাসিলা সার’খ)।
 পূর্ণ-রূপে গোপী-নাথ করেন বিহার ॥
 পুনি অয়েজয় রাশা করে নিবেদন ।
 পরিণামে কিবা হৈল কহ তগোবন ॥
 অধি বোলে এহি মতে দেব নারায়ণ ।
 নিজায়ে আকুল হৈয়া করিলা শয়ন ॥’

(১) ‘নিজায়ে আকুল’ ইত্যাদি শ্লোক ক, খ ও ঘ-পুথিতে
 নাই। (২) ‘দ্বিতীয়’ ঘ; (৩) ‘অস্তাগিরি সন্নিহিত মিলিলা
 দিবাকর’ ক; ‘অন্ত হইবারে চাহে দেব দিবাকর’ খ;
 ‘পরতকালেও হৈল প্রভু দিবাকর’ ঘ; (৪) ‘চেতনা’ গ;
 (৫) ‘তবে’ গ; (৬) ‘নগর ভ্রমিতে তান হইলেক মন’
 গ; (৭) ‘পত্ৰিলেন’ ঘ; ‘পিত্তিলেক’ ক, খ; (৮) ‘নেত
 অম্বর’ ক; ‘দিব্য পীতাম্বর’ খ; ‘পীত পীতাম্বর’ গ;
 (৯) ‘কিঙ্কিনী হার গুহার উগর’ গ; (১০) ‘বাজে’ খ;
 ‘দিল’ গ; (১১) ‘পরে’ ক; ‘পারে’ খ; ‘পৈত্রে’ গ;
 (১২) ‘কুসুম’ গ, ঘ; (১৩) ‘সে’ গ; ক-খ পুথিতে শব্দটি
 নাই।

(১৪) ‘চুড়ার উপরে দিলা’ গ; (১৫) ‘ক্রৌঞ্চ-বাহন
 শোভে তাহার উপর’ গ; ‘ক্রৌঞ্চের বাহন-পাখ শিরের
 উপর’ ঘ;

(১৬) ‘শ্রবণে কুণ্ডল দিলা অরুণ আকার ।
 কদম্বের ফুল শোভে শ্রবণে তাহার ॥’ গ;
 ‘শ্রবণে কুণ্ডল দিলা অরুণ-আকার ।
 পত্র সনে কদম্ব সমীপে পরে তার ॥’ ক, খ;
 (‘পত্র সনে কদম্ব দুই উপরে তাহার ॥’ খ)

(১৭) ‘কোটি ইন্দু জিনিয়া’ খ, ঘ; (১৮) ‘বরণ’ গ;
 (১৯) ‘কৌস্তভ মণি-রাজ জদর শোভন ॥’ গ; ‘কৌস্তভ-
 বিরাজিত জদর-ভূষণ’ ক; ‘কৌস্তভ মণি যার জদয়ে
 শোভন’ খ; (২০) ‘দিলা’ ক, খ, গ; (২১) ‘কটাক্ষ করি
 (‘দে’ ক, খ,) হাসি’ ক, খ, ঘ; (২২) ‘অনিয়ার ধারা
 বেন (‘তাতে’ গ) থামে হেন বাসি ॥’ ক, খ, গ;
 (২৩) ‘গেন’ ক, খ, ঘ;

(২৪) ‘হাতে ত লইয়া তবে মোহন মুররি ।

মাঞ্জিরা হইল বাহার দেব বনমাঙ্গী ॥’ ঘ;

(৫২) ‘তাতে’ ঘ; ‘মায়ের চরণ’ ইত্যাদি শ্লোক-দ্বয়
 ক, খ-পুথিতে নাই। (২৬) ‘নগরের দিগে’ গ;
 (২৭) ‘সকল সন্দরী’ গ;

রাধিকা মহোদা আর শ্রীমতী স্তন্দরী ।

এহি তিন জন বিনে যত গোপ নারী ॥

একত্র হইয়া সব নারী সমুদিত । (৫৮২৫)

গোবিন্দের রূপ বেশে হইলা মোহিত ॥

কল্যাণ রাগ ।

“এহি দেখ এহি দেখ নব-বন-শ্যামং ।

তেজি কুল-ভয় লাজ চল ভেটি যুবরাজ

কেনে এত ভাব পরিণাম ॥ ৫৮ ॥

মিলিয়া যুবতী-গণ গিয়া থাকি° বন্দাবন (৫৮৩০)

তত্° যারে না দেখি নয়ানে ।

হেন আজি° শুভ-দিন পাইলু° তাহাব চীন

যুবরাজ আসিল আপনে ॥

যাইন° রাখার ঘর হেন মনে লয় মোর

মুররি-সন্ধানে রাখা ডাকে । (৫৮৩৫)

বিলম্বের কায়া নাই চল গ সকলে যাই°

ভজিবারে যার মনে থাকে° ॥

এহি মুররির রবে যদি রাখা আইসে তবে

আমি-সব না পুছে কাহাই ।

বাজ না করিও আর চল যাই ভেটিবার (৫৮৪০)

সবে মিলি কাহুর কাছে যাই°”

(১) ‘রাধিকা স্তন্দরী আর মহোদা শ্রীমতী ।

এই তিন জন বিনে সকল যুবতী ॥’ ঘ ;

(২) ‘এহি দেখ সাখি নব’ ইত্যাদি ঘ ; (৩) ‘চল যাই’

ঘ ; (৪) ‘তেহ°’ ঘ ; (৫) ‘হইল°’ ক, ঘ ; (৬) ‘সকল

রাই°’ ক, গ ; (৭) ‘কালচান্দ ভেটিবারে যদি লয় মনে ॥’

ক ; ঘ-পুথিতে ‘বিলম্বের’ ইত্যাদি ছয়টা চরণের স্থলে—

“এহি মুররির রবে যদি রাখা না আইসে তবে

তবে মোরা ঠেকিল বিপাকে ॥

বিকল হইয়া চিত প্রাণ সবে পুলকিত

ঘরে রহিতে সাধ নাঞি ।

বাজ না কর আর চল গ্রাম ভেটিবার

সবে মিলি কানাইর সঙ্গে যাই ॥’

লীলাবতীর কথা শুনি , ‘ চিস্তে° সব সুবদনী

কি করিলে কি হৈব অন্তর° ।

ভক্তি-মুক্তি-হীন কহে ভবানন্দ দীন

কাহু° যায় রাখিকার ঘর ° ॥ (৫৮৪৫)

[শ্রীরাধার দৈবাধীন মনস্তাপ]

পদ-বন্ধ ।

এতি মতে গোপী সব হৈলা°° বিরহিত ।

গোবিন্দ চলিয়া গেল°° রাখার পুরীত ॥

নাচিতে গাহিতে যায় বাজাইয়া মুররি°° ।

গোকুলের গোপী-সবের প্রাণ নিল হরি ॥

চিস্তিত°° যুবতী-গণ মরণ সদৃশ°° । (৫৮৫০)

কি করিলে কি হইব করে বিমরিশ°° ॥

ভাবিয়া বিষাদ গোপী-সব রহিলাঞি° ।

বাজাইয়া মুররি কৃষ্ণ রাখার গৃহে যাঞি° ॥

বাড়ীর নিকটে যাইয়া বাজাঞি° মুররি ।

নিজ্জনে রন্ধন করে রাখিকা স্তন্দরী ॥ (৫৮৫৫)

দারুণ শাস্ত্রী ঘরে—তাতে ভাত রান্ধে°° ।

বাহির হৈতে নারে রাখা—ধুমার ছলে কান্দে ॥

(৮) ‘চলে°’ ঘ ; (৯) ‘কি হইব ভাবরে অন্তর°’ ক, ঘ ;

(১০) ‘শুস্ত-পথে যাও রাখার ঘর°’ গ ; ‘রাজ-পথে যান কাহু°

রাখিকার ঘর ।’ ক ; ঘ-পুথিতে এই গীতটী নাই ।

(১১) ‘হৈয়া°’ গ ; (১২) ‘যান°’ ক ; ‘এহি মতে°’ ইত্যাদি

শ্লোকের স্থলে—

‘এই মতে গোপীগণ হইল ব্যাকুলি ।

মোহন বাশির রবে প্রাণ নিল হরি ।’ গ ;

(১৩) ‘নাচিতে গাহিতে°’ ইত্যাদি শ্লোক ঘ-পুথিতে

নাই । (১৪) ‘চিস্তি°’ ক ; ‘চিস্তিত°’ ইত্যাদি শ্লোক-বন্ধ

ঘ-পুথিতে নাই । (১৫) ‘সাদৃশ্যে°’ ক ; (১৬) ‘বিমরিশে°’

ক ; (১৭) ‘দারুণ°’ ইত্যাদি শ্লোক ঘ-পুথিতে নাই ।

রাগ ধরাড়ী।

পদ বং।

“বন্ধুর ভাবে সুরিতে সুরিতে মৈলুং ।

জানিতু তখনে আসিব আপনে

তে কেনে রন্ধনে আইলুং ॥ ধ্রু। (৫৮৬০)

কুলের কামিনী দৈবে পরাসিনী

যেন পিঞ্জরের শুষা ।

পবাণ-বন্ধু মোর আপনে আইলা যর

দিতে নারি পাণ-গুয়া ॥

ব্রজা মহেশ্বর যাহার কিস্কর (৫৮৬৫)

বাণী কমলা দাসী ।

আমি গোপ-নারী তিয়া ধরাইতে নারি

শুনিয়া হেন-জনাব বাঁশী ॥

এ তিন ভুবন যাহার স্বজন

স্বরা স্বর মুনি যার দাস । (৫৮৭০)

নিদারুণ বুঢ়ী আমার শাস্ত্রী

তারে সে না করে নাশ ॥

আপনে বৈরী রাখে তে কেনে আমারে ডাকে

নিলজ-মুখে বায় বাঁশী ।”

ভকতি-মুকতি-হীন কহে ভবানন্দ দীন (৫৮৭৫)

কি ফলে হেন জনের দাসী ॥

মুনি বোলে “শুন রাজা সারদা-নন্দন ।

বিরহ ভাপিয়া রাখা করয়ে ক্রন্দন ॥

তখনে শুনিয়া বুঢ়ী মুরবির সান” । (৫৮৮০)

আসিল কাছাই মনে করে অনুমান ॥

“মিথ্যা করি বোলে এখ আমার পুঞ্জবৈ” ।

কহিল সকল যাইয়া আইমন গোচবে” ॥

আইমনে বোলে “মাও শুন মোর কথা ।

অখনে না যাও তুমি রাগা আছে যথা ॥

অন্তরে থাকিয়া আমি জানি ব্যবহারে” । (৫৮৮৫)

সত্য কিবা মিথ্যা কহ—জানিব গোমারে” ॥”

গোবিন্দেব কপটে বুঢ়ীর জ্ঞান” করে ।

পুঞ্জব নিবেদ আমি রহিল অন্তরে” ॥

হেন কালে তথা আইলা রাগাব বড়াই ।

হাসিয়া হাসিয়া কহে নাটকের ঠাঞি ॥ (৫৮৯০)

“কেনে ল নাভিন” গোর এতেক শুমান ।

শ্রবণে না শুন নাকি মবির সান ॥

তোমার মন্দিবে কাকু, আসিল আপনে ।

বিনে সম্ভাষিয়া কেনে গিয়াছ রন্ধনে ॥

কুপিত হইয়া যদি নেউটিয়া যায় । (৫৮৯৫)

কহ ত স্তম্ভরি রাখা কি হৈব উপায় ॥”

বড়াইর বচন শুনি রাধিকা স্তম্ভরী ।

কহিতে লাগিলা তবে বৃহ-বৃহ করি ॥

(১) ‘গান ছন্দ মিনতি রাগ’ ক; ‘রাগ বিলাল (বা)’ ঘ;

(২) ‘বড়াই ল কে বোলে কালিয়া ভালা ।

বন্ধুর বরণ ভাবিতে ভাবিতে

সোনার বরণ হৈল কালা ॥ ধ্রু।’ ঘ;

(৩) ‘বিচারি না পাই যারে সে বন্ধু আসিছে যারে

দেখিতে না পারে চান্দ-মুখ ।

কুলের কামিনী দৈবে পরাসিনী

যেন পিঞ্জরের শুষ (শুক) ॥’ ঘ;

(৪) ‘কমলা যাব’ ক, গ, ঘ, (৫) চিত্ত’ ক, খ, ঘ;

(৬) ‘এই কালার’ গ; (৭) ‘ভুবনে’ ঘ; (৮) ‘কারণে’ ঘ;

(৯) ‘দাকণ’ ঘ; (১০) ‘বাইয়া’ গ; ‘বাক্র’ ঘ; (১১) ‘কি

ফল’ ক, ‘বিফল’ ঘ, ‘কি গুণে’ গ;

(১২) ‘বুড়ী কবে অনুমান’ ; (১৩) ‘ঘরে’ ঘ;

‘কাকু’ কাকুই নোহি এখ কাপণ’ গ; (১৪) ‘মিথ্যা

কহে বোলে নিতা পুঞ্জ-বপ মোরে’ ঘ; ‘মিথ্যা করি

বোলে মোর পুঞ্জ বন্ধর’ ক; ‘জনি বুঢ়ী বোলে

নোহি পুঞ্জ বন্ধর’ গ; (১৫) ‘কথা’ গ; (১৬) ‘গোচর’ ক,

গ; (১৭) ‘জানিব ইহারে’ ঘ; ‘জানি ব্যবহার’ ক, খ, গ;

(১৮) ‘বুঝিব তোমার’ ক, খ; ‘সত্য কিবা’ ইত্যাদি তিন-

টা চরণ গ-পুথিতে নাই । (১৯) ‘মন’ ঘ; (২০) ‘অন্তর’ গ;

(২১) ‘রাধিকা’ ক, খ, গ; (২২) ‘আসিছে’ গ, ঘ;

(২৩) ‘ভোক’ গ, ঘ; (২৪) ‘অতি দীর’ গ ।

“মুই যদি জানিমু’ কামু’ আসিব আপনে ।

তবে কেনে অভাগিনী যাইমু’ রন্ধনে ॥” (৫৯ ০)

রাগ করুণ ভাটিয়াল ।

“বন্ধুর ভাবে ঝুরিতে ঝুরিতে মুই মৈলু’ ।

না জানি অভাগী কেনে রন্ধনে আইলু ॥ ধ্রু ।

ভাগ্যে সে পরশ মণি আইল মোর ঘরে ।

না ভোটিলু’ কালা-চান্দ শাশুড়ীর ডরে’ ॥

মোর দুঃখের দুঃখী গোরে জানিছে’ সদায় ॥ (৫৯ ০৫)

প্রাণ’ মোর স্থির নহে কি হৈব’ উপায় ॥

মুররির সানে হরি নিল প্রাণ-খানি’ ।

যমুনার কূলে যাইমু ভরিবারে পানি ॥

বোল গিয়া প্রাণ-বড়াই তথা যাউকা বন্ধু’ ॥”

রাধার সম্বাদ কহে দীন ভবানন্দ ॥ (৫৯ ১)

[বড়াইর দৌড়ে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার

যমুন-তীরে মিলন ।]

রাধার বিরহে বড়াই চলিল তুরিত ।

হাসিয়া হাসিয়া বোলে কাহ্নুর বিদিত ॥

“অহে নব-যুবরাজ শুনহ বচন ।

বিনে সম্বাদে’ তুমি আইলা কি কারণ ॥

রন্ধনে গিয়াছে নাতিন—নহে’ অবসর । (৫৯ ১৫)

দারুণ শাশুড়ী তার আছে সেহি ঘর’ ॥

কেমতে আসিব তাথে তোমার নিকটে ।

কার্য-অমুরোধে’ যাও যমুনার ঘাটে ॥”

বড়াইর বচন কাহ্নু শুনি’ মিষ্ট-বোলে’ ॥

চলিলা নন্দের স্নত যমুনার কূলে’ ॥ (৫৯ ২০)

আইমনে জানে তান সব’ ব্যবহার ।

অতি-ক্রোধে মায়েরে’ লাগে ভৎসিবার ॥

“মাতুলের ঘরে নাকি ভাগিনা না আইসে ।

এমত ব্যবহার দেখিছ’ কোন দেশে ॥

তোমার আমার লাগ না পাইয়া হরি । (৫৯ ২৫)

আপনার ঘরে নাকি’ গেলা কোপ করি ॥

সস্তাষা না পাইয়া গেল ভাগিনা কাহ্নাই ।

কহিব সকল নন্দ-যশোদার’ ঠাঞি ॥

ভগিনী ভগিনীর পতি শুনি কি বোলিব ।

তোমার কারণে মাও অপকীর্তি হৈব’ ॥” (৫৯ ৩০)

পুত্রের বচনে বুটী হইল লজ্জিত ।

ঘরে প্রবেশিল তবে পুত্রের সহিত ॥

বড়াইরে সাক্ষাতে’ দেখি আইমন-গোপে ।

প্রণতি-পূর্বক বন্দে ভক্তি-স্বরূপে’ ॥

(১) ‘জানিত’ ক, খ; ‘জানি’ গ; (২) ‘বন্ধু’ ক, গ;

(৩) ‘আসিহু’ গ; ‘আসিত’ ক, খ;

(৪) ‘মোরে কেনে বোল বড়াই তুমি কিনা জান ।

শুনিলে বাণীর গান বিফল (‘কি ফল’ ক)

জীবন ॥’ ক, খ;

‘বড়াই মোরে কেনে বোল

জীবনের নাহি আর ফল ॥ ধ্রু ।

কাহ্নু আইল এথা দেখিতে নারিলু তাকে

‘ভজিতে না পাইলু রাধা চরণ-সুগল ॥’ ঘ;

(৫) ‘ভজিলু’ গ; ‘ভজিলাম’ ঘ; (৬) ‘মোর দুঃখ

তুমি বড়াই জানিছ সদায়’ ক, খ; (৭) ‘মোর দুঃখের

দুঃখ তুমি জানিছ সদায়’ ঘ; (৮) ‘হোক’ গ, খ;

(৯) ‘অল আনিবারে যাইমু যমুনার কূলে । বোল বড়াই

যাউক কাহ্নু কদম্বের তলে ॥’ ঘ; (১০) ‘এহি ছলে

ভজিব রাধা চরণারবিন্দে । এহি সে বৃণতি—বোলে দীন

ভবানন্দে ॥’ ঘ;

(১১) ‘জানাইয়া’ ক; ‘বিনে তব না জানিয়া আইস কি কারণ ॥’ খ; ‘বিনে সম্বাদে (দে) আইজ আসিছ কি কারণ ॥’ ঘ; (১২) ‘নাহি’ ঘ; (১৩) ‘তার আছে দুঃখ’ গ; (১৪) ‘অমুরোধে’ গ; (১৫) ‘বচন শুনি রাধার’ ঘ; (১৬) ‘বোল’ গ; (১৭) ‘কূল’ গ; (১৮) ‘আইমনে জানিয়া মায়ের’ ক; ‘আইমন জানিয়া তবে সব’ খ; ‘আইমনে জানিল তবে সর্ব ব্যবহার’ ঘ; (১৯) ‘আপনার মায়েক’ ঘ; (২০) ‘নাহিক’ ক, খ; ‘না দেখিছি’ গ; (২১) ‘কিবা’ ঘ; (২২) ‘সকল বাইয়া যশোদার’ ঘ; (২৩) ‘অকীর্তি রহিব’ খ; ‘অপকীর্তি রহিব (রৈব)’ ঘ; (২৪) ‘সমুখে’ গ; (২৫) ‘ভক্তি-অমুরোধে’ খ ।

শাশুড়ীত কহে রাধা মধু-রস-বাণী। (৫৯৩৫)

“রন্ধনেত আইস আমি যাইয়া আনি পানি” ॥”

তাক শুনি আইমনে বোলে বড়াইরেং।

“আপনে আইস গিয়া রাধিকার ওলে” ॥

সেহিখানে থাকে যদি ভাগিনা কাহাই। (৫৯৪০)

যত্ন করি তাকে তুমি আনিবা বড়াই ॥”

হরিষে চলিলা বড়াই রাধিকার ওলে” ॥

শীঘ্র-গতিমিলে গিয়া যমুনার কূলে ॥

রাধারে দেখিয়া কাহ্ন করিলেক মায়া। (৫৯৪১)

কদম্ব-ডালের আড়ে রৈলা লুকাইয়া ॥

রাধিকা হৃন্দরী তবে হইলা বিকল।

ধারা-বরিষণে পড়ে নয়ানের জল” ॥

“শুন শুন প্রাণের বড়াই নিবেদন মোর। (৫৯৫০)

কি বুদ্ধি করিগু মুই অঙ্গীকার” কর ॥

রাগ নাগুদা। ২

“বড়াই—কাল্য কি করিল মোরে” ॥

শুনিয়া বাণীর সান আকুল হইল প্রাণ

রহিতে না পারি আর ঘরে ॥ ধ।

বাজাইয়া মুররি মোব নাম ধবি (৫৯৫৫)

নিরবধি মোবে ডাকে বধু” ॥

না পাইয়া উত্তর কোথা গেল প্রাণেশ্বর” ॥

ভাসাইয়া গেল বিবেক-সিদ্ধ” ॥

মোরে দয়ার কাজে ডাকয়ে যুববাজে” ॥

অভাগিনী তারে নাতি বুঝি” ॥ (৫৯৬০)

বুঝিতে অন্তর দহে নিরন্তর” ॥

এহি কাজে তাকে মুই বুঝি” ॥

বুকে ত হানিয়া শেল” মোর বধু কোথা গেল” ॥

আর কেন না শুনি মুররি” ॥

মনেব শুনানে মুই না শুনিলু কাণে” ॥ (৫৯৬৫)

অবে আমি কুরিয়া সে মরি” ॥

(১) ‘আমি জল গিয়া আনি’ ক, গ ;

(২) ‘আপনে আইস গিয়া বড়াইর ওলে।

বিলম্ব না কর তুমি চলহ স্বঘরে ॥’ গ ;

(৩) ‘যত্ন করি আনিবা যদি দেখ গোবিন্দে ॥’ ঘ ;

অতঃপর ঘ-পুথির অতিরিক্ত শ্লোক যথা—

“একেশ্বর রাধিকা যাবেক রাজ-পথে।

আপনে আইস যাইয়া রাধার সহিতে ॥’

(৪) ‘সনে’ ঘ ; (৫) ‘যমুনা-পুলিনে’ ঘ ; (৬) ‘কদম্ব-ডালে

ত কৃষ্ণ’ ক, খ, গ ; (৭) ‘রাধা-বরিষণে’ ঘ ; ‘শ্রাবণের

বৃষ্টি-প্রায় পড়ে চক্ষুর জল’ ক ; ‘রাধার শরীরে পড়ে’

ইত্যাদি গ ; ‘রাধার চিন্তায় পড়ে’ ইত্যাদি ঘ ; লিপি-

করের ভ্রমে ‘ধারার বর্ষণে’ পাঠের ‘ধারার’ শব্দ-টা ‘রাধার’

রূপে পরিণত হইলে ‘রাধার বর্ষণে’ পাঠ অর্থশূন্য বলিয়া

পরে উহা ‘রাধার শরীরে’ বা ‘রাধার চিন্তায়’ পরিবর্তিত

হইতে পারে ; সেরূপ পাঠেও অর্থের বৈচিত্র্য না থাকায়

পরে উহা সম্পূর্ণ স্বাধীন ‘শ্রাবণের বৃষ্টি’ ইত্যাদি পাঠেও

পরিবর্তিত হওয়া বিচিত্র নহে। (৮) ‘অবধান’ গ ;

(৯) ‘নাগুদা কামোদ’ ঘ ; ‘সারঙ্গ’ খ ; ‘নাগুদা কামোদক(?)’

ক ; (১০) ‘প্রাণবদ্ধ কি বদ্ধ (বুদ্ধি) করিয় বোল মোরে।’

গ ; (১১) ‘কাহ্ন’ গ ;

(১২) ‘দয়া আছে কানে’ ডাকয়ে যুববাজে

অভাগিনী তাকে নাহি শুন ॥’ গ ;

(১৩) ‘কান-সিদ্ধ’ গ। (১৪) ‘দয়া আছে কাজে’ ইত্যাদি

ক, খ ; (১৫) ‘তাগা নাহি বুঝে’ ঘ ; (১৬) ‘বুঝিতে

অন্তর, তহু দহে মোর’ ক, খ ; (১৭) ‘গুজো’ ঘ ; ‘অপনে

তারে নাকি বুঝি ॥’ ক, খ ; ‘বুঝিতে অন্তর’ ইত্যাদি

শ্লোকের স্থলে—‘বুঝিতে (বুঝিতে ?) অন্তর দহে নিরন্তর

সদায় আকুল মোর হিয়া।

সময় করিয়া এখানে পাঠাইয়া

কি দোষে গেলেন ছাড়িয়া ॥’ গ ;

(১৮) ‘সর’ বা ‘সর’ (‘শূল’ ?) গ ; (১৯) ‘বদ্ধ কোথা গেল

মোর’ গ ; (২০) ‘এহি কাজে বাজার মুররি’ ঘ ; (২১) ‘না

শুনিলু শ্রবণে’ ঘ ; (২২) ‘তে কেনে কুরিয়া মরি’ ঘ।

কি মোর কপাল

এতেক জঞ্জাল

রাগ বরাড়ী।

ভাবিতে ভাবিতে হৈলু ধন্দ।

শ্রাম-বন্ধু^১ বিনে আর নাহি লয় মনে^২
রচিলেক^৩ দীন ভবানন্দ ॥ (৫৯৭০)

পদ-বন্ধ।

রাধান বিবচ বড়াই শুনিয়া শ্রবণে^১।
হাসিয়া হাসিয়া কহে মধুর-বচনে^২ ॥
“শুন ল নাতিন—কেনে হইছ বিকল।
শীঘ্র করি যবে যাও ভরি লৈয়া জল ॥
আপনে যাউব কাঙ্ক্ষু তোমার মন্দিরে। (৫৯৭৫)
কোন কার্যে এত দুঃখ দেহ ত শরীরে^৩ ॥
বড়াইব বচন শুনি রাখি-সুন্দরী।
জল ভরিবাবে ঘাটে নামে^৪ শীঘ্র করি ॥
হেন কালে যদু-পতি হাসিয়া হাসিয়া।
মুররি বাজায় তরু-ডালে ত^৫ বসিয়া ॥ (৫৯৮০)
ডাক দিয়া বোলে—“শুন রাখি-কামিনি।
শুনিয়া আমার বাক্য তবে ভর পানি ॥”
ডাক শুনি পাও তবে না চলে রাখার।
বড়াই বোলে—“ধৈর্য হও^৬ বুঝি ব্যবহার ॥”
ইসত হাসিয়া তবে বোলে যদু-পতি^৭ ॥ (৫৯৮৫)
“ফিরাও বদন—হের শুন ল যুবতি^৮ ॥
তিলেক অপেক্ষা করি কথা শুন মোর।
তবে জলে ভরি লৈয়া যাও নিজ ঘর ॥”

“আল রাই—মোর কথা^{১১} শুন রৈয়া আগে।
আমার মাথা-টী খাও খানি^{১২} কথা শুনি যাও (৫৯৯০)
শুনি বাইতে কত ধন লাগে ॥ ধ্রু।
নিজ-দাস তৈলু তোর যত দৌব ক্ষেম-মোহ
যদি মোরে দয়া থাকে মনে।
সুকোমল পদাশুজে না ধরি কঠিন ভূজে^{১৩}
ভয় বাসি—কি বোল অথনে^{১৪} ॥ (৫৯৯৫)
যদি বা কবিছি দোষ আপনে^{১৫} করিছ বোণ
আমার উপরে দুঃখ থাকে।
শুন প্রিয়া বসবতি আমি সে তোমার পতি
শাস্তি করিতে কেবা রাখে ॥
কামনা পূরিয়া নোর জল ভরি যাত ঘর (৬০০০)
মনের আক্ষেপ^{১৬} পবিতর।
জলে না লামাইও পাও^{১৭} বারেক শুনিয়া যাও^{১৮}।
মোর দিগে অবধান কর ॥
লুকাইয়া এত-ক্ষণ বুঝিলু তোমাব মন ॥
সহজেই ভাব নাহি^{১৯} ভীণ।” (৬০০৫)
না মানি কাহুর বাধা কলসী ভরিল রাণা
রচিলেক ভবানন্দ দীন ॥

(১) ‘প্রাণ-বন্ধু’ ঘ; (২) ‘বোলিলেক’ গ; (৩) ‘রাখার
বিরহ দেখি বড়াই চতুর।’ ঘ; (৪) ‘বচন মধুর’ ঘ;
(৫) ‘কোন কার্যে চুঃখ ভাবি বিনাশ শরীরে ॥’ গ;
(৬) ‘ঘরে গেল’ (৭) ঘ; (৭) তরু-তলে ত’ গ; ‘তরু-মূলে
ত’ ঘ; (৮) ‘ধন হইছ’ ঘ; (৯) ‘আপনে ইসদ হাসি বোলে
যদুপতি।’ ঘ; (১০) ‘পুনরপি বোলি কথা শুনল যুবতি।’
ক, ঘ; ‘পুনরপি বোলে ডাকি শুনহ যুবতি ॥’ গ;

(১১) ‘রৈয়া মোর রস শুন আগে। আল যুবতি—রৈয়া মোর
রস শুন আগে।’ ক; এই গীত-টী প-পুথিতে নাই
(১২) ‘এক’ ক, ঘ; (১৩) ‘না ধরিল মূড় ভূজে’ ক,
ঘ-পুথিতে ‘সুকোমল’ ইত্যাদি চরণের স্থলে ভুলে ‘শুন
প্রিয়া’ ইত্যাদি পরবর্তী চরণ পুনরায় লিখিত হইয়াছে;
(১৪) ‘তবে বাশী কি বোলে অথনে’ ঘ; (১৫) ‘তবে সে’
গ; (১৬) ‘কক্ষণ’ গ; (১৭) ‘জলে লামাইয়া পাও’ ক,
‘জলে ত লামাও পাও’ ঘ; (১৮) ‘বারেক ফিরিয়া চাও’
ক, ঘ; (১৯) ‘সহজে ভাব নহে’ ক; ‘সহজে হৈবা
নহে’ গ।

পদ-বন্ধ।

কলসী ভারিলা যদি রাধা রসবতী ।
 বৃক্ষ হনে লামিয়া চলিল যত্ন-পতি ॥
 হাসিয়া হাসিয়া কহে বড়াইর নিকট । (৬০১০)
 “বুঝিতে না পারি তোর নাটনের কপট ॥
 বত্ন মনস্তাপ পাইছে দেখিছ আপনে ।
 ডাকিতে উত্তর মোরেং না দেয় অখনেং ॥”
 হাসিয়া বড়াই কহে বচন মধুর ।
 “অখনে জামিলু কাহু—তুমি অচতুরং ॥ (৬০১১)
 তোর জ্ঞান নাহি কাহু—মুই কহেঁ শুন ।
 প্ররূপ তনে নাবীর কাম অন্ট-গুণ ॥
 তথাপি হং ব্যক্ত নহে—মনে মাত্র রাখে ।
 বহ্ন করি কার্য্য করং—যদি মনে থাকে ॥
 দৈত্য বিনাশিতে শক্তি নাশ হৈছে তোরং ।
 দৈবে সে-আছয়ে শক্তি রাধার সমসর ॥ (৬০২০)
 বুটাব বচন শুনি রসময় অতি ।
 যুবতী-রাধার কেশে ধরে যত্ন-পতি ॥
 ভয় পাইয়া ভূমি-তলে বসিলা রূপসী ।
 ভ্রমিত পড়িয়া-মাত্র ভাঙ্গিল কলসী ॥ (৬০২৫)
 শুদ্ধ হৈয়া রসবতী—না করেং উত্তর ।
 হরিনে রমন কবে নন্দের কোঙর ॥
 কাম-রসে মজি হরি হরবিত মনে ।
 ভুঞ্জিলা শৃঙ্গার-রস রাধিকার সনে ॥
 উঠিলা বৈকুণ্ঠ-নাথ কাম পরিতরি । (৬০৩০)
 লঙ্ঘিত হইলা তবে রাধিকা-সুন্দরী ॥

সাত-পাঁচ ভাবে রাধা লঙ্ঘার কাবণ ।
 বড়াইরে ভৎসিতে লাগে—যত্ন লয় মন ॥
 “মোবে লঙ্ঘা দিল” কাহুং কুবুদ্ধিয়ে তোর ।
 কলসী ভাঙ্গিল কোন লাঞ্জে যাইমু পর । (৬০৩১)
 কাহুর মদন-উল্লাস আছে যদিং ।
 পরদাব করিবার বাঞ্ছা নিরবধি ॥
 ভাল রাখী তোমারেং দিয়াছে আইমনে ।
 রসিক হইয়া কাব্যং ঘটাইলা আপনে ॥
 অযুক্ত করিলা কথ্য—যত না যুয়ায়ং । (৬০৪০)
 কলসী ভাঙ্গিল বড়াইং কি তৌক উপায় ॥
 কি কথা কহিমু গিয়াং শাস্ত্রদীর ঠাঞি ।
 কেমনে ভাঙ্গিল কুন্ত—জিজ্ঞাসিলে তাঞি ॥
 কোথায় নিলজ কাহু লুকাইয়া ছিল ।
 আঁখির পলকে পাছে কোথা তনে আইল ॥ (৬০৪১)
 পাইয়া তোমার মন্তং মোরে দিল লাজ ।
 কি বুদ্ধি করিমু বড়াই—ফলাইলে আকাজং ॥
 কেবলং কুক্ষেণে মুই আইলু ঘাটের কূলে ।
 অবোধ আইমনে ভাল গোবে দিল ওলেং ॥
 তুমি সে ঘটাইলা মোর এতেকং প্রমাদ । (৬০৫০)
 ছাড়িমু গোবুল-পুরী—রৈতে নাহি সাধ ॥
 নহে বা গবল ভক্তি তেজিমু পরাণং ।
 না সন্তে শরীরে মোর এত অপমান ॥

(১১) ‘দিলে’ ক, খ, গ; (১২) ‘আজি’ ক, খ; ‘বড়াই’
 গ, (১৩) ‘ভাঙ্গিলা’ গ, (১৪) ‘মদন-উল্লাস’ তোর বৃদ্ধ হৈছে
 যদি’ ক; প-পুথিতে এই শ্লোক নাট; ‘মদন-উল্লাসে’
 ক্রোধমন হৈছে যদি’ গ; (১৫) ‘বুটীরে’ গ; ‘ভাল’
 রাখিতে তোমারে’ ঘ; (১৬) ‘তুই’ গ; (১৭) ‘নিম্নজের’
 প্রায়’ গ; (১৮) ‘তার’ ঘ; (১৯) ‘এ সব কহিয়া যাওয়া’ ঘ;
 (২০) ‘মন’ ঘ; (২১) ‘কি হৈল আকাজ’ ক; ‘একি হৈল’
 কাজ’ খ; (২২) ‘কেমন’ ক, খ, ঘ; (২৩) ‘অবোধ’
 আইমনে সঙ্গে তোরে দিন ভালে’ গ; (২৪) ‘এই সে’ গ;
 (২৫) ‘ছাড়িমু জীবন’ গ;

(১) ‘কত’ ক, খ, গ; (২) ‘না দেয়’ ক; ‘এবে’ খ;
 ‘আর’ ঘ; (৩) ‘মনের শুভানে’ ক; ‘না দেয় কি কারণে’
 খ; (৪) ‘তুমিরনিচুর’ (তুমি ও নিচুর?) ঘ; (৫) ‘তথাচ’
 ঘ, (৬) ‘বন্ধে ঘটাও কার্য্য’ গ;
 (৭) ‘বাক্য লঙ্ঘন তোর না শুনি উত্তর’ .
 হেং বুঝি নাহি শক্তি রাধার সর্ব্বোপর (সমোসর?) ॥ গ;
 (৮) ‘পড়িয়া তাতে’ গ; (৯) ‘সুন্দরী’ ক, খ, গ;
 (১০) ‘দিল’ গ; ‘কহে’ খ;

মুই যদি জানিমু হৈব এত আশাস্তর° ।
 তবে নাকি এত বিড়ম্বন হয় মোর । (৬০৫৫)
 নগরিয়া-বেশ্যা তুঞি° নষ্টা° পাপী° বড় ।
 আসিয়া তোমার সঙ্গে লাজ পাইলু দড়° ॥
 যত লাজ পাইলু মুই তার অধিক নাই° ।
 কলসী ভাঙ্গিল কাঁথের কি হোক বড়াই ॥ (৬০৬০)
 'তারে শুনি বড়াই বোলে হাসিয়া হাসিয়া°'
 "কলসী লইবা কাছুর বাঁশী বান্ধা দিয়া ॥"
 বড়াইর বচন শুনি রাধিকা-সুন্দরী ।
 কোকিলার স্বরে কহে গদগদ করি ॥

বরাড়ী রাগ ।

"কেনে কুক্ষেণে মুই আইলু ঘাটের কূলে°" (৬০৬৫)
 কেবল-বর্ষার পতি°° সহজে মূঢ়-মতি°°
 ভাল রাখী দিল মোর ওলে ॥ ধ্রু ।
 মুই যদি এমত জানে° তে নাকি বড়াইরে আনে° ।
 যেহি ঘাটে তুমি হেন ঘাটী ।
 ঘুচাইলা গায়ের বেশ খসাইলা মাথার কেশ (৬০৭০)
 ছি°ড়িলা গলার মোর কাঁটা°° ॥

(১) 'জানিতু' ক, খ; 'জানিব ঘ; (২) 'হৈব' ক, খ, গ; (৩) 'অশাস্তর' ক, খ; 'অশাস্তর' ঘ; (৪) 'তুঞি' ঘ; (৫) 'নষ্ট' ক, গ, (৬) 'পাপ' ক, খ, ঘ; (৭) 'আসিয়া আমার সঙ্গে লজ্জা দিলে দড়' ক, গ; (৮) 'যত লজ্জা পাইল অধিক নাই তার। কাঁথের কলসি ভাঙ্গি রাখিলু কাঁচার; ঘ ॥' (৯) 'তবে ত কুটুনী বুড়ী বলিল হাসিয়া।' ঘ; (১০) 'কুক্ষেণে আসিলু ঘাটের কূলে।' ক; 'আরে কানাই কুক্ষেণে আসিলু ঘাটে ভরিবারে বারি ॥ ধ্রু।' ঘ; (১১) 'বর্ষার মোর' গ; (১২) 'দুর্মতি' গ; (১৩) 'ছিড়িলেকরসেরকাটি' ('ছিড়িলেক উরসের কাঁটা' ?) গ;

পাইয়া অবলা নারী . পথে কর বাটোয়ারি
 নিরবধি ঘাটে থাক বসি ।
 ভাল হৈল যুবরাজ সাধিলা আপন কাজ°
 কেনে মোর ভাঙ্গিলা কলসী ॥ (৬০৭২)
 মুই হৈলু লণ্ড-ভণ্ড কুস্ত হৈল খণ্ড-খণ্ড
 মোর হাতে রহিলেক কান্ধা°° ।
 জল ভরি যাই ঘর কলসী দিয়ার মোর
 নহে মুররি দেও বান্ধা°° ॥ (৬০৮০)
 বড়াইর রসে মজি লজ্জা দিলা; বিনা বুঝি°
 পরিণাম না দেখে নাগর।°
 ভকতি-মুকতি-হীন কহে ভবানন্দ দাঁত
 দৈবে কালা রসের সাগর ॥

পয়ার ।

রাখার আক্ষেপ শুনি নন্দের নন্দন ।
 হাসিয়া হাসিয়া কহে মধুর বচন ॥ (৬০৮৫)
 "শুন রসবতি প্রিয়া আমার উত্তর ।
 অন্তরে পাইছি ভয় কোপ দেখি তোর ॥
 কলসীর দায়ে°° তুমি হইছ লজ্জিত ।
 আমি ভাঙ্গিলাম—কৈও তোর শাশুড়ীত ॥
 ইহা শুনি তোমা যদি দেয় অপমান।° (৬০৯০)
 তবে মোর হাতে বুটী হারাইবে পরাণ ॥
 কলসীর দায়ে রাখা বাঁশী নেও যদি ।
 মোর হাতে থাকি বাঁশী ডাকে নিরবধি ॥
 তুমি°° হাতে নিলে জানি দেয় কোন লাজ ।
 পরামিশ°° বিনে না করিও°° কোন কাজ ॥ (৬০৯৫)

(১৪) 'কংস-রাজা দুর্জন তাকে ভয় নাহি মন
 কিবা বাঁশী বাও হাসি হাসি ॥' গ;
 (১৫) 'বক্ষিতে কথার লক্ষ্য নাঞি।' ঘ; (১৬) 'নহে বাঁশী
 রাখ মোর ঠাঞি।' ঘ; (১৭) 'বড়াইর মন বুঝি, মদনের রসে
 মজি' ক, খ; 'বড়াইর মন বুঝি মর রসের সাগর' ঘ। (১৮)
 'নাগি' ক; 'দায়' গ; (১৯) 'তোমার' গ; (২০) 'পরামিশ' ঘ;
 'পরামিশ' ক, খ; (২১) 'করিবা' ক, খ; 'করি' ঘ।

চলি যাও রসবতি আপনার ঘর।

বড়াই সহিতে আছে—কোন চিন্তা তোর? ॥”

[আয়ানের গৃহে শ্রীকৃষ্ণের নিমন্ত্রণ ও রাত্রি-বাণন]

পয়ার

বড়াই বোলিল তবে গোবিন্দের স্থানে।

“তোমা লৈয়া যাইতে মোরে পাঠাইছে আইমনে” ॥”

তাকে শুনি যদু-পতি হরষিত-মন। (৬১০০)

মুররি বাজাইয়া শ্যাম চলে সেহি-ক্লণ ॥

বড়াইর সহিতে তবে আগে চলে হরি।

পরিণামে যাত্রি ঘরে রাখিকা সুন্দরী ॥

নাভুল দেখিয়া কৃষ্ণে নমস্কার কৈলা। (৬১০৫)

দেখি আইমন গোপ হরষিত হৈলা ॥

বড়াই বোলয়ে “শুন নাতি-জামাঞি।

অকপটে কথা আমি কহি তোর ঠাঞি ॥

সস্তা বা না পাইয়া কাহু তোর ঘরে আসি।

ভাঙ্গিয়া ফালাইল রাখার কাঁথের কলসী ॥ (৬১১০)

“কালার নিছনি যাউক”—বোলে আইমনে।

“অন্ন-দায়ের কথা বড়াই কহ কি কারণে” ॥

ভাগিনা আইল ঘরে—এই হৈল ভাল।

কি কারণে পাত তুমি এতেক জঞ্জাল ॥

গোবিন্দে কলসী যদি ভাঙ্গি থাকে দঢ়। (৬১১৫)

ভাগিনা হনে মোর কলসী নহে বড়” ॥”

বুড়ীর নিকটে গিয়া প্রমাদী বড়াই।

এহি সব বিবরণ কৈল তান ঠাঞি ॥

শুনিয়া দারুণ বুড়ী বোলে হাসি হাসি।

“নাতির নিছনি যাউক জলের কলসী ॥ (৬১২০)

মোর প্রাণ-বধু” এড়ি আসিছে কোন খানে” ॥

অবিলম্বে আন জানে—“যাউক” রন্ধনে ॥

তাহান গুণের বড়াই” নাহিক উপমা ॥”

এহি কথা কহিতে আইলা তিলোত্তমা ॥

সঙ্কচিত্তে বাধা তবে” প্রবেশিলা ঘর। (৬১২৫)

বুড়ীয়ে বোলিল “মাও কোন চিন্তা তোর ॥

নাতিয়ে ভাঙ্গিছে মোর মাটির কলসী।

তার লাগি” দুঃখ কেনে ভাবহ” রূপসি।

চিন্তা না করিও তুমি—কহিষু তোমাত।

রন্ধনেত যাও—নাতিয়ে খাউক ভাত ॥” (৬১৩০)

শাস্ত্রভীর বাক্যে তবে (রাধা ?) হরষিত হৈলা ॥”

রন্ধনেত গিয়া তবে রন্ধন করিলা ॥

গোবিন্দ সহিতে তবে বসিলা আইমন।

হরষিতে দুই-জন করয়ে” ভোজন ॥

স্ববর্ণের পাত্রে” রাখা অন্ন দিল। প্রাণ” ॥ (৬১৩৫)

পরম-সানন্দে ভোজন করয়ে” গোপীনাথ” ॥

(১) ‘নাহি কোন ডর’ ঘ; (২) গোবিন্দ গোচরে’ ঘ; (৩) ‘আইমনে বলিছে তুমিও যাইবারে’ ঘ, ‘তাকে শুনি’ ইত্যাদি শ্লোক গ-পুথিতে নাই। (৪) ‘আইলেন’ ঘ; (৫) ‘পশ্চাতে’ ঘ; (৬) ‘কৈল নমস্কার’ ক; (৭) ‘আইজন গোপে তবে’ গ; (৮) ‘আইমন গোপ হৈল হরষ অপার’ ক; (৯) ‘তোমার জলের’ ক, খ, গ; অতঃপর ঘ-পুথির অতিরিক্ত শ্লোক, যথা—

‘শুনিয়া এ সব কথা বড়াইর বদনে।

হাসিয়া আইমনে তবে বোলিল বচনে ॥”

(১০) ‘গেল’ ঘ; (১১) ‘অন্ন দ্রব্য’ হেতু তুমি কহ কি কারণে ॥” ক; ‘অন্ন দ্রব্য লাগি কথা বাড়িও কি কারণে ॥’ খ;

(১২) ‘ভাগিনা হনে কদান বা বস্ত্র কত বড় ॥’ ক;

‘ভাগিনা হতে কোন বস্ত্র কলসী হয় বড় ॥’ ঘ;

(১৩) ‘পুত্র-বধু’ ক; (১৪) ‘ঘরে আটল শুভ-ফণে’ ঘ;

(১৫) ‘দনে’ ঘ; (১৬) ‘যাউক’ ঘ, (১৭) ‘বত’ গ; (১৮) ‘সঙ্ক-চিত্ত-মনে রাখা’ ক, খ, ঘ, (১৯) ‘কাষে’ গ; (২০) ‘ভাব লো’ ক, গ; (২১) ‘শাস্ত্রভীর বাক্যে রাখা হরষ ব্রহ্মপ। ভাকিতে সুন্দর। (‘গাও-শালে গিয়া’ ক;) রাখা করিলেক হুপ ॥’ ক, ঘ; খ-পুথিতে এই শ্লোক নাই। (২২)

‘হরষিত বসিলেক করিতে’ গ; ‘হরষিত হৈয়া তবে’ ক; (২৩) ‘থালে’ গ; (২৪) ‘অন্ন দেখি হাতে’ গ; ‘অন্ন দেন হাতে’ ক, খ, (২৫) ‘অন্ন ভুঞ্জে’ ক, গ; ‘অন্ন খায়’ গ; (২৬) ‘জগন্নাথে’ ক, খ, গ;

অবসর হৈলা যদি করিয়া ভোজন^১ ।
 আমচন করি কৈলা তাবুল ভক্ষণ^২ ॥
 ব্রহ্ম-সনাতন কৃষ্ণ পূর্ণ^৩ ভগবান ।
 শ্রী-রূপে রাধিকা^৪ আছেন^৫ বিদ্যমান ॥ (৬১৪০)
 একত্র হইলা যদি লক্ষী আর হরি ।
 রত্নময় হৈল তবে আইমনের পুরী ॥
 আপনার পুরী দেখি রত্নে বিভূষিত ।
 মাও সঙ্গে আইমন হইলা মোহিত ॥
 অন্তগত^৬ ছায়া-কাস্ত^৭ হৈল সন্ধ্যা-কাল । (৬১৪৫)
 নিজালায়ে যাইতে চলে^৮ দীন-দয়াল ॥
 মাতামহী মাভুলে ত মাগয়ে মেলানি ।
 “আন্তর্য্য কর ঘরে যাই হইবে রজনী^৯ ॥
 পথ-ক্রমে হৈব বাসি^{১০} প্রবীণ শর্করী ।
 জননী বোলিব মন্দ—এহি শঙ্কা করি ॥ (৬১৫০)
 বুড়ী বোলে “শুন নাতি আমার বচন ।
 আজি রাত্রি এই-খানে করহ শয়ন ॥
 তোর মুখ দেখি থাকি এ চারি প্রহর ।
 প্রভাতে যাইও নাতি আপনার ঘর ॥”
 আইমনে বোলে তবে^{১১} “ভাগিনা^{১২} গোবিন্দ । (৬১৫৫)
 আমার মন্দিরে আজি তুমি^{১৩} যাও নিন্দ^{১৪} ॥”
 বুঝিয়া রাখার মন শ্রীমধু-সুদন^{১৫} ।
 কহিতে লাগিলা তবে মধুর বচন ॥

“শুনহ মাভুল আর^{১৬} শুন মাতামহি^{১৭} ।
 জননী জানেন যদি—তবে আমি রহি^{১৮} ॥” (৬১৬০)
 তাকে শুনি হরষিতে বোলিলা বড়াই ।
 “আমি গিয়া কৈমু নন্দ-যশোদার ঠাঞি^{১৯} ॥”
 আইমনে বোলে “বড়াই শুনহ উত্তর ।
 ভগিনীত কহিও কাহু রৈল মোর ঘর ॥”
 হরিয়-অন্তরে তবে বড়াই চলিল । (৬১৬৫)
 যশোদা নিকটে গিয়া কহিতে লাগিল ॥
 “তোমার মায়ের ঘরে রহিল কাহ্নাই ।
 চিন্তা না করিহ তুমি—কৈলু তোমার ঠাঞি ॥”
 এহি বোলি বড়াই চালাল নিজ ঘরে ।
 ক্ষেণেকে যশোদা দেবী ভাবিল অন্তরে । (৬১৭০)
 “তুংকের বালক পুত্র মোর ভগবান ।
 কেননে রহিব স্তন না করিয়া পান ॥”
 এই ভাবি^{২০} যশোদা তবে চলিলা তুরিত ।
 শীঘ্র-গতি মিলে গিয়া মায়ের পুরীত^{২১} ॥
 যশোদা দেখিয়া তবে^{২২} সচকিত-মন^{২৩} (৬১৭৫)
 পাতিল বিষম মায়া প্রভু নারায়ণ ॥
 জননীর কোলে বসি স্তন করে পান ।
 যশোদারে বলে “মাও যাও নিজ স্থান ॥
 মাভুল বোলয়ে আজি রহিবারে আমি ।
 প্রবীণ না হৈতে নিশি ঘরে যাও তুমি ॥” (৬১৮০)
 গোবিন্দকে সমর্পিয়া জননীর ঠাঞি^{২৪} ॥
 আপনার মন্দিরে যশোদা চলি যাঞি^{২৫} ॥

(১) ‘অবসর’ ইত্যাদি শ্লোকের স্থলে—

‘ভোজনের অন্তে কৃষ্ণ কৈল আচমন ।

তাঁহুলে শুনিয়া মুখ বসিলা নারায়ণ ॥’ ঘ ;

- (২) ‘চর্কন’ খ ; (৩) ‘প্রভু’ ঘ ; (৪) ‘লক্ষী দেবী’ গ ;
 (৫) ‘সেবে’ গ ; (৬) ‘অন্তঃকৃত’ গ, ঘ ; ‘অন্ত গেল’ খ ;
 (৭) ‘দিবাকর’ খ ; (৮) ‘বলে’ গ ; ‘চান’ ক ; ‘চাহে’ খ ;
 ‘মাতামহী’ স্থলে ‘মাতামহি’ গ ; (৯) ‘ঘরে যাইয়া দেখিয়ে
 জননী’ ঘ ; (১০) ‘ভানি’ গ ; ‘দেখি’ ঘ ; (১১) ‘বাপু’ গ ;
 (১২) ‘দয়ালু’ গ ; (১৩) ‘শুভিষা’ ঘ ; (১৪) ‘বুঝিয়া’ ইত্যাদি
 শ্লোকের পূর্বে ক ও ঘ-পুথির অতিরিক্ত শ্লোক, যথা—
 ‘শান্তভী স্বামীর বাক্য শুনিয়া তখন ।
 সাত-পাঁচ করে স্তন্যরী রাখার মন ॥

মোর ভাগ্যে যদি আইজ রহেন দামোদর ।

আজুকর বামিনী প্রসন্ন^{২৬} (র) হবে মোর !’

- (১৫) ‘মোর’ গ, ঘ ; (১৬) ‘মাতামহি’ গ ; (১৭) ‘আছি’
 গ ; (১৮) ‘বোলি’ ক, খ, ঘ ; (১৯) ‘আইমনের পুরীত’ ঘ ;
 ‘মায়ের বিদিত’ গ ; (২০) ‘সব’ ক, গ, ঘ ; (২১) ‘ভরাহুল-
 মন’ গ ; (২২) ‘গোবিন্দকে’ ইত্যাদি শ্লোকের পূর্বে ঘ-পুথির
 অতিরিক্ত শ্লোক যথা—‘শুনিয়া যশোদা তবে গোবিন্দ-
 বচন । আপনার ঘরেত যাইতে করিল গমন ॥’
 (২৩) ‘চলিলাঞি’ ঘ ।

পদ্ম-যোনি ধানে নাহি^১ পায় যার সন্ধি ।
 মোহ পায় ব্রজ-লোকে দৈবে অল্প-বুদ্ধি ॥
 মূনির বচন শুনি অমৃতের ধার । (৬০৮৫)
 প্রণতি-পূর্ব্বকে রাজা পুছে^২ পুনর্ব্বার ॥
 “শুন শুন^৩ মূনিবর করে^৪ নিবেদন ।
 বিস্ময় জন্মিল শুনি তোমার বচন ॥
 প্রথমে আপনে গোসাঞি কৈছ মোর ঠাঞি^৫ ।
 মোহিবারে মহামায়া বিনে^৬ কেহ নাই^৭ ॥ (৬১১০)
 ঠাঞি^৮ সে মোহিত করঞি এ তিন ভুবন ।
 মায়ায়ে পীড়িত^৯ লোক তাতান কারণ ॥
 মনি বোলে “কহিছ সত্য না পারি খণ্ডিতে ।
 মহামায়া বিনে কেহ না পারে মোহিতে ॥
 ইহাব কারণ কহি শুনহ হরিরে^{১০} । (৬১১৫)
 মহামায়া মোহিত কবে বিষ্ণুর আদেশে^{১১} ॥
 গান আছা বিনে মোহিবার নারে গৌরী^{১২} ।
 বিস্তারিয়া কহি শুন অবধান করি ॥
 আমার ত্রাঙ্গণী জান অরণী^{১৩}-নাম ধরে ।
 শুক-দেব জন্ম লৈল তাতান উদরে ॥ (৬১২০)
 অষ্টাদশ বরিস করিলা গর্ভ-বাস ।
 যজ্ঞা পাইয়া ত্রাঙ্গণীর হৈল ত্রাস ॥
 ত্রাঙ্গণীর দুঃখ দেখি মুই পাইলু^{১৪} ভীত ।
 বিনয়-পূর্ব্বকে জিজ্ঞাসিলু সমুচিত ॥

“আপনে না জন্ম কেনে—কহ সবিশেষ^{১৫} । (৬২০৫)
 কোন হেতু তোমার মায়েক দেহ ক্লেষণ^{১৬}”
 এমত বিনয় করি কহিলাম তাত ।
 উদরে থাকিয়া শিশু^{১৭} কহে অকস্মাত ॥
 “জনক-জননি শুন নিবেদন মোব ।
 জন্মিতে আমার আছে অত্যন্ত দুঃখ ॥ (৬২১০)
 মহামায়া-রূপে দেবী মোহিছে^{১৮} সংসার ।
 না জন্মিমু তান দৃষ্টি—প্রতিজ্ঞা আশ্রয় ॥
 গো-শৃঙ্গেত সর্প^{১৯} যত-ক্ষণ পয় ।
 অন্তর হইলে দুর্গা—মোর জন্ম হয় ॥”
 তাকে শুনি বড় চিন্তা পাই মনে-মন^{২০} ॥ (৬২১৫)
 পুরাণেত শুনিয়াছি ব্রজা সনাতন ॥
 উদ্দেশে স্তম্বিলু গিয়া ক্ষীরোদ-পুলিনে ।
 অন্ধরেত ধনিং^{২১} হৈল মোর শুভ-দিনে^{২২} ॥
 “মনস্কাম সিদ্ধি হৈব^{২৩} চল নিজ-ঘর ।”
 দুর্গাকে আদেশ কৈলা ত্রিদশ-ঈশব । (৬২২০)
 “গো-শৃঙ্গেত সরিষা থাকয়ে যত-ক্ষণে ।
 তত-ক্ষণ অন্তর হও^{২৪}—আমার বচনে ॥”
 হরির আদেশে দুর্গা হইলা অন্তর
 জন্মিলেক শুক-দেব আমার কোণ্ডর ॥
 মহামায়া মোহিতে নারিলা তান মন । (৬২২৫)
 তপস্বী করিতে পুত্র চলিলা তখন ॥

(১) ‘ধানে নাহি’ স্থলে ‘কুশাসনে’ ঘ; ‘ঈশানে’
 না^১ ক; ক্লোক-টা খ-পুথিতে নাই। (২) ‘বোলে’
 গ; ‘জিজ্ঞাসে’ ঘ; (৩) ‘অয়ে প্রহু’ ক, খ, ঘ; (৪) ‘হানে’
 ঘ; (৫) ‘পরে’ গ; (৬) ‘নাহি জানে’ ঘ; (৭) ‘পরে’ গ;
 (৮) ‘মোহিত’ গ; (৯) ‘শুন সবিশেষ’ ক; ‘ইহার
 কারণ-কথা শুন নরেশ্বর’ ঘ; (১০) ‘বিষ্ণুর উপদেশ’ ক;
 ‘মোহিবারে মহাবিষ্ণুর আদরে আদেশ’ খ; ‘মোহিবার
 (মহা) মায়া বিষ্ণুর আদর’ ঘ; (১১) ‘বিনে তেহ মোহিতে
 না পারি’ ক; (১২) ‘চর্যা’ ক, খ; ‘সত্যবতী’ গ;
 সকল পুথির পাঠই অশুদ্ধ; বিষ্ণু পুরাণাদির মতে
 শুক-দেবের মাতার নাম—‘অরণী’। (১৩) ‘মুক্তি হৈলু ভীত’
 ক, খ; ‘মোর হইল ভীত’ ঘ।

(১৪) ‘না কহ বিশেষ’ ঘ, (১৫) ‘কোন হেতু ত্রাঙ্গণীকে দেহ
 এত ক্লেষণ’ ক, খ, গ; (১৬) ‘তবে’ ক; ‘শুকে’ খ; (১৭)
 ‘মোহিত’ ক, খ; ‘মোহিলা’ ঘ, (১৮) ‘সর্প’ গ; ‘সর্প’ ঘ;
 ‘গো-শৃঙ্গেত সরিষা-গোটা’ ক, খ; (১৯) ‘তাক শুনি পপি-
 চিন্তি চাহিলু’ (‘চাহি’ ক, খ;) ‘তত-ক্ষণ’ (‘কতোক্ষণ’
 ক, খ;) ক, খ, ঘ; (২০) ‘আজ্ঞা’ ক, খ, ঘ; (২১) ‘শুভ-
 ক্ষণে’ গ; (২২) ‘হৈল’ ক, খ, গ; ‘দুর্গাকে আদেশ’ ইত্যাদি
 তিন-টা চরণ গ-পুথিতে পড়িয়া গিয়াছে। (২৩) ‘তাবত
 অন্তর হৈবা’ ক, খ।

নাড়ীয়ে উত্তরী করি তপস্রাত্তে যায় ।
 কান্দিয়া জননী যায় — ফিরিয়া না চায় ॥
 স্নেহ মায়া কিছু নাহি লোকাচার-ভয় ॥
 নির্মল-অংশ শুক-দেব তেজময় ॥ (৬২৩০)
 তবে দুর্গা মহামায়া মোহিবাব তরে ॥
 পাছে পাছে চলি যাঞি ডাকি উচ্চ-স্বরে ॥
 মোহ করিবারে মহামায়া ডাকি যায় ।
 কারুণ্য-শরীর শুকে ফিরিয়া না চায় ॥
 নানা মূর্ত্তি ধরি দুর্গা চলিলা তখন । (৬২৩৫)
 কোন-মতে মোহিতে না পারে তান মন ॥
 অপরে ভবানী দেবী হইলা ধোড়লী ।
 নব-যৌবনী—সঙ্গে পরম-রূপসী ॥
 রূপ ধরি মহামায়া হৈলা বিবসন ।
 শুক-দেবের সমুখে দণ্ডাইলা সেহি-ক্ষণ ॥ (৬২৪০)
 বিষ্ণু স্মরি শুকে বোলে দেবী বিদ্যমান ।
 “হেন মনে লয় এই স্তন করি পান ॥
 এই বেশে মোর আগে কেনে আইলা মাও ।
 শিবের নিকটে দেবী এই বেশে যাও ॥
 সহজে ভাঙড় তাঞি—স্থির নহে চিত্ত ॥ (৬২৪৫)
 দেখিয়া তোমার রূপ হইব মোহিত ॥

শত-সহস্র অক্ষ যদি আগে থাক মোর ॥
 হরির কৃপায়ে তেঁহু মায়ের সমসর ॥”
 এহি বোলি বিষ্ণু স্মরি—জপে ব্রহ্ম-তন্ত্র ॥
 চারি-বেদ কঠাগ্রত হয় বীজ-মন্ত্র ॥ (৬২৫০)
 জ্যোতিষ্ময় উদ্দেশিয়া আরস্তিলা ধ্যান ।
 লজ্জিত হইয়া দুর্গা গেলা নিজ-স্থান ॥
 এহি গুহ্য-বিবরণ শুন নরেশ্বর ।
 হরির অধীন জান যত পূর্বপার ॥
 মহামায়া আদেশিত যেই জনের হয় ॥ (৬২৫৫)
 মোহিব গোয়াল-সব এ কোন বিস্ময় ॥”
 প্রণমিয়া কহে রাজা মূনির চরণে ॥
 “মনের বিস্ময় মোর ঘুচিল অখনে ॥
 কেন-মতে গোপী-নাথে বঞ্চিলা রজনী ।
 সে সকল বিবরণ কহ মহামুনি ॥” (৬২৬০)
 মুনি বোলে “ঘরে যদি গেলেন বশোদা ।
 পরম-সন্তোষ হৈলা সুবদনী রাধা ॥
 তবে ঘোর নিশি হৈল দেখিয়া তখন ।
 গোবিন্দের নিকটে বোলিল আইমন ।
 “নির্জ্জন-মন্দির আছে যথা থাকি আমি । (৬২৬৫)
 সেই ঘরে শয়ন বাপু কর গিয়া তুমি ॥”

(১) ‘জননীয়ে বোলে যত’ ক, খ; ‘জননীয়ে কানে তবে’ ঘ;

(২) ‘মহান দেহ নাহি কিছু লোক চর্চা-ভয় ।
 ব্রাহ্মণী ফিরিল—দেখি নির্ভয় তনয় ॥’ ক;
 ‘মায়া তেজি ততক্ষণে লোক-চন্দায় (চর্চায়) ।’
 ব্রাহ্মণী ফিরিল—দেখি নির্দয়া হৃদয় ॥’ ঘ;

(৩) ‘তবে দুর্গা দেবী চাহে মো (হ) করিবারে’ ঘ;
 (৪) ‘পাছে পাছে ডাকি যাঞি বড় উচ্চ-স্বরে’ গ;
 (৫) ‘মায়া করি মহামায়া পাছে’ ঘ; (৬) ‘শুকের’ ঘ;
 (৭) ‘নব-বয়স-রূপে হৈল’ ক; ‘নব-যুবা রঙ্গ দেবী’ খ; ‘নব-
 যুবা-রূপে তেজ’ গ; (৮) ‘অত্যন্ত-সুন্দর-রূপে’ গ;
 (৯) ‘কাছে’ ঘ, (১০) ‘রৈছ’ ক, খ, ঘ; (১১) ‘তুমি’ ক, খ;
 ‘মাও’ ঘ; (১২) ‘তিনি’ ক; ‘সে’ খ; ‘নিব’ ঘ;
 (১৩) ‘জান-বিবজ্জিত’ ক, খ, গ;

(১৪) ‘শত-সহস্র অক্ষ আগে জন্ম তোর’ ক;
 ‘শত সহস্র নারী যদি আগে থাকে মোর’ খ;
 ‘শত সহস্র অক্ষ যদি আগে (গে) থাকে (ক) মোর’ গ;
 (১৫) ‘মাও-সমসর’ ঘ; ‘মাতৃ-সমসর’ ক, খ; ‘মায়ের
 সর্ষর (গ)’ গ; (১৬) ‘বিষ্ণু জপি স্মরি ব্রহ্ম-তন্ত্র’ ক; খ;
 ‘জপি ব্রহ্ম-মন্ত্র’ গ; (১৭) ‘চারি বেদময় কঠাগ্রত নিজ মন্ত্র’
 ক; ‘চারি বেদ কঠাগ্রত বিজ ম (হ) সব তন্ত্র’ গ; (১৮)
 ‘মহামায়া-আদেশিত যত-ইতি হয়’ ক, খ; ‘মহামায়া
 আদিসি সব সুলের আশ্রা হর’ ঘ; (১৯) ‘সংশয়’ ঘ; (২০)
 ‘চরণ’ ঘ; (২১) ‘মুঞি বুঝিলু এখন’ ঘ; (২২) ‘নিশি-যোগ’
 ঘ; (২৩) ‘নিকটে গেলেন’ ঘ; (২৪) ‘তথা’ ঘ; ‘নিকুঞ্জ-
 মন্দিরে যথা থাকিতাম আমি’ গ; গ-পুথিতে ‘নিকুঞ্জ-
 মন্দিরে’ ইত্যাদি চরণ-টা ‘সেই ঘরে’ ইত্যাদি চরণের
 পরে আছে । (২৫) ‘আজি’ ক, খ; ‘শক-টা ঘ-পুথিতে নাই ।

নিভূতে^১ কহিল বুড়ী রাধিকার গোচর ।
 “কেমতে ছাওয়াল কাহ্নু রহিব একেশ্বর ॥
 পুত্রে না জানে করি আপনে থাকিও^২ ।
 কুখা হৈলে সর দধি খাইবারে দিও^৩ ॥” (৬২৭০)
 রাধা বোলে “শাশুড়ী গ কৈতে না যুয়ায়^৪ ।
 স্বামী যদি জানে তবে কি হবে উপায়^৫ ॥”
 বুড়ী বোলে “তার লাগি কোন চিন্তা তোর^৬ ।
 ভাগিণী তাহারে আমি—না করিবা ডর^৭ ॥”
 আইননের মন্দিরে শুইলা ভগবান । (৬২৭৫)
 আইনন রাধিকা শুইলা এক-স্থান ॥
 গাইমনে বোলে “রাধা শুনহ উত্তর ।
 কাহ্নুর নিকটে তুমি চলহ সত্বর ॥”
 শাশুড়ী বোলিছে^৮ আর বোলে^৯ নিজ-পতি ।
 কাহ্নুর সাক্ষাতে গেলা রাধিকা-যুবতী ॥ (৬২৮০)
 প্রদক্ষিণ করি রাধা বন্দিলা চরণ ।
 বাম-পাশে স্তবদনী করিলা শয়ন ॥
 একে দেখি^{১০} যদু-পতি^{১১} পরম-কৌতুক ।
 প্রেম-আলিঙ্গনে চুম্বি^{১২} রাধিকার মুখ ॥

মদন-উল্লাসে^{১৩} তবে দেব যদু-পতি । (৬২৮৫)
 ভুঞ্জয়ে শৃঙ্গার-রস হরষিত-মতি^{১৪} ॥
 রতি ভুঞ্জি বিশ্রাম করিলা গোপী-নাথে ।
 তখনে সুন্দরী রাধা বোলে ঘোড়-হাতে ॥
 “ওহে প্রভু প্রাণ-নাথ শুন নিবেদন ।
 জন্মে জন্মে সেবি যেন তোমার চরণ ॥ (৬২৯০)
 পূর্ব-জন্মের ফলে মুই হৈলু তোমার দাসী^{১৫} ।
 আজি ভয় দূব কৈলা তুমি এথা আসি ॥
 আপনে শাশুড়ী মোরে বেগতা^{১৬} করিয়া ।
 তোমার নিকটে মোরে দিল পাঠাইয়া ॥
 মোহিলা বুড়ীর মন বড়ই গরুট । (৬২৯৫)
 বুঝিতে না পাবি প্রভু তোমাব কপট ॥”
 মধুর বচন প্রভু শুনিয়া রাধার ।
 প্রেম-ভাবে আলিঙ্গন দিলা পুনর্বার ॥
 সুন্দরী রাধিকা তবে^{১৭} চরণে^{১৮} ধরি^{১৯} ॥
 স্নকোমল-ভানে কহে যদু-সুহৃদ করি^{২০} ॥ (৬৩০০)
 “অহে প্রভু প্রাণেশ্বর কত কৈম আর ।
 এ রূপ-মৌবনে দাসী হইলু তোমার ॥
 তুমি বিনে প্রাণ-নাথ আর কেহ নাই ।
 সদাই নিরখি পদ—এহি মাত্র চাই^{২১} ॥

দেখিলে সে রহে প্রাণ—না দেখিলে মরি ॥ (৬৩০৫)
 অনুক্ষণ থাকি এই রাজা-পদ ধরি ॥
 কণেকে না দেখি যদি রাজা-পদ-খানি ।
 শত যুগ-পরিবর্ত্ত তখনেই জানি ॥”
 সভাবতী-সুত বাস নাবাযণ-অংশ ।
 সংক্ষেপে রচিল পুণ্যশ্লোক হরিবংশ ॥ (৬৩১০)

(১) ‘নিবৃতে’ গ; ‘নিবৃত্তনে’ খ; ‘ধীরে ধীরে’ ঘ; ‘নিভূতে’ ইত্যাদি শ্লোকের পূর্বে ঘ-পুথির অতিরিক্ত শ্লোক বধা—‘নিকুঞ্জ-মন্দিরে যদি আসিলা নারায়ণ ।

রাধারে বোলেন বুড়ী মধুর বচন ॥’

(২) ‘মতে’ খ; (৩) ‘আপনে থাকিবা’ খ; ‘তথ্যতে থাকিবা’ ক; ‘আপনে তথা যাইও’ ঘ; (৪) ‘দিবা’ ক, প; (৫) ‘কৈতে’ ইত্যাদি স্থলে—‘হেন বোল কেনে’ গ; (৬) ‘বানে মোর কি হৌক তখনে’ গ; (৭) ‘কোন’ ইত্যাদি স্থলে ‘কিছু চিন্তা নাহি তোর’ গ; (৮) ‘পুল্ল বর্কর’ গ; ‘কেবল বর্কর’ ক, খ; (৯) ‘শাশুড়ীর আজ্ঞা (‘বল’ ক) ‘পাইছে’ ক, গ; (১০) ‘বোলিল’ ঘ; (১১) ‘জা দেখিয়া’ গ; (১২) ‘সুবরাজ’ ক, খ, গ; (১৩) ‘প্রেম-চুম্বন দিলা’ ক; ‘প্রেম-আলিঙ্গন কৈলা’ গ;

(১৪) ‘উষোগে’ ক, গ, ঘ, (১৫) ‘হটয়া উর্ধ্ব (ম) তি’ ঘ; (১৬) ‘পূর্ব-জন্মের’ ইত্যাদি শ্লোক গ-পুথিতে নাই। (১৭) ‘মিনতি’ ঘ; (১৮) ‘তান’ গ; (১৯) ‘চরণে ধরিয়া’ গ; (২০) ‘মদ মদ করিয়া’ গ; (২১) ‘ও রাজা-চরণ সেবি এতি বর চাই’ ঘ।

সেই শ্লোক বাখান করিয়া পদ-বন্ধে ।
লোকে বুঝিবারে বোলে দীন ভবানন্দে ॥

রাগ নাগুদ

“রাঙ্গা-পদে কত নিবেদিমু ।
পিরিতি পাতল হৈলে সহজে মরিমু ॥ ধ্রু ।
রাতুল চরণে ধরে^১ পরিহার করে^২ ॥ (৬৩১১)
প্রেমখানি বিসরিলে^৩ খুরিয়া সে মরে^৪ ॥
আপনে জানহ মোর পাণ-পুণ্য যত ।
মোর প্রাণ-নাথ তুমি—তোমার এমন কত ॥ ধ্রু ॥
মুখে প্রভু যে^৫ সে বোল—রাখিও^৬ অস্তুরে ।
আর জন পাইয়া^৭ তুমি না ছাড়িহ মোরে ॥ (৬৩২০)
মোর মনে গোপী-নাথ তুমি নহে ভীন^৮ ।
রাধার সংবাদ কহে ভবানন্দ দীন ॥

রাগ আসরাবি^{১০} ।

“কেনে^{১১} পরিহর বন্ধু আমি-হেন^{১২} দাসী ।
সস্তাবা করিতে লাজ-ভয় আমি^{১৩} বাসি ॥
শাশুড়ী ননদী মোর আর গতি-জন । (৬৩২৫)
আপনে মোহিত কৈলা তা-সমার^{১৪} মন ॥
সে সকল বাদী নহে^{১৫}—ই সে মোর ভাল^{১৬} ।
এবে সে জানিলু মোর ঘুচিল জঞ্জাল ॥

তুমি বিনে প্রাণ-নাথ কে আছে^{১৭} আমার ।
রাতুল চরণ বিনে গতি নাহি আর ॥ (৬৩৩০)
এ রূপ-যৌবন মোর তোমার অধীন^{১৮} ।
রাধার সম্বাদ কহে ভবানন্দ দীন ॥

রাগ নট্ট বেলআর^{১৯} ।

“হের রে গোপী-নাথ না ছাড়িও মোরে ।
নয়ান ভাবিয়া দেখো^{২০} গলায়ে গাঁথিয়া রাগে^{২১} ।
হেন মোর মনে সাধ করে ॥ ধ্রু । (৬৩৩৫)
মোব মনে যে আছিল আজি যে সাফল হৈল^{২২} ॥
জঞ্জাল করিলা মোর দূর ।
দেখা না দেও প্রাণেশ্বর পরাণ খুরয়ে মোর^{২৩} ।
তবে জানি নিদয়া নিঠুর ॥
করে^{২৪} মুই পরিহার কত বা কহিমু আর (৬৩৪০)
নিদয়া নিঠুর না হৈও^{২৫} ॥
বোলিমু চরণে যখন যে থাকে মনে^{২৬} ।
মরম ভাঙ্গিয়া মোরে কৈও ॥”
কেশ দুই ভাগ করি রাধিকা-মুন্দরী
চরণেত ধরিয়া^{২৭} কান্দে । (৬৩৪৫)
ভকতি-মুকতি-হীন কহে ভবানন্দ দীন
শুনিয়া বোলে কালাচান্দে ॥

(১) ‘শ্রীরাগ’ ক ; ‘ভাটীয়া’ খ ; এই গীত-টা ঘ-পুথিতে
নাই । (২) ‘বিচ্ছেদ’ গ ; (৩) ‘ধরি’ ক, খ ; ‘রাধা’ গ ;
(৪) ‘করে’ গ ; ‘শোক পরিহরি’ খ ; (৫) ‘বাড়াইয়া’
ক ; (৬) ‘মরি’ ক, খ ; ‘মরে’ গ, (৭) ‘সেই’ গ ;
(৮) ‘না রাখ’ ক ; (৯) ‘অপয়ন পাইবা’ ক ; (১০) ‘কণাট’
ক, ঘ ; খ-পুথিতে ‘রাগ’ ইত্যাদি স্থলে ‘পদ-বন্ধ’ ।
(১১) ‘কেনে রে’ ঘ ; (১২) ‘হেন’ ঘ ; (১৩) ‘নাহি’ ক,
খ ; (১৪) ‘তা-সমাইর’ ক, খ ; ‘তার-সবের’ গ ;
(১৫) ‘হনে’ খ ; ‘শাশুড়ী নাহিক বাদী’ গ ; (১৬) ‘এই
হৈল ভাল’ গ ; ‘হৈল (‘হৈছে’ খ) মোর ভাল’ ক, খ ;

(১৭) ‘কোচ বেলয়ার’ ক, ঘ, ‘ভাটীয়া’ খ ; (১৮) ‘মোব
মনে’ ইত্যাদি কলি ক, খ ও গ পুথিতে নাই,
—উহার পরিবর্তে পাঁচ-টা বিচিত্র প্রকৃষ্ট কলি আছে ;
উক্ত কলিগুলিতেও আবার বিচিত্র পাঠ-ভেদ দেখা যায় ;
পরিশিষ্টের ২০ সংখ্যক পাঠান্তরে পাঠ-ভেদ সহ প্রকৃষ্ট
কলি-গুলি প্রদর্শিত হইল । এখানে মূলের শ্রুত ঘ-পুথির
পাঠই প্রামাণিক ও সম্ভব । (১৯) নিদয়া নিঠুর না হইও^{২৫}
গ ; ‘নিঠুর মোরে নহির’ ঘ ; (২০) ‘সহজে হইছ কেমন,
ভাঙ্গি যায় সব (‘ভাঙ্গিবা এ সব’ ক ;) প্রেম’ ক, গ,
‘সহজে হইয়া কেমন, যদি বা ভাঙ্গয়ে প্রেম’ খ ; ‘মরম’
ইত্যাদি স্থলে ‘মোর প্রতি ভাঙ্গি কথা কৈও ॥’ খ ;
(২১) ‘রাতুল-চরণে ধরি’ ক, খ ।

পদ-বন্ধ।

কান্ধু বোলে “শুন প্রিয়া বচন আমার।
শোক দুঃখ ক্ষেমা কর—করোঁ পরিহার” ॥
তুমি বিনে আর কেবা মোর প্রাণেশ্বরী। (৬৩৫০)
অসম্ভব কথা আর না কহ সুন্দরি ॥
যদি আমা হনে জ্ঞান অন্ন সেবা হয়।
শান্তি কর প্রাণেশ্বরী—যেহি মনে লয় ॥
আর এক কথা প্রিয়া শুন দিয়া মন।
সাক্ষাত হইমু তুমি স্মর যেই কণ ॥” (৬৩৫৫)
এহি বোলি ধরিলেক রাধিকার হাথে” ॥
হরিণে শৃঙ্গার ভুঞ্জে প্রভু গোপীনাথে” ॥
নানা-রসে বঞ্চে চারি প্রহর শর্বরী।
রজনী-প্রভাতে বোলে রাধিকা-সুন্দরী ॥
“উচিত নহেত আমি রহিতে অখন”। (৬৩৬০)
সে ঘরেতু যাউ—যথা আছে গুরু-জন” ॥”
‘তাক শুনি হরিণে বলিলা যদু-পতি’ ॥
“রহিতে উচিত নহে—যাও রসবতি ॥”
রাধিকা রহিল” গিয়া শাস্ত্রীর কাছে।
উঠিল গোবিন্দ তবে কতক্ষণ পাছে ॥ (৬৩৬৫)
মনেত ভাঙ্কিলা তবে নাগর কান্ধাই।
এথা থাকি কার্য্য নাই—বুঢ়ীর আগে যাই” ॥
প্রেম-খানি বাঢ়াইবার আছে বড় যত্ন।
সেহি-খানে আধিষ্ঠান হৈল” পঞ্চ-রত্ন ॥

পরম হরিণে হরি” বুঢ়ীর কাছে যাঞি। (৬৩৭০)
পঞ্চ-রত্ন আনি দিলা মাতামহীর” ঠাঞি ॥
হেমময় পুরী-খান পঞ্চ-রত্ন পাটল।
মোহিত হইয়া বুঢ়ী হরষিত হৈল ॥
হরি বোলে “মাতামহী” শুনহ বচন।
আজ্ঞা কর নিজ-গৃহে” করিয়ে গমন ॥” (৬৩৭৫)
একান্ত মধুর শুনি গোবিন্দের ভাব।
হাসিয়া হাসিয়া বুঢ়ী করে পরিহাস ॥
“অহে যুবরাজ শুন” রসের নাগর।
নির্দয় পুরুষ-জাতি একান্ত পামর ॥
যার সঙ্গে” প্রেম বাঢ়াও এত যত্ন করি। (৬৩৮০)
কি সুখে” যাইবা হেন জন পরিহরি ॥
কুলিশ-অধিক বাসি” তোমার হৃদয়।
একেবাবে কেনে হৈলা এমত নির্দয় ॥
তোমার বিরহে মোর বধু বিরহিত” ॥
না কহে তোমার ঠাঞি লজ্জার নিমিত্ত” ॥ (৬৩৮৫)
শুনিয়া বুঢ়ীর বাক্য যদুপতি হাঁসে।
ভূমিত থাকিয়া রাধা স্বর্ণ হেন বাসে” ॥
গোবিন্দ বোলয়ে তবে শুন মাতামহি” ॥
মনের মানস আমি তোর ঠাঞি কহি ॥
নির্জন”-মন্দিরে রাখা থাকিব নিশিত। (৬৩৯০)
তোর বাক্যে আপনে আসিমু নিত-নিত ॥”
এহি কথা কহি তবে সুদর্শন-ধর।

বদন-কেশেত বুঢ়ীর” দিলা পদ্ম-কর ॥

(১) ‘আমার বচন’ গ। (২) ‘করো নিবেদন’ গ;
(৩) ‘আছে’ গ; ‘তুমি বিনে’ ইত্যাদি তিন-টা শ্লোক
য-পুথিতে নাই (৪) ‘করে’ গ; (৫) ‘সেব দামোদরে’ গ;
(৬) ‘তবে’ গ; (৭) ‘উচিত না হয় আমার রহিতে
অখনে’ গ; (৮) ‘ঘরে চলি যাই আমি—থাকহ
আগনে’ গ; (৯) ‘তাক শুনি যদুপতি হরষিত-মতি।
(১০) ‘কহিল (?)’ গ; ‘রাধিকা’ ইত্যাদি শ্লোকের পূর্বে
য-পুথির অতিরিক্ত শ্লোক যথা—

‘প্রণাম করিয়া রাধা চলি যাও (৩) ব (ত) থ’।
একেশ্বর মন্দিরে কান্ধু রহিলেন এথা ॥”
(১১) ‘রহিবার কার্য্য নাই ঘরে চলি যাই (‘মাঘের
কাছে যাই’ ক, খ;) ক, খ, ঘ; (১২) ‘অতি’ ক, খ, ঘ;

(১৩) ‘করিল’ ঘ; (১৪) ‘তবে’ খ, ঘ; গ-পুথিতে শঙ্ক-টী
নাই; (১৫) ‘মাতামহি’ গ; (১৬) ‘আজ্ঞা পাইলে গৃহে’ ঘ;
(১৭) ‘তুমি’ গ; (১৮) ‘ওলে’ গ; ‘যার সঙ্গে’ ইত্যাদি
শ্লোক য-পুথিতে নাই। (১৯) ‘শক্যে’ ক, গ; (২০)
‘কুলিশ সদৃশ বাসো’ ঘ; (২১) ‘বিরহিত’ ক; ‘তোর কারণে
মোর বধু সদা বিরহিত’ ঘ; (২২) ‘তোমারে সন্তাষিতে
তোমার উচিত’ ঘ; ‘লজ্জার কারণে’ ক; (২৩) ‘তুমি
থাকি স্বর্ণ পাইল রাধিকায় বাসে’ গ; (২৪) ‘মাতামহি’
গ; (২৫) ‘নিরুজ’ গ; (২৬) ‘বুঢ়ীর মুখে তবে’ গ।

মুনি বোলে—“শুন রাজা বড়ই কোতুক ।
 পোড়া কেশ জন্মিলেক—পূর্ব মত মুখ ॥৩৩৫৥
 মাতামহী নমস্করি চলে নারায়ণ ।
 লজ্জায় রাধিকা না কৈলা সন্তাষণ ॥
 যশোদার কাছে গিয়া শীঘ্র গতি মিলে ॥
 স্তন খাইতে উঠে তান জননীর কোলে ॥
 প্রভুর বিষম মায়া—কে বুঝিতে পারে । (৬৪০০)
 মায়ায়ে মোহিত করি রাখিলা সমারে ॥”
 মুনি বোলে “শুন রাজা হৈয়া সাবধান ।
 এহি-মতে বিহার করয়ে ভগবান ॥
 বৎসরেত হয় যত ঋতুর উদ্যম ॥
 শৃঙ্গার-তরঙ্গে হরি বঞ্চে অনুক্রম ॥ (৬৪০৫)
 নিত্য নিত্য রাধার সহিতে কেলি করে ।
 মায়ার কারণে কেহ লক্ষিতে না পারে ॥
 রাধার মন্দিরে যাঞি হৈলে নিশি-যোগ ।
 সকল শর্বরী তথা করঞি সন্তোষ ॥
 নিশি হৈলে যাঞি তথা আইসঞি বিহানে ॥ (৬৪১০)
 ধেমু-বৎস লৈয়া তনে যাঞি বন্দাবনে ॥
 জল ভরিবারে যাঞি রাধা রসবতী ॥
 বন্দাবনে কেলি করি ভুঞ্জিঞি হুরতি ॥

এহি মতে হৈল রাজা দুই-অঙ্গ গত ॥
 শুনিলায় মহারাজ পুণ্য ভাগবত ॥ (৬৪১৫)

[ব্রজ-গোপগণ কর্তৃক শ্রীরাধা-কৃষ্ণের পূজা
 ও হোরি-ক্রীড়া]
 পদ-বন্ধ ।

তবে জন্মেজয় রাজা পরম-কোতুকে ।
 জিজ্ঞাসিলা ২২ মুনির ঠাঞি প্রশ্ন-পূর্বক ॥
 “মনোহর কাব্য-রস ২৩ কহ মহামুনি ।
 হরির গুণাশ্রয় ২৪-কথা তোমা হনে শুনি ॥”
 রাজার ২৫ ভক্তিয়ে মুনি গুহ্য-কথা ২৬ কয় ২৭ ॥ (৬৪২০)
 কোকিলের ধ্বনি যেন বসন্ত-সময় ॥
 “শুন জন্মেজয় রাজা পূর্ব-বিরণ ।
 গোকুলে বিহার করে ব্রজ-সনাতন ২৮ ॥
 ঋতু-রাজ প্রচরিল ২৯—বন ৩০ কুসুমিত ।
 ভ্রমরে ঝঙ্কার করে অতি স্থলিলত ॥ (৬৪২৫)
 বিকসিত নানা পুষ্প আমোদিত গন্ধ ।
 মত্ত হৈয়া অলি-রাজে পিয়ে ৩১ মকরন্দ ॥
 কোকিলা পঞ্চম গায় স্থলিলত-স্বরে ।
 ভৃঙ্গ চিকুরে ৩২ কুহুমে ৩৩ নাদ করে ॥

(১০) ‘দুই অঙ্গগত’ ক ; (১১) এই শ্লোকের স্থলে
 ঘ-পুথির পাঠ, যথা—

‘মুনি বোলে রাধার কাব্য-রস দড় ।

এক দিন অত্যন্ত কোতুক হৈল বড় ॥’

অতঃপর খ, ছ ও ঘ-পুথিতে দুইটা দীর্ঘ প্রক্লিষ্ট পালা
 আছে; উহার সংশোধিত পাঠ পরিশিষ্টের ২১ সংখ্যক
 পাঠান্তরে প্রদর্শিত হইল ।

(১২) ‘পুছিলা’ ক, খ; (১৩) ‘কথা’ খ; (১৪) ‘গুণান-ব’
 ক; ‘গুণাশ্রয়’ খ; ‘গুণাহুতাব’ গ; (১৫) ‘বাহার’
 ঘ; (১৬) ‘মহাপুণ্য’ ক, ঘ; (১৭) ‘হরি-গুণ’ খ; ‘হয়’ ঘ;
 (১৮) ‘প্রভু নারায়ণ’ ঘ; (১৯) ‘চরিত্রে’ ঘ; ‘প্রবৃত্ত য়ে’ ক;
 (২০) ‘বকুল’ ঘ; (২১) ‘বিকসিত হইয়া আইসে’ ঘ;
 (২২) ‘কুহুটে কুরক’ ক; ‘রঙ্গ ভঙ্গ করিয়া’ ঘ; ‘ভৃঙ্গ
 চিবকে’ ঘ; (২৩) ‘কুহুমিত’ গ; ‘কুহুমি (ত)’ ক ।

(১) ‘পোড়া কেশ বাটিল পূর্ব-রূপ পাইল মুখ’ গ;
 (২) ‘রাধিকায়’ খ; ‘রাধিকা সেবী’ ঘ; (৩) ‘শীঘ্র’
 ইত্যাদি স্থলে—‘স্বকোমল বোলে’ ঘ; (৪) ‘স্তন পান
 করি (‘করিতে’ খ) উঠে জননীর কোলে’ ক, খ, ঘ;
 (৫) ‘বৎসরে বৎসরে বড় ঋতু রত্ন সনি (?)’ ক; ‘বৎসরে
 বৎসরে ঋতু : ফিরে উর্দ্ধ (জ)মে’ ঘ; (৬) ‘বঞ্চে
 অনুক্রমে’ ঘ; ‘বঞ্চে রজনী’ ক; ঘ-পুথিতে এই
 শ্লোক নাই। (৭) ‘উপভোগ’ গ; ‘শর্বরী ভরিয়া
 রতি করেন সন্তোষ’ ক, খ; ‘শর্বত্র ব্যাপিয়া রতি করেন
 সন্তোষ’ ঘ; (৮) ‘জলেরে বা যান যদি’ ক, খ; ‘আনিবার
 ব্যাধি জল রাধা রসবতী’ ঘ; () ‘পাশ্চলিত হইলে সন্তোষ
 হয় রতি’ ঘ ।

চক্রবাক হংস সবে করে নানা রঙ্গ । (৬৪৩০) কুস্ত-রাশি হয় জান'এহি মধু-মাস ।
 ময়ূরে পেখন ধরি' করে অঙ্গ-ভঙ্গ' ॥ মুক্তি-দায়ক কর্ম করিমু'প্রকাশ ॥
 যুবক-যুবতী-রঙ্গ শোভে অতি ভাল । পূর্ণমাসী সৌর চন্দ্র বসন্ত-পূর্ণিমা' (৬৪৫০)
 এক দিন গোবিন্দের জন্মিল খেয়াল ॥ অতিমুখা'যুগাদা পুণ্যের নাহি সীমা ॥
 ত্রৈলোক্য-নায়ক প্রভু মায়া করিলাপ্রিঃ । বাহুদণ্ড'মঞ্চ'করি যমুনার কূলে ।
 স্বপ্নে অধিষ্ঠান হৈলা' যদুসেনের ঠাঞি ॥ (৬৪৩৫) মণিময় কাঞ্চন হইব' মোর বোলে ॥
 চারি-খান হস্ত ধরি' চারি বদন । সিংহাসন পাতিয়া' বৈসাইও দৈত্যারি' ॥
 হংসাসন লম্বোদর অষ্ট নয়ন ॥ রাধারে বৈসাইও' বামে তান নিজ-নারী ॥ (৬৪৫৫)
 কমণ্ডলু হস্তে অঙ্গ সূত্র-মালা গলে । নন্দের তনয় জানি না করিও বিধা ।
 ব্রজা-রূপে যদুসেনের কাছে গিয়া বোলে ॥ আইমনের নারী হেন না জানিও রাধা ॥
 'উঠ উঠ যদুসেন কত নিদ্রা যাও । (৭৪৪০) নন্দ বিনে যত গোপ—তুমি আদি করি ।
 আমি ব্রজা আসিয়াছি চক্ষু মেলি চাও ॥" যশোদা রোহিণী বিনে—যত গোপ-নারী ॥
 ডাকে শুনি যদুসেনে মেলিল নয়ন । বলভদ্র আদি করি যথেক রাখাল' (৬৪৬০)
 সন্তমে উঠিয়া তান বন্দিল চরণ ॥ সকলে পূজিব গিয়া দীন-দয়াল ॥
 "অধমের ঘরে কেনে আসিলা গদাধরে' । মন্ত্র পাঠ করিতে নিবা বরিয়া ব্রাহ্মণ' ॥
 পার্ধ্যমা'ণ' জানিয়া করিবা'অঙ্গীকারে ॥" (৬৪৪৫) তুমি আদি ব্রজ-গণে' করিবা কৌতুক ॥
 হাসিয়া বোলপ্রিঃ "শুন যদুসেন গোপ । শিশু সঙ্গে হলধরে নাচিব কোতুকে ।
 মনের বাঞ্ছিত কথা কহিমু স্বরূপ ॥ আবির চন্দন গন্ধ' দিব নারী-লোকে ॥ (৬৪৬৫)

(১) 'কেলি' ঘ ; (২) 'ধরে' ঘ ; (৩) 'অঙ্গ ভঙ্গ করি'
 ঘ অতঃপর ক, খ ও ঘ-পুথির অতিরিক্ত শ্লোক যথা—
 'মল্ল মলয়া-বায়ু সমীর অনন্ত ('বসন্ত' ক,) ।
 মদন-উষেগে ঋতু সতেক বসন্ত ('সন্তত অনন্ত' ক ;) ॥
 'মল্ল মলয়া-বায়ু সমীরে নাই অন্ত ।
 মদন-উদ্যোগে বড় সন্তত বসন্ত ॥' খ ;
 (৪) 'যুবক যুবতী যত সেহি মাত্র ভাল ।' ক ; 'যুবতির
 মনোরম সেহি মাত্র ভাল ।' ঘ ; (৫) 'করি ব্যাক্রি' ঘ ;
 (৬) 'স্বপ্নে কহিলা কথা' গ ; 'অধিষ্ঠান হৈলা' ঘ ; 'স্বপ্নে
 অধিষ্ঠান কহে' ক, খ ; (৭) 'তবে' ক, 'তান' খ, 'শব্দটা
 ঘ-পুথিতে নাই । (৮) 'অধমের ঘরে প্রভু কেনে
 আগমন' ক, খ ; 'অধমের ঘরে গোপাঙ্গি কেনে
 আগমন' গ ; (৯) 'গুহ মনে' ক ; 'পার্ব্যমানে' খ ;
 (১০) 'করহ' ক ; 'আজ্ঞা কর কোন কর্ম করিব অধন' গ ;

(১১) 'কুস্ত রাশি হতে জান' খ ; 'ব্রজবাসী যত
 জনে' ক ; 'গৃহবাসী যত লোক' গ ; (১২) 'করিল'
 গ ; 'করিব' ক ; 'করিগ' ঘ ; (১৩) 'পূর্ণিমা বোলিয়া
 তবে হইলে চন্দ্রিমা' ক ; 'পূর্ণিমা পূর্ণ যে হইলে
 চন্দ্রিমা' খ ; 'পূণ্য মাস বলি পূর্ণ হইবে চন্দ্রিমা' ঘ ;
 (১৪) 'অঙ্গরা গ ; (৫) 'বাহনস্ত' ক ; 'বহনস্ত' (৭) খ ;
 (১৬) 'মণ্ড' গ ; (১৭) 'মুগ্ধ কাঞ্চন হইব' ক ; 'মণিময়
 কাঞ্চন হইব' খ ; 'কমল কনকময় হইব' গ ;
 (১৮) 'পাতি তাতে' গ ; (১৯) 'মুগ্ধারি' গ ; (২০) 'রাধিও'
 গ ; 'রাধিহ' ক, খ ; (২১) 'বাশল গোপাল' গ ; 'একাদশ
 রাণোয়াল' ক, খ ; (২২) 'বিহু পূজা করিবারে
 আনিবা ব্রাহ্মণ' গ ; (২৩) 'ব্রজসবে' গ ; 'ব্রজলোকে'
 ক, খ ; (২৪) 'তানে' গ ।

এহি-মতে যদুসেন পূজিবা নিশ্চয় ১।
 গোকুলের বিন্ধ নাহি—না কর বিন্ধ্যয় ২।
 শুভ দশা হৈল সবে৩ —এহি ভাল যুক্তি।
 পুনর্জন্ম নাহি আর ৪ — সহজেই মুক্তি ৫।
 যে জনে না পূজে বাক্য লজিয়া আমার। (৬৪৭০)
 সবংশে তাহাকে আমি করিমু সংহার ৥”
 যদুসেনে বোলে “প্রভু শুনহ অষ্টাক্ষ।
 কার প্রাণে লজিব তোমার ব্রহ্ম-বাক্য ৥
 যেমত আদেশ কৈলা অধমের স্থানে ৬।
 ভাগ্যে সে গোপের হিত চিন্তিছ আপনে ৭ ৥”(৬৪৭৫)
 এহি বলি দণ্ডবত ৮ করিল সম্মুখে।
 অন্তর্দ্বান ৯ হৈলা ব্রহ্মা আঁখির পলমে ১০ ৥
 যদুসেনে ১১ স্বপ্ন দেখিল যেহি রূপে।
 এহি মতে স্বপ্ন দেখে মুখা মুখা গোপে ১২।
 গোকুলে যুবতী যত আছে মনোরমা ১৩ ৥ (৬৪৮০)
 তার। সবে স্বপ্ন দেখিল এহি-ক্রমে ১৪।
 রাধার নিকটে গিয়া দেব নারায়ণ।
 হাসিয়া হাসিয়া বোলে এহি বিবরণ ১৫ ৥
 শুনিয়া সুন্দরী রাধা হরযিত-মতি।
 মনোরথ-রঞ্জে হরি ১৬ ভুঞ্জিলা মুরতি ১৭ ৥ (৬৪৮৫)

শৃঙ্গার ভুঞ্জিয়া ঘরে গেলা ভগবান।
 হেন কালে হইল রজনী অবসান ১৮ ৥
 নন্দের মন্দিরে গিয়া যদুসেন গোপে।
 কহিল ১৯ ব্রহ্মায়ে আঞ্জা করিলা যে-রূপে ২০ ৥
 গোকুলের ব্রহ্ম-লোক যত আছিল। (৬৪৯০)
 নন্দ-যদুসেনে সবাত কহিলা ২১ ৥
 পুরোহিত শৃঙ্গ-মুনি আসিয়া তখন।
 কহিল যেমত রাত্রি ২২ দেখিলা স্বপন ২৩ ৥
 বয়োধিকা নারী-সবে আসিয়া কহিল।
 শুনিয়া সকল লোকে বিন্ধ্যয় মানিল ২৪ ৥ (৬৪৯৫)
 সকলে দেখিল স্বপ্ন—নাহি তার সীমা ২৫ ৥
 বুঝিতে না পারে কেহো ব্রহ্মার মহিমা ২৬ ৥
 তবে শৃঙ্গ-মুনি কহে করি মহারম্ভ ২৭ ৥
 কালি পূর্ণমাসী কেনে করহ বিলম্ব ২৮ ৥
 যমুনার কূলে সবে ২৯ গিয়া সেহি ক্ষণ ৩০ ৥ (৬৫০০)
 পার্শ্ববের মঞ্চ ৩১ তথা করিল সৃজন ৩২ ৥
 স্বর্ণময় হৈল মঞ্চ হরির কারণ ৩৩ ৥
 আচম্বিত হৈল রত্নময় সিংহাসন ৩৪ ৥
 মকরের ধ্বজ ৩৫ তাতে হৈল আচম্বিত।
 শৃঙ্গ-মুনি আদি সবে ৩৬ হইলা বিন্মিত ৩৭ ৥ (৬৫০৫)

(১) ‘পূজিও নির্ভয়’ ঘ; (২) ‘জানিবা নিশ্চয়’ ঘ; (৩) ‘যার’ ঘ; (৪) ‘তার’ ঘ; (৫) ‘যেমত আমাতে কৈলা শুনিব প্রবণে’ গ; (৬) ‘ভাগ্যদশা গোপের চিন্তিছ আপনে’ গ; (৭) ‘নমস্কার’ ক, খ, ঘ; (৮) ‘অন্তর্দ্বান’ ক, খ, ঘ; (৯) ‘আঁখির পলমে’ স্থলে ‘কহি এহি ক্রমে’ খ; (১০) ‘যদুসেন গোপে’ ক, খ; ‘যেহি দিনে’ গ; ‘মুখা’ ইত্যাদি স্থলে ‘সব গোপীগণে’ গ; (১১) ‘মনোরমা’ ক; (১২) ‘এহিক্রমে স্বপ্ন দেখিল তারা সমা’ ক; (১৩) ‘মনে বড় রক্ষ হরি’ ক; ‘মনোরথ রঞ্জে ভঞ্জে’ খ; ‘মনের ভরঞ্জে হরি’ গ, ঘ; ‘মনরথ-রঞ্জে’ শব্দ-টী লিপি-কর কর্তৃক ভুলে ‘মনরভরঞ্জে’ লিখিত হওয়ার, উহা হইতেই শেষে গ ও ঙ-পুথির এই

বিচিত্র পাঠের উদ্ভব হইয়াছে। (১৪) ‘স্বপ্নে’ গ; (১৫) ‘গোকুলের যত লোক আসিলা তখনে’ ক, ‘গোকুলের যত ব্রহ্ম সকল আনিয়া’ ঘ; (১৬) ‘নন্দ আর যদুসেনে কৈলা সমা স্থানে’ ক, ‘নন্দ আর যদুসেনে কহিলা বুঝিয়া’ ঘ; খ-পুথিতে শ্লোক-টী নাই। (১৭) ‘রাত্রি’ ক; ‘বাহা’ ঘ; ‘কহিলা নিশিযোগে যে’ ঘ; (১৮) ‘বিন্ধ্যয় (‘বিন্মিত’ খ) হইল’ ক, খ, গ; (১৯) ‘কত দিমু সীমা’ গ; (২০) ‘আদি কৈল বোনারম্ভ’ ক, খ, ঘ; (২১) ‘এহিত পূর্ণমাসী করহ আরম্ভ’ গ; (২২) ‘তবে’ ঘ; (২৩) ‘ততক্ষণ’ গ; (২৪) ‘পার্শ্ববের মঞ্চ’ খ; ‘পার্শ্ববের মূর্তি’ ঘ; ‘নানা রয়ে মঞ্চ’ গ; (২৫) ‘মুখ’ ঘ; (২৬) ‘গোপ সব’ গ।

সন্ধ্যা-কাল হৈল—ভানু না দেখি নয়নে ।
 অধিবাসের সস্তার করিল। তপোধনে ॥
 গোপ সঙ্গে আসি মুনি নন্দ-ঘোষ-ঘরে ॥
 গোবিন্দেরে স্নান মুনি করাইল সম্বরে ॥
 গন্ধ-চন্দন তৈল দিলাঞি কোতুকে ॥ (৬৫১০)
 অধিবাস-কন্দ হৈল ব্যবস্থা-পূর্বক ॥
 বৃকভানু গোপ জ্ঞান সমার প্রধান ।
 তার কথা শুন রাজা হৈয়া সাবধান ॥
 এক-খানি ঘর সেহি প্রকোষ্ঠে করিছে ॥
 কত-গুলি মেঘ তাথে বান্ধিয়া রাখিছে ॥ (৬৫১৫)
 গোবিন্দের মায়ায়ে জলিয়া দবানল ॥
 ঘর সনে মেঘগুলি দহিল সকল ॥
 তখনে আকাশ-বাণী হইল স্বরূপে ।
 “বৃকশ বাঞ্ছা কর যদি বৃকভানু-গোপে ॥
 তোমার কুমারী রাধা আইমনের পাশ ॥ (৬৫২০)
 গোবিন্দের সনে তানে ১০ করাও অধিবাস ॥
 তোমার ভাগ্যে আপনে ১০ আসিন মাধব ।
 এই হেতু হৈল এথা ১০ বহির উৎসব ॥”
 মুনি-আদি সকলে শুনিয়া এহি কথা ।
 কৃষ্ণ লৈয়া চলি যাঞি বৃকভানুর তথা ॥ (৬৫২৫)

তবে ১১ আইমনে শুনি এহি বিবরণ ।
 স্তম্ভরী রাধারে লৈয়া আসিলা তখন ১০ ॥
 স্নান করাইয়া গন্ধ-তৈল দিলা তানে ।
 রাধা আর কাহাই বসিলা একাসনে ১১ ॥
 স্বর্গ হনে পুষ্প পড়ে দৌহার উপর ১২ ॥ (৬৫৩০)
 “জয়” “জয়” শ্রুনি হৈল গোকুল-নগর ১৩ ॥
 ইন্দ্র সনে প্রজাপতি আসি সেহি স্থলে ।
 অভিনেক করাইল ১৪ মন্দাকিনী-জলে ॥
 প্রদক্ষিণ করি ব্রহ্মা করিলা প্রণাম ।
 আজি হনে হৈল প্রভুর “রাধা-কান্ত” নাম ॥ (৬৫৩৫)
 শৃঙ্গ-মুনি এ সকল সাক্ষাতে দেখিয়া ।
 সকল গোপের ঠাঞি কৈলা বিশেষিয়া ১৫ ॥
 অবোধ গোয়াল সব—দেখি শ্রুনি ১৬ ধন্দ ।
 পূজা করে ১৭ শৃঙ্গ-মুনি দিয়া ১৮ পুষ্প-গন্ধ ॥
 এহি মতে প্রহরেক শর্বরী বধিলা ১৯ ॥ (৬৫৪০)
 ভোজন অন্তরে সব শয়ন করিল ॥
 রাধার সহিতে হরি করিলা শয়ন ।
 সুরতি-শৃঙ্গার ভুঞ্জে সানন্দিত-মন ॥
 রাধা বোলে “শুন প্রভু বচন আমার ২০ ॥
 মহোদারে আনি—যদি কর অঙ্গীকার ২১ ॥ (৬৫৪৫)
 গোবিন্দ বোলঞি “শুন মোর প্রাণেশ্বর ।
 যেহি ইচ্ছা লয় মনে—করিবারে পারি ২২ ৥”

(১) ‘তখন’ খ, গ; (২) ‘ব্যবস্থা’ ক, খ; ‘ব্যবহার’ গ; (৩) ‘করিল। তপোধন’ গ; ‘করিল। তপোধন’ ক, খ; (৪) ‘গোপী সঙ্গে নন্দ গৃহে আসি মুনিবর’ গ; (৫) ‘সম্বরে’ গ; (৬) ‘দিলেন’ ক, ঘ; ‘পৈরারে’ খ; (৭) ‘সম্বরে’ গ; (৮) ‘অধিবাস করিলাঞি মঙ্গল-ব্যবহারে’ গ; (৯) ‘নামে গোপ’ ক, খ, ঘ; (১০) ‘সবিশেষ’ ক, খ, ঘ; (১১) ‘সে যে করিছে নির্দ্বাণ’ গ; (১২) ‘মেঘ থাকিতে করিয়াছে স্থান’ গ; (১৩) ‘গোবিন্দের আজ্ঞারে’ ইত্যাদি ঘ; ‘দহিয়া দবানলে’ গ; (১৪) ‘ঘর সনে দাহ করি পুড়িল সমার’ গ; (১৫) ‘গোবিন্দের স্থানে আনি’ গ; (১৬) ‘বৃক ভাগ্যে তোমার গৃহে’ গ; (১৭) ‘হৈল তোর’ ক; ‘হৈল তবে’ খ; ‘হইলেক’ ঘ; (১৮) ‘কৃষ্ণ লৈয়া আসিলেন বৃকভানু যথা’ ক, খ; ‘কৃষ্ণ লৈয়া আসিলেন

বৃকভানু যথা’ ঘ; (১৯) ‘তখন’ গ; (২০) ‘মিলিলা সেহিফণ’ গ; (২১) ‘এক স্থানে’ গ; (২২) ‘পৃথিবী উপর’ ক; ‘পুষ্প-বৃষ্টি হৈল পৃথিবীত’ খ; ‘পুষ্প-বৃষ্টি আচরিত দৌহার উপর’ গ; (২৩) ‘শ্রুনি তবে হইল চারি ভিত’ খ; ‘কালে’ ক, খ, গ, (২৪) ‘অধিবাস করিলেক’ ক, খ, গ; (২৫) ‘কতিল আসিয়া’ ক, খ; ‘কহে বিবেচিয়া’ গ; (২৬) ‘দেখি হৈলা’ গ; ‘আর সব গোপে দেখি শ্রুনি’ ঘ; (২৭) ‘করি’ গ; (২৮) ‘দিলা’ গ; (২৯) ‘সাত্তি নির্দ্বিলা’ গ; (৩০) ‘আমার বচন’ গ; (৩১) ‘মহোদারে আনিতে আজ্ঞা করত আপন’ গ; (৩২) ‘মহোদারে আনিতে পাঠাও এক নারী’ গ; ‘যেই ইচ্ছা করিতে লয় করিবারে (‘করিজেই’ গ; ‘পান্ডিত্য, খ, ঘ;

এহি মত আলাপিতে কাহু আর^১ রাধা ।
 আপনে আইল তথা স্তম্ভরী মহোদা ॥
 হরিষে শৃঙ্গার ভুঞ্জে দেব ভগবান । (৬৫৫০)
 এহি মতে হৈল রাজা নিশি অবসান ॥
 উঠিলেক শৃঙ্গ-মুনি—হৈল প্রাতঃকাল^২ ।
 ক্রমাগতি আসি মিলে সকল গোয়াল^৩ ॥
 রমণী পুরুষ যত হৈয়া সমুচ্চয়^৪ ।
 যমুনার কূলে গেলা অরুণ-উদয় ॥ (৬৫৫৫)
 রত্ন-সিংহাসনে হরি বসিলা হরিষে ।
 বসিলা স্তম্ভরী রাধা তান বাম-পাশে ॥
 লক্ষ্মী-নারায়ণ^৫ যবে হৈল আধিষ্ঠান ।
 তুলনা দিবার নাহি তাহান সমান^৬ ॥
 বিদ্যামানে শৃঙ্গ-মুনি হৈলা পুরোহিত । (৬৫৬০)
 পুজিলেক শ্রী নিমু^৭ বিধি-ব্যবস্থিত ॥
 মুখ্য মুখ্য গোপ সবে কীর্তন করঞি^৮ ।
 শিশু সনে বলরামে আপনে নাচঞি^৯ ॥
 শিঙ্গা বেণু করতাল বাজাঞি শিশু-গণ ।
 ব্রজা-আদি দেবে করঞি পুষ্প-বরিষণ ॥ (৬৫৬৫)
 বৃন্দাবনে নি^{১০} তে আসিয়া যত নারী^{১১} ।

(১) 'কাহু আর' স্থলে 'রসবতী' ক, গ, ঘ; (২) 'প্রহু্য বিহানে' গ; (৩) 'যমুনা-পুলিনে মিলিলা সর্কজনে' গ; 'ক্রমাগতে' ইত্যাদি ক, খ; (৪) 'রমণী' ইত্যাদি শ্লোক গ-পুথিতে নাই; উহার স্থলে নিম্নলিখিত শ্লোক-দ্বয় আছে, যথা— নানা বস্ত্র লৈয়া আইলা গোপিনী গোয়াল ।

প্রণাম করিলা বোলি (দী)ন দয়াল ।

নৃত্য গীত মঞ্চল করঞি স্থানে স্থানে ।

মঞ্চ বেঢ়ি চারি ভিতে করই কীর্তনে ॥

(৫) 'শ্রীবিষ্ণু' ক, খ, গ; (৬) 'দিবার যার নাহিক সমান' ঘ; (৭) 'করেন' ক 'করষ' খ; (৮) 'নাচেন' ক; 'নাচর' খ; (৯) 'বৃন্দাবনের আদিয়া যতেক গোপ-নারী' গ; 'বৃন্দাবনে নিশাভাগে চলে যত নারী' ঘ; 'বৃন্দাবনে' ইত্যাদি শ্লোকের পূর্বে খ-পুথির প্রকৃষ্ট শ্লোক যথা—

'ধ্যানদৃষ্টি আপনে বসিলা শ্রীহরি ।

অরুণ-উদয়ে দোল করে ব্রজ-নারী ॥

রাধা-কৃষ্ণে দোলে—লোকে করয়ে বাধান ।

ক্রমাগতে তিন দোল হৈল সমাধান ॥

কাণ্ড-বৃষ্টি করে তারা 'জয়' 'জয়' করি ॥
 তবে ইন্দ্রে বার-ক্বেত্র দিলা পাঠাইয়া ।
 নগর ভ্রমিতে^{১২} প্রভু আরোহণ^{১৩} হৈয়া ॥
 নারী সবে কাণ্ড দেঞি রাধা-কাহুর অঙ্গে । (৬৫৭০)
 "হরি" "হরি" বোলি শিশু নাচে নানা-রঙ্গে ॥
 কর-তালী দিয়া নারী কীর্তন করঞি ।
 হরষিত হৈয়া প্রভু নগর ভ্রমঞি ॥
 সত্যবতী-সুত-বাস নারায়ণ-অংশ ।
 সজ্জেকপে রচিল পুণ্যশ্লোক হরিবংশ ॥ (৬৫৭৫)
 সেই শ্লোক বাধান করিয়া পদ-বন্দে ।
 লোকে বুকিবার বোলে দীন ভবানন্দে ॥

রাগ বসন্ত ।

ভালে রে^{১৪} আবীর খেলে—অতু-রাজ ভাল^{১৫} ।
 বিমানে দোলঞি রঙ্গে দীন-দয়াল^{১৬} ॥ ধ্রু । (৬৫৮০)
 আগর-চন্দন-গন্ধ কুঙ্কুম আবীর ।
 কস্তুরীয়ে বিরাজিত^{১৭} সকল^{১৮} শরীর ॥
 নানা-জাতি কুসুম বিমান-চারি-পাশে^{১৯} ।
 ব্রজা-ইন্দ্রে বরিষে পুষ্প^{২০} থাকিয়া আকাশে ॥
 কোকিলে পঞ্চম গায়ো^{২১} স্তম্ভর-স্বর^{২২} । (৬৫৮৫)
 আপনে মুররি বায় তাহার দোসর^{২৩} ॥
 ভ্রমরা ঝঙ্কার করি গিয়ে মকরন্দ ।
 গোবিন্দ-বিহার কহে^{২৪} দীন ভবানন্দ ॥

(১০) 'ব্রমাণ্ড' গ; 'ভ্রমেন' ক; (১১) 'হরষিত' ক, গ; (১২) 'ভালি রে' ক; 'ভালে রে' গ; (১৩) 'ভালে' খ, গ; (১৪) 'দয়ালে' ঘ, গ; (১৫) 'বিকূষিত' ঘ; (১৬) 'কালার' ক, খ; 'প্রভুর' ঘ; (১৭) 'নানা জাতি পুষ্প শোভে বিরাজিত বাদে' গ; (১৮) 'বরিষয়ে' ক, খ; ঘ; 'বরিষঞি' গ; (১৯) 'সুনাথ করে' খ, ঘ; (২০) 'আপনার স্বরে' ঘ; 'অতি স্তম্ভরে' গ; (২১) 'তুলি সেই স্বরে' গ; 'প্রভু গদাধরে' ঘ; (২২) 'গায়' গ;

এহি মতে নগরে ভ্রময়ে যদু-রায়^১ ।
 চারিদিকে রসবতী সবে গীত গায়^২ ॥ (৬৫৯০)
 যার যার পুরীতে^৩ গেলেন ভগবান^৪ ।
 অমর-নগর হেন হৈল সেহি স্থান^৫ ॥
 ভ্রমিতে ভ্রমিতে হৈল দিন অবশেষ ।
 যমুনা-পুলিনে তবে আইলা হৃষীকেশ ॥
 ফাণ্ড খেলিয়া^৬ হরি রাধিকার সনে । (৬৫৯৫)
 মঞ্চত বসিলা হরি সেহি সিংহাসনে ॥
 অঙ্গীকার ক্ষেত্রে করেলা যদুপতি ।
 “ইন্দ্রের নিকটে চলি যাও শীঘ্র-গতি ॥”
 প্রদক্ষিণ প্রণাম করিয়া ক্ষেত্র-গণ ।
 ইন্দ্রের নিকটে গিয়া মিলিল তখন ॥ (৬৬০০)
 এহি সব শুনি জন্মেজয় নরেশ্বর ।
 প্রণতি করিয়া^৭ কহে—যোড় করি কর^৮ ॥
 “দিলোচন অষ্টাঙ্গ শুক-দেব^৯ নারদে ।
 উদ্দেশে প্রণাম তারা করে যার পদে^{১০} ॥
 সেই প্রভুর চরণ তথাপি না দেখয় । (৬৬০৫)
 ক্ষেত্র তবে পরশিল—এ বড় বিস্ময় ॥
 অবশ্য কারণ আছে—চাহি শুনিবার ।
 কহ চাহি যোগেশ্বর ব্রহ্ম-বিচার^{১১} ॥”
 মুনি-বৈদেহ^{১২} “রাজা জিজ্ঞাসিলা বড় তত্ত্ব ।
 শুচি হৈয়া শুন মাত্র মহা^{১৩}-ভাগবত ॥ (৬৬১০)
 পারিষদে মুখা জান^{১৪} ক্ষেত্র-বার-জন^{১৫} ।
 অনাদির অংশ কিছু আছে নিবন্ধন^{১৬} ॥

অযোনি-সম্ভব জান^{১৭} হেরষ কুমার ।
 তান আগে পূজা নাহি অম্ম দেবতার ॥
 তান অংশে জন্ম বার-ক্ষেত্র মহাবির^{১৮}
 (মায়াবীর ?) ॥ (৬৬১৫)
 এতেকে পরশ কৈল গোবিন্দ-শরীর ॥”
 রাজা বোলে “যোগেশ্বর কৃপা-যুক্ত হও ।
 গণপতির জন্ম বার-ক্ষেত্রের জন্ম^{১৯} কও ॥”
 মুনি বোলে “একদিন শৈল-সুতা সঙ্গ^{২০} ।
 ভুঞ্জিলা শৃঙ্গার মহাদেব বড় রঙ্গ^{২১} ॥
 ঘর্ম্মাস্তিত হৈলা দেবী মহাদেবের বলে । (৬৬২০)
 স্নান করিলাগ্রি মণিকর্ণিকার^{২২} জলে ॥
 হরিদ্রা পীঠালি আর শরীরের মলি ।
 নিশ্চাণ করিল এক সুন্দর পুতলী ॥
 তিন নয়ন আর হস্ত চারি-খান^{২৩} ।
 লম্বোদর করিলেন ব্রহ্মার সমান ॥ (৬৬২৫)
 স্তন মুখে দিয়া দেবী “পুঞ্জ” “পুঞ্জ” বোলে^{২৪} ॥
 মন্দিরেত প্রবেশিলা পুঞ্জ লৈয়া কোলে^{২৫} ॥
 হেন কালে শিবে আসি তাহানে^{২৬} দেখিলা ।
 পুঞ্জের কামনা আছে—অন্তরে জানিলা^{২৭} ॥

পড়িয়া গিয়াছে। (১৬) ‘জন্ম’ খ, গ; (১৭) সকল
 গুলি পুথিতেই ‘মহাবির’ পাঠ আছে; ‘বার-ক্ষেত্র’
 অর্থাৎ বার-বনিতাগণের সম্বন্ধে ‘মহা-বীর বিশেষণের
 কোনও সার্থকতা দেখা যায় না; লিপি-করের ভুলে
 ‘মায়াবি(বী)র’ পাঠই পরে ‘মহাবির পাঠে’ পরিণত হইয়াছে
 কি? সংস্কৃত ‘মায়াবী’ শব্দের অর্থ—‘ঐন্দ্রজালিক’ অর্থাৎ
 জাদুকর; স্বর্গ-বারাঙ্গণাদিগের পক্ষে এই বিশেষণ অসঙ্গত
 নহে; (১৮) ‘গণপতি বারক্ষেত্রের জন্ম-কথা’ গ;
 (১৯) ‘রঙ্গ’ গ; (২০) ‘মহাদেব’ ইত্যাদির স্থলে ‘দেবী’
 মহাদেবের অর্থে’ গ; (২১) ‘স্নান’ করিবার গেলা
 কর্ণিকার’ গ; (২২) ‘জি-নয়ন চারি-বাহ দেখিতে স্তান’
 গ; (২৩) ‘বোলি’ গ; (২৪) ‘কোলি’ গ; (২৫) ‘পুতলা’
 ঘ; (২৬) ‘ভাবিলা’ ক, খ ।

(১) ‘ভ্রামরায়’ গ; (২) ‘চারি ভিতে গোপ গোপী
 সবে’ ইত্যাদি গ; (৩) ‘মন্দিরে’ গ; (৪) ‘গোপীগণ’ ঘ;
 (৫) ‘ক্ষণ’ ঘ; (৬) ‘খেলাইয়া’ ক, খ; ‘খেলিতে’ ঘ;
 (৭) ‘প্রণতি পূর্বক’ ঘ; (৮) ‘শুন মুনিবর’ ঘ;
 (৯) ‘শুক’ খ, গ; ‘ভবক’ ক; (১০) ‘করে উর্দ্ধপদে’ ঘ;
 (১১) ‘ব্রহ্ম বিদ্যা হার (৭)’ ক; ‘ব্রহ্মবিদ্যা সার’ খ; ‘বৃত্তান্ত
 ইহার’ গ; (১২) ‘পুণ্য’ গ; (১৩) ‘আদি বটে’ ক, মুখ্য
 খ; ‘আদি মুখ্য’ ঘ; (১৪) ‘ক্ষেত্র বারবীর’ ক;
 (১৫) ‘অনাদির’ ইত্যাদি চারি-টা পঙ্ক্তি ক-পুথিতে

মোর বরে পুত্র হোক—গৌরীর মানসে (৬৬৩০)

এহি বোলি ধ্যানে তবে বসিল। মহেশে ॥

বিশেষে সমাধি শিবের আর ত্রক্ষার বোল।

জন্মিল সুন্দর গণ-পতি খর্ব ॥ স্থল ॥

পুত্র দেখি দুর্গা-দেবী হরষিত-মন।

মরুতেরে আশ্রয় দিলা—আনিত ॥ দেব-গণ ॥ (৬৬৩৫)

মরুতের মুখে শুনি এ সব কাহিনী।

সর্ব দেবে চলি আইলা—না আইলা শনি ॥

শনি বোলে “আমি গেলে কঙ্ক হৈব ছেদ।

যত্ন না করিহ দূত—কৈলু এহি ভেদ ॥”

তবে দুর্গা জিজ্ঞাসিলা—“কহ চাহি দূত ॥ (৬৬৪০)

সর্ব দেবে আইলা—কেনে না আইলা ছায়া-সূত ॥”

দূত বোলে “শুন মাও ত্রিপুরা ॥ ভবানি।

কুমারের স্কন্ধ-ছেদ যদি আইসে শনি ॥”

“মহাদেবের বরে মোর পুত্র গণপতি।

কেমতে ছেদিব কঙ্ক”—বোলে ভগবতী ॥ (৬৬৪৫)

দূতেরে বোলেন দেবী কুপিত হইয়া।

শনিকে আনহ—পুত্র দেখুক আসিয়া ॥”

এহি মতে কোপ করি বোলিলেন গৌরী।

দূতের বচনে শনি আইলা। শীঘ্র করি ॥

শনিয়ে ॥ আসিয়া যদি দিলা দরশন। (৬৬৫০)

গণপতির ॥ কঙ্ক-ছেদ হইল তখন ॥

বিস্মিত সকল দেব আর ভূতেশ্বর ॥

সকলগে দুর্গা-দেবী কান্দিলা বিস্তর ॥

পুত্রের কারণে দেবী হৈলা শোকাকুল ॥

ত্রৈলোক্য নাশিতে দেবী কোপেত বিভোল ॥

(৬৬৫৫)

ভয় পাইয়া দেব-গণের কাঁপয়ে শরীর ॥

কঙ্ক হনে শির-গোটা হইল বাহির ॥

যখনে হইল ছেদ গণপতির মুণ্ড।

শূন্যে উঠি ফুটি ॥ হৈল দ্বাদশ খণ্ড ॥

তাহাতে জন্মিল এই ক্ষেত্র-বার-জন। (৬৬৬০)

কহিলু তোমাতে রাজা। গুহ ॥ বিবরণ ॥

ঐরাবতের মুণ্ড দেবে আনিয়া প্রবন্ধে।

মন্ত্রণায়ে লাগাইলা গণপতির কঙ্কে ॥

পূর্ব হনে সুন্দর হইলা গণপতি ॥

দেখিয়া সন্তোষ হৈলা দেবী ভগবতী ॥ (৬৬৬৫)

এহি কহিলাম রাজা। পূর্ব-বিবরণ।

গণপতির মুণ্ডে জন্মিল ক্ষেত্রগণ ॥”

প্রগতি-পূর্বকে বোলে রাজা। জন্মেজয় ॥

“তোমার কৃপায়ে মোর খণ্ডিল বিস্ময় ॥

শুন প্রভু মুনিবর নিবেদন মোর ॥

কহ কি বিহার কৃষ্ণ কৈলা তার পর ॥” (৬৬৭০)

(১২) ‘দেখিয়া বিস্মিত দেব-আদি ভূতেশ্বর’ গ; (১৩) ‘হৈয়া মহাকাপী’ ক; ‘বড় হৈলা কোপ’ খ; ‘শোকে হৈলা কোপ’ ঘ; (১৪) ‘কোপেত বিভোল’ স্থলে ‘হৈলা ক্রুদ্ধরূপী’ ক; ‘ফুটিরূপ’ গ; ‘হৈলা ক্রুদ্ধরূপ’ ঘ; (১৫) ‘কাঁপিল অস্তর’ ক, খ; (১৬) ‘কঙ্ক হনে শির তার গেল দূরাস্তর’ ক, খ; ‘দেবগণে হর লৈয়া হইলা বাহির’ গ; (১৭) ‘শূন্যে উঠিরা’ ঘ; ‘শূন্যে’ ইত্যাদি চরণের স্থলে ‘তখনে জন্মিল ক্ষেত্রপাল বার দণ্ড’ খ; ক-পুথিতে ‘যখনে হইল’ ইত্যাদি শ্লোক-টা নাই। (১৮) ‘গোপা’ গ; (১৯) ‘পূর্বে হনে’ ইত্যাদি শ্লোক গ-পুথিতে নাই। (২০) ‘ক্ষেত্র সবার জন্ম হইল হেন-মন’ গ; ‘ক্ষেত্রগণ’ স্থলে ‘ক্ষেত্র-বার-জন’ ঘ; (২১) ‘রাজা জন্মেজয় বোলে’ গ; (২২) ‘কোন ব্যবহার কৃষ্ণ কৈলা তার পর’ গ; (২৩) ‘শুন প্রভু’ ইত্যাদি শ্লোক গ-পুথিতে নাই।

(১) ‘শিবে বোলে’ ইত্যাদি গ; ‘মোর বরে হৈব’ ইত্যাদি ঘ; (২) ‘এহি বাক্য বোলি তবে মহাদেব হাসে’ ঘ; (৩) ‘সর্ব’ ক, ‘খর্ব’ খ, ঘ; (৪) ‘আন’ ঘ; অতঃপরে ঘ-পুথির অতিরিক্ত শ্লোক, যথা—

‘দেবীর আজ্ঞায়ে তবে মরুত চলিলা।

পুত্র হৈছে দেবীর ঘরে বিবেচিয়া কৈলা ॥’

(৫) ‘যত্ন করি কাঁচা নাহি কহিলু সন্দেশ’ গ; (৬) ‘তব’ গ; (৭) ‘ত্রিপুর’ গ, ঘ; ৮. ‘দেখোক’ খ, গ; (৯) ‘দূত-মুখে শুনি অবিলম্বে আইলা দৌরি’ গ; (১০) ‘পীতাকী’ ক; ‘পাতকি’ (‘পাতকি?’) গ; ‘ছায়াসূত’ ঘ; (১১) ‘হইল তৎক্ষণ’ ক, খ; ‘হৈল সেহি কণ’ ঘ;

মুনি বোলে “শুন রাজা জিজ্ঞাসিলা ভাল ।
 হইল আকাশ-বাণী তবৈ সন্ধ্যা-কাল ॥
 “সাবধান হৈয়া শুন শৃঙ্গ তপোধন ।
 গোপ-গণ লৈয়া গৃহে করহ গমন ॥
 গোবিন্দ সমীপে রৈব যুবতী সকল” ॥ (৬৬৭৫)
 তবে যদি রহ কেহ—পাইবা প্রতিফল” ॥
 শুনিয়া আকাশ-বাণী মহামুনি শৃঙ্গ ।
 অবিলম্বে ঘরে যায় গোপ লৈয়া সঙ্গে ॥
 ভয় পাইয়া গোপ সব কাঁপিল অস্ত্রবেণু ।
 দ্রৌ পরিহরি গেলা পরাণের ডরে” ॥ (৬৬৮০)
 এহি মতে ঘরে গেলা গোপ আর মুনি” ।
 গাহুর নিকটে রৈলা সকল গোপিনী” ॥
 তবে যত গোপীগণ হরদিত হৈয়া ।
 গোবিন্দ পূজিঞ সবে গন্ধ-পুষ্প” দিয়া ॥
 আবীরে ভূষিত কৈল যুবতী সকলে । (৬৬৮৫)
 কঙ্কন কন্তুরী আর কনক-কমলে” ॥

মুনি বোলে—“শুন রাজা অবধান করি ।
 এহি মতে গেল দণ্ড-দেশক” শব্দবরী ॥
 তখনে যুবতী-গণ কামে বিমোহিত” ॥
 চাকত-নয়ানে চাহে হইয়া লজ্জিত” ॥ (৬৬৯০)
 অমুমানে বুঝি হরি যুবতীর মন ।
 সন্দরী রাধারে কহে মধুর বচন ॥
 “শুন রসবতি রাধা মোর প্রাণেশ্বরী ।
 সম্মম রাখিয়া আব রহিতে না পারি ॥”
 আলঙ্গন দিয়া রাধার ধরিলেন হাতে । (৬৬৯৫)
 হরদিতে শৃঙ্গার ভুঞ্জিলা গোপী-নাথে ॥
 রাধার সহিতে যদি ভুঞ্জিলেক বঁচি ।
 তবে মহোদাব সঙ্গে—পশ্চাতে শ্রীমতী ॥
 তার পরে নব-বয়া” যত গোপীগণ ।
 ক্রমে ক্রমে গোবিন্দে করিল সম্ভাষণ” ॥ (৬৭০০)
 পূর্ণমাসীর” পূর্ণ চন্দ্র শূক্ৰ অতিশয়” ।
 এতেকে শৃঙ্গার রসে শ্রম নাহি হয় ॥
 বিংশতি অধিক শত নারী রাধার সঙ্গে ।
 তিন বার সম(মা)হিত মদন-তরঙ্গে” ॥

(১) ‘ধনি’ ঘ; (২) ‘দেগি’ গ; ‘হৈস’ ঘ;
 (৩) ‘নিকটে’ ক; ‘সহিতে’ থ; (৪) ‘গোবিন্দ দোলাউকা
 এবে গোপিনী সকল’ গ; (৫) ‘পুষ্প এধা রহিলে পাইবা
 হার ফল’ গ; (৬) ‘অস্তর’ ক, থ; (৭) ‘পরাণে কাতর’ ক,
 গ; ‘হৈয়া বড় ডর’ থ; ‘অতঃপর ক-থ ও দ-পুথির
 অতিরিক্ত শ্লোক—

“চল গোপ এধা রৈয়া নাহি প্রয়োজন ।
 প্রাণ হনে ‘হতে’ থ) রমণী নহে ত বড় ধন ॥”
 ঘ-পুথির পাঠ—

“চল গোপ সব রৈয়া নাহি প্রয়োজন ।

তবে হরদিত হৈলা শ্রী মধুসূদন ॥”

(৮) ‘এহি মতে’ ইত্যাদি শ্লোক প-পুথিতে নাই। প-
 পুথিতে ইহা ও পরবর্তী সাত-টা শ্লোক লিপি-করের ভুলে
 পরিত্যক্ত হইয়াছে। (৯) ‘হরিন নাগর কাল’ বতক
 ‘রমণী’ ক; (১০) ‘গন্ধ তৈল’ ক, (১১) ‘কনকের
 মালে’ গ;

(১২) ‘দণ্ড দণ্ড’ ক, থ, “মুনি বোলে” ইত্যাদি শ্লোকের
 পূর্বে ক-পুথির প্রাক্ষিপ্ত শ্লোক-দ্বয় যথা—

“কুসুমিত সুন্দারন উল্লসিত চিত ।

দোদর যুরগি তাপে ভূবন মোহিত ॥

দেখিয়া যুবতী-গণ হট্টলা মোহিত ।

প্রণাম করিলা তবে পড়িয়া ভূমিত ॥”

(১৩) ‘বিরহিত’ ক, থ; (১৪) ‘রঞ্জিত’ ক ।

(১৫) ‘নবযুবা’ গ; ‘অমুক্ৰমে’ থ; ‘নবযুবা’ ঘ;

(১৬) ‘গোবিন্দে’ ইত্যাদি স্থলে ‘সম্মাকে যে করিলা রমণ’

গ; (১৭) ‘পৌর্ণমাসীর’ ঘ; ‘পূর্ণমাসী’ গ; ‘পৌর্ণমাসী’

ক, থ; (১৮) ‘পূর্ণমাসী চন্দ্র—শুক্ৰ পূর্ণ অতিশয়’ গ;

(১৯) ‘তিন বার মোহিত কৈলা’ ইত্যাদি ক; ‘তিন বার

সম্ভোগ কৈলা’ ইত্যাদি গ ।

অপরে বধেক হয়—নাহি পরিমাণ । (৬৭০৫)
 রমণ করিতে হৈল নিশি অবসান ॥
 গোপী সবাকৈ আভ্রা হৈল ততক্ষণ ।
 “আপনার নিজ গৃহে করহ গমন ॥”
 তিলোত্তমা আদি করি যত নব-বয়স ।
 মন্দিরে চলিলা তারা প্রণাম করিয়া ॥ (৬৭১০)
 মানস পুরিয়া সব নারী ঘরে গেল ॥
 প্রভুর মায়ায়ে কেহো কিছু না বুঝিল ॥
 মায়ের নিকটে গিয়া দেব ভগবান ।
 কুধায়ে কাতর হৈয়া স্তন করে পান ॥
 পাতিয়া বিষম মায়া সমাকৈ মোহিল । (৬৭১৫)
 এ সব কর্মের কেহ ছিন্ন না পাইল ॥
 মুনি আর গোপের মোহিত কৈলা মন ।
 হরির রস-ক্রীড়া নাহি জানে কোন জন ॥
 এহি মতে নানা ক্রীড়া করে শ্যাম রায় ।
 লক্ষিতে না পারে কেহো হরির মায়ায় ॥ (৬৭২০)
 রাধা বিনে গোবিন্দের আন নাহি মনে ।
 গোবিন্দের পদ বিনে রাধা হ’ না জানে ॥
 অহ নিশি ভেদ নাহি ভুক্তিতে শৃঙ্গার ।
 শাশুড়ী স্বামীয়ে জানে—শঙ্কা নাহি তাব ॥
 দিবসে গোবিন্দ যদি না আইসে আপনে । (৬৭২৫)
 যথা-তথা থাকেন কৃষ্ণ বুঢ়ী যাইয়া আনে ॥

নিশিতে কাছাই যদি কদাপি না আইসে ॥
 রাধারে লইয়া বুঢ়ী যায় তান পাশে ॥
 এহি মত হৈল তবে অষ্ট মাস ॥ গত ।
 শুন চন্দ্রবংশি-রাজা মহাভাগবত ॥” (৬৭৩০)
 রাজা বোলে “পূজ্যতম বিষ্ণু-অংশ মুনি ।
 তার পবে কি হইল কহ চাই শুনি ॥”
 [শ্রীকৃষ্ণকে কংস-যজ্ঞে নেওয়ার জন্য অক্রুরের আগমন ।
 মুনি বোলে শুন রাজা ॥ পুরাণ-কথন ।
 স্তন্দরী রাধার দুঃখ হৈল উপসন ॥
 কংসে যত দূত ॥ পাঠায় কৃষ্ণ মাঝিবারে । (৬৭৩৫)
 বাহুড়ি না যায় কেহো—কৃষ্ণ তারে মারেন ॥
 দৈত্য-শেষ ॥ হৈল দেখি চিত্তে দৈত্যেশ্বর ।
 সেহি কালে আসিলা নারদ মুনি-বর ॥
 দণ্ড কমণ্ডলু হাতে মাথে জটা ধরি ॥
 নাচিতে গাতিতে আইলা বীণা হস্তে করি ॥ (৬৭৪০)
 নারদ-মুনিরে দেখি কংস নৃপ-বর ।
 প্রণতি-পূর্বক কহে ॥ যোড়ি দুই কর ॥
 আমার বিপক্ষ হৈল নন্দের নন্দন ।
 বিনাশ করিল মুখা মুখা ॥ দৈত্যগণ ॥”

(১) ‘দিন’ ক, খ; ‘অপরে’ ইত্যাদি স্থলে—‘আর উপাধিক যত নাহি’ গ; (২) ‘ঘবে তোরা’ গ; (৩) ‘নবযুবা’ গ; ‘নব যুবা’ ঘ, (৪) ‘তারা’ ইত্যাদি স্থলে—‘কৃষ্ণের চরণ করি সেবা’ গ, (৫) ‘গেলে’ গ; (৬) ‘বোনে’ গ; ‘বোলিল’ ক, খ, (৭) ‘এই যত বিবরণ’ গ; ‘স্বপ্নে রিল’ গ; পঙ্ক্তি-টা ঘ-পুথিতে পড়িয়া গিয়াছে (৮) ‘বিষম’ গ; (৯) ‘আব’ ক, খ, ঘ; (১০) ‘রাধায়’ গ; ‘রাধাও’ গ। (১১) ‘রাধা লৈয়া বড়াই চলি যান সেহি স্থানে’ গ;

(১২) ‘নিশিতে’ ইত্যাদি শ্লোক গ-পুথিতে নাই। ‘কদাপি’ স্থলে ‘আপনে’ ক, গ; (১৩) ‘অষ্ট মাস’ গ; ‘চতুর্দশ মাস’ গ; (১৪) ‘রাধা কাছ ভিরি নহে চই এক তত’ (ঘ) গ; অতঃপর গ-পুথির অতিরিক্ত শ্লোক, যথা—

“অত্যন্ত বিষম পুণ্য কৃষ্ণের বাধান ।

এই মতে বিহার করয়ে ভগবান ॥”

(৫) ‘আদ্য’ ঘ; (৬) ‘উপসন্ন’ গ; ‘পর্জাদান’ ঘ; (৭) ‘চর’ গ; ‘দৈত্য’ ক, খ; (৮) ‘যায় যম-ঘরে’ গ; (৯) ‘বীর-শেষ’ গ; (১০) ‘স্নাত্বে’ ইত্যাদি স্থলে ‘প্রকট জটা-বারী’ ক, খ, ঘ; (১১) ‘কংসের দ্বারি’ গ; (১২) ‘প্রণাম করিল রাজা’ গ; (১৩) ‘মহা মহা’ খ, গ;

বিকল হইয়া সব ছাড়য়ে নিশাস।

“অখনে গোকুল-পুরী হইল বিনাশ ॥”

এহি মত চিন্তিতে গোয়াল সর্ব-জন। (৬৭৮৫)

ধেমু বৎস^১ লৈয়া আইল। রাম নারায়ণ ॥

সাক্ষাতে অক্রুর দেখি কৃষ্ণ বলরাম।

সম্মুখে ভূমিত পড়ি করিলা প্রণাম ॥

রহিলা অক্রুর হরির চরণে পড়িয়া।

রূপা-পূর্বকং হরি ধরিলা তুলিয়া^২ ॥ (৬৭৯০)

অক্রুরেক সন্মুখিয়া বোলিলা^৩ নারায়ণ।

“কি কারণে তোমার এখায় আগমন ॥”

অক্রুরে কহিলা তবে সকল বৃত্তান্ত।

“যাইমু কংসের আগে” বোলে রাধা-কান্ত ॥

“আর কেহ আসিলে মারিলু হয় ক্রোধে”। (৬৭৯৫)

যাইমু মথুরা-পুরে তোমাব উপরোধে ॥”

এই আলাপিতে তবে হইল যামিনী^৪।

মিষ্ট অন্ন-পান দিয়া তুণিলেক মূনি^৫ ॥

[শ্রীরাধার ভাবী বিরহ]

পদ-বন্ধ

ভোজন করিয়া নিজা আসিল^১ সবাই।

তখনে গোবিন্দ রাধিকার ঘরে যাত্রি^২ ॥ (৬৮০০)

(১) ‘গো ধেমু’ ব; (২) ‘ভক্ত বৎসল’ গ; (৩) ‘তুলিল ধরিয়া’ ক; ‘সাক্ষাতে’ ইত্যাদি শ্লোক তিনটা খ-পুথিতে নাই। (৪) ‘অক্রুর বলিয়া সম্মুখ (ভা)সিলা’ গ; (৫) ‘কাছে’ খ; ‘তথা’ গ; (৬) ‘আর কেও আসিত যদি মারিত আমি ক্রোধে’ গ; ‘মারিত এহি ক্রোধে’ ক, খ; (৭) ‘অনুরোধে’ ক, খ; ‘তোমার উপরোধে’ স্থলে ‘হৃষ্ট কংস বধে’ গ; (৮) ‘তবে নিশি হৈল ঘোর’ ক, খ; গ; (৯) ‘মিষ্ট অন্ন দিয়া নন্দে তুণিল অক্রুর’ ক, খ; ‘মিষ্ট অন্ন দিয়া সন্তোষিলেক অক্রুর’ গ; (১০) ‘ভোজন করিয়া নন্দ তোষিলা সমাই’ গ; ‘নিজা আইলা’ স্থলে ‘নিশি বকিলা’ খ; (১১) ‘গেলা রাধিকার ঠাকুর’ গ;

পূর্ব-ক্রমে রাধিকার সঙ্কে^১ ভুঞ্জে রতি।

আচম্বিত এহি কথা কৈলা^২ যদু-পতি ॥

“আসিছে কংসের দৃঢ় আমারে নিবার।

কি করিমু প্রাণেশ্বরী^৩ কর অঙ্গীকার ॥

এড়িয়া^৪ না যায় মোরে দুহু কংসের চর। (৬৮০৫)

তোমারে ছাড়িয়া^৫ যাইমু—এতি দুঃখ মোর ॥

তথা গেলে ব্যাঙ্গ মোর সহজেই নাই।

কংসেক বিনাশি পাতে আসিমু এই ঠাকুরী^৬ ॥”

গোবিন্দের মুখে কথা শুনি অকস্মাৎ^৭। (৬৮১০)

রাধিকার মুণ্ডে পড়িল বজ্রপাত ॥

স্তম্ভাকার রসবতী^৮ ধস্ হৈয়া রৈল।

আচম্বিতে মুণ্ডে যেন ভাঙ্গি পড়ে শৈল^৯ ॥

ক্ষেণেক^{১০} ভাবিয়া বোলে^{১১} ছাড়িয়া^{১২} নিশাস।

“জানিলু অখনে মোরে কর পরিহাস^{১৩} ॥ (৬৮১৫)

ব্রজা হর পুরন্দর^{১৪} কাঁপে যার ডবে।

তারে কি নিবার পারে কংসের অনুচর^{১৫} ॥

(১২) ‘রাধার সহিতে’ গ, (১৩) ‘বিনয় কংসে’ তবে কহে’ গ; (১৪) ‘চন্দ্রমুখী’ গ; (১৫) ‘ছাড়িয়া’ ক, খ; (১৬) ‘এড়িয়া’ ক, খ, গ; (১৭) ‘কংস-বধ করি পুনি আসিমু এখাই’ গ; ‘কংসেক মারিয়া’ ইত্যাদি। (১৮) ‘সবিশেষ কথা শুনি গোবিন্দের তুণ্ডে।

কুলিশ পড়িল যেন রাধিকার মুণ্ডে ॥’ ক;

‘গোবিন্দের মুখে শুনি রাধা বিসদৃশ।

রাধার মস্তকে যেন পড়িল কুলিশ ॥’ গ

‘গোবিন্দের মুখে যদি এমত শুনি।

রাধার মুণ্ডে যেন বজ্রপাত হৈল ॥’ গ;

(১৯) ‘স্তম্ভ হৈয়া রাধা তবে’ ক, খ; (২০) ‘ক্ষেণেক ভাবিয়া তবে কহিতে লাগিল’ গ; (২১) ‘বিষাদ’ গ; (২২) ‘তবে’ ক, খ; ‘রাধা’ গ; (২৩) ‘ছাড়িল’ ক, খ; ‘ছাড়রে’ গ; (২৪) ‘কি কাজে হুকথা কহি কর উপহাস’ গ; (২৫) ‘ত্রিঙ্গতের হৃষ্ট দৈত্য’ গ; (২৬) ‘হৃষ্ট কংসের চরে’ গ;

পরিহাস করি মোর মন বুঝ বাসি।”

কোকিলের স্বরে রাধা বোলে যুহু হাসি ॥

কাজু বোলে “শুন প্রিয়া আসিয়াছে চর। (৬৮১০)

শুইয়া-নাথ আসিবাম—বাজ নাহি মোর ॥

শেখ না ভাবিও প্রিয়া ॥ কমল-নয়ানি ॥

এক-চিন্তে হরষিতে দিয়ার মেলানি ॥

আসিমু তোমার কাছে ১ দিন-দুই ব্যাজে ॥

হাসিয়া মেলানি দেহ—পরিহর লাজে ॥” (৬৮২৫)

পুনরপি বোলে রাধা “শুন প্রাণেশ্বর ॥

তোর পরিহাস শুনি ধন্দ লাগে মোর ॥

তাকে শুনি গোবিন্দে বোলয়ে প্রিয়-বাক্য ॥

“মিথ্যা কথা তোমাতে কহিমু কোন শক্য ১ ॥

আসিছে কংসের দূত ১ পক্ষী অক্রুর ॥ (৬৮৩০)

হাসিয়া মেলানি দেহ—যাই মধু-পুর ॥

তথা গেলে ব্যাজ নোর নাহিক অনেক ১ ॥

আদিব কংসেরে বধি—অপেক্ষা দিনেক ॥”

বারে বারে গোবিন্দে রাধার ঠাঞি কহে ১ ॥

প্রাণিহ রসবতী প্রত্যয় না হয়ে ১ ॥ (৬৮৩৫)

পুনরপি বোলে হরি “শুন প্রিয়া রাধা ॥

মেলানি দিয়ার যাই—না করিও বাধা ১ ॥

দিনেক বিদায় মোবে কর ১ প্রাণেশ্বর ॥

ভুক্ত হৈয়া বোল যদি—যাই মধু-পুরী ॥”

এহি মত বারে বার বোলে যুহু-পতি ॥ (৬৮৪০)

তখনে স্বরূপে জানিলা ১ রসবতী ॥

নিশ্চয় জানিল যদি যাইব মধু-পুরী ১ ॥

গোবিন্দ-চরণে ধরি কান্দেন স্তম্ভবী ১ ॥

সকরণে কান্দে রাধা ভাবিয়া বিবাদ ॥

“কেমন কৃষ্ণেণ মোর পড়িল ১ প্রমাদ ॥ (৬৮৪৫)

আচম্বিতে কিবা কথা শুনিলু অখন ১ ॥

প্রাণ মোর স্থির নহে—বিচলিত মন ১ ১”

বিবাদ ভাবিয়া গোবিন্দের পদে ধরি ॥

কান্দিয়া কান্দিয়া কতে রাধিকা স্তম্ভরী ॥

রাগ নাগদা ভাটীয়াগ ॥

“স্বরূপে কহিবা বন্ধু ১—স্বরূপে কহিবা ॥ (৬৮৫০)

দড় নাকি প্রাণ-নাথ ১ মধু-পুরে যাউবা ১ ৥ ৫ ॥

মুখেত অমৃত তোমার জদয়েত ১ বিগ ॥

অখনে জানিলু তোমার ১ অন্তবে কলিষ ॥

(১৫) ‘দিনেকৈব বিদায় দিয়ার’ ক ; ‘দিনেক বিদায় মোবে

দেও’ খ ; (১৬) ‘জানিলেক’ গ ; ‘ততক্ষণে স্বরূপ জানিলা’

ক ; ‘অখনে স্বরূপ হেন’ খ ; ‘অখনে প্রত্যয় হৈল রাধা’

খ ; (১৭) ‘নিশ্চয় জানিলা রাধা যাইব যত-মণি’ ক, খ, গ ;

(১৮) ‘কাজুর চরণে ধরি কান্দে গোবালিনী’ ক, খ ; ‘চরণে

ধরিয়া কান্দে রাধা স্তম্ভবিনী’ গ ; (১৯) ‘ঠিকিল’ ক ;

‘কৃষ্ণেণ বাঢ়াইল প্রেম হটল প্রমাদ’ গ ; ‘কোন কৃষ্ণেণ

তোমার (আমার ?) বটল প্রমাদ’ খ ; (২০) ‘কিবা হৈল’

ইত্যাদি ক ; ‘কথা মুঞি শুনিলু প্রবণে’ খ ; ‘আচম্বিত

কিবা কথা কহিলা আদিয়া’ গ ; (২১) ‘বিচলিত মন’

খ ; ‘বিচলিতা মন’ খ ; ‘দৈবে না রহিব প্রাণ তোমা

না দেখিলা’ গ ; (২২) ‘আজ্ঞার সবল (সপথ) বন্ধপে

কহিবা’ খ ; (২৩) ‘দড় নি পরাণ-বন্ধ’ গ ; ‘দড় নি

প্রাণনাথ’ খ ; ‘দড় কি প্রাণের নাথ’ ক ; (২৪) ‘অন্তরে

ত’ খ ; (২৫) ‘দড়’ ক ; ‘অখনে সে জানিলু বন্ধ’ খ ॥

(১) ‘পরিহাস’ ছলে তুমি আমাকে ভাওসি’ গ,

(২) ‘রাধা’ ইত্যাদি স্থলে—‘বোলে যুহু যুহু হাসি’ ক,

গ, (৩) ‘গেলে দুই দিন মাত্র ব্যাজ হৈব মোর’ গ ;

(৪) ‘রাধা’ গ ; (৫) ‘কমল-বদনি’ খ ; ‘কমল-দয়নি’

খ ; (৬) ‘এথা’ ক, খ ; ‘আসিমু’ ইত্যাদি শ্লোক গ-

পুথিতে নাই। (৭) ‘প্রাণবন্ধ’ গ ; (৮) মনেত

লাগে ধন্দ’ গ ; ‘প্রাণ পোড়ে মোর’ খ ; (৯) ‘বোলে

মধু-রস রাধী’ খ ; (১০) ‘কেনে ধ্বংস’ খ ;

(১১) ‘তিলেক নহেক’ খ ; এই শ্লোকটী ক-পুথিতে

নাই ; গ-পুথিতে এই শ্লোক ও পরবর্তী আরও তিন-টা

শ্লোক নাই। (১২) ‘কয়’ ক, খ ; (১৩) ‘হয়’ ক, খ ;

(১৪) ‘কেনে দেহ বাধা’ ক ; ‘নাহি জানি বাধা’ খ ॥

মধু-পূরে বাইবা তুমি মোর প্রাণ লৈয়া ।
কেবল শরীর খানি মোর ঠাঞি থুইয়া ॥ (৬৮৫৫)
তোর হেন রীত যদি তখনে জানিতু ।
তবে পিরিতি-খানি কেনে বাড়াইতু ॥
অন্তরে দগধে দুখে—মুই হৈলু ধনু ॥
রাধার বিরহ কহে দীন ভবানন্দ ॥

রাগ ভাটওয়াল ;

“গোপী-নাথ মরম ভাঙ্গিয়া মোরে কৈবে ॥ (৬৮৬০)
মধু-পূবে তুমি যাবা বাহুড়িয়া না আসিবা”
অভাগিনী মবিবেক দেবে ॥ ৬৮ ॥

এ রূপ যৌবন অঙ্গের অভরণ
সাধ নাহি মোর অঙ্গে ।
কুল-জাতি ধন্য-কাজ পরিহরি কুল-লাজ (৬৮৬৫)
যাইমু তোমার সঙ্গে ॥

চরণ-কমলে ভজিলু বিফলে ॥
ভাল-মন্দ এক নাহি জানি ।
এড়িয়া যাও যদি বুরিতে নিরবধি
ভাবিতে যাইব প্রাণ-খানি ॥ (৬৮৭০)

(১) ‘সহজে মরিমু আমি গরল খাইয়া’ গ ; (২) ‘তোর
রীত যদি বন্ধু’ ক ; ‘তোর দ্বন্দ্বের হেন’ খ , (৩) ‘তে কেনে
পিরিতি-খানি দড়াইয়া ধরিতু’ ক ; ‘তবে কেনে অভাগিনী
পিরিতি বাড়াইতু’ গ ; ‘তবে কেনে পিরিতি-বিনে খানি (?)
দড়াইয়া করিতু’ ঘ ; (৪) ‘দুখে’ ইত্যাদি স্থলে—‘হৈয়া
গেলু ধনু’ খ ; ‘তহু শুন প্রাণবক’ গ ; ‘অন্তরে দগধে
মোর হও ফাকর’ ঘ ; ‘রাধার’ ইত্যাদি স্থলে—‘আর না
বলিও প্রভু প্রাণ পোড়ে মোর’ ঘ । ঘ-পুথিতে এই গীতটি
পূর্ববর্তী পয়ারের শেষাংশ-রূপে লিখা হইয়াছে । (৫)
“গোপীনাথ” ইত্যাদি গীত গ-পুথিতে নাই । (৬) (১০)
(১১) (১৫) সংখ্যক শব্দ-গুলি ক-খ-পুথিতে নাই ; স্তব্ধরং
সেই চরণগুলি লঘু-ত্রিপদী ছন্দের মত প্রতীত হয় ।
(৭) ‘বাহুড়ি আসিবা’ ক, খ ; (৮) ‘ধোয়ারী’ ক ; (৯)
‘মরিব’ ক ; ‘মরিবাম’ খ ; (১২) ‘কি ফলে’ ক ; (১৩)
‘ভাবিতে’ ক, খ ; (১৪) ‘তখাতে’ ক, খ ; (১৫) ‘আমার

আমার মাথা-টা’ খাও , ‘সঙ্গে করি’ লৈয়া যাও
না জানি—কি আছে কপালে ।
রাতুল চরণ ধরি অমুক্ষণ
সেবিত মরি সেহ ভালে ॥
আমা হতে নারী পরমা স্তন্দরী (৬৮৭৫)
মধু-পূরী গেলে পাইবা ।”
ভকতি-মুকতি-হীন কহে ভবানন্দ দীন
সহজে এড়িয়া তুমি যাইবা ॥

বাগ মল্লার ।

“অখনে জানিলু বন্ধু নিদয়া সে বড় ।
মধু-পূরে গেলে তুমি না আসিবা দড় ॥ ৬৮৮০ ॥
ঐখির পলকে যদি তোমাকে না দেখি ॥
কত মাস পরিবর্ত অঙ্গুলিতে লেখি ॥
মধু-পূরে যাইতে তুমি বোলিমু কি মুখে ।
কেমতে শরীর মোর রহিব ই শোকে ॥
বুঝিলু আমার প্রেম ছাড়িলা এখনে । (৬৮৮৫)
পরিহরি যাইতে লইল তোমার মনে ॥
তোমার কপট এনে জানিলু সকল ।
ই দুখে ছাড়িমু তনু ভঙ্কিয়া গরল ॥
কুলিশ-অধিক প্রভু তোমার অন্তর ।
কেবল হৃদয়-খানি শঙ্খ-পাক তোর ॥ (৬৮৯০)

মাথা-টা” স্থলে ‘মোর মাথা’ ক, খ ; (১৬) ‘তোমার’ ঘ ;
(১৭) ‘আমি হনে’ ক, ‘আমা হতে’ খ ; (১৮) ‘কেমন’
ক ; (১৯) ‘মথুরা’ ক, ঘ ; (২০) ‘আমারে ছাড়িয়া’ ক,
ঘ ; (২১) ‘যদি’ ইত্যাদি স্থলে ‘কত যুগ হেন দেখি’ ঘ ; এই
গীতটি গ-পুথিতে নাই । (২২) ‘তোমা পরিবর্ত আমি আকুলিত
ধাকি’ ক ; ‘কত দিন পরিবর্ত’ ইত্যাদি ঘ ; (২৩) ‘মথুরা’
ঘ ; (২৪) ‘কোন’ ক, খ ; (২৫) ‘এহি দুখে’ ক, খ ;
‘বুঝিলু’ ইত্যাদি শ্লোক-টি ঘ-পুথিতে নাই । (২৬) ‘কেমন’
ক । (২৭) ‘কেবল তোমার হৃদয় বন্ধ-সমসর’ ঘ ।

নিশি-দিশি অবিরত ঝুরিয়া হৈলু ধন্দ”
বাধার করুণা^১ বোলে দীন ভবানন্দ ॥

নট রাগ ।

“গোবিন্দ হে—নিবেদন শুন মন দিয়া ।

কি জানি পরাণে করে বহিতে না পারি ঘবে^২

তোমার চরণ না দেখিয়া ॥ ধ্রু । (৬৮৯৫)

পুবনে যত্ন করি পিরিতি বাড়াইলা হবি

এবে কেনে তাহা বিসরিলা ।

প্রেমোতে হইলু বন্দী ঝুরি ঝুরি মরি কান্দি^৩

মুখে^৪ মধু লাগাইয়া নিলা ॥

তরু আবেপিয়া তাতে কেবা কাটে অজ্ঞাঘাতে (৬৯০০)

কেবা^৫ পুসিয়া পশু^৬ মারে ।

এমন না জানে জন সে কি জানে বেদন

ভূমি^৭ বিনে নিবেদিমু করে ॥

“যে যার শরণ^৮ ভঞ্জে সে কি তাহারে তেজে

ভীত^৯ জনের স্বজন সদয় ।” (৬৯০৫)

কহে ভবানন্দ দীন— “তনু ততে নহে ভীন

তথাপি দেখিতে মনে লয় ॥”

রাগ ভাটীয়াল ।

“জীড়িয়া নু যাইও নকু মোর মাথা খাও^{১০} ।

দাসী করি সঙ্গে নেও যথা তথা যাও ॥ ধ্রু ।

তোমার অন্তর দঢ়—ঝুরিয়া সে মরে^{১১} । (৬৯১০)

বাতুল-চরণে ধরি পরিতার কবে^{১২} ॥

বিধাতা বিমুখ হৈল এত-খানি জানি^{১৩} ॥

আপনা না হয় পর পাইতে^{১৪} পরাণি ॥

মোরে এড়ি যাইতে যদি তোব ছিল^{১৫} মন ।

তবে কেনে সৈলা প্রাণ দিয়া দবশন ॥ (৬৯১৫)

ঝুরিতে ঝুরিতে মোর তনু হৈল ক্ষীণ ।”

বাধার আকুলি কহে ভবানন্দ দীন ॥

রাগ বেলয়ার ।

“হের রে—কালচান্দ জানিলাম তোরে^{১৬} ।

তোমাব পিবিতি-খানি অখনে সে আমি^{১৭} জানি

পরিতবি যাইবা আমাবে ॥ ধ্রু । (৬৯২০)

পাশাণ-সমসর তোমাব অস্তব

নিদয়া^{১৮} নিষ্ঠুর বড় ।

আছিল শিরীণ তইলা কলিষ

অখনে জানিলু দড় ॥

আমি সে^{১৯} প্রেমবতী ভূমি সে^{২০} মোর পতি (৬৯২৫)

তে মোবে ছাড়িয়া যাও কেনে ।

নির্দয় পুরুষ বিনে পাইয়া দোষ^{২১}

বড়ই কঠিন তোব মনে^{২২} ॥

অস্তুরে বাহিরে সকল শরীনে

কুটিল কাল। রূপ-খানি । (৬৯৩০)

তখনে মিষ্ট কৈলে জাতি যৌবন লৈলে^{২৩}

অখনে সে ভিন্ন হেন^{২৪} জানি ॥”

একটা দীর্ঘ ত্রিগুনী ছন্দের গীত আছে ; উহা পরিশিষ্টের পাঠান্তরে প্রদর্শিত হইল । (১০) ‘হৈলে ‘এক নাতি জানি’ গ ; ‘হৈল কি ছুটল (কিছু ই না ?) ‘জানি’ ক ; (১১) ‘আপনা না হয় মিত্র পাইলে’ ক ; (১২) ‘হৈল, গ ; (১৩) ‘এই গীত ও পরবর্তী আরও কয়েকটা গীত গ-পুথিতে নাই ; উহার পরিবর্তে যে গীত আছে, উহা পরিশিষ্টের ২২ সংখ্যক পাঠান্তরে প্রদর্শিত হইল । (১৪) ‘জনয়ে’ ঘ ; (১৫) (১৬) শব্দ চইটা ক পুথিতে নাই ; (১৭) ‘তেহে মোরে যাইবা ছাড়িয়া’ ক ; (১৮) ‘নির্দয় পুরুষে, পরী ছাড়ে বিনা দোষে’ ক ; (১৯) ‘হিরা’ ক ; (২০) ‘বখনে পিরিতি কৈলে, তখনে মিষ্ট বোলে’ ক ; (২১) ‘অখনে সে এমত’ ক ।

(১) ‘করুণ’ ক ; ‘স্বাদ’ খ ; (২) ‘কি জানি’ ইত্যাদি চরণ চইটা ঘ-পুথিতে নাই । এই গীতটা গ-পুথিতে নাই । (৩) ‘ঝুরিয়া ঝুরিয়া কান্দি’ ক, খ ; (৪) ‘যেন হুখে’ ঘ ; (৫) ‘পক্ষী’ ক, খ ; (৬) ‘ভূমি’ ঘ ; (৭) ‘যে জনে বাহারে’ ক ; ‘যে জনে চরণে’ খ ; (৮) ‘হিত’ ক ; ‘ভীত’ ইত্যাদি চরণের স্থলে ‘সে জন বিশ্বর জন্ম’ খ ; (৯) ‘মোরে এড়ি না যাইও’ ইত্যাদি ক, গ ; ঘ-পুথিতে এই পরার-ছন্দের গীতের পরিবর্তে

অতি মতি-হীন

ভবানন্দ দীন

এবে হইলা নিষ্ঠুর

যাবা বোল মধু-পূর

গোবিন্দ-পরশে বোলে ।

অভাগিনী জীব কোন কাজে^{১১} ।

কহিলু দড়াইয়া কি ফল রত্নিয়া (৬৯৩৫)

মুঞি পরিহার^{১২} করৈ । রাতুল চরণে ধনৈ ।যোগিনী হইয়া যাইমু ওলে^{১৩} ॥মরিলে কি হবে বোল লাজে^{১৪} ॥ (৬৯৫১)

রাগ হেম ভাটীয়াল ।

বিনে কোড়ীর দাসী পাও কেনে পরিহারি-যাও

“এত করিলু মুঞি পিরিতি-সময়^{১৫} ।এ বড় বিষয় মনে বাসি^{১৬} ।পুণিল সাপের বিষ পরাণে না সয়^{১৭} ॥ ধ্রু ।

আমি তনে ভাল নারী যদি পাও মধু-পূরী

তখনে বাড়াইলু প্রেম না মানিয়া^{১৮} বাধা ।তাহারে সেবিমু হৈয়া দাসী^{১৯} ॥

পাইলু তাহার ফল অভাগিনী রাখা ॥ (৬৯৪০)

এড়িয়া না যাও মোরে ধরিয়া রাখিমু তোরে (৬৯৬০)

অন্তরে বাহিরে মোর তহু হৈল কালা^{২০} ।

যোগিনী তইমু পাছে লাগি ।

কত বা সহিমু আর^{২১} বিরহের জ্বালা ॥বোলে^{২২} তোর পায়ে পড়ি যদি মোবে যাও ছাড়িবিবেক নাহিক আর অভাগিনীর^{২৩} অঙ্গে ।

হেলায়ে তইবা বধ-ভাগী ॥

যোগিনী হইয়া যামু যদি নেও^{২৪} সঙ্গে ॥

কত বা কহিমু দুখ ভাবিতে বিদরে বুক

ঝুরিতে ঝুরিতে মোর টুটিলেক বল । (৬৯৪১)

বিরহ ভাবিতে^{২৫} হৈলু মন্দ । (৬৯৬১)অভাগিনীর চক্ষের আর কত আছে জল^{২৬} ॥”তুমি সে নিদ্রা^{২৭} বড় এবে সে জানিলু দড়^{২৮}

ভবানন্দে বোলে “শুন রাখা সুবদনি ।

রচিলেক দীন ভবানন্দ ॥

বিলম্বে পাইবে তুমি অতি পরশ-মণি^{২৯} ॥”

হেমমঞ্জরি রাগ ।

রাগ হুঃখী ভাটীয়াল ১০ ।

“পরশ-বন্ধু—কি স্থখে রহিমু আর^{৩০} ঘরে ।“প্রাণ-বন্ধু মথুরাতে না কর গমন^{৩১} ॥তিলেক না দেখি যদি পথ হেরি^{৩২} নিরবধি (৬৯৫০)

সত্য যাবা মধু-পূরে তোর লাগি প্রাণ সুরে

যথা তথা গিয়া^{৩৩} দেখি তোরে ॥ ধ্রু ।

কত দিনে হৈব দরশন ॥ ধ্রু । (৬৯৭০)

(১) ‘ভকতি-মতি-হীন কহে ভবানন্দ দীন

গোবিন্দ পরশনে বোলে ।’ ক ;

‘গোবিন্দ’ ইত্যাদির স্থলে ‘গোবিন্দ পরশে লাগে’ ঘ ;

(২) ‘সঙ্গে’ ঘ ; (৩) ‘এত কহিলু মুঞি প্রেমের দারে’ ক ;

(৪) ‘পোষানিয়া’ ক ; (৫) ‘পরাণে’ ইত্যাদির স্থলে—

‘না সহ্যে গায়ে’ ক ; (৬) ‘ভুনিয়া’ ঘ ; (৭) ‘বাহিরে

ভিতরে বন্ধু তোর তহু কালা’ ক ; (৮) ‘মুঞি’ ক ;

(৯) ‘বিবেক নাহি যে বন্ধু তোমার’ ক ; (১০) ‘যদি

নেও’ স্থলে ‘তোমার’ ক ; (১১) ‘বল’ (জল) ঘ ;

‘অভাগীর চক্ষের আছর কত জল’ ক ; (১২) ‘তোমার

কিনা নাকি (কাহ্ন ?) পরশ-মণি’ ক ; (১৩) ‘রাগ বরাড়ী’

ক, ঘ ; (১৪) ‘আরে কানাই’ ইত্যাদি ক ; ‘বন্ধু রে বন্ধু’

ইত্যাদি ঘ ; (১৫) ‘চাহিয়া থাকি’ ক ; প্রাণ গোড়ে ঘ ;

(১৬) ‘কোথা থাক গিয়া’ ক ;

(১৭) ‘অনেক অনেক দূর, যাইয়া মধু-পূর,

খোয়ায়ী মরিব মৈবে’ ক ; ‘অখনে অনেক দূর’

ইত্যাদি গ ; ‘অভাগি রহিব কোন কাজে’ ঘ ;

(১৮) ‘পরিহার করি বোলে’ ক ; ‘তোমাতে পরিহার

করো’ গ ; (১৯) ‘মোর লাজে তোমারে না পাইবে’ ক ,

‘তোমারে না পাইব মোর লাজে’ গ ; (২০) ‘বিনা কড়ি

দাসী পায়, তাহা কি ছাড়িয়া যায়, যোগিনী হইমু পাছে

লাগি ।’ ক ; ‘বিনা কড়ি’ ইত্যাদি ঘ ; (২১) ‘আমি

হনে’ ইত্যাদি চারিটী চরণ ক-পুথিতে নাই ; ‘তাহানে

সেবিব কোন দাসী’ ঘ ; (২২) ‘বিরহে ঝুরিয়া’ ক ;

‘বিরহে ভাবিতে’ ঘ ; (২৩) ‘নিষ্ঠুর’ ঘ ; (২৪) এই গীতটী

ক, খ ও গ-পুথিতে নাই ।

কালো হে— .

শুনিয়া তোমার মুখে . কি শেল হানিল বুকে
যাবা শুনি রজনী-প্রভাতে ।

আমাক ছাড়ি গেলে সহজে বধিবা হেলে
; রাখার বধ লাগিব তোমাতে ॥ (৬৯৭৫)

তুমি থাক তরু-মূলে মুখিঃ যাই জলের ছলে
আসিতে যাইতে হয় দেখা ।

নিরঙ্কি পঁথেক রৈয়া কত যুগ যায় বৈয়া
আঁখির নিমিখ করি লেখা ॥

দধির পশার লৈয়া হাটে যাই পার হৈয়া (৬৯৮০)
• মাগন লইলা ঘাটে বসি ।

কে আছে আমার বোল ভরি আনি দিব জল
কে ভাসিব আমার কলসী ॥

বিনে স্নতে গাঁথি হার কে আনিয়া দিব আর
• চন্দন কে দিব মোর সঙ্গে । (৬৯৮৫)

ডাকিলে বাঁশরীর সানে শুনিলে না শুনি কানে
চাতুরি করিব কার সঙ্গে ॥

তখনে পিরিতি কৈলা এবে সে নিঠুর হৈলা
ভোর মোর হৈল এহি সীমা ।” (৬৯৯০)

দীন ভবানন্দে বোলে “যদি মোরে নেও ওলে
তবে জানি তোমার মহিমা ॥”

রাগ করুণ ভাটীরাণ ।

কান্দে বিরহিণী রাখা কোকিলার স্বরে ।

“চরণে ধরিয়া বোলে” লৈয়া যাও মোরে” ॥ ক্র ।

কত নিবেদিমু ছুঃখ শুন যুবরাজ । (৬৯৯৫)

দাসী করি সঙ্গে নেও না বাসিও লাজ ॥

(১) ‘এই গীত-টা গ-পুথিতে নাই; ইহার আগে
• গ-পুথিতে আর একটা প্রসিদ্ধ গীত আছে, উহা পরিণিষ্টের
পাঠান্তরে উদ্ধৃত হইল। (২) ‘ওলে’ খ; (৩) ‘কত
নিবারিব আর’ খ; (৪) ‘ভাবিও’ ঘ; (৫) ‘হাটিতে’ ঘ;

পথ-ক্রমে হাটি যাইতে শ্রম-যুক্ত হৈলে ।

পাখালি রাতুল পদ মুছিব কুন্তলে ॥

কহিতে অনেক কথা ভয় লাজ বাসি ।

পরিহরি না যাইও মুখিঃ হেন দাসী ॥ (৭০০০)

পাঞ্জর শোখিল ছুঃখে — বল হৈল খীন ।”

“মজিল বিরহে”—বোলে ভবানন্দ দীন ॥

রাগ কামোদ ।

“বন্ধু—বাঁশী রাখ তোমার বদলে” ।

যদি মধু-পুরে যাবা বাঁশী-টা আমারে দিবা

দেখিয়া নিবাইব শোকানন্দ ॥ ক্র । (৭০০৫)

এ বাঁশী যথেক কৈল গোকুলে পাখার পুইল

বাঁশী নহে পরাগের বৈরী ।

কিবা মোরে বাঁশী দেও কিবা মোরে সঙ্গে নেও

তবে সে বিদায় দিতে পারি ॥

সঙ্গে বাঁশী নেও যদি বাজাইবা নিরবধি (৭০১০)

সান শুনি আসিব কামিনী ।

কংস রাজা ছুট বড় তোর প্রাণ লৈব দড়

অনাথ হইমু অভাগিনী ॥

পায়ে ধরি বোলে তোর ছাড়িয়া না যাও মোরে

নহে মোরে বাঁশী দিয়া যাও । (৭০১৫)

কেনে নিশবদে রহ যে উচিত তাহা কহ

নহে বন্ধু মোর মাথা খাও ॥”

(৬) ‘গোয়াইয়া’ ক; ‘ধরিয়া’ খ; (৭) ‘আনি’ খ;
(৮) ‘পাঞ্জর শোখিল ছুঃখে’ ক; ‘পাঞ্জর ছইল খালি’
খ; (৯) ‘তহু’ খ; (১০) ‘রাপার মিনতি কহে’ খ;
(১১) ‘বদলে’ ঘ; (১২) ‘ছড়াইব’ গ; (১৩) ‘শোকানন্দে’
ঘ; (১৪) ‘ছ-কুলে’ ঘ; (১৫) ‘রৈল’ ক; (১৬) ‘কিবা
বাঁশী’ ইত্যাদি চরণ-বহু ক-পুথিতে পড়িয়া গিয়াছে।
(১৭) ‘হুসিব’ গ; (১৮) ‘সঙ্গে করি লেহ মোরে’ ক;
(১৯) ‘কিবা’ গ; (২০) ‘তাকে’ গ; ‘তারে’ ঘ;
(২১) ‘সোনা’ ক; ‘শুন’ গ।

দীন ভবানন্দে কহে “সোনা নহে—রূপা নহে
কেবল বাঁশের হয় বাঁশী।
এহি সে কহিলু দড় রাধা হনে নহে বড় (৭০২০)
সহজে তোমার নিজ দাসী ॥”

পদ-বন্ধ।

শুচি হৈয়া রাজা শুনে বসি কুশাসনে।
রাধার করুণা কহে ব্যাস তপোধনে ॥
শুনিয়া নৃপতি মহা-তাপিত হৈলা যদি।
নয়ানের সলিলে বহিয়া যায় নদী ॥ (৭০২৫)
হেমময় সিংহাসনে মুনি বসি আছে।
অপর্যাপ্ত সলিল হইল তার কাছে ॥
সলিলের স্রোত বহে কুশাসন জিনি।
আচম্বিত তাহাকে দেখিলা মহামুনি ॥
মুনি বোলে “জন্মেজয় মহাজ্ঞানবন্ত”। (৭০৩০)
অখনে সে জানিলু ইহার আদি-অন্ত ॥
বিস্তারি কহিতে কথা কার্য নাহি আর।
এ শোকে সর্বথা প্রাণ যাইব তোমার ॥
রোদন করিতে রাজার জ্ঞান গেল হরি ॥
সঙ্কেপে কহিমু আর না কৈমু বিস্তারি ॥ (৭০৩৫)

(১) ‘কেবল তরল বাঁশের’ খ; ‘কেবল বাঁশের
আগের (‘আগা’ খ) বাঁশী’ ক, খ; (২) ‘বাঁশী নহে
মোর বড়’ ঘ; (৩) ‘বাজা’ ইত্যাদির স্থলে—‘জন্মেজয়
বসি’ ক; এই পয়ারের প্রথম কয়েকটা শ্লোক খ-পুথিতে
নাই। ‘জন্মেজয় বৈসে’ গ; (৪) ‘মহাতাপ পাইলা’
গ; (৫) ‘বহিতে লাগে’ গ; ‘বহিয়া আছে’ ঘ;
(৬) ‘হেম সিংহাসনে ত বসিছে মুনি ব্যাস।’ গ;
(৭) ‘সলিলে বহিয়া নদী গেল জটাশাখ।’ গ;
(৮) ‘বিষ’ ঘ; (৯) ‘মহাপুণ্যবন্ত’ গ; (১০) ‘তোমার’
গ; (১১) ‘তুমু না রৈব রাজার’ ক, ঘ; (১২) ‘রাজা
হবে বল-হারী’ ক; ‘রাজা হৈছে বল-হারী’ ঘ;
(১৩) ‘মাত্র’ ক; ‘কথা’ গ; (১৪) ‘না কৈব বিস্তারিন’

কান্দিতে কান্দিতে রাজা জিজ্ঞাসে তখন।
“নিজ দাস” জানি কৃণা কর তপোধন ॥
গোবিন্দে বোলিলা কিবা রাধার বাক্য” শুনি।
শুনিবার প্রত্যা বড়—কহ মহামুনি ॥
বিবেক-রহিত কথা কহে” মুনিবর। (৭০৪০)
মধু-মাসে মিষ্ট যেন কোকিলের স্বর” ॥
“কেবল বিবেক-সিদ্ধ রাধার করুণ।
সারদা-নন্দন” রাজা—মন দিয়া শুন ॥”
এহি মতে রাধা যদি কান্দিয়া কহিলা।
ক্ষেণেক-অন্তরে” প্রভু প্রভুত্ব দিলা ॥ (৭০৪৫)
“শুন শুন” প্রাণেশ্বরির মোর নিবেদন।
এত মনস্তাপ তুমি পাও কি কারণ” ॥
যে রূপ করুণা করি কহিলা মোর স্থান।
এতেকে বুঝিলু—ছাড়ি দিবার নাহি জ্ঞান” ॥
তোমার আকুল দেখি হৈলু জড়-মতি” ॥ (৭০৫০)
জীতে নি ছাড়িতে পারি তোমার পিরিতি ॥
তবে সে কহিমু প্রিয়া দেখি সমুচিত ॥
রাখিয়া আমার বাক্য ক্ষেমা কর চিত ॥

ঘ; (১৫) ‘কৃত্য’ ক, গ; (১৬) ‘কিবা আকুলিত’
(১৭) ‘কহ’ গ; (১৮) ‘শুনিতে অধিক তাপ-করুণা-সাগর’
গ; (১৯) ‘তনয়’ ক, ঘ; (২০) ‘ক্ষেণেক উত্তর’ ক;
‘ক্ষেণেক চিন্তিয়া’ গ; (২১) ‘প্রিয়া’ গ; (২২) ‘এত
মনস্তাপী তুমি হও কি কারণ’ ঘ; (২৩) ‘যতক করুণা
তুমি কহ’ গ; (২৪) ‘শুন প্রিয়া বুঝি তোমার নহে ভাল
জ্ঞান’ গ; ‘অল্প বুদ্ধি উত্তর দিবার নাহি জ্ঞান’ ক;
(২৫) ‘তোমার আকুল’ ইত্যাদি শ্লোক ক ও ঘ-পুথিতে
নাই।

(২৬) ‘যথাশক্তি-পূর্বক কহিমু সমুচিত।

সর্বথা না হৈও প্রিয়া হৈতে কুপিত ॥’ ক;

‘ভক্তি পূর্বক কহিলা যথোচিত।

সর্বথা না হৈও প্রিয়া এত আকুলিত ॥’ ঘ;

হাসিয়া মেলানি দেহ—বাই মধু-পুরী^১ ।
 দুই দিন থাকিয়া আসিমু শীঘ্র করি^২ ॥ (৭০৫৫)
 সঙ্গে যাইবার তোর আছেয়ে মানস^৩ ।
 কেমতে হাটিয়া যাইবা—ই বড়^৪ সাহস ॥
 বালিয়ে কাটিব প্রিয়া চরণ তোমার^৫ ।
 কোলে করি লই যদি তবে প্রতিকার ॥
 শিরীষ কমল হতে^৬ শরীর কোমল । (৭০৬০)
 তপনের তাপে উনাইয়া হইব জল ॥
 তবে কোন প্রতিকার হৈব প্রাণেশ্বরি ।
 এই হেতু তোমারে না লেই সঙ্গে করি ॥
 সুন্দরী যুবতী যদি সঙ্গে করি যায় ।
 পুরাণে শুনিছি—তবে মনস্তাপ পায় ॥ (৭০৬৫)
 অীরামের সহিতে সীতা গিয়েছিল বনে ।
 সুন্দরী দেখিয়া ভানে নিল দশাননে ॥
 সীতা হতে রূপ দশ-গুণ তোমার অঙ্গে ।
 এহি ত্রাসে তোমাকে না লেই আমি সঙ্গে ॥
 বাঁশী বদলে রাখিতে চাহ রাই । (৭০৭০)
 প্রাণ দিতে পারি যদি তোমার মন পাই ॥
 কেবল তোমার আমি—জান তুমি দড়ি ।
 তোমা হতে সর্বদনি বাঁশী নহে বড়ি ॥
 হাঁসিয়া মেলানি দেও—না বাসিও ভীন ।
 মধু-পুরে আমার বিলম্ব দুই দিন ॥” (৭০৭৫)
 পুনরপি ষোড়-হাতে বোলে যত্নমণি^৭ ।
 “হাসিয়া সুন্দরি রাখা দিয়ার মেলানি^৮ ॥”
 বিনয় করিয়া যত বোলে নারায়ণ ।

শুনিয়া রাধিকা কহে কর্কশ বচন ॥
 “অহে নব-যুবরাজ জানিলু এখনে^৯ । (৭০৮০)
 আমারে ভাঙিয়া যাইতে ভাবিয়াছ মনে^{১০} ॥
 পশ্চিমে উদিত যদি হয় দিবাকর ।
 বিচলিত হয় যদি অচল শিখর^{১১} ॥
 পাবক শীতল হয়—জল হয় বহি^{১২} ।
 শৈল-শৃঙ্গে নিকসিত হয় কমলিনী^{১৩} ॥ (৭০৮৫)
 বিষ হয় যদি সুধা^{১৪}—সুধা হয় বিষ ।
 সপ্তার্ণব শোষি যায়—ভাসিয়ে কুলিশ^{১৫} ॥
 যমের বিষয় যদি দূর হয়^{১৬} জানি ।
 তথাপি হাসিয়া রাখা না দিব মেলানি ॥
 আগে মোর প্রাণ লও হইয়া নিষ্ঠুর । (৭০৯০)
 তবে তুমি হরিনে^{১৭} যাইও মধু-পুর ॥”
 এতেক কর্কশ বোলি চিন্তে মনে-মন ।
 নত্ন-ভাবে বোলে রাখা^{১৮} ধরিয়া চরণ ॥

রাগ হুঃখী ভাটায়াল^{১৯} ।

“হের রে নবীন জলধর ।
 হুঃখে সে বোলিলু—জালা কত সৈমু তোর^{২০} ॥ ধ্রু ।
 (৭০৯৫)

শ্লোক আছে, যথা—“এই বোলি গোবিন্দে দিলেন আলিঙ্গন ।
 শৃঙ্গার-আলাপে সন্তোষিত কৈলা মন ॥”
 (‘অনঙ্গ-তরঙ্গে পুনি সন্তোষিলা মন’ ঘ) ॥

(৯) ‘নিষ্ঠুর’ গ ; (১০) ‘আমারে ছাড়িয়া যাইতে তোমার মনে লয়’ গ ; (১১) ‘পশ্চিম-শিখর’ গ ; ‘প্রচলিত হয় যদি অমেক শিখর’ ক ; (১২) ‘পাবক সলিলে যদি—জলে হয় বহি’ ক ; ‘পাবক সলিলে যদি—জল হয়ে বহি’ গ ; (১৩) ‘হয়ত নলিনী’ গ ; (১৪) ‘ইন্দু কলকী যদি’ ক ; ‘ইন্দু কলক হয়’ ঘ ; (১৫) ‘সপ্তার্ণব শোষি যদি হয়ত কুলিশ’ গ ; (১৬) ‘হৈল’ গ ; (১৭) ‘নির্কিয়ে’ ক ; (১৮) ‘সমুচিত হইয়া কহে’ গ ; (১৯) ‘গান-ছন্দ নাগুলা পিয়ার’ ক, ঘ ;

(২০) ‘হুঃখে সে বোলি লাজ পাইল

ই শোষ যোরে ক্ষেমা করি’ ঘ ;

‘হুঃখে সে বলি বিরহ-জালা কত সহিমু আর’ গ ;

(১) ‘না কর বিষয়’ ক, ঘ ; (২) ‘দুই দিনের মধ্যে আমি আসিমু নিষ্ঠুর’ ক, ঘ ; (৩) ‘সঙ্গে লইবার ছিল আমার মানস’ ক ; (৪) ‘বড়ই’ গ ; (৫) ‘বালিয়ে’ ইত্যাদি শ্লোক গু-পুথিতে নাই ; (৬) ‘শিরীষ লবনি জিনি’ ক ; (৭) ‘বোলে যত্ন-পতি’ ঘ ; (৮) ‘হাসিয়া মেলানি মোরে দেও রসবতি’ ঘ ; এই শ্লোক-টির পূর্বে গ ও ঘ-পুথিতে নিম্ন-লিখিত প্রাক্ষিপ্ত

ভরসা আছিল মনে — তুমি যুরাজ।
 প্রেম-খানি বাড়াইয়া মোরে দিলা লাজ ॥
 নিজ-পতি তেজি আমি দাসী হৈলু তোর।
 বিরহে ঝুরিতে তমু হইল জর্জর ॥
 শিশু হনে তোর ভাবে ঝুরিয়া সে মরে ॥ (৭১০০)
 যে বোলিলু ক্ষেমা কর—রাজা পায়ে ধরে ॥
 হরি-পরশনে কহে ভবানন্দ দীন ॥
 “তোমাতে কি দোষ দিমু—রাধার কুদিন ॥”

রাগ তথা।

“আইস বন্ধু—রাতুল কমল পদে ধরে ॥
 বোলিলু গায়ের ছুখে কত বা সহিব বুকে (৭১০৫)
 মুখি তোর নিছনি লৈয়া মরে ॥ ৫ ॥
 কি পাপ কপাল মোর তুমি না রহিলে ঘর
 অভাগিনীর খণ্ড-তপ ফলে।
 দড়াইয়া আমাতে কও যদি বা মথুরা রও ॥
 প্রাণ দিমু ভঙ্কিয়া গরলে ॥ (৭১১০)
 এড়িয়া যাইবা কামু অখনে সে দড় জামু ॥
 অভাগীরে নাহি নিবা ওলে।
 আমার হৃদয় বড় কুলিশ-অধিক দড়
 কোন মুখে রহিমু গোকুলে ॥
 তখনে তোমার সঙ্গে পিরিতি বাড়াইলু রঙ্গে (৭১১৫)
 এবে কেনে মোরে বাস ভীন।
 প্রেমের আনলে দহে শরীরে বা কত সহে
 সহজেই আমার কুদিন ॥”

(১) ‘বড়’ ক, খ, গ; (২) ‘মায়া’ বাড়াইয়া প্রেম পাছে
 দিলা লাজ’ গ; (৩) ‘হেন জন ছাড়িতে না ভাব পরাপর’
 গ; (৪) ‘তোর ছুখে পুড়িয়া’ ক, খ; (৫) ‘চরণে ত’
 ঘ; (৬) ‘সেই মনে যেই কর না বাসিও ভীন’ গ; (৭)
 ‘রাধার সবাধ কহে ভবানন্দ দীন’ গ; (৮) এই
 গীত-টা খ ও গ-পুথিতে নাই। (১০) ‘খণ্ড-ব্রত’ ক;
 (১১) ‘দড়াইয়া তোমাতে কই, যদি বা গোকুলে রই’ ক;
 (১২) ‘ঝুরিয়া কহিলু, এবে সে জানিলু’ ঘ; (১৩) ‘স্বখে’ ক;
 (১৪) ‘আমি নাকি চিন্ত হৈতে ভীন’ ক;

হরির কিঙ্কর হীন কহে ভবানন্দ দীন
 শরণ পশিলু পদ-তলে ॥ (৭১২০)
 “রজনী থাকিতে রাধা তোমাতে করেন বাধা
 না রাখিব প্রসন্ন হইলে ॥”

গদ-বন্ধ।

মুনি বোলে “চন্দ্রবংশী মহারাজা শুন
 কেবল বিবেক-সিদ্ধ রাধার করুণ ॥
 কোকিলের স্বরে রাধা পুনরপি বোলে। (৭১২৫)
 “তুমি গেলে কারে দেখি রহিমু গোকুলে ॥
 কর্ণেত কুণ্ডল দিয়া হইমু যোগিনী।
 বিষ ভঙ্কি প্রাণ দিমু গায়ের আগুনি ॥
 মুই জানে তুমি বিনে আর নাহি কেহ ॥
 কি মোর করম-দোষে এত লাজ দেহ ॥” (৭১৩০)
 বিষাদ ভাবিয়া রাধা কান্দিয়া বিকল।
 মুকতা-গাঁথুনি পড়ে নয়নের জল ॥
 “যার লাগি ঝুরি মরি সেহি বাসে ভীন।
 অভাগী রাধার হৈল অশুভের চীন ॥
 নিশি অবসান হৈলে মধু-পূরে যাইবা ॥ (৭১৩৫)
 অভাগী রাধার প্রাণ হেলায়ে লইবা ॥
 নিষেধ করিয়া কত করিমু অমঙ্গল ॥
 যে হোক সে হোক মোর কর্মের ফল ॥”

(১৪) ‘রজনীপ্রভাতে রাধা, কান্দরে করেন বাধা’ ঘ;
 (১৫) ‘না রাখিব আসা হৈলে’ ক; ‘না রাখিল প্রসন্ন হইলে’
 ঘ; এই ভগিতার কলি-টা খ-পুথিতে নাই। (১৬) ‘ধাকিমু’
 গ; (১৭) ‘শ্রবণে’ গ; (১৮) ‘নহে বা গরল ভঙ্কি তেজিমু’
 পরানি’ গ; (১৯) ‘মুখি যদি জানে প্রভু বিনে কেহো’
 নাই’ ক; ‘মুখি জানে প্রাণনাথ আর নাহি কেহ’ খ;
 ‘আপনেই জান প্রভু মোর নাহি কেহ’ ঘ; (২০) ‘পাই’
 ক; (২১) ‘মুক্তা গাঁথিছে হেন চকুর পড়ে জল’ ঘ;
 ‘মুক্তা-গাঁথুনি যেন আঁখির পড়ে জল’ ক; (২২) ‘মরে’
 গ; (২৩) ‘ধোয়ারী’ গ; (২৪) ‘নিষেধ করিমু’
 আর কত অমঙ্গল’ ক, ঘ; ‘নিষেধ ন(না) করিমু হয়
 জানি অমঙ্গল’ গ।

এহি সে আছিল মোর বিধাতার নিবন্ধন' ।
 তুমি মধু-পুরে গেলে আমার মরণ' ॥ (৭১৪০)
 একান্ত হইব পাপ অভাগীর বধে' ।
 আর কি কহিমু প্রভু তোমার রাজ্য-পদে' ॥
 আপনে সকল জান—তুমি অন্তর্যামী ।
 রাতুল চরণে কত নিবেদিমু আমি ॥
 দড়' যদি মধু-পুরে যাইবা যত্ন-রায়' ॥ (৭১৪৫)
 কেমনে বন্ধিব রাখা—কহিবা উপায়' ॥
 আপনে কহিলা দুই দিবসে আসিবা' ।
 বরিসেকে' আইস যদি তেমু লাগ পাইবা ॥
 গথ-নিরীক্ষণে আমি করিমু তোমা ধ্যান' ॥
 ইহার অধিক হৈলে তেজিমু পরাণ' ॥ (৭২৫০)
 এতি বোলি স্তব্দনী বিলাপিয়া কান্দে ।
 কর্ণদোষে আপনার' বিধাতাকে নিন্দে ॥
 গোবিন্দে বলেন "প্রিয়া শুন চন্দ্রমুখি ।
 তোমার বিরহে' মুই বড় হৈলু দুখী ॥
 হাসিয়া না বোল যদি যাইতে মধু-পুর । (৭১৫৫)
 রহিমু নিকটে তোমার—যাউক' অক্লুর ॥"

তবে গুণবতী রাখা চিন্তে মনে-মন' ॥
 বিরস হইলে প্রভু নিফল জীবন' ॥
 যত্ন-যত্ন-স্বরে বোলে—"শুন যুবরাজ ।
 তুরিতে আসিও—মাত্র না করিও ব্যাজ ॥" (৭১৬০)
 এত শুনি যত্ন-পতি হৃদয়িত মন ।
 রাধিকার গলে ধরি' দিলা আলিঙ্গন ॥
 তখনে বোলিলা রাখা—"তুষ্ট হৈলা যদি ।
 সত্য যদি যাইবা' প্রভু খাও সর দধি ॥"
 হরি বোলে—"রূপা-যুক্ত যদি হৈলা রাই । (৭১৬৫)
 বিলম্ব না কর—সর দধি' দেও খাই ॥"
 শুনিয়া স্তব্দরী' রাখা হরিষ-অস্তবে ।
 প্রবেশিলা পতি আর শাশুড়ীর ঘরে ॥
 শাশুড়ী-স্বামীত কহে এ সব কাহিনী ।
 আপনে আসিল বুঢ়ী লৈয়া সব লনী ॥ (৭১৭০)
 সর লবনী যদি খাইলা নারায়ণ ।
 প্রসঙ্গ' করিল বুঢ়ী' সেতি বিবরণ ॥
 বুঢ়ী বোলে—"নাতি কেনে হইলা নিষ্ঠুর ।
 বধুরে ছাড়িয়া যাইতে চাহ' মধু-পুর ॥
 হেলায়ে না কর নাশ এ তেন স্তব্দরী' ॥ (৭১৭৫)
 যদি যাও ব্যাজ না করিবা মধু-পুরী ॥"
 কাহ্নু বোলে—"মাতামহি শুন মোর কথা ।
 দিন দুই বিলম্ব আমার হৈব তথা ॥

(১) 'বিধাতা-নিবন্ধন' ক; 'এহি এ (সে) নিবন্ধন' হৈল বিধাতা নিবন্ধন (লিখন?)' থ; 'এই সেই আছিল মোর বিধাতার নিবন্ধন' গ; (২) 'আমার ছেদ কর' গ; 'রাধার মরণ' ঘ; (৩) 'তোমার হইল পাপ আমার যে বধে' গ; 'অভাগীর বধে' স্থলে 'আমার মরণে' ক; (৪) 'কত হৃদয় কেব নাথ তোমার চরণে' ক; থ; 'কত নিবেদিমু আর রাতুল যে পদে' গ; (৫) 'সত্য' ঘ; (৬) 'যত্ন-মণি' গ; (৭) 'কি লক্ষে (কো) থাকিমু আমি কহ দেখি শুনি' গ; (৮) 'সন্ত (ত্ব)রে আইসহ যদি তবে লাগ পাইবা' গ; (৯) বৎসরেক' ক; 'আপনে কহিছ দুইদিনে আসিবা' গ; বোধ হয় গ-পুথির লিপি-করের ভুলে পরের চরণটি আগে গিয়াছে; 'দুই দিনের বেশী হৈলে লাগ না পাইবা' (১০) 'দুই দিন তোমার গথ করিমু নিরীক্ষণ' গ; (১১) 'এতাদিক (এতাদিক' গ) হইলে প্রভু তেজিমু জীবন' ('পরাণ' ক, থ;) ক, থ, গ; (১২) 'আপনার কর্ণ ভাবি' গ; (১৩) 'কান্দনে' গ; (১৪) 'যাইব' ক, থ, গ;

(১৫) মনে মনে' ক, ঘ; (১৬) 'নিফল জীবন' থ; 'কি ফল রহনে' ক, ঘ; (১৭) 'রতি ভুজি রাধিকারে' ক ঘ; 'প্রেমভাবে রাধিকারে' ঘ, থ; (১৮) 'কুধারে কাতর' ('আকুল' থ, ঘ;) ক, থ, ঘ; (১৯) 'লনি' গ; (২০) 'যুবতী' গ; (২১) 'জিজ্ঞাসা' গ; (২২) 'তবে' গ; (২৩) 'যাইতে চাহ' স্থলে 'কহ যাইতে' গ; (২৪) 'হেলায়ে' ইত্যাদি শ্লোক ক-পুথিতে নাই; এই শ্লোকের পূর্বে ঘ-পুথিতে নিম্ন-লিপিত শ্লোক আছে যথা—

'নব যুবা কাল এহি রূপ মোর বহ্ন ।
 কহ চাই কোথা গেলে পাইবা হেন মধু ॥'

যাও মাতামহি—গিয়া করহ শয়ন ।”
 বিদায় করিলু এই তোমার চরণে ॥ (৭১৮০)
 যরেন্ প্রবেশিল বুঢ়ী হইয়া মোহিত ।
 গোবিন্দে বোলেন তবে রাখার বিদিত ॥
 “শুন প্রিয়া প্রাণেশ্বরি কহি তত্ত্ব সার” ।
 মোর অপেক্ষায়ে স্বত্ব না হইব তোমার ॥
 যেমতে রাখিছে দুর্গা মণি-কর্ণধরে” । (৭১৮৫)
 আমিও * রাখিমু তোমা নিজ কলেবরে ॥
 দিন দুই বিলম্ব হইব মধু-পুর ।
 হাসিয়া মেলানি দেও—যাই কংস-পূর” ॥
 এ’হ মতে হৈল রাজা নিশি অবসান” ।
 মাগেন মেলানি হরি রাখিকার স্থান ॥ (৭১৯০)
 “হাসিয়া স্তম্ভরি রাখা দিয়ার মেলানি ।
 মধু-পুরে বাই—আজ্ঞা কর স্তবদনি” ॥”
 রাখা বোলে “যদি প্রভু নাহি বাস ভীন” ।
 স্মরণ-পূর্বক মোরে দেও এক চীন” ॥
 যদি বা বিলম্ব তোমার হয় মধু-পুরে” । (৭১৯৫)
 তাহা” দেখি বিরহ-অনল হৈব দূর” ॥”

(১) ‘এহি কহিলু বিবরণ’ ঘ ; (২) ‘গৃহে’ গ ; (৩) ‘যরে’
 ইত্যাদি স্থলে—‘বড়াই চলিলা তবে’ ক ; (বড়+আই—
 বড়াই অর্থাৎ বড়-মা, মাতামহী) । (৪) ‘শুন প্রিয়া’
 ইত্যাদি শ্লোক-দ্বয় গ-পুথিতে নাই । (৫) ‘সাক্ষাতে’
 খ ; (৬) ‘দেব মহেশ্বর’ খ ; (৭) ‘তেমতে’ খ ; (৮)
 ‘না হৈও নির্ভর’ ক, খ, ঘ ; (৯) ‘এহি মতে’ ইত্যাদি
 শ্লোক-দ্বয় গ-পুথিতে নাই । এই শ্লোক দুইটির আগে
 ক ও ঘ-পুথিতে নিম্নলিখিত শ্লোক আছে, যথা—

“এহি বোলি পুনরপি দিলা আলিঙ্গন ।

শূদার করিয়া (‘ভুক্তিয়া’ ক) সন্তোষিলা রাখার মন ॥” ক, ঘ ;

(১০) ‘দ্বঃখ না ভাবির কামিনি’ ঘ ; (১১) ‘রাখা বোলে
 প্রভু মোকে না বাসিও ভিন্ন’ গ ; (১২) ‘দেও পদ-চীন’
 ক ; ‘দেও এক চিহ্ন’ গ ; (১৩) ‘মধু-পুরে’ ক খ ;
 (১৪) ‘তারে’ ক ; ‘তাকে’ গ ; (১৫) ‘বাবে দূরে’ খ ;
 ‘বিরহ’ ইত্যাদি স্থলে ‘মোর সব হঃখ বাইব দূর’ গ ;

রাখার বিরহ” শুনি মাধুরি জন্মিল ।
 কণ্ঠ হনে” খসাইয়া কোমল-খানি” দিল ॥
 কোমল” পাইয়া সাত রাখা হরবিত-মন ।
 কর ষোড় করি পুনি বন্দিলা চরণ ॥ (৭২০০)
 গলাগলি করি কৃষ্ণ” করিলা বিদায় ।
 রাখারে মোহিত করি মধু-পুরে যায় ॥
 শোকাবুলি হৈয়া রাখা মন্দিরেত রৈল ।
 মাগের নিকটে গিয়া গোবিন্দ শুইলা ॥

[যশোদার নিকট শ্রীকৃষ্ণের বিদায়]

প্রভাতে গোয়াল সব চৈতন্ত পাইয়া” । (৭২০৫)
 নন্দের মন্দিরে তবে মিলিল আসিয়া ॥
 ব্রজ-লোকে সম্বোধিয়া বোলিলা অক্রুরে ।
 “অবিলম্বে চল যাই মধুরা-নগরে” ॥
 “দধি দুগ্ধ লৈয়া তবে শকট ভরিয়া” ॥
 নন্দ-আদি গোপে চলে যাত্রা করিয়া ॥ (৭২১০)
 অক্রুরে বোলায়ে—“প্রভু শুন নিবেদন ।
 শীঘ্র করি চল—ব্যাঞ্জে নাহি প্রয়োজন ॥”
 গোবিন্দে বোলেন—“চিন্তা না কর অক্রুর” ॥
 মাগেত মেলানি মাগি” যাইব মধু-পুর” ॥

(১৬) ‘বচন’ ঘ ; (১৭) ‘গলে হতে’ ঘ ; ‘গলা হৈতে’ ক ;
 ‘কণ্ঠ হৈতে’ খ ; (১৮) ‘পদ্ম-মণি’ গ ; (১৯) ‘পদ্ম-মণি’
 গ ; ‘কোমল পাইয়া’ ইত্যাদি শ্লোকের পূর্বে গ-পুথির
 প্রাক্ষিপ্ত শ্লোক, যথা—

‘শূদারে প্রেম-রসে তুই কৈলা মন ।

বিদায় করিলা তবে দেব-নারায়ণ”

(২০) ‘হুই’ গ ; ‘কৃষ্ণক’ ঘ ;

(২১) ‘প্রভাতে চেতনা পাইলা যতক ব্রজ-গণ ।

নন্দের মন্দিরে মিলিলেক সর্ব-জন ॥” গ ;

(২২) ‘চল সবে বাই মধু-পুরে’ ক, খ ; গ-পুথিতে এই
 শ্লোক নাই । (২৩) ‘রাখ-কর লৈয়া সবে শকটে পুরিয়া’
 গ ; (২৪) ‘গোবিন্দে বোলিলা দধি বাইব মধু-পুরি ।

এ বোলিলা মাগের নিকটে গেলা হরি ॥” গ ;

(২৫) ‘করি’ ঘ ।

এ বোলিয়া মায়ের নিকটে গেলা হরি'। (৭২১৫)
মায়ের চরণে কহে স্বহৃদ-করি ॥
“আসিছে কংসের দূত তপস্বী অক্রুর’
মেলানি দিয়ার মাও—বাই মধু-পুর ॥”
গোবিন্দের মুখে শুনি এহি বিবরণ’।
বিবাদ ভাবিয়া বোলে করুণা-বচন’ ॥ (৭২২০)

রাগ বিভাষ নাগুণাঃ ।

“রে নন্দ-দুলালিয়া’—

না যাইও কংসের ভবনে’ ।

তিলেক না খাইলে স্তন কর বাছা’ ক্রন্দন
রবির জালে হাটিবা কেমনে ॥ ৫ ।

না যাইও মধু-পুর যাউক’ বোল অক্রুর (৭২২৫)
কংসেরে মূই বাসি ভয়’ ।

প্রচণ্ড-উদয়’ ভানু ননীর কোমল তনু
উনাইয়া হইবা জলময়’ ॥

দারুণ কংসের চরে খরিয়া সে নিব’ তোরে
মধু-পুরে যাইব প্রাণ-খানি । (৭২৩০)
ই দুঃখ বা কত সৈমু’ কার মুখ দেখি রৈমু’
বিষ ভক্ষি মরিমু অভাগিনী ॥
সবে দশ বৎসর’ বয়স হইছে তোর’
ক্ষুধায়ে কাতর তুমি’ বড় । (৭২৩৫)
মধুরা নগরে যাবা কার ঠাঞি কি’ চাহিবা
কেমতে গোড়াইবা’ হৈয়া দড় ॥
না দেখিলে তোমার মুখ বিদরে দারুণ বুক
আমি রৈমু কার মুখ চাইয়া’ । (৭২৪০)
সাত নাই—পাঁচ নাই সবে তুমি কাহ্নাই
তোমা না দেখিলে পোড়ে হিয়া ॥”
ভকতি-মুক্তি-হীন কহে ভবানন্দ দীন
যশোদার পদ-তলে বোলে’ ॥
“কেনে বা বিলাপ কর আকুলিত হৈয়া’ মর(৭২৪৫)
এই পুঞ্জ তোমার নহে মূলে ॥”
হেম তুড়ী রাগ ।

“আরে যাদু’—

তোর দুঃখে মরিমু সে ঝুরি’ ॥

হাটিতে না পারিবা ক্ষুধা হৈলে’ কি খাইবা
কেমনে যাইবা মধু-পুরী’ ॥ ৫ । (৭২৫০)

(১) “সর-যোড়ে বোলে প্রভু মায়ের চরণে ।
মধুরাতে যাই আমি অক্রুরের সনে ॥” গ ;
(২) “আসিছে” ইত্যাদি শ্লোক গ-পুথিতে নাই । (৩) “এ সব
কখন’ গ ; “এত বিবরণ’ ক, খ ; (৪) “বোলে” ইত্যাদির
স্থলে “কালে করিয়া করণ’ গ ; (৫) “গান ছন্দ লাগুণা’
ক, ঘ ; “রাগ মূলতান’ প ; (৬) “অয়ে” ইত্যাদি ঘ ;
“দুলালিয়া’ প ; “বাছা দুলালিয়া’ গ ; (৭) “ভবনে’ গ,
ঘ ; (৮) “করসি’ ক, খ, গ ; (৯) “যাউক’ ক ;
গ ; “যাইতে’ ঘ ; (১০) “কংসেরে মুক্তি না করিমু ভয়’
ক ; “কংসেরে মোর নাহি ভয়’ খ ; “বাসি’ স্থলে
‘বাসো’ গ ; (১১) কিবা প্রচণ্ডিত’ ক ; “করে ভানু প্রচণ্ড’
ঘ ; (১২) “তমমর’ ক ; “প্রচণ্ড’ ইত্যাদি চরণ-বয়ের স্থলে—

‘দারুণ কংসের চরে হরিয়া নিবেক তোরে

তোর শোকে মরিমু নিশ্চয়’ গ ;

(১৩) ‘নিবেক’ গ ; (১৪) ‘ই তপ কাহাতে কৈব’ ঘ ;
(১৫) ‘রৈব’ ঘ ; “দারুণ কংসের চরে” ইত্যাদি শ্লোক-টী
গ-পুথিতে নাই । (১৬) ‘চৌদ্দ বৎসরের হরি’ গ ;
(১৭) ‘কেমনে যাইবা মধু-পুরী’ গ ; (১৮) ‘অতি’ গ ;
(১৯) ‘কি ধন’ গ ; (২০) ‘বক্তি বা’ গ ; “গোড়াইবা’ ক,
খ ; “গোড়াইবা’ (গোড়াইবা) ঘ ; (২১) ‘না দেখিলে’
ইত্যাদি শ্লোক-টী ক, খ ও ঘ-পুথিতে নাই । (২২) ‘যশোদা
কাতর হৈয়া বোলে’ ঘ ; (২৩) ‘আকুলিত হৈয়া’ ক, খ,
ঘ ; (২৪) ‘যাদু ধন’ গ ; “আরে যাদব’ ঘ ; এই গীত-টী
খ-পুথিতে নাই । (২৫) ‘ঝুরিয়া’ গ ; (২৬) ‘ক্ষুধাতে’ গ ;
(২৭) ‘কেমতে যাইবা হাটিয়া’ গ ;

অতিথ জ্ঞানিয়া

রাখিলু আনিয়া

যাইমু রাজার আগে বাপের সহিত^{১৭} ।অক্রুর নিদারুণ হৈলো^{১৮} বড় ।তোমার কৃপায়ো^{১৯} মাও আসিমু ত্বরিত^{২০} ॥ (৭২৭০)অখনে সে হাসি বোলে তোমাতে নিতে ওলে^{২১}

বাপের সহিতে যাইমু—চিন্তা নাহি খানি ।

এড়িয়া না যাইব দড় ॥

আমার শপথ যদি কান্দ গো জননি ॥”

তোমার যে দোসর পুত্র নাহিক মোর (৭২৫৫)

এহি বোলি জননীর বন্দিল চরণ ।

খাকিমু কার^{২২} মুখ চাইয়া ।

মায়ায়ে মোহিত করি চলে নারায়ণ ॥

ই দুখে^{২৩} অভাগিনী

হইমু যোগিনী

মরিমু গরল-বিষ খাইয়া ॥

দারুণ অক্রুর

নিদয়া^{২৪} নিষ্ঠুর

[ত্রিকুষের মথুরায় গমন]

মথুরায় নিতে চাহে তোরে^{২৫} । (৭২৬০)

পদ-বন্ধ ।

কি ফল যেরেত বাস^{২৬}

হইলু নৈরাশ

হা-পুতিয়া^{২৭} বিধি কৈল মোরে ॥”

ভকতি-মুকতি-হীন

কহে ভবানন্দ দীন

গোবিন্দের পরশনে^{২৮} কহে ।

“শোক পরিহর কান্দিয়া কেনে মর (৭২৬৫)

ই পুত্র তোমার মূলে নহে ॥”

পদ-বন্ধ ।

কান্দিয়া যশোদা যদি বোলে সক্রোধে^{২৯} ।গোবিন্দে বোলয়ে “মাও চিন্তা কি কারণে^{৩০} ॥

(১) ‘দারুণ’ ক ; ‘অক্রুর ইত্যাদি তিন-টা চরণের স্থলে—

‘ধির দধি করাইলু ভোজন ।

দারুণ অক্রুর পুত্র হরি নিল মোর

না গুনিল মধুর (মিনতি ?) বচন ॥’ ঘ ;

(২) ‘অখনে এবে বোলে, তোমাতে নিত ওলে’ ক ;

‘তোমাতে’ ইত্যাদি স্থলে—‘তোরে নিতে মধু-পুরে’ গ ;

‘তোমার দে’ ইত্যাদি চরণের স্থলে—‘না দেখি চান্দ-মুখ,

জীবনের নহি স্মৃৎ’ ঘ ; (৩) ‘খাকিমু তার’ গ ; (৪) ‘মুই’

গ ; (৫) ‘একান্ত’ ক, ঘ ; (৬) ‘তোমা নিবার বোলে

মধু-পুরে’ গ ; (৭) ‘যর বাস’ ক, ঘ ; (৮) ‘হাপুতী’

ক ; ‘অপুত্রি’ ঘ ; (৯) ‘মায়েতে’ গ ; ‘মূলে’ স্থলে

‘দৈবে’ ঘ ; শব্দটি ক-পুথিতে নাই ; (১০) ‘তবে হৈয়া

সক্রোধে’ গ ; ‘বোলে সক্রোধ যন’ ঘ ; ‘কান্দিয়া’ ইত্যাদি

পয়ারের পূর্বে খ-পুথিতে একটি অতিরিক্ত গীত আছে,

উহা পরিশিষ্টের পাঠান্তরে উদ্ধৃত হইল ; (১১) ‘কান্দকি

কারণ’ ঘ ; (১২) ‘যাইমু বাপের সনে রাজার বিদিত’

ক, ঘ ; (১৩) ‘বিলম্ব নাহিক’ গ ;

(১৪) ‘বলভদ্র গোবিন্দ অক্রুর-রথে চড়ি ।

চালাইল রথ-খাম অতি দীঘ করি ॥’ গ ;

(১৫) ‘প্রভু’ ক, গ ; (১৬) ‘লোক’ ঙ, ঘ ; (১৭) ‘রজ’ ঙ,

ঘ ; ‘মুখ’ গ ; (১৮) ‘চাহে হুঃখিত হইয়া’ গ ; (১৯) ‘মুনি’

ক ; ‘খানিক’ ঙ ; ‘দারুণ’ ইত্যাদি শ্লোক গ-পুথিতে

নাই । (২০) ‘কমল-চরণ’ ঘ ; (২১) ‘দেখিয়া’ ঙ, গ ;

সম্মমে^১ গোবিন্দে বোঝে গোপীর গোচর ।
 “আসিমু তুরিতে—তথা বাজ নাহি মোর ॥
 আপনার ঘরে সব যাও ব্রজ-নারি ।
 চিতে ক্ষেমা দিয়া থাক দিন দুই-চারি ॥” (৭২৯০)
 মোহিত করিয়া তবে যুবতী-সকল ।
 ঘরে পাঠাইলা হরি বোলিয়া কোমল ॥
 শ্রীমতী প্রভৃতি গোপী গেলা নিজ-ঘর ।
 না আছিল^২ রাধা মাত্র ইহার ভিতর ॥
 বিস্ময় ভাবিয়া তবে ভঁপস্বী অক্রুর । (৭২৯৫)
 বথ^৩ চালাইয়া তবে যায় মধু-পুর ॥

[শ্রীকৃষ্ণের গমনে ব্রজের ছন্দশা]

গোকুল ছাড়িলা যদি প্রভু^৪ নারায়ণ ।
 সকল সম্পদ দূর হৈল সেহি ক্ষণ^৫ ॥
 গোপের সম্বাদ এহি^৬ শুন নর-বীর^৭ ।
 সেহি শুনে গেমু সনের অন্ন হৈল খীর ॥ (৭৩০০)
 আছিল কুসুমময়^৮ শ্রী-^৯ বৃন্দাবন ।
 সৌরভ মকরন্দ দূর হৈল সেহি ক্ষণ ॥
 না করে বন্ধার-রব^{১০} মধুকর সবে^{১১} ।
 কোকিলে পুঞ্চম তেজি রহিল নীরবে^{১২} ॥
 মলয়া-পবন তবে^{১৩} না বহে তখন । (৭৩০৫)
 ময়ূরে বিরস^{১৪} হৈয়া ছাড়িল^{১৫} পেখন ॥
 যমুনা কল্লোল যত তখনে ছাড়িল ।
 থাকিতে যৌবন গর্ব তথাপি^{১৬} টুটিল ॥

(১) ‘সম্ম(ম)রে’ গ ; (২) ‘আদিল’ ক ;
 (৩) ‘বিমান’ গ ; (৪) ‘ছাড়িয়া যদি গেলা’ গ ;
 (৫) ‘যত অমঙ্গল হৈল না যায় কখন’ গ ;
 (৬) ‘সম্পদ যত’ গ ; (৭) ‘গোপের’ ইত্যাদি শ্লোক-বৎ
 খ ও ঘ-পুথিতে নাই । (৮) ‘কুসুমিত’ গ ; (৯) ‘যত’
 গ ; (১০) ‘শব্দ’ ক, ‘তবে’ খ ; (১১) ‘সব মধুকর’ গ ;
 (১২) ‘রহিল নিরস্তর’ খ ; (১৩) ‘মলয়া-সমীর বায়ু’ ক, গ ;
 ‘মলয়া পবন বায়ু’ খ ; (১৪) ‘বিরস’ গ ; (১৫) ‘তেজিল’
 গ ; (১৬) ‘সকল’ গ ;

গোবিন্দ-গমনে সব হৈল বিবতিত^{১৭} ।
 তবে যে রহিল কিছু রাধার নিমিত্ত ॥ (৭৩১০)
 গোবিন্দে রাধার ঠাঞি বিদায় করিলে ।
 মুর্ছিত হইয়া রাধা রৈলা সেহি কালে ॥
 পরাণ লইয়া গেলা^{১৮} দেব নারায়ণ ।
 শরীর আছয়ে মাত্র^{১৯} মণির কারণ ॥
 অচেতন হৈয়া রাধা মন্দিরেত আছে^{২০} । (৭৩১৫)
 হেন কালে শ্রীমতী মহোদা গেল কাছে^{২১} ॥
 স্তম্ভরী রাধার দেখি অচেতন মত^{২২} ।
 দৌটার মুণ্ডেত যেন পড়িল পদবত^{২৩} ॥
 কান্দিয়া বিরহ-তাপে হইয়া বিকল ।
 ধারার অবশে পড়ে নয়ানেব জল^{২৪} ॥ (৭৩২০)
 ক্ষেণেকে বিবাদ ভাবি স্থির করি মন ।
 অনেক প্রকারে^{২৫} দুইয়ে^{২৬} করে অশ্বেষণ^{২৭} ॥
 অচেতন দেখি বোলে^{২৮} শ্রীমতী মহোদা ।
 “কোন্ স্থখে নিদ্রা যাও অভাগিনি রাধা^{২৯} ॥
 গাঠির মাণিক তুমি হারাইলা তেলে^{৩০} । (৭৩২৫)
 স্থখে নিদ্রা যাও হরি মধু-পুবে গেলে ॥”

(১৭) ‘গোপ গোপী-গণে সব’ ইত্যাদি ক ; এই শ্লোক
 খ ও ঘ-পুথিতে নাই । (১৮) ‘পরম আশ্রয় লৈয়া গেলা’
 গ ; (১৯) ‘জীব আশ্রয় আছে মাত্র’ গ ; ‘শরীর রহিছে’
 মাত্র খ ; ‘জীবন আছয়ে মাত্র’ গ ; ‘কিছু মাত্র রহিয়াছে’
 খ ; (২০) ‘আছয়ে মন্দিরে’ গ ; (২১) ‘শ্রীমতী মহোদা তথা’
 নিঃসল সম্বন্ধে গ ; (২২) ‘অচেতন মন’ ঘ ; (২৩) ‘দৌহার’
 মন্তকে পর্কিত পড়িলেক যেন’ ঘ ; (২৪) ‘ধারার অবশে’
 পড়ে অশ্রুতল জল’ ক ; ‘রাধারে সে(অ)রিয়া পড়ে’
 নয়ানের জল’ খ ; ‘রাধার অবশে পড়ে নয়ানের জল’ গ, ঘ ;
 কোন পাঠেই দ্রবত অর্থ হয় না বোধ হয় ‘ধারার অবশে’
 প্রকৃত পাঠ ছিল ; লিপিকরদিগের ভ্রমে উচ্চাই ‘রাধার’
 অবশে হইয়াছে । ‘রাধা-অবশে’ ইত্যাদি ১৭৫ পৃষ্ঠা তুলনা
 করুন (২৫) ‘যতনে’ গ ; (২৬) ‘হুই’ গ, ঘ ; (২৭) ‘করেন’
 চেতন’ ঘ ; (২৮) ‘অচেতনে চেতন করি’ গ ; (২৯)
 ‘চন্দ্রযুগি’ খ, ঘ ; (৩০) ‘মাণিক তোর হারাইলে জলে’ গ ।

গোবিন্দের নাম রাখা শুনি অকস্মাত ।
চক্ষু মেলি দুই-সখী দেখিল সাক্ষাত ॥
বিরহে মজিল রাখা আকুল শরীর ।
শোকে গ্রীবা চাপি কান্দে ননদী সখীর ॥ (৭৩৩০)
“শুনিচ নি প্রাণ-সখি প্রাণ-ননদিনী ।
আমা ছাড়ি মধু-পুরে গেলা যত্ন-মণি ॥”
কহিতে বিরহ-তাপ অতিশয় জ্বলে ।
মুচ্ছিত হইয়া রাখা পড়ে ভূমি-তলে ॥
বাস্ত হৈলা শ্রীমতী মহোদা স্তবদনী ॥ (৭৩৩৫)
রাধার উপরে চালে সুশীতল পানি ॥
শীতল চন্দন অঙ্গে করিল লেপন ।
তথাপি স্তন্দরী রাধার না হয় চেতন ॥
মহোদা শ্রীমতী কান্দে ধরণীতে পড়ি ।
হেন কালে তথা আইল রাধার শাশুড়ী ॥ (৭৩৪০)
বুঢ়ী বোলে—“বধু পরিহর কাল-নিন্দা ।
চক্ষু মেলি দেখ হোর আসিছে গোবিন্দ ॥”
শুনিয়া স্তন্দরী রাখা মেলিলা নয়ন ।
না দেখিয়া পুনরপি যুড়িলা চন্দন ॥
বিবাদ ভাবিয়া রাখা কান্দে অতি মর্মে ॥ (৭৩৪৫)
আপনার শাশুড়ী পাঠাইলা গৃহ-কর্মে ॥

শ্রীমতী বোলয়ে “রাধা কান্দ কি লাগিয়া” ।
যাইতে প্রভুর পদ না দেখিলা গিয়া ॥
রাধা বোলে “তুমি কি না জান মোর শীল ।
আমা ছাড়ি যাইব বন্ধু মনেত নাছিল ॥” (৭৩৫০)
মুইত না জানে—বন্ধু এমত নিষ্ঠুর ।
বিনা দোষে পরিহরি যাইব মধু-পুর ॥”
ননদী সখীর গলে ধরি এই বোলি ।
কান্দয়ে স্তন্দরী রাখা—নবনীর পুতলী ॥
কুরঙ্গ-ঐথির জলে প্রচণ্ড স্রোত বহে ॥ (৭৩৫৫)
সকরণে কান্দে রাখা মজিয়া বিরহে ॥
সত্যবতী-সুত ব্যাস নারায়ণ-অংশ ॥
সঙ্কেপে রচিল পুণ্যশ্লোক হরিবংশ ॥
সেই শ্লোক বাখান করিয়া পদ-বন্দে ।
লোকে বুঝিবারে বোলে দীন ভবানন্দে ॥ (৭৩৬০)

[শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে শ্রীরাধার বিলাপ]

রাগ সিন্ধুড়া ।

“সই গ পরাণ বিদরে” ।
আমা ছাড়ি কালাচান্দ গেলা মধু-পুরে ॥ ১ ॥
কাহাতে কহিমু দুঃখ—কেবা মরম জানে ।
না দেখিয়া কালাচান্দ কি করে পরাণে ॥

(১) ‘গোবিন্দের বাক্য হেন’ খ; ‘গোবিন্দ হেন বাক্য’ ঘ; (২) ‘শ্রীমতীরে’ ক; ‘তখনে না’ খ; (৩) ‘আলস’ ক; (৪) ‘শোকে কান্দে গলে ধরি’ খ; ‘বিরহে মজিল’ ইত্যাদি শ্লোক-বহু ঘ-পুথিতে নাই । (৫) ‘মোর নিবেদন’ গ; (৬) ‘গেলা নারায়ণ’ গ; (৭) ‘বিরহের কথা’ খ, ঘ; (৮) ‘অগ্নি-সম জ্বলে’ ক; ‘জ্বলে অতিশয়’ গ; (৯) ‘ভূমিত পড়য়’ গ; ‘বাস্ত হৈলা’ ইত্যাদি শ্লোক-বহু ঘ ও গ-পুথিতে নাই । (১০) ‘দিয়া’ ক; (১১) ‘বধু তুমি কেনে কান্দ’ ঘ; (১২) ‘করয়ে’ গ; (১৩) ‘অচেতন হৈয়া’ ক; ‘চৈতন্য পাইয়া’ খ, ঘ; ‘শ্রীমতী বোলয়ে’ ইত্যাদির পূর্বে ক ও গ-পুথির অতিরিক্ত শ্লোক যথা—‘ভিগিরারি অন্তঃকৃত (‘অন্ত হৈল’ গ) হৈল ঘোর

(‘ঘোরতর’ গ) নিশি । যুড়িল বিলাপ তাতে রাখিলা রূপসী ॥ (১৪) (১৫) ‘মনে না আছিল’ ক; (১৬) ‘ছাড়ি যোরে’ গ; (১৭) ‘চণ্ড’ গ; (১৮) (১৯) ‘আমা ছাড়ি প্রাণ-নাথ মধু-পুরে গেল সজনি’ ক; ‘আমা ছাড়ি প্রাণ-নাথ গেল মধু-পুরে । হের ল সজনি সই—প্রাণ সে হনে বিদরে ॥’ খ; ‘আমা ছাড়ি প্রাণ-নাথ রৈল মধু-পুরে । না দেখিয়া কালাচান্দ প্রাণ মোর বুঝে ॥’ ঘ; (২০) ‘কি ফল জীবনে’ ঘ; ‘বিফল জীবনে ক;

কি করিলে কি হইব' একই' না বুঝি (৭৩৬৫) কি মোর করম-ফলে
কাহ্নু-দরশন হোক' —এই বর খুজি ॥
কত বা ঝুরিমু' আমি হৈয়া কুল-বধু ।
গরল খুইয়া কাহ্নু' লৈয়া গেল মধু ॥
কতেক ভরসার বন্ধু—সেহি বাসে ভীন ।"
রাধার কৰুণা' কহে ভবানন্দ দীন ॥ (৭৩৭০)

রাগ মোহন ।

“সজনি সই—

আপনা খোয়াইতে কেনে' পিরিতি বাড়াইলু ।
যতেক মাধুরি ছিল অখনে গরল হৈল'
আপনারে আপনে খাইলু ॥ ৩ ॥
বন্ধু গেলা মধু-পূবে কি মোর পরাণ বুঝে' (৭৩৭৫)
কেমনে রহিমু একাকিনী ।
জাতি-কুল-যৌবন' দিয়া তে কেনে বাড়াইলু নেহা'
তখনে এমত যদি জানি ॥
চিত্ত নিবারিতে নারে' ১২ আকুল হইয়া মরে' ১৩
প্রেম-আগুনি কত সৈমু । (৭৩৮০)
তেজি কুল-ভয়-লাজ' কি মুই করিলু কাজ' ১৪
এহি হুংখে যোগিনী হইমু ॥

নিরহ-অনল জ্বলে' ১৫
ছাড়ি গেল কাহ্নু প্রাণ-পতি' ১৬ ।
জীবন-যৌবন দিয়া' ১৭ তখনে বাড়াইলু নেহা' ১৮ (৭৩৮৫)
অখনে হইব কোন গতি ॥
মুই যদি এমত জামু নিদয়া হইব' কাহ্নু
তে কেনে বাজিছু' ১৯ প্রেম-ফান্দে ।
ভক্তি-মুক্তি-হীন কহে ভবানন্দ দীন
বিরহে মজিয়া' ২০ রাধা কান্দে ॥ (৭৩৯০)

রাগ নাগদা ।

পিরিতের আগুন নিবে না লো সদায় জলিয়া উঠে ।
বনের আগুন নিবে—ননের আগুন নাতি টুটে' ২১ ॥ প্রা
পিরিতি বাড়াইলু যবে হেন নাতি জাহ্নু' ২২ ।
মায়া-জালে বন্দী মোরে কৈল কালা-কাহ্নু' ২৩ ॥
ঝুরিতে ঝুরিতে মোব তমু-খানি টুটে' ২৪ । (৭৩৯৫)
ভূয়ের আগুনি যেন জ্বলি' ২৫ জ্বলি উঠে ॥
বিষম পিরিতি যদি জানি' ২৬ তখনে ।
তে কেনে আপনা-তনু দহি' ২৭ আপনে' ২৮ ॥

(১৫) 'তেজি কুল-ভয়-লাজ, কি মুই করিলু কাজ' ক ;
(১৬) 'ছাড়িয়া' আপনা কুল পতি' ক ; (১৭) 'প্রাণপণ
করিয়া' গ ; (১৮) 'পিরিতি বাড়াইলু কিয়া' ক ;
(১৯) 'নিচুর' ক ; (২০) 'বাড়াইলু' গ ; (২১) 'ঝুরিয়া' ক ;
(২২) 'ননের আগুনি, কি হর না জানি
প্রাণ-খানি কিবা টুটে' ১' ক ;

এই গীত-টা খ ও ঘ-পুথিতে নাই ; গ-পুথিতেও লিপি-
করের ভ্রমে 'পিরিতি বাড়াইলু' ইত্যাদি শেখ-অংশ ও
পরবর্তী গীত-টা তৎপরবর্তী পরারের 'বয়োদিকা' ইত্যাদি
শ্লোকের পরে সরিবেশিত হইয়াছে । (২৩) 'এমত পিরিতি
হেন তখন (না) জাহ্নু' ক ; (২৪) 'মায়া জাল পাতিয়া
(মোরে) বন্দী কৈল কাহ্নু, ক ; (২৫) 'প্রাণ-খানি টুটে'
ক ; (২৬) 'সদায়ে' ক ; (২৭) 'আপনার তমু-খানি দহিল
আপনে' ক ;

(১) 'কহিব' ক,খ ; (২) 'এক' গ ; (৩) 'মাত্র' ক,খ ;
'কি করিলে' ইত্যাদি শ্লোক ঘ পুথিতে নাই । (৪) 'সহিমু'
ঘ ; (৫) 'রাধিয়া গরল হরি' ক, খ, ঘ, (৬) 'বিরহ'
ক ; গ ; সঘাদ খ ; (৭) এই গীত-টা খ ও ঘ-পুথিতে
নাই । 'কেন বা আপনা দিয়া' ক ; (৮) 'যতেক
মাধুরি' ইত্যাদি চরণের স্থলে 'হইল জ্বলি' সে(হেন),
অমৃত গরল সে(যে)ন' ক ; (৯) 'করম-ফলে' গ ;
(১০) 'যৌবন জাতি' ক ; (১১) 'তে নাকি বাড়াইলু'
ক ; (১২) 'নারি' ক ; (১৩) 'মরি' ক ; (১৪) 'কি
মোর করম-ফলে, বিরহে অনল জলে' ক ;

অঙ্গারের প্রায় মোরে কৈল দীন-বন্ধে ।

পিরিতি বিষম—বোলে দীন ভবানন্দে ॥ (৭৪০০)

রাগ নষ্ট ।

“সজনি সই—

কাহ্নুরে জানিলু মুই ভালে ॥

সহজে শরত শেব হেমন্ত পরবেশ

মোরে ছাড়ি গেলা হেন কালে ॥ ৳ ।

শুন হে পরাণ-সই তোমাতে মরম কই (৭৪০৫)

মোর চিত্ত দহে অনুক্ষণ ।

দিন যেন অর্ক হীনে নিশি যেন চন্দ্র বিনে

তেন হৈল রাধার জীবন ॥

মধু-পূরে গেল বন্ধু ভাসাইয়া বিবেক-সিদ্ধ

না জানি আইসে কত দিনে । (৭৪১০)

ভরিয়া যুগল আঁখি নিরবধি চাইয়া থাকি

কেমড়ে বন্ধিযু শ্যাম বিনে ॥

যথা গেলে লাগ পাই সেহি খানে চলি যাই

শুন সখি তোর পায়ে ধরোঁ ।”

দীন ভবানন্দে কহে “বন্ধু বিনে প্রাণ দহে” (৭৪১৫)

গরল ভঙ্কিয়া মুই মরোঁ ।”

পদ-বন্ধ ।

এহি-মতে কান্দে রাধা লোটাওয়া ধরণী ॥

নয়নের জল বহে মুকুতা-গাঁধুনি ॥

- (১) ‘বিশেষ সংকল্পি (৭) হৈয়া জানি দীনবন্ধে’ ক ;
 (২) ‘কাহ্ন মুড়েরে মুই জাহ্ন ভালে ভালে’ ক ; ‘এই
 গীত-টা খ ও য-পুথিতে নাই । (৩) ‘শিশির হৈল’ গ ;
 (৪) ‘হের’ ক ; (৫) ‘চিত্ত জানহ অখন’ ক ; (৬) ‘নিশি-
 তম’ ক ; (৭) ‘আমার’ ক ; (৮) ‘কিবা’ ক ;
 (৯) ‘তুইটি’ ক ; (১০) ‘স্বামী’ ক ; (১১) ‘বিব’ ক ;
 (১২) ‘দেশে’ ক ; (১৩) ‘কহ’ ক ; (১৪) ‘পরাণে বা কত
 সহে’ ক ; (১৫) ‘এহি মতে হৃদয় কান্দে দীর্ঘ-রোলে ।

সর্বাঙ্গ তিতিয়া গেল নয়নের জলে ॥ ” গ ;

ক্ষেণে উঠে ক্ষেণে পড়ে—গড়াগড়ি বায় ॥

ভাবিয়া বিষাদ রাধা কান্দে উচ্চ-রায় ॥ (৭৪২০)

সকরণ-ভাবে কান্দে বিলাপ করিয়া ॥

ত্রিভুবন আকুলিত বিলাপ শুনিয়া ॥

এক-ঠাণ্ডি স্বর্ণ-বাসী যত দেব-গণ ।

রহিয়া নীরবে তারা শুনয়ে ক্রন্দন ॥

পাতালের নাগ আর দৈত্য-লোক শুনেন । (৭৪২৫)

সর্ব-লোকের অশ্রু-পাত হয় সকরণে ॥

কেবল বিবেক-সিদ্ধ করুণা রাধার ।

ভবানী কান্দয়ে শুনি করুণা বাহার ॥

শচী রোহিণী আর মুনি-পত্নী-গণে ।

বিলাপ করিয়া কান্দে রাধার ক্রন্দনে ॥ (৭৪৩০)

কাননের পশু-পক্ষী কান্দে উর্দ্ধ-মুখে ।

ধনু বৎস তৃণ-পানি না খায় এহি ছুখে ॥

কল-রব করে যতেক বিহঙ্গম ।

রাধার করুণে পিকে গেজিল পঞ্চম ॥

ধরণী বিদার হয় সে বিলাপ শুনি । (৭৪৩৫)

সমাধি ছাড়িয়ে ধ্যান-ভঙ্গ হৈয়া মুনি ॥

- (১৬) ‘বৈসে’ গ, ঘ ; (১৭) ‘গড়াগড়ি পাক্তে’
 ক, গ ; ‘গড়াগড়ি বাহে’ খ ; (১৮) ‘ভাবিয়া বিরহে
 রাধা’ খ ; (১৯) ‘দীর্ঘাশ ছাড়ে’ ক, গ ; ‘কান্দে
 উচ্চ-রায়’ খ ; (২০) ‘কান্দে রাধা হৃদয়’ গ ;
 (২১) ‘তুবন আকুল হয় সে বিলাপ শুনি’ গ ;
 (২২) ‘হৈয়া’ ক, খ, ঘ ; (২৩) ‘বিরহিত হয়
 তারা শুনিয়া কান্দন’ গ ; (২৪) ‘দৈত্য নাগ আদি
 করি যত জনে’ গ ; ‘পাতালের দৈত্যারি
 দেবগণে’ ক ; (২৫) ‘ক্রন্দন’ ক, খ । (২৬) ‘রাধার
 করুণে’ ক, গ ; ‘অতি সকরণে’ খ ; (২৭) ‘জল’
 গ ; (২৮) ‘কলরব ছাড়িলেক যত’ গ ; (২৯) ‘নেদীনী’
 গ ; (৩০) ‘সমাধি তেজিয়া ধ্যান ভঙ্গ হয় মুনি’ খ, ঘ ;
 ‘সমাধি তেজিয়া ধ্যান ভাঙ্গে মহামুনি’ ক ;

যমুনা কল্লোল তেজে^১—স্রোত বহে ধীর ।

না চলে রবির ঘোড়া—শুন হৈয়া স্থির^২ ॥

ক্রন্দন শুনিয়া হৈল সমীর স্বকিত^৩ ।

অচেতন চেতন হৈল^৪ —চেতন মুচ্ছিত ॥ (৭৪৪০)

প্রসিদ্ধ করুণা-সিন্ধু শুনিয়া ক্রন্দন ।

সূপ-কার^৫ যত জন তেজিল রঙ্গন ॥

কাম-কলা-কৌতুকেত^৬ যেন জনে শুনে ।

শিথিল^৭ হইল চন্দ্র রাধার করুণে ॥

গোকুলে আছিল যত গোপের বনিতা । (৭৪৪৫)

রাধার ক্রন্দন^৮ শুনি আসিলেক তথা ॥

যুশোদা রোহিণী আদি যতেক গোপিনী^৯ ।

বিমল আসিলা তথা—রাধার জননী ॥

বয়োধিকা নব-যুবা^{১০} বনিতা সকল^{১১} ।

রাধার মন্দিরে আসি কান্দিয়া বিকল^{১২} ॥ (৭৪৫০)

সকলে বিবাদ ভাবি করয়ে ক্রন্দন^{১৩} ।

শাস্ত করিতে রাধাকে^{১৪} নাহি কোন জন ॥

কান্দিতে কান্দিতে সব হৈল আকুলিত^{১৫} ।

নিশি অবসান হৈল রাধার পুরীত ॥

আধিতে পোহাইল নিশি শোকে হাকুলাইতে^{১৬} ।

(৭৪৫৫)

বিবাদ ভাবিয়া ঘরে^{১৭} গেলেন প্রভাতে^{১৮} ॥

একাকী রহিলা^{১৯} রাধা হৈয়া^{২০} বিরহিত ।

ঝুরিতে দারুণ-শোকে^{২১} হইল মুচ্ছিত ॥

[হরিবংশেব রহস্য-কথন]

তবে জন্মেজয় পুছে ঘোড়ি দুই কর ।

“তার পাছে কি হইল কহ মুনি-বর^{২২} ॥” (৭৪৬০)

মুনি বোলে “শুন রাজা পুরাণ-বিহিত ।

সজ্জেকপে রাধার দুঃখ কৈলু যে কিকি^{২৩} ॥

দিন দুই চারি হরি থাকি মধু-পুর ।

বিনাশ করিলা তথা কংস মহাসুর ॥

অগ্নি-প্রিয় শিবা মোর বৈশম্পায়নে^{২৪} । (৭৪৬৫)

সে সকল কথা পূর্বে কহিছে তোমার স্থানে ॥

শুনিলে বারেক—অতি ভক্তি নাহি রয় ।

কংস-বধ বিস্তারি না কৈলু জন্মেজয় ॥

সজ্জেকপে কহিলু মার—মৈল রাজা কংস ।

তার পর যেই কথা—মে-ই হরিবংশ^{২৫} ॥” (৭৪৭০)

রাজা বোলে—“পূর্বে তোমার কৈলু নিবেদন ।

ক্রমাগতে ভাগবত শুনিতে কাবণ^{২৬} ॥

রূপা-যুক্ত হৈয়া প্রভু^{২৭} ভাবিলা আপনে ।

আজ্ঞা করিলা কহিতে বৈশম্পায়নে^{২৮} ॥

(১) ‘টুটে’ ক ; ‘উঠে’ খ ; ‘যমুনা কল্লোল করে’ গ ;

(২) ‘না চলে রবির রথ শুনি হয় স্থির’ গ ; (৩) ‘শব্দী স্বকিত’ খ ; ‘সমাই চকিত’ ঘ ; (৪) ‘অচেতনা চেতন হয়’ গ ; (৫) ‘স্বপ-কারি’ (স্বপ-কারী ?) গ ;

(৬) ‘কাম-কলা-রঙ্গ তেজে’ গ ; (৭) ‘স্তাগীত’ গ ;

(৮) ‘কান্দন’ গ ; ‘করুণা’ ঘ ; (৯) ‘যত গোয়ালিনী’ ক, গ, ঘ ; (১০) ‘নব-যুবা’ খ ; ‘নব-যুবা’ ঘ ;

(১১) ‘বয়োধিকা আদি করি যত নারী-গণ’ গ ;

(১২) ‘মন্দিরে গিয়া করয়ে কান্দন’ গ ; (১৩) ‘বিবাদ ভাবি কান্দিয়া আকুল’ গ ; (১৪) ‘শাস্ত করাইতে রাধা’ খ ;

(১৫) ‘শাস্ত করিবার রাধা’ ক ; ‘শাস্ত করিবার নারে সকলে ব্যাকুল’ গ ; (১৬) ‘হইল মোহিত গ ; (১৭) ‘শোকে আকুলিত’ গ ; ‘শোকাকুল হৈয়া’ খ ; (১৮) ‘সমাই’ ক, ‘প্রভাতে গেলেন ঘরে বিবাদ ভাবিয়া’ খ ; (১৯) ‘চলিলা

তুরিত’ গ ; (২০) ‘হইল’ ঘ ; (২১) ‘শোকে’ ঘ ; (২২) ‘ঝুরিতে পরাণ ফাটে’ গ । (২৩) ‘যোগেশ্বর’ গ ; (২৪) ‘যোগেশ্বর’ গ ; (২৫) ‘যৎকিঞ্চিৎ’ ক ; ‘ঝুরিতে’ পরাণ ফাটে হইয়া মুচ্ছিত (১৭) গ ; এই শ্লোকের স্থলে—

‘মুনি বোলে শুন রাজা পুরাণ-বিবরণ ।

সজ্জেকপে কহিল রাধার দুঃখের কথন ॥’ ঘ ;

(২৪) ‘মুখ্য শিষ্য আমার কহিছে তোমার স্থানে ।

ক্রমাগত ভাগবত শুনিছ আপনে ॥’ গ ;

‘শুনিলে’ ইত্যাদি শ্লোক গ-পুথিতে নাই । (২৫) ‘ইহার পরে যে হৈছে সেই হরি বংশ’ ঘ ; (২৬) ‘শুনিবার ইচ্ছা বড় পুণ্য বিবরণ’ ক, খ, ঘ ; (২৭) ‘গোসাক্রি’ গ ;

(২৮) ‘আজ্ঞা কৈলা কৈব শিষ্য মোর বৈশম্পায়নে’ ঘ ;

শুনিলু অশেষ-পুণ্য নানা ধর্ম-তত্ত্ব। (৭৪৭৫) ইঙ্গিত করিয়া শুনে জানিয়া রহস্তে।
 কেনে হরিবংশ তাঞি না কৈলা ই-মত ॥”
 মুনি বোলে “শুন রাজা স্থির করি মন।
 গুহ্য-অতিগুহ্য হরিবংশ-বিবরণ ॥
 চারি বেদ চৌদ্দ শাস্ত্র গীতা ভাগবত ৩;
 শিষ্য সকলেরে পঢ়াইলু নানা-মত ৩ ॥ (৭৪৮০)
 হরিবংশ শিষ্য সবে না জানে ৩ যে নিমিত্ত।
 সেহি বিবরণ শুন হৈয়া এক-চিত্ত ॥
 এক দিন শ্রীকৃষ্ণ ৩ আমার ঘরে আসি।
 কহিলেন মোর ঠাঞি বৃদ্ধ-বৃদ্ধ হাসি ॥
 রাধার আমার প্রেম বর্ণিছ আপনে। (৭৪৮৫)
 এহি কার্য্য করিবা যেন অশ্রু না বাখানে ৩ ॥
 একান্ত ভক্তিযে যদি শুনে কোন জনে ৩।
 তবে মোর প্রীত যদি বাখান আপনে ॥
 ভক্তি করি শুনে—অন্ত দিগে চিত্ত নহে ৩।
 অঘোর নরক তেজি স্বর্গ-পুরে রহে ৩ ॥ (৭৪৯০)
 যত্ন-কালে শুনে যদি দড় ৩ ভক্তি করি।
 বৈকুণ্ঠে যায় ৩ চতুর্ভুজ-মূর্তি ৩ ধরি ॥

অশ্রমেধ করিলেও নরকে ত বসে ৩ ॥”
 এহি বোলি অন্তর হইলা জনার্দন। (৭৪৯৫)
 কহিলাম অশ্রমেজয় পূর্ব-বিবরণ ৩ ॥”
 ভক্তি-পূরকারে ৩ রাজা পুছে পুনর্ব্বার।
 “তবে রাখা কি করিলা কহ সমাচার ॥”

[নন্দ প্রভৃতির শ্রীকৃষ্ণ বিনা প্রত্যাগমন]

পদ-বন্ধ।

মুনি বোলে—“কংস রাজা হইলে প্রলয়।
 গোবিন্দে করিলা বাপ মাও পরিচয় ॥ (৭৫০০)
 উগ্রসেন রাজা হৈল মথুরা-নগরে।
 পুত্র মারি বাপ রাজা কৈলা গদা-ধরে ॥”
 রাজা বোলে—“মুনি-বর করোঁ নিবেদন।
 গোবিন্দ না হইলা রাজা কেমন ৩ কারণ ॥”
 মুনি বোলে—“সাবধানে শুন নর-বীর ৩। (৭৫০৫)
 যদু-বংশে নহে রাজা ৩—শাপ যযাতির ॥”
 জৈমনি অবশ্য কৈয়া থাকিব ৩ ভারতে।
 যে কথা পুছিল রাজা ৩ শুন সাবহিতে ৩ ॥

হরিশ-বিষাদ নন্দ-আদি গোপ গণে।
 কর দিয়া আসিলেক আপন-ভবনে ॥ (৭৫১০)
 সায়াং-কালে আসিলেক যার যার ঘরে।
 সকল কহিল নন্দে—যশোদা-গোচরে ॥

- (১) ‘তার মুখে শুনিলু পূর্বাঙ্গ সমাচারে।
 কেনে হরি বংশ তাঞি না কৈলা আমারে ॥’ গ;
 (২) ‘গুহ্য-অতিগুহ্য’ ক, থ; ‘গুহ্যের অতি গুহ্য’ গ;
 ‘অতি বড় গুহ্য’ ঘ; (৩) সকলই কীর্তি (কৃতি) মোর
 গীতা-ভাগবত’ ক; ‘সকল হি কৃত’ ইত্যাদি থ; ‘সকল
 কৃত মোর ভাগবত পু-ন’ ঘ; (৪) ‘নানা স্থান’ ঘ;
 (৫) শিষ্যকে না জানাইলু’ গ; (৬) ‘একক হইয়া
 কৃষ্ণ’ গ; (৭) ‘ভক্ত জানি এই সব কহিবা যতনে’ গ;
 (৮) ‘একান্ত ভক্তিযে’ ইত্যাদি শ্লোক গ-পুথিতে
 নাই। (৯) ‘প্রিয় হয়’ ক, ঘ; ইহা ও পরবর্তী সাতটা
 শ্লোক থ-পুথিতে নাই। (১০) ‘ভক্তিযে বা (না ?) শুনে
 অন্ত-দিগে চিত্ত যায়’ ঘ; (১১) ‘অঘোর নরকে সেহি
 অযোগ্য গার’ ঘ; (১২) ‘দড়’ গ; (১৩) ‘রহে’ গ;
 (৪) ‘রূপ’ ক, ঘ;

- (১৫) ‘ইঙ্গিত করিয়া শুনে জানি মোর বাস (বাস ?)’
 ক; ‘বাস’ স্থলে আশ’ থ; ‘ভক্তি করি শুনিলে আমার
 ক্রীড়া-রস’ গ; (১৬) ‘অশ্রমেধ হনে পুণ্য জানিও বিশেষ’
 গ; (১৭) ‘অন্তর্দান হৈলা’ গ; (১৮) ‘কহিলু হস্তিনার
 পতি (‘হস্তিনা-নাথ’ ক) সব (‘পূর্ব’ ক;) বিবরণ’
 ক, গ; (১৯) ‘ভক্তি-পূরকে’ গ; (২০) ‘কিসের’ থ,
 গ; (২১) ‘কুর-বীর’ গ; ‘মুনি বোলেন রাজা শুন
 হৈয়া স্থির’ ঘ; (২২) ‘যদু বংশে রাজা নাই’ থ;
 (২৩) ‘অবশ্য তাহে শুনাইয়াছে ভারতে’ গ; (২৪) ‘কথা
 কহিলা মোতে’ ক, থ; (২৫) ‘কথা পুছিল আমার’ ঘ;

ববাদ ভাবিয়া তবে যথোদা-সুন্দরী ।
 কান্দিয়া বিকল হৈলা রাম কৃষ্ণ স্মরি ॥
 কংস-বধ শুনি মাত্র হরষিত মন । (৭৫১৫)
 বিশদ ভাবিয়া কান্দে কাহ্নুর কারণ ॥
 আইম্নে জননীত কহিলা কাহিনী ।
 চিস্তিত হইল বুঢ়ী এ সকল শুনি ॥
 তবে মায়ে-পুত্রে তারা করিলা যতন ।
 সুন্দরী রাধার তেহু না হয় চেতন ॥ (৭৫২০)
 তবেত আইম্নে বোলে “শুনহ কামিনি ।
 “আসিছে গোবিন্দ হোর—চক্ষু মেল খানি ॥”
 চৈতন্য পাইয়া চক্ষু মেলে সুবদনী ।
 “কোথা রৈলা প্রাণ-নাথ কহ কহ শুনি ॥”
 আইম্নে বোলে—“রাধা কি পুছহ আর ॥ (৭৫২৫)
 কংস মারি রাজা কাহ্নু হৈল মধুরাং ॥
 নন্দ-বশোদার পুত্র নহে ভগবান ।
 বসুদেব বাপ—দৈবকী নাও তান ॥
 রাজা হৈয়া রৈলা বাপ-মায়ের সদন ॥
 না জানি তোমার ভাগ্যে কি আছে অখন ॥” (৭৫৩০)
 আইম্নের মুখে কথা শুনি বিসদৃশ ॥
 রাধার মস্তকে যেন পড়িল কুলিশ ॥
 মুখত না আইসে রাও স্তব হৈয়া রৈল ।
 আচম্বিত মুণ্ডে যেন পড়িলেক শৈল ॥
 ক্ষেণেকে সম্বিত পাইয়া আকুলিত মন । (৭৫৩৫)
 বিশদ ভাবিয়া রাধা করয়ে ক্রন্দন ॥

রাগ কঙ্কণা ভাটীয়াল ।

কান্দে বিরহিনী রাধা করিয়া কঙ্কণ ।
 “জীতে কত বিসরিমু শ্যাম-বন্ধুরাং গুণ ॥ ৫ ॥
 কি মুই শুনিলু কথা হৈলা বজ্রাঘাত ।
 অখনে জানিলু দঢ় রৈল প্রাণ-নাথ ॥ (৭৫৪০)
 আমি হনে ভাল নারী মধুরাতে পাইব ।
 বাপ নাও ছাড়ি কেনে গোকুলে আসিব ॥
 অখনে সে সবিশেষ জানিলু সকল ॥
 পরাণ তেজিমু আমি ভঙ্কিয়া গবল ॥
 কত বা বুরিমু আমি—তনু হৈল খীন ॥” (৭৫৪৫)
 হরি-পবননে কহে ভবানন্দ দীন ॥

পদ-বন্ধ ।

এতি মতে বিলাপ কবয়ে সুবদনী ।
 তখনে হৈল রাজা প্রণীণ রজনী ॥
 কান্দিয়া গোড়াইল নিশি এ চারি প্রহর ।
 বিরহ-আনলে তনু দহে নিরন্তর ॥ (৭৫৫০)
 শোকে আকুলিত রাধা কান্দে নিরবধি ।
 দুই-টা আঁখির জলে বহি যায় নদী ॥
 এই মতে বিলাপ করয়ে সুবদনী ॥
 ধারা-স্রবনে চক্ষুর পড়ে পানি ॥
 শয়ন ভোজন নাহি—নাহি গৃহকাম ॥ (৭৫৫৫)
 আকুলিত হৈয়া রাধা কান্দে অবিশ্রাম ॥

(১) ‘সব’ গ; (২) ‘তথাপি সুন্দরী রাধার’ গ; (৩) ‘গেলা’ গ; (৪) ‘চাহি’ ক, খ, গ; (৫) ‘পুছসি আর’ খ; ‘পুছসি বাত’ গ; (৬) ‘কংস মারি উগ্রসেন রাজা মধুরাত’ গ; (৭) ‘বাপ নাও করণন’ গ; (৮) ‘আকুলিত’ ক, খ; (৯) ‘পড়িল (‘হৈল’ খ; (১০) ‘বজ্রাঘাত’ ক, খ; ‘আইম্নের’ ইত্যাদি শ্লোক গ-পৃথিতে নাই। (১০) ‘মুখে না নিবরে (নিঃসরে) বাঁকা’ গ; (১১) ‘যেন ভাঙ্গি পড়ে শৈল’ ক; ‘যেন বজ্র পড়িল’ গ; এই শ্লোকটি খ-পৃথিতে নাই। (১২) ‘স্বস্তি’ গ;

(১৩) ‘চিন্তে’ ক, খ; (১৪) ‘কালাতান্দের’ ক, খ, ঘ; (১৫) ‘পড়িল’ খ, ঘ; (১৬) ‘মধুরাত’ গ; (১৭) ‘আত্মা’ হতে ঘ; (১৮) ‘এখানে’ গ; (১৯) ‘আমাকে চাড়ালা বন্ধু জীবন কি ফল’ গ; ‘ইহ (‘এই’ খ) ভাল সবিশেষ’ ইত্যাদি ক, খ; (২০) ‘অখনে মরিয় দঢ়’ গ; (২১) ‘কত বা সহিমু চঃ’ গ; (২২) ‘রাধার সখাদ’ গ; (২৩) ‘আকুলী’ ক; ‘বিরহিত’ ঘ; (২৪) ‘এই মতে’ ইত্যাদি শ্লোক ক, খ ও ঘ-পৃথিতে নাই;—কংকণ গ-পৃথিতে আছে। (২৫) ‘হৈল’ ক, ঘ।

[শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণকে স্বপ্নে দর্শন]

পদ-বহু ।

এহি মতে সপ্তাধিক শত দিন গেল।
 ঘোর নিশি-যোগে রাধা স্বপন দেখিল।
 পরিধান করিয়াছে গীত বসন।
 নব-জলধর-অঙ্গ কোমল-ভূষণ ॥ (৭৫৬০)
 কদম্ব-বকুল-মালা মালতী দোসর।
 কস্তুরী-চন্দন-বিরাজিত কলেবর ॥
 ললাটে চন্দন তাতে আবিরের বিন্দু।
 রাহুর গ্রাসেত যেন দিন-মণি ইন্দু ॥
 চুড়ায় কুম্ভ-কুল অলি লাখে লাখে ॥ (৭৫৬৫)
 সমীরে গমন করে ক্রৌঞ্চ-রথ-পাথে ॥
 সর্বদা ফুলের বেণু কটিতে কিস্কিনী।
 রাজ্য-পদে স্থলিত বক্ররাজ-ধ্বনি ॥
 ইন্দু-ধনু জিনি ভুরু—কামের কামান ॥
 অপাঙ্গ-ইজিতে যেন বরিখে চোখা বাণ ॥ (৭৫৭০)
 হুরঙ্গ অধর-ওষ্ঠ হস্তে মুররি।
 রাধার বিদ্বানে আসি বসিলেন হরি ॥
 কাম-কলা-রসে মজি করিয়া রমণ ॥
 যমুনার ঘাটে হরি করিলা গমন ॥

(১) এই পয়ারের শ্লোকগুলি ও উহার পরবর্তী
 ‘হের ল সজনি সই’ ইত্যাদি গীত-টী ধ-পুথিতে
 নাই। (২) ‘ভ্রাম’ গ; (৩) ‘রাহুরে গ্রাসিছে’ গ;
 (৪) ‘কুম্ভ-মধু’ ঘ; ‘কুম্ভের মালা’ গ; (৫) ‘অলি’
 ইত্যাদির স্থলে ‘দিব্য মণি মাথে’ গ; (৬) ‘সমীরে গমন
 করে ক্রৌঞ্চ-রথ-পাথে’ ঘ; ‘দেখিলে নাগরী যোহে কি কহিমু
 তাতে ॥’ গ; (৭) ‘হুমধুর’ ক; (৮) ‘ইন্দুর বরণ দেখি
 কামের কামান’ গ; ‘ইন্দুর বরণ ভুরু অপাঙ্গ-ইজিত’ ঘ;
 (৯) ‘যেন বরিসয়ে চোখা বাণ বৃত্তীর চিত্ত’ ঘ;
 (১০) ‘দাক্ষাতে’ ঘ; (১১) ‘করিল’ ঘ; (১২) ‘করিয়া
 মন’ স্থলে ‘আছে নারায়ণ’ গ;

স্বপনে গেলেন রাধা জল আনিবার। (৭৫৭৫)
 তরু-মূলে পাইয়া কাহ্নু ভুঞ্জিলা শৃঙ্গার ॥
 মেলিল নয়ন রাধা নিশি-অবসানে।
 বিবাদ ভাবিয়া কান্দে না দেখিয়া তানে ॥
 করুণা করিয়া কান্দে রাধা রসবতী।
 দেখিতে আইলা তথা হৃন্দরী শ্রীমতী ॥ (৭৫৮০)
 দুই সই গলাগলি কান্দিয়া বিস্তর।
 রজনীর দুখ কহে সখীর গোচর ॥
 “শুন হোর” প্রাণ-সই কহেঁ বিবরণ।
 আজি নিশা-কালে মুই দেখিলু স্বপন ॥”

রাগ শ্রাম গড়া।

“হের ল সজনি সই”— (৭৫৮৫)
 স্বপনে কাহ্নুর সনে হৈল দরশন।
 হারাইলু অভাগিনী মেলিয়া নয়ন ॥ ক্র।
 রসে মজাইল মোরে অধর-সুখ-পানে।
 গীঠ দিয়া রৈলু মুই মনের গুণানে ॥
 মিনতি করিয়া বন্ধু ধরে মোর, কহে ॥ (৭৫৯০)
 কাম-কলা-রসে বন্ধু বশ কৈল মোরে।
 নয়ান মেলিয়া না দেখিয়া প্রাণ ফাটে।
 স্বপনে পাইলু গিয়া যমুনার ঘাটে ॥

(১৩) ‘স্বপ্নে তবে রাধা গেল’ গ; (১৪) ‘বন্ধু-তলে ঘ;
 (১৫) ‘পাইয়া কাহ্নু’ স্থলে ‘ধরি কক্ষে’ গ; (১৬) ‘না
 দেখিয়া তানে’ স্থলে ‘করিয়া করুণ (ণে)’ ঘ; (১৭) ‘হোর’
 ক; ‘শুন’ ঘ; (১৮) ‘হের ল’ ইত্যাদি চরণ গ-পুথিতে
 নাই। (১৯) ‘বন্ধুর’ গ; (২০) ‘খোষারিনি’ গ; (২১) ‘বন্ধু’
 ইত্যাদি স্থলে ‘মোর চরণেত ধরে’ ক; ‘(বন্ধু)’
 বোলেন মধুরে’ ঘ; (২২) ‘কাম-কলা-রস-দানে’ ক, ঘ;
 (২৩) ‘দেখিলু’ গ;

দীন-হীন ভবানন্দে সুন্দরীকে বোলে ।

“কহ কি বেহার কৈলা গোবিন্দের ওলে ॥” (৭৫৯৫)

তথা রাগ ।

“স্বপনে যমুনা গিয়া বন্ধুরে দেখিলু ।

কাম-কলা-রসে মজি হেরিয়া রহিলু ॥ ৬ ।

অমিয়ার ধারা বাঁশী বায় স্থললিত ॥

বরিখে মদন-বাণ অপাঙ্গ-ইঞ্জিত ॥

অনিমিখে চাইয়া রৈলু স্বকিত-নয়ানে । (৭৬০০)

ঘূচাইল সমাধি মোর দক্ষ-সুতা-পানে ॥

অস্তর হইল বন্ধু পরিহরি ইন্দু ।

মেলিয়া লোচন ডুবি রৈলু কাম-সিকু ॥”

ভগয়ে অধম ভরানন্দ দীন-হীনে ॥

আসিব গোবিন্দ-দূত তোর শুভদিনে ॥ (৭৬০৫)

পদ-বদ্ধ ।

কান্দিয়া সুন্দরী রাধা শ্রীমতীতে কহে ।

গলাগলি দুই সখী মজিয়া বিরহে ॥

বিস্তর করণা করে ভাঙ্গি-সম্ভাপ ।

শ্রীমতী কহে “সই না কর বিলাপ” ॥

সর্বধায় মিথ্যা নহে স্বপ্নের বৃত্তান্ত ॥ (৭৬১০)

অবিলম্বে করণা আসিবা রাধা-কান্ত ॥

যদি বা বিলম্ব তান হয় কদাচিত ।

মুই মধু-পুরে যাইয়া আনিমু নিশ্চিত ॥

কান্দিয়া বিকল সই শোক ভাব কিয়া ॥

দিন দুই চারি থাকি চিন্তে ক্ষেমা দিয়া ॥” (৭৬১৫)

এতেকে রাধাকে তবে দিয়া পাতিয়ান ॥

শ্রীমতী-সুন্দরী গেলা আপনার স্থান ॥

[উদ্ধব-সংবাদ]

পদ-বদ্ধ ।

তবে গুণবতী রাধা বিধাদ ভাবিয়া ।

নিকুঞ্জ-মন্দিরে রৈলা শয়ন করিয়া ॥

অষ্টাদিক শতেক দিবস হৈল গত । (৭৬২০)

শুন চন্দ্রবংশ-রাজা মহা-ভাগবত ॥

উদ্ধবের ঘরে আসি প্রভু নারায়ণ ।

আচম্বিত রাধিকারে হইল স্মরণ ॥

সর্ব-ভূতময় প্রভু “জান তিন-লোকে” ॥

অভিপ্রায়ে জানে রাধার বত দুঃখ-শোকে ॥” (৭৬২৫)

এহি বোলি উদ্ধবের হস্তে ধরিয়া ।

কহিতে লাগিলা হরি বিনয় করিয়া ॥

“শুনহ উদ্ধব ভাই আমার উত্তর ।

তোমার অবৈজ্ঞ কিছু গুহ্য নাহি মোর ॥”

(১) ‘কাম-কলা-রস-নানে’ ঘ ; (২) ‘আ(অ)মিয়ার

রাধা (ধারা) বাঁশী’ ইত্যাদি ক ; ‘অমৃতের ধারা’ ইত্যাদি

খ ; ‘আমিয়ার রাধার নামে বাঁশী বাহে স্থললিত’ ঘ ;

‘ডাকিয়া রাধারে বাঁশী’ ইত্যাদি গ ; (৩) ‘মদন-বাণ’ ক ;

‘সুখা বরিখে চান্দে’ গ ; (৪) ‘চকিত’ ক, গ ; (৫) ‘কহিল’

ক, ঘ, গ ; (৬) ‘ভগয়ে অধম যুড় (যুড়) ভবানন্দ দীনে’

গ ; (৭) ‘মিলিবা গোবিন্দ তুমি হৈলে শুভ-কনে’ গ ;

(৮) ‘দুই সখী প্রেমে মজি রহে’ গ ; (৯) ‘বিলাপ’ গ ;

(১০) ‘সই না ভাবি-তাপ’ ঘ ; (১১) ‘সর্বধায়’ ইত্যাদি

মোক ঘ-পুথিতে নাই ।

(১২) ‘কান্দিয়া শরীর সই নাশ কর কিয়া’

ক ; ‘কান্দিয়া শরীর নাশ কর আনি কিমে’ গ ;

(১৩) ‘দিন দুই চারি চিন্তে থাকহ উদ্দেশে’ গ ;

(১৪) ‘এত কহি মহোদ্যাক গুহ্য ঘরে তান’ গ ;

(১৫) ‘সর্ব ভূতময় হরি’ ঘ ; (১৬) ‘জান তিন লোকে’

গ ; (১৭) ‘জানিলেন রাধার বত দুঃখ’ ক, ঘ ; ‘অভিপ্রায়

(১৮) ‘জানিলা রাধার বত দুঃখ’ গ ; (১৯) ‘তে কারণে’ গ ;

(২০) ‘হরি উদ্ধব সংবাদি’ ঘ ; (২১) ‘তোমার গুপ্ত নাহি

মোর বত পূর্ণাঙ্গ’ গ ;

গোকুলেত রাধা-আছে মোর অহুতবে' । (৭৬৩০)
 তথা বাইয়া সাষ্টাইয়া আসিবা উদ্ধবে' ॥
 বিনয় করিয়া কৈও হৃন্দরীর ঠাঞি ।
 অবিলম্বে অসি' আমি—বাজ কিছু নাই ॥"
 উদ্ধবে প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া সেই কণ' ।
 দণ্ডবত হৈয়া শীঘ্র করিল গমন ॥ (৭৬৩৫)
 বিমান-গমনে উদ্ধব চলিল। হরিতে ।
 পাইল গোকুল-পুরী দিন-অবশেষে' ॥
 নন্দে মন্দিবে গিয়া মিলিল উদ্ধব ।
 পাদা-অর্ঘ্য দিয়া নন্দে করিলেক স্তব' ॥
 নন্দ যশোদা আসি' উদ্ধবের ঠাঞি । (৭৬৪০)
 রাম-নারায়ণের কুশল পুছিয়াঞি' ॥
 উদ্ধবে বোলয়ে "নন্দ কি পুছ এখন ।
 মথুরার রাজ-চক্রবর্তী নারায়ণ ॥
 শুনহ যশোদা-নন্দ জিজ্ঞাসি তোমাত' ।
 রাধিকার পুরী কোথা—কহিবা আমাত' ॥" (৭৬৪৫)
 নন্দে বোলে "রাধিকার পুরী দেখ এহি ।
 কোন্ হেতু' জিজ্ঞাসিলা—শুনিবারে চাহি ॥"
 উদ্ধবে বোলয়ে "মোরে পাঠাইছে হরি ।
 সান্তিবার আসিয়াছি' রাধিকা-হৃন্দরী ॥
 ত্রিভুবন মধ্যে নাহি' হেন ভাগ্যবতী । (৭৬৫০)
 সান্তিবার পাঠাইছেন থাকে' ত্রৈলোক্যের পতি ॥"

শুনিয়া যশোদা-নন্দ আকুলিত-মন ।
 স্মরিয়া হরির গুণ করয়ে ক্রন্দন' ॥
 এহি মতে হৈল রাজা' নিশি প্রত্যাগমন ।
 ভোজন করিয়া উদ্ধব করিল শয়ন ॥ (৭৬৫৫)
 রজনী-প্রভাত-কালে উঠিল উদ্ধব ।
 বিধি-মতে প্রাত-ক্রিয়া করিলেন সব' ॥
 হইল ঘোষণা যুড়ি গোকুল-নগরী ।
 রাধারে সান্তিতে দূত পাঠাইছে হরি ॥
 তাহা' শুনি গোকুলের যতক-যুবতী । (৭৬৬০)
 রাধার মন্দিরে গিয়া মিলে' শীঘ্র-গতি ॥
 শ্রীমতী মহোদা কৈল' রাধিকার ঠাঞি ।
 উদ্ধবে সান্তিতে তোমা পাঠাইছে গোসাঞি' ॥"
 শুনিয়া হৃন্দরী রাধা হরষিত-মন ।
 উঠিয়া বসিলা—কিছু' প্রসন্ন বদন ॥ (৭৬৬৫)
 চারি দিকে গোপ-নারী-সকলের মেলা ।
 মধ্যে বৈসে রসবতী রাধা চন্দ্র-কলা ॥
 হেন কালে উদ্ধব রথে আরোহিয়া ।
 আইমন-গোপের ঝারে মিলিল আসিয়া ॥
 উদ্ধবেরে দেখি তবে আইন' গোপে । (৭৬৭০)
 পাদা-অর্ঘ্য দিয়া পূজে ভক্তি-স্বরূপে ॥
 "ভক্ত-পূজা আসিয়াছে কেমন কারণ' ।
 কিরূপে আছেন হরি—কহ বিবরণ' ॥"

(১) 'অহুতব' ক ; 'গোকুলে রাধার সঙ্গে মোর

অহুতব' গ ; 'গোকুলে রাধাতে আছে মোর অহুতব' ব ;
 (২) 'তথা গিয়া সান্তি করি আসিবা উদ্ধব' ('উদ্ধবে' খ)
 ক, খ ; 'তথা গিয়া সান্তি তানে' ইত্যাদি গ ; (৩)
 'বাইব' ব ; 'আসিব' ক ; (৪) 'প্রভুর আজ্ঞার তবে উদ্ধব
 সেই কণ' গ ; (৫) 'বিল-অবশেষে' ব ; (৬) 'হইল
 প্রণব' গ ; (৭) 'তবে' ক, খ, ব ; (৮) 'গোবিন্দের
 কুশলবার্তা আগে পুছিয়াঞি' গ । (৯) 'তোমাকে' ব ;
 (১০) 'আজ্ঞাকে' ব ; (১১) 'কি কারণে' গ ; (১২) 'সান্তি করি
 বাইবারে' গ ; (১৩) 'দেখ' গ ; (১৪) 'সান্তি করি পাঠাইছে'

গ ; 'সান্তিবা পাঠাইছেন থাকে' ব ; (১৫) 'শুনিয়া
 হরির' ইত্যাদি খ ; 'গোবিন্দের গুণ স্মরি' ইত্যাদি
 গ ; (১৬) 'যদি' গ ; (১৭) 'স্তব' ব ; (১৮) 'তাকে' ক,
 গ ; (১৯) 'রাধিকার মন্দিরেত গেল' গ ; (২০) 'মহোদা
 বোলয়ে তবে' গ ; (২১) 'তোমাকে সান্তিতে দূত
 পাঠাইছে গোসাঞি' গ ; (২২) 'তবে' ক ; 'করি'
 গ ; (২৩) 'দণ্ডবত হৈয়া বদন' গ ; (২৪) 'কহ কেমনে
 আছে দেব নারায়ণ' গ ;

গোকুল ছাড়িয়া^১ রৈল। মথুরা-নগর।
 রাত্রি-দিনে মন-দুঃখ দূর করে মোর^২ ॥ (৭৬৭৫)
 আইমনের ভক্তি^৩ হরির অনুভবে^৪।
 শুনিয়া বিনয় করি বলিলা উদ্ধবে^৫ ॥
 “গোবিন্দের অনুগ্রহ^৬ একান্ত তোমারে।
 সান্ত্বিতারে আসিয়াছি স্তম্ভরী রাধারে ॥
 তপে^৭ বিদ্যমান নহে শত্রু-বিরুদ্ধির। (৭৬৮০)
 হেন জন বশ হৈল তোমার রমণীর ॥
 এতেকে বাখানি^৮ তোমার সাফল্য জীবন।
 স্তম্ভরী রাধাকে আমি^৯ করায় দরশন ॥”
 উদ্ধবের বাক্য^{১০} শুনি হরিশ^{১১} আইমন।
 হস্তে ধরি উদ্ধবের নিল তখন^{১২} ॥ (৭৬৮৫)
 সকল যুবতী সনে রাধা যেহি ঘরে।
 হস্তে ধরি সেই ঘরে নিল উদ্ধবেরে ॥
 শ্রীমতী মহাদা আদি নারী চারি ভিত।
 মধ্যে বসি আছে রাধা শোকে আকুলিত^{১৩} ॥
 মলিন^{১৪} বস্ত্র পরি আছে -শোকে বিরহিণী ॥(৭৬৯০)
 নবীন মেঘেত যেন উজ্জ্বল সৌদামিনী^{১৫} ॥
 চারি দিগে বেষ্টিত^{১৬} গোপ-দার।
 চন্দ্রের নিকটে যেন শোভা করে তার^{১৭} ॥

অভিপ্রায়ে উদ্ধবে চিনিলা। শ্রীরাধারে^{১৮} ॥
 সম্মে^{১৯} ভূমিত পড়ি দণ্ডবত করে ॥ (৭৬৯৫)
 তখনে উদ্ধবে তানে দেখিল যেমত।
 শুন চন্দ্র-বংশ রাজা মহা-ভাগবত^{২০} ॥
 ভক্তি-পুরস্কারে^{২১} যদি বন্দিলা চরণ।
 লক্ষ্মী-রূপ উদ্ধবে দেখিল সেই ক্ষণ ॥
 প্রণতি করিয়া স্তুতি করয়ে উদ্ধব^{২২} ॥ (৭৭০০)
 “নমোহ^{২৩} জননি নমো লক্ষ্মী-অনুভব^{২৪} ॥
 নমো সিন্ধু-সুতা নমো কমলা-সুন্দরি।
 সিন্ধু-প্রিয়া বৃন্দাবনি নমো স্তবেশ্বরী ॥
 সর্ব-জীব-তত্ত্বময়ি নাহি আদি-অন্ত^{২৫} ॥
 চরণ-পঙ্কজে মোর প্রণতি^{২৬} অনন্ত ॥” (৭৭০৫)
 তুষ্ট হৈয়া রাধা বোলে কোমল বচন।
 “এত ক্রেশ পাও বাপ কেমন^{২৭} কারণ ॥
 উঠ উঠ আরে বাপ—করে^{২৮} পরিহার।
 কহ শুনি প্রভুর কুশল-সমাচার ॥”
 উদ্ধবে প্রণাম করি করে নিবেদন। (৭৭১০)
 “কুশলে আছেয়ে প্রভু শ্রীমধু-সুদন ॥
 মোকে পাঠাইছে মাও^{২৯} তোমা সান্ত্বিতার।
 অবিলম্বে আসিবেন—বাজ নাহি আর ॥
 দ্বিবা দ্বিবা কহিতে কহিছেন মোর^{৩০} ঠাঞি^{৩১} ॥
 আকুলী না হৈও তেহো শীঘ্র আসিবাক্রি^{৩২} ॥(৭৭১৫)

(১) ‘ছাড়িয়া’ গ; (২) ‘রাত্রি-দিনে দাবানলে দহে তহু মোর’ গ; (৩) ‘ভক্তিরে’ ব; (৪) ‘অনুভব’ ক; (৫) ‘উদ্ধব’ ক; (৬) ‘অনুভব’ গ; (৭) ‘তবে’ ব; ‘যার’ ব; (৮) ‘অনেক বাখান’ গ; (৯) ‘স্তম্ভরী রাধার সনে’ ক, খ, ব; (১০) ‘এ সকল কথা’ ক, খ, ব; (১১) ‘যোহিত’ ক, খ, ব; (১২) ‘নহৈ তখন’ ক, খ; ‘হস্তে ধরি উদ্ধব লৈয়া চলিলা তখন’ গ; (১৩) ‘ব্যাকুলিত’ গ; ‘শোকে আকুলিত’ হলে ‘শোকাবুল-চিত’ ব; (১৪) ‘মলিন’ ব; (১৫) ‘মেঘের বিজুলি যেন ঢাকে চন্দ্রমণি’ গ; ‘উজ্জ্বল সৌদামিনী’ হলে ‘বেধিই দামিনী’ ব; (১৬) ‘ব্রজ-দার’ ক; ‘চারি দিগে ব্রজ-দারী, সকল বসিছে’ গ; (১৭) ‘চন্দ্রের নিকটে যেন তারা শোভা আছে’ গ;

(১৮) ‘চিনিয়া শ্রীরাধারে’ গ; (১৯) ‘সম্মে’ গ; (২০) ‘পূণ্য ভাগবত’ গ; (২১) ‘ভক্তি-অনুগ্রহে’ গ; (২২) ‘করিলেক স্তব’ ক, খ; ‘করিল বিস্তার’ ব; (২৩) ‘লক্ষ্মী-অবতার’ ব; (২৪) ‘সর্বভূতের জীব মাও তুমি আদ্য-অন্ত’ গ; ‘সর্বভূতময় জীব নাহি আদি অন্ত’ ব; ক-পুথিতে স্নো-টা অপাঠ্য। (২৫) ‘প্রণাম’ ব, ব, (২৬) ‘কিসের’ খ, গ; (২৭) ‘প্রভু’ গ; (২৮) ‘তোমার’ খ; (২৯) ‘দ্বিবা দ্বিবা আছে প্রভু তোমার গোচর’ গ; (৩০) ‘আকুল না হৈও তুমি—আসিবা সবার’ গ;

সদায়ে তোমার গুণ করন্তি বাখান^১ ।
 পরিহরি রাজ-কার্য্য^২ বিরহিত-জ্ঞান ॥
 কত নিবেদিমু মাও তোমার চরণে ।
 চিস্তিত না হৈও প্রভু^৩ আসিবা আপনে ॥”
 উদ্ধবের মুখে রাখা এহি কথা শুনি । (৭৭২০)
 নজ-ভাবে কান্দিয়া বোলেন সুবদনী ॥

রাগ গান্ধার

“প্রাণের উদ্ধব কত বা কহিমু বিবরণ ।
 যখন ছাড়িলা প্রভু কি ফল জীবন ॥ ধ্রু ।
 নিশি-দিশি অবিরত প্রাণ-খানি ঝুরে ।
 অখনেও বোল—“প্রভু রৈল মধু-পুরে” ॥ (৭৭২৫)
 যাইতে কহিল—“হৈব^৪ দিন দুই-চারি ।”
 ভুলিয়া রহিল বাসি পাইয়া বর-নারী^৫ ॥
 জানিলু জানিলু বন্ধু আর না আসিব ।
 ঝুরিতে বিরহে^৬ মোর প্রাণ-খানি^৭ যাইব ॥
 ভাবিতে চিস্তিতে মোর তনু হৈল খীন ।” (৭৭৩০)
 হরি-পরশনে কহে ভবানন্দ দীন ॥

রাগ বরাড়ী ।

“উদ্ধব—কেমতে রহিব প্রাণ মোর^৮ ।

আমা পরিহরি বন্ধু ডুবাইয়া বিবেক-সিদ্ধ
 স্থখে রৈলা মথুরা-নগর ॥ ধ্রু ।

(১) ‘করয়ে বাখান’ ঘ; ‘গায় ভগবান’ ক;
 (২) ‘সব কার্য্য’ গ; (৩) ‘চিন্তা না করিও হরি’
 ঘ; (৪) ‘এবেনি (এবে ও নি?) প্রাণের বন্ধু রৈল
 মধু-পুরে’ গ; (৫) ‘বন্ধু’ গ; ‘হরি’ ঘ; (৬) ‘জান
 নারী’ ঘ; ‘ভুলিয়া রহিলা তথা-পাইয়া ভাল নারী’ গ;
 ‘ভুলিয়া (রহিলা) হরি পাইয়া সুন্দরী’ ঘ; (৭) ‘ঝুরিতে’
 গ; (৮) ‘ভয়-খানি’ ক;

(৯) ‘আরে, কেমনে প্রাণ রৈব মোর—রে উদ্ধব
 কেমনে প্রাণ রৈব মোর’ ক;
 ‘কেমতে প্রাণ রৈব—উদ্ধব
 কেমতে প্রাণ রৈব মোর’ ঘ;

নিদয়া নিঠুর হৈয়া সুবতী-রমণী পাইয়া (৭৭৩৫)
 প্রাণ-নাথ রৈলা মধু-পুরে ।
 যে জনে বাহাকে তেজে আনের রসেত মজে^৯
 তার লাগি প্রাণ কেনে^{১০} ঝুরে ॥
 মিনতি করিয়া কত^{১১} প্রেম-রসে^{১২} অবিরত
 মোর সঙ্গে মিলিত তখনে^{১৩} । (৭৭৪০)
 বলি যেন রসাতলে তেমত আমারে ছলে
 হেলায়ে যে বধিবা অখনে^{১৪} ॥
 ই দুঃখে যোগিনী হৈয়া নহে বা গরল খাইয়া
 পরাণ রাখিতে না যায় ।”
 ভকতি-মুক্তি-হীন কহে ভবানন্দ দীন (৭৭৪৫)
 তবে সে মনের দুঃখ^{১৫} যায় ॥
 রাগ ভাটীয়াল ।

“শুন শুন প্রাণের উদ্ধব^{১৬} ।
 কত বা ঝুরিমু আর শোকে অভিনব ॥ ধ্রু ।
 করম-কুদিনে^{১৭} হরি নিদয়া নিঠুর ।
 যখনে ছাড়িয়া মোরে গেলা মধু-পুর ॥ (৭৭৫০)
 আসিবা দুই-একে ছেন^{১৮} মোর ঠাণ্ডি কৈল ।
 কোথা বা দুই-এক মাস তিন-চারি হৈল^{১৯} ॥

‘প্রাণ-উদ্ধব’ ইত্যাদি গ; (১০) ‘যে (জন) বাহ্যারে
 তেজে, আন (‘আনের’ ঘ;) রসেত মজে’ ক, ঘ;
 (১১) ‘মোর’ ঘ; ‘তাহার লাগি প্রাণ’ ক;
 ‘যে জনে বাহাকে তেজে সে নাকি তাহারে তেজে
 সান্ত নহে মোর প্রাণ ঝুরে’ গ;
 (১২) ‘বত’ ঘ, ঘ; (১৩) ‘প্রেম কৈল’ ঘ; ‘প্রেম হৈয়া’
 ঘ; (১৪) ‘মিলিলা যখন’ গ; (১৫) ‘বধিলা অখন’ গ;
 (১৬) ‘তবে মোর মন দুঃখ’ ক, ঘ; ‘তবে সে রাখার দুঃখ’
 গ; (১৭) ‘মোর দুঃখের কথা শুন রে উদ্ধব’ গ; (১৮) ‘মোর
 কুদিনে’ ক; ‘কর (ম) কুটিলে’ ঘ; (১৯) ‘করি’ ঘ;
 ‘আসিবেক দুই-একে’ গ; (২০) ‘চারি পঞ্চ মাস হৈল’
 গ; ‘মাস তিন মাস হৈল’ ঘ; ‘দিন চারি পাঁচ মাস
 হৈল’ ক;

একে-বারে এমত নিদ্রা হৈল বন্ধে ।”

রাধার করুণা কহে দীনভবানন্দে ॥

রাগ হুখী বরাড়ী ।

“প্রাণের উদ্ধব—

(৭৭৫৫)

শুন মোর দুঃখের কাহিনী’ ।

আমারে অনাথ করি মধু-পুরে রৈলা হরি

সহজে মরিমু অভাগিনী ॥ ৩

এরূপ যৌবন বন্ধু বিনে অকারণ

না শুনিয়ে মুররির সান’ । (৭৭৬০)

কুঞ্জ-বনে নাহি ফুল না শুনি ভ্রমরের’ রোল

কেমন উপায়ে রৈব প্রাণ ॥

ইন্দীবর নাহি ফুটে যমুনা-কল্লোল টুটে

নীরবে রহিল বিহঙ্গম ।

মধু-পুরে রৈল হরি পেখন না ধরে বরী’ (৭৭৬৫)

কোকিলায়ে’ ভেজিল পঞ্চম ॥

বৃন্দাবন রসময়

অখনে গরল হয়

কাল্য বিনে অসার’ সকল ।

ভকতি মুকতি-হীন

কহে ভবানন্দ দীন

জীবন রাখিয়া কি বা ফল ॥” (৭৭৭০)

পদ-বন্ধ ।

এহি মতে সুবদনী বিলাপ করিয়া ।

উদ্ধবের ঠাঞি’ কহে কান্দিয়া কান্দিয়া ॥

“মুই ত না জানে’ প্রভু’ এমত’ নিষ্ঠুর ।

আমারে ছাড়িয়া তৈহো’ রৈব মধু-পুর ॥

জ্ঞী-জিত’ হরি আমি পূর্বাপর জানি । (৭৭৭৫)

রাখিছে করিয়া বশ মুগধ-কামিনী’ ॥

অখনে জানিলু মোরে কুরুপ’ দেখিয়া ।

মধু-পুরে রৈল ভাল যুবতী পাইয়া ॥

আর নি হইব মোর হেন শুভ-ক্ষণ ।

ঐভুর রাতুল পদ হৈব দরশন ॥ (৭৭৮০)

আর নি বাঁশীর সান শুনিমু শ্রবণে ।

‘রাধা’ ‘রাধা’ বোলি নি ডাকিব নারায়ণে ॥

মধু-পুরে গেছে হরি—হৈল চারি’ মাস ।

সেহি হনে অভাগী রাধার উপবাস ॥

প্রতিজ্ঞা বিফল মোর—হইলাম অবল’ । (৭৭৮৫)

বন্ধু বিনে নাসিলে’ না খাইমু অন্ন-জল ॥

(১) ‘আরে হের রে উদ্ধব’ ইত্যাদি ক ; ‘উদ্ধব হে

শুন শুন হুখের কাহিনী’ ঘ ; (২) ‘গেলা’ থ, গ, ঘ ;

(৩) ‘ন্য শুনি মরিমু মধুর সান’ ক ; ‘নাহি শুনি

মুররির সান’ খ, গ, ঘ ; শুনি মুররির মুহ সান’ ঘ ;

(৪) ‘পঞ্চম’ গ ; (৫) ‘বাটে’ ঘ ; (৬) ‘পেখন নাদ করি’

ক ; ‘পেখন না ধরে মৌরী’ থ ; ‘হরি গেলা মধু-পুরে,

মধুরে পেখন না ধরে’ গ ; ‘পেখন না ধরে বহি (হী)’ ঘ ।

‘মৌরী’ অর্থাৎ মধুরীর পুচ্ছ না থাকার পেখন ধরিতে পারে

না ; এই প্রসিদ্ধ বিষয়-টী ভবানন্দের দ্বারা স্বভাব-কবির

অজ্ঞাত থাকা অসম্ভব ; স্তবরাং থ-পুথির পাঠও গ-পুথির

পাঠের মত পরবর্তী অসঙ্গত সংশোধন মনে হয় । সংস্কৃত

‘বহী’ শব্দের অপ্রস্তাবে ‘বহী’—বরুণ—বরী’ শব্দ

সহজেই সিদ্ধ হয় ; মূল পুথিতে বোধ হয় ‘বরী’ পাঠ

ছিল ; কোনও পণ্ডিতব্রত লিপি-কর উহা সংশোধিত

করিতে বাহ্যি ‘বহি’ লিখায় ও পরে কোনও লিপি-করের

অজ্ঞাত বা অসাবধানতায় ‘বহি’ শব্দের রেক-টী পড়িয়া

বাওয়ার—মিল-হীন ‘বহি’ পাঠের উদ্ভব হইয়াছে ।

(৭) ‘কোকিলে’, গ ; ‘কোকিলেহ’ ক ।

(৮) ‘বিফল’ গ ; (৯) ‘হানে’ ঘ ; (১০) ‘কাহু’ গ ; (১১)

‘নিদ্রা’ গ ; (১২) ‘তাঞি’ ক ; (১৩) ‘জী বশ’

গ ; (১৪) ‘মুগধ-কামিনী’ থ, ‘যুবক-কামিনী’ গ ;

(১৫) ‘বিরূপ’ গ ; (১৬) ‘পাঁচ মাস’ গ ; (১৭) ‘প্রতিজ্ঞা’

করিছি আমি না হৈব বিফল’ গ ; ‘প্রতিজ্ঞা বিষুখ

মোর হইছে বিফল’ ক, থ ; (১৮) ‘বিনে বন্ধু না

আসিলে’ ক ; ‘কাহু না আসিলে’ থ ; ‘বিনে প্রভু

দেখিলে’ গ ;

শুন বাপ উদ্ধব দুঃখের বিবরণ ।
বুঝাইয়া প্রভুর পদে কহিও নিবেদন ॥”

রাগ হেম বরাড়ী ।

“প্রাণের উদ্ধব বন্ধুতে কহিও
মোর বচন-সন্দেশ” । (৭৭৯০)

বিরহে কুরিতে মরিমু স্মরিতে
পাঞ্জর হইল শেষ ॥ ৬ ।

গোকুল-নগরী অনাধিনী করি
রহিলা মথুরা-পুরী ।

দয়ার ঠাকুর নিদয়া নিঠুর (৭৭৯৫)
এহি দগধনে মরি ॥

যখন কালাচান্দে পিরিতি বাড়াইলা
আন আন ছলে চাইয়া ॥

সে সব পিরিতি এবে বিসরিলা
কোন্ রসবতী পাইয়া ॥ (৭৮০০)

পিরিতি-আনলে যার হিয়া জলে
সেহি সে এ দুখ জানে ॥

যেমত আকুলী মোরে দেখিয়া যাও
বুঝাইয়া কৈও তানে ॥

নিবেদন মোর বিরলে সে কৈও (৭৮০৫)
কেহ যেন নাহি শুনে ॥

তমু জরজর রহিতে না পাবি
পাঞ্জর বিক্ষল ঘুণে ॥

সহজে অবলা আরে বিরহিণী
কুরিতে শরীর খীন ॥ (৭৮১০)

গোকুলে গোবিন্দ আর না আসি
কহে ভবানন্দ দীন ॥

পদ-বন্ধ ॥

উদ্ধবে দেখিল যদি রাধারে আকুলী ॥

মধুর-কোমল কহে করি পূতাঞ্জলি ॥

“চিন্তা না করিও মাও—স্থির কর মন” ॥ (৭৮১৫)

অবিলম্বে আসিবেন দেব নারায়ণ ॥

আমাকে বিদায় দেও সন্তোষ হইয়া ॥

আসিমু তোমার এথা হরিকে লইয়া ॥

(১৩) ‘এক নিবেদন মোর, কহিও প্রাণের উদ্ধব, যেন কেহ নাহি শুনে ।’ গ; ‘কেহ যেন’ ইত্যাদি স্থলে ‘চাহিও কৈও বা শুনে’ ব; (১৪) ‘কহিতে’ ক, খ, ঘ; •

(১৫) ‘সহজে অবলা নারী বিরহ (হে) কুরিয়া মরি
কুরিতে পাঞ্জর হৈল খীন ।’ গ;

(১৬) ‘পাঞ্জর’ ক; (১৭) ‘স্মরিতে হইলাম ধন্দ’ খ;

(১৮) ‘বোলে দীন ভবানন্দ’ খ; (১৯) এই পয়ারের
পূর্বে ঘ-পুথিতে আর একটি গীত আছে; উহা

প্রাক্ষিপ্তের লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া পরিশিষ্টের ২৩ সংখ্যক
পাঠান্তরে প্রদর্শিত হইল । (২০) ‘রাধার(ে) ব্যাকুলী’

ঘ; (২১) ‘কর-বোড়ে বোলে লৈয়া চরণের ধূলি’ ঘ;

(২২) “চিন্তা না করিও” ইত্যাদি শ্লোক খ ও ঘ-পুথিতে
নাই । (২৩) “আমাকে বিদায় দেও কুই হৈয়া মনে ।

আসিমু তোমার এথা গোবিন্দের সনে ॥’ গ;

(১) ‘আগে’ ঘ; (২) প্রথম কলির স্থলে—
‘প্রাণ-উদ্ধব কহিও বন্ধুর আগে বচন-সন্দেশ

বিরহে কুরিতে পাঞ্জর হৈল শেষ ।’ ঘ;

‘প্রাণের উদ্ধব বন্ধুতে কহিও

রাধার বচন-সন্দেশ ॥ ৬ ।’ গ;

(৩) ‘মজিল’ ক, ঘ; (৪) ‘সকল গোকুল, করিয়া আকুল’
ক; ‘অনাধিনী’ স্থলে ‘অনাথ’ ঘ; ‘অনাধিনী করি’ স্থলে

‘এবে পরিহরি’ গ; (৫) ‘হইল’ খ, ঘ; (৬) ‘দগধনে’ ঘ;

(৭) ‘প্রেম’ ঘ; (৮) ‘অনেক তরসা দিয়া’ ঘ; ‘আন আন

বোলে চাইয়া’ খ; (৯) ‘কেমন রসবতী’ গ; ‘কেমন

গুণবতী’ ক, খ; (১০) ‘যার হিয়া না জলে’ গ;

(১১) ‘সে কি আনের দুখ জানে’ গ; (১২) ‘এমত’ ঘ;

মোরে পাঠাইছে হরি করিয়া বতন ।
 তানে আনিতে নি তোমার, আছে মন' ॥ (৭৮২০)
 সহজে অজ্ঞান মুই পশু-সম বাসি' ।
 সাক্ষাতে দেখিলু ভাব—তে কেনে জিজ্ঞাসি' ॥”
 রাধা বোলে “শান্ত কৈলা মধুর-বচনে' ।
 কল্যাণে রাখুক' তোমা প্রভু নারায়ণে ॥”
 তাহা শুনি উদ্ধব ভূমিত লোটা'ইয়া । (৭৮২৫)
 রথে আরোহণ কৈলা দণ্ডবৎ হৈয়া ॥
 উদ্ধব বিদায় করি' রাখিকা-সুন্দরী ।
 কন্দিয়া ভূমিত বৈসে' মনস্তাপ করি ॥
 যতু সব গোপ-নারী ক্রীমতী প্রভৃতি ।
 বিবাদ ভাবিয়া ঘরে গেলা শীঘ্র-গতি ॥ (৭৮৩০)
 তখনে হইল রাজা সায়ংকাল ঘোর ।
 নিলিল উদ্ধব গিয়া তবে মধু-পুর ॥
 রথ হনে নামি কৃষ্ণে প্রণাম করিয়া ।
 সুন্দরী রাখার দুঃখ কহে বিশেষিয়া ॥
 “অহে প্রভু স্বধীকেশ করে' পরিহার । (৭৮৩৫)
 ভাগ্যে' সে হইছ বশ সুন্দরী রাখার ॥

অম-জল পরিহার বিরহে' সতত ।
 অহনিশি নেহালিয়া আছে তোমার পথ ॥”
 গোবিন্দে বোলয়ে “উদ্ধব আমি ভালে জানি ।
 আমাতে একান্ত ভক্ত রাখিকা কামিনী ॥ (৭৮৪০)
 আমার শরীর-ধর্ম্ম জান পূর্বাপর ।
 উদ্ধ-পদে স্তবে' নিত্য' ত্রিকা মহেশ্বর
 অশক্য অম-দুঃখ করে নিরন্তর' ॥
 তথাপি সাক্ষাত হৈয়া না দেই উত্তর ॥
 কি জানি মোহিনী-রাধা কোন মন্ত্র জানে । (৭৮৪৫)
 কটাক্ষ-সন্ধানে মোরে নেয়' আর আনে' ॥
 কাম-কলা আদি রাখা জানে নানা রস ।
 ই সব ভঞ্জিমা-ঠানে মুই হৈলু বশ' ॥
 বেচিতে মধুরার হাতে রাখা নেয় দধি ।
 খেণিনি' হইয়া আমি পার করি নদী ॥ (৭৮৫০)
 বিলাস করিছি তপন-তনয়ার ঘাটে' ।
 দিনেকের ক্রীড়া স্মরি প্রাণ মোর ফাটে' ॥
 সুন্দরী রাখার দুঃখ খণ্ডিমু অখন ॥”
 এই বোলি আর প্রসঙ্গে দিলা মন ॥
 তবে অশ্রুজয় রাজা ই সকল শুনি । (৭৮৫৫)
 ভক্তি-পুরস্কারে' বোলে “শুন মহামুনি ॥
 তোমার বচনে হইল বিশ্বাস আমার ।
 এতেকে জিজ্ঞাসি মুই করি পরিহার ॥

• (১) ‘জানিবারে—আছে নি তোমার তানে মন’ ক ;
 ‘অখনেহ তোমারি আছেয়ে তান মন’ খ ; ‘মধুরাতে বাইতে
 নি আছে তোমার মন’ গ ; (২) ‘পশুর সমান’ ঘ ; (৩)
 ‘ভাব ইত্যাদি স্থলে ‘তেহো জিজ্ঞাসো তোমার হান’ ঘ ;
 (৪) ‘রাধা বোলে সন্তোষ মোকে করিলা বতনে’ গ ; (৫)
 ‘রাখুক’ খ, গ ; ‘অতঃপর ক ও গ-পুথির প্রক্ষিপ্ত পাঠ,
 যথা—“তিনি লোকে ভক্ত নাহি তোমার সমান ।

আমিও নাহি আর বিনে ভগবান ॥

বাও বাও আরে বাপ না করিও ব্যাঘ্র ।

অতঃ পরে বেমত কহ—তেন করিবা কাজ ॥”

(‘উত্তর যেমত বের্ণ—কহিবার কাজ ॥’ গ ;)

(৬) ‘দ্বিরা’ ক, খ, ঘ ; (৭) ‘ভূমিত শয়ন করে’ গ ;
 (৮) ‘ভালে’ ক, খ ; ‘ভ্রমর হৈল তহু মোকে রাখার’ গ ;

(২) ‘চিহ্নিত’ গ ; (১০) ‘সেবে’ গ ; (১১) ‘সদা’ গ ;
 (১২) ‘অশক্য প্রেমের সংখ্যা করেন শতর’ ঘ ; ‘অদম্য
 প্রেমের সঙ্খা করেন শতর’ ঘ ; ক-পুথিতে ‘অশক্য’
 ইত্যাদি শ্লোক-ব্যয় নাই । (১৩) ‘দেব’ খ ; (১৪) ‘কটাক্ষ
 হাসিতে মোর প্রাণ কাটি আনে’ গ ; (১৫) ‘ইবদ ভক্তিমা-
 ঠানে’ ইত্যাদি ক, খ ; ‘ইদ্রিত ভক্তি-রসে রাখা মোক
 কৈল বশ’ গ ; (১৬) ‘কর্ণধার’ ক, খ, গ ; (১৭) ‘বিস্তর
 করিছি খেলা ছায়া-জ্ঞতার ঘাটে’ গ ; (১৮) ‘তাহাকে স্মরিতে
 মোর তহু-খানি কাটে’ গ ; (১৯) ‘ভকতি করিয়া’ গ ;

যমুনা গঙ্গার স্তূতা—কহিছ আপনে ।
 সূর্যের কুমারী হেন বাখান অধনে ॥” (৭৮৬০)
 রাজার বচনে বোলে বাস তপোধন ।
 “শুন রাজা জন্মেজয় গুহ্য” বিবরণ ॥
 সূর্যের ঔরসে জন্ম উদরে ছায়ার ।
 জন্ম হৈল কুমারী যমুনা নাম তার ॥
 শৈশব-অন্তরে হেল যৌবন-বিকাশ ॥ (৭৮৬৫)
 বিবাহ বসিতে যমুনার মনে আশ ॥
 ইন্দ্র-স্নাত জয়ন্তে ত করিয়া আশয় ॥
 অবিরত এই ভাবে তপস্তা করয় ॥
 ধ্যান করি যমুনা বসিছে এক-চিত্তে ॥
 বৃহদশ্ব-নামে মুনি আইল আচম্বিতে ॥ (৭৮৭০)
 মুনি বোলে—“কহ্মা তুমি কাহার চুহিতা ।
 কি মানসে তপ কর—কহ তার কথা ॥
 উত্তর না দেয় কহ্মা—আছে যোগ-ধ্যানে ।
 কোপ-মনে শাপ মুনি দিল সেহি ক্ষণে ॥
 “প্রভাস্তর না দেহ তুমি মনের গুমানেন” ॥ (৭৮৭৫)
 যেমত নীরবে রৈছ—হইও পাষণে ॥
 ত্রেতা-যুগে নদী হৈবা পরশে গঙ্গার ॥
 এহি বোলি মুনি বনে গেলা আপনার ॥
 সেই ক্ষণে যমুনা পাষণ-রূপ হৈল ।
 সুর-পুরীর নিকট রৈল হৈয়া গুণ-শৈল ॥ (৭৮৮০)
 যেমতে হইল নদী গঙ্গা-পরশনে ।
 তাক বিবরণ সব শুনিছ আপনে ॥”

প্রণাম করিয়া রাজা কহে আর বার ১০ ।
 “কহ প্রভু কোন গতি হইল রাখার ॥”
 মুনি বোলে “যদি হৈল পূর্ণিভ ১১ যামিনী ॥ (৭৮৮৫)
 কান্দিয়া গোড়াইল ১২ নিশি রাখিকা কামিনী ॥
 বিরহ ভাবিয়া কান্দে সুবদনী ১৩ রাখা ।
 হেন কালে সেহি খানে আসিল যশোদা ॥
 রাখিকার গলে ধরি কান্দিল বিস্তর ।
 “ধন্য ধন্য রাখা লো ১৪ অনেক ১৫ ভাগ্য তোরা ॥ (৭৮৯০)
 বিবাদ ভাবিয়া গোকুলের লোকে কান্দে ।
 আর কারে সান্তাইতে পাঠাইছে গোবিন্দে ॥
 স্মরিল তোমারে মথুরার রাজা হৈয়া ।
 নেওয়াইব তোমারে কক্ষেন ১৬ দূত পাঠাইয়া ॥”
 রাখা বোলে—“অভাগিনীর ১৭ ভাগ্য নাহি আর ।
 (৭৮৯৫)

প্রভুর সনে দরশন না হৈব পুনর্ব্বার ১৮”
 কান্দিয়া যশোদা দেবী গেলা নিজ-ঘর ।
 বিরহে মজিয়া ১৯ রাখা রৈলা একেশ্বর ॥
 তবে প্রভাকর অন্ত—প্রবেশ যামিনী ।
 শয়ন করিয়া রৈল রাখিকা কামিনী ॥ (৭৯০০)

[কক্ষ-শোকে মধুকর-নামক পিকের প্রাণ-ত্যাগ]

পদ-বন্ধ ।

মাঘ-মাসে ২০ ত্রীপঞ্চমী নবীন ২১ বসন্ত ।
 মলয়া-সমীর মন্দ—মাধুরি অনন্ত ২২ ॥

(১) ‘গোপ্য’ গ; (২) ‘বিলাস’ গ; ‘শৈশব’ ইত্যাদি শ্লোক ধ-পুঁথিতে নাই। (৩) ‘হইতে পরিণয়’ ঘ; (৪) ‘একদিন যমুনা বসিছে ধ্যান-চিত্তে’ গ; (৫) ‘কোপে তচঃ শাপ মুনি’ ক, গ; ‘কোপ করি শাপ তাক’ ঘ; (৬) ‘যৌবন-গুমানেন’ ক, (৭) ‘যেমত নিরুত্তর হৈছ—হইবা পাষণে’ গ; (৮) ‘সুরপুরীর কাছে পাষণ হৈয়া রৈল’ গ; ‘সুরপুরীর নিকটে রহিল চন্দ্র-শৈল’ ঘ; (৯) ‘সে সকল বিবরণ শুনিছ আপনে’ ক, ঘ; ‘সেই বিবরণ

আগে কহিছি-তোমা স্থানে’ গ; (১০) ‘পুনর্ব্বার’ ক, ঘ, গ; (১১) ‘পূর্ণিভ’ ক, ঘ, ঘ; (১২) ‘গোড়াইল’ ক; ‘গোয়ার’ গ; (১৩) ‘চন্দ্র-সুদী’ গ; ‘বিরহিণী’ ক, ঘ; (১৪) ‘রাখা’ ঘ; ‘রাখিকা’ ঘ; ‘রাখা তুমি’ গ; (১৫) ‘ধন্য’ গ; (১৬) ‘প্রভু’ ক; ‘হরি’ ঘ, ঘ; (১৭) ‘অভাগীর’ ক, ঘ, ‘রাখা বোলে’ ইত্যাদি শ্লোক গ-পুঁথিতে নাই। (১৮) ‘বিরহ ভাবিয়া’ ঘ; (১৯) ‘নাথের’ গ; (২০) ‘প্রথম’ গ; ‘নব দে’ ঘ; (২১) ‘মলয়া সমীর বায়ু-সিতাৰ্ধ তত্যন্ত (সীতাৰ্ধ অত্যন্ত ১) গ;

মধুকর-নামে পিক মধু-বনে^১ বৈসে^২ ।
 অনাথের মত^৩ কিরে^৪ গোবিন্দ উদ্দেশে ॥
 নানা বন কোকিলে চাহিল বিচারিয়া ॥ (৭৯০৫)
 বাধার মন্দিরে গেল বিরহে মজিয়া^৫ ॥
 একে দুঃখে মরে^৬ রাধা—মতি হৈছে ভ্রম
 ঠাহাতে দারুণ পিকে যুড়িল পঞ্চম ॥
 ছুট কোকিলে করে স্তমধুর গান^৭ ।
 মজিল বিরহে রাধা—আকুল পরাণ^৮ ॥ (৭৯১০)
 কি করিলে কি হইব—কিছুই না জানে ।
 কোকিলারে ভৎসে রাধা লজ্জা-অপমান^৯ ॥

রাগ বসন্ত^{১০} ।

“হোর রে কোকিলা—

না কর না দ রসান^{১১} ॥

দাৰুণ মধু-রাস বন্ধু গেল^{১২} পরবাস (৭৯১৫)

কত বা সহিম্ কাম-বাণ ॥ ৬ ॥

কাক জন্মাইল দ্রোণে সদায়ে থাকহ বনে^{১৩}
 কি কাজে আমার ঘরে আইলা^{১৪} ॥
 হরন্ত বিরহে সুরিতে পরাণ^{১৫} দহে
 দোসরে তুমি সে দহিলা^{১৬} ॥ (৭৯২০)
 কাকের পোধানিয়া আপনা জানিয়া
 কা-কা এড়ি কাড় কুহ-বাণ^{১৭} ।
 পঞ্চমের গান^{১৮} শিখিয়া গুমান
 ভূমিত না পড়ে তোব পাণ^{১৯} ॥
 বরণ কুটিল নাম সে^{২০} কোকিল (৭৯২৫)
 কাম-কলা-মধুর গান^{২১} ।
 যে নাবীর পতি আছে যাও তুমি তার কাছে
 এই তোমাও মার্গে বব-দান^{২২} ॥
 কামিনী-রঞ্জন বরণ অঞ্জন^{২৩}
 তুমি সে নিলজ^{২৪} বড় । (৭৯৩০)
 জানিলাম হোর রস পরিতে না তও বণ
 বাক্সিয়া রাখিম্ তোবে দড় ॥

(১) ‘কুজ-বনে’ ক, খ, গ; (২) ‘বসে’ ঘ; (৩) ‘অনাথ হইয়া কিরে’ গ; ‘অনাথের মত ভ্রমে’ ঘ; (৪) ‘বিরহে মজিয়া’ হলে ‘আকুল হইয়া’ গ; (৫) ‘একে মনভাপে’ গ; ‘এহি মতে মরে’ ঘ; (৬) ‘হুটে প্রিয়ন (?) করে স্তমধুর গান’ ক; ‘হুটে কোকিলের রব স্তমধুর গান’ খ; ‘হুটে কোকিলে কুরে (কুহরে ?) স্তমধুর গান’ গ; ‘হুটে অলি করে মধু-রস পান’ ঘ; (৭) ‘আকুল হৈল জ্ঞান’ গ; (৮) ‘কোকিলের নামে রাধার বৃত উঠে মনে’ গ; (৯) ‘কোচ বেলার’ ক, ঘ, ‘কুঠার-রাগ’ খ; (১০) ‘হোর রে কোকিলা কর মধু-রস গান’ ক; ‘হোর রে কোকিলা মধুর কর গান’ খ; ‘হোর রে কোকিলা না (দে)ও না দ দান’ গ; ‘অরে মধুকলি (মধুকর ?) না কর নাথ (নাথ) রসান’ ঘ, চ; (১১) ‘সে’ ক, খ, ঘ;

(১২) ‘জন্ম দিন হনে, সদায়ে থাকস বনে’ ক; ‘জন্ম ক্রেম দায়ে, থাকিবেন তথায়’ খ; ‘জন্ম আদি হনে, ভ্রম তুমি বনে’ গ; (১৩) ‘আইলে’ গ; (১৪) ‘ভজ’ ঘ; (১৫) ‘মুররিব সানে কুহলে’ গ; (১৬) ‘কা এড়ি’ ইত্যাদি ঘ; ‘তাহা এড়ি’ ইত্যাদি খ ‘ডাক কুহ কুহ রাও’ গ; (১৭) ‘পঞ্চম রস বান’ ক; ‘পঞ্চম রস হনে’ খ; ‘গুমান’ হলে ‘গুমান’ খ; (১৮) ‘ভূমিত না পড়ে পাণ’ ঘ; ‘ভূমিত না ধর পাণ’ গ; (১৯) ‘দর’ গ; (২০) ‘কাম-কলা-মধুর গান (গনে’ খ;) ক, খ; সকল পুথির পাঠই অন্তর্ভুক্ত মনে হয়; সম্ভবতঃ প্রকৃত পাঠ ‘কাম-কলা-মধু-রস পান’ হইবে। (২১) ‘এই সে বর মাগো দান’ (‘মনে’ খ) ক, খ; ‘এই সব বর মাগ গো’ দান’ ঘ; (২২) ‘কামিনী-রঞ্জন, বরণ প্রিয়ন’ খ; ‘অঞ্জন’ হলে ‘অঞ্জন’ ঘ; (২৩) ‘দারুণ’ ক ।

পরানে না মারিমু হীরার ঠোট দিমু আকুল হইয়া পিকে ডাকে ঘনে-ঘন ।
 সোনায়ে বাক্সিমু পাওঁ পাখ । সেহ^{১১}খানে না পাইল গোবিন্দ-দরশন ॥
 আমার প্রাণের^{১২} পিয়া যেখানে রহিছে গিয়া (৭৯৩৫) এহি মতে হৈল রাজা নিশি-অবসান ।
 সেহি খানে গিয়া তুমি^{১৩} ডাক ॥ গোবিন্দ ধোয়াইয়া^{১৪} পিকে তেজিল পরাণ ॥
 গুমান না করিও^{১৫} মিনতি করিয়া কৈও^{১৬} সমীর-বাহনে আত্মা^{১৭} বৈকুণ্ঠে যায় । (৭৯৫৫)
 মুই নারীর^{১৮} দুঃখ যত । বিনতা-নন্দন-অংশ তাহাতে মিশায়^{১৯} ॥
 বন্ধু সে পর^{২০} দেশ বুরিতে তমু শেষ^{২১} রাজা বোলে—“মুনি-বর করে^{২২} নিবেদন ।
 বিরহের জ্বালা সৈমু^{২৩} কত ॥ (৭৯৪০) জগিল বিষয় শুনি এহি বিবরণ ॥
 সন্দেহ^{২৪} এহি মোর শোয়িল^{২৫} পাঞ্জর গোবিন্দ ধোয়াইয়া^{২৬} পিকে তাজিল জীবন^{২৭} ॥
 বিশেষ কহিমু আর কী । মুই বড় অধমের প্রত্যয় নহে মন^{২৮} ॥ (৭৯৬০)
 কোমল^{২৯}-কমল চন্দন-শীতল^{৩০} বৈকুণ্ঠে গেল কহ^{৩১} মরুতের সঙ্গে ।
 শয়ন করিয়া আমি জী^{৩২} ॥” পুনি প্রবেশিল কেনে^{৩৩} গরুড়ের সঙ্গে ॥
 ভুজ-লতা-ঘোড়ে ভবানন্দ মুড়ে (৭৯৪৫) এ সকল শুনিলার ইচ্ছা আছে মের্দ ।
 রাধিকার পদ-তলে বোলে^{৩৪} ॥ কহ কহ^{৩৫} মুনি-বর করুণা-সাগর ॥
 “না হইবা নিষ্ঠুর বাইতে মধু-পূব মুনি বোলে “নর-পতি শুন সাবধানে । (৭৯৬৫)
 সেবক করিয়া নিও ওলে^{৩৬} ॥” গরুড়ের অংশ কহে কৌষিক-পুরাণে ॥
 পৃথিবীতে যখন আইসে নারায়ণ ।

পদ-বন্ধ ।

এহি মতে সুবদনী কান্দিয়া বিকল । গরুড়ের কহিলেন কমল-লোচন^{৩৭} ॥
 দারুণ পিকের রবে^{৩৮} না হয় শীতল ॥ (৭৯৫০)

(২) ‘বাক্সিয়া দিমু’ ক; ‘বাক্সি’ গ; (২) ‘মধু’ ক; ‘মধুর’ খ; (৩) ‘গিয়া’ গ; (৪) ‘ধরিয়া’ গ; (৫) ‘মিনতি করিয়া’ গ; (৬) ‘কৈও মুই’ ইত্যাদি গ; (৭) ‘দুর’ ক, গ, ঘ; (৮) ‘বুরিতে’ ইত্যাদি গ পুথিতে পড়িয়া গিয়াছে । (৯) ‘কৈমু’ ক; (১০) ‘উড়ে (দে) শ’ ঘ; (১১) ‘শিখিল’ ক; ‘খসিল’ ঘ; (১২) ‘কনক’, খ, ঘ; (১৩) ‘চন্দনে লেপি দল’ ক, খ; ‘কোমল-কমল’ ইত্যাদি চরণের স্থলে ‘ভূষিত শয়ন শোকে ভাবি অল্পকণ’ গ; (১৪) ‘নিরবধি পষ হেরি থাকি’ গ; (১৫) ‘উপবাস নিশ্চয়, সীন ভবানন্দে কর, কান্দ (ক) করি রাধার চরণে’ গ; (১৬) ‘হইলা নিষ্ঠুর, বাইতে মধুপূব, সঙ্গে মাও না গেলার কেনে ॥ গ; (১৭) ‘দান’ ক; ‘ডাকে’ খ, ‘রব’ গ,

আকুল হইয়া পিকে ডাকে ঘনে-ঘন ।
 সেহ^{১১}খানে না পাইল গোবিন্দ-দরশন ॥
 এহি মতে হৈল রাজা নিশি-অবসান ।
 গোবিন্দ ধোয়াইয়া^{১৪} পিকে তেজিল পরাণ ॥
 সমীর-বাহনে আত্মা^{১৭} বৈকুণ্ঠে যায় । (৭৯৫৫)
 বিনতা-নন্দন-অংশ তাহাতে মিশায়^{১৯} ॥
 রাজা বোলে—“মুনি-বর করে^{২২} নিবেদন ।
 জগিল বিষয় শুনি এহি বিবরণ ॥
 গোবিন্দ ধোয়াইয়া^{২৬} পিকে তাজিল জীবন^{২৭} ॥
 মুই বড় অধমের প্রত্যয় নহে মন^{২৮} ॥ (৭৯৬০)
 বৈকুণ্ঠে গেল কহ^{৩১} মরুতের সঙ্গে ।
 পুনি প্রবেশিল কেনে^{৩৩} গরুড়ের সঙ্গে ॥
 এ সকল শুনিলার ইচ্ছা আছে মের্দ ।
 কহ কহ^{৩৫} মুনি-বর করুণা-সাগর ॥
 মুনি বোলে “নর-পতি শুন সাবধানে । (৭৯৬৫)
 গরুড়ের অংশ কহে কৌষিক-পুরাণে ॥
 পৃথিবীতে যখন আইসে নারায়ণ ।
 গরুড়ের কহিলেন কমল-লোচন^{৩৭} ॥
 “ভার খণ্ডাইতে আশি-বাই মেদিনীত ।’
 কোন রূপে বাইবা তুমি আমার সন্তিতু^{৩৮} ॥ (৭৯৭০)
 খগ-পতি বোলে তবে প্রভুর নিকটে ।
 আন-রূপে না বাইমু^{৩৯} এমত সহটে ॥
 (১৮) ইহ’ ক; ‘এহি’ খ; ‘এঙ’ গ; (১৯) ‘ভাবিয়া’ ক, খ, গ; (২০) ‘বিমানে চড়িয়া পিকে’ গ; (২১) ‘জাঙ্গিল’ (‘যশ-জীল’ ?) নন্দ-সুতের অশ্রুত মিলার’ ক; ‘বশোদা-নন্দেয় সুতের’ ইত্যাদি ঘ; খ-পুথিতে ‘সমীর-বাহনে’ ইত্যাদি তিন-টা শ্লোক নাই । (২২) ‘গোবিন্দের উদ্দেশে’ গ; (২৩) ‘পিকে তেজিল পরাণে’ গ; ‘প্রাণ তেজিল ঐ বনে’ (গ) ক; (২৪) ব্রহ্ম-মতি অবোধের প্রত্যয় না লয় বনে’ গ; (২৫) ‘বোল’ ক; ‘সেই’ খ; (২৬) ‘কত পুণ্যে প্রবেশিল’ ক, খ, ঘ; (২৭) ‘প্রভু’ ক, খ, ‘রাজ’ (গ) ঘ; (২৮) ‘কোমল’ বচন’ ক; (২৯) ‘আর-রূপে না বাইমু’ ক, ঘ; ‘অন্ত রূপে বাইতে নারি’ গ;

যখন ত্রৈলোক্য-নাথ স্মরণ করিবা ।
 তখনে সাক্ষাত হৈমু—আরোহণ হৈবাঃ ॥”
 গোবিন্দে বোলেন “শুন পন্নগ-অশন” । (৭৯৭৫)
 চিত্তের অভীষ্ট মোর শুনহ অখন ॥
 শিশুরূপে কত দিন বন্ধিমু গোকুলে ।
 এক অংশ তোমার রহিব মোর ওলে ॥
 পিকের ষোনিতে মাত্র হইব জনম ।
 নিরবধি মনোরম শুনিমু পঞ্চম ॥ (৭৯৮০)
 মধুরাতে গিয়া আমি কংস নিপাতিলে ।
 তার পরে জরাসন্ধ রাজা যুদ্ধ দিলে ॥
 তাতে আমি তোমাকে স্মরিব সেহি দিনে ।
 অসম্মত হইয়া—যাইবা অঙ্গ-হীনে ॥
 আমাকে না দেখি সেহি পিকে দিব প্রাণ । (৭৯৮৫)
 তেজ বীৰ্য্য সকল আসিব তোমা-স্থানে ॥
 প্রভুর অলঙ্ঘ্য বাক্য—খণ্ডন নাহিক ।
 এই হেতু সেহি শোকে প্রাণ ছাড়ে পিক ॥
 অঙ্গ-হীন গরুড়ের পূর্ণ হৈল যবে ।
 সমরেতঃ অধিষ্ঠান আসি হৈল তবে ॥ (৭৯৯০)
 এতেকে কোকিল গরুড়ের অংশ ।
 কৌবিক-পুরাণ-মত কহে হরিবংশ ॥

রাজা বোলে—“মুনি-বর করুণা-সাগর ।
 অখনে মনেরঃ বিস্ময় দূর হৈল মোর ॥
 তবে রাধা কি করিলা কহ তপোধন । (৭৯৯৫)
 শুনবার আশা বড় সেহি বিবরণ ॥”
 মুনি বোলে চন্দ্র-মুখী প্রভাতে উঠিয়া ।
 মরা পিক মন্দিরের দ্বারে ত দেখিয়া ॥
 নিস্তর বিলাপ করি হইলা মুচ্ছিত ॥
 শ্রীমতী মহোদা তবে আইলা আচম্বিত ॥ (৮০০০)
 স্তম্ভাকার দেখি তাকে করিয়া যতন ।
 অনেক প্রকারে করে রাধারে চেতন ॥
 ননদী সখীর গলে ধরিয়া হৃন্দরী ।
 সক্রমে কান্দে রাধা মন-হুঃখ স্মরি ॥
 রজনীর বিবরণ কহিয়া সকল । (৮০০৫)
 কোকিলার শোকে রাধা কান্দিয়া বিকল ॥
 কেবল প্রভুর সখা এতি পঙ্কি-বর ॥
 পঙ্কী মৈল—কি কারণে প্রাণ আছে মোর ॥
 দহিয়া পাঞ্জর কৈল ভাস্কর সমান ।
 তথাচ শরীর ছাড়ি না যায় পরাণ ॥ (৮০১০)
 কান্দিয়া বিলাপ করি বোলে হৃন্দরী ।
 “শুন হের প্রাণ-সই প্রাণ-ননদিনি ॥

(১) ‘যখনে করিও(বা) তুমি আমারে স্মরণ’ গ ;
 (২) ‘তখনে সাক্ষাতে হৈয়া হইমু বাহন’ গ ; (৩) ‘বিষ্ণু
 বোলে শুন খগ-পতি মহাজন’ গ ; ‘পন্নগ-অশন’ (ক)
 স্থলে ‘পন্নগ-নিধন’ খ, ঘ ; (৪) ‘মানস’ ঘ ;
 (৫) ‘মনোরম’ ক ; গ , ‘মনোহর’ খ ; (৬) ‘শুনিমু’ ক, খ ;
 (৭) ‘কংস নিপাতিব’ গ ; (৮) ‘তার পাছে জরাসন্ধ রাজারে
 জিনিলে’ ক, খ ; ‘নিরবধি অহরের সঙ্গে যুদ্ধ হৈব’ গ ;
 (৯) ‘সেহি’ ক, ঘ ; (১০) ‘দিন’ গ ; (১১) ‘অসমর্থ’ খ ;
 ‘অসমর্থ(ত) ত’ ঘ ; ‘অসামর্থ’ (অসামর্থ) গ ; ক-পুথিতে
 ‘মোক-টী অগাঠা । (১২) ‘অঙ্গ-হীন’ গ ; (১৩) ‘মোর স্থান’
 খ ; (১৪) ‘সমাইয় অধি(ধি)ষ্ঠান’ ইত্যাদি ঘ ; ক-পুথিতে
 এই চরণ-টী অগাঠা । (১৫) ‘কৌবিকী-পুরাণ কহে নহে

হরিবংশ’ ক ; ‘কৌবিকী-পুরাণের মত’ ইত্যাদি গ ;
 ‘কৌসি(যি)ক-পুরাণে কহে আর হরিবংশ’ গ ; (১৬) ‘সে
 সকল’ ঘ ; (১৭) ‘সন্দেহ’ গ ; (১৮) ‘বাহা’ ক ;
 (১৯) ‘শিশুমুখী’ ক, খ ; ‘হৃন্দরী’ গ ; (২০) ‘ঘরের’ গ ;
 (২১) ‘পিকের হুঃখ’ ক, গ ; ঘ ; (২২) ‘এহিত ঐবন’
 ক, খ ; ‘এহি ঐসে (?) বল’ ঘ ; (২৩) ‘সেহি মৈল মোর
 প্রাণ রৈলে কি কারণ’ ক, খ ; ‘সেহি মৈল মোর প্রাণ
 রৈয়া কিবা ফল’ ঘ ; (২৪) ‘তেহু’ ক ; ‘তথাচ’
 ইত্যাদি চরণের স্থলে—‘তথাপি না যায় কহিন
 মোর প্রাণ’ গ ।

উচ্চ-বেদী মন্দিরের নিকটেত জল'।
 চন্দনে লেপিয়া পাতি^২ কমলের দল ॥
 হেন ঘরে নেও মোরে করিয়ে^৩ শয়ন। (৮০১৫)
 তালের বিচইনে^৪ দেও শীতল চন্দন' ॥
 কিবা এহি কথা কও—আইসে প্রাণেশ্বর'
 ডুবিলু বিবেক-সিন্ধু—প্রাণ পোড়ে মোর' ॥"
 এহি মতে তিন জনে করিলা ক্রন্দন।
 পক্ষীর সংস্কার হেতু চিস্তিলা তখন ॥ (৮০২০)
 স্নান করাইয়া দিল আগর-চন্দন।
 অগ্নি দিয়া পক্ষী-গোটা করিল দাহন ॥
 শ্রীমতী মহোদা গেল আপনার ঘর।
 বিরতে মজিয়া রাখা রৈল একেশ্বর ॥

[শ্রীরাধার ঘট-ঋতু-কালোচিত বিরহ]

পদ-বন্ধ।

অবিরত দহে তছু বিরহ-আনল'। (৮০২৫)
 সঘনে বরিখে রাখা নয়ানের জল' ॥
 নিশি-দিসি অবিরত^১ কান্দে স্নবদনী।
 সলিলে নিবার নহে গায়ের আশুনি'^২ ॥

(১) 'উচ্চ-ঘরে পবন ঘরের নিকটে জল' ক ;
 'উচ্চ-বেদী নিকটে মন্দির কাছে জল' খ ; 'উচ্চ বেদী
 যে মন্দিরের নিকটেত জল' গ ; (২) 'চন্দনে রোপিয়া
 তাতে' ঘ ; (৩) 'করিতে' ক , 'করিতু' গ ; (৪) 'বিচোনি'
 ক ; 'ব্যজন' গ ; 'তালের বিচনি দিয়া দেও শীতল পবন'
 ঘ ; (৫) 'তালের বিচইনে দেও শীতল পবন' খ ;
 (৬) 'আইসে প্রাণনাথ' ক ; (৭) 'প্রাণ কর তাথ' ক ;
 (৬) (৭) 'পক্ষ করি তাতে করাও আমারে শয়ন।

তবে নি ধানিক হয় শোক নিবারণ ॥ খ ;

'কি কারণে তথাতে রহিল প্রাণেশ্বর। ডুবিলু বিবেক-সিন্ধু
 প্রাণ পোড়ে মোর' ক ; (৮) 'আনলে' ক, খ, গ ; (৯) 'সঘনে
 বরিখে রাখা নয়ানের জলে' খ, গ ; 'সঘনে বরিখে জল
 নয়ন-কমলে' ক ; (১০) 'অনুস্মরণ' ক, গ ; (১১) 'অলিলে
 নিবার না যায়' ইত্যাদি ক ; 'অলিলে নিবারণ নহে'

প্রবৃত্ত^{১২} বসন্ত-ঋতু মলয়া-সমীর।
 কান্দে শশি-মুখী রাখা—ধারে বহে নীর'^{১৩} ॥ (৮০৩০)

বসন্ত রাগ'^{১৪} ॥

"হোর রে"^{১৫} পরশ-মণি রৈলা মধু-পুরে।

নামে^{১৬} সে পরাণ রাখি পথ নিরক্ষিয়া থাকি
 নিশি-দিসি মোর প্রাণ বুঝে^{১৭} ॥ ধ্রু।

সখা ঋতু-রাজ বড়^{১৮} প্রবৃত্ত হইল দড়^{১৯}
 মলয়া-সমীর^{২০} মন্দ বহে। (৮০৩৫)

নায়ক-নায়কী^{২১} যত রমণ-বিরহে তত
 তমু^{২২} বন্ধু আসিবার নহে ॥

খ ; 'তথাপি নির্দোষ নহে বিরহ আশুনি' গ ; (১২) 'প্রবৃত্ত'
 (প্রবৃত্ত) ক, খ, ঘ ; প্রবিষ (প্রবীণ ?) খ ; (১৩) 'নয়নে
 বহে নীর' ক ; 'মন নহে স্থির' খ ; (১৪) 'ছঃখী বসন্ত রাগ'
 ক, খ, ঘ ; (১৫) 'আহা রে' ক ; 'হাহা রে' খ ; 'হেব
 রে', ঘ ; (১৬) 'কামে' ঘ ; (১৭) 'সদায়ে দেখিতে দাঁদ'
 (দ) করে' ঘ ; অতঃপর ক, খ ও ঘ-পুষ্টির প্রক্ষিপ্ত পাঠ,
 যথা—

'কোকিলা শুভার (সুভার ?) সুতা

রিপু তাহার মিতা

জনক-রিপু তাহারি ভক্তক। ১

মিত-পতি-বাহন তাহার রিপু-জন

পতি তাহার অন্তক ॥ ক ; ২

'কোকিলার সুতা-সুত রিপু তাহার মিত

জনক রিপু মনহর।

ভৈরব্য (ভক্ত্য ?) ভামিত পতি তার রিপু-জন-পতি

কহে অনন্ত দড় ॥ খ ;

'পিক-ধ্বনি সুললিত ঋতু-রাজ তার মিত

যুবক যুবতী মন দহে

তাহে রতি-পতি-বাণে ষিগুণ-তাপিত মনে

বিরহিণীর প্রাণ লৈতে চাহে ॥ ঘ ;

(১৮) 'দড়' ক ; 'দড়' গ ; (১৯) 'বড়' ক, গ ; (২০) 'সমীর'
 মলয়া' ক, খ, গ ; (২১) 'নায়কী নায়ক' গ, 'নায়ক নাইক'
 ক, খ ; (২২) 'ভেহ' ক ; 'বত' (অতো?) খ ; 'তবো' (তভু) গ ;

বৃন্দাবন কুন্তমিত পিক-ধনি সুললিত
মধুকর মদে মদ্য হৈল^১ ।

ফিরিয়া বন্ধার করে মউরে পেখন ধরে (৮০৪০)
যুবতী মদনে মজি রৈল^২ ॥

বন্ধু রৈলা পরবাসে^৩ রঙ্গ নাহি মধু-মাংসে
যার পতি আছে তার সুখ ।”

ভকতি-মুক্তি-হীন কহে ভবানন্দ দীন
“অভাগী^৪ রাধার বড়^৫ দুখ ॥” (৮০৪৫)
পদ-বন্ধ^৬ ।

মুনি বোলে—“শুন রাজা সারদা-কোণর^৭ ।
অহনিশি শশি-মুখী কান্দে নিরন্তর^৮ ॥
বিরত-সাগরে মজি বুঝে^৯ নিরবধি ।
কুরঙ্গ-আঁখির জলে বৈয়া যায়^{১০} নদী ॥
শোকে আকুলাইতে^{১১} নিজা না আইসে আঁখিত^{১২} ।
(৮০৫০)

একাকিনী হৈয়া রাধা কান্দে বিরহিত^{১৩} ॥
রক্ত-মাংস নাহি গায়ে—অস্তি-চন্দ্র সার ।
স্থান-ভ্রষ্ট হৈল রাধার যত অলঙ্কার ॥
অঙ্গুরি^{১৪} কঙ্কণ-জড় ভূষণ হৈল করে ।
হস্তের কঙ্কণ গ্রীবার হৈল হারে^{১৫} ॥ (৮০৫৫)

(১) ‘হৈয়া’ ব ; (২) ‘যুবতী রৈল মদনে মজিয়া’
ঘ ; (৩) ‘পর-বাসে’ গ ; (৪) ‘গোয়ারী’ গ ;
(৫) ‘এত’ ক, খ, ঘ ; (৬) ‘পরার’ গ, (৭) ‘সারদা-তনয়’
ঘ ; (৮) ‘ক্লেশ করয়’ ঘ ; (৯) ‘কান্দে’ ঘ ; ‘বিরহে’
তাপিত হৈয়া কান্দে নিরবধি’ গ ; (১০) ‘বহিতেছে’ ক ;
(১১) ‘হাকুলাইতে’ ক ; (১২) ‘শোকে ছুখে নিজা তার’
না আইসে আঁখিত’ খ ; ‘শোকে আকুলিত নিজা নাই’
আঁখিত’ গ ; ‘শোকে আকুল নিজা না আইসে নিশিতে’
ঘ ; (১৩) ‘বিরহিতে’ ঘ ; (১৪) ‘অঙ্গুরি’ ঘ ; ‘অঙ্গুরি’
ইত্যাদি শ্লোক-টী ক ও গ-পুথিতে নাই । (১৫) ‘ভাড়া’
গ্রীবা পর হৈল গ্রীবা পর হারে’ ঘ ;

শিরীষ-কমল^{১৬} জিনি রাধা স্নেহামল ।
বিরহে গুরিতে^{১৭} হৈল অধিক অবল^{১৮} ॥
অতি-বড়^{১৯} শোকারুলী—ক্ষেমা নাতি খানি ।
চিত্রের পুতলী হৈল রাধিকা-কামিনী ॥
এতি মতে ষষ্টি দিন গোড়াইলা বসন্ত । (৮০৬০)
‘এখনে প্রচণ্ড আইল নিদাঘ দ্রুন্ত ॥
আপনার অধিকার নিদাঘে করয়ে^{২০} ॥
বিবহিণী যুবতীরে দ্বিগুণ দতয়ে^{২১} ॥
নিদাঘের যন্ত্রণা সতিতে না পারিয়া ।
কান্দয়ে সুন্দরী রাধা বিনাদ ভাবিয়া ॥ (৮০৬৫)
অহনিশি ভেদ নাহি—হইল নৈরাশ ।
হাহা প্রাণ-নাথ বোলি ছাড়য়ে^{২২} নিশ্বাস ॥
বিনাদ ভাবিয়া রাধা কান্দে অশ্রুক্ষণ ।
শান্ত করিবারে রাজা নাহি কোন জন ॥
নয়নের সলিলে প্রচণ্ড স্রোত বহে । (৮০৭০)
কান্দয়ে সুন্দরী বাধা মজিয়া বিরহে ॥

রাগ গান্ধার ।

“আহা রে পরাণ-বন্ধু বৈল মধু পুরে^{২৩} ।
নিশি-দিসি অবিরত প্রাণ^{২৪} মোব বুঝে ॥ ধ ।
দ্রুন্ত নিদাঘ হৃদয়^{২৫} অতিশয় ।
দহিয়া অবলা-তমু^{২৬} কৈল ভস্ম-চয়^{২৭} ॥ ” (৮০৭৫)

(১৬) ‘নবনী’ ক, খ ; ‘শিরীষ’ ইত্যাদি পঞ্জিকায়
স্থলে ‘শিরীষ জিনিয়া শুভ রাধা স্নেহামল’ গ ;
(১৭) ‘চিত্তিতে’ ঘ ; (১৮) ‘বিকল’ গ ; (১৯) ‘অবিরত’
খ ; (২০) ‘করয়ে’ ঘ ; ‘করহে’ গ, (২১) ‘দতয়ে’
ঘ ; (২২) ‘ছাড়িয়া’ গ ; ‘ছাড়িত্তি’ ঘ ; (২৩) ‘ভাড়া প্রহু’
প্রাণনাথ রৈলা মধু-পুরে’ গ ; ‘ভাড়া রে দারুণ বন্ধু’ ইত্যাদি
খ ; ‘আহা বন্ধু রে রৈলা মধুপুরে’ ক ; (২৪) ‘প্রাণি’ গ ;
(২৫) ‘হৃদয়’ ক, খ ; ‘দ্রুন্ত নিদাঘ-হৃদয়’ গ ; ‘দ্রুন্ত’
নিদাঘ বন্ধু দ্রুন্ত’ ঘ ; (২৬) ‘দহিয়া সকল তমু’ গ ;
(২৭) ‘ভস্ময়’ গ ;

নারী হৈয়া বিরহের জ্বালা সৈমু কত ।
 আমা পরিহরি বন্ধু মধুরাতে রত ॥
 অখনে জানিলু তমু কুলিশ-সমান ॥
 সিন্ধু-উত্তর ভঙ্গি তেজিমু পরাণ ॥
 পাঞ্জর শোষিল মোর° তমু° হৈল খীন ।” (৮০৮০)
 রাখার করুণা° কহে ভবানন্দ দীন ॥

পদ-বন্ধ ।

এহি মতে নিরন্তর° কান্দে সুবদনী ।
 শরীরে সহিব কত বিরহ-আগুনি ॥
 অহনিশি নয়নের ঝরে° মাত্র জল ।
 শোকে আকুল° রাখা হইল বিকল ॥ (৮০৮৫)
 কান্দিয়া দিবস যন্তি গোঞাইল নিদাঘ ।
 তবে ঋতু দুরন্ত° বরিষা পাইল লাগ ॥
 বরিষণ মেঘ-বায়ু বঞ্চা° সোদামিনী° ॥
 দেখিয়া ভিমির ঘোর আকুল কামিনী ॥
 অহনিশি ভেদ নাই—হৈয়া° মন-দুখী । (৮০৯০)
 সক্রুণ-ভাবে কান্দে রাখা চন্দ্রমুখী ॥

রাগ-মল্লার

“অখনে দারুণ বন্ধু মধু-পুরে রৈল° ॥
 ভাবিতে চিন্তিতে মোর তমু শেষ হৈল ॥ ৫ ॥

(১) ‘প্রাণ-নাথ বিনে তমু দহে অবিরত’ ঘ; (২) ‘কুলিশ-সন্ধান’ ক; (৩) ‘কুলি (তে) পাঞ্জর শোবে’ ঘ; (৪) ‘বল’ ক; (৫) ‘নিরবধি’ ঘ; (৬) ‘কুলি’ রে° ক; ‘স্রবে’ ঘ; ‘বহে’ গ; (৭) ‘আকুলহিতে’ ক; ঘ; ‘আকুলিত’ গ; (৮) ‘অবল’ ক, খ; (৯) ‘তবে ত বিষম ঋতু’ গ; (১০) ‘বরিষা মেঘেতে বায়ু’ ইত্যাদি ঘ; ‘বিষম মেঘ-বায়ু বরিষয়ে পানি’ গ; ‘বঞ্চা সোদামিনী’ স্থলে ‘পূর্ণ সোদামিনী’ ঘ; (১১) ‘রাখা’ গ; (১২) ‘নাথ মোরে কি হৈল—নাথ মোরে কি হৈল। এবো নি পরশ-মণি মধু-পুরে রৈল ॥ ৫ ॥’ গ;

বরিষা দুরন্ত ঋতু হইল প্রবীণ ।
 বরিষে দারুণ° মেঘ—নাহি° রাত্রি দিন ॥ (৮০৯৫)
 বিছাত-গর্জনে° মোর শোষিল পাঞ্জর ।
 রতি-পতির রস-বাণে° করিল জর্জর ॥
 মউরে পেশম ধরে—অঙ্গ মোর দ্রবে° ॥
 প্রাণ মোর স্থির নহে দাহুরের রবে ॥
 চাতকের ‘পিউ’-নাদে° হৈলু বিরহিত । (৮১০০)
 না জীমু না জীমু° দেখি বরিষার রীত ॥
 নয়ানে না দেখোঁ—নিশি-দিসি তম-মুত° ॥
 আইসে কি না আইসে বন্ধু—চাহিতে নারোঁ পথ ॥
 ঝড়-বান-বরিষণে° শুখানে° কর্দম ।
 হৈল মোর বধ-ভাগী বরিষা অধম ॥ (৮১০৫)

(১৪) ‘নবীন’ ঘ; (১৫) ‘কিবা’ গ; ‘বরিষণ করে মেঘে নাহি’ ঘ; (১৬) ‘দাহুরের রবে’ গ; (১৭) ‘রস-বাণে’ ক, খ, ‘স (শ)র-বাণে’ ঘ; ‘শরাঘাতে’ গ, ‘রস’ শব্দের এক অর্থ ‘বিষ’; বোধ হয় কবি ‘বিষ-বাণে’ শব্দের পরিবর্তে ‘রস-বাণে’ শব্দের প্রয়োগ দ্বারা ‘বিষময় বাণ’ ও ‘প্রেম-জনক বাণ’—এই উভয় অর্থই বুঝাইতে চাহিয়াছেন । ‘রস’ শব্দের এই অর্থের অজ্ঞতা হইতেই ঘ-পুথির নির্ধক ‘শর বাণে’ ও গ-পুথির অনাবশ্যক সংশোধন ‘শরাঘাতে’ পাঠের উৎপত্তি হইয়াছে । (১৮) ‘অসময় স্রবে’ গ। ক, খ, ও ঘ-পুথিতে ‘অঙ্গ মোর স্রবে’ পাঠ থাকিলেও, উহা তেমন সম্ভব বোধ হয় না; ‘অঙ্গ মোর স্রবে’ প্রকৃত পাঠ হইবে । প্রাচীন-পুথির ‘শ্র’ অক্ষর-টী নিপি-করের ক্রটিতে ‘দ’ অক্ষরে পরিণত হওয়া অসম্ভব নহে । (১৯) ‘পিউ’ ক; (২০) ‘জানিমু’ ক; এই শ্লোক-টী ঘ পুথিতে নাই । (২১) ‘যেই মত’ গ; ‘নয়ানে’ ইত্যাদি শ্লোকের স্থলে—
 ‘আইসে বা না আইসে বন্ধু দেখিতে নারোঁ পথ ।
 বন্ধুর বিরহে মুঞি হইলু মোহিত ॥’ ঘ;
 ‘আইসে বা না আইসে বন্ধু দেখিতে নারি পথ ।
 দিবস গগিতে বোর প্রাণ হৈল হত ॥’ ঘ;
 (২২) ‘বৃন্দাবনে বরিষণে’ ঘ ‘হুট বরিষণে’ হৈল ঘ;
 (২৩) ‘যেদিনী’ ক, খ, ঘ ।

নিশি-দিসি বুঝিতে পুরাণ মোর কাটে ।

সাগরের ঢেউ জিনে—দুঃখ যত উঠে ॥

যৌবন-কানন^১ মোর দহিল বিরহে ।”

হরি-পরশনে দীন ভবানন্দে কহে ॥

পদ-বন্ধ ।

বিবাদ ভাবিয়া কান্দে রাধা হুবদনী । (৮১১০)

মুকুতা-গাঁথুনি পড়ে নয়ানের পানি^২ ॥

বরিবা দিবস যষ্টি গেল এহি মতে ।

কান্দিয়া গোড়াইল রাধা^৩ শোকে আকুলাইতে^৪ ॥

তবে আসি অধিকার হইল শরত ।

কাত্যায়নীর মহোৎসব শুন ভাগবত^৫ ॥ (৮১১৫)

বিশেষে দারুণ শোকে উন্মাদিত^৬-চিত ।

শরত-ঋতুতে রাধা অতি বিরহিত ॥

বিষাদ ভাবিয়া রাধা কান্দিয়া বিকল ।

ধারা-স্রোতে বহে রাধার নয়নের জল^৭ ।

নবীন-মেঘের ধারা বরিষাতে ছিল^৮ । (৮১২০)

সেহি জল-ধারা রাধার চক্ষুতে রহিল^৯ ॥

কমল-নয়নে চণ্ডী^{১০}-স্রোত বহে নদী ।

বিলাপ করিয়া রাধা কান্দে নিরবধি ॥

রাগ-মাঙ্গলী ।

“কেমতে বন্ধিমু ঋতু শরত দ্বা^{১২}বড় ।

মধু-পুরে বৈল^{১৩} বন্ধু—নাসিবেক দড় ॥ ৫ ॥

(৮১২৫)

পুঞ্জিমু ভবানী-দেবী—তাণ্ডি^{১৪} দেউকা^{১৫} বর ।

মধু-পুরী হনে যদি বন্ধু আইসে মোর^{১৬} ॥

কনক-কমলে আর অঙ্গের রোহিণী^{১৭} ।

পুঞ্জিমু যমুনা-তীরে হেমন্ত-নন্দিনী ॥

অভিমাণে নুরি মরি^{১৮} বন্ধুর বিরহে । (৮১৩০)

শরত-ঋতুর জ্বালা^{১৯} শরীরে না^{২০} সতে ॥

যার পতি আছে ঘরে—করে কেলি কলা^{২১} ।

দারুণ বন্ধুব ভাবে হইলু অবলা^{২২} ॥

অবিবেক-সিদ্ধ বন্ধু—তারে প্রাণ বুঝে^{২৩} ।

পাইয়া সুন্দরী^{২৪} নারী রৈল মধু-পুরে ॥ (৮১৩৫)

জানিলু জানিলু দড়—না আসিব বন্ধু ।”

ভবানী-চরণে^{২৫} কহে দীন ভবানন্দ ॥

(১২) ‘দুঃখ’ গ, ঘ; (১৩) ‘মধুপুর হনে’, গ; ‘মধুপুরে গেল’

ঘ; (১৪) ‘না আসিব দড়’ ক, খ; (১৫) ‘তেহি’ ঘ;

(১৬) ‘দেউকাইন’ খ; ক-পুথিতে শব্দ-টী অপাঠ্য । (১৭)

‘মধুপুর হতে মোর বন্ধু আসিউক ঘর’ খ; (১৮) ‘চৌবটি

রূপে দেবীর পুঞ্জিমু যোগিনী’ গ; ‘হেমন্ত-নন্দিনী’ স্থলে

‘হেরষননী’ খ, ঘ; (১৯) ‘মরি যদি’ ক, খ, ঘ; (২০) ‘সে

বড়ি বিষম-জ্বালা’ খ; ক-পুথিতে শব্দ-গুলি অপাঠ্য । (২১)

‘কত’ গ; (২২) ‘রস-কলা’ ঘ; (২৩) ‘আমারে ছাড়িয়া

বন্ধু মধু-পুরে রৈলা’ গ; ‘আকিত বন্ধুর ভাবে সহজে

অবলা ঘ; (২৪) ‘অবিরত সিদ্ধরের’ (গ) জ্বালায় মন বুঝে’

গ; ‘অবিবেক-সিদ্ধর জ্বালায় প্রাণ বুঝে’ গ; ক-পুথিতে

পত্রিক-টী অপাঠ্য । (২৫) ‘স্ববতী’ খ; ঘ; (২৬) ‘রাধার

চরণে’ গ;

(১) ‘সাগরের’ চৌ যেন দুঃখ জ(অ)লিয়া উঠে’

গ; ‘সৈ(সৌ)ধামিনী পামর জিনিয়া দুঃখ উঠে’

খ; (২) ‘জীবন যৌবন’ গ; ‘যৌবন কারণে’ ঘ;

(৩) ‘মুকুতা গাঁথিছে হেন চক্ষুর পড়ে পানি’ গ; (৪)

‘নিশি’ ঘ; (৫) ‘শোকে হাকুলাইতে’ ক; ‘শোকাহুল-

চিত্তে’ খ, গ; (৬) ‘কাত্যায়নীর মহা-পূজা’ ইত্যাদি

ঘ; ‘শুনহ হস্তিনার পতি পুণ্য ভাগবত’ গ; (৭) ‘উদাসীন

গ; (৮) ‘রাধার স্রবণে (ধারার স্রবণে) ? বহে নয়ানের

জল’ গ; (৯) ‘ধারা-বারি বত ছিল’ ক; ‘বরিষতে ছিল’

খ; ‘বিত (বীত) বরিষাতে ছিল’ গ; (১০) ‘ধারা’ ইত্যাদি

স্থলে, ‘রাধার চক্ষুতে ভরি রৈল’ গ; (১১) ‘প্রচণ্ড ক, ঘ;

‘রাধার’ খ

পদ-বন্ধ।

এহি মতে ষষ্টি দিন শরত গোড়াইল।
 হাকুলাইতে সুবদনী আকুল হইলঃ ॥
 কুরঙ্গ আঁখির জলঃ —নাহি তারঃ অন্তঃ । (৮১৪০)
 তবে নিসদৃশঃ ঋতু—আইল হেমন্ত ॥
 কেবল দুর্জয় ঋতু—অমরগাঙ্গা-সীম।
 ইন্দীবর নাশ হৈল বরিষণে হিম ॥
 রাধা বিরহিণী—হেন হেমন্তে জানিয়া।
 জর্জর করিল তমু হিম-বৃষ্টি দিয়াঃ ॥ (৮১৪৫)
 সহিতে না পারে রাধা হিম-বরিষণ।
 করুণা করিয়া কান্দে—বিষাদিত মনঃ ॥

রাগ করণ ভাটিয়াল।

কান্দে শশি-মুখীঃ রাধা আকুলীঃ হইয়া।
 “হেলায়ে বধিলা হরিঃ মধু-পুরে রৈয়াঃ” ॥ ধ্রু।
 ভিল পল দণ্ড গেল—প্রহর দিন মাস। (৮১৫০)
 বৎসরেক গেল—মুই হইলু নৈরাশ ॥
 আসিব করিয়া গেল মাস সপ্তদশঃ ॥
 মধু-পুরে রৈল হৈয়া কামিনীর বশ ॥

(১) ‘গোড়াইল শরত’ খ, গ, ঘ; (২) ‘তখন হইল আসি শিশির আগত’ খ, গ, ঘ; এই পুথিগুলিতে লিপি-করের ভুলে হেমন্ত-কালোচিত বিরহ-বর্ণনার আগেই এখানে পরবর্তী ‘শিশিরের জ্বালা বড়’ ইত্যাদি শিশির-বর্ণনার পয়ার ও গীত-টা সন্নিবেশিত হইয়াছে।
 (৩) ‘জলের’ গ; ‘জলে’ ঘ; (৪) ‘আদি গ; (৫) ‘বিনাত্যাদ’ ধ্রু; (৬) ‘হিম’ ইত্যাদি স্থলে ‘মরমে’ হানিয়া ক, খ; ‘কাম-বাণে মর্ম-স্থানে দহিল হানিয়া’ খ; (৭) ‘করি নিবেদন’ গ; (৮) ‘বিরহিণী’ গ; (৯) ‘আকুল’ গ; ‘আকুলিত’ ঘ; (১০) ‘বন্ধ’ ক; ‘হেলায়ে মারিলা মোরে’ গ; (১১) ‘গিয়া’ গ; (১২) ‘পঞ্চদশ’ ক; ‘ছয় দশ’ খ;

দহিল হেমন্তে মোর জিউ পঙ্খ চাইয়াঃ ॥
 অথনে মরিমু দড় গরল ভঙ্কিয়াঃ ॥” (৮১৫৫)
 দীন-হীন ভবানন্দে সুন্দরীতেঃ কহে।
 দৈবের বিপাকে তুমি মজিলা বিরহে ॥

পদ-বন্ধ।

এহি মতে ষষ্টি দিন গোড়াইল হেমন্ত।
 আইল শিশির ঋতু অধিক দুরন্তঃ ॥
 শিশিরের জ্বালা বড়—কম্প অমুক্ষণ। (৮১৬০)
 দ্বিগুণ কম্পিত ভাতে বিহরিণী-জন ॥
 বিষম শিশির ঋতু দুর্করিণীঃ দড়ঃ ॥
 সম্ভাপী সুন্দরী রাধা আকুলিত বড়ঃ ॥
 নিরন্তর কান্দে রাধা মজিয়া বিরহে।
 দারুণ-শিশিরে তমু অমুক্ষণ দহেঃ ॥ (৮১৬৫)
 সহিতে না পারে রাধা শিশিরঃ-যন্ত্রণা।
 বিধাদ ভাবিয়া কান্দে করিয়া করুণা ॥

রাগ দুঃখী বরাড়ী।

“হোর রে কালাচান্দঃ—

কি স্থখে রহিলা মধু-পুরে।

দারুণ শিশিরে মোর শোষিলেক পাঞ্জরঃ (৮১৭০)।

গোর লাগি মোর প্রাণ ঝুরে ॥ ধ্রু।

(১৩) ‘দহিল হেমন্তে জিউ রহিল পঙ্খিয়া’ গ; ‘দহিল হেমন্তে মোর মর্ম-স্থান চাইয়া’ ঘ; (১৪) ‘বাইয়া’ ক, গ; (১৫) ‘রাখিকাত’ ক, খ, ঘ; (১৬) ‘তখন হইল আসি শিশির আগত’ ক, খ, ঘ; (১৭) ‘শিশির-রীত বিসদৃশ অভ’ গ; (১৮) ‘বড়’ খ; (১৯) ‘দড়’ খ; ‘আকুলিত বড়’ স্থলে ‘ঝুরে দিবা-রাতি’; গ; (২০) ‘দারুণ শিশিরের জ্বালা শরীরে না সহ’ ক; ‘দারুণ বিষম’ ইত্যাদি গ; (২১) ‘শীতের’ গ; (২২) ‘বাদব-চান্দ’ গ; (২৩) ‘দারুণ শিশিরে দহিল কলেবরে’ ঘ।

ত্রিভুবনের নারী-লোকু কাম-কলা-কৌতুকে
পতি সঙ্গে বঞ্চয়ে আবেশে^১
মুই নারী ভাগ্য-হীন কি মোর অশুভ দিন^২
প্রাণ-নাথ^৩ রৈলা দূর-দেশে ॥ (৮১৭৫)
বন্ধু সে নিষ্ঠুর হৈয়া মুগধ^৪-কামিনী পাইয়া
বিসরিলা^৫ আমারে অখন ।
অভিमानে মরি ঝুরি বিশিখ বহুয়ে পুরি^৬
‘তার অর্দ্ধ^৭ করিমু ভক্ষণ ॥
যত যত ব্রজ-নারী^৮ যুবা-বৃদ্ধ আদি করি (৮১৮০)
কারে বা ছাড়িছে কার পতি ।
শোকে হইলু অবল^৯ না রহে আঁখির জল
মুখে নাই সে^{১০} বিরাট-সন্ততি ॥
কি মোর করম-দোষে ঝুরিতে পাঞ্জর শোণে
আসিতে বন্ধু পড়ে বাসি বাধা^{১১} ॥’ (৮১৮৫)
কহে ভরানন্দ দীন “তমু হনে নহে ভীন
ভাবি দেখ^{১২} চন্দ্র-মুখি রাধা ॥”

পদ-বন্ধ ।

এহি মতে শশি-মুখী কান্দে নিরন্তর ।
ভাবিতে চিন্তিতে রাধার শোবিল পাঞ্জর ॥
হার ছিঁড়ে বস্ত্র চিবে—সিন্দুর মুছিয়া । (৮১৯০)
কান্দে চন্দ্র-মুখী রাধা বিষাদ ভাবিয়া^{১৩} ॥
কান্দিতে কান্দিতে রাধা মুচ্ছিত হইল ।
সেহি কালে আসি তানে আইমনে দেখিল ॥
বিস্তর খতনে সে যে করাইল চেতন^{১৪} ॥
কান্দিয়া সুন্দরী কহে কোমল বচন^{১৫} ॥ (৮১৯৫)
“না আসিল বন্ধু—গেল^{১৬} সপ্তদশ মাস ।
অখনে সে জীবনের হইলু নৈরাশ ॥
মরিমু মরিমু দড়—জীবনের^{১৭} সাধ নাই ।
সই আর নন্দী মাত্র দেখিবারে চাই ॥”
শুনিয়া আইমন-গোপে বিষাদ ভাবিয়া । (৮২০০)
শ্রীমতীর ঠাঞি^{১৮} এহি কথা কৈল গিয়া ॥
শোকে আকুলিত হৈয়া শ্রীমতী-সুন্দরী ।
মহোদারে সঙ্গে করি গেলা শীঘ্র করি ॥
তিন জনে গলাগলি কান্দিয়া বিভোর^{১৯} ॥
তবে রাধা বোলে সখী-নন্দী গোচর ॥ (৮২০৫)
“শুন হোর প্রাণ-সই প্রাণের ননদিন^{২০} ।
নিশ্চয় ছাড়িমু প্রাণ মুই অভাগিনী ॥
কত বা সহিমু আর বিরহ-আনল ।
বিষ ভক্ষি প্রাণ দিমু—জীয়া কোন ফল ॥

(১) ‘পতি লৈয়া রতি ভুঞ্জি রসে’ ক ; ‘পতি
সঙ্গে ঘনাইয়া রসে’ খ ; ‘পতি লৈয়া ঘরে আছে রসে’
গ ; (২) ‘চিন’ খ ; ‘কি মোর’ ইত্যাদি স্থলে ‘তাতে
আইল কু-দিন’ গ ; (৩) ‘নিজ-নাথ’ ক, খ, ঘ ;
(৪) ‘মগধি’ খ, ঘ ; (৫) ‘পাসরিল’ খ ; ‘বন্ধু সে’
ইত্যাদি শ্লোকের স্থলে—

‘নিবদ্যা নিষ্ঠুর হইয়া সুন্দর কামিনী পাইয়া
বিসরিলা আমারে অখন ।
অপমান কত সৈমু কার মুখ চাইয়া রৈমু
বিষ আমি করিমু ভক্ষণ ॥’ গ ;

(৬) ‘দিক বেদ দিয়া পুরি’ ঘ ; (৭) ‘আধা’ ক, খ ; (৮)
‘গোপ-নারী’ খ ; (৯) ‘নির্কল’ গ ; (১০) ‘না আইসে’ ক,
ঘ ; ‘মুখে’ ইত্যাদি চরণের স্থলে—‘শুন প্রভু দেবকি-সন্ততি’
গ ; (১১) ‘আসিতে বন্ধুর নাহি দি(ষি)ধা’ খ ; (১২) ‘বুঝ’
ক ; ‘চাহ’ খ ;

(১৩) ‘হেন কালে তাকে আসি আইমনে
দেখিয়া’ গ ; ‘কান্দিতে কান্দিতে’ ইত্যাদি শ্লোক গ-
পুথিতে নাই । (১৪) ‘করিল চেতন’ ঘ ; ‘করিল স্তবন’
গ ; (১৫) ‘না কান্দ সুন্দরী হরি আসিবা আপন’ গ ;
(১৬) ‘রাধা বোলে বৈরা গেল’ গ ; (১৭) ‘জিয়া’ ক ;
(১৮) ‘হানে’ গ, ঘ ; (১৯) ‘কান্দিয়া বিস্তর’ ক, খ ;
‘কান্দে নিরন্তর’ গ (২০) ‘প্রাণ ননদিন’ ক, খ ;
‘তন হের’ ইত্যাদি গ ;

রাগ ভাটীয়া

“অথনেও মধু-পুরে দারুণ পরশ-মণি । (৮২১০)
 কি স্থখে রহিমু ঘরে মুই অভাগিনী” ॥ ৬ ॥
 শিরীষ জিনিয়া তম্বু স্থকোমল বড়” ॥
 সেই তম্বু হৈল রাখার কুলিশ হনে দড়” ॥
 ধোবনের রূপ-খানি যেন জলের রেখা ॥
 মুই জীতে বজুর সনে না হইব দেখা ॥ (৮২১৫)
 আসি ক্রিয়া (সই) ঋতু-(কুল)-মণি” ॥
 বকুলিত-আত্রে (করে) কোকিলায় ধনি” ॥
 ফুটিল কুসুম (যত) ভ্রমর হৈল মত্ত” ॥
 বিরহের জ্বালা মুই সহিমু যে কত” ॥
 বাহিরে ভিতরে মোর দহিল অনঙ্গ” ॥ (৮২২০)
 নিষ্ঠুর বজুর তেমু” নাহি টুটে রঙ্গ” ॥

কামিনী পাইয়া বজু” মধু-পুরে রৈল ।
 মুই অভাগিনীর প্রাণ হেলায়ে সে লৈল” ॥”
 দীন ভবানন্দে বোলে—“শুন আগো মাণ্ড ।
 গোবিন্দ ভেটিতে (পুনি) যদি তুমি চাও” ॥ (৮২২৫)
 আনাইও সম্বাদ পাঠাইয়া সখী” ॥
 কি কাজে মরিবা তুমি গরল যে ভখি” ॥”

[সখী-সংবাদ]

পদ-বন্ধ ।

এহি মতে চন্দ্র-মুখী করয়ে ক্রন্দন ।
 শ্রীমতী বোলে তবে” কোমল বচন ॥
 “না কর বিলাপ সই—থাও মোর মাথা । (৮২৩০)
 তোমার হিতের লাগি কহোঁ এক কথা” ॥
 কিসের লাগিয়া প্রাণ তেজিবা স্নন্দরি ।
 আনিমু গোবিন্দ মুই—বাইয়া মধু-পুরী ॥
 কহিয়া তোমার ছঃখ—আমি গিয়া” আনি ।
 হাসিয়া কমল-মুখিঁ দিয়ার মেলানি ॥” (৮২৩৫)
 শ্রীমতীর মিষ্ট-বোলে হরণিত রাখা ।
 সমুদ্রে ডুবিতে যেন দুই-হাতে দিল বাধা” ॥

(১) ‘অথনে খ, ঘ; শব্দ-টী গ-পুথিতে নাই ।
 (২) ‘রৈলা’ গ; (৩) ‘কি স্থখে রহিলা কিছু না
 জানি বেদনি’ ক; ‘কোথাতে রহিল কিছু বেদন
 না জানি’ খ; ‘কি স্থখে রহিল ঘরে কিছুই না
 জানি’ ঘ; (৪) ‘শিরীষ জিনিয়া কুসুম হনে বড়’ গ;
 (৫) ‘সেই ত ক (কো)মল তম্বু কুলিশ হনে দড়’ গ; (৬)
 ‘জীবন রূপ-খানি’ ক; ‘জীবন যৌবন-খানি’ গ; (৭)
 ‘আসিব ক্রিয়া ঋতুর মণি’ ক ‘আইল কোকিল- আয়ে
 কোকিলার ধনি’ খ; ‘ফিরিয়া আসিব করি হইলু আকুলি’
 গ; (৮) ‘বকুলিত আগত কোকিলার ধনি’ ক; ‘ফুটিল
 কুসুম পুষ্প বিরহে না জানি’ খ; ‘করিমু মধুর রাগ-রঙ্গ রস
 কেলি’ গ; ‘বকুলিত অখ কুসুম(?)ধনি’ ঘ; ঘ-পুথিতে
 এই শ্লোক-টী ‘ফুটিল’ ইত্যাদি শ্লোকের পরে লিখিত
 হইয়াছে । (৯) ‘ফুটিল কুসুম-স্বধা গেল মোর মতে’ গ;
 ‘ফুটিল বসন্ত ভ্রমর হৈল মত্ত’ ঘ; শ্লোক-টী প-পুথিতে
 নাই । (১০) ‘বিরহের জ্বালা সৈরা রৈমু আর কত’ গ;
 (১১) ‘অঙ্গ’ গ, ঘ; (১২) ‘তেহ’ ক, খ; (১৩) ‘না টুটে
 রঙ্গ-রঙ্গ’ খ;

(১৪) ‘কঙ্ক’ ক, খ; ‘ভাল’ গ; (১৫) ‘মুই নারীর’
 ইত্যাদি ক, ঘ; (১৬) ‘গোবিন্দ ভেটিতে তুমি
 যদি বা যাও’ ক, ‘গোবিন্দ ভেটিতে তুমি তথা চলি
 যার’ খ; ‘গোবিন্দ ভজিতে নিভিষ্ঠে (নিভুতে)
 চলি যাও’ গ; ‘গোবিন্দ ভেটিতে যদি বা চাও, ঘ,
 (১৭) ‘আনাইও পাঠাই বার্তা একজন সখী’ খ;
 ‘সখীরে পাঠাইয়া দেও গোবিন্দ-চরণে’ গ; ‘আনও সম্বাদ’
 ইত্যাদি ঘ; (১৮) ‘গরল খাইয়া মরিতে চাও কেনে’ গ,
 (১৯) ‘শ্রীমতী মহোদা বোলে’ ক, খ; ঘ; (২০) ‘কহোঁ ইত্যাদি
 স্থলে ‘আমি যাই তথা’ গ; (২১) ‘দিব’ ঘ; (২২) ‘স্নন্দরী
 রাখা’ গ; (২৩) ‘সমুদ্রে ডুবাইতে যেন’ ইত্যাদি ক; ‘সমুদ্রে
 ডুবিতে যেন চাড়ে দিল দেখা (?)’ খ; ‘যেন’ ইত্যাদি স্থলে
 ‘যেন তানে দিল বাধা’ গ; ‘যেন দিয়া (লা) (হা)তে দেখা
 (বাধা ?)’ ঘ;

ওঝায়ে খসাইল ঘেন পদ্মগের^১ বিণ ।
 শুনি সুখা-সুখী রাধা তেমত^২ হরিষ ॥
 রাধা বোলে প্রাণ-সই শুন^৩ নিবেদন । (৮২৪০)
 “করিবা সাহস বড় আমার কারণ ॥
 প্রথমে এহি প্রেম তোমার^৪ সন্ধান ।
 বিরহ-সাগর^৫ হনে কর পরিত্রাণ ॥
 শকুন্তলা ছাড়ি যদি দুঃস্থ রহিল^৬ ।
 অনসূয়া প্রিয়ম্বদা শরণ করিল^৭ ॥ (৮২৪৫)
 তেন মতে আমার কার্যে হইবা গ্রহিল^৮ ।
 অবিলম্বে আন যাইয়া গোবিন্দ কুটিল^৯ ॥
 বিশেষে প্রতিজ্ঞা সই তোর ঠাঞি করি
 কালি সূর্য থাকিতে যদি না আইসে হরি^{১০} ॥
 লাগিব আমার বধ তোমার^{১১} উপর । (৮২৫০)
 চলি যাও প্রাণ-সই বিলম্ব না কর ।”
 বাধার প্রতিজ্ঞা শুনি সুন্দরী শ্রীমতী^{১২} ।
 মিষ্ট বোলে কহিলেক মহোদার প্রতি ॥^{১৩}
 আমি যাই মধু-পুরে বিবম সন্ধেতে ।
 আপনে বসিয়া থাক রাধার নিকটে ॥ (৮২৫৫)
 চিন্তা না করিও কিছু^{১৪} আপন ঘরের ।
 আইসেন গোবিন্দ যদি ভাগ্য সকলের ॥”

মহোদা বোলায়ে—“যাও ব্যাজ কর কিয় ।
 রাধার নিকটে মুই রহিলু বসিয়া ॥”
 তখনে শ্রীমতী রাধিকার গলে ধরি । (৮২৬০)
 মহোদারে সম্ভাষিয়া চলে মধু-পুরী^{১৫} ॥
 যুনি বোলে—“শুন রাজা সারদা-নন্দন ।
 শ্রীমতী দেখিল এক বৃদ্ধ ভ্রাতাণ ॥
 দণ্ডবত হৈয়া বোলে কর-ঘোড় করি^{১৬} ।
 “কত কণে পারিমু যাইতে মধু-পুরী ॥” (৮২৬৫)
 দ্বিজ বোলে—“লোকে আর মথুরা না রয়^{১৭} ।
 জরাসন্ধে পুড়িয়া করিল ভস্ম-চয়^{১৮} ।
 প্রজা-গণ লৈয়া হরি সমুদ্র-ভিতর ।
 করিছে নিশ্চয় তথা দ্বারকা-নগর ॥^{১৯}
 কল্মশী আদি বিভা করিছে^{২০} অষ্ট-জন । (৮২৭০)
 সংসারের দুষ্ট যত করিলা নিধন ॥
 আমি যাই দ্বারকাতে হরি দেখিবার^{২১} ।
 কহিলু তোমাকে মথুরার সমাচাব ॥”
 তাহা শুনি শ্রীমতী বোলায়ে হরবিতে ।
 “আমিও যাইমু দ্বিজ তোমার সহিতে ।” (৮২৭৫)
 এহি রূপে দুই জন গেলা দ্বারকাতে^{২২} ।
 অদৃষ্ট নগর তথা দেখয়ে সাক্ষাৎ^{২৩} ॥
 দ্বিধা নাতি জৌলোক যাটতে অন্তঃপুর^{২৪} ॥
 কল্মশীর পুরে গেল হরিণ প্রচুর^{২৫} ॥

(১) শরীরের গ; (২) ‘অনেক’ গ, (৩) ‘করো’ গ; (৪) ‘প্রথমেই ভূমি করি আছিল’ গ; (৫) ‘বিরহ-আনল’ ঘ; (৬) ‘গকুল ছাড়িয়া কেনে দরস্ত রহিল’ গ; (৭) ‘জিবধ হৈলী তান শোকের সনিল’ গ; (৮) ‘অনন্ত হৈয়া প্রিয়ম্বদা শরণ করিল’ ঘ; (৯) ‘তেহঁ ত আমার কার্য হইবা গ্রহিল’ ক; ‘এমত আমার কার্য হইবা প্রবীণ’ (প্রবণ গ) ঘ; ‘অবশ্য আমার কার্য করিবা বহিন’ গ; (১০) ‘গোবিন্দে লৈয়া গাঁত্র আইস এহি স্থান’ ঘ; ‘গোবিন্দ কুটিল’ স্থলে ‘গোবিন্দ কঠিন’ গ; ‘কিছু’ ক, খ, গ; (১১) ‘ভট্ট হরি’ গ; (১২) ‘তাহার গ; (১৩) ‘শ্রীমতী সুন্দরী’ গ; (১৪) ‘মহোদার সঙ্গে কহে বিনয় অতি করি’ গ; (১৫) ‘আজি’ ক, খ; ‘ভূমি’ গ;

(১৬) ‘শাস্ত্র করি’ গ; (১৭) ‘বোলে প্রণাম করিয়া’ গ; (১৮) ‘কত কণে’ ইত্যাদি স্থলে ‘কত কণে মথুরার লাগ পাইল(য়) গিয়া’ গ; (১৯) ‘দ্বিজ বোলে—কোথা আর মথুরা-নগর’ ঘ; (২০) ‘ভস্মময়’ গ; (২১) ‘কল্মশী আদি করি আছে বিবাহ করিছেন’ ঘ; ‘কল্মশী আদি করি আছে বিবাহ’ গ; (২২) ‘হরি দেখিবার’ স্থলে ‘দেখা করিবার’ ক, খ, ঘ; (২৩) ‘এহি রূপে দ্বারকাতে গেলা দুই জন’ গ; (২৪) ‘তথা’ ইত্যাদি স্থলে ‘রাজা দেখিলু তখন’ গ; (২৫) ‘শ্রীমতী লৈয়া গেল দ্বিজ প্রচুর অন্তঃপুরে’ গ; (২৬) ‘হরিষ-অন্তরে’ গ;

দেখিল রুক্মিণী দেবী অতি মনোরমা । (৮২৮০) তোমার বিরহে নারী
তাক্রিঃ হনে সুন্দরীঃ দেখিল সত্যভামা ॥ নিশি-দিশি স্মরিয়া অবলঃ ২১।
এহি মতে ভ্রমি তবেঃ শ্রীমতী দেখিল । রক্ত মাংস নাহি আর অস্থি-চন্দ্র মাত্র সাব
প্রভুর ঐশ্বর্য দেখি বিকল হইল ॥ ৮২৮৫) প্রাণ দিব ভথিয়া গরল ॥
সভা করি বসি আছে প্রভু নারায়ণ । সুবিত্তে অবল হৈয়া জামু-যুগে শির দিয়াঃ (৮৩০৫)
চতুর্দিকে হস্ত-যোড়ে যত প্রজা-গণ ॥ ৮২৮৫) ক্ষিতি নখে লেখে নিরবধি ।
অন্তরেত থাকি চাইয়া রহিল শ্রীমতী । কেহোর বোল নাহি শুনে পাঞ্জর বিক্লিষ্ট ঘুণে
সর্বভূতময় হরি জানিলা সম্প্রতি ॥ নয়নের জলেঃ বহে নদী ॥
উদ্ধবের সঙ্গে করি প্রভু নারায়ণ । করুণা-কাতরঃ বোলে কান্দে আউদল-চুলে
শ্রীমতীর নিকটে ত গেলা সেহি ক্ষণ ॥ দেখিবারে চাহে রাক্ষ-পদ । (৮৩১০)
দেখিয়া প্রভুর পদ শ্রীমতী-সুন্দরী । (৮২৯০) গোকুলে না যাও যবে সুন্দরী মরিন তব
ভক্তি-পুরস্কারে বন্দে দণ্ডবত করি ॥ হেলায়ে করিবা তুমি বধ ॥
প্রভু বোলে—“করিয়াছ সাহস অপার । অশক্য প্রতিক্ষা করি মোকে পাঠাইছে নারী
কহ প্রিয়া-রাধার কুশল-সমাচার ॥” ছায়া-কান্ত রহিতে না গেলে ।”
শ্রীমতী বোলয়ে “এহি রাধার সন্দেশঃ । দীন ভবানন্দে কহে “দৈবে রাধা জীবীরঃ”নঃ
চাহিতে তোমার পথ তহু হৈল শেষ ॥ (৮২৯৫) (৮৩১৫)
জিজ্ঞাসিলা যৎকিঞ্চিৎ কহি সমাচারঃ । জানিলু বধিবাঃ দড় হেলেঃ ২২”
সহজে সজীব লাগ না পাইবা রাধারঃ ॥”

রাগ কেদারঃ ১০।

“শুন হরি—দারুণ-কঠিন তোর হিয়া ।

কত না যতন করি পিরিতি বাড়াইলা হরি
হেন জন বিসরিলা কিয়া ॥ ৮৩০০)

তোমার বিরহে নারী অন্ন-জলঃ পরিহরি
নিশি-দিশি স্মরিয়া অবলঃ ২১।
রক্ত মাংস নাহি আর অস্থি-চন্দ্র মাত্র সাব
প্রাণ দিব ভথিয়া গরল ॥
সুবিত্তে অবল হৈয়া জামু-যুগে শির দিয়াঃ (৮৩০৫)
ক্ষিতি নখে লেখে নিরবধি ।
কেহোর বোল নাহি শুনে পাঞ্জর বিক্লিষ্ট ঘুণে
নয়নের জলেঃ বহে নদী ॥
করুণা-কাতরঃ বোলে কান্দে আউদল-চুলে
দেখিবারে চাহে রাক্ষ-পদ । (৮৩১০)
গোকুলে না যাও যবে সুন্দরী মরিন তব
হেলায়ে করিবা তুমি বধ ॥
অশক্য প্রতিক্ষা করি মোকে পাঠাইছে নারী
ছায়া-কান্ত রহিতে না গেলে ।”
দীন ভবানন্দে কহে “দৈবে রাধা জীবীরঃ”নঃ
(৮৩১৫)
জানিলু বধিবাঃ দড় হেলেঃ ২২”

পদ-বন্ধ ।

পুনরপি কর-যোড়ে কহিল শ্রীমতীঃ ১১।

“সুন্দরী রাধার দুঃখ শুন যদু-পতিঃ ২০ ॥”

(১) ‘রুক্মিণী’ আদি নারী সব দেখিলা অহুপমা’ গ ;
(২) ‘ভেনি’ ক, ‘ভেত্রি’ ষ ; তাহা’ ষ ; (৩) ‘অধিক’
গ ; (৪) ‘ঠাক্রি ঠাক্রি’ ক, গ ; (৫) ‘প্রভুর কার্য্য’
দেখি’ ইত্যাদি ষ ; ‘আশ্চর্য্য দেখিয়া নারী বিকলিত হৈল’
ক ; (৬) ‘এহি’ ইত্যাদির স্থলে ‘প্রভু শুনহ বিশেষ’ ষ ;
‘রাধার কুশল সন্দেশ’ ষ ; (৭) ‘স্মরিতে স্মরিতে পাঞ্জর’
হৈল শেষ’ গ, (৮) ‘জিজ্ঞাসিলা যত কৈ কিঞ্চিৎ সমাচার’
ষ ; ‘বিশেষ আর কি কহি সমাচার’ গ ; জিজ্ঞাসিল (লা)
যত ইতি কহিল (দু) সমাচার’ ষ ; (৯) ‘দৈবে সে শরীরে’
(সশরীরে) লাগ পাইবা রাধার’ গ ; (১০) ‘রাগ নাশুলা’
ক, ষ, ষ ;

(১১) ‘অন্ন-পানি’ গ ; (১২) ‘বিকল’ গ ; (১৩) ক, ষ
ও গ-পুথিতে ‘স্মরিতে’ ইত্যাদি শ্লোক ‘করুণা-কাতর’
ইত্যাদির পরে সন্নিবেশিত হইয়াছে ; ভাবের স্বাভাবিক
ক্রম-বিকাশ অহুপারে উহার স্থান পূর্বেই নির্দেশ ; সুতরাং
অনেক সন্দেহ স্থলের জায় এখানেও ষ-পুথির পাঠই
শুদ্ধ বটে। (১৪) ‘নয়ন-কমলে’ ক ; ‘নয়ন-সুগলে’
গ ; ‘কমল নয়নে’ ষ ; (১৫) ‘কেবল কাতর’ গ ;
(১৬) ‘জীব’ ষ ; ‘জিত’ গ ; (১৭) ‘বধিলা’ ষ ; (১৮)
‘প্রাণ দিব তোমা না দেখিলে’ গ ; (১৯) ‘পুনরপি কর-পুট’
করিয়া শ্রীমতী’ গ ; (২০) ‘সুন্দরী রাধার দুঃখ কহিল যত’
ইতি গ ;

যেই হনে আপনে^১ আসিলা মধু-পুরে ।
 অন্ন-জল পরিহরি রাত্রিদিনে^২ বুঝে ॥ (৮৩২০)
 শয়ন-ভোজন নাহি^৩ —উন্মত্ত সমান ।
 বিরহে বিকল চিত্ত^৪ —বিরহিত-জ্ঞান ॥
 অবল^৫ শরীর—মাত্র তোমা-পদে ভক্তি ।
 শুনিলে উত্তর দেয় হেন নাহি শক্তি^৬ ॥
 চরণে ধরিয়া কহি না করিও বাজ ॥ (৮৩২৫)
 যাইবা গোকুল-পুরী—এবা কোন লাজ^৭ ॥
 বহু-বংশ-মণি যদি^৮ স্মারকায় রহিছ^৯ ।
 গোয়ালের অন্ন^{১০} খাইয়া এত বড় হৈছ ॥
 কোকিলার প্রায় তুমি বিসরিলা^{১১} প্রেম ।
 অমুচিত নহে—(তুমি) হৈছ বড় ক্ষেম^{১২} ॥ (৮৩৩০)
 যখনে পিরিত্তি কৈলা—কত ছিল আশা ।
 স্নানরী রাখারে দিলা কতেক ভরসা ॥
 বিসরিলা সর-লবণী পাইয়া অমর্ত^{১৩} ।
 ত্রিভুবনে রহিব^{১৪} তোমার অপকীর্ত^{১৫} ॥
 রাখা হনে ভাল নারী পাইছ তোমার মনে^{১৬} ॥ (৮৩৩৫)
 শত-ভাগের ভাগ নহে রাখার রূপ হনে^{১৭} ॥

(১) 'যেই দিন হৈতে আপনে' ক; 'যে হনে আপনে' খ; 'যে দিন হতে প্রভু তুমি' ঘ; (২) 'রাত্রি-দিবা' ক, ঘ; 'অহঙ্কণ' গ; (৩) 'বুদ্ধি-শক্তি নাহি কিছু' গ; (৪) 'তহু' গ; (৫) 'অবলা' ক, খ, গ; (৬) 'স্নানেকার স্তত দেয়' ইত্যাদি ক; 'শুনিলে উত্তর দিতে নাহি পারে হরি (৭)' খ; 'কান্ডিতে কান্ডিতে আর কিছু নাহি শক্তি' ঘ; (৮) 'হৈব কোন লাজ' গ; 'হৈব কোন লাজ' ঘ; (৯) 'হৈয়া' ক; (১০) 'বহুবংশ-মণি তুমি আজি সেবাচিছ' গ; (১১) 'ছদ্ম' খ, ঘ; (১২) 'পাসরিলা' খ, ঘ; (১৩) 'অমুচিত গুণ হইছে বড় ক্ষেম' খ; 'অমুচিত না বোল রাখা হৈছে বড় ক্ষেম' গ; 'অমুচিত-গুণ-সুত হৈছ' ইত্যাদি ঘ; (১৪) 'অমৃত' খ; (১৫) 'কহিব ক, খ; (১৬) 'অপকৃত' খ; 'তোমার অপকীর্ত' স্থলে 'স্বাধ-অপকীর্ত' গ; (১৭) 'তোমার মতে' খ, গ; 'কত মতে' ক; (১৮) 'শতভাগের ভাগ না হৈব রাখা হৈতে' গ;

হেন জন পরিহরি ছাড়িয়া মাধুরি ।
 ফলবন্ত^{১৮} বৃক্ষ কাট—এ কোন চাতুরী^{১৯} ॥
 গোকুলে যাই^{২০} তোমা কেবা দেয় বাধা ।
 এহি দুঃখে প্রাণ দিব অভাগিনী রাখা ॥ (৮৩৪০)
 যদি বা না যাও^{২১} তুমি গোকুল-নগরে ।
 লাগিব রাখার বধ তোমার উপরে ॥
 সহিব বা আর কত শোক অভিনব^{২২} ।
 মরিব ভঙ্কিয়া দড় সমুজ-উদ্ভব ॥
 জানিলু শ্রীহরি তোর গুণ আর শীল^{২৩} ॥ (৮৩৪৫)
 মুখে মাত্র মিষ্ট বোল—অশুরে কুটিল ॥
 মুখ পদ্ম-জালাকার^{২৪}—কথা সে চন্দন ।
 হৃদয়েত কটু^{২৫} তোর—ধনুরে লক্ষ্মণ ॥
 যদ্যপি না যাও তুমি গোকুল-নগরে ।
 কি কথা কহিমু কহ^{২৬} রাখার গোচরে^{২৭} ॥ (৮৩৫০)
 ভরসায়ে রহিছে ভাল অভাগিনী^{২৮} রাখা ।
 আসিবার কালে কেনে না পড়িল বাধা ॥
 কোন লাজে যাইমু মুই গোকুল-নগর^{২৯} ।
 জিজ্ঞাসা করিল যদি কি দিমু উত্তর ॥
 ই লাজে না দেখিমু রাখা হেন সখী ॥ (৮৩৫৫)
 তোমার উপরে বধ দিমু বিদ ভাষি ॥

(১৮) 'ফল-কালে' ক; (১৯) 'কপিয়া কাটহ বৃক্ষ' ইত্যাদি গ; (২০) 'জানিলু না যাইবা' গ; 'যদি বা' ইত্যাদি চারি-টী শ্লোক খ-পুথিতে নাট। (২১) 'সহিব বা কত জালা বয় অভিনব' ক; 'সহিত মরিব আর কত অভিনব' গ; 'সহিব রাখার কত' ইত্যাদি ঘ; (২২) 'তোর নহে শীল' ক; 'নচ তোর শীল' গ; (২৩) 'মুখে পদ্মজাল তোমার' গ; 'মুখ পদ্মজলাকার' ঘ; (২৪) 'ঘোর' গ; 'হৃদয়ে কুটিল' ঘ; (২৫) 'গিয়া' খ; (২৬) 'জানাইলু বিদায় রাখার তোমার গোচরে' গ; (২৭) 'ভরসায়ে রহিয়াছে অভাগিনী' ক, খ; 'ভরসায়ে রহিছে ভাল রাখারিণী' গ; 'ভরসা আছিল ভাল অভাগিনী' ঘ; (২৮) 'কোন লাজে' ইত্যাদি শ্লোক-ঘর কেবল ক-পুথিতে আছে।

তোমার দোষ নাহি জানিলু এখন ।
 কেমন কুমতি নারী বান্ধিয়াছে মন ॥
 যত নারী রাখার দাসীর যোগ্য নয় ।
 তেহু আজ্ঞা-কারী হৈছ—এহি সে বিশ্বয় ॥” (৮৩৬০)
 কান্দিয়া শ্রীমতী কহে করুণা-বচন ।
 লজ্জিত হইয়া বোলে দৈবকী-নন্দন ॥
 “শুন শুন চন্দ্র-মুখি নিবেদন মোর ॥
 যত কিছু কৈলা তুমি নহে অনাকর ॥
 কিন্তু এক-খানি কথা শুনহ স্নন্দরি । (৮৩৬৫)
 ভাই উদ্ধবের তুমি নেও সঙ্গে করি ।
 বিনয় করিয়া তুমি কহিবা স্নন্দরীত ।
 মনে ক্ষেমা করি যেন আইসেন তুরিত ॥”
 শুনিয়া হরিষ হৈল স্নন্দরী শ্রীমতী ।
 বিদায় করিল পুন করিয়া প্রণতি ॥ (৮৩৭০)
 ইয়া রাত্রি বঞ্চিল গিয়া উদ্ধবের ঘর ॥
 খণ্ডি রাধার দুঃখ হরিষ-অন্তর ॥
 তখনে হইল রাজ্য প্রবেশ যামিনী ।
 সত্যভামার মন্দিরেত গেল চক্র-পাণি ॥
 মলিন-বদনে প্রভু বসিলা ভূমিত । (৮৩৭৫)
 তাহা দেখি সত্যভামা হইলা দুঃখিত ॥

“কি জানি প্রভুর কোপ হৈছে কি কারণ ॥”
 সত্যভামা কৈল গিয়া রুক্মিণী-সদন ॥
 রুক্মিণী সত্যভামা আদি অষ্ট বনিতা ।
 বিস্তর প্রকারে আসি জিজ্ঞাসিল কথা ॥ (৮৩৮০)
 তবে সত্যভামা দেবী চরণেত ধরি ।
 প্রণতি-পূর্ব্বকে কহে পরিহার করি ॥
 “কহ কহ অহে প্রভু শুনি বিবরণ ।
 মনস্তাপ পাও তুমি কেমন কারণ ॥”
 সত্রাজিত-সুতার বাক্য সহিতে দা পারি । (৮৩৮৫)
 কহিতে লাগিল তবে গোবর্দ্ধন-ধারী ॥
 যেমত স্নন্দরী রাখা—যেমত তার গুণ ।
 বিবাদ ভাবিয়া কহে করিয়া করুণ ॥
 শুনিয়া হাসিয়া বোলে দেবী সত্যভামা ॥
 “আনিতে যুয়ায় তোমার সহিত মনোরমা ॥
 (৮৩৯০)

আমরা সকল নারী সহজে কুচ্ছিত ।
 রাখারে আনিয়া স্থখে বঞ্চিত উচিত ॥
 কি কাজে বিবাদ ভাব—যাইতে কেবা রাখে ।
 চলি যাও রাখার কাছে যদি প্রেম থাকে ॥
 একে গোপ-নারী—আরে পরের রমণী । (৮৩৯৫)
 অবিলম্বে চলি যাও না রহিও খানি ॥
 দধি-দুগ্ধ দিয়া তোমার বাড়াইছে লোভ ।
 হেন জন ছাড়ি রৈছ—তোমার অশুভ ॥”

(১) ‘তোমার নাহিক দোষ’ গ ; (২) ‘কুমন
 কুমতি’ গ ; ‘কোন চুই মতি’ গ ; (৩) ‘বোলে শ্রীমধু
 নন্দন’ ‘রহিলেক নারায়ণ’ গ ; (৪) ‘হের’ ক, খ ;
 (৫) ‘মোর নিবেদন’ গ ; (৬) ‘যত কহিলায় তুমি
 প্রকৃত-বচন’ গ ; (৭) ‘কোথ’ ক, খ, গ ; (৮) ‘আইসয়ে’
 খ, গ ; (৯) ‘শ্রীমতি স্নন্দরী’ ক, গ ; (১০) ‘বিদায়
 করিয়া যাইতে প্রণতি কৈল নারী’ ক ; ‘বিদায় করিল
 তুমি (ত) দণ্ডবত করি’ গ ; (১১) ‘এক’ খ ; ‘সেই’ গ ;
 (১২) ‘ঘরে’ গ ; (১৩) ‘হরিষ-অন্তরে’ গ ; (১৪) ‘তবে’ গ ;
 (১৫) ‘পরম’ খ, গ ;

(১৬) ‘কি কারণে দুঃখী গোসাক্ষি হইছ আমারে ।
 সত্যভামা কহে গিয়া রুক্মিণী-গোচরে ॥’ গ ;
 (১৭) হাত ‘বোড় করি তার’ গ ; ‘বিস্তর প্রলাপে আসি’
 ঘ ; (১৮) ‘প্রণয় পূর্ব্বকে পুছে’ খ ; (১৯) ‘কমন’ ঘ ;
 ‘কিসের’ গ ; (২০) ‘শুনি(য়া) হরিষ হৈয়া বোলে সত্যভামা’
 ঘ ; (২১) ‘হেন’ ক, খ, গ (২২) ‘আর’ গ ; ‘একেত গোপের’
 নারী’ ঘ ; (২৩) ‘তারে লৈয়া ক্রীড়া কর—লাজ নাহি খানি’
 গ ; (২৪) ‘কেমন’ গ ;

হাসিয়া হাসিয়া বোলে সত্যভামা দেবী ।
 “বার্থ কাজে তোমা এত ভুক্তি করি সেবি ॥ (৮৪০০)
 মরমে বান্ধিছে দড় গোয়ালিনী গুণে ।
 আমি-সবের নিবেদন কিছু নাহি শুনে^১ ॥
 জানহ নয়নে দেখি কেমন^২ কামিনী ।
 তারে লৈয়া স্থখে বঞ্চ^৩ এহি খানে আনি ॥”
 হরি বোলে “উপালব্ধ কর কি কারণে^৪ । (৮৪০৫)
 শত-ভাগের ভাগ নাহি হৈবা রূপে গুণে ॥
 দেখিবার কার্য আত্মক—আসিত-মান এখা ।
 সাত্তে নারিবা তেজ—পাইবা বড় ব্যথা ॥
 উদ্ধবের পাঠাইছি বড় যত্ন করি^৫ ।
 মোর ভাগো আইসে যদি সেতি প্রাণেশ্বরী ॥”
 (৮৪১০)

এহি মত কহি অষ্ট বনিতা সহিত ।
 নিশ্বাস ছাড়িয়া রৈল হইয়া চিন্তিত ॥”

[উদ্ধব-কর্তৃক শ্রীরাধার দ্বারকার আনয়ন]

“শুন মুনি নিবেদন”—জন্মেজয় বোলে ।
 “কোন হেতু গোবিন্দ না আসিল গোকুলে ॥”

মুনি বোলে প্রসিদ্ধ যে^১ আছে ইহার । (৮৪১৫)
 স্ব-দেশে^২ কাহাই আর নাশিলা পুনবার ॥
 ত্রিদশের অধিকারী দ্বারকা-ঈশ্বর ।
 গোকুলে আসিলে নন্দ-যশোদা-কোঙর ॥
 খণ্ডায় মহীব ভার^৩—নাম মহীপাল ।
 বৃন্দাবনে আসিলে ধেমু^৪ বাধোয়াল ॥ (৮৪২০)
 এহি ভাবে^৫ গোকুলে^৬ নাশিলা শ্রীহরি ।
 তবে যে হইল রাজা শুন মন কবি ॥
 রজনী-প্রভাতে উদ্ধব শ্রীমতীরে লৈয়া ।
 গোকুল-নগরে চলে হবসিত চৈয়া ॥
 শ্রীমতীর বাজ দেপি বাধিকা-সুন্দরী । (৮৪২৫)
 মহোদারে সম্বোধিয়া কহে যত্ন করি ॥
 “বিরহে সর্বস্ব দহে—হইল বিকল ।
 চন্দন-উদকে^৭ তনু নহেত শীতল ॥
 জল দিয়া পঙ্ক কবি দেও এহি ক্ষণ ।
 যুড়াউক শরীর তাতে করিয়া শয়ন ॥ (৮৪৩০)
 সুন্দরী মহোদা তবে জল দিল আনি ।
 পঙ্ক করি শয়ন করিল সুন্দরী^৮ ॥
 এহি মতে রৈল পথ নিরক্ষণ করি ।
 আইলা উদ্ধব সঙ্গে শ্রীমতী-সুন্দরী ॥
 দিন-অবসানে উদ্ধব^৯ গোকুলে আসি । (৮৪৩৫)

শ্রীমতীর মন্দিরে বান্ধিলা সেহি নিশি ॥^{১০}
 প্রভাতে উঠিয়া গেলা রাধিকাব ঘর ।
 শ্রীমতী-সুন্দরী আগে গেল একেশ্বর ॥

(১) ‘মরম লাগিয়া আছে গোয়ালিনীর গুণ’ গ ; (২) ‘আমি সবের নিবেদন কিবা পুনঃপুন’ গ ;
 (৩) ‘আন ভুক্তি রূপ দেখি সেহিত’ ঘ ; (৪) ‘স্থখে গৃহে-বাস কর’ ক, খ, স্থখে ঘর বাসে বঞ্চ’ ঘ ;
 (৫) ‘হরি বোলে’ ইত্যাদি শ্লোক-দ্বয় কেবল গ-পুথিতে আছে । শ্রীকৃষ্ণ যে সত্যভামার ভীত বিক্রপের কোনও প্রত্যুত্তর দেন নাই, ইহা সম্ভবপর নহে ;
 আমাদের মতে কবি এখানে সৌভাগ্য-গর্ভিতা সত্যভামাকে মুখের মত উত্তর শুনাইয়া স্বকোশলে শ্রীরাধার অঙ্কের অসহনীয় তেজে সত্যভামার বুদ্ধি-বিনাশ রূপ পরবর্তী অকৃত-ধটনার স্বাভাবিক স্বভাব-পাত করিয়াছেন । (৬)
 ‘হরি বোলেন দূত পাঠাইছি যত্ন করি’ ক, খ, ঘ ;

(৭) ‘প্রসিদ্ধক’ ক, ‘প্রসিদ্ধ’ ঘ ; (৮) গোহুলেত কানাই না গেল পুনর্বার’ ক, খ ; ‘স্বদেশে হরি আর’ ইত্যাদি ঘ ;
 ‘স্বদেশে কাহাইবা না গেলা পুনর্বার’ গ ; (৯) ‘বণ্ডাইয় ইত্যাদি ক ; ‘পুথিবীর দৈত্য বদি’ গ ; ‘খণ্ডাইতে’ ইত্যাদি ঘ ; (১০) ভাবি’ ক, খ, ‘কাজে’ গ ; (১১) ‘শীতল চন্দনে’ গ ; (১২) ‘পঙ্ক করি শয়ন তাথে করিল কামিনী’ ক, খ, গ ; (১৩) ‘দিন-অপরাক্ত-কালে’ গ, ঘ ;

মহোদা বোলয়ে “হের উঠ গুণবতি” ।

মধু-পুরী হনে আইল স্নন্দরী শ্রীমতী” ॥ (৮৪৪০)

নয়ন মেলিয়া রাধা পরিহরি নিন্দ ।

“কহ সখি কোথা মোর প্রাণের গোবিন্দ” ॥

যাগ নাশুনা ।

“কহ কহ প্রাণ-সই” মন করোঁ স্থির ।

শুনিয়া কুশল-বার্তা যুড়াউক শরীর ॥

ভরসে রাখিলু তনু পাতিয়ান দিয়া” । (৮৪৪৫)

আনিবা বন্ধুরে তুমি কৈছ দড়াইয়া ॥

করিছ সাহস বড় মোর হিত লাগি ।

বিলম্ব করিয়া কেনে হও বধ-ভাগী ॥

জর্জর পাঞ্জর মোর—লাগিয়াছে ঘূণ ।

ই মুখে কহিমু কত—যত তোমার গুণ” ॥ (৮৪৫০)

বিরহ-নাগর হনে কর পরিভ্রাণ ।

করিমু বন্ধুর আগে তোমার বাখান ॥

মোর দিন-দোষে বন্ধু পিরিতি-ভরমে ।

বিরহ-আনলে তনু দহিল মরমে” ॥

তোমার কৃপায়ে দুঃখ খণ্ডিব অখন । (৮৪৫২)

আনিয়া দিয়ার বন্ধু—হউক দরশন ॥”

দীন-হীন ভবানন্দে কহে রাধার ঠাঞি” ॥

“গোকুলে গোবিন্দ সনে আর দেখা নাই ॥”

(১) ‘বোলয়ে রাধা উঠ শীঘ্র, করি’ গ; (২) ‘শ্রীমতী স্নন্দরী’ গ; (৩) ‘কহ প্রাণসহি (‘সই’ ক; (৪) ‘সখি’;) কোথা রহিছে গোবিন্দ’ ক, খ, ঘ; (৫) ‘সই লো’ ক; (৬) ‘প্রাণ’ ক, খ, ঘ; (৭) ‘করি’ গ, ঘ; (৮) ‘ভরসে রাখিছি তনু তোমার বাক্য স্মরি। আনিতে বন্ধুরে তুমি গীছ মধুপুরী। গ; (৯) ‘আনিবার’ ক, খ; ‘আনিবা’ ঘ; (১০) ‘জর্জরিত’ ঘ; (১১) ‘কত প্রাণ-বন্ধের গুণ’ গ; (১২) ‘কহিমু’ গ; (১৩) ‘প্রভুর’ ক; ‘প্রভু’ খ; (১৪) ‘বিরহে আকুল তনু’ ইত্যাদি গ; (১৫) ‘আনাও বন্ধুরে এখা—করাও দরশন’ ঘ; (১৬) ‘কহে তনু রাই’ ক, খ;

শরীর ।

এহ মতে কান্দে রাধা বিবাদ ভাবিয়া ।

শ্রীমতী বোলয়ে কিছু লজ্জিত হইয়া ॥ (৮৪৬০)

ক্ষেণেকে বোলয়ে “সই কি পুছ আমাত ।

আসিছে উদ্ধব তোমা নিতে দ্বারকাত ॥”

উদ্ধবে শুনিয়া তবে এহি বিবরণ ।

ভাক্ত-পুরস্কারে বন্দে রাধার চরণ ॥

প্রণতি-পূর্বক পরিহার করি বোলে । (৮৪৬৫)

“হইছে প্রভুর আজ্ঞা বাইতে মোর ওলে” ॥”

শুনিয়া পুরুষ-নারী গোকুলের লোকে ।

একত্র হইয়া সবে কান্দে মন-দুখে ॥

“গোবিন্দের মানসে” গোকুল হৈল ভিন্ন ।

আছিল স্নন্দরী রাধা এহি মাত্র চিহ্ন ॥ (৮৪৭০)

রাধা তথা গেলে হরি হইব নিষ্ঠুর ।

এত দিনে গোকুলের লক্ষ্মী গেল দূর ॥

পাপিষ্ঠ শ্রীমতী কোন কন্ম কৈল গিয়া ।”

সকল গোয়ালে কান্দে বিবাদ ভাবিয়া ॥

উদ্ধবে বোলয়ে “মাও ব্যাক কর কেনে । (৮৪৭৫)

অবিলম্বে রথে উঠ—ক্ষমা করি মনে” ॥”

অন্তরে হরিব রাধা—তনু পুলকিত ।

উত্তর দিবার শক্তি নাহি কদাচিত ॥

পুনরপি উদ্ধবে করিল নিবেদন ।”

“উত্তর না দেও মাও কেমন কারণ ॥” (৮৪৮০)

রাধা বোলেন “বেমত মুই হইলু হরিষ” ॥

তোমাতে দিবার অব্যাহতিক সদৃশ” ॥

(১৫) ‘তবে’ গ; (১৬) ‘আজ্ঞা আসিতে গোকুলে’ ক; ‘আজ্ঞা বাইতে মধু-পুরে’ গ; (১৭) ‘মনে ত’ ক; ‘গমনে’ খ; ‘মনে এবে’ গ; (১৮) ‘ক্ষমা’ ইত্যাদি স্থলে ‘প্রভু দরশনে’ গ; (১৯) ‘রাধা বোলে মুক্তি হইছে’ বেমত কুশি’ ক; ‘রাধা বোলে বেমত আমি করিছি’ ভরসা’ খ; ‘রাধা বোলে বেন মুই’ ইত্যাদি গ; (২০) ‘শক্তি’ ক; ‘রত্ন’ খ; (২১) ‘সদৃশ’ খ;

আশীর্বাদ করোঁ বাপ—শুন সাবধানে ।
 কল্যাণে রাখুক তোমা প্রভু নারায়ণে ॥”
 পুলক-উদগম-চারু হৈয়া সুবদনী । (৮৪৮৫)
 গ্রীবা হনে খসাইলা কৌন্তভ-মণি ॥
 উদ্ধবের হস্তে ত মণি দিলেন সুন্দরী ।
 পুষ্টাঞ্জলি করি লৈল মস্তক-উপরি ॥
 ভক্তিয়ে উদ্ধব কহে ষোড় করি হাত ।
 “এহি মণি যদিও মাও প্রভুর সাক্ষাত ॥ (৮৪৯০)
 আপনার গলে মাও রাখ এহি ক্ষণ ।
 অবিলম্বে বিমানেত কর আরোহণ ॥”
 তখনে সুন্দরী রাধা হরষিত হৈয়া ।
 শাস্ত্রভীর আগে কহে পদ-পুলি নিয়া ॥
 “কেমিও সকল দোষ—যত অবিনয় ।” (৮৪৯৫)
 আইমন সম্বোধিয়া এহি কথা কয় ॥
 কান্দিয়া কান্দিয়া মায়ে-পুঞ্জ কহে কথা ।
 “মান করি বেশ ধরি তবে যাও তথা ॥”
 বাধা বোলে “বেশে মোর কোন্ প্রয়োজন ।
 এহি মতে দেখি গিয়া প্রভুর চরণ ॥” (৮৫০০)
 শাস্ত্রভীর পদ বন্দি স্বামী সম্ভাষিয়া ।
 বথে আরোহিলা রাধা হরষিত হৈয়া ॥
 শ্রীমতী মহোদার ঠাঞি কহিল সুন্দরী ॥
 “আমারে দেখিও গিয়া দ্বারকা-নগরী ॥”
 নন্দী সখীর গলে ধরি সুবদনী ॥ (৮৫০৫)
 ক্রমে ক্রমে সম্ভাষিল যতক গোপিনী ॥

বিবাদ ভাবিয়া কান্দে যত গোপ সবে ॥
 তখনে বিমান-খানা চালাইল উদ্ধবে ॥
 আকাশ-গমনে রথ চালায়ে পবন ॥
 গোকুলের গোপ সবে করয়ে ক্রন্দন ॥ (৮৫১০)
 মুনি বোলে—“শুন রাজা এক-চিত্ত হৈয়া ।
 গোকুলের শ্রী যত রাধা গেল লৈয়া ॥
 চিত্রের পুতলী হৈয়া রৈল গোপ-গোপী ॥
 গোকুল ছাড়িল যদি রাধা কাম-রূপী ॥
 গোবিন্দ-গমনে গোপ আছিল দুঃখিত ॥ (৮৫১৫)
 দ্বিগুণ হইল দুঃখ রাধাব নিমিত্ত ॥
 এহি মতে অন্তঃকৃত হৈল দিবাকর ।
 উদ্ধব মিলিলা গিয়া দ্বারকা-নগর ॥
 উদ্ধবে বোলে—“মাও শুন নিবেদন ।
 বিজ্ঞমানে দেখ এহি প্রভুর ভুবন ॥” (৮৫২০)
 রাধা বোলে—“শুন বাপ আমার উত্তর ॥
 পদ-ব্রজে বাইশু আমি প্রভুর গোচর ॥”
 তাতা শুন উদ্ধবে রথ রহাইল ।
 তখনে সুন্দরী রাধা তাড়িয়া চলিল ॥
 রাধার গরীর তেজে ছলে পুৰী-খান । (৮৫২৫)
 বপু তপ্ত-কাঞ্চন যে দেখিতে সমান ॥
 আনলের উত্তা হেন দেখে সর্বদ-জনে ।
 অনিমিত্ত-নয়নে দেখয়ে ততক্ষণে ॥
 সত্যভামার মন্দিরেত প্রভু নারায়ণ ।
 আইলা সুন্দরী রাধা—জ্ঞানিলা তখন ॥ (৮৫৩০)
 নন্দ আদি গোপ কান্দে যশোবা পোহিণী ।
 আকুল হইয়া কান্দে সকল কানিনী ॥

(১) ‘পুলক-উদগমকারী’ ক ; ‘পুলকে হরিষ তমু’ গ ;
 (২) ‘খসাইয়া দিলা পদ্ম-মণি’ গ ; (৩) ‘মস্তকে ত ধরি’ ক ;
 (৪) ‘মোরে’ ক ; (৫) ‘তবে স্বামী’ ঘ ; (৬) ‘রথ
 আরোহণ কৈলা শ্রীহরি অরিয়া’ গ ; (৭) ‘শ্রীমতী মহোদা
 সম্ভাবিলেক আদরি’ গ ; (৮) ‘নন্দী’ ইত্যাদি শ্লোকের
 পূর্বে গ-পুথিতে নিম্নলিখিত শ্লোক-দ্বয় আছে, যথা—
 “রাধার গমন শুনি যত গোপ-গোপিনী ।
 দেখিতে রাধারে সব মিলিলা আপুনি ॥

(৯) ‘যত ব্রহ্ম সবে’ গ ; (১০) ‘আকাশে-মণ্ডপে রথ করিণ
 গমন’ ক, গ, ‘আকাশে বিমানে (ন) রথ’ ইত্যাদি ঘ ;
 (১১) ‘মোর নিবেদন’ গ ; (১২) ‘প্রভু দরশন’ গ ; (১৩)
 ‘রথ হনে নামি’ গ, (১৪) ‘দেহে’ গ ; (১৫) ‘বহুভী জলে
 রাধা-সুর্গ (তপ্ত-কাঞ্চন) ঘ) সমান’ গ, ঘ ; ‘দেখিতে সুন্দরী
 তপ্ত-কাঞ্চন সমান’ গ ; (১৬) ‘সকল লোকে দেখে অনিমিত্ত
 নয়নে’ ক ; ‘অনিমিত্ত-নয়নে হেরি সর্বজনে’ গ ।

গোবিন্দ বোলেন—“শুন দেবি সত্যভামা ।

আইল মোর প্রাণেশ্বরী সেহি তিলোত্তমাং ॥”

সত্যভামা বোলে “প্রভু এথা আন গিয়া ।

আমি-সবে দেখি তানে নয়ান ভরিয়। ॥”

গোবিন্দ বোলেন—“চল অনুজ্ঞি আনিং ।” (৮৫৩৫)

পরিণামে দোষ—দুঃখী হইলে কামিনীং ॥”

সত্যভামা আদি অষ্ট রমণীর সঙ্গে ।

অনুজ্ঞি আনিতে গোবিন্দ যান রঙ্গে ॥

উদ্ধবে বোলয়ে “নাও শুন নিবেদন ।

নারী-গণ সঙ্গে আইসেন শ্রীমধুসূদন ॥ (৮৫৪০)

এই অষ্ট রমণী বিবাহ করিছেন ।

তোমার সঙ্গমে তানা আপনে আইসেনং ॥”

শুনিয়া স্তন্দরী রাধা হরযিত-মনে ।

মন্দ-মন্দ-গতি যান খঞ্জন-গমনে ॥

হেন কালে যদু-পতি দেখিল রাধাবে । (৮৫৪৫)

অবল শরীর খীন—হাটিতে না পারে ॥

মৈলাং বস্ত্র পরিধান শোকে আকুলিত ।

শ্রীমতীর কথা-খানি পাইলাং প্রতীত ॥

“রক্ত-গৌর শরীরেত মলিন বসন ।

মেঘে ঢাকিয়াছে যেন চন্দ্রের কিরণং ॥ (৮৫৫০)

অস্থি-চর্ম্ম-সার রক্ত-মাংস-বিবর্জিত ।

হাটিতে যা পারে প্রিয়া বিরহে লজ্জিতং ॥

মোর শোকে প্রাণেশ্বরী পাইছে বড় দুখ ।

মলিন হইছে রাধার চন্দ্র হেন মুখ ॥”

কৃষ্ণিণী আদি নারী সবে দেখে চক্ষু ভরি। (৮৫৫৫)

ত্রিভুবন জিনি রাধা পরম স্তন্দরী ॥

শরীরের তেজ অগ্নি-উদ্ধার সমান ।

তপ্ত-কাঞ্চন হেন জ্বলে পুরী-খানং ॥

নানা ধাতুতে শোভিছে অঙ্গের অভরণ ।

কৌস্তভের দীপ্তি প্রায় জ্বলে দুই স্তনং ॥ (৮৫৬০)

ভবানীরে জিনে রূপে—হেন তিলোত্তমাং ॥

দেখিয়া মুচ্ছিত নারী-আদি সভাভামাং ॥

ভুরুর ভঙ্গিমাং করি চাহে রাধা যারে ।

অচেতন হৈয়া পড়ে ভূমির উপবেং ॥

রাধার শরীর তেজে মোহিত সকল । (৮৫৬৫)

ধাইতেং রমণী-সব হইল অবলং ॥

“ভাগ্যে সে ইহাতেং মজি আছেং ভগবান ।

আমি-সবের রূপ-গুণ কিসের বাখান ॥”

অনিমিত্ত-নয়নে হেরিতেং রূপ-খানি ।

চিত্র-লেখীং হৈয়া রৈল অষ্ট রমণীং ॥ (৮৫৭০)

এহি-মতে বাখান করিতে নারী গণে ।

নিকটে আসিল রাধা খঞ্জন-গমনেং ॥

দ্বিগুণ মোহিত তর্বে নারী-গণ হয় ।

তিলোত্তমার তেজ কেহোর শরীরে না সয় ॥

(১৩) ‘তপ্ত-কাঞ্চন যেন দেগি বিদ্যমান’ গ; (১৪) ‘মতে’

ক; ‘ধাতু’ খ; ‘ধাতু’ গ; ‘ধাতু’ (তে) ঘ;

(১৫) ‘কৌস্তভ-দীপিত-ক্রমে জ্বলে দুই স্তন’ ক;

‘কৌস্তভের প্রায় দীপ্তি করে দুই স্তন’ ঘ; (১৬) ‘মনোরমা’

গ; (১৭) ‘দেখিয়া বিহ্বাল আদি কৃষ্ণিণী-সভাভামা’

গ; (১৮) ‘অপাঙ্গ ইঙ্গিত’ গ; (১৯) ‘অচেতন মোহ

পাইয়া আপনা পাসরে’ গ; (২০) ‘দেখিয়া’ গ; ‘ধাইতে’

ঘ, শ্লোক-টা খ-পুথিতে নাই। (২১) ‘বিকল’ গ;

(২২) ‘ভালে সে ইহাতে’ ক; ‘এই সে কারণে’ গ;

(২৩) ‘মম হৈছে’ খ; ‘মজিছে’ ঘ; (২৪) ‘হেরিয়া’ গ, ঘ;

(২৫) ‘চিত্র-লেখী’ গ; ‘চিত্র-লেখি’ ঘ; (২৬) ‘হেন সভা-

ভামাদি রমণী’ ঘ; (২৭) ‘কত দূর নিকটে আইলা পঞ্জন-

গমনে’ গ;

(১) ‘গোবিন্দ’ ইত্যাদি শ্লোক-দ্বয় ঘ-পুথিতে নাই।

(২) ‘মনোরমা’ গ; (৩) ‘শুন রাধা যদি আনি’ গ;

(৪) ‘পরিণামে দুঃখী তবে হইবা কামিনী’ গ;

(৫) ‘করিছাঞি’ ক; (৬) ‘আগিছাঞি’ ক; এই

শ্লোক ও পরবর্তী শ্লোক গ-পুথিতে নাই। (৭) ‘খানি’ গ;

(৮) ‘কাল’ ক, খ, গ; (৯) ‘তুনি’ খ; ‘যত’ গ; ‘স্মরি’

ঘ; (১০) ‘জন্মিল’ ক, ঘ; (১১) ‘বদন’ গ; (১২) ‘প্রিয়া’

ইত্যাদি স্থলে ‘রাধা শোকে জর্জরিত’ গ;

পরিবার সঙ্গে হরি রেড়ে কত দূর। (৮৫৭৫)
উদ্ধবেত কহে রাধা বচন মধুর ॥
“প্রভু নিকটে বাপ চলহ অখন।
আসিছি আশ্রয়ে তান—হৌক নিবেদন” ॥
পৈয়া কৈয়া রৈল রাধা এহি কথা কৈয়া।
আকৃত বুঝিয়া হরি চলিলা ধাইয়া” ॥ (৮৫৮০)

—[~~বিশেষ~~ সহিত শ্রীরাধার দ্বারকায়া সাক্ষাৎকার]

পদ-বন্ধ।

কপিলী আদি অষ্ট নারী বৈল সেতি স্থানে।
একেশ্বর গেলা হরি রাগা-সঙ্গস্থানে ॥
বিরহে অবল রাগা—শরীরেত পঙ্ক”।
দৈবের ঘটনে যেন চন্দ্রেত কলঙ্ক ॥
“আমার বিরহে বালা” এমত দুঃখিত। (৮৫৮৫)
আমি সে নিষ্ঠুর বড় অবিনেক-চিত্ত ॥
হাটিতে নী পাবে দ্বাধা—চরণ কোমল।
ভাগ্যে সে রবিব জালে” না হইছে জল ॥
ভাগ্যে সে শীতল বাসি” হৈছে তিমিরারি।
এতেকে নিস্তার পাইছে রাধা হেন নারী” ॥” (৮৫৯০)

প্রভুর রাতুল-পদ দেখি স্তবদনী।
তপনের তাপে যেন উনায় লবনী” ॥
দ্রবীয়া শরীর রাধা প্লবিত অতি।
কুরঙ্গ-আঁখির জলে তিতে বহুমতী ॥

প্রদক্ষিণ সপ্ত-বার করি স্তবদনী। (৮৫৯৫)
কোকিলের স্বরে কহে গদগদ বাণী ॥
“অহে প্রভু প্রাণ-নাথ কহে” ১০ নিবেদন।
সপ্তদশ-মাসে আজি হৈল দরশন ॥
জীবন মরণ মোর অখনে সমান।
তোমার চরণ-রস মুই করোঁ পান” ১১ ॥ (৮৬০০)
হেন ত ভবসা মোর না আছিল মনে।
ভজয় তোমাব দুই রাতুল চবনে ॥”
প্রভুব রাতুল-পদে দিয়া ছুই-হাত।
কান্দে চন্দ্র-মুখী রাগা অশ্রু তয় গাত ॥
“বিবহ-আনলে নিশি-দিশি পুড়ি মরে” ১২ ॥ (৮৬০৫)
নমো অবিনেক সিদ্ধ নমস্কাব করোঁ” ১৩ ॥
কঠিন হৃদয় তোমাব কলিশ-আকাব।
সত্য তীন মিথ্যা-বাদী করোঁ ননস্কাব ॥
তিন-লোকের পতি জানি চরণেত যবোঁ।
নমজ কুটিলার্ণব” —নমস্কার করোঁ ॥ (৮৬১০)
পরম-প্রয়োজন-সীমা মাপ” আপনাব।
কপট নতিমা প্রভু করোঁ ননস্কাব ॥”
এহি মতে চন্দ্র-মুখী বাধা পদে মরি।
বিবিধ কাণ্ডের পোলে দণ্ডবত করি ॥
প্রণাম করিতে হেজ” বাড়িল প্রচুর ॥ (৮৬১৫)

(১০) ‘স্তব’ ক, খ, ঘ; (১১) ‘তোমার দরশনে সব মুক্তি
কৈল পান’ ক; ‘তোমাব সঙ্গে আজি মুক্তি করোম
রস-পান’ খ; ‘দেখিয়া তোমার পদ স্থিত হৈল জ্ঞান’ গ;
(১২) ‘মরি’ গ; (১৩) ‘নমস্কাব করোঁ’ স্থলে ‘পরিত্রা করি’
গ; ‘হই প্রোক্তের পূর্ণ গ-পুথিতে একটা প্রকিপ্ত গাত
আছে,—উহা পরিণিতের পাঠান্তরে উদ্ধৃত হইল।
(১৪) ‘জনমে কুটিল প্রহ’ খ; ‘কুটিল জনম গোনাগি’ গ;
‘পর প্রয়োজন সীমা মাপি’ ক, খ; (১৫) ‘পরকে কুনাটরা
কাঁচা দান আপনাব’ গ; ‘পরম প্রয়োজন সীমা
আপনাব’ ঘ; (১৬) ‘রূপ’ খ, গ, ঘ;

(১) ‘করিয়ে (‘করি’ খ) নিবেদন’ ক, খ,
‘করি সম্ভাষণ’ গ; (২) ‘বুঝিয়া (‘আপনে’ ঘ) শ্রীহরি মান
নারী-গণ লৈয়া’ ক, খ, ঘ; (৩) ‘অবলা বিরহে রাগা’ ক,
খ; ‘অবলা শরীরে রাধার লাগি আছে পঙ্ক’ গ;
(৪) ‘নারী’ ক, খ, ঘ; (৫) ‘বড় ভাগ্যে’ ঘ; (৬) ‘তাপে’
গ; (৭) ‘রশ্মি’ খ, গ, ঘ; (৮) ‘ভাগ্যে সে নিষ্ঠুর’
ক; ‘তবে সে নিস্তার’ ইত্যাদি খ; ‘তে কারণে রক্ষা
পাইছে রাধিকা স্তবদনী’ গ; ‘রাধা হেন নারী’ স্থলে ‘রাধা
বর-নারী’ ক; (৯) ‘কাঁচা লনী’ ক, খ, গ;

মলিনতা-বেশ রাধার^১ সব হৈল^২ দূর ॥
 প্রচণ্ড অঙ্গের তেজ সেই ক্ষণে হৈল ।
 সহিতে না পারে উদ্ধব—দূরে গিলা রৈল ॥
 সায়ং-কালে সেহি তেজে জ্বলে^৩ পুরী-খান ।
 দ্বারকা-নিবাসী সবে ত্রাসে^৪ কম্পমান ॥ (৮৬২০)
 নানা অনুমান করি কেহ নাহি বুঝে ।
 সর্ব-লোকের তনু দহে রাধিকার তেজে ॥
 রাধার চক্ষুর জল পড়ে ভূমি-তলে ।
 মানবে দেখয়ে যেন^৫ জ্বলে^৬ দাবানলে ॥
 ভক্তি-পুরস্কারে রাজা বোলে ইহা শুনি । (৮৬২৫)
 “অপরে কেমত হৈল কহ মহামুনি ॥
 এহিমতে ভৎসে যদি রাধা গুণবতী^৭ ।
 তবে কি উত্তর দিলা দেব যদু-পতি ॥”
 মুনি বোলে “শুন রাজা সারদা-কৌয়র ।
 ভক্তি-পুরস্কারে শুন কাব্য মনোহর^৮ ॥ (৮৬৩০)
 সুলন্দরী রাধার কোপ দেখি অতি-বড়^৯ ।
 বাস্তব হৈয়া শ্রীহরির চিন্তা হৈল দড়^{১০} ॥
 পুটাজলি করি বোলে শ্রীমধুসূদন ।
 “শুন হের প্রাণেশ্বরী^{১১} মোর নিবেদন ॥
 “আমা হনে অপরাধ হইছে বিস্তর । (৮৬৩৫)
 কৃপা-যুক্ত হৈয়া প্রিয়া মোরে ক্ষেমা কর ॥
 এহি রাজ্য সিংহাসন সকল তোমার ।
 পাটেশ্বরী হৈয়া প্রিয়া কর অধিকার ॥

পরিহার করে^{১২}। প্রিয়া—চরণেত ধরো^{১৩} ॥
 পুনরপি ভৎস যদি তোর আগে মরো^{১৪} ॥” (৮৬৪০)
 এহিমতে হস্ত-ঘোড়ে বোলেন শ্রীপতি ।
 তবে প্রত্যাশের দিলা রাধা গুণবতী ॥
 “অহে প্রভু যদু-রাজ^{১৫} কপট সাগর ।
 তোমার চরিত্র মুই জানোঁ পূর্বাপর ॥
 ক্ষেমিতে উচিত এবে—জানিছি সকল^{১৬} ॥ (৮৬৪৫)
 মুখে মাত্র মিষ্ট বোল—অস্তরে গরল ॥
 জানিলু জানিলু বন্ধু তোমার যৈই মন ।
 তবে যে এমত কহ^{১৭}—নির্লজ্জ কারণ ॥
 সৌতিনের মেলে মুই বঞ্চিত ছন্দ^{১৮} ॥
 তেজিগু পরাণ দঢ়—এই সত্য মোর^{১৯} ॥ (৮৬৫০)
 বিধির নির্বন্ধ—দ্বারকাতে মোর বধ ।
 এহি ভাল^{২০}—দেখিলু তোমার রাঙ্গা-পদ ॥”
 কান্দিয়া সুলন্দরী কহে কাতর কাহিনী ।
 কমল-অঁখির জলে তিতিল মেদিনী ॥
 কক্ৰণা করিয়া কান্দে রাধা গুণবতী ॥ (৮৬৫৫)
 প্রভুর রাভুল-পদে করিয়া প্রণতি^{২১} ॥
 অঁখি হনে ধরণীতে পড়ে জল-ধারা ।
 খসিয়া পড়য়ে যেন গগনের তারা ॥
 কান্দিতে কান্দিতে রাধা হইলা মুচ্ছিত ।
 দেখিয়া শ্রীপতি হৈলা অত্যন্ত দুঃখিত^{২২} ॥ (৮৬৬০)

[শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীরাধার লীনতা]

কি করিলে কি হইব চিন্তে নারায়ণে ।
 আকাশে চিন্তিত হৈলা যত দেব-গণে ॥

(১) ‘মলিন কুবেশ রাধার’ খ; ‘মলিনতা ব(বে)শ যত’ গ; (২) ‘গেল’ গ; (৩) ‘দহে’ গ; (৪) ‘হৈল’ গ; (৫) ‘মানবে দেখিতে যেন’ ক; ‘লোকে দেখে যেন-মত’ গ; ‘মহাদেবের তেজ যেন’ খ; (৬) ‘বহে’ খ; (৭) ‘রূপবতী’ ক; ‘রাধিকা যুবতী’ গ; খ-পুথিতে শ্লোকটি নাই। (৮) ‘কহি তার পর’ গ; (৯) ‘রাধার হৃৎখ দেখি নারায়ণ’ গ; (১০) ‘চিন্তায়ুক্ত মন’ গ; (১১) ‘চন্দ্র-যুগি’ ক, খ, ঘ;

(১২) “পুনরপি বোল যদি তোর পদে ধরোঁ। লজ্জিত হইয়া মুই পরিহার করেঁ।” গ; (১৩) ‘মুনিরাগ’ ক, খ; ‘যদুপতি’ ঘ; (১৪) ‘তোমার প্রকৃতি মুই বন্ধিগু সকল’ গ; (১৫) ‘করোঁ’ ঘ; (১৬) ‘সাহস’ ক, খ, ঘ; (১৭) ‘এহি সে মানস’ ক, খ, ঘ; (১৮) ‘এহি ভাগ্য’ ক, খ, ‘ভাল হৈল’ গ; (১৯) ‘ভকতি’ গ;

বিরিঞ্চি বোলয়ে “ইন্দ্র প্রমাদ কলিবা” ।
 বিষ্ণুরে লইয়া লক্ষ্মী বৈকুণ্ঠে আসিব ॥
 না মরিল ছুট যত — না খণ্ডিল ভার । (৮৬৬৫)
 অত্যন্ত প্রচণ্ড কোপ জন্মিছে রাধার ॥
 ক্ষেমা নাহি করে ক্রোধ — করয়ে রোদন ।
 আগিব প্রভুরে লৈয়া বৈকুণ্ঠ-ভুবন ॥
 সহস্রাক্ষে বোলে “শুন কমল-আসন ।
 পরিহার করি কহ বিষ্ণুর চরণ ॥” (৮৬৭০)
 তখনে হি পদ্ম-যোনি আসি সেহি স্থানে ।
 দণ্ডবত কৈল রাধা-কৃষ্ণের চরণে ॥
 “জয় জয় লক্ষ্মী-কান্ত জয় পদ্মাবতি ।
 জয় নমো পদ্মাসন নমহঁ শ্রী-পতি ॥
 নমহঁ কমলা-কান্ত নমো স্তব্ধগণি । (৮৬৭৫)
 জয় নমো লক্ষ্মী মাও—দণ্ডবত কবি” ॥
 বুঝিতে ছুর বড় তুমি-তুইর মস্ত ।
 স্বজন সংহার মাও তুমি-তুইর কন্ড” ॥
 কতিতে কাহার শক্তি মহিমা বুঝিয়া ।
 স্তবিত্তে কাহার শক্তি আছে” বিশেষিয়া ॥ (৮৬৮০)
 স্থূল-রূপে যে কাজে করিছ অধিষ্ঠান” ॥
 যথা-শক্তি-পূর্বদকে স্তবিলু বিজ্ঞান ॥”

(১) ‘হইব’ ক, গ; (২) ‘লক্ষ্মী মনে নারায়ণ’ গ; (৩) ‘দৈত্য’ গ; (৪) ‘অনন্ত প্রচণ্ড রূপ’ গ; (৫) ‘ক্ষেমা নাহি অতি ভাং’ গ; (৬) ‘মাগি’ গ; (৭) ‘দণ্ডবত হৈল আসি প্রভুর (‘বিষ্ণুর’ ঘ) চরণে’ ক, গ, ঘ; (৮) ‘নমো রাধা তিলোত্তমা নমোহঁ শ্রীহরি’ গ; অতঃপর গ-পুথির অভিন্নমূল্যে যথা—

‘নমোহঁ অখিল ব্রহ্ম নমো মহামায়া ।
 নমো গোবর্দ্ধন-ধারি নমো বিষ্ণু-কারা ॥
 বিষ্ণুপ্রিয়া নমোহঁ ত্রিক-অবতার ।
 নমো মাও তিলোত্তমা বিষ্ণু অংশ যার ॥’

(১০) ‘স্বজ্ঞক পালক সংহারক তুমি, ব্রহ্ম’ গ; (১১) ‘স্বজন করিতে কেবা পারে’ গ; (১২) ‘ত্রিকপে হরি কান্ত আছেন অধিষ্ঠান’ ক; ‘ত্রিকপে হরি মায়া আছে স্বজন’ ঘ; শ্লোক-টা খ-পুথিতে নাই।

পুনরপি প্রজাপতি পুট-চতুর্ভুজে ।
 দণ্ডবত হৈয়া পড়ে ধরি” পদাশ্রয়ে ॥
 “সৃষ্টি-নাশ না করিও প্রভু শক্রজিত” ॥ (৮৬৮৫)
 লক্ষ্মীরে সম্ভোজন কর তান মনোহি ॥”
 শ্রী-পতি বোলেন “আন ইচ্ছা নাহি মোর” ॥
 নিবেদন করি কহ রাধার গোচর ॥”
 তবে ব্রহ্মা অনেক স্তবিল তিলোত্তমা” ॥
 সৃষ্টি না করিও নাশ—ক্রোধ কর ক্ষেমা ॥ (৮৬৯০)
 রাধা বোলে “তবে আমি রহিবাব পারি ।
 গুপ্ত কবি রাখে যদি শঙ্ক-চক্র-ধারী ॥”
 হরি বোলে “আমার আদ্রয়ে এহি মতি ।
 আপনার স্থানে তুমি যাও প্রজা-পতি ॥”
 প্রদক্ষিণ করি ব্রহ্মা করিলা গমন ।
 রাধিকার তেজে দহে দ্বারকা-ভুবন ॥ (৮৬৯৫)
 দ্বারকা-নিবাসী সব ত্রাসে কম্পমান” ॥
 “কোথা গেলা রাম-কৃষ্ণ কর পরিত্রাণ ॥”
 প্রলয়-কালেত খেন দ্বাদশ মাও ॥
 তেন-মতে দহে তেজে আধিক প্রচণ্ড ॥
 তিলোত্তমার তেজ রাজা অতি-প্রভলিত ॥ (৮৭০০)
 মনে মনে রাধা-কান্ত তইলা চিন্তিত ॥
 “নিবেদন ব্রহ্মার—লোকের প্রতিকার ।
 শরীরে রাখিমু রাধা—এহি যুক্তি সার ॥”
 পূর্বের রাধার বর তইল স্মরণ ।
 এতেকে নিশ্চয় কৈলা ব্রহ্ম-সনাতন ॥ (৮৭০৫)
 মুনি বোলে “দড়-ভক্তি শুন নর-বীর” ॥
 লীন হৈয়া পাইল রাধা গোবিন্দ-ধারী ॥”
 রাজা বোলে—“মুনি-বর করে। নিবেদন ।
 কেন-মতে লীন হৈল কহ বিবরণ ॥”

(১২) ‘হরি’ ক, গ, ঘ; (১৩) ‘শক্তিজিত’ গ; (১৪) ‘কৃষ্ণে বোলকি এইরূপ ইচ্ছা বড় মোর’ গ; (১৫) ‘শ্লোক-টা ক, গ ও ঘ-পুথিতে নাই। (১৬) ‘দ্বারকা-নিবাসী’ ইত্যাদি শ্লোক গ-পুথিতে নাই। (১৭) ‘কৃষ্ণ-বীর’ গ;

মুনি বোলে “রাধা যদি করিলা প্রণাম । (৮৭১০)
 নয়নের জল-ধারা বহে অবিশ্রাম ॥
 মায়ায়ে মোহিত হৈয়া ত্রৈলোক্যের নাথ ।
 আচাৰ্য্যত গোবিন্দের অঙ্গ হয়ে পাত ॥
 দণ্ডবত হৈয়া রাধা বন্দিতে হরিরে ।
 নয়নের জল পড়ে রাধার শরীরে ॥ (৮৭১৫)
 সেহি ক্ষণে চণ্ড তেজ হইল শীতল ।
 সর্ব লোক সন্তোষিত—রাধিকা বিকল ॥
 তবে ব্রহ্ম-সনাতন হইয়া বিভোল ।
 গলে ধরি সুন্দরী রাধারে দিলা কোল ॥
 সপ্তদশ মাসে অঙ্গ হৈল মিশামিশি । (৮৭২০)
 মগ্ন হৈল হরি-অঙ্গে রাধিকা-রূপসী ॥
 শুন রাজা যে কথার নাটক উপমা ।
 গোবিন্দের অঙ্গে লীন হৈলা ত্রিলোক্যমা ॥
 শ্রীহরির প্রেম-রসে হৈলা এক-অঙ্গ ।
 অঙ্গীকার মহাজনের কভু নহে ভঙ্গ ॥ (৮৭২৫)
 মলিন বসন-খান হইল অন্তর ।
 আপন-মন্দিরে গেলা সুদর্শন-ধর ॥
 হরির মায়ায়ে আর কেহ না জিজ্ঞাসে ।
 রাধারে অঙ্গে রাধি বঞ্চে হরিণে ॥
 ভক্তি করি জিজ্ঞাসিলা কহিলাম রঙ্গে । (৮৭৩০)
 এহি মতে ত্রিলোক্যমা লীন কৃষ্ণ-অঙ্গে ॥

যে রোগ আছিল শুনিয়া ধর্ম্ম-অংশ ।
 দূর হৈতে সেই সব শুনাইলু হরিবংশ ॥
 সত্যত পত্নাদ ছিল মহাভাগবত ।
 সে বংশেত ভাতে বলি হৈল তেন মত ॥ (৮৭৩৫)
 ত্রেতাতে মারুত রাজা ভাগবত অতি ।
 কলি-যুগে ভাগবত তুমি নরপতি ।
 তোমা হৈতে বিস্তার হৈল নানা ধর্ম্ম-অংশ
 তোমা হৈতে নিস্তার পাইল চন্দ্র-বংশ ॥
 প্রকাশিলা পুরাণ-বিবেক সার-তত্ত্ব । (৮৭৪০)
 এতেকে তোমাতে বোলি মহাভাগবত ॥
 সুখে রাজ্য কর রাজা সারদা-নন্দন ।
 আমাকে মেলানি দেও যাই তপোবন ॥”
 কুশাসন তেজি রাজা প্রদক্ষিণ করি ।
 দণ্ডবত হৈয়া পড়ে চরণেত ধরি ॥ (৮৭৪৫)
 আরোগ্য হইতে তানে ব্যাসে দিল বর ।
 পূর্ব হতে সুন্দর হইল কলেবর ॥
 পুনরপি কৈল রাজা চরণ বন্দন ।
 অন্তর্দান হৈয়া ব্যাস গেলেন তপোবন ॥
 শ্রীভাগবত-কথা নানা ধর্ম্ম-অংশ । (৮৭৫০)
 গুহ্য-অতিগুহ্য বিবরণ হরিবংশ ॥
 মনোহর শ্লোক ভাঙ্গি রচি পদ-বন্ধে ।
 শিবানন্দ-সুত অধম ভবানন্দে ॥
 শ্রীভাগবতে শ্রীহরিবংশ সমাপ্ত ।

(১) “হরির মায়ায়ে” ইত্যাদি শ্লোক ক ও গ-পুথিতে
 নাই, উহার পরিবর্তে নিম্ন-লিখিত শ্লোক আছে, যথা—
 “রাজা বোলে মুনি মুই হইল চঞ্চল ।
 প্রতিজ্ঞার লাগি রাধা অঙ্গে পাইলা স্থল ॥”
 অতঃপর ক ও গ-পুথিতে রাজার প্রশ্নের উত্তরে ব্যাস-দেব
 কর্তৃক সবিস্তারে তুলসী বা বৃন্দা-দেবীর উপাখ্যান বর্ণিত
 হইয়াছে । ঐ উপাখ্যান যে, ভবানন্দের রচনা তাহাতে
 সন্দেহ না থাকিলেও, হরিবংশ বা ত্রিলোক্যমা-বিলম্ব
 মহাকাব্যের এখানেই উপযুক্ত উপসংহার বহিঃ ঐ এক্ষিপ্ত
 উপাখ্যান পরিশিষ্টের ২৪ সংখ্যক পাঠান্তরে উদ্ধৃত হইল ।
 যে ভাবে এই অপ্রাসঙ্গিক এক্ষিপ্ত পালাটা এখানে যোড়া
 দেওয়া হইয়াছে, উহা নিশ্চিত এক্ষিপ্তের লক্ষণাক্রান্ত ।

(২) খ-পুথিতে এই শ্লোক ও পরবর্তী তিনটি শ্লোক
 খণ্ডিত ও অপাঠ্য । (৩, ‘প্রকাশিত’ ইত্যাদি ঘ ; ‘প্রকাশিত
 পুরাণ ভণে সেই সব তব’ খ ; (৪) ‘আমাকে মেলানি দেও’
 ইত্যাদি পঙ্ক্তি ও পরবর্তী পাঁচটি পঙ্ক্তি ঘ-পুথিতে
 নাই । ‘পূর্ব মত বিবরণ শুনে নরেশ্বর’ খ । (৫) ‘অন্তর্দান
 হৈলা ব্যাস দেব তপোবন’ ঘ ; (৬) ‘সেই শ্লোক বাখান
 করিয়া পদ-বন্ধে । লোকে বহিবারে বোলে দীন ভবানন্দে ॥’
 খ ; ক-পুথির অন্তিম অংশ খণ্ডিত । গ-পুথির
 এক্ষিপ্ত তুলসী-উপাখ্যানে পরে গ্রন্থশেষে নিম্ন-লিখিত
 ভণিতা আছে, যথা—“শ্লোক ভাঙ্গিয়া রচিলেক পদ-বন্ধ ।
 শিবানন্দ-সুত অধম ভবানন্দ ॥” (৭) ‘শ্রীভাগবতে
 নানাবিধ ধর্ম্মকথা অংশ’ গ ; (৮) ‘হরিবংশ-পাটালি’ ঘ ।

পরিশিষ্ট ।

[১ সংখ্যক পাঠান্তর, — ১৭১ পঙ্ক্তির পরে]

“সত্যবতী-সুত ব্যাস নারায়ণ অংশ ।

সঙ্কেপে রচিত পুণ্য-শ্লোক হরিবংশ ॥

সেই শ্লোক বাখান করিয়া পদ-বন্ধে ।

লোকে বুঝিবারে ঘোলে দীন ভবানন্দে ॥

রাগ বরাড়ী ।*

• “বিরিঞ্চি-নন্দন মুনি-সুত তপোধন” (৫)

তার সুত মিত্রা বেজ মাতা” ।

তাহার জনক’ ঐরি তার পুজন্তেক’ বৈবি

সেহি যে যেসরথ সমোতা” ॥ ৫ ।

বরিয়য় ধারাধর রূপ বেশ মনোহর

নিছাৎ সমতা’ অভরণ । (১০)

সাজ’ বড়’ চমৎকার বরিয়ণ নাহি তার

বিকলিত শুনিয়া গর্জ্জন ॥

কার্য্য নাহি বরিয়ণে সাজ কর’ অকারণে

• ঘন ঘন গর্জ্জন নিফল ।

• কালাচিতে’ নাই বৃষ্টি মজিল ব্রহ্মার স্থষ্টি (১৫)

এতেকৈ সে যুবতি বিকল ॥

* এই গীতটা প্রাচীনতম গ-পুথিতে নাই ; ইহা ব্যতীত মূল্যের “অকালেত সাধু বৃষ্টি” ইত্যাদি ৮৬৮—৮৬৯ পঙ্ক্তি-দ্বয়ের বর্ণিত ইঙ্গিত-যুক্ত কথাটাই এই গীতে নানারূপে ফেনাইয়া হৈয়ালীর ভাষায় বলা হইয়াছে । হৈয়ালীর অর্থও হুবোধ্য বা অবোধ্য ; এতদ্ভিন্ন ইহা প্রকৃষ্ট মনে হয় ।

(১) ‘তার সুত পবন’ খ ; কাটা পাঠ—‘তার সুত বাহন’ খ (২) ‘তার সুত মিত্র ব্রহ্মসুত’ খ (৩) ‘জননী,’ খ (৪) ‘প্রজা ()’ খ (৫) ‘সেই সে মোঘর সমত’ খ । (৬) ‘সমান’ খ (৭) ‘সাজে’ খ (৮) ‘তাল’ খ (৯) ‘করে’ খ , (১০) ‘কাচলিতে’ খ ;

করিয়াছে পরিহার

বাজ যেন নড়ে ঘাব

শীঘ্র মেঘ বরিয়ণ হোক ।

সবোবরে যত ক্লেশদ’

সব হৈব’ পবিত্রেন্দ

যুবতি নাবীর প্রাণ বৌক ॥ (২০)

যদি বরিয়য় ধারা’

যতক গোপের দারা’

সবে আসি’ যমুনার কুলে ।

আসিয়া বাধার সঙ্গে

ভবানী পুজিব সঙ্গে

দেখিতে ভড়িতে যেন হুলে ॥

ভড়িতের সাজ দেখি

বাকুল তৈয়াছে সখী’ (২৫)

দৈব-যোগে হয় পবিত্রাণ ।

যমুনা সাফী হৈও

নিভূতে মেঘেত কৈও

বরিয়ণে হয় প্রাণ-দান’ ॥

মরুত গমন হৈলে

‘ওবে জলধর’ চলে

মেঘ-মধ্যে • মউরেব পেখন । (৩০)

জানিয়া সখীর কাজ

‘ওজি কুলধর্ম্ম লাজ’

সঙ্কেপে কহিল বিবরণ ॥”

শুনিয়া শ্রীমতীর কথা

কাছুর স্ফদয়ে বেখা

উত্তর না দিল শিশু’ দেখি ।

অন্তরে না জানি’ মর্ম্ম জানিয়া ছুরুর কর্ম্ম’ (৩৫)

রাধার মন্দিরে চলে সখী ॥

(১১) ‘পেদ’ খ (১২) ‘কৌক’ খ , (১৩) ‘ধরে ঘ , (১৪) ‘সতক’ ইত্যাদি স্থলে ‘সথেক দারুণ সরে’ ঘ , (১৫) ‘সবে আসি’ স্থলে ‘আসিয়া’ ঘ । (১৬) ‘বাকুল’ ইত্যাদি স্থলে ‘মেলিতে না পারি আশি’ ঘ ; (১৭) ‘পরিজ্ঞাপ’ ঘ , (১৮) ‘সে হরিষে’ খ , (১৯) ‘মেঘে ধরে’ খ , (২০) ‘জানিয়া’ ইত্যাদির স্থলে ‘দেখিয়া’ সিমির সাজ আনবাণ হয় কাজ খ । (২১) ‘সখী সব’ ঘ , (২২) ‘জানিয়া’ খ ; (২৩) ‘জানিয়া’ ইত্যাদি স্থলে ‘না জানিঞা’ ঘুর কর্ম্ম’ ঘ ;

সত্যবতী-সুত মুনি অবনী করিল ধনি

[২ সংখ্যক পাঠান্তর ;—১৩৪৮ পঙ্ক্তির পরে]

পূর্ণব্রহ্ম সনাতন-অংশ ।

কাব্য-রস ইতিহাস শুনিলে পাতক-নাশ

পুণ্যলোক নাম হরিবংশ ॥ (৪০)

সেই পুণ্য-কাহিনী মুক্তির লক্ষণ জানি

বাখান করিল পদ-বন্ধে ।

শুনিলে উপজে জ্ঞান শমনে ত পরিব্রাণ

রচিলেক দীন ভবানন্দে ॥

পদ-বন্ধ ।

জন্মেজয় নরপতি ই সকল শুনি । (৪৫)

পরিহার করি বোলে শুন মহামুনি ॥

তোমার বচন বেদের সমসর ।

বিস্তারিয়া কহ মুনি করুণা-সায়রং ॥

উত্তর না দিল যদি দেব ভগবান ।

শ্রীমতী কাহল কিবা রাধিকার স্থান ॥ (৫০)

শুনিয়া যুবতী রাধা কি দিল উত্তর :

সে সকল বিবরণ কহ মুনিবর ॥

কেমতে তইল কানু সনে দরশন ।

শুনিতে তইছে ইচ্ছা কহ তপোধন ॥

কৌতুক প্রচুর মুনি কহিতে আরম্ভিল । (৫৫)

বসন্ত কালে ত যেন মধুর কোকিল ॥

শুন জন্মেজয় রাজা পরীক্ষিত-সুত ।

তিলোত্তমার গুণ-বাক্য নির্মল • অসুত ॥

“রসে মজ্জি ললাটে চুম্বিল। যত্ন-পতি” ॥*

সিন্দুরে মণ্ডিত যেন অধরের জ্যোতি ॥” (৬৪)

বিদ্বান কুমার আর কুমারী বিদ্বতী ।

ভুঞ্জিলেক রতি-রস রোহিণীতে শশী ॥

মুখে মুখে ভেদ নাহি অঙ্গ নাহি ভীন^{১০} ।

রতি ভুঞ্জে কানু বোলে ভবানন্দ দীন ॥ —

রাগ-তথা

হরিষে সুরতি^{১১} ভুঞ্জে দেব বনমালী । (৬৫)

শচীর সহিতে যেন ইন্দ্রে করে কেলি ॥ প্র ।

কুসুম-সোরভে করে আনোদিত গন্ধ ।

ভ্রমরে বন্ধাব করে পাণ্ডা মকরন্দ ॥

মন্দ মলয়া-বায়ু কোকিল-সুনাদ ।

রতি ভুঞ্জে কানু পাণ্ডা অনঙ্গ-উন্মাদ ॥ (৭০)

পূর্ণ-রূপে কানু রতি-রস করে পান^{১২} ।

বিশ্রাম না করে ত্রাসে রাধা কম্পমান ॥

বুঝিয়া আকৃত হরি বাড়ায় আবেশ ।

ছিড়িল গলার হার বিগলিত কেশ ॥

বয়েসে সঙ্গম রাধা নাহি জানে আর^{১৩} । (৭৫)

পূর্ণ-রূপে যত্নপতি শিখাইল^{১৪} শৃঙ্গার ॥

*‘রসে মজ্জি’ ইত্যাদি শ্লোক ও পরবর্তী গীত প্রাচীনতম গ-পুথিতে না থাকায় ও ২য় গীতে নবোদার বিলাস-বর্ণনায় অধিক বাড়াবাড়ি থাকায়, প্রক্ষিপ্ত মনে হয়। (১১) ‘বনমালী’ ক, খ; (১২) ‘যেন অধর বাজুলি’ ক, খ; (১৩) ‘নখে ভেদিল অঙ্গ বাধে ভিন ভিন।’ ঘ; (১৪) ‘রতি’ ঘ; (১৫) ‘পূর্ণব্রহ্মরূপে হরি রতি করে পান। বিশ্রাম নাহি দেখি রাধা কম্পমান’ ঘ। (১৬) ‘বয়েসে’ ইত্যাদি শ্লোকের পূর্বে ক ও খ পুথির পাঠ, যথা—

“কঙ্কণ-শব্দে চাতকে নাদ করে।

মেঘ বিনে মউরা মউরি পেখন ধরে ॥”

“পদ্ম ফোটে দিনকর উদিত আকাশে।

নিশাকর দৃষ্টে যেন, কুম্ব বিকাশে ॥”

(১৭) ‘শিখিলা’ ঘ ।

(১) ‘সেই পুণ্য কাহিনী’ ইত্যাদি কলি ধ-পুথিতে নাই

(২) ‘বিনয় করিয়া’ খ (৩) ‘সাগর’ খ; (৪) ‘যবে’ খ,

(৫) ‘রাধা বিদ্যমান’ খ। (৬) ‘শুনিয়া’ ইত্যাদি শ্লোক

ঘ-পুথিতে নাই। (৭) ‘কেমতে হইল’ ইত্যাদি চরণ

ঘ-পুথিতে নাই (৮) ‘বাহা’ খ (৯) ‘গুণ বত’ খ;

(১০) ‘কহিতে’ খ;

[৩ সংখ্যক পাঠান্তর ;—১৭৮১ পঙ্ক্তির পরে]

“তোর ভাবে জাতি কুল” হারাইলু সকল ।*
শান্তী ননদী গঞ্জে নিরবধি

জীবনের নাহি কিছু ফল ॥ ৬৮ ॥

এত অপমানে কি ফল জীবনে (৮০)

সহজে হৈছি কুলটা ।

জিতে নাহি সাধ হেন পরিবাদ

লোকে দিব মোরে খোঁটা ॥

মুই অভাগিনী বিরতে তাপিনী

মরিব গরল ভাষি । (৮৫)

কুণ্ডল দিয়া যোগিনী হইয়া

যথা তথা যাইয়া থাকি ॥

নিজ পতি আইলে এ সব জানিলে

তেজিব কলঙ্ক-কাজে ।

গোকুল ছাড়িয়া যথা তথা যাইয়া (৯০)

গরল ভক্ষিব লাজে ॥

কি মোর জঞ্জাল পাপিষ্ঠ কপাল

তার ফল হৈছে লাভ ।

জানিব তখন হইব এমন*

তে’ কেনে বাড়িও’ ভাব । (৯৫)

শ্যামলী ননদী বৈরী হৈল যদি

প্রেম পরিহর বোন্দ ।

মোর মাথা খাও ঘরে চলি যাও’

বোলে দীন ভবানন্দ ॥

[৪ সংখ্যক পাঠান্তর ;—২৮৩৫ পঙ্ক্তির পরে]

“ক্ষেণেক সমাধি পরিহরি পদ্মযোনি ।† (১০০)

জন্মাইল মানস-পুত্র ছয় মহামুনি ॥

* ছ-পুষ্টিতে এই গীতটী লঘু ও দীর্ঘজিপদী মিশ্রিত
দৃষ্ট হয় । মূলের ‘বন্ধুর ভাবে’ ইত্যাদি পরায়ের গীতের প্রায়
সমার্থক বলিয়া প্রসিদ্ধ মনে হয় ।

(১) ‘জাতি কুল’ - ছ-পুষ্টিতে মাই । (২) ‘সহজে’
ঘ-পুষ্টি নাই । (৩) ‘জানিতু’ ঘ ; (৪) ‘এখন’ ঘ
(৫) ‘বাড়িই’ ঘ । † সৌক-গুলি অপ্রাসঙ্গিক বর্ণনা-পূর্ণ
বলিয়া প্রসিদ্ধ মনে হইয়াছে । (৬) ‘জন্মাইল লোমশ-পুত্র’

জ্ঞানময় মুনি সব সর্ববত্ত্ব জানি ।

জিজ্ঞাসিল ব্রহ্মাতে লোমশ মহামুনি ॥

শুন শুন পদ্মযোনি আমার বচন ।

যজ্ঞ-অংশ কাহাতে করিমু সমর্পণ ॥ (১০৫)

‘তম-শ্রুণ-ক্রেমে ব্রহ্মা আঙ্জ্যতা’ (গাথা ৩১) করিয়া ।

লোমশেব স্থানে কহে কুপিত হইয়া ॥

আমি পরে দেব আব’ দেখ কত জন ।

যজ্ঞ-অংশ কাহাতে করিব সমর্পণ ॥

এথেক আঙ্জ্যতা’ (গাথা ৩১) যদি করে পদ্মযোনি ।

(১১০)

বিস্মিত হইলা তবে ছয় মহামুনি ॥

লোমশ অঙ্গিরা ক্রতু ভৃগু সনাতন ।

সনক সহিতে এহি ছয় উপাধন ॥

বিস্মিত হইয়া তারা চিন্তিল আমারে ।

তুমি তৈয়া রূপা আমি কৈলু তা সবারে ॥” (১১৫)

[৫ সংখ্যক পাঠান্তর ;—৩২১৬ পঙ্ক্তির পরে]

“দেখিলে রাখাব মুখ ক্ষেমা নাহি আন ।

কাম-ভাবে’ পুনরপি ভুঞ্জিলা শৃঙ্গার ॥

মায়ায়ে মোহিত হইয়া রাখা রসবতী ।

প্রণাম করিয়া বোলে “শুন প্রাণ-পতি’ ॥

মোর প্রাণ-সই জান শ্রীমতী কামিনী । (১২০)

তার মোর এক প্রাণ ভিন্ন নাহি থানি ॥

নিশা-কালে আপনে যাইবা তার ঘরে ।

আসিবার কালে প্রভু’ বোলাইবা আমারে ॥

আর এক নিবেদন শুন প্রাণ-বন্ধ ।

নহোদার নিবাহের করহ প্রবন্ধ’ ॥ (১২৫)

আদি ছয় মুনি’ ঘ ; (১) ‘নিজাতন’ ঘ ; (২) ‘উজ্জ্যতা’
ঘ ; (৩) ‘অংশ’ ঘ (১০) ‘কাহাতে করিব(বা) দেব-
অংশ সমর্পণ’ ঘ ; (১১) ‘অঙ্জ্যতা’ ঘ ; (১২) ‘কামোদ্ভাবে’ ঘ ;

(১৩) ‘বহুপতি’ গ ; (১৪) ‘মাত্র’ ঘ ; (১৫) ‘কর ভ্রমবন্ধ’ গ

অকুমারী লজিয়াছ' না করিছ ভাল ।
 পরিণয় কবিলে ঘুচে' তাহার জঞ্জাল ॥"
 ক্রোধে বোলে "আমি তার চিন্তিয়াছি বর ।
 শ্রীদাম তোমার ভাই পরম সুন্দর ॥
 কালি ঘাটে আসিবা সে কালিন্দীর কূলে । (১৩০)
 অবশ্য আনিবা তুমি মহোদারে ওলে ॥
 শ্রীদামের ঠাণ্ডি তারে বিহা দিম্ব বলে ।
 কি করিতে পারে তারে গোয়াল-সকলে ॥"

[৬ সংখ্যক পাঠান্তর, —৩২৪২। পঙ্ক্তির পরে]

"হেন কালে শ্রীমতী আইল সেই খানে ।
 কহিলা সকল রাধা তান বিজ্ঞমানে ॥ (১৩৫)
 "যাইবা রসিক কাহ্নু মন্দিরে তোমার ।
 ঘরে যাও প্রাণ-সখি কৈলু সমাচার ॥"
 তবে রক্ত-সন্ধ্যা-কাল কেবল গোপলি ।
 ধেমু লৈয়া শিশু সঙ্গে আইলা বনমালী ॥
 বান্ধিয়া সে ধেমু বৎস রাম গোবিন্দাই । (১৪০)
 স্তন-পান করিতে গেলা জননীর ঠাণ্ডি ॥
 শ্রীর লবণী খাইয়া রাম নারায়ণ ।
 জননীর নিকটে গিয়া করিলা শয়ন ॥
 এখাতে দারুণ বুড়ী বোলে রাধার ঠাণ্ডি ।
 "তোমার শয়ন বধু এ ঘরে কার্য্য নাই ॥ (১৪১)

যে ঘরে থাক তুমি পুঞ্জের সহিতে ।
 তখাতে শয়ন কর কহিলু তোমাতে ॥
 শিশু-মতি মহোদা থাকিব এহি ভাল ।
 এ ঘরে থাকিলে তুমি আমার জঞ্জাল ॥"
 ইবত হাসিয়া তবে বোলিল মহোদা । (১৫০)
 "নিকুঞ্জ-মন্দিবে তুমি থাক গিয়া রাধা ॥"
 শাশুড়ীর বাক্যে রাধা সানন্দিত-মন ।
 নিকুঞ্জ-মন্দিরে গিয়া করিলা শয়ন ॥
 নিদ্রাতে চৈতন্য পাইয়া দীন-দয়াল ।
 শ্রীমতীর ঘরে গিয়া মিলিলা তৎকাল ॥ (১৫৫)
 কর লৈয়া যত্ন-সেন গিছে মধু-পুরী ।
 একাকী মন্দিরে আছে শ্রীমতী সুন্দরী ॥
 মনে ভাবি গোপী-নাথ চলিলা সহর ।
 অবিলম্বে মিলে গিয়া শ্রীমতীর ঘর ॥
 কেলি-কলা-কুতূহলে নিশি অবসান । (১৬০)
 কিস্তি থাকিতে নিশি চলে ভগবান ॥
 অঁখি মেলি সুন্দরী দেখিল তেন কালে ।
 কাহ্নুর শরীর-তেজে ঘর দৌপ্তি করে ॥
 পাইয়া অপূর্ব আশ চিন্তিল যুবতী ।
 জানিলু আসিছে এথা শ্রীমতীর পতি ॥ (১৬৫)
 হাসিয়া সুন্দরী রাধা বোলে বারম্বার ।
 "এথা কেনে আসিয়াছ কি কাব্য তোমার ॥
 নিজ-পতি নাহি ঘরে আছি একেশ্বর ।
 উচিত যাইতে তুমি শ্রীমতীর ঘর ॥
 যামিনী হইল শেষ উদিত হৈল ভানু । (১৭০)
 আপনার ঘরে যাও না রহিও কাহ্নু ॥"

(১) "অকুমারী-কালে তাকে' গ ; (২) 'পতি নিরোজিত হৈলে' গ ।

* অতঃপর 'ক'-পুথি অনুসারে উহার নিজস্ব যে পালা মূলে গৃহীত হইয়াছে, উহার সহিত ঐক্য নাই বলিয়া এখানে খ, গ ও ঘ-পুথির পাঠ গৃহীত হয় নাই । শ্রীরাধার নিজের হৃৎস্বের কাহিনী ও শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক সান্নাতির পরে এখানেই শ্রীমতীর জন্ম এই দোতা ও মহোদার বিবাহের জন্ম আশার সঙ্গত মনে হয় না । শ্রীমতীর সন্ততি শ্রীকৃষ্ণের বিলাস ক-পুথিতে উৎকৃষ্টতরভাবে বর্ণিত হইয়াছে এবং উহাই মূলে গৃহীত হইয়াছে ।

[+ উক্ত পাঠান্তর এবং তৎপরে খ গ ও ঘ-পুথিতে যে সকল গীত ও পয়ার আছে -- উহারই রূপান্তর ক-পুথিতে "বংশী হরণ" ইত্যাদি পরিচ্ছেদের পরে "শ্রীমতী সখীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিলাস" শীর্ষক পরিচ্ছেদে মূলে গৃহীত হইয়াছে ; পাঠান্তরও তৎফলেই প্রদর্শিত হইয়াছে । ৬ সংখ্যক পাঠান্তর প্রকৃষ্ট মনে করার হেতু ৬ সংখ্যক পাঠান্তরের মন্তব্যে দ্রষ্টব্য]

[৭ সংখ্যক পাঠান্তর ;—৩৪৩৭ পঙ্ক্তির পরে]

এহি মতে তিন সখী যুক্তি করি সার ।

কালিন্দীর ঘাটে গেলা জল আনিবার ।

সকল বালক সঙ্গে শ্রীমধুসূদন ।

শীতল কদম্ব-তলে করিছে শয়ন ॥ (১৭৫)

হেন কালে তিলোত্তমা গেলা ঘাটের কূলে ।

খঞ্জন-গম্যন গেলা সহি তরু-তলে ॥

কাকুর বিভোল দেখি রাধিকা সুন্দরী ।

কাড়িয়া লইলা তান হাতের মুরলি ॥

বলভদ্র আদি শিশু সহি খানে দেখি । (১৮০)

মুররি লইয়া জলে লামে চন্দ্র-মুখী ॥

হেন কালে ঘাটে আইলা রাধার বড়াই ।

আচম্বিত উঠিলেক নন্দের কাহ্নাই ॥

জানিয়া কহিলা কৃষ্ণে যত সমাচার ।

“গোবর্ধন নাভিনে নিল মুররি আমার ॥” (১৮৫)

বুঢ়ী বোলে “নিল যদি কি করিতে পাব ।

সাক্ষী না জানিলে জান আপনেই হার ॥

মোর সনে ঝাটে আইস রসব নাগর ।

মুররি পাইবে যদি যায় আসি কর ॥”

বুঢ়ীর বচনে তবে চলে যত্নপতি । (১৯০)

সখী সঙ্গে স্নান করে রাধা রসবতী ॥

হাসিয়া গোবিন্দে বোলে “শুন ল সুন্দরি ।

মোর হাতের বাঁশী তুমি করিয়া চুরি ॥”

[৮ সংখ্যক পাঠান্তর ;—৩৭২২ পঙ্ক্তির পরে]

“কেনে গেলা নীপ-তরু-মূলে—আল রাধা

কেনে গেলা নীপ-তরু-মূলে । (১৯৫)

* ৭, ৮ ও ৯ সংখ্যক পাঠান্তর মূলের গৃহীত ক-প্রথিত
বিস্তৃত ও উৎকৃষ্টতর কল্পিত লীলার সহিত ষোল খাব না
ও তেমন উপাসের নহে বলিয়া প্রসিদ্ধ অথবা অল্পপাদ্যে
রূপান্তর বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে ।

না ভাবিলা পরিণাম ভাল না করিলা কাম

কলঙ্ক রাখিলা দুই কূলে ॥ ধ্রু ।

কুলের কামিনী একে সদায় নাগবী-লোকে

রাধা-কাকু-পরিবাদ খোনে ।

তাহাতে আমার বাঁশী চুরি কৈলা মতি-নাশী (২০০)

গোটা খুইলা আপনার দোমে ॥

দারুণ রবির জালে শীতল কদম্ব-মূলে

নিন্দের আলসে বাঁশী বৃকে ।

তুমি গেলা কোন্ লাজে বাঁচিলা নিবন্ধ-কাজে

বাঁশী চুরি কব এই স্মৃথে ॥ (২০৫)

তুমি নি এমত জান যখন বাঁশীটা গান

নিন্দের আলস নহে যবে ।

কাড়িয়া বিনদ গোঁপা লাস-বেশ সোনা-রূপা

সকল কাড়িয়া লই তবে ॥

গোপাতে মে চুরি কৈলা এখনে বেকত হৈলা (২১০)

দিয়ার দিয়ার মোব বাঁশী ।

ভকতি-মতি-হীন কহে ভগানন্দ দৌন

রাধা বোলে হুমধুব হাসি ॥

[৯ সংখ্যক পাঠান্তর ;—৩৮১৪ পঙ্ক্তির পরে]

হের না ল বিনদিন

এখনে না দেহ কেনে বাঁশী । (২১৫)

অধিক চাহিমু কিবা সোনার মুররি দিবা

রঙ্গে মে হইলা মোব দাসী ॥ ধ্রু ।

তোমার বড়াই শুনে তোব প্রেম-সইয়ে জানে

সাক্ষী তোম ননদী মহোদা ।

তখনে করিলা কাম না ভাবিলা পরিণাম (২২০)

মুরলী না দেহ কেনে রাধা ॥

নিন্দের আনিলা বাঁশী মিনতি করিলু আসি

মাগিলু দশনে ধরি কুটা ।

না মান না শুন বাধা পরীক্ষা লইল। রাধা
 ব্রজ-কূলে রৈল তোর খোঁটা ॥ (২২৫)
 শুভানে গায়ের বলে ডুব দিতে নাম জলে
 আগে তুমি উঠিলা ভাসিয়া ।
 ভকতি-মতি-হীন কহে ভবানন্দ দীন
 শুনি রাধা বিকল হাসিয়া ॥

[১০ সংখ্যক পাঠান্তর ;—৩৮৬৬ পঙ্ক্তির পরে]

“ঐদামের মুখ দেখি রাধিকা সুন্দরী ॥ (২৩০)
 লজ্জিত হইয়া রহে হেট মাথা করি ॥
 কাহু বোলে “শুন ভাই বচন আমার
 তোর বিবাহের আমি চিন্তিছি প্রকার ॥
 তোমার ভগিনী বিহা করিছে আইমনে ।
 তাহার ভগিনী বিহা করহ আপনে ॥ (২৩৫)
 আমার বচন শুন না করিও বাজ ।
 অবিলম্বে বিহা কর না ভাবিহ লাজ ॥”
 ঐদামে বোলয়ে শুনি কাহুর বচন ।
 “এমন সময়ে বিহা করিমু কেমন ॥
 মধু-পুরে গিছে বাপ লৈয়া রাজ-কর । (২৪০)
 তাগ্রি গৃহে আসিলে সে পরিণয় মোর ॥”
 রাধা বোলে “কেনে ভাই লজ্জ অঙ্গীকার ।
 গোবিন্দে দিবেন বিহা—কি দোষ তোমার ॥
 দারুণ শাস্ত্রী মোরে যত মন্দ কয় ।
 তুমি বিহা করিলে সে সব দূর হয় ॥” (২৪৫)
 হাসিয়া বড়াই বোলে “শুনহ ঐদাম ।
 কাপুরুষ হৈলা নাতি—বুঝি অমুমান ॥

নির্মল কূলেত নাতি রাখিলা কলক ।
 নপুংসক হৈলা যদি হাতে দেও শঙ্খ ॥”
 ঐদাম হইলা মৌন এ সব শুনিয়া । (২৫০)
 উঠিলা গোবিন্দ তান আকৃত বুঝিয়া ॥
 স্নান করাইল সেহি যমুনার জলে ।
 আপনার মালা দিলা ঐদামের গলে ॥
 মহোদারে স্নান তবে করাইলা ঐমতী ।
 কৃষ্ণের মায়ায়ে ধন্দ মহোদা-যুবতী ॥ (২৫৫)
 তবে সর্ব-জন হৈল আনন্দিত মন ।
 মহোদা বন্দিল তবে ঐদাম-চরণ ॥
 ঐদামের গলার মালা দিল মহোদারে ।
 সহজে সুন্দরী বামা ভাল শোভা করে ॥
 হাসিয়া বড়াই তবে সেইক্ষেণে বোলে । (২৬০)
 লুকাইয়া হৈল বিহা কালিন্দীর তীরে ॥
 তাহা শুনি যদু-পতি লাগে বোলিবার ।
 বিবাহের ক্রম আছে অষ্ট প্রকার ॥
 গান্ধর্ব্ব বিবাহ কহি ইহার যে নাম ।
 শাস্ত্র-বাবস্থিত-মতে করিল ঐদাম ॥ (২৬৫)
 মহোদারে ঘরে লৈয়া চাল বাও তুমি ।
 ঐদামেরে লৈয়া গোষ্ঠে চলি যাই আমি ॥
 এই বলি এখা হনে করিলা গমন ॥

[১১ সংখ্যক পাঠান্তর ;—৩৯১৪ পঙ্ক্তির পরে]

“ঐদামেরে হাসিয়া বোলিলা যদু-মণি ॥
 “আমার বাঁশী চুরি কৈল তোমার ভগিনী ॥” (২৭০)

* ১০ সংখ্যক পাঠান্তরের পরিবর্তে মূলে ক-পুথির যে পাঠ গ্রহীত হইয়াছে, উহার বর্ণনা অধিকতর স্বাভাবিক, সুন্দর ও হবানন্দের রচনার লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া ঙ, গ, ঘ ইত্যাদি পুথির পাঠ প্রাক্ষিপ্ত বা অনুপাদ্যের রূপান্তর গণ্য করা হইবে ।

† ১১ সংখ্যক পাঠান্তরে ক-পুথির যে পয়ার ও গীত আছে, উহা অপ্রাসঙ্গিক ও মূলের লিখিত সঙ্গতি-বিহীন । গীতগুলির অনেক স্থলেই “পরবর্তী বৈষ্ণব-কবিরিগের পদাবলীর অনুকরণ স্পষ্ট দেখা যায় । এগুলি নিশ্চিতই পরবর্তী কোনও কবি কর্তৃক প্রাক্ষিপ্ত করা হইয়াছে ।

লাজে গুণবতী রাধা বাঁশী আনি দিলা ।
 দেখিয়া নাগর কান্দু হাসিতে লাগিলা ॥
 মুহুরি পাইয়া কান্দু গাহে সুললিত ।
 ধরিয়া রাধার নাম সঙ্কেতে গাহে গীত ॥
 লাজে আকুলিত রাধা বোলে স্তমধুর । (২৭১)
 “পরিহর রস-নিধি রসের ঠাকুর ॥”

গান-ছন্দ লাগুদা ।

“বাঁশী না বাজাইও আর—
 বাঁশী না বাজাইও আর ।
 ই বাঁশীয়ে কৈল মোর কুলের গাঁথার ॥ ধ্রু ।
 বরিষে মধুর কত ই বাঁশীর সান । (২৮০)
 অবলা-মোহন বনে তুমি ভালে জান ॥
 আপনে যে হৈলু বন্দী বাঁশী-টির গুণে ।
 সঙ্কেতে বাজাইও বাঁশী গরবিত্তে শুনে ॥
 যে বাশের এহি বাঁশী তার লাগ পাউ ।
 সমূল উপাড়ি তবে জলেত ফালাউ ॥ (২৮৫)
 আর যেন বাঁশী (রাও) করিতে না পায় ॥
 আশুনিতে পুড়িলে বাঁশীর দুঃখ যায় ॥”
 কহে দীন-ভবানন্দে ইন্দ্রন-ধরান ।

রাধা-কান্দু ভিন্ন নহে—একই পরাণ ॥
 অখিল-নাগর প্রভু পুরাণ-পুরুষ । (২৯০)

তাপ্রিঃ বোলাইলে বোলে—বাঁশীর কিবা দোষ ॥

গান-ছন্দ সরলি রাগ ।

“অহে রস-বিনদিয়া বচন মধুর ।
 অতি-ক্লীণ মাঞ্জা-খানি—রসের ঠাকুর ॥ ধ্রু ।
 বিনদিয়া রে না বাজাইও বাঁশী ।
 সহজে অবলা রাধা হইছে তোর দাসী ॥ (২৯৫)
 বিনদিয়া রে কাণে রাঙ্গা-কুল ।
 ই বাঁশীর সনে লৈলা রাধার জাতি-কুল ॥
 বিনদিয়া রে গুণ সোড়রিয়া ।
 বিরহে অবলা-বধু মরিয়া কুরিয়া ॥

বিনদিয়া রে না দিমু ছাড়িয়া । (৩০০)
 তুমি তরু আমি লতা রহিমু জড়িয়া ॥
 বিনদিয়া রে না বাসিহ ভীন ।
 সকল তেজিয়া হৈলু তোমার অধীন ॥
 বিনদিয়া রে আধ আধ হাসে ।”
 বসে তবঙ্গে দীন ভবানন্দে ভাসে ॥ (৩০৫)

রাগ মোহন কামোদ ।

“বন্ধু—না কর অঙ্গের বেশ সহজ অঙ্গের মরি ।
 আছিবাঁব আছি—গৃহ-কর্ম করিবাঁব করি ॥
 বিনে বেশে মুবচিত্ত কত কোটি কাম ।
 কেমনে মানিনী আছে ভাবি পরিণাম ॥
 মুখ না মাঞ্জিলে—যেন মাঞ্জিল মুকুর । (৩১০)
 সম নহে শশি-কলা নবীন-অঙ্গুর ॥
 ভঞ্জনা না কর ভুরু (কামের কামানে ?) ।
 যতি সতী উনমতি নয়ানের ঠানে ॥
 যদি বা বানাহ চূড়া—বামে না টালিহ ।
 যদি বা বাজাও বাঁশী—রাধা না কহিয় ॥ (৩১৫)
 জীবন-যৌবন মোব কালার অধীন ।
 নখ-মণি-নিচনি দাস ভবানন্দ দীন ॥

পদ-বন্ধ ।

এতি মতে রাধা হৈলা কান্দু-রসে মত্ত ।
 ক্রীমতী বোলেয়ে “সই না যুয়ায় এমত ॥
 জোষ্ঠ সহোদর তোর ভুবনে বিখ্যাত । (৩২০)
 এত কি নিম্নজ্ঞা হৈলা তাহার সাক্ষাত ॥
 আজির চরিত্র তোর না পারি বুঝিতে ।
 না যুয়ায় হেন মত এমত করিতে ॥
 বিশেষ গোফুল-পুরে হৈল জানাজানি ॥
 তবে কেনে হেন কর্ম কর পুনি-পুনি ॥ (৩২৫)
 কুল-বধু-সমাজেত রাখিলা কলঙ্ক ।
 বিধুরা হইলা যদি—হাতে কেনে শব্দ ॥

যে হৈব স্বামীর স্ত্রী সে নাকি এমন ।

নির্ভয় হইলা এবে বুকিল লক্ষণ ॥

গোকুল-সমাজে ব্রজ-নারী আছে যত ।

তুমি বিনে থাকার রহিছে কার এত ॥

বৃথভানু হেন বাপ বিমলা জননী ।

মুখ্য গোপ আইমন তাহার ঘরগী ॥

সাক্ষাতে সম্বন্ধ আছে বেক্ত হৈলা তাত ।

সহজে কলঙ্ক হৈলা ভুবন-বিখ্যাত ॥

যদি গৃহে আসিল তোমার নিজ-পতি ॥

ই কথা শুনিলে কি কহিবা গুণবতি ॥

সঙ্গোপনে কর কর্ম—না করি নিবেদ ।

জানাজানি হৈলে মাত্র দেহ পরিচ্ছেদ ॥

আমার বচন যদি মনে নাহি লয় ।

বুঝিয়া করিবা কার্য্য উচিত যে হয় ॥

শ্রীমতীর মুখে শুনি নিবেদ-বচন ।

প্রত্যুত্তর দিল রাধা সানন্দিত মন ॥

গান-ছন্দ অহি রাগ ।

“আল সজনি সই—

না বোল না বোল ইহা লাগি ।

আপনার দোষে আপনি আছি গো

তুমি না হইও তার ভাগী ॥ ধ্রু ।

ইসদ মুদ্রিত হাসি সুরঙ্গ অধরে বাঁশী

সঙ্কেতে কেমনে গীত গায় ।

জাতি-কুল ধরম লাজ শীল মরম (৩৫০)

সকলি মজাইল রাজ্য পায় ॥

যে বাঁশীর সান শুনি মোহ পায় সুর-মুনি

দরবয়ে দাউর পাষণ ।

সমীর স্বকিত হয় যমুনা উজান বয়

অবলায় কি ধরে পরাণ ॥ (৩৫৫)

আড়ে-ঘোরে ডাকে জাতি-কুল রাখে

মুগ্ধি তারে বেকত করে ।

রাধা কলঙ্কিনী

যার মুখে শুনি

তাহার নিছনি লৈয়া মরোঁ ॥

(৩৬০) যে বোলে বোলিব লোকে যার মনে যেহি মুখে
(৩৬০)

ছাড়ে ছাড়ুক নিজ-পতি

কহে মতি-হীন

ভবানন্দ দীন

জীবনে মরণে এহি গতি ॥

পুনশ্চ কামোদ ।

“আল সজনি সই—

না বোল না বোল (আর) মোরে । (৩৬৫)

পরিহর সব আশ

ছাড়িল বসতি-বাস

পুনি আর না যাইমু ঘরে ॥ ধ্রু ।

তরল নয়ন

তেরছ এখন

ভরল সুন্দর শ্যাম-রায় ।

যে কালা কানুর লাগি হইলু বধের ভাগী (৩৭০)

তারে নাকি ছাড়িতে যুয়ায় ॥

মধুর আলাপ-তান

মধুর বাশীর সান

সুরঙ্গ-অধরে মধু হাসি ।

মুখানি শরদ-ইন্দু

কেবল মধুর-সিদ্ধ

মধু-লোভে হইলু নিজ দাসী ॥ (৩৭৫)

আমি কি কহিতে পারি

সহজে গোয়াল-নারী

বিরিকি না বুঝে যার মায়া ।”

ভকতি-মতি-হীন

কহে ভাবানন্দ দীন

লইলু কমল-পদে ছায়া ॥

পদ-বন্ধ

তখনে বড়াই-বোলে “শুন ল নাতিন । (৩৮০)

সেবিতে কানুর পদ দেখি অনুদিন ॥

তথাপি তোমার আশা পরিপূর্ণ নহে ।

বড়াই দারুণ তুমি মোর মনে লহে ॥

ভাল দ্রব্য যদিহুতাং থাকে কোন-খানে ।
 একা সে খাইবা তারে না পাইব আনে ॥ (৩৮৫)
 বিবর্তিয়া খাইলে না জান কত গুণ ।
 নিলজ্জ-কারণে কথা কহ পুনঃপুন ॥
 শ্রীমতী তোমার সহ মহোদা ননদী ।
 আর যত গোয়ালিনী চন্দ্রাবতী আদি ॥
 যদি বিবর্তিয়া খাও তা সবার সঙ্গে । (৩৯০)
 হাস্য মেলা কোতুকে বঞ্চিতে পার রঙ্গে ॥
 সে সকল বঞ্চিয়া একাকী কর চুরি ।
 এতেকে দ্বিগুণ তাপে মর তুমি বুরি ॥
 যে লহে তোমার চিন্তে সঙ্গোপ করিয়া ।
 জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃ (তা) আছে তোর ধৈরজ ধরিবা ॥ (৩৯৫)
 ধর্ম-কর্ম জ্ঞাতি-কুল লাজ-শীল ভয় ।
 এ সব ত্যাগিতে নাতিন উচিত না হয় ॥
 একেবারে হৈলা তুমি কেবল নিঃশঙ্ক ।
 চন্দ্রাক্ষের লাগি রৈল তোমার কলঙ্ক ॥
 পঞ্চ-জনে বিকর্ম করিলে এক-বারে । (৪০০)
 সে দোষে তাহারে কেহ বোলিতে না পারে ॥
 নির্দোষী ত সেহি চারি দোষী এক-জন ।
 সর্ব লোকে এহি কথা কহে অল্পক্ষণ ॥
 এতেকে কলঙ্কী তুমি বিরহে দহিত ।
 বিশেষ সম্প্রীত নাহি কাহার সহিত ॥ (৪০৫)
 একে কুল-বধু মুখ্য-গোয়ালের কী ।
 ছাড়িলা ধৈরজ মান বোলিয়া বা কী ॥
 আমার বচন নাতিন কর অবধান ।
 ক্রুদ্ধিত ধৈরজ হও রাখ তুমি মান ॥
 অযত্নে মাগিকা পাইলে যত্ন নাহি আর । (৪১০)
 যত্নে যদি রাস্ত পাই বড় যত্ন তার ॥
 একেবারে হারাইলা পূর্বের সজ্জান ।
 তুমি সে করিলা ভ্রষ্ট মনিনীর মান ॥
 ঐ বহু নাহি কার গোকুল-সমাজ ।
 কেহ নি বোলিতে পারে কর এই কাজ ॥ (৪১৫)

বিরলে সে গুপ্ত-রূপে নিজ-কর্ম সাধে ।
 অধৈরজে কলঙ্ক রাখিলা তুমি রাধে ॥
 না শুনিছ পূর্ব-কথা সহজে কিশোরি ।
 নারদ কুন্তীর কথা শুন মন কবি ॥
 কুন্তী সম্ভামিয়া জিজ্ঞাসিলা মহামুনি । (৪২০)
 “কামিনীর কাম-ছিত্র কহ চাহি শুনি ॥
 অষ্ট-গুণ কাম—হেন বাখানে যে বেদ ।
 কি মতে আকাজক্ষী স্ত্রী কহ তার ভেদ ॥”
 কুন্তী বোলে “জিজ্ঞাসিলা—কহিব বিশেষ ।
 আপনার ভ্রাতৃ-বধু দেখিলে আবেশ ॥ (৪২৫)
 তাহাতে মজয় মন হেন কি আপদ ।
 সত্য সত্য সত্য—দড় জানিবা নারদ ॥”
 নারদে বোলয়ে তবে আমি এবে জানি ।
 এ বড় বিষয় নারী কিমতে মানিনী ॥”
 কুন্তী বোলে “শুন তবে ইহার কারণ । (৪৩০)
 উপভিয়া কাহাতে না কতি বিবরণ ॥
 স্থান-ক্ষণ চাহিয়া আপনে না কই কথা ।
 যত্ন-পদার্থ না কবে—না কবি সর্বথা ॥
 মনেত নির্দাণ হয় মনের আগুনি ।
 এতেকে সে লোকে বোলে—স্রীলোক মানিনী ॥” (৪৩৫)
 নারদে শুনিয়া তাক করিল। বিশ্বাস ।
 হেন মান ছাড়ি রাখ। কৈলা সর্বনাশ ॥
 রূপে-গুণে প্রসুখলা তুমি সে কামিনী ।
 সবার অধিক তুমি আছিল। মানিনী ॥
 সেই মান তোমার হইল যদি ভঙ্গ । (৪৪০)
 ব্রজ-নারী সকলে দেখয়ে এবে রঙ্গ ॥
 ঘরে কি বাহিরে আমি যাই যথা-তপ ।
 সকল লোকের মুখে শুনি এতি কথা ॥
 এ লাগি কহিল তোমা—যে জান করিবা ।
 যদি মনে লহে কিছু ধৈরজ ধরিবা । (৪৪৫)
 বড়াইর বচন শুনি রাখ। রসবতী ।
 প্রভুস্বর দিল খনী স্বরস তারতী ॥

গান-ছন্দ বরাড়ী।

“হের ল বড়ি-মাও—

মোর হৈব কেমন উপায়।

যে কালা-কামুর লাগি হইছু কলঙ্ক-ভাগী (৪৫০)

তারে নাকি ছাড়িতে যুয়ায় ॥ ধ্রু

জলেরে যাইতে কান্থ পথে কি এমন জাহ্নু

রাজ-পথে হৈয়া গেল দেখা।

দুই-পাটয়া বাটী-গাছি এক-পাশ হৈতে নারি

শ্রাম-অঙ্গে লাগি গেল ঠেকা ॥ (৪৫৫)

যে দিন কামুর অঙ্গে ঠেকা-ঠেকি হৈল রঙ্গে

জাতি-কুল নিল বলে ছলে।

রাধার নাম-টী ধরি তিন অঞ্জলি বারি

বাড়াইও যমুনার জলে ॥

দেখি শুনি বোলে লোকে কারে বা ধরিমু মুখে
(৪৬০)

যাহার বেদনা সেহি জানে।

কান্থ বৈষ্ণু আমি রোগী সহজে হৈয়াছি যোগী

কি করিব মানিনীর মানে ॥

গুরু-গর্বিতে মোরে যত বোলে অগোচরে

গোচরে অধিক দেয় গালি।” (৪৬৫)

কহে ভবানন্দ দীন শুধিতে কান্থর ঋণ

শিরে লৈলু কলঙ্কের ডালি ॥

পদ-বন্ধ।

তখনে কিঞ্চিত বোলে সুন্দরী মহোদা।

“আমার বচন শুন চন্দ্র-মুখি রাধা ॥

অসতীর সঙ্গে সতীর সত্য ভ্রষ্ট। (৪৭০)

আসিয়া তোমার সঙ্গে যুগ্ম হৈলু নষ্ট ॥

আপনে স্বত্ত্ব হৈয়া কির অমুদিন।

আমি সে কেবল মাগ ভাইয়ের অধীন ॥

তাহাতে ঠেকাইলা আনি এমত প্রমাদে।

মরণ নিশ্চয় কৈল তোমার প্রমাদে ॥ (৪৭৫)

স্বগেন্দ্র সেবিয়া যেন শৃগাল না গণে।

সেই মত মোর ভাই লৈল তোর মনে ॥

কহিবারে না জানি প্রপঞ্চ-বিবরণ।

আমার কলঙ্ক রৈল তোমার কারণ ॥”

রাধা বোলে “মহোদা তুমিহ বোলে মোরে। (৪৮০)

বিস্মরিতা সকল—না জান আপনারে ॥

গর্বিবর্তের নাম-গুণ মনে মনে জানি। —

মুখে হনে বাহির হৈলে বিপরীত শুনি ॥

অতএব ফল কিছু নাহি মান-ভঙ্গে।

তুমিও আমারে ভৎস সকলের সঙ্গে ॥ (৪৮৫)

আপনার ধৈর্য মান আপনেহি রাখ।

না পাইব আমার পাপে—তুমি স্মৃতে থাক ॥

ভাইয়ে না করিত বিহা—না রাখিতুম্ম ॥

অকুমারী-সময়ে করিছ যত কৰ্ম ॥

আপনার মন্দ হয় সে কৰ্ম কহিতে। (৪৯০)

* * * আমার সহিতে ॥

যদি ভাই শ্রীদামে না করে পরিণয়।

তবে নি গোমার কথা মোর প্রাণে সয় ॥

আর যত কহ সব সন্নিহিত হারে।

কান্থর বিচ্ছেদ-কথা না কৈহ আমারে ॥ (৪৯৫)

গান-ছন্দ মল্লার।

“ননদি আল ভাই—

তুমি সে না দিহ মোরে বাধা।

বিনে কান্থ দরশনে জীব নাকি রাধা ॥ ধ্রু

নবীন-যুগতী-কালে খেলাইতু খেলা।

সেই হনে বন্ধুর লাগি খাউ মন-কলা ॥ (৫০০)

তপন বিহনে দিবা (যেন) পরিচয়।

সুধাংশু-বিহনে নিশি ঘোর তমোময় ॥

তেমত যৌবন মোর কালা-কান্থ বিনে।

হৈছে শুভ দরশন মোর শুভ-দিনে ॥

জীবন-যৌবন দিয়া হইলু অধীন।” (৫০৫)

ভজিয়া-রাতুল পদ ভবানন্দ দীন ॥

পদ-বন্ধ

এহি মতে কৈল। যদি ছন্দমুখী রাধা ।
 শূনি নিশবদ হৈল সুন্দরী মহোদা ॥
 রাধা বোলে “মোর হৈছে ভাল পরিবাদ ।
 সদায়ে সুহৃদে ভৎসে ইকি পরমাদ ॥ (৫১০)
 গাণ-পড়শী লোকে ভৎসে নিরবধি ।
 এতাত্তে অধিক ভৎসে মহোদা-নন্দী ॥
 এত লোকের ভৎসনে শরীরে নাতি সয় ।
 গরল ভক্ষিয়। মুঞি মরিমু নিশ্চয় ।
 গৃহে গুরু-জন বৈরী—পথেত মাধব ॥ (৫১৫)
 দেহেত যৌবন বৈরী—জীবন অসম্ভব ॥”
 এহি মতে রসবতী বিরস-বদনে ।
 পনরপি নিবেদয়ে গোবিন্দের স্থানে ॥

গান-ছন্দ রাগ লাগুবা কাঁকী

“নিবেদন করি নাথ—নিবেদন কবি ॥ (৫২০)
 যৌবন তোমারে দিয়া চরচায়ে মরি ॥ প্রাণ
 শুনি সদা লোক-মুখে মরি আমি এতি দুখে
 তোমা সঙ্গে পরিবাদ-কথা ।
 ঘরে কি বাহিবে লোকে বোলে মোরে
 এতি মোর মনে লাগে বেথা ॥ (৫২৫)
 কেবা নাতি করে প্রেম কার এত জ্বালা ।
 তোমাকে ভজিতে মরিলু স্মরিতে
 সোণার বরণ হৈল কালা ॥”
 কহে দীন ভবানন্দে—“কহিতে ডড়াই ।
 সোণা তল করি লোকে পাথর ভাসাই ॥” (৫৩০)

পদ-বন্ধ

এহি মতে কহিল। রাধা বৃন্তান্ত সকল ।
 শুনিলু অখিল-পতি হাসিয়া বিকল ॥*

* * * ত্রিরাবার স্কন্ধে প্রেমোচ্ছাদপূর্ণ গীতগুলির কি
 ইহাই আভাবিক ও সঙ্গত প্রত্যুত্তর? গীতগুলি যদি
 তর্ক-স্থলে ভবানন্দের রচিত বলিয়াও স্বীকার করা যায়,
 তাহা হইলেও বৈরাগ্য-প্রাধান্যিক ও অসঙ্গত রূপে এই

মধুর-বচনে বোলে হাসিয়া হাসিয়া ।
 “তোমার পতিয়ে কিবা করিব আসিয়া ॥
 মহোদারে লৈয়া ঘরে চলি যাহ ভূমি ॥ (৫৩৫)
 শ্রীদাম সহিতে তবে গোষ্ঠে যাই আমি ॥”
 এতি বোলি তথা তনে করিল। গমন ।

[১১ সংখ্যক পাঠান্তর, - ৪০৭৭ পঙ্ক্তি পরে ।

বাণীর বচন শুনি প্রভু নারায়ণ ।
 প্রেম-সুভানিত দিলা মুখেত চন্দন ॥
 রাধা বোলে “তুমি কি চন্দন দিলা মোকে ॥ (৫৪০)
 তুমি সে নিলজ—মোকে কি কবির লোকে ॥
 বস্ত্রের আঁচল ছাড় কি কব শপথ ।
 পুণ্ড-প্রায় হৈলা তুমি এবে সে বেকত ॥
 তোমা লাগি চারি প্রহর গোত্রাণলু শরদ্বী ।
 ক্ষণ হৈল তমু মোর নিদ্রা পবিত্রি ॥ (৫৪৫)
 যে তোমার প্রিয়া তাহে যাইতে যুয়ায় ।
 “আগিল কুমুম-কুল পুনি নাতি পায় ॥”
 গোবিন্দে বোলেন প্রিয়া পরিতব খেদ ।
 যুগ-পরিবর্ত্ত নানি তোমাব বিরুদ্ধ ॥
 এক-স্থান কথা কহি না করিত বোণ ॥ (৫৫০)
 দান দিয়া কটু বোল—এতি নাত্র দোষ ॥
 (মূল-গ্রন্থের ৪১১০—৪১১৯ পঙ্ক্তি)
 এতি বোলি প্রেম-আলিঙ্গন দিলা স্নেহে ।
 কাম-কলা-বস পান করিল। কৌতুকে ॥*

[১৩ সংখ্যক পাঠান্তর, - ৪১২৫ পঙ্ক্তি পরে ।

রাগ আনগড়া ।

“হের রে নিলজ কালা—
 অখনে রতিছ কোন কাজে ॥ (৫৫৫)

পালায় সরিবেশিত হইয়াছে, উভা ও এই গোত্রাণ গিলের
 পয়ার কয়েকটি দেখিয়া ১১ সংখ্যক পাঠান্তর প্রকৃষ্ট
 বলিয়া স্বীকার না করিয়া পারা যায় না ।

* ১২ সংখ্যক পাঠান্তরও সম্পূর্ণ আভাবিক ও
 প্রকৃষ্টের লক্ষণাক্রান্ত ।

কেহ যদি আইসে ঘরে আসিয়া দেখিব তোরে
কি উত্তর দিমু তাতে লাজে ॥ ৫৮ ॥

চিহ্নে কোকিলার স্বর বলিভুক-কলরব
না শুন কি কুস্তীর নন্দনে ।

নিশুর্গ গন্ধের মূলে কি কাজে জলদ দোলে (৫৬০)
ই বড় বিশ্বয় মোর মনে ॥

গগনে উদ্ভিত ভাষু কি গুণে রহিলা কাষু
নয়ানে কি না দেখ নাগর ।

যত বৃদ্ধি তোতে ছিল জানিলু শ্রীমতী নিল
থাকিলে সে গেলা হয় ঘর ॥ (৫৬৫)

তোমার কমল-আঁখি দারুণ শ্রীমতী রাখি
অঙ্গকার রাখে পাঠাইল ।

ভাগো সে মুররি-ধর আসিছ মন্দিরে মোর
তৈ কারণে প্রাণ রক্ষা পাইল ॥

শ্রীমতী হৃন্দরী রামা তোর প্রিয়-মনোরমা (৫৭০)
কেত তারে না বোলে কুলটা ।

কৃষ্ণে আমার ভাব কলঙ্ক হইল লাভ
গোকুলের লোকে দেয় খোটা ॥

কাহ্নু বোলে “শুন প্রিয়। এত ক্রোধ দান দিয়া
এথেকে আমার তৈছে ভয়।” (৫৭৫)

ভকতি-মুক্তি-হীন বোলে ভবানন্দ দীন
“শাস্তি কর যেতি মনে লয় ॥”

[১৪ সংখ্যক পাঠান্তর.—৪৫৬০ পঙ্ক্তির পরে ।

“প্রণাম করিয়া স্তুতি করিলা বিস্তর ।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া বৈসাইল। মুনি-বর ॥

স্বর্ণ-বিবরণ যত কৈলা তপোধন । (৫৮০)
পশ্চাতে কহিতে লাগে মর্ন্তের বিবরণ ॥

“তোমাতে মারিতে হৈল দেবতার চক্র ।
ক্ষীরোদ-সাগরে গেলা আগে কনি শক্র ॥

বিষ্ণুর নিকটে গিয়া কৈলা নিবেদন ।
পৃথিবীত জন্মিলা হরি মারিতে দুষ্ক-জন ॥ (৫৮৫)

[১৫ সংখ্যক পাঠান্তর.—৪৬৪০ পঙ্ক্তির পরে]

আইমনে বোলে “শুন রাখা আমার বচন ।

মনস্তাপ পাও তুমি কিসের কারণ ॥

অভিপ্রায় বুঝি এই গোবিন্দের মায়া ।

কেবল রক্ষক আমি তুমি তান কায়া ॥

আমার ব্যাগ্রতা এই তোমা বিদ্যামানে । (৫৯০)

না কতিও আমার মন্দ গোবিন্দের স্থানে ॥

তোর সম ভাগ্যবতী কেবা আছে আর ।

পাইছ উত্তম পতি ভুবনের সার ॥”

তবে রাখা বোলে “শুন কহি তোমার ঠাঞি ।

নিভা নিভা আইসে এখা নন্দের কাজাট ॥”

(৫৯৫)

[১৬ সংখ্যক পাঠান্তর.—৪৭৬৫ পঙ্ক্তির পরে]

“গগনে উদ্ভিত চান্দ অতি প্রকাশিত ।

পথত রহিলা রাখা হইয়া বিস্মিত ॥

তখনে চৈতন্য পাইলা প্রভু নারায়ণ ।

জানিলা ইঙ্গিতে হৈছে রাখার গমন ॥

নিদ্রা পরিহরি কৃষ্ণ চলিলা তখনে । (৬০০)

পথে গিয়া দাঁড়াইলা রাখা-দরশনে ॥

গোবিন্দে দেখি রাখা হরষিত-মন ।

দুই ভাগ করি কেশ বন্দিলা চরণ ॥

আইমনে যত কথা কৈল রাখা-স্থানে ।

সকল কহিলা রাখা কাহ্নু-বিদ্যামানে ॥ (৬০৫)

শুনিয়া হরিষ-মুক্ত নন্দের নন্দন ।

গলে ধরি রাখিকারে দিলা আলিঙ্গন ॥

হাসিয়া মধুর-ভাষে বোলে নারায়ণ ।

“তবে এত ব্যাজ তুমি করিলা কি কারণ ॥”

রাখা বোলে “প্রাণ-নাথ শুন নিবেদন । (৬১০)

“বিলম্ব হইল কাল-চান্দের কারণ ॥”

[১৭ সংখ্যক পাঠান্তর, — ৪৮৪৮ পঙ্ক্তির পরে]

পদ-বন্ধ

[যুগবতী-কল্পার উপাখ্যান ।

“রাধার বচন শুনি দয়ার ঠাঁকুর ।
 গতি নত্ন-ভাবে কহে বচন মধুর ॥
 আমার কারণে প্রিয়া এত দুঃখ পাইলা ।
 এতি ঘোর নিশা-কালে একাকিনী আঁইলা ॥(৬১৫)
 কোমল-চরণে দুঃখ পাইছ হাটিতে ।
 অসম-সাতস প্রিয়া কৈলা কি নিমিত্তে ॥
 সিংহ ব্যাঘ্র মহিষ বরাহ ঋক্ষ-ভয় ।
 তুমি কেনে আইলা প্রিয়া আমি গেল তয় ॥
 যদি তোর ভাল-মন্দ হৈত কদাচিত । (৬১৬)
 আমার মরণ তবে হইত নিশ্চিত ॥
 আমার মরণে হৈত মায়ের মরণ ।
 গাপের হইত স্তুতা শুনি বিবরণ ॥
 হার লাগি বংশ-নাশ হৈত অনিশ্চিত ।
 এসত সাহস প্রিয়া শুনিতে কুৎসিত ॥ (৬১৭)
 প্রেম-ভাবে গোপী-নাথ সদয় হইল ।
 এতি মতে রাধাকে বিস্তর বঝাইল ॥
 একান্ত প্রেমের ভাবে কহে শ্যাম-বায়ে
 নিরুদ্ধ হইব রাধা বুঝে অভিপ্রায়ে ॥
 “নহাশ্রমে নিত্য নিত্য যায় মোর ঘরে । (৬১৮)
 আপনে আসিলু তাতে অবহেলা কবে ॥
 সতএব কার্য-অমুসারে সাক্ষী পাই ।
 প্রাণ হইলে প্রেম-বড় সত্ত্ব নাই ॥”
 তবে চন্দ্র-মুখী বোলে কর-ঘোড় করি ।
 “মোর নিবেদন শুন মুকুন্দ মুরারি ॥ (৬১৯)
 সেহি প্রেমবতী আমি রাধিকা-কামিনী ।
 নিরুদ্ধ হইব বাসি আঞ্জির যামিনী ॥
 কুক্ষেণে আসিলু আমি তোমা দেখিবার ।
 তুমি পরিত্যক্ত কর কোথা যাব-আর ॥
 শাস্ত্রে সে কহিছে কথা সে নহে অজ্ঞাথ । (৬২০)
 শুনিছি বৃদ্ধের মুখে কহি সেহি কথা ॥

যুগবতী কামিনী ইন্দ্রের বিদ্যধরী ।
 যুগ-রূপে স্নান-হেতু আইল গোদাবরী ॥
 জল পান করিয়া বসিতে নর-পতি ।
 হেন কালে সেহি পথে গেল যুগবতী ॥ (৬২১)
 রত্ন-অভরণ সব করে খলমল ।
 দেখি রূপবান রাজা হইল বিকল ॥
 হেম-অভরণ সব পশুব শবীনে ।
 যুগ-অদ্রবণে বাজা যায় ধীনে দীনে ॥
 রাজাকে দেখিয়া কহা স্নান নাতি করি । (৬২২)
 আকাশ-মণ্ডলে গেল যুগ-রূপ ধরি ॥
 দেখিয়া কহা রূপ নৃপতি মোহিত ।
 মুগ্ধিত হইয়া বাজা পড়িল ভূমিত ॥
 ক্ষেণেকে সম্বিষ্ট পাইয়া কামাতুর মনে
 কান্দিয়া আবুল বাজা—নিবেদন না নানে ॥ (৬২৩)
 তন কারো আইল এক মতান্ত্র সন্ন্যাসী ।
 নৃপতি আকুল দেখি জিজ্ঞাসিল। আসি ॥
 চক্ষু মলি রূপবানে দেখিয়া মতান্ত্র
 প্রণতি করিয়া কহে সকল বৃত্তান্ত ॥
 “যুগ-রূপে এক কহা আইল কোথা হৈতে ॥ (৬২৪)
 দরশন হৈতে দান গেল অলক্ষিতে ॥
 গান দরশন বিনে আমার মরণ ।
 তোমাতে কতিল গোসাঞি এতি বিবরণ ॥”
 সন্ন্যাসী বোলায়ে “কেনে জিজ্ঞাসিল। তাকে
 ইন্দ্রের অপসব। তুমি পাইবা কোন পাকে ॥ (৬২৫)
 যুগবতী নাম গান মুখা বিদ্যাপদী ।
 এতি ঘাটে স্নান করে যুগ-রূপ ধরি ॥
 তোমার ভাগে সে আকি হৈল দরশন ।
 মনুষ্য জ্ঞানিয়া লীভ করিল গমন ॥”
 শুনিয়া হরিন হৈল নৃপতি-কেশরী । (৬২৬)
 পুনরপি জিজ্ঞাসিল। কব-ঘোড় করি ॥

“সরুপা হইয়া গোসাঞি কহ মোর প্রতি ।

ই কথা। কেমনে পাইব—কহিবা যুগতি ॥”

সন্ন্যাসী বোলয়ে “তুমি এথা থাক বসি ।

নিত্য স্নান করে কথা এহি ঘাটে আসি ॥ (৬৭৫)

বিবসন হৈয়া তবে অপ্সরী সকলে ।

একত্রে কৌতুক করে গোদাবরী-জলে ॥

তাথে তুমি লুকাইবা তাহার বসন ।

তবে যুগবতী তোমা ভজিব তখন ॥”

তবে রূপবান্ রাজা বোলে ষোড়-হাতে । (৬৮০)

“যুগবতীর বস্ত্র মুঞি চিনিমু কেমনে ॥”

সন্ন্যাসী বোলয়ে “চিহ্ন শুনহ কুমার ।

যে প্রকারে আশা পূর্ণ হইব তোমার ॥

নীল-বর্ণ পাট-খাড়ী মধ্যে হরিताल ।

চতুর্ভিতে রক্ত-পালি শোভিয়াছে ভাল ॥ (৬৮৫)

বিশ্বকর্মা আপনে করিছে নান। চিত্র ।

অগ্নি জিনি প্রসৃঙ্খল বসন পবিত্র ॥

পুলিনে বসন রাখি নিত্য স্নান করে ।

স্নান-অবসানে আসি সেহি বস্ত্র পরে ॥

এহি ত বসন-ভেদ শুন স্কুমার । (৬৯০)

‘বস্ত্র আনি আশা পূর্ণ করহ তোমার ॥’

এহি বোলি সন্ন্যাসী হইলা অন্তর্দান ।

বিরলে বসিলা রাজা রৈল সেহি স্থান ॥

যত সব সৈন্ত-ঠাট দেশে পাঠাইল ।

বয়োধিকা এক ধাত্রী শীঘ্র আনাইল ॥ (৬৯৫)

এরূপে যামিনী গত—উদিত অরুণ ।

যুগবতী-নাম রাজা অপে পুনঃ পুন ॥

বিরহে বেহাল চিত্ত—কাম-স্বরে শোযে ।

মহামায়া অপে যেন আগমী-পুরুষে ॥

দুই প্রহর দিবা হৈল এহি মতে । (৭০০)

হেন কালে যুগবতী আইলা সেতি পথে ॥

যুগবতী যুগ-রূপে আইসে হেন দেখি ।

লীলা-লাবণ্যে রাজা অনিমিত্ত-আঁখি ॥

অঙ্গ-ভঙ্গ করি গেল নদীর পুলিন ।

নব-বয়া নারী হৈল—কোথা সে হরিণ ॥ (৭০৫)

পুলিনে বসন ছাড়ি নামি সেহি জলে ।

জল-ক্রীড়া করে তবে অপ্সরী সকলে ॥

হেন কালে আসি রূপবান্ নৃপ-বর ।

নীল-বসন লৈয়া হইল অন্তর ॥

স্নান করি হরষিতে অপ্সরী-গণ । (৭১০)

চিনিয়া চিনিয়া পরে আপন বসন ॥

ততক্ষণে পুলিনে উঠিলা যুগবতী ।

না দেখি আপনা বস্ত্র চিন্তা হৈল অতি ॥

কি করিলে কি হইব না বুঝে কারণ ।

মহা-বিবাদিত কথা হৈয়া বিবদন ॥ (৭১৫)

রূপবান্ রাজা তবে ইহাকে দেখিয়া ।

“কি কারণে বস্ত্র কহা”—কহিল ডাকিয়া ॥

মনুষ্য দেখিয়া কথা লজ্জায় কাতরী ।

পুনরপি জল মধ্যে নামে শীঘ্র করি ॥

এহি সে হরিল বস্ত্র বুঝি অন্তরানে । (৭২০)

ডাক দিয়া যুগবতী কৈল তার স্থানে ॥

“বসন আনিয়া দেহ” নিম্ন-জ্ঞ কুমার ।

না হৈলে মরণ আজি হইব তোমার ॥

সখী-গণ গেল ঘরে—রৈলু একাকিনী ।

পাপিষ্ঠ তরুর বস্ত্র শীঘ্র দেহ আনি ॥” (৭২৫)

রূপবানে বোলে “কহা শুন কহি আমি ।

তবে সে পাইবা বস্ত্র—মোকে বর স্বামী ॥”

যুগবতী শুনিয়া রাজার অভিলাষ ।

জলে ত থাকিয়া কহে মন্দ-মন্দ ভাষি ॥

“মোর নিবেদন শুন তরুর-উত্তম । (৭৩০)

আমি দেব-কন্যা তুমি মনুষ্য অধম ॥

বকে আর শুকে কোথা হয় গৃহ-বাস ।

মাণিক্যের শোভা নাহি দুরিঞ্জের পাশ ॥

কাঞ্চনের শোভা নাহি কাচের মিশাল ।

মরকতে শোভা নাহি দারু-কাষ্ঠ-মাল ॥ (৭৩৫)

দেবের দুর্লভা আমি—তুমি জড়-মতি ।

তোমার আমার নাকি যুয়ায় বসতি ॥

আর এক দিন আইলু করিবারে স্নান ।

তাহাতে শুনিলু চারি বর্ষর-বাধান ॥

[বর্ষর-বাধান]

রাজার কুমার আর পাত্রেয় নন্দন । (৭৪০)

মন্ত্রী-কোতোয়াল-স্বত—এহি চারি জন ॥

কৌতুকে ভ্রময়ে চারি আনন্দিত-মন ।

তাথে নমস্কার কৈল হীন এক জন ॥

রাজ-পুত্রে বোলে “নমস্কার কৈল মোবে ।”

কোতোয়াল-স্বতে বোলে “আমি বিনে কারে ॥”

(৭৪৫)

পাত্র-স্বতে বোলে “নমস্কার মোরে কৈল ।”

মন্ত্রী-পুত্রে বোলে “আমাকে সম্ভাষিল ॥”

বিসম্বাদ করি তবে যুক্তি সার কৈল ।

যে করিল নমস্কার তার তথা গেল ॥

তক্ষর-বন্ধন যেন করিল গৃহস্থে । (৭৫০)

চারি জনে তাহাকে ধরিল তেন মতে ॥

মহাভয় পাইয়া সেহি করে পরিহার ।

“কি লাগি ধরিছ মোরে—কি দোষ আমার ॥”

তবে চারি কুমারে বোলিল পুনি-পুনি ।

“কারে নমস্কার কৈলা—কহ চাতি শুনি ॥” (৭৫৫)

হাসিয়া বোলয়ে—“আমি পাপে ত ঠেকিল ।

এমত বর্ষর আমি কোথা না দেখিল ॥”

চারি সম্ভাষিত হেতু বোলে পুনর্ব্বার ।

“যে বড় বর্ষর—তাকে কৈলু নমস্কার ॥”

চারি জনে বিবাদ হইল অতি-দড় । (৭৬০)

অন্তে-অন্তে বোলয়ে—“বর্ষর আমি বড় ॥”

সে বোলে “কেমনে কয় মর্য্য না জানিয়া ।

কেমত বর্ষর কেবা—কহ বাধানিয়া ॥”

তবে রাজ-পুত্রে কহে আপনার গুণ ।

“যেমত বর্ষর আমি ভাল-মতে শুন ॥ (৭৬৫)

শিশু-কালে বাপে মোরে করাইল বিয়া ।

শশুর-বাড়ীতে স্ত্রী আসিল রাখিয়া ॥

যুব হৈলে দরশন নাহি তার মোর ।

অন্তের ঔরসে পুত্র হৈল তার ঘর ॥

পুত্র হৈছে বিবরণ শুনি লোক-মুখে । (৭৭০)

দান-ধর্ম্ম বাদে-ভাণ্ড করিলু কৌতুকে ॥

পুত্রোৎসব-আনন্দ মণ্ডি করিলু নির্ভর ।

লোকে বোলে—“এতি বেটা কেবল বর্ষর ॥

এক রাত্রি না রহিছে বণিহার সঙ্গ ।

জারজ-পুত্রের লাগি করে এমত রঙ্গ ॥ (৭৭৫)

আপনা মতত্ব আমি কহিলাম দড় ।

আনি বহি বর্ষর নাটক আর বড় ॥”

মন্ত্রী-পুত্রে বোলে শুনি রাজ-পুত্রের কথা ।

“বিস্তারিয়া কহি শুন মোর বর্ষরতা ॥

বাস-স্থান নির্ভঙ্কনে আছিল আমার । (৭৮০)

আশ পড়শী তথা কেত নাহি আর ॥

কালোচিটে হৈল পুত্র—শিশু না দেখিল ।

‘বাপ’ ‘মাও’ ডাকিবারে কোথা না শিখিল ॥

পড়শীর পুত্র নাতি—ডাকি ‘বাপ’ ‘মাও’ ।

দেখাদেখি বালকে শিখিব সেহি রাও ॥ (৭৮৫)

মন চুখে দতে মোপ দৈবেব বিপাকে ।

“কেমতে শিখিব রাও এতি ত বালকে ॥”

বনিতার সঙ্গে আমি যুক্তি কৈল সার ।

চুই-জনে শিখাইল রাও করিবার ॥

স্ত্রী নোকে ‘বাপ’ ডাকে—আমি ডাকি ‘মাও’ ॥ (৭৯০)

ডাক শুনি বালকে শিখিল সেহি রাও ॥

শুনিয়া লোকের হাস্য হৈল অতি দড় ।

লোকে বোলে—“এতি বেটা বর্ষর অতি-বড় ॥

বমণীক ‘মাও’ ডাকিব বিদ্যমান ।

সেহি সে বর্ষর হৈব আমার সন্মান ॥ (৭৯৫)

তবে কোতোয়াল-স্বতে লাগে কহিবার ।

“অখনে কহিব যে আমার সমাচার ॥

এক দিন নগর ভ্রমিয়া আইলু ঘরে ।
না ছিল রস্তার পাত ভাত খাইবারে ॥
সুবর্ণ-রজত-পাত্র তস্করের ভয়ে । (৮০০)
চাক্সের উপরে আছে—খসান না যায়ে ॥
ইহাতে হইল বৃষ্টি বোর অন্ধকার ।
বাহিরে না যায় কেহ পত্র কাটিবার ॥
তবে আমি এক-খানি কথা কৈলু তাত ।
“যে আজ রাও কাড়ে সে কাটিব পাত ॥” (৮০৫)
ইহাক শুনিয়া কেহ না কৈল উত্তর ।
প্রদীপ উজ্জল আছে ঘরের ভিতর ॥
এহি চিত্র পাইয়া তবে চোর আইল ঘবে ।
লাফ দিয়া উঠে মোর কাক্সের উপরে ॥
সুবর্ণ-রজত-পাত্র খুইয়াছিল চাক্সে । (৮১০)
মোর কাক্সে উঠিয়া পাড়িয়া নিল সাক্সে ॥
পত্র কাটিবার ডরে রাও নাহি কাড়ি ।
কাক্সে উঠি চোরে যত রত্ন নিল পাড়ি ॥
এ সকল কথা শুনি বিজ্ঞ যত নর ।
ভারা বোলে—“এহি বেটা কেবল বর্বর ॥” (৮১৫)
তবে সে পাত্রের পুত্র লাগিল কহিতে ।
“তোমরা সমান নহ আমার সতিতে ॥
এক দিন মোর স্ত্রী পরম-সুন্দরী ।
চরণে অলঙ্কার দিয়া বৈসে মান করি ॥
আমি তাকে কহিলাম “জল আন গিয়া ॥” (৮২০)
সে বোলে—“পায়ের রঙ্গ জলে নিব ধুইয়া ॥”
চিস্তিয়া চাহিলু আমি বুদ্ধির সাগর ।
আপনার স্ত্রী লইলু কাক্সের উপর ॥
কাঁখে ত কলসী মোর রমণীয়ে লৈল ।
জল আনিতে কাক্সে হৈতে পড়ি মৈল ॥ (৮২৫)
ইহা দেখি যত সব মতিমন্ত নর ।
মোকে বোলে—“এহি বেটা কেবল বর্বর ॥”
আপনা মহত্ব আমি কহিলাম দড় ।
আমি বহি বর্বর নাহি আর বড় ॥”

এতক শুনিয়া সেহি বোলিল তখন । (৮৩০)
“কেহ ঘাটী নহ যে—সমান চারি জন ॥”
চারি বর্বরেরে কৈল চারি নমস্কার ।
বহু করি বোলিলেক দোষ ক্ষেমিবার ॥
[যুগবতীর উপাখ্যানের শেষাংশ]
সেহি চারি হৈতে তুমি পরম-বর্বর ।
দেব-কন্যা বিবাহ করিতে ইচ্ছা তোর ॥ (৮৩৫)
তিলোত্তমার কন্যা আমি—নাম যুগবতী ।
য়েহু মনুষ্য নাকি মোর যোগ্য-পতি ॥
আপনা ভালাই যদি চাহ নৃপ-বর ।
বস্ত্র দিয়া অবিলম্বে চলি যাহ ঘর ॥”
এতক কহিল যদি দেব-বরাজনা । (৮৪০)
পুনি রূপবান্ রাজ্য করিল ভজনা ॥
“প্রাণ যায় গোমা লাগি সেহ ভাল মোর ।
তেহ বস্ত্র না দিয়ু না হৈলে স্বয়ম্বর ॥”
তাসিয়া বোলয়ে যুগবতী সুবদনী ।
“পূরিমু আরতি তোর বস্ত্র দেহ আমি ॥ (৮৪৫)
এক-খানি কথা আছে সত্যের প্রসঙ্গ ।
সাধু সাধু মোর সত্য না করিবা ভঙ্গ ॥”
রাজা বোলে—“এহি সত্য নিশ্চয় কউল ॥”
যুগবতীর বস্ত্র রাজা আপনে রাখিল ॥
“প্রাণ-দান কর মোর—শরণ পশিল ॥ (৮৫০)
যুগবতী পরিবারে নিজ-বস্ত্র দিল ॥
বসন পরিয়া তীরে উঠিল সুন্দরী ।
লাস-লাবণ্য-লীলা অঙ্গ-ভঙ্গ করি ॥

‡ যুগবতীর সেই সত্য-টী যে কি—এই ক্ষতি-আবশ্যক
কথার উল্লেখ না থাকায় মনে হয় যে, এখানে দুই-একটি
শ্লোক হয়ত লিপি-করের ভুলে পড়িয়া গিয়াছে । “আমার
সত্যের দেখ গেল পঞ্চ-মাস” ইত্যাদি শ্লোক এবং “তে
কারণে নৃপতি না করে পরশন” এই শ্লোকার্ক হইতে বুঝা
যায় যে, যুগবতীর সত্য এই ছিল যে, রূপবান্ এক-বৎসর
একত্র বাস করিলেও বৎসর পূর্ণ না হইতে যুগবতীর সহিত
সন্তোষ-বিলাস করিতে পারিছেন না ।

তাক দেখি রূপবান্ হরষিত মন ।
 পূর্ণ-চন্দ্র সনে যেন হৈল দরশন ॥
 শচীরে দেখিয়া যেন শচীপতির রঙ্গ ।
 বহ্নিকে দেখিয়া যেন কামের তরঙ্গ ॥
 সাগর-মথনে যেন লক্ষ্মী পাইলা হরি ।
 তেমত সন্তোষ হৈল নৃপতি-কেশরী ॥
 নদীর পুলিনে মনোহর রচি ঘর ।
 যুগবতী লহিতে রহিল নৃপ-বর ॥
 হস্ত-পরিহাস্য-কৌতুকে নানা রঞ্জে ।
 রূপবান্ যুগবতী রহে এক-সঙ্গে ॥
 মল্লিক্ত যুগবতী কপট-লক্ষণ ।
 তে কারণে নৃপতি না করে পরশন ॥
 এহি মতে পঞ্চমাস (দুই-জনে থাকে) ।
 গাহাতে কৌতুক হৈল দৈবের বিপাকে ॥
 রাজা তেজি প্রান্তরে রহিলা রূপবান্ ।
 মন্ত্রী সবে কৈল (তবে যুগতি সন্ধান) ॥
 অরাজক হৈল রাজ্য নৃপতি থাকিতে ।
 প্রান্তর ছাড়ি রাজা আইসে কেমতে ॥
 সে মন্ত্ৰ-প্রথর বিচক্ষণ দূত (আমি) ।
 গাহাক কহিলা মতে মন্ত্রণা-কাহিনী ॥
 “সরুরে চলিয়া যাও রাজার গোচর ।
 কহিবা দেশের বার্তা হৃদয় উত্তর ॥
 রাজার (জননী) আছেন জীবন-সংশয় ।
 “জ্যোষ্ঠ-পুত্র তুমি বিনে কিছু কার্য্য নয় ॥”
 এহি কথা কহ গিয়া রাজার সাক্ষাত ।
 ইহা শুনি দেশে ত আসিব নর-নাথ ॥”
 শুনিয়া চলিল চর শীঘ্র-গামী হৈয়া ।
 যথা আছে রূপবান্ যুগবতী লৈয়া ॥
 হেন কালে দূত (সেহি আসি) অকস্মাত
 প্রপঞ্চ বৃত্তান্ত কহে রাজার সাক্ষাত ॥
 “অবধান করহ রাজ্যের স্ব-রাজন !
 মাও তোর কলাবতী সংশয়-জীবন ॥

(যেবা) সমুচিত সেহি কৈবা নর-নাথ ।
 (৮৫৫) উপহাসা নহে যেন নৃপতি-সভাত ॥
 (দূতের সম্বাদে) রাজা বিবাদিত হৈল ।
 মুখে না নিঃসবে রাও—সুক্লবৎ বৈল ॥
 যুগবতী সম্বোধিয়া বোলিলা রাজন । (৮৯০)
 “রাজ-বংশে জন্ম মোর— (আমি) অভাজন ॥
 (৮৬০) জননী সংশয়-বৃত্তা হৈল কদাচিত ।
 আমি বহ্নি যত কস্ম দৈবে অনুচিত ॥
 তোমা পরিহরি যাইব স্তার সমান ।
 (যত বিবরণ আমি) কৈল তোমান শ্রান ॥” (৮৯৫)
 যুগবতী বোলে “রাজা শুন দিয়া মন ।
 জননী দেখিতে কব দেশে ত গমন ॥
 আমার সন্তের দেখ গেল পঞ্চ মাস ।
 আব সন্ত-মাসে সে সম্পূর্ণ হৈব আশ ॥
 জননী দেখিতে কর দেশে ত গমন । (৯০০)
 ধাই সঙ্গে এখা আমি থাকিব এখন ॥”
 (৮৭০) যুগবতীর বচন শুনিয়া রূপবান্ ।
 বিবাদিত হৈয়া দেশে করিল পয়ান ॥
 অন্তরে দহিত বাজা—আকুল শরীর ।
 নিখাস ছাড়িতে (লাগে মন নহে স্থির) ॥ (৯০৫)
 এহি মতে দেশে গেল রূপবান্ রাজা ।
 (৮৭৫) দেখিয়া সন্তোষ হৈল যত সব প্রজা ॥
 রাজা দেশে গেল যুগবতী স্তবদনী ।
 (ধাইকে) বোলায়ে বহু স্তমধুর বাণী ॥
 “জল আনিবার শীঘ্র করহ গমন । (৯১০)
 অতিশয় তৃষ্ণা-যুক্ত হৈয়াছি এখন ॥”
 (৮৮০) শুনিয়া ধাই জল (গেল আনিবার) ।
 (তবে) যুগবতী বাজ না করিল আর ॥
 অন্তরীক্ষ হৈল রামা রথে করি ভর ।
 তেন কালে জল লৈয়া ধাই-আইল ঘর ॥ (৯১৫)
 কহা না (দেখিয়া ধাই হৈল) আকুলিত ।
 (৮৮৫) কি করিলে কি তটব—পরম-চিন্তিত ॥

(এখানে আসিয়া রাজা না পাইলে লাগি) ।
 রাজ-সন্মান ছাড়ি নিশ্চয় হৈব যোগী ॥
 শোকে ভয়ে কান্দে ধাই লোটাইয়া (ধরণী) ॥ (১২০)
 (শুনে) থাকি বোলে ঝগবতী ভুবদনী ॥
 “না কান্দিও শুন ধাই আমার বচন ।
 নিবাদ ভাবিয়া দুঃখ পাও কি কারণ ॥
 ধন্য (ন্দ) হইয়া (না করিও) বিলাপ নিবাদ ।
 রাজ্যেতে কহিবা এহি আমার সম্বাদ ॥ (১২৫)
 অযতনে (র) মুক্তা কেহ যত্ন নাহি করে ।
 কিরাতে না পায় (মুক্তা আপনার ঘরে) ॥
 আমার বিষয় যদি থাকে রাজার চিন্তে ।
 অন্বেষণ করে যেন আমার নিমিত্তে ॥”
 এহি বোলি ঝগবতী (ধাই বিদ্যমান) । (১৩০)
 তবে দেশে বরাজ্ঞন হৈল অন্তর্দান ॥
 মহা-মনস্তাপী হৈয়া ধাই রৈল এথা ।
 মন দিয়া শুন কহি নৃপতির কথা ॥
 (জানিল) যখনে মিথ্যা হেন সমাচার ।
 কিঞ্চিত বিলম্ব রাজা না করিল আর ॥ (১৩৫)
 ‘ঝগবতী’ ‘ঝগবতী’ জাপা অহুক্ষণ ।
 মহন্ত যোগীয়ে যেন ভাবে (নিরঞ্জন) ॥
 দিবা রাত্রি স্তান নাহি রাজার পরাণে ।
 ঝগবতী দেখিবারে আসিল সেহি স্থানে ॥
 আসিয়া ধাইয়ের ঠাঞি পুছে নর-পতি । (১৪০)
 “কোথায় গিয়াছে তোমার প্রাণ ঝগবতী ॥”
 তবে ধাই তরাসিত হইল দ্বিগুণ ।
 কহিল রাজার ঠাঞি বচন দারুণ ॥
 “তুমি যদি গেলা (পূরে) খানিক অন্তরে ।
 জল আনিবারে তবে পাঠাইজা মোরে ॥ (১৪৫)
 জল আনিবারে গেলাম নদীত (যতক্ষণ) ।
 (ঝগবতী অন্তর্দান হৈল ততক্ষণ) ॥”
 হেন নিদারুণ বাক্য শুনি আচম্বিত ।
 মূর্ছা-প্রায় হৈয়া রাজা পড়িলা ভূমিত ॥

ক্ষেণেকে চৈতন্য পাইয়া নৃপতি-শেখর । (১৫৫)
 কান্দিয়া বোলিলা সেহি ধাইয়ের গোচর ॥
 “একেশ্বরী এড়ি গেলা জল আনিবারে ।
 কোন দোষে প্রাণেশ্বরী ছাড়ি গেলা মোরে ॥
 কিবা সব (বন-চরে) যুক্তি এক করি ।
 অংশক করি নিল মোর প্রাণেশ্বরী ॥ (১৫৫)
 মুখানি সুরঙ্গে (?) নিল কুরঙ্গে নয়ন ।
 স্বগেস্রে হরিল নাসা গৃধিনী শ্রবণ ॥
 () নিল ভুরু কটাক্ষ খঞ্জন ।
 বিদোলিত (?) বহি যত হরিল অঞ্জন ॥
 চানরীয়ে নিল কেশ ললাট চন্দ্র-কলা । (১৬০)
 রথিয়ে (?) হরি (ল) গণ্ড—প্রিয়া সে অবলা ॥
 কমলে হরিল হাস্য অমৃত বচন ।
 অরুণে অধর নিল মুক্তায়ে দশন ॥
 কম্বুয়ে তুণে (?) গল হরি নিল কিবা ।
 ব্রহ্মার বাহন হংসে হরি নিল গ্রীবা ॥ (১৬৫)
 স্বগেস্রে সে নিল মাঞ্জা পক্ষজে চরণ ।
 নক্ষত্রে হরিল নখ-মণি স্তলক্ষণ ॥
 রাম-রস্তায়ে নিল উরু দুই-খানি ।
 এত নত প্রিয়ার বেশ সবে নিল জানি ॥
 কি কর্ম করিলা তুই ধাই অভাগিনী । (১৭০)
 কেনে গেলা ছাড়ি মোর প্রিয়া একাকিনী ॥”
 পুনরপি কান্দিয়া জিজ্ঞাসে নর-পতি ।
 আমি গেলে কি কথা কহিল গুণবতী ॥
 রাজার বচন শুনি কহে সবিশেষ ।
 “যবে রাজা আপনে চলিলা নিজ-দেশ ॥ (১৭৫)
 অন্তরীক্ষ হৈল ঝগবতী চন্দ্র-মুখী ।
 তবে কিছু কহিলা আমাকে দেখি দুখী ॥
 “আমার বিষয় রাজার যদি থাকে চিন্তে ।
 অন্বেষণ করে যেন আমার নিমিত্তে ॥”
 এহি মত শুনি নর-পতি রূপবান্ । (১৮০)
 বিরহে বিকল-চিত্ত বিরহিত-জ্ঞান ॥

“মৃগবতী” “মৃগবতী” এহি মাঞ বোলে ।

চলিলেক অধোমুখে মহা-শোকাকুলে ॥

পৰ্বত কন্দর ছাড়ি নানা দিবা দেশ ।

সতাপুর নগরে ত করিলা প্রবেশ ॥ (৯৮৫)

অতিথ বোলিয়া রৈল ব্রাহ্মণের ঘর ।

ধিজৈ করিল তেন গোঁরব আদর ॥

ব্রাহ্মণী ক্রন্দন করে শুনি নর-পতি ।

জিজ্ঞাসা করিল তবে করিয়া মিনতি ॥

“কি কারণে কান্দ মাও কহ সবিশেষ । (৯৯০)

তোমার চিত্তে ত কিবা আছে দুঃখ-লেশ ॥”

ব্রাহ্মণী বোলয়ে “বাপু কি কহিমু কথা ।

ব্রাহ্মসের অধীন নৃপতির বাস এথা ॥

দিন-প্রতি ব্রাহ্মসের এক জন ভক্ষ্য ।

এহি রূপে মনুষ্য খাইল লক্ষ-লক্ষ ॥ (৯৯৫)

আজি দিনে মোর পুত্র ভক্ষিব নিশ্চয় ।

সবে এক-খানি পুত্র দ্বিতীয় না হয় ॥

দম্পতি সহিতে প্রাণ দিমু এহি হুখে ।

পুত্র-শোকে ছুই-জন যাইমু যম-লোকে ॥”

ব্রাহ্মণীর সঁকরণ শুনিয়া রাজন । (১০০০)

কর-যোড়ে লুপবানে কহিল কখন ॥

“আমার বচন শুন না কৈর ক্রন্দন ।

পরিবর্তে (যাইমু) আমি—স্থির করোঁ মন ॥

ব্রাহ্মসের আগে আমি যাইমু সর্বথা ।

আমাকে ভক্ষ্য আজি—নাহিক অশ্রুতা ॥ (১০০৫)

তোমার পুত্রের পরিবর্তে যাইমু আমি ।

না কর ক্রন্দন মাও—স্থির হও তুমি ॥”

এহি কথা শুনি তবে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী ।

পুত্র-স্নেহে রাজাকে সম্ভাষা করে পুনি ॥

শিরে হস্ত দিয়া ছুইয়ে আশীর্বাদ করে । (১০১০)

“মনোরথ পূর্ণ তোমার কুরুক ঐশ্বরে ॥”

তথা হৈতে চলে রাজা ব্রাহ্মস-গোচর ।

মিলিলেক গিয়া যথা নিযোজিত ঘর ॥

নিশা-কালে আইল ব্রাহ্মসে খাইবার ।

রাজাকে দেখিয়া হৈল ভয়-চমৎকার ॥ (১০১৫)

এক-চিত্তে রূপবানে চিত্তে নারায়ণ ।

“কৃপা কর প্রভু ব্রাহ্মস হৈতে নিধন ॥”

রাজার ভক্তিয়ে কৃপা হইল প্রভুর ।

মরিব ব্রাহ্মস তবে বিদ্র হৈব দূর ॥

দৈব-যোগে এক খড়গ মিলিল সাক্ষাৎ । (১০২০)

সেহি খড়গ হাতে করি ক্রমে নর-নাথ ॥

খড়গের প্রহারে রাজা ব্রাহ্মসে কাটিল ।

দেখিয়া দেব-গণে প্রশংসা করিল ॥

এক খানি কথা-মাত্র শুন জন্মেজয় ।

চিত্তের অভীষ্ট-সিদ্ধি হইব নিশ্চয় ॥ (১০২৫)

নিত্য নিত্য লোক যত ব্রাহ্মসে সংহারে ।

যম-দূতে রাজা লৈয়া যায় যম-পুরে ॥

ইহ দিন দূত আসি তথাতে আছিল ।

মরিল ব্রাহ্মস তার রাজা লৈয়া গেল ॥

বিষ্ণু-দূতে আসিয়া রাজাকে লৈয়া যায় । (১০৩০)

সশরীরে রূপবান স্বর্গ-পুর পায় ॥

রথে থাকি রূপবান দেখে স্বর্গ-পুরী ।

(ইন্দ্রের) সভাতে নৃত্য করে বিদ্যাধরী ॥

তাহা দেখি বোলে রাজা দূত বিদ্যমান ।

“কৌতুক দেখি এথা—রাখ রথ-খান ॥” (১০৩৫)

দূতে বোলে “রাজা এথা রৈতে কি কারণ ।

নৃত্য-স্থানে চল যাই ইন্দ্রের ভুবন ॥”

এত বোলি বিষ্ণু-দূতে রাজা লৈয়া যায় ।

ইন্দ্রের তথাতে গেল দেবতা-সভায় ॥

বিদ্যাধরী নাচে—গন্ধর্বের গীত গায় । (১০৪০)

তাহার মধ্যে মৃগবতী দেখিল রাজায় ॥

মৃগবতী দেখি রাজা মনে মনে গণে ।

অশ্রু-চিন্তা নাহি রাজার আছে যোগ-ধ্যানে ॥

হেন কালে দেব-রাজে করে জিজ্ঞাসন ।

“সশরীরে মনুষ্য এখানে কি কারণ ॥” (১০৪৫)

দূতে বোলে “এহি রাজা বিষ্ণু-ভক্তি-চিত।
 বিক্রমে বিজয়ী রাজা—ভুবনে পূজিত ॥
 এক দুষ্ঠ রাক্ষসে করয়ে বলাৎকার।
 রাজ্য সনে যত লোক করয়ে সংহার ॥
 রাক্ষস মারিল রাজ। অনেক সাহসে। (১০৫০)
 এ কারণে রাজা লৈয়া আইল তোমার দেশে ॥
 প্রসাদ করিয়া রাজ। দেহত বিদায়।
 নিজ-পুরী গিয়া যে তোমার গুণ গায় ॥”
 ইহা শুনি ইন্দ্রে বোলে “শুন হে রাজন।
 কোন বস্তু মনে বাঞ্ছা—কহত কখন ॥ (১০৫৫)
 সেহি বস্তু লৈয়া চল দেশে আপনার।
 প্রকাশিয়া কহ চিত্তে যে ইচ্ছা তোমার ॥”
 রাজা বোলে “যেহি চাহি সেহি দিবা তুমি।
 সত্য জানি তবে ত কহিতে পারি আমি ॥
 যুগবতী নাম এহি অপসরী সুন্দরী। (১০৬০)
 এহি ভিক্ষা দেহ যদি—দেশে যাইতে পারি ॥”
 তাহা শুনি ইন্দ্রে বোলে “তোমার বাঞ্ছিত।
 দিল আমি—লৈয়া চল আপনা-পুরীত ॥”
 ততক্ষণে যুগবতী আসি রাজার পাশ।
 হাসিতে হাসিতে বোলে যুহু যুহু ভাস ॥ (১০৬৫)
 “দেব-রাজের আজ্ঞা হৈছে যাইতে তোমার তথা।
 স্মরণ আছয় নি পূর্বের যত কথা ॥”
 তাহা শুনি রাজা কহে ননোহিত কাজ।
 “তোমা অদ্বৈত যেন দেখিলু দেব-রাজ ॥”
 হস্তে ধরি যুগবতী লৈয়া রূপবান্। (১০৭০)
 হরযিত হৈয়া রাজ। চড়িল বিমান ॥
 বিমান চালায় দূতে রাজাকে লইয়া।
 সেহি ঘরে দুই-জন থুইলেক নিয়া ॥
 আপনা ভুবনে দূত করিল গমন।
 যুগবতী সঙ্গে তথা রহিল রাজন ॥ (১০৭৫)
 প্রভাতে আসিয়া লোকে দেখিয়া রাজারে।
 স্তানন্দিত সর্ব লোক—“হরি” “হরি” শ্রবণে ॥

“মরিছে রাক্ষস” হেন বোলে সর্ব জনে।
 আপনা রাজ্যতে গিয়া কৈল বিবরণে ॥
 শুনিয়া ত নর-পতি আসিল তখনে। (১০৮০)
 রূপবান্ লৈয়া গেল আপনা ভুবনে ॥
 জিজ্ঞাসিল সর্ব তত্ত্ব রাজা-মহাশয়।
 রূপবানে বিবেচিয়া দিল পরিচয় ॥
 “লোক নিস্তারিলা তুমি মহা-পুণ্যবান্।
 আপনে রাজ্যে কৈলা বহুল সম্মান ॥ (১০৮৫)
 সেহি ত রাজ্যে ত আছে যত নর-নারী।
 সকলে প্রশংসা কৈল ধন্য ধন্য করি ॥
 পাত্র মিত্র যত আর গোত্র বন্ধু-জন।
 নানা রত্ন দিয়া তবে তুষিল রাজন ॥
 সেহি সে ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণ-কুমার। (১০৯০)
 ব্রাহ্মণী আসিল শুনি সেহি সমাচার ॥
 আসিয়া রাজাকে তারা তুষিল বিধানে।
 পুনরপি আশীর্বাদ করে তিন জনে ॥
 “পুত্র-দান দিলা মোকে রাজ্য কৈলা রক্ষ।
 যুগবতী দিয়া ইন্দ্রে করিল অপেক্ষা ॥ (১০৯৫)
 সজীব বিষ্ণুর রথে কৈলা আরোহণ।
 যুগবতী সনে রাজ্য ভুঞ্জহ রাজন ॥”
 প্রণাম করিয়া রাজা ব্রাহ্মণ তুষিল।
 দেশেত যাইতে পুনি রাজ্যত কহিলা ॥
 সৈন্য দিয়া দেশেত পাঠাইয়া দিল তানে। (১১০০)
 যুগবতী লৈয়া রাজ। আসিল নিজ-স্থানে ॥
 যুগবতী লৈয়া রাজ। প্রসন্ন-বদন।
 রাজি-দিবা ক্রীড়া করে আপনা ভুবন ॥
 এহি মতে নানা-যত্নে কহা পাইল রাজ।।
 ক্রী-সম রত্ন নাহি—যে জানে মর্যাদা ॥ (১১০৫)
 শুন হে গোবিন্দ তুমি আমার বচন।
 “আমা অবহেলা কর কেমন কারণ ॥
 এত যত্নে প্রেম বাড়াইলা মোর সনে।
 নিষ্ঠুর হইবা হেন বুঝি অমুখানে ॥”

এতক শুনিয়া হরি প্রসন্ন-বদন ।
 • প্রেম-ভাবে রাখাকে দিলেন আলিঙ্গন ॥
 বজ্রনী গোঞাইল নানা কৌতুক রঙ্গে ।
 রতি-কলা কৈলা তবে মগধ-চরঙ্গে ॥
 সত্যবতী-সুত ব্যাস নারায়ণ-অংশ ।
 সজ্জপে রচিল পুণ্যশ্লোক হরিবংশ ॥
 মেহি শ্লোক বাখান করিয়া পদ-বন্ধে ।
 লোকে বুঝিবার বোলে দীন ভবানন্দে ॥”

[১৮ সংখ্যক পাঠান্তর, —৪৪৭৮ পঙ্ক্তি-৭ পংক্তি পবে]

‘কামেশ্বরী শশিরেখা সুরেখা কমলা ।
 চন্দ্রবতী চন্দ্রকলা আর জয়মালা ॥
 সারিত্রী সুগন্ধা সুমিত্রা লজ্জাবতী ॥
 কনকা কনকরেখা ১ অম্বিকা-যুবতী ॥
 অঞ্জনা খঞ্জনা দয়া চণ্ডিকা মালতী ।
 বিষ্ণুপ্রিয়া বিষ্ণুমায়ী মহামায়ী রতি ॥
 কুমুদী যোজনগন্ধা ভবানী ভাবিনী ১
 আনোদা কামোদা আর মদনমোহিনী ১ ॥ (১১২৫)
 অপর্ণা অপরাজিতা বিনতা চন্দ্রমুখী ১
 সুধামুখী ক্ষমাবতী আর চিত্রলেখী ১ ॥
 যগ্না কামেক্ষা প্রভাবতী চিত্রাঙ্গদা ।
 হরিপ্রিয়া ভগ্নমুখী জয়া অমুরাধা ॥
 নেত্রবতী কুরঙ্গাক্ষী ১ আর ধন্যমানী ॥ (১১৩০)
 অলকা বিজয়া শ্যামা রোহিণী মোহিনী ॥
 ঐরাবতী পুনর্মুখী ১ পূর্ণিমা-সুন্দরী ।
 অর্কজয়া লক্ষ্মীদ্বিবা ১ গৌরী মন্দোদরী ॥

(১) ‘চন্দ্রবতী চন্দ্রাবলী’ (‘চন্দ্রাবলী’ ঘ) আর চন্দ্রকলা
 (‘চন্দ্রালা’ ঘ) খ, ঘ; (২) ‘সারিত্রী সুগন্ধা সুমিত্রা আর
 লজ্জাবতী’ ক; (৩) ‘কনকমুখী’ ক, খ; (৪) ‘কুমুদা
 ভবানী’ ক, খ; (৫) ‘সত্যবতী কল্যাবতী বৃন্দা হেনা রাধা
 (‘হেমমানী’ খ) ক, খ, (৬) ‘অপর্ণা’ ইত্যাদি শ্লোক-টী
 ঘ-পুথিতে নাই। (৭) ‘চন্দ্রলেখা’ খ; (৮) ‘কুরঙ্গিনী’
 খ; (৯) ‘পুনর্মুখী’ ঘ; (১০) ‘লক্ষ্মীপ্রিয়া’ ঘ;

সীতা ভাবা পদ্মাবতী ১ উম্মিলা রূপসী,
 মনোরমা কমলা যে যামিনী ১২ উর্মিলী ॥ (১১৩৫)
 গঙ্গাপ্রিয়া গঙ্গাবতী রত্না রূপেশ্বরী ।
 অহল্যা চন্দ্রিকা ১ আর কালিকা-সুন্দরী ॥
 উষাবতী ১ যাক্ষগেনী ১ সুশীলা-যুবতী ।
 দেবযানী দময়ন্তী ভৈরবী জয়ন্তী ॥
 সুভদ্রা কাঞ্চন-মালা অনসূয়া সখী ॥ (১১৪০)
 রাজেশ্বরী ১ পূর্ণাবতী ১ ঐন্দ্রী ১ ভদ্রাবতী ॥
 নর্শদা ১ গুজ্জাবতী ভাবকা-সুন্দরী ।
 মালিনী নলিনী ১ নবশশী ১ শিক্বেশ্বরী ॥
 পুষ্পমালা শশিকলা চন্দ্রা ভাগীরথী ১ ॥
 আত্রেয়ী ভারতী বিদগ্ধী ইন্দুমতী ॥ (১১৪৫)
 সন্ধ্যা বাণী নোলকলা ১ আর স্নেহোৎসাহী ।
 স্নেহেশী প্রভৃতি ১ আর যত গোয়ালিনী ॥”

[১৯ সংখ্যক পাঠান্তর, —৫৭১০ পঙ্ক্তি-৭ পংক্তি পবে]

ঐরাগ ।

“রূপ-কলা-নিবি হারিল দানব নিবি
 গাঁঠি হৈতে হারাইলু মাণিক ।
 চরণ না চলে যাইতে পদাংক যবে কি মতে (১১৫০)
 না পাবিলু দেখিতে ঝানিক ॥ ধ্রু ।
 কোন সখী বোলে “রাই ঘরে যাইতে সাপ নাই
 আমি রব কদম্বেব মূলে ।
 মূবরি বাজায় হরি পরাগ রাখিতে নারি
 যবে যাইতে চরণ না চলে ॥” (১১৫৫)

(১১) ‘গাঙ্গারী’ ঘ; (১২) ‘বিনলা’ ঘ; (১৩) ‘লীলাবতী’
 ঘ; (১৪) ‘অম্বিকেশী’ খ; ‘বজ্জেশ্বরী’ ঘ; (১৫) ‘রাধেশ্বরী’
 ক; (১৬) ‘পূর্ণকলা’ ক, খ; (১৭) ‘ঐন্দ্রী’
 ক, খ; ‘ঐন্দ্রী’ ঘ; (১৮) ‘লক্ষ্মী’ ঘ, (১৯) ‘মানসী
 ললিতা’ ক; ‘মালিনী নলিনী’ খ; (২০) ‘আর
 শশী’ ঘ; (২১) ‘শশিকলা’ ইত্যাদি ধরে ‘শশিরেখা
 রোহিণী রেবতী’ ঘ; (২২) ‘হরিপ্রিয়া বিদগ্ধা হংসগামী
 ইন্দ্রাবতী’ ক; ‘অনা ভবিদাশী হংসগামী’ নিনী
 ইন্দ্রবতী’ খ; (২৩) ‘দময়ন্তী স্নেহোৎসাহী’ খ;
 ‘সিদ্ধাবতী তারাবতী’ ঘ; (২৪) ‘স্বমিত্রী’ ঘ;

কেহ বোলে “নাহি লাজ ঘরে যাইয়া কিবা কাজ
শুনি রৈমু মুররির ধনি ।”

কেহ বোলে “না যামু ঘরে রৈমু আমি একেশ্বরে
সহজে হইলু কলঙ্কিনী ।”

কেহ বোলে “তেজি স্বামী বনে ত থাকিমু আমি
(১১৬০)

হইলু কালার নিজ-দাসী ।

কালার দিনে আর কেহ নাহি জানি অখনে হ
শুনি আমি হেন মধুর বাঁশী ।

চল ল সকল সখি বারেক কান্ধুরে দেখি
বাঁশী শুনি হইলু বড় ধন্দ ।” (১১৬৫)

সখীর বচন শুনি হরষিত যদু-মণি
রচিলেক দীন ভবানন্দ ॥

[২০ সংখ্যক পাঠান্তর ;—৬৩৩৫ পঙ্ক্তির পরে]

“তুমি দিনে আর মোর” কে আছে প্রাণেশ্বরঃ
কহ’ বন্ধু চরণে ত ধরে’ ।

আর কেহ’ থাকে যদি তে নাকি নিরবধি (১১৭০)
তোর লাগি’ খুরিয়া সে মরে’ ।

জঙ্গোলে’ আইস যাও বুনায কাটে’ পাও
মোর ঠাঞি নাহি কও কিয়া’ ।

হইলে বিহান ছুটাইমু’ পথ-খান
সোয়ামীর হাতে দাও দিয়া’ ॥ (১১৭৫)

হাটিয়া’ নিরন্তর আইস আমার ঘরঃ
রাতুল পায়ে তঃ লাগে ধুলা ।

পূর্বে’ যদি জানিভু সোণার খড়ম দিতু
হীরারে বান্ধাইয়া’ দিতু বোলা ॥

আমার মাথা খাও ঘরে যদি চলি’ যাও (১১৮০)
কি ফল মোর প্রাণ লৈয়া ।

কাটনি’ কাটিমু’ তেহ’ তোমা পুণিমু’
পরিহরঃ মাও বাপের দয়া ॥

যৌবন রূপ মোর সকল অধীন তোরঃ
এহারঃ যোগ্য নহে অশ্রু জন । (১১৮৫)

কেমন কুন্দারে কুন্দিয়াছে তোমা-বে
কটাক্ষে হরিছ মোর মনঃ ॥”

[২১ সংখ্যক পাঠান্তর ;—৬৪ ৫ পঙ্ক্তির পরে] .

[শ্রীরাধার গর্ভ-ভঙ্গ]

(এই পালার বর্ণিত ‘রত্নাবতী’ হরিবংশে কোথায়ও
সখীরূপে উল্লিখিত হয় নাই। উহার কামুকতা ও
সখীর (?) নিকট বিশ্বাস-ঘাতকতা একটা গণিকাপ
উপযুক্ত। বৈষ্ণব কাব্যে একরূপ সখী (?) অপ্রাপ্য। এই
প্রক্ষিপ্ত পালার শ্রীকৃষ্ণ ও অশ্রমিক ও মৌর্যার লম্পট রূপে
চিত্রিত হইয়াছে। হরিবংশের শ্রীকৃষ্ণ ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত।)

মুনি বোলে “শুন রাজা কাব্য-রস দড় ।

এক দিন অত্যন্ত কেইতুক হৈল বড় ॥

মনোহর বেশ করি নন্দের কোণ্ডের । (১১৯০)

রাধার মন্দিরে প্রভু গেলেন সত্বর ॥”

গৃহ-কার্যে চক্ষু-মুখী ছিত্র না পাইয়া ।

কহিলা মধুর বাক্য বিনয় করিয়া ॥

“অখনে সময় নহে কার্য্য-অশুবন্ধ ॥

ঘরেত জঞ্জাল দিয়া করিয়াছ বন্ধ ॥ (১১৯৫)

(১৪) ‘স্বরূপে’ ব; (১৫) ‘বাকিয়া’ ক; ‘মোড়াইয়া’
ব; (১৬) ‘যদি বা ঘরেত যাও’ ক; ‘যদি তুমি ঘরে
যাও’ ব; (১৭) ‘কাটনি’ ক, গ; (১৮) ‘কাটিয়া’
গ; (১৯) ‘তঃ তোরে সেবিমু’ ব; তোমাকে পুণিব’
‘গ; (২০) ‘ছাড় গিয়া’ গ; (২১) ‘তুমি সে ভয়র’
ক; ‘যৌবন’ ইত্যাদি স্থলে—‘এ রূপ যৌবন তুমি
বিনে অকারণ’ গ; (২২) ‘এর’ গ; (২৩) ‘কাটা’
খাইবার লহে মন’ ক; ‘না দেখিলে মোহিত হয় মন’ গ;
(‘মোহিত’=মোহ-প্রাপ্ত)

• নিত্যন্ত অস্বাভাবিক ও রস-বিহীন বর্ণনা ।

(১) গ-পুথিতে ‘মোর’ নাই; (২) ‘আমার’ ক, ব; (৩) ‘কহো’ ক, ব; (৪) ‘কেহ বা’ ক, ব; (৫) ‘নামে’
গ; (৬) ‘জঙ্গোলে সে’ ব; (৭) ‘বুনায়ে কাটে’ ক;
‘তুণে কাটিছে’ ব; (৮) ‘কেনে’ ক, ‘কেও’ ব; (৯)
‘ছুটাইতু’ ক, ব; (১০) ‘দাও দিয়া সোয়ামীর পানে’
ক; সোয়ামীর হাতে দিয়া দাও’ ব; (১১) ‘হাসি খেলি’
গ; (১২) ‘আমার সেই ঘর’ ব; ‘আইস যেন মোর
ঘর’ গ; (১৩) ‘পদেত’ গ;

গৃহ-কর্ম সম্বরিলে স্তব্ধ করিয়া ।
 • আনিব তোম্বারে এক সখী পাঠাইয়া ॥
 না মুখায় অথনে রহিতে মোর ঘরে ।
 এ বেশে তোম্বার মনে কিবা লয় মোরে” ॥
 গোবিন্দ বোলেন “প্রিয়া শুন ল কামিনি । (১২০০)
 তোম্বার কপট প্রেম পূর্ব হৈতে জানি ॥”
 এহি বোলি কথঞ্চিত্ত নিবাদিত হৈয়া ।
 বৃন্দাবনে চলি যাঞি মুরলি বাজাইয়া ॥
 “জানিলু গৌরবে রাখা হইছে অহঙ্কারী ।
 ক্ষেণেক ইঙ্গিত বাই গুমান ভঙ্গ করি ॥” (১২০৫)
 তখনে স্তব্ধরী রাখা গোবিন্দ পাইয়া ।
 গৃহ-কর্ম যথোচিত সম্বরিল গিয়া ॥
 গোবিন্দ ভানিয়া বেশ কৈল। স্তবদনী ।
 দৈব-গতি আইল তথা রত্নাবতী রাণী ॥
 রাখা বোলে “সখী শুন আত্মার বচন । (১২১০)
 মন দিয়া কহি শুন আত্মার বিবরণ ॥
 “গৃহ-কর্ম করে। মুঞি আপনার মনে ।
 হেন কালে গোবিন্দ আসিলা সেই খানে ॥
 বিনয় করিয়া মুঞি কহিলু বিস্তর ।
 অথনে মন্দিরে যাও—নহৌ অবসর ॥ (১২১৫)
 সম্বাদে আসিহ মাত্র সময়-উচিত ।
 তখনে করিধ প্রভু তোম্বার পিরিত ॥
 মিনতি করিয়া কৈলু ভজিয়া চরণে ।
 অপরাধ ক্ষমা কর যাও এইক্ষণে ॥
 বৃন্দাবনে শুনি বাঁশী বাঞ্ছি যত্ন-পতি ॥ (১২২০)
 বিলম্ব না কর সখি চল শীঘ্র-গতি ॥”
 রাখার মধুর বাক্য শুনি রত্নাবতী ।
 গোবিন্দ ভাবিয়া চলিলা যুবতী ॥
 এক শ্যাম-দরশনে রাখিকার বোলে ।
 বসিছে নাগর কান্থ কদম্বের তলে ॥ (১২২৫)
 দেখিয়া মোহন রূপ রত্নাবতী ভুলে ।

আকৃত বুঝিয়া হরি—লক্ষি তার মন ।
 কামোক্তাবে শৃঙ্গার ভুঞ্জিলা সেই ক্ষণ ॥
 মধুব-বচনে বোলে যত্ন-বংশ-মণি । (১২৩০)
 “যে কার্যে আসিছ তুমি আমি তাক জানি ॥
 আপনা মন্দিরে তুমি যাও ব্রজ-নারী ।
 এখনে রাখার ঘরে যাইতে না পারি ॥”
 তবে রত্নাবতী হৈয়া মায়ায়ে নোহিত ।
 অবিলম্বে চলি গেল রাখার পুৰীত ॥ (১২৩৫)
 আপনা বসন ভ্রমে তান কাছে ধুয়া ।
 ভ্রমে রত্নাবতী তান বসন গেল লৈয়া ॥
 আস্তে-বেস্তে চলি গেলা রাখার গোচর ।
 কেশ বিকলিত হৈছে ঘন বহে স্বর ॥
 বাধা বোলে “রত্নাবতি কহ নিবরণ । (১২৪০)
 শ্রম-যুক্ত তোম্বারে দেখিয়ে কি কারণ ॥”
 রত্নাবতী বোলে রাখা “এহি বোল দড় ।
 আসিতে যাইতে শ্রম পাইয়াছি বড় ॥”
 তবে রাখা বোলে “শুন আমার বচন ।
 কেশ বিকলিত হৈছে কহ কি কারণ ॥” (১২৪৫)
 রত্নাবতী বোলে “কেশ দুই-ভাগ করি ।
 তোর কাজে মিনতি করিহৌ পায়ে ধরি ॥”
 রাখা বোলে “যত কহ না লয়ে মোর মন ।
 তোর ঠাঞি দেখি কেনে গোবিন্দের বসন ॥”
 রত্নাবতী বোলে “রাখা কহি তোর স্থানে । (১২৫০)
 তোর মনে লৈব কিরি আইলু পথ হনে ॥
 প্রত্যয় যাইতে আমি আনিহৌ বসন ।
 অথনে আসিব নহে নন্দের নন্দন ॥
 রত্নাবতীর মুখে শুনি এহি বাণী ।
 নিরল-বদন হৈয়া চিন্তে স্তবদনী ॥ (১২৫৫)
 হেনই সময়ে আইল মগোদা শ্রীমতী ।
 দেখিয়া হরিষ হৈলা রাখিকা-যুবতী ॥
 ননদীর স্থানে রাখা কহিলেন কথা ।
 বৃন্দাবনে চল যাঞি কান্থ আছে যথা ॥

তিন জন সঙ্গে করি বিরহে মজিয়া । (১২৬০) কহে ভবানন্দ দীন তমু হনে নহে ভীনা
বৃন্দাধনে যায় রাখা গুমান তেজিয়া ॥ ভালে সে এমত কৃপা তোরে ॥ * (১২৯০)

অখনে রাখার মান ভঙ্গের কারণ ।

পদ-বন্ধ ।

তরু-মূলে বসি বাঁশী বাজায় নারায়ণ ॥

বাঁশী-সানে বোলে—“বুঝিল তোর ভাব ।”

আশ্বারে বিমুখ করি তোর কিবা হৈছে লাভ ॥”

(১২৬৫)

এহি বোলি তরু-মূলে নিবর্তে বসিয়া ।

‘রাধা’ ‘রাধা’ বায় বাঁশী হাসিয়া হাসিয়া ॥

শুনিয়া সুন্দরী রাখা বিকলিত মন ।

মৃদু-মৃদু-স্বরে বোলে মধুর বচন ॥

কি করিলে কি হইব গতি-বিরহিত । (১২৭০)

কদম্ব-তরুরে রাখা কহে সমুচিত ॥

সত্যবতী-সুত-বাস নারায়ণ-অংশ ।

সঙ্কেপে রচিল পুণ্যলোক হরিবংশ ॥

সেহি শ্লোক বাখান করিয়া পদ-বন্ধে ।

লোকে বুঝিবার বোলে দীন ভবানন্দে ॥ (১২৭৫)

গান-ছন্দ রাগ বরাড়ী ।

“কদম্ব-তরু হে তুমি সে পাইছঃ শ্যাম রায় ।

তোমার ডালে থাকে মোর নাম ধরি ডাকে

নিরবধি বাঁশী-টা বাজায় ॥ ধ্রু ।

বৈদ্যায় আপন ডালে আপন ফুলের মালে

রেণুয়ে ভরিলা তরু-খানি । (১২৮০)

হেনঃ যার সখা আছে আসিতে তাহার কাছে

আমি তাক কি কহিতে জানি ॥

পরিহরি খগবর তোমাতে মুরলী-ধর

পদ-মূলি লাগে তোর গায় ।

তখনে বৈসাইয়া মূলে তপনে নারিয়ে ভূলে (১২৮৫)

ভাগ্য তোর দেখন না যায় ॥

পল্লব সহিত ফুলে অবগে কুণ্ডল দোলে ।

মধুকরে মধু-পান করে ।

বিরহে মজিয়া রাখা করে পরিহার ।

“যত অপরাধ কৈলু ক্ষেমহ আমার ॥

মুখি যদি এত জানো মোরে হবে দুখী ।

তবে কেনে অভাগিনী করিতু বিমুখী ॥

কৃপা কর প্রাণ-নাথ চরণেত লাগে । (১২৯৫)

হাসিয়া সম্বিত দেও এহি বর মাগে ।

তবে যদি সেহি কোপে না দেও উত্তর ।

বিষ ভক্ষি প্রাণ দিব তোমার গোচর ॥

কুলের মহিমা এড়ি তোর হৈলু দাসী ।

তোমার ইঙ্গিতে এবে বড় ভয় বাসি ॥ (১৩০০)

মানিনী করিয়া মোর বাড়াইছ মান ।

সেহি ভঙ্গ হৈল মোর কিসের গুমান ॥”

রাখার কাতর বাক্য শুনি দয়াময় ।

তরু-ডালে হনে নামি কোলে করি লয় ।

শৃঙ্গার-তরঙ্গে তবে উন্মাদিত হৈয়া । (১৩০৫)

ভুঞ্জিলা শৃঙ্গার তবে রসবতী পাইয়া ॥

বিপরীত-রতি পান করিতে দুষ্কর ।

তড়িতে বেড়িল যেন নবীন জধধর ॥

তবে ক্রমাগতি সেহি তিন জন সঙ্গে ।

ভুঞ্জিলা শৃঙ্গার-রস মদন-তরঙ্গে ॥ (১৩১০)

অত্যন্ত সন্তোষ হইয়া চন্দ্রমুখী রাখা ।

সঙ্গে রত্নাবতী আর শ্রীমতী মহোদা ॥

তিন জন মিলি গৃহে করিলা গমন ।

সকল শিশুর মধ্যে গেলা নারায়ণ ।

কহিলাম নৃপতি সকল কাব্য রস । (১৩১৫)

মামিনী রাখার মান-ভঙ্গের দিবস ॥

* ক ও খ-পুথিতে প্রাপ্ত এই গীতটির একটা সংশোধিত রূপান্তর মূলের ৪১৮—৪২০ পঙক্তিগুলিতে দ্রষ্টব্য ।

[দিনান্তরে জীরাণী-কক্ষে প্রেম-সীমা]

আর একদিন কান্না গোধন রাখিতে ।
তখনে ভাপিত অতি—না পারে সহিতে ॥
শ্রম-যুক্ত হৈয়া বসে কদম্বের তলে ।
ক্রীড়িত মনোহর যার কলিন্দীর জলে ॥ (১৩২০)
সম্বোধিয়া দোহারে বোলেন ব্রজ-রাজ ।
“রাধাবে আনহ শীত—না করিহ ব্যাজ ॥
চলি যাও দুই সখী আমার বচনে ।
আসিতে সুন্দরী রাধা বলিবা যতনে ॥
তান ধ্যানে আছি আমি—কৈও যত্ন করি । (১৩২৫)
দিলম্ব না কব—শীঘ্র যাও ব্রজ-নারি ॥”
তবে দুই-জন গেলা রাধাব গোচর ।
আসিতে কান্দুর আজ্ঞা অবধান কর ॥

রাগ কামোদ ।

“তুরিতে চল—

বিলম্ব না কর ব্রজ-নারি ।

নিকুঞ্জ-বিতারে যাও ধীরে ফেলাইও পাও ॥
(১৩৩০)

• অনিলম্বে পাইবা মুরারি ॥৬৥

পীত-বসন পরি এহি ত রসিক হরি

• চান্দে চন্দনে নাহি (সেহি ?) নিন্দে ॥৭৥

ঝরিছে গাছের পাত চকিত অখিল-নাথ
তুয়া পদ নিরঞ্জে গোবিন্দে ॥ (১৩৩৫)

* ‘চন্দ্র ও চন্দনকে নিন্দা করে না’—এই রূপ অর্থ এখানে অনুল্লভ। বোধ হয় লিপি-করের ভুলে ‘সেহি’ শব্দ ‘নাহি’ হইয়াছে। গীত-গোবিন্দের “নিন্দতি চন্দনমিন্দু-কিঃপমহ” ইত্যাদি প্রসিদ্ধ স্তব্ধির অনুরূপে এই পত্রিকা এবং “পততি পতন্তে বিচলিত পদ্রে শঙ্কিত-ভবতপদ্যনং” ইত্যাদি স্তব্ধির অনুরূপে “ঝরিছে গাছের পাত” ইত্যাদি রচিত হইয়াছে বিবেচনা হয়। ‘চন্দ্র’ শব্দের এক অর্থ ‘কপূর’; ‘চন্দে চন্দনে’, শব্দের দ্বারা কপূর ও চন্দন বুঝাইলে “চান্দে চন্দনে নাহি পিন্দে”—একপা পাঠও সম্ভব হইতে পারে।

বিলম্ব না কর রৈয়া নবীন যৌবন লৈয়া

চল কেলি-কদম্বের তলে ।

হংস-গমনি (ধনি) পাইবা পবন-মাণ

যতনে গাঁথিয়া দিও গলে ॥

রাজ-পথ পরিহরি শ্রোদ্ধার ধ্যানের ধরি (১৩৪০)

তরু-মূলে নব-ঘন-শ্যাম ।

নিকুঞ্জ-লতার ঘর রচিয়াছে মনোহর

যেন দেখি অভিনব র(কা)ম ॥

চল গেজি ভয় লাজ ভেট যাইয়া যুগ-রাজ

কি কহিব সে (যে) শৈব রাস । (১৩৪৫)

তেজিয়া আপনা মান হ্রবেশ করিয়া দান

কহে দীন ভবানন্দ দাস ॥

রাগ নাহদা ভাণীরাধা ।

চলে রাধা ভাগ্যবতী তেটিতে অখিলগতি

অতি-মধু খণ্ডন-গমনে ।

মদনে বসিক হৈয়া যৌবনের পসার লৈয়া
(১৩৫০)

বিহার করিতে কুঞ্জ-বনে ॥

মুনি-মনোহর বেশ বান্ধিয়া কবরী কেশ

ধৌবন করিতে প্রেম-দান ।

গমন মরুত জিনি লীলা-লাসে চলে ধনী

তেজিয়া দৈবজ আর মান ॥ (১৩৫৫)

রসের আবেশ পাই চলে সুন্দরী রাই

মনদিনী সখী লৈয়া সঙ্গে ।

ধবণী আলোক করে চঞ্চল চরণ-ভরে

কনক-ভূষণ সব অঙ্গে ॥

যেন মধু-লোভে অলি যৌবন করিবা ডালি

মিলে রাধা কদম্বের তলে । (১৩৬০)

ভবানন্দে বোলে তরি রাধিকারে কোলে করি

কোকিল-মধুর-স্বরে বোলে ॥

পদ-বন্ধ ।

গোবিন্দে বোলয়ে “প্রিয়া দোষ দিলা যোর ।
 সখীর সম্বাদে কেনে এত ব্যাজ তোর ॥ (১৩৬৬)
 বৃদ্ধ হতে পাত পড়ে—উড়েত পবনে ।
 আপনে আইস করি শঙ্কিত হই মনে ॥
 সঘন চঞ্চল-মন সচকিত মত ।
 অনিমিখ-নয়নে নেহালি তোর পথ ।”
 এতি বোলি রসে মজি দেব যত্ন-পতি । (১৩৭০)
 সুন্দরী রাধার সনে ভুঞ্জিলেন রতি ॥
 তবে মহোদার সঙ্গে স্ত্রীমতী তার শেষে ।
 কাম-কলা-রস ভুঞ্জে মনের আবেশে ॥
 তবে নানা কৌতুক করিয়া ভগবান ।
 সুন্দরী রাধার প্রেম-রস করে পান ॥ (১৩৭৫)
 তামসিক মায়া করি নন্দের কোণের ।
 উঠিয়া বসিলা সেই তরুর উপর ॥
 লতা-গৃহে তিন জনে গোবিন্দ না দেখি ।
 রাধা বোলে “প্রভু কোথা কহ প্রাণ-সখি ॥”
 না জানি বিষম মায়া হইছে বিভোল । (১৩৮০)
 প্রুতি-লতা বিচারিয়া চাহে তরু-মূল ॥
 তথাতে যত্ন-পতি অতি-বড় রঞ্জে ।
 কদম্বের ফুল মারে রাধিকার অঙ্গে ॥
 মায়াতে সুন্দরী রাধা হইলা চঞ্চল ।
 গোবিন্দেরে বোলে তরু হেরিয়া তরল ॥ (১৩৮৫)

স্ত্রীরাগ ।

“অহে প্রাণ-বন্ধু তোরে কি বোলিব ।
 না দেখি তোমার রূপ পরাণ তেজিব ॥ ধ্রু ।
 কদম্বের তলে থাক কদম্ব তোমার কান ।
 নিকড়িয়া কদম্ব মোরে (কত) মেলি হান ॥
 তখনে আছিল। বন্ধু রস-বিলাসী । (১৩৯০)
 তিলেক না দেখি হও হারাও হারাও বাসি ॥

দেখিতে না দেখি বন্ধু—না জানি কোথা থাক ।
 আকুল করিতে মোর নাম ধরি ডাক ॥
 পিরিতি কেশের শাঁকু চির খুরের ধার ।
 কহে দীন ভবানন্দে কি হবে আমার ॥” (১৩৯৫)

রাগ ভাটিয়াল ।

“সিদ্ধু-হুতা দমশনে মাগৌ রাধা ।
 তে নাকি আসিয়া নৈরাশ হইতু
 যদি (না) পড়িত মোর বাধা ॥ ধ্রু ।
 সম্বাদে আসিলু আসিয়া না পাইলু
 করিলা মনে আছে যত । (১৪০০)
 আখির পলকে দেখিতে না দেখি
 কে জানে ভঙ্গিমা এত ॥
 চন্দন-তিলক কপালে অলক
 রেখা দিয়া যদি আছে ।
 ধূলির সলিল তোমার পিরিতি । (১৪০৫)
 জল-বিন্দু যেন ঘুছে ॥
 দেখিছি তখনে কতেক বতনে
 আশ্বারে লইছ কোল ।
 তোমার জঞ্জাল ঘরে গেলে ভাল
 দরশন দিয়া বোল ॥ * (১৪৩১০)

রাগ সিদ্ধুড়া

হেন মোহন জান বন্ধু—হেন মোহন জান ।
 কি করিলা মোরে রহিতে না পারি ঘরে
 বিনে হুতে বন্দী করি আন ॥ ধ্রু ।
 সহজে যুগ্ম চঞ্চল পাইলু উচিত ফল
 ধৈর্য না জানিল ভাব । (১৪১৫)
 কে আছে তোমার লেখা দিয়া না দেও দেখা
 এহি সে হইছে মোর লাভ ॥

* এই গীতের ভণিতার কণি-টা নাই ।

যদি তোকে পাই কাছে, মনে যত দুখ আছে অখনে বিহার করি অদর্শন হৈলা হরি
 আরতি পুরিয়া তা কহিব। এখনে জানিছোঁ বাঁশীর সানে।
 কি ক্ষেপে করিল কাম কলঙ্কী রহিল নাম (১৪২০) শুন সখি ননদি যে জান কালার সন্ধি
 এহি দুঃখে বুরিয়া মরিব। অঙ্গুল সন্ধানে দেখাও 'তানে। (১৪৪৫)
 ওখনে সুজন জানি বাড়াইলু প্রেম-খানি কহৌ মিনতি করি যদি বা না দেগৌ হরি
 কে জানে এমত জানি হৈব।" অখনে বিরহে তনু যায়।"
 কহে ভবানন্দ দীন "দেখা দিতে বাস ভীন ভবানন্দে বোলে "বনি ধৈরজ করহ প্রাণি
 আক্ষার পরাণে নাহি সৈব। (১৪২৫) অখনে পাইবা শ্যাম-রায়।"

শ্রীরাগ।

“হের রে বন্ধু—

রাগ সিন্ধুড়া।

কি বোলিব মুঞি অভাগিনী।
 দেখা দিয়া প্রাণ-রাখ—মরে' লৈয়া নিছনি ॥ প্র।
 সম্বাদি আনিয়া বন্ধু কেনে দেও দুখ।
 কাল-অঙ্গে পীত-বাস—অপার ভঙ্গিমা তোক ॥
 (১৪৩০)
 লুকাইতে পাছে ভাল কাঁচা-লনী-চুরি।
 বাঁশী-টী বাজাও সদা মোর নাম ধরি ॥
 গোপত-বেকত কর ই কোন চাতুরি।"
 দীন ভবানন্দে বোলে সন্ধান মুররি ॥

লাগুনা দায়র।

“বন্ধু রে কি বোলিব তোরে। (১৪৩৫)
 ভাগ্যে সে দিয়াছ দেখা—কুপার কর মোরে ॥ প্র।
 রূপ মন-মোহনিয়া কি মোর বিদরে হিয়া
 এহি বাঁশীর সান শুনিয়া। * (১৪৪০)

* * * *

মোর প্রাণ দরবে তোক্ষার বাঁশীর রবে
 বন্ধু যৌবন দিয়াছোঁ তোর আগে।
 ডাকে বাঁশী নাম ধরি ঘরেত রহিতে নরি
 এহি সে দুঃখ মোর লাগে ॥

*বাকি অর্ধ কলিটা পাওয়া যায় নাই।

“হের ল রাই (সই ?) প্রাণ-বন্ধুর রূপ দেখ।
 (১৪৫০)
 রঙ্গিম-অধরে বাঁশী অমিয়া বরিখে হাসি
 তোমরা মোর হৃদে লেখ ॥ প্র ॥
 নব-নব নৌপা-মূলে রঙ্গে।
 আমার বন্ধুয়া পবে কেবা এমত করে
 কৌন্তভ-ভূষণ সব (নিজ ?) অঙ্গে ॥
 (১৪৫৫)
 হেন বা কে আছে আর অপাঙ্গ-ভঙ্গিত যার
 বরিখে কেবল সুধা-রস
 আজি সে করম-ফলে মুঞি আঁঠিলু, কদম-তলে
 তোমরা পাইলা অপখণ ॥
 রাজা-পদে বন্ধ-রাজে হুমধুর-পলি বাজে
 (১৪৬০)
 রদি-স্বত ভরি শূনি 'তাকে।
 আঁখির চমকে রাই শরীরেত প্রাণ নাই
 কিসের ধৈরজ মনে রাখে ॥
 এহি সে কামনা করি বন্ধুর পরশে মরি
 জলমধ্যে জল (যে) নিশায়।" (১৪৬৫)
 ভব মধ্যে মতি-হীন কহে ভবানন্দ দীন
 আমি মূঢ়ের কি হৈব উপায় ॥

পদ-বন্ধ ।

তবে চন্দ্রমুখী রাধা এহি মত কৈয়া ।
 “ভজিব বন্ধুর পায়ে দুই সখী লৈয়া ॥
 কৃপা-যুক্ত হও প্রভু—মায়া কর নাশ । (১৪৭০)
 নারী-জাতি হৈয়া আমি আইলু তোমার পাশ ॥”
 তখনে আইল। প্রভু অতি-বড় রঙ্গে ।
 ছুজ্জিলা শৃঙ্গার-রস তিন ধনি সঙ্গে ॥
 মনোহিত পূর্ণ করি শ্রীমধুসূদন ।
 সন্তোষিতে রাধিকারে বোলিলা তখন ॥ (১৪৭৫)
 “শুন প্রিয়া প্রাণেশ্বরী আঙ্গার উত্তর ।
 অখনে উচিত নহে—যাও তুমি ঘর ॥”
 প্রণাম করিয়া রাধা করিলা গমন ।
 শ্রীমতী মহোদা ঘরে গেল। ততক্ষণ ॥
 যার যেহি গৃহ-কর্ম্ম যেমত জঞ্জাল । (১৪৮০)
 করিতে দিবস অন্ত হৈল সন্ধ্যা-কাল ॥
 ধেনু বৎস লৈয়া আসিলা শ্রীহরি ।
 জননীর স্তন পিয়ে মায়া-রূপ ধরি ॥
 তখনে শরবরী হৈল—শুইল সর্ব-লোক ।
 স্বাধার সহিতে হরি করিলা কোতুক ॥ (১৪৮৫)
 পূর্ব-ক্রমে বিহার করিলা ভগবান ।
 পরিণাম-ফাগে হৈল নিশি অবসান ॥
 এভাবে উঠিয়া হরি গেল। নিজ ঘর ।
 দেখু দোহি দুখ দিলা মায়ের গোচর ॥
 সর-লবনী তবে খাইয়া রাম-কানু । (১৪৯০)
 বৃন্দাবনে চলি যাঞি লৈয়া সব দেখু ॥
 নিত্য নিত্য রাধার সহিতে কেলি করে ।
 মায়া-র কারণ গোপে না বোলে গোবিন্দে ॥
 বাজাইয়া মোহন বাঁশী চলে গোপীনাথে ।
 শুনিল সকল গোপে হইল বেকতে ॥ (১৪৯৫)
 ত্রাসে গোপ কম্পমান বড় পায় ভীত ।
 দেখিয়া (সকল) গোপে হইলা বিস্ত্রিত ॥”

[২২ সংখ্যক পাঠান্তর—৬৯১৭ পঙ্ক্তির পরে]

রাগ ভাটীয়াল ।

“নিবেদন শুন প্রভু—ধরোঁ রাজা পায় ।
 ভঙ্গিমু গরল—দুঃখ না সহিব পায় ॥ ধ্রু ।
 তখনে বাটাইলু প্রেম না মানিয়া বাধা । (১৫০০)
 পাইলু তাহার কল খোয়ারিণী রাধা ॥
 ভিতরে বাহিরে তনু মোর হৈল কালা ।
 কত বা সহিহু আর বিচ্ছেদের জালা ॥
 বিচ্ছেদ না রাখ যদি প্রভু তোমার সঙ্গে ।
 যোগিনী হইয়া বাইতে পারি তোমার সঙ্গে ॥ (১৫০৫)
 ভবানন্দে বোলে “রাধা শুন স্ববদনী ।
 তোমারে সদয় বড় (কানু) পরশ-মণি ॥”

[২৩ সংখ্যক পাঠান্তর—৭৮১২ পঙ্ক্তির পরে]

“মনে মোর এহি দুঃখ রৈল—
 মেনে মার এহি দুঃখ রৈল ।
 পরাণ বন্ধুর সনে জীতে দেখা নৈল ॥ ধ্রু । (১৫১০)
 প্রাণ মোর পোড়ে যেন কুমারের পনি ।
 বাহিরে লেপনি দিয়া অন্তরে আগুনি ॥
 কহিও বন্ধুর আগে—নহে বধের ভাগ্যী ।
 প্রাণ রহিছে বন্ধুর দরশন লাগি ॥
 বনের হরিণী আমি—কার ধার ধারি । (১৫১৫)
 আপনার মাংসে হৈলু জগতের বৈরী ॥”
 দীন ভবানন্দে বোলে “শুন ঠাকুরাণী ।
 মনে ত ভাবিলে পাইবা ঠাকুর যত্ন-মণি ॥”

[২৪ সংখ্যক পাঠান্তর—৮৭২৭ পঙ্ক্তির পরে]

[তুলসীর উপাখ্যান]

রাজা বোলে “মুনি মুই হইলু চঞ্চল ।
 প্রতিজ্ঞার লাগি রাধা সঙ্গে পাইলা স্থল ॥ (১৫২০)

ঙ্গেপে কহ শুনি^১ আর এক বিবরণ ।
 কুলকে মস্তকে কেনে লৈলা নারায়ণ ॥
 ক হেতু এমত হৈল—বুঝিতে না পারি ।
 হরি মস্তকে কেনে^২ অশ্বরের নারী ॥
 প্রণতি পূর্বক প্রভু করে^৩ নিবেদন । (১৫২৫)
 বিস্তারিয়া কহ শুনি সেহি বিবরণ ॥”
 মুনি বোলে “শুন রাজা পুণ্য-ইতিহাস ।
 ভক্তি-ভাবে শুনিলে বৈকুণ্ঠে হয় বাস ॥
 দত্য-যুগের শেষ-কালে কানব^৪ অশ্বর ।
 পুত্রের মানসে স্তব করিল প্রচুর ॥ (১৫৩০)
 করিল বিবিধ যজ্ঞ ধর্ম্মীয়^৫ আদি ।
 শশমেধ রাজসূয় করিল শতাবধি ॥
 নানা দান নানা-হোম করিল বিস্তর ।
 তথাপি না হৈল পুত্র—চিন্তে নিরন্তর ॥
 তবে রাজ্য পরিহরি স্বপত্নীর সনে । (১৫৩৫)
 উপস্থ করিতে রাজ্য গেল ঘোর বনে ॥
 বৃক্ষ-ডালে লতা-গৃহে^৬ বাকল পরিধান ।
 নিরাহারে নিরালম্বে আরস্তিল ধ্যান ॥
 এহি মতঃতপ করে পুত্রের নিমিত্তে ।
 অত্যন্ত কঠোর তপ স্ব-পত্নী সহিতে ॥ (১৫৪০)
 দৈব-গতি এক দিন দেব পঞ্চ-মুখ ।
 সেহি^৭ বৃক্ষ-মূলে আসি করিঞ^৮ কৌতুক ॥
 অমুচর প্রেত-গণে^৯ মল্ল-যুদ্ধ করে ।
 পত্নী সঙ্গে পদাঘাতে সেহি দৈত্য মরে ॥
 সচকিত প্রেত-গণ দেখি অসম্ভব । (১৫৪৫)
 শিবের সাক্ষাতে দেখাইল এহি^{১০} সব ॥
 বিস্মিত হৈল প্রভু দেব ভূতেশ্বর ।
 ধ্যানে সর্ব তত্ত্ব জানি চিন্তিলা সত্ত্বর ॥

“পুত্র-অভিলাষে^{১১} প্রাণ দিল দুই-জনে ।
 অবশ্য হইব পুত্র আমার কারণে ॥” (১৫৫০)
 এহি পবিচিন্তি প্রভু দেব ভূত-নাথ^{১২} ।
 উপাড়িলা জটা—অগ্নি উপজিল তাত ॥
 সেহি অগ্নি দিয়া দহে মৃত্যু দুই-তনু ।
 ভস্ম হনে^{১৩} জন্মে বীর তেজে চন্দ্র^{১৪}-ভানু ॥
 অত্যন্ত স্নান-তনু প্রসন্ন-বদন । (১৫৫৫)
 কত-ক্ষণে মৃত্যু^{১৫} হৈল সেহি দুই-জন ॥
 পুত্র-মুখ দেখি তারা শিব-পুরে যায় ।
 কুনারে প্রণতি করে শঙ্করের পায় ॥
 আনলে ত উতপত্তি ললাটে ব্রহ্ম-অক্ষ ।
 কৃপায়ে শঙ্কর তার নাম গুঠিলা শঙ্খ ॥ (১৫৬০)
 শিবে বোলে “শুন শঙ্খ বচন আমার ।
 বর মাগি লও শীঘ্র যে ইচ্ছা তোমার ॥”
 শঙ্খে বোলে—“শুন প্রভু মোর নিবেদন ।
 অশ্বর-বানিতে জন্ম তোমার কাবণ ॥
 বদাশি কবিতা কৃপা মোর শুভ-দিনে । (১৫৬৫)
 সংগ্রামে ত মোনে যেন কেহ নাতি জিনে ॥
 অতঃ প্রভু ত্রিলোচন মাগো আন^{১৬} বর ।
 সতী পতিব্রতা যেন পত্নী হয় মোর ॥”
 শিবে বোলে “এহি হৈব আমি দিল বর^{১৭} ॥
 ত্রৈলোক্য-বিজয়ী পত্নী ততবেক তোব ॥” (১৫৭০)
 যেহি চাইলা পাইল,—সতী-বর দিল আমি ।
 কিন্তু যে সত্যতা ভাঙ্গে তার বধা তুমি ॥
 যাও যাও শঙ্খ—ব্যাজ না কারও আর ।
 পৈত্রিক^{১৮} রাজ্য গিয়া কর অধিকার ॥”
 এহি বোলি শিবে শূল দিলা তার হাতে । (১৫৭৫)
 দণ্ডবত হৈয়া শঙ্খে চলিল। তুরিতে ॥

(১) ‘কহ শুনি’ স্থলে ‘তিনিছি’ গ ; (২) ‘মস্তকে ত
 বৈসে’ গ ; (৩) ‘কালব’ গ ; (৪) ‘ধর্ম্মীয়’ ক ; (৫) ‘তৈল-
 বজ্রিত অর্থে’ গ ; (৬) ‘করেন’ ক ; (৭) ‘অমুচর
 চর-গণে’ ক ; (৮) ‘দেখায় তারা’ গ ; (৯) ‘বিস্তর’ ক ;

(১০) ‘পুত্রের কারণে’ ক ; (১১) ‘ভোলানাথ’ ক ;
 (১২) ‘তাহে’ ক ; (১৩) ‘চন্দ্র’ ক ; (১৪) ‘ভস্ম’ ক ;
 (১৫) ‘অচল’ গ ; (১৬) ‘শিবে বোলে’ ইত্যাদি লোক-বয়
 ক-পুথিতে নাই । (১৭) ‘পিতৃ’ গ ।

কত দিনে নিজ দেশ সব হৈল তার ।
 দিখিজয় করিয়া করিল অধিকার ॥
 এহি মতে সন্তোষে আছয়ে দৈত্য-বর ।
 দৈবে এক দিন আইল চিত্রাক্ষের চর ॥ (২৫-০)
 বসিছে অম্বর-পতি হেম-সিংহাসনে ।
 হস্ত-যোড়ে দূত কহে তান বিদ্যামানে ॥
 “রাজ-রাজেশ্বর তুমি সর্ব-গুণ-ধর ।
 এক নিবেদন মোর অবধান কর ॥
 গন্ধর্ব্বের রাজ-চক্রবর্তী চিত্রাক্ষ । (১৫৮১)
 মন দিয়া শুন রাজা—কহি তান বাক্য ॥
 তাহান কুমারী বৃন্দা সত্যবাদী সতী ।
 তুমিও সামান্য নহে অম্বরের পতি ॥
 তোমার মহিমা-গুণ শুনি অতিশয় ।
 মনে যদি লয়ে তানে কর পরিণয় ॥ (১৫৯০)
 লক্ষ্মীর সদৃশ সে—পাঠক বাণী সম ।
 সর্ব গুণে মুখ্য বৃন্দা অতি মনোরম ॥
 অদ্যাপিহ নিষ্কলে পড়ায়ে নিরন্তর ।
 বৃন্দার ছাত্রে পড়ে পাঠক বিস্তর ॥”
 দূতের বচন শুনি ভাবে রাজা শঙ্খ । (১৫৯৫)
 “তব্ব না জানিলে হৈব পশ্চাতে কলঙ্ক ॥”
 শঙ্খে বোলে “যাও চর শীঘ্র-গামী হৈয়া ।
 কহিও বৃন্দারে আমি করিমু যে বিয়া ॥”
 প্রণাম করিয়া চরে গেলা শীঘ্র-গতি ।
 পরিণামে চিন্তে তবে শঙ্খ দৈত্য-পতি ॥ (১৬০০)
 কি মতে ইহার ভেদ জানিমু নিশ্চয় ।
 অসতী বা সতী কিছু না জানি নির্ণয় ॥
 এহি ভাবি শঙ্খে ব্রাহ্মণ-বেশ ধরি ।
 একেশ্বর চলি গেলা চিত্রাক্ষের পুরী ॥
 নিষ্কলের স্থানে গেলা শাস্ত্র পড়িবার । (১৬০৫)
 বৃন্দার ছাত্রে ত গিয়া সঙ্গে মিলে তার ॥

দেখিয়া বৃন্দার রূপ অতি-মনোহর ।
 মোহিত হইল শঙ্খ ফুটি কাম-শর ॥
 মিথ্যা না হইব চরে কৈল যত কথা ।
 অভিপ্রায়ে জানিলা যে সতী পতিব্রতা ॥ (১৬১০)
 এহি মতে শঙ্খেও পড়িল কথ দিন ।
 বৃন্দার সহিত প্রীত হৈল দৈবধীন ॥
 তবে এক-দিন শঙ্খে বুঝিতে সতীত্ব ।
 হাসিতে হাসিতে বোলে বৃন্দার বিদিত ॥
 “শুন শুন সুবদনি কর অবধান । (১৬১৫)
 যদি কৃপা-যুক্ত হৈছ মার্গে এক দান ॥”
 অভিপ্রায়ে বৃন্দা তার মানস বুঝিয়া ।
 না কহিল কটু-বাক্য প্রীতের লাগিয়া ॥
 মুখে মাত্র মিষ্ট কহে অন্তরেত দঢ় ।
 “আমি অকুমারী—লজ্জিলে দোষ বড় ॥ (১৬২০)
 বিবাহ হইলে তুমি আসিও মোর কাছে ।
 করিমু উচিত—তোমার মনে যত আছে ॥
 দৈবে তুমি দ্বিজ-বর অতুল মহিমা ।
 অখনে আমার প্রতি মনে কর ক্ষমা ॥”
 শঙ্খে না পারিল সত্য করিবারে ভঙ্গ । (১৬২৫)
 বিবাহ করিতে তান হৈল বড় রঙ্গ ॥
 গুরুকে দক্ষিণা দিয়া করিলা বিদায় ।
 বৃন্দারে সম্ভাষা করি নিজ-পুরে যায় ॥
 বৃন্দা বোলে, “শুন দ্বিজ বচন আমার ।
 কোন দেশে বৈস তুমি কহ সমাচার ॥” (১৬৩০)
 দ্বিজ বোলে “তুমি আমার না পুরিলা আশ ।
 শঙ্খ-অম্বরের পুরে আমার নিবাস ॥
 অবশ্য বিবাহ শঙ্খে করিব তোমারে ।
 প্রেম-ভাবে মনে মাত্র রাখিও আমারে ॥”
 বৃন্দা বোলে “যাও দ্বিজ আপনার ঘর । (১৬৩৫)
 অবিলম্বে বিহা হোক—দেহ এহি বর ॥”

(১) ‘পাঠকো’ বর্জ গ; (২) ‘মুখ্যবন্দা’ ক;
 (৩) ‘পাঠকো’ গ; (৪) ‘জানিয়া’ গ;

(৫) ‘সভাক্ষ’ (‘সৌভাগ্য’) গ; (৬) ‘হইলা’ গ;

প্রণাম করিয়া বৃন্দা দিলেক মেলানি ।
 * হরযিতে নিজ-পুরে গেলা দৈত্য-মনি ॥
 চিত্রাক্ষেরে সন্বাদ পাঠাইয়া দৈত্য-রাজ ।
 বিবাহ করিতে গেলা করি দিব্য সাজ ॥ (১৬৪০)
 বিভাং করি বৃন্দারে আনিলা নিজ দেশে ।
 মদন-মোহিত শঙ্খ বৃন্দার সুবেশে ॥
 বৃন্দার সহিতে থাকে নিশি অন্ধকারে ।
 দিবাতে না দেয় দেখা সত্য বুদ্ধিবারে ॥
 এক-দিন গেল শঙ্খ যুগয়ার চলে ॥ (১৬৪৫)
 সৈন্যে করিয়া সাজ চতুরঙ্গ-দলে ॥
 সৈন্য সব পথে রাখি দ্বিজ-রূপ ধরি ।
 বৃন্দার দ্বারেত গেলা সঙ্গোপন করি ॥
 দাসীর প্রমুখে কৈয়া জানাইল বৃন্দারে ।
 ছাত্রের পাঠক জানি আইলা দেখিবারে ॥ (১৬৫০)
 সেতি দ্বিজ দেখি বৃন্দা কৈল নমস্কার ।
 “কি কার্য্যে আসিছ দ্বিজ—কহ সমাচার ॥”
 দ্বিজ বোলে—“বৃন্দা সত্যবাদী নাম হোর ।
 * সত্য করি কি জিজ্ঞাসা আমার গোচর ॥”
 দ্বিজের বচনে বৃন্দা চিন্তা-যুক্ত অতি ॥ (১৬৫৫)
 কি বলিল কি হইব—না বুঝে যুগতি ॥
 ক্ষেণেক ভাবিয়া বোলে গন্ধর্ব-কুমারী ।
 “বিধিয়ে নির্মিছে আমা করি পর-নারী ॥
 ছই-মতে দোষ বড় শুন দ্বিজ-বর ।
 সতীষ করিলে ভঙ্গ পাতক বিস্তর ॥ (১৬৬০)
 কথার নিমিত্তে যদি মজিয়ে কলঙ্কে ।
 মারিব তোমারে—শুন দুর্জয় শঙ্খে ॥
 অপকর্ম্ম অপযশ রহিব সংসারে ।
 আশ্রিতে ব্রহ্ম-বধ ঠেকিব প্রকারে ॥

যাও দ্বিজ—দেও বর কিবা দেও শাপ । (১৬৬৫)
 স্বামী বিনে সকল পুরুষ মোর বাপ ॥”
 এহি বোলি বৃন্দা অন্তঃপুরে গেলা চলি ।
 অত্যন্ত হরিষ-যুক্ত শঙ্খ মহাবলী ॥
 ব্রাহ্মণের বেশ ছাড়ি নিজ-বেশ ধরি ।
 সৈন্য সঙ্গে শঙ্খ গেলা পথ হনে ফিবি ॥ (১৬৭০)
 অবিলম্বে চলি গেলা বৃন্দার মন্দিরে ।
 নাম ধরি বৃন্দাকে ডাকয়ে নবেশনে ॥
 দিবাতে শঙ্খের রূপ বৃন্দা না দেখিছে ।
 হেন মনে লয়—পুনি সে দ্বিজ আসিছে ॥
 রাজ-বেশ দেখি বৃন্দা হৈল ধন্দ-মত । (১৬৭৫)
 আপনার পতি জানি আসিল অগ্রত ॥
 তখনে জাণিল বৃন্দা রাজাব চাতুরি ।
 সতীষ বৃন্দাতে আইল বিশ্র-রূপ ধরি ॥
 তবে শঙ্খে আলিঙ্গন কৈল বৃন্দা স্বর্ণে ॥
 কেলি-কলা-কৌতুহলে আছিল কৌতুকে ॥ (১৬৮০)
 এতি মতে হরিণে আভয়ে দৈত্যেশ্বর ।
 বৃন্দার সতীষে লক্ষ্মী বাড়িল বিস্তর ॥
 সপ্ত-দ্বীপ পৃথিবী জিনি বাজ-দলে ॥
 তবে অধিকার কৈল সপ্ত রম্য-দলে ॥
 সপ্ত-স্বর্গ জিনিয়া আনিল দেব-গণ ॥ (১৬৮৫)
 আপনা পুরীত কাধে কৈল নিয়োজন ॥
 ব্রহ্মবে করিল আশ্রা অন্তব-ঈশ্বর ।
 “বেদ পাঠ কর তুমি আমার গোচর ॥”
 ইন্দ্রের করিল আশ্রা “ধর দণ্ড-ভাতি ॥”
 পবনের বোলে “তুমি হইবা সাবধি ॥” (১৬৯০)
 ধন-রক্ষা কবিবাবে কুবেরকে দিল ।
 জল বহিতে আশ্রা বরুণে করিল ॥

(১) ‘ভ্রমতে’ গ; (২) ‘বিবাহ’ গ; (৩) ‘মদন
 জিনিয়া’ গ; (৪) ‘শঙ্খ অধিকারী’ গ; (৫) ‘কারণে’ গ;
 (৬) ‘কি জিজ্ঞাসা’ হলে ‘জিজ্ঞাস কেনে’ গ;

(৭) ‘বৃন্দার’ গ; (৮) ‘শঙ্খ’ গ; (৯) ‘বৃন্দার সুবেশে’ গ;
 (১০) ‘সহিতে’ ক; ‘সত্য’ গ; (১১) ‘পাতালে’ গ;
 (১২) ‘আপনা প্রাসাদ’ ক; (১৩) ‘ইন্দ্রেরে’ ইত্যাদি
 শ্লোক-ব্যাখ্যা গ-পুথিতে নাই ।

অগ্নিরে বোলয়ে “তুমি হীন-তেজে থাক ।”
 শমনেরে বোলে “তুমি বন্দী আন’ রাখ ॥”
 মুনি সকলেরে বোলে করিবারে স্তুতি । (১৬৯৫)
 হাতে-অস্ত্রে সাক্ষাতে রাখিল কৈরুতি° (১) ॥
 উচ্চৈঃশ্রবা ঐরাবত পুষ্পক-বিমান ।
 সকল কাড়িয়া নিল আপনার স্থান ॥
 বসন্ত-আদি ষড়-ঋতু আনিল সাক্ষাত ।
 মলয়া-পর্বত আনি দেয় গন্ধ-বাত ॥ (১৭০০)
 মেনকা প্রভৃতি বোল-শত বিদ্যাধরী ।
 বৃন্দার সাক্ষাতে নৃত্য করে অন্তঃপুরী ॥
 এহি মতে শঙ্খ-দৈত্যে অধিকার করে ।
 বৃন্দার সতীত্বে কেহ জিনিতে° না পারে ॥
 অপমানে বেব-ঋষি চিস্তে° নিরন্তর । (১৭০৫)
 শিবের সাক্ষাতে গিয়া কান্দিল বিস্তর ॥
 শিবে বোলে “দেব-গণ কান্দ কি কারণ ।
 অত্যন্ত সঙ্কট আছে শঙ্খের মরণ ॥
 বৃন্দার সতীত্ব° যদি ভাঙ্গিবার পার° ॥
 নিঃশঙ্ক হইয়া গিয়া শঙ্খ-দৈত্য মার° ॥ (১৭১০)
 তাহা শুনি দেবগণ হইলা নৈরাশ ।
 কার শক্তি করিব বৃন্দার সত্য নাশ ॥
 ইন্দ্র বোলে—“প্রজাপতি না পার যুছাইতা ।
 আমার বিষয় নহে—কথায় বুঝাইতা ॥”
 জন্মেজয় বোলে “মুনি সন্দেহ হৈল বড় । (১৭১৫)
 ইন্দ্রে কেনে ব্রহ্মারে বোলিল এত দড় ॥”
 মুনি বোলে—“কারণ যে আছেয়ে ইহার ।
 বিস্তারিয়া কহি শুন সেহি সমাচার ॥
 ইন্দ্রের কর্ণে শ্রম হৈল বিশ্বকর্মার ।
 নিবেদন কৈল গিয়া চরণে ব্রহ্মার ॥ (১৭২০)

“এত শ্রম একেখর করিতে না পারি ।
 নিত্য নিত্য বাসবে স্বজয়ে এক পুরী ॥
 ব্রহ্মা বোলে “বিশ্বকর্মা যাও নিজ-স্থান ।
 আমি গিয়া ইহার করিমু সম্বধান ॥”
 আপনার কর্ণে তবে গেল বিশ্বকর্মা । (১৭২৫)
 হংসাসনে° ইন্দ্র-পুরে মিলিলেক ব্রহ্মা ॥
 অজ্ঞ দেখি প্রণমিল সহস্র-লোচন ।
 হেম-সিংহাসন দিয়া করিল স্তবন ॥
 ক্লিষ্ট হাঙ্গিয়া বোলে চারি-আননে°° ।
 “চল পুরন্দর যাই লোমশ-কাননে°°” (১৭৩০)
 ঐরাবতে চড়িয়া চলিলা সুর-পতি ।
 লোমশের তপোবনে গেলা শীঘ্র-গতি ॥
 অশ্বথের পত্র নাথে মুনি বৃক্ষ-স্থলে ।
 সর্বদাঙ্গ-ভূষিত লোম—নাহি বক্ষ-স্থলে ॥
 ব্রহ্মা বোলে “শুন মুনি বচন আমার । (১৭৩৫)
 বক্ষ-স্থলের লোমাবলী কি হৈছে তোমার ॥”
 মুনি বোলে “প্রজাপতি করিয়ে তোমাতে !
 এক গাছি লোম পড়ে এক ইন্দ্র-পাতে ॥”
 বিস্মিত হইয়া তবে কোলে সুর-নাথে°° ।
 “গৃহ না করিয়া কেনে পত্র দেও মাথে ॥” (১৭৪০)
 মুনি বোলে “আমার জীবন কত ক্ষণ ।
 সুখ-বাঞ্ছা করিলেহ°° অবশ্য মরণ ॥
 মহামায়ার যোনি জানি অশ্বথের পাত ।
 মায়া মোহ সার জানি দিয়াছি মাথা ॥”
 হাঙ্গিয়া ইন্দ্রকে পুনি বোলিলেন ব্রহ্মা । (১৭৪৫)
 “নিত্য বোল পুরী স্বজ°—কৈল বিশ্বকর্মা°° ॥”
 দেখিয়া শুনিয়া ইন্দ্র হৈল ধন্দাকার ।
 সেহি হনে নিত্য পুরী না স্বজিলা°° আর ॥

(১) ‘আপন’ ক ; ‘আন গণ’ গ ; (২) ‘নিল’ গ ;
 (৩) ‘ঋতি’ গ ; (৪) ‘লজ্জিতে’ গ ; (৫) ‘কান্দে’ ক ;
 (৬) ‘সত্যতা’ গ ; (৭) ‘পারে’ গ ; (৮) ‘মারে’ গ ;
 (৯) ‘তাকে’ গ ;

(১০) ‘ইন্দ্র সনে’ গ ; (১১) ‘চারি বদন’ গ ; (১২) ‘লোমশ-
 কানন’ গ ; (১৩) ‘লোক-নাথে’ গ ; (১৪) ‘করি যবে’ গ ;
 (১৫) ‘নিত্য বোলপ্রি পুরী স্বজই বিশ্বকর্মা’ গ ;
 (১৬) ‘স্বজই’ গ ;

এহি ক্রোধে ব্রহ্মারে বোলিল পুরন্দরে ।
 “এক-চিহ্নে শুন যেহি হৈল তার পরে ॥ (১৭৫০)
 ইন্ডের বচনে ব্রহ্মা ভাবিলা বিস্তর ।
 শঙ্খের নিধন হেতু চিস্তে নিরন্তর ॥
 শঙ্খের ঐখ্যা তবে বাড়ে দিনে দিনে ।
 দেব লৈয়া গেল ব্রহ্মা ক্ষীরোদ-পুলিনে ॥
 অনন্ত-শয়নে প্রভু জল মধ্যে আছে । (১৭৫৫)
 বাণী কমলা বসি আছাড়ি তান কাছে ॥
 অন্তরে থাকিয়া দেখে করিলা স্তবন ।
 “নমো জগদীশ প্রভু নমো নিরঞ্জন ॥
 অনন্ত-শয়ন প্রভু নমো জ্যোতির্ময় ।
 নমো নৈরাকার প্রভু নির্লেপ-আশ্রয় ॥ (১৭৬০)
 নমো পদ্ম-নারী নমো শ্রীমধুসূদন ।
 নমো সর্ব-ভূত-জীব ব্রহ্ম-সনাতন ॥
 নিখিল ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ড সকল তোমার ।
 দুষ্ট-জন—তাকে কেনে না কর সংহার ॥
 অনন্ত মহিমা-সীমা কে বুঝিতে পারে । (১৭৬৫)
 শিবে মাত্র জানে কিছু—রূপা হৈছে তারে ॥
 আমি-সবের শত্রু নাণ রূপা-মুক্ত হৈয়া ।
 উদ্দেশ্যে স্তবন করি অন্তবেতে রৈয়া ॥”
 ব্রহ্মা-আদি দেব ঋষির শুনিয়া স্তবন ।
 অশ্বরে থাকিয়া বোলে ব্রহ্ম-সনাতন ॥ (১৭৭০)
 “কেনে আসিয়াছ ব্রহ্মা লৈয়া দেব-মুনি ।
 কোন জনে কি করিছে—কহ তাক শুন ॥”
 ব্রহ্মা বোলে “অহে প্রভু কি কহিব আমি ।
 অন্তরে সকল জান—তুমি অন্তর্ধারী ॥
 তথাপি তোমার পদে করি নিবেদন । (১৭৭৫)
 শঙ্খাহরে যত করে না যায় কহন ॥
 ইন্ডেরে করিল নিয়া তার ছত্র-ধারী ।
 কুবেরেরে করিয়াছে ধর্মের ভাগ্যারী ॥

বন্দী-আরক্ষক করি শমনকে দিল ।
 দেবের বাহন-ধন-রত্ন কাটি নিল ॥ (১৭৮০)
 বরুণের কর্ম নিরন্তর আনে জল ॥
 শুনিয়া অখিল-পতি হাসিয়া বিকল ॥
 “কহ প্রজাপতি তোমা করিছে কেমন ।
 শুনিলার শ্রদ্ধা বড় তোমার কখন ॥”
 বিরিকি বোলে “প্রভু শুন নৈরাকার । (১৭৮৫)
 বেদ পাঠি নিবন্তর—ই কর্ম আমার ॥
 অখনে শঙ্খে মোরে দিছে ই বিষয় ।
 বুঝিতে না পারি পবিধানে কিবা তয় ॥
 শঙ্খে চলিল যদি করিতে খেয়াল ॥
 আগে পাছে চলি যায় অষ্ট লোক-পাল ॥ (১৭৯০)
 সন্নীর সারথি—পুষ্পক-রথ ধনেশের ।
 এতি কহিলাম প্রভু বিপত্তি দেবের ॥
 আর বারে যে কার্যে নিবোজে মনে গৈলে ।
 কেহরে প্রসাদ দেয় রূপা-মুক্ত হৈলে ॥
 তিন লোক জিনি শঙ্খে কবে অধিকার । (১৭৯৫)
 বন্দার সতীত্ব-ফনে হৈল পুনরার ॥
 বন্দার সতীত্ব-ভঙ্গ যেহি জনে কবে ।
 সেহি সে মারিব শঙ্খ করিছে শঙ্করে ॥
 জানিয়া জিজ্ঞাস—তে করিলু নিবেদন ।
 সৃষ্টি রক্ষা হৈব—কর শঙ্খেবে নিধন ॥” (১৮০০)
 বিরিকির কাকু-বাণী শুনি পরিচাব ।
 মারিতে অস্ত্র-শঙ্খ কৈলা অঙ্গীকার ॥
 আশ্বাসিয়া বিদায় করিলা দেব-গণ ।
 সিদ্ধ হনে কাল-রূপ নিকলে তখন ॥
 দিক-ভ্রমণে শঙ্খ গেছে অতি দূরে । (১৮০৫)
 শঙ্খ-রূপে গেলা প্রভু তার অন্তঃপুরে ॥

দেখিয়া বৃন্দার রূপ ক্ষেমা না করিলা ।
 মদনে মোহিত হৈয়া ভুঞ্জে রতি-কলা ॥
 বৃন্দার সতীত্ব ভঙ্গ করি নারায়ণ ।
 হইলা পুরীর বাহির^(১) প্রসন্ন-বদন ॥ (১৮১০)
 ঘারে বাহির হৈলা^(২) প্রভু হরিণ প্রচুর ।
 হেন কালে আসিয়া মিলিল শঙ্খাস্বর ॥
 আপনা আকার দেখে—ভেদ নাহি অঙ্গ ।
 অভিপ্রায়ে জানিল বৃন্দার সত্য-ভঙ্গ ॥
 কোন দৃষ্টে হেন কর্ম করিল মায়ায় । (১৮১৫)
 এহারে বিনাশে^(৩) যদি তবে^(৪) দুঃখ যায় ॥
 এহি বোলি কোপ করি অন্তরে ধরিল ।
 দুইজনে বাহু-যুদ্ধ অতি-বড় হৈল ॥
 অন্তঃপুরে থাকি বৃন্দা ইহারে না জানে ।
 অন্তরের সনে যুদ্ধ করে ভগবানে ॥ (১৮২০)
 না পারে কেহরে কেহ জিনিতে সমরে ।
 অতি-কোপে দুই-জনে মল্ল-যুদ্ধ করে ॥
 শঙ্খের বিক্রমে হরি হইল। মোহিত ।
 এহি ছিজে শঙ্খ গেল আপনা পুরীত ॥
 ঘনে ঘনে বৃন্দারে ডাকিতে লাগে শঙ্খ । (১৮২৫)
 “আজি কেনে বৃন্দা তুমি রাখিলা কলঙ্ক ॥
 স্ত্রী হইয়া বৃত্য তুমি বাঞ্ছিলা আমার ।
 ভিন্ন-পুরুষের সঙ্গে করিলা শৃঙ্গার ॥”
 হস্ত-ঘোড়ে বোলে বৃন্দা বচন মধুর ।
 “আপনে অথনে ছিল মোর অন্তঃপুর ॥ (১৮৩০)
 তবে কেনে বোল প্রভু হেন বাক্য মোরে ।
 শুনিয়া তোমার বাক্য ত্রাস বড় করে ॥”
 শঙ্খে বোলে “শুন বৃন্দা আমার বচন ।
 যে ভাঙ্গিল সত্য—দেখ তাহার মরণ ॥”

এহি বোলি বৃন্দারে লইল হস্তে ধরি । (১৮৩০)
 হের মরিয়াছে সেহি—দেখ প্রাণেশ্বরি ॥
 দেখিয়া বৃন্দার মনে জন্মিল সন্তাপ ।
 “সত্য ভঙ্গ কৈল মোর—তাকে দিমু শাপ ॥
 অজানিতে হেন মোরে দিল অপমান ।
 সহজে আমার শাপে হইব পাষণ ॥” (১৮৪০)
 অতি-কোপে বৃন্দা-সতী কহিতে এমন ।
 তখনে ত্রিলোক-নাথে পাইলা চেতন ॥
 তবে নারায়ণ প্রভুর মনে হৈল কোপ ।
 শঙ্খের আকৃতি এড়ি হৈল। নিজ-রূপ ॥
 নব-জলধর-তনু পাত-বসন । (১৮৪৫)
 স্ত্রীরংস মুল্লার মালা কৌস্তভ ভূষণ ॥
 চতুর্ভূজ—শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম করে ।
 মরকত^(৫) জড়িত মুকুট-মণি শিরে ॥
 কমল আনন-আঁখি মুকুতা দশন ।
 মকর-কুণ্ডল জ্বলে রবির কিরণ^(৬) ॥ (১৮৫০)
 নব-মালতীর মালা গুঞ্জয়। দোসর ।
 আজানু-লম্বিত ভুজ অতি মনোহর ॥
 চরণ-কমলে শোভে কনক-নুপুর ।
 দেখিতে নয়নে শোক পাপ যায় দূর ॥
 তবে শঙ্খে কোপ করি প্রবেশিল রণে । (১৮৫৫)
 অতি-বড় সংগ্রাম বাঝিল সেহি ক্ষণে ॥
 বিখস্তর-রূপ ধরি অখিলের পতি ।
 শঙ্খেব হৃদয়ে উঠি বৈসে শীঘ্র-গতি ॥
 সেহি ভরে শঙ্খ-অন্তরে দিল প্রাণ ।
 কান্দিতে লাগিল বৃন্দা প্রভু বিদ্যমান ॥ (১৮৬০)
 নিষাদ ভাবিয়া বৃন্দা কান্দে সক্রোধে ।
 পাঞ্জর দগধে^(৭) তার যেহি জনে শুনে ॥

(১) ‘বার’ গ ; (২) ‘ঘারে ত রহিল’ ক ; ‘ঘারে ত
 বার হৈলা’ গ ; (৩) ‘যদি তবে’ স্থলে ‘তবে মোর’ গ ;

(৪) ‘মকর’ গ ; (৫) ‘নন্দন’ গ ; (৬) ‘দরবে’ ক ;

নাচাড়া ডাঁড়িয়াল রাগ ।

স্বামীর চরণে ধরি কান্দে বৃন্দা স্তন্দরী
“হা হা প্রভু প্রাণেশ্বর শব্দা
সত্য ভজ হৈল ছলে” কি মোর করম-ফলে
(১৮৬৫)

চন্দ্রাক্ষের রহিল কলঙ্ক ॥ ৫ ॥

শিশু-মতি হৈতে সেবি পূজি শৈল-সুতা দেবী
“তুমি স্বামী পাইলু বর-দান ।
পতিব্রতা যে গর্বব বিপাকে হারাইলু সর্ব
অষ্ট হৈল আপনার মান ॥ (১৮৭০)

সতীষ আমার দড় জানি বিবাহ কৈলা আপনি
বহু-রঞ্জে করিয়া যতন ।

ই দুঃখে শরীর শোষে কেবল আমার দোষে
অকালেত তোমার মরণ ॥

আমারে লইয়া কোলে কহিলা মধুর-বোলে
(১৮৭৫)

“সত্য বৃন্দা আমি কহি তোরে ।

তোমার সতীষ ভাঙ্গে যে জন তোমারে লঞ্জে
“সংগ্রামে বধিব সেই মোরে ॥”

অনুদিন এহি ডরে নিবেশ করিলা মোরে
অভাগিনী হৈত সাবধান । (১৮৮০)

গেল সে সতীষ-বোল খাইলু দুই-খান কুল
হেলায়ে অভাগী লৈলু প্রাণ ॥”

এহি বোলি কান্দে নারী নয়নে বরিখে বারি
মুহিলেক শীঘের সিন্দূর ।

অভিমান নাহি আর ছিড়িল গলার হার (১৮৮৫)
অঙ্গের জুষণ করে দূর ॥

দগধে অধিক শোকে করাঘাত হানে বুকে
পরান ভেদিল কাল-ঘুণে ।

“সোয়ামীর বধ-দায় কতেক সহিব গায়
কি বলিব এবে যেবা শুনে ॥ (১৮৯০)

ই দুঃখ সহিতে নারে। গরল খাইয়া মরে।
বোলে। পরশিয়া পতি-পদ ।

যে ভাঙ্গিল সত্য মোর স্বামী নিল যম-ঘর
“তাহার উপরে দিমু বধ ॥”

সত্যবতী-সুত-ব্যাস করিলেক পরকাশ (১৮৯২)
নারদীয়-পুরাণ করি ভগ্ন ।

বিমল ধর্মের অংশ পুণ্যপ্রোক হরিবংশ
ইতিহাস-ক্রমে হৈল মগ্ন ॥

সেহি পুণ্য-কাহিনী মুক্তির লক্ষণ জানি
বাখান করিল পদ-বন্ধে । (১৯০০)

শুনিলে উপজে জ্ঞান শমনেত পরিগ্রাণ
রচিলেক দীন ভবানন্দে ॥

পদ-বন্ধ ।

কান্দিতে স্তন্দরী বৃন্দা দেখি জগন্নাথ ।

সকলগে নিবেদয়ে করি ঘোড়-গাত ॥

“কেনে হেন কর্ম কৈলা প্রভু জগদীশ । (১৯০৫)

কোন দোষে স্বধার কলসে দিলা বিধ ॥

সতীষ ভাঙ্গিয়া প্রভু খোঁটা খুইলা মোর ।

পতি-শোকে বধ দিমু তোমার উপর ॥”

বৃন্দার কল্পে প্রভু হইলা সদয় ।

মধুর-বচনে কহে প্রভু দয়াময় ॥ (১৯১০)

“শুন চন্দ্র-মুখি বৃন্দা না ভাবিহ আর ।

দৈবধীন কর্মে কেনে কর তিরস্কার ॥

(১) ‘বধে’ গ ; (২) ‘দিলা’ গ ; (৩) বোধ হয়—
‘পতিব্রতা যে গৌরব, বিপাকে হারাইলু সর্ব’ প্রকৃতপাঠ
ছিল, কিন্তু লিপিকরদিগের সংস্কৃত-প্ররতার কলে ক ও
প-পুথিতে এইরূপ পাঠ-পরিবর্তন ঘটয়াছে । (৪) ‘সতী
সত্যবাদী দড়, জানিয়া হরিব বড়’ ক ; (৫) ‘বিহা
কৈলা’ ক ; (৬) ‘গেলেন’ গ ;

(৭) ‘স্বামীর’ গ ; (৮) ‘প্রভু মরে মোর দারে, কেমনে
সহিমু গারে, কি বোলিমু ইহারে’ যে শুনে ॥’ ক ;
(৯) ‘ভাঙ্গিয়া’ গ ; (১০) ‘বিহু’ গ ; (১১) ‘স্বা-কলা সর্ব
দিলা’ গ ; (১২) ‘সত্যতা’ গ ;

জন্মিলে অবশ্য বৃত্তা—জন্ম হয় মৈলৈ^(১) ।
 যে হৈছে কিরিতে নয়—তুমি দুঃখী হৈলে ॥
 এহি ভাগ্য মোর হাতে বৃত্তা হৈল তার । (১৯১৫)
 শব্দ-সমুদ্রেতে জন্ম হইব ইহার ॥
 সর্ব দেব তুষ্ট হৈব বাদ্য শুনিলে ।
 সংসার পবিত্র হৈব জল পরশিলে ॥
 সত্য-ভঙ্গ হৈছে করি দুঃখী হৈছ মনে ।
 ত্রিভুবনে সতীত্ব বা আছে^(২) কোন জনে ॥ (১৯২০)
 খেদ পরিহর বৃন্দা—না কর সম্ভাপ ।
 তুমিও আমারে দিছ অতি বড় শাপ ॥
 অন্ন অপরাধে মোরে প্রচণ্ড শাপ দিলা ।
 তুমি বৃক্ষ হৈবা—দৈবের আমি হৈব শিলা ॥
 তোর পত্র দিয়া লোকে পূজিবে আমারে । (১৯২৫)
 ‘তুলসী’ বিখ্যাত নাম হইব সংসারে ॥
 তোর নামে কানন রচিমু এক-কালে ।^(৩)
 সেহি বৃন্দা-বন রাজ্য হৈছিল গোকুলে ॥
 এহি বোলি অন্তরীক্ষ হইলা শ্রীহরি ।
 ছাড়িল শরীর তবে গন্ধর্ব-কুমারী ॥ (১৯৩০)
 প্রথমেহি অধিষ্ঠান হৈল সুর-লোকে ।
 শিবের জটাতে বাচি পড়িল কোতুকে ॥
 তবে বৃক্ষ হইয়া ভরিল ত্রিভুবন ।
 সর্বের লোকে করিল তুলসী পরশন ॥
 শিবের জটাতে গজা তুলসী দেখিয়া । (১৯৩৫)
 বোলিতে লাগিল গজা কুণ্ডল হইয়া ॥
 “শিবের মস্তকে কেন তোর অধিষ্ঠান ।
 কত ভাগ্যে হৈবা তুমি^(৪) আমার লম্বান ॥”
 তুলসী বোলপ্রি “গজা কি বোলিমু আর ।
 অনুচিত বোলি কেনে কর অহঙ্কার ॥ (১৯৪০)

আমার মহিমা তুমি কি জানিবা ওহ ।
 শিবে ত ভিজ্জাসি জান কার কি মহত্ব ॥”^(৫)
 শিবে বোলে “আমি কাবে কি কহিতে পারি ।
 ব্রহ্মার সাক্ষাতে^(৬) চল—বুঝিবা বিচারি ॥”
 এহি বোলি অবিলম্বে গেলা ভূত-নাথ । (১৯৪৫)
 কহিলা সকল কথা ব্রহ্মার সাক্ষাত ॥
 ব্রহ্মা বোলে “এই-দুইর কোথা আছে সীমা ।
 চারি-মুখে কি কহিমু তুলসী-মহিমা ॥
 তথাপি কিকিত কহি মর্ত্যোত যে হৈছে ।
 সনক-কুমারে দেখি মোর ঠাঞি কৈছে ॥ (১৯৫০)
 এক জনে তুলসীরে দিছিল প্রদীপ ।
 দৈবের মুখিক গেল তাহার সমীপ ॥
 সমীরে চকল^(৭) দীপ হইল নির্বাণ ।
 তুষ্ট-বুদ্ধি^(৮) মুখিকে দশিতে দিল টান ॥
 প্রদীপের তৈল খাইতে মুখিকের চিত্ত । (১৯৫৫)
 সেহি টানে প্রদীপ হইল প্রজ্জ্বলিত ॥
 কত দিনে মুখিকের হইল মরণ ।
 মহাপাপী নিতে আইল যম-দূত-গণ ॥
 তাড়ন করিয়া দূতে আত্মা লৈয়া চলে ।
 সেহি পুণ্যে বিষ্ণু-দূতে কাড়ি নিল বলে । (১৯৬০)
 পাতকী মুখিক বৈকুণ্ঠে রৈল স্তম্বে ।
 তুলসীর মহিমা কি কৈমু চারি মুখে ॥
 সহস্র-বদনে যদি সহস্র-মতে কয় ।
 তথাপি তুলসীর গুণ কহিতে সংশয় ॥
 অখিল ব্রহ্মাণ্ডে নাহি তুলসীর সীমা । (১৯৬৫)
 শিবের জটাতে বৈসে—এ কোন মহিমা ॥
 বিষ্ণু-পূজা করে দিয়া তুলসীর পাত ।
 বিষ্ণু-আদি দেব-গণে খরিছে মাখাত ॥
 হেন তুলসীর সনে বান অকারণ ।
 আপনেহ গজা তুমি মছে হীন-জন^(৯) ॥” (১৯৭০)

(১) ‘জন্মিলে’ ইত্যাদি মোক-বর প-পুথিতে নাই ।

(২) ‘বা আছে’ স্থলে ‘রাখিছে’ প ; (৩) ‘তোর ভাগ্য হৈতে তুমি’ প ;

(৪) ‘সজাতে’ প ; (৫) ‘উজ্জল’ প ; (৬) ‘দৃষ্ট বাক্য’ ক ;
 (৭) ‘নীচ-জন’ প ;

এহি কহিলাম রাজা পুরাণ-কথন।

সেহি বৃন্দা গোকুলে ত হৈল বৃন্দাবন ॥

বৃন্দারে মন্তকে হরি ধরিলা প্রস্তুত।

লক্ষ্মীরে শরীর দিবা—এ কোন অদ্ভুত ॥

শিলা-রূপ হৈয়া তুলসীরে লৈলা শিরে। (১৯৭৫)

ভেঁমত লক্ষ্মীরে হরি রাখিলা শরীরে ॥

শালগ্রাম শিলা-চক্র হৈলা অগ্নাধ।

বৃন্দারে তুলসী করি রাখিলা মাধাত ॥

এক দিন প্রজাপতি পূজিলা শালগ্রাম ১।

তুলসীর পত্র দিয়া করিলা প্রণাম ॥ (১৯৮০)

সম্ভব করিয়া পত্র রাখিঞ অস্তুরে।

হাতে তুলি মাথে পত্র লৈলা চক্র-ধরে ॥

নারদে লক্ষ্মীতে তবে কৈলা এহি কথা।

শুনিয়া কমলা কোপে আসিলাঞ তথা ॥

বোলিলা প্রভুরে কিছু কর্কশ-বচন। (১৯৮৫)

“সেহি কর্ম কর যত করে ত্রিলোচন ॥”

প্রভু বোলে তুলসীরে রাখিলাম শিরে।

তোমাকেও রাখিবাম আপন শরীরে ॥

এহি বোলি লক্ষ্মীরে সান্ধিলা হাবোকেশ।

তুলসীর পুরস্কার কহিলাম বিশেষ ॥ (১৯৯০)

নিদাঘেত যে জনে তুলসীরে দেয় জল।

তার ঘরে লক্ষ্মি তুমি সহজে অচল ॥

আপনা সমান স্বর্গে দেখে দেব-রাগে ॥

বৈকুণ্ঠে বসতি নক্ষত্র যত স্বর্গে ॥

কার্তিকেত যেই দেয় আকাশ-প্রদীপ। (১৯৯৫)

লীলায় তরিয়া আইসে আমার সমীপ ॥

শুন প্রাণেশ্বর লক্ষ্মি ক্রোধ দেও ক্ষেমা।

কহিতে না পারি যত তুলসী-মহিমা ॥

বার দরশনেত অঘোর পাপ নাশ।

বৃত্ত্য-কালে পরশিলে বৈকুণ্ঠে নিবাস ॥ (২০০০)

সদায়ে তুলসী থাকে বার মন্তকেত।

চতুর্ভুজ-মূর্তি ধরি আইসে বৈকুণ্ঠে ॥

হেন জন মোর শিরে কত ভাগ্যে বসে।

শরীরে তোমারে রাখিমু প্রেম-রসে ॥

তুলসীর মহিমা যে না যায় কহন। (২০০৫)

তুমিও লক্ষ্মি জীব-প্রাণ নহে হীন-জন ॥

হরের শিরেত গঙ্গা শরীরে ভাবানী।

তথাপিও শক্তি-ব্রহ্ম ত্রিভুবনে জানি ॥

ইহাতে ছোট-বড় নাই—মহিমা সে চাহি।

কিন্তু তুলসী যজ্ঞ-স্থল আর নাই ॥ (২০১০)

কষ্ট না করিও প্রিয়া ক্রোধে দেও ছেদ।

তুলসী তোমার মাত্র কিছু নহে ভেদ ॥

এক-কালে এহি নামে পুষ্প-বন করি।

ক্রীড়া-রস তাহাতে করিবা প্রাণেশ্বর ॥

হেন তুলসীর সনে ভাব কেনে ভীন। (২০১৫)

আমার শরীর জান তোমার অধীন ॥”

তবে লক্ষ্মী সিদ্ধান্ত কিছু না করিল আর।

বুঝিতে প্রভুর মায়া শক্তি আছে কার ॥”

মুনি বোলে “ভাগবত শুনিলা কি কথা।

প্রভুর অলজ্জা বাক্যে না হৈল অস্থথা ॥ (২০২০)

মহাজনের বাক্য কভু নহে ভঙ্গ।

ই কোন অদ্ভুত—লক্ষ্মী পাইবা তান অঙ্গ ॥

অস্থরের স্ত্রী বৃন্দা—সে পাইল হরিরে।

এতেকে লক্ষ্মীরে প্রভু রাখিলা শরীরে ॥

হরির মায়ায়ে আর কেহ না জিজ্ঞাসে। (২০২৫)

রাধা অঙ্গে রাখি রতি ভুঞ্জয়ে বিশেষে ॥

নিতি নিতি মদন-কলা করয়ে কৌতুকে।

নিশি-দিশি মদন-কলা করয়ে মন-মুখে ॥

না জানে আছিল কেহ—কিছু নাই বোলে।

এক-অঙ্গে দুই-জন আছে কুতূহলে ॥ (২০৩০)

সত্যত প্রহ্লাদ ছিল ভক্তি-রাগ-রত।

সবংশেত বলি-রাজা হৈল তেন মত ॥

(১) অতঃপর ক-পুঁথি খণ্ডিত; বাকি পত্রগুলি পাওয়া যায় নাই। (২) ‘মন্তকে’ ন;

ধাপরে মরুত-রাজ। ভাগবত অতি ।
 কলি-যুগে ভাগবত তুমি নর-পতি ॥
 তুমি হনে বিস্তার নানা ধর্ম-অংশ । (২০৩৫)
 তুমি হনে পবিত্র হইল সর্ব বংশ ॥
 একাশী পুরাণে বিবেক-রসে তব ।
 এতেকে তোমারে বোলি পুণ্য ভাগবত ॥
 ভক্তি-ভাবে জিজ্ঞাসিলা কহিলাম রঙ্গে ।
 এহি-মতে তিলোত্তমা লীন কৃষ্ণ-অঙ্গে ॥ (২০৪০)
 যে রোগ আছিল শুনিয়া ধর্ম-অংশ ।
 দূর হৈতে সে সব শুনাইলু হরিবংশ ॥
 স্থখে রাজ্য কর রাজা সারদা-নন্দন ।
 আমাকে মেলানি দেও যাই তপোবন ॥”
 কুশাসন তেজি রাজা দণ্ডবত করি । (২০৪৫)
 প্রদক্ষিণ করি বোলে চরণেত ধরি ॥
 “আর এক নিবেদন করে” না বুঝিয়া ॥
 অপরাধ ক্ষেমি মোর যাইবা প্রবোধিয়া ॥
 না পুছিলে সন্দেহ রয়—মনে পায়ু তাপ ।
 সজ্জকপে কহিয়া সন্দেহ দূর কর বাপ ॥ (২০৫০)
 যুনি বোলে “যে সন্দেহ আছয়ে তোমার ।
 জিজ্ঞাসিয়া শুন তারে সারদাকুমার ॥”
 রাজা বোলে “লীন রাখা প্রভুর শরীরে ।
 গোকুলের গোপী-গণ শুনি প্রাণ ধরে ॥

ধোল-শত গোপী সঙ্গে দেব দামোদর । (২০৫৫)
 নানা ক্রীড়া কৈলা রহি গোকুল নগর ॥
 যাহাকে পরশ কৈলা শ্রীমধু-সুদন ।
 তারা সবে কখন গতি কহ উপোধন ॥”
 যুনি বোলে “লীন যদি হইলেক রাখা ।
 গোকুলে শুনিলে তারে শ্রীমতী মহোদা ॥ (২০৬০)
 শুনিয়া রাখার কথা কান্দিয়া বিস্তর ।
 মহোদা শ্রীমতী প্রাণ তেজিলা স্বর ॥
 ইহা শুনি সব গোপী গেল দেখিবারে ।
 তারাও শরীর ছাড়ি গেল স্বর্গ-পুরে ॥
 শিলাময় দেহ মাত্র রহিল সমার । (২০৬৫)
 বিমান-গমনে গেল বৈকুণ্ঠ মাঝার ॥
 নন্দ-যশোদা তবে এহারে শুনিয়া ।
 রাম-কাকু স্মরি তবে বিস্তর কান্দিয়া ॥
 নিশি গোয়াইল তবে শোক ভাবি মনে ।
 শুনি আইল বুঢ়ী নন্দের ভুবনে ॥ (২০৭০)
 শোকে সর্ব তনু দহে—নাহিক শক্তি ।
 অচেতন হৈয়া তারা পড়ে বহুমতী ॥
 বয়সে আগল বুঢ়ী তেজিল পরাণ ।
 ইন্দ্র-রথে চড়ি গেল কুবেরের স্থান ॥
 চৈতন্য পাইয়া নন্দ যশোদা স্তম্ভরী । (২০৭৫)
 শোকাকুল হৈয়া বৈসে ছুমির উপরি ॥
 প্রভুর জননী বাপ—হেন খ্যাতি যার ।
 অনেক করিছে সেবা নিরবধি তার ॥
 স্তন দিয়া পালিয়াছে—আর সর লনী ।
 আপনে বলিছে মাও দেব চক্র-পাণি ॥ (২০৮০)
 বাপ করি নন্দরে বোলিছে অবিরত ।
 আমা হনে বড় সে যে অখণ্ড-মহত ॥
 বহু-শোকে আকুল হইয়া দুই-জন ।
 হেন কালে আসি দেখে গোয়াল আইমন ॥
 দোহাকে দেখিয়া সে যে হইল ছতশ । (২০৮৫)
 শরীর ছাড়িয়া সে যে চলে স্বর্গ-বাস ॥

* এই নাছোড়-বান্ধা রাজা অজ্ঞেয় হরিবংশের আসল
 পালা শেষ হওয়ার পরেও যুনির নিকট ভবানন্দেই রচিত
 ভুলসী-উপাখ্যানের একটা সুদীর্ঘ পালা করমার্শে করিয়া
 শুনিয়াছেন; যুনি-রাজ এখন নিজ আশ্রমে যাইতে ব্যগ্র
 হইয়া রাজার অহুমতি চাহিতেছেন; এ সময়েও রাজা
 আবার তাঁহার নিকট আর একটা প্রসঙ্গের করমার্শে
 করায়ই প্রসঙ্গটা অনাবশ্যক বুঝা যায়। রাজার প্রশ্নের
 উত্তরে যুনি-বর একটা দীর্ঘ বর্ণনায় ব্রহ্মসোপাঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণের
 পিতা মাতা ও ত্রিরাধার পতি ও শান্তদীর যে পরিণাম
 বর্ণিত করিয়াছেন, তাহার ভাবা ও ভাব হরিবংশের
 সম্পূর্ণ অযোগ্য। ইহা কোন রসজ্ঞানবিহীন পণ্ডিতের
 অসম্বত্বিত্বের অসমর্থ রচনা।

পুষ্পক রথের চড়ি চলে ত্রক্ষ-লোকে ।
 বিদ্যাধরী চামর ঢুলায়ে চারি দিকে ॥
 দিব্য রমণী পাইল রাধার সমান ।
 প্রজাপতির সখা হৈয়া রহে বিদ্যমান ॥ (২০৯০)
 তবে নন্দ-যশোদা তাপিত হৈলা অতি ।
 বিলাপ করিয়া কান্দে স্মরিয়া শ্রীপতি ॥”
 সত্যবতী-সুত-বাস নারায়ণ অংশ ।
 সূক্তক্ষেপে রচিল পুণ্যশ্লোক হরিবংশ ॥
 সেহি শ্লোক বাখান করিয়া পদবন্ধে । (২০৯৫)
 লোকে বুঝিবারে বোলে দীন ভবানন্দে ॥

গায়ন ছন্দ বরাড়ী রাগ ।

“ওএ রে ছুলালিয়া—

তমু দহে তোমা না দেখিয়া ।

কি মোর করম-কলে আমারে ছাড়িয়া গেলে
 গেল তোমা অকুরে লইয়া ॥প্রাণ (২১০০)

গোকুলের যত লোকে প্রাণ দিলা তোমার শোকে
 শ্রীমতী মহোদা আদি করি ।

দেখিবারে আইল বুঢ়ী তাঁঞি গেল প্রাণ ছাড়ি
 'কেমনে দারুণ প্রাণ ধরি ॥

দেখিয়া আইমন গোপে প্রাণ দিল তোর তাপে
 (২১০৫)

অথনে হইলু শোকাকুলী ।

কি রূপে বঞ্চিমু ঘরে অমুক্ষণ প্রাণ বুঝে
 তোর তাপে হইলু ব্যাকুলী ॥”

কান্দে নন্দ-যশোমতী তাপিত হইলা অতি
 জীবনের কিছু নাহি বন্দ । (২১১০)

যাইবা বৈকুণ্ঠ-পুরী না কান্দ বিনয় করি
 কহিলেক দীন ভবানন্দ ॥

পদ-বন্ধ ।

এহি মতে আকুলে কান্দয়ে দুই-জনে ।

আপনে জানিলা মনে দেব নারায়ণ ॥

গরুড়কে স্মরণ করিলা দামোদর । (২১১৫)

কৃষ্ণের স্মরণে পক্ষী আইল সখর ॥

কৃষ্ণে বোলে “পক্ষি-রাজ চল গোকুলেত ।

নন্দ-যশোদারে লৈয়া রাখ বৈকুণ্ঠেত ॥”

আজ্ঞা পাইয়া পক্ষি-রাজ গোকুলেত গেল ।

নন্দ যশোদা দুইয়ে সাক্ষাতে দেখিল ॥ (২১২০)

গরুড় দেখিয়া তারা তেজিলা পরাণ ।

দিব্য শরীর হৈল—হৈল দিব্য জ্ঞান ॥

আপনে বিনতা-সুত হইয়া সারপি ।

বৈকুণ্ঠেত লৈয়া গেল দিব্য-রথ গতি ।

আপনা ঘরেরে লৈয়া দিল সিংহাসন । (২১২৫)

রাখিল কৃষ্ণের আজ্ঞা করিয়া যতন ॥

হেন মতে সবাকৈ করিল পরিত্রাণ

কৃপার সাগর হরি দেব ভগবান্ ॥

রাজা বোলে “মুনি তুমি নারায়ণ-অংশ ॥

তুমি হনে নিস্তার হইল চন্দ্র-বংশ ॥” (২১৩০)

দূরে গেল সর্ব রোগ—দিব্য কলেশ্বর ।

প্রণমিয়া বিদায় করিলা যোগেশ্বর ॥

হরিবংশ শ্লোক ভাঙ্গি কৈল পদ-বন্ধ ।

শিবানন্দ-সুত অধম ভবানন্দ ॥

পুনরপি বোলে রাজা মুনির চরণে । (২১৩৫)

“আর এক বিষয় হইল মোর মনে ॥

রাধা যদি লীন হৈল শ্রীচরিত্র অঙ্গে ।

কি রূপে বঞ্চিলা অষ্ট রমণীর সঙ্গে ॥

কেলি-কলা কেমনে বা সমাকৈ করিলা ।

অষ্ট-রমণী তাতে কোন খানে রৈলা ॥ (২১৪০)

আলিঙ্গন হৈলা রাধা পাইলা নিজ-অঙ্গ ।

কেলি-কলা-রস তাতে কৈলা কি প্রসঙ্গ ॥

ইহাকে বিস্তারি মোকে কহ উপোধন ।

শরীর ছাড়িয়া লীন হৈলা কি কারণ ॥”

তোমার প্রসাদে মোর সন্দেহ গেল দূর । (২১৪৫)

ই কথা সন্দেহ দূর কর বোগেশ্বর ॥”

“চন্দ্র-বংশ-পূজ্য তুমি শুন নৃপ-মণি ।
 সদা-শিবে অর্ক-অঙ্গে রাখিছে ভবানী ॥
 লক্ষ্মী-অংশে তিলোত্তমা চারি বেদের সার ।
 অঙ্গে লীন করি প্রভু লৈলা আপনার ॥ (২১৫০)
 তাহান নিগুঢ় গুহ্য কি পুছ রাজন ।
 উর্ক-পদে ব্রহ্মা না পায় দরশন ॥
 অষ্ট রমণী সেও প্রভুর অঙ্গ-ধারী ।
 অবতার হেতু তান সঙ্গে অষ্ট নারী ॥
 আর যত নারী সব রাজার কুমারী । (২১৫৫)
 তাহান সমান নহে রাখিকা সুন্দরী ॥
 আপনার অঙ্গে ধরি রাখিলেক রাধা ।
 পুরুষ অর্কেক হরি—নারী হৈল আধা ॥
 প্রভুর মহিমা কেহ লক্ষিতে না পারে ।
 সপ্তম বরষের কালে গোবর্দ্ধন ধরে ॥ (২১৬০)
 আর যত কন্ম কৈলা গোবুলেত থাকি ।
 লক্ষ্মী-অংশ সুবদনী রাধা চন্দ্র-মুখী ॥
 ষে রূপ প্রভুর সঙ্গে রাখার বিহার ।
 শুনিয়াছ নৃপ-মণি সারদা-কুমার ॥

ভূত ভবিষ্যত আমি জানি সর্ব-তত্ত্ব । (২১৬৫)
 তথাপি কহিতে নারি রাখার মহত্ব ॥
 তান গোপ্য বিচারিতে শক্তি আছে কার ।
 শুন চন্দ্রবংশী রাজা সারদা-কুমার ॥
 রাজা বোলে “অখনে বিস্ময় গেল মোর ।”
 দণ্ডবত প্রণমিল ব্যাসের গোচর ॥ (২১৭০)
 “আরোগ্য শরীর হোক” ব্যাসে দিলা বর ।
 পূর্ব হৈতে সুন্দর হইল কলেবর ॥
 পুনরপি প্রণমিল ব্যাসের চরণ ।
 অস্তরীক্ষ হইলেন ব্যাস উপোধন ॥
 ত্রী ভাগবত পুণ্যশ্লোকে কথা ধর্ম-অংশ । (২১৭৫)
 গুহ্য অতি বিবরণ শ্লোক হরিবংশ ॥
 ভক্তি-শ্রদ্ধা করি শুনে ভণে যেই জন
 অবশ্য যাইব সেই বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥
 শ্লোক ভাঙ্গিয়া রচিলেক পদ-বন্ধ ।
 শিবানন্দ-সুত অধম ভবানন্দ ॥ (২১৮০)

পত্রিশিষ্ট

টীকা

[মূলের দুই পঙ্ক্তি-গুলি • তারকা-চিহ্নিত করা হইয়াছে]

(২ পঙ্ক্তি)

“সত ব্রহ্ম” ইত্যাদি। (যে নারায়ণ-ব্রহ্মের) ব্রহ্ম, ব্রহ্ম ও তমঃ—এই তিন গুণের নিরূপণার্থে নিঃসংস্রব দ্বারা বিস্তার অর্থাৎ ব্যাপ্তি। তাৎপর্যার্থ—যে ব্রহ্ম নিজে ত্রিগুণের সহিত নিঃসংস্রব হইয়াও ত্রিগুণাত্মক বিশেষ ব্যাপ্ত হইয়া আছেন।

(৪ পঙ্ক্তি)

“কপিল” ইত্যাদি পঙ্ক্তির ‘কপিল’ ‘লোমশ’ ও ‘বাস্যে’—এই তিন-টা কর্তৃ-পদের অধর ঙ্ঠ-পঙ্ক্তির ‘সেবে’ ক্রিয়া-পদের সহিত করিতে হইবে। প্রাচীন বাক্যলার কর্তৃ-কারকে প্রায়ই সম্বন্ধী বিভক্তির এ-কারের প্রয়োগ হয়; এখানে কতক-গুলি কর্তৃ-পদ থাকার অন্তিম ‘বাস্য’, ও ‘লোক-দেব’ শব্দ-দ্বয়ের পরেই কর্তৃ-কারকের চিহ্ন এ-কার প্রযুক্ত হইয়াছে।

(১৭ পঙ্ক্তি)

“চারি বেদ চৌদ শাস্ত্র”। ঋক্-বেদ, যজুর্বেদ, সাম-বেদ ও অথর্ব-বেদ—এই চারি বেদ; শিকা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ—এই ছয় বেদাঙ্গ; মীমাংসা, স্তায়, স্মৃতি অর্থাৎ ধর্ম-শাস্ত্র, পুরাণ, আয়ুর্বেদ, ধর্মুর্বেদ, গাণ্ডর্ব-বেদ অর্থাৎ সঙ্গীত-শাস্ত্র ও অর্থ-শাস্ত্র—এই আট প্রকার বিদ্যা—সাকল্যে অষ্টাদশ বিদ্যা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে; প্রাচীন বাক্যলা সাহিত্যে ও লোকোক্তিতে এই অষ্টাদশ বিদ্যা ব্রূহাইতেই “চারিবেদ চৌদ শাস্ত্র” কথার ব্যবহার দেখা যায়। বস্তুতঃ ‘চৌদ শাস্ত্র’ দ্বারা চারি বেদের অতিরিক্ত উক্ত চৌদ-টা শাস্ত্রই বুঝিতে হইবে।

(৫০ পঙ্ক্তি)

“নিজ-রূপে আমি-তুই বাইনু সহিত” বাক্যের অর্থ—অন্ত কোনও রূপ ধরিয়া পৃথিবীতে জন্ম-গ্রহণ না করিয়া আমরা তুই-জনে আমাদের স্বকীয়-স্বর্গিতে তোমার সহিত বাইব।

(৬১ পঙ্ক্তি)

“ইন্দ্রেত সমর্পি” ইত্যাদি। ব্রহ্মার অন্ততম বাসন-পুত্র ভৃগুর গুরুর ও দক্ষ-মৃত্যু ব্যাতির গর্ভে লক্ষীর জন্ম হইলে, তিনি দেব-রাজ ইন্দ্রের ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী-রূপে স্বর্গে বাস করা অবস্থায়, দুর্কীনাঃ সূমির শাপে ইন্দ্র লক্ষী-স্রষ্ট হইলে, লক্ষী-দেবী বৈবরুঠে মহালক্ষীর দেহে বিলীন হন। পরে বিষ্ণু দেব-পুত্রের ভবে তুট হইয়া লক্ষীকে লিঙ্গ-কল্পা-রূপে অজিবার আদেশ দিয়া, লক্ষীর পুত্র প্রাণ্ডির অস্ত্রে দেব-পুত্রকে লক্ষ্মী-মহাসেের উপদেশ প্রদান করেন। এই উপাখ্যান ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের প্রাক্তি-খণ্ডের ৩২৩০ অধ্যায়ে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

(১৭৫—১৭৬ পঙ্ক্তি)

“এক কলা অগ্নিবৈক্য” ইত্যাদি। কল্পিত-রূপে বিদর্ভ-রাজের গৃহে লক্ষ্মীর এক কলা বা অংশ অগ্নিবৈক্য ; সেই কল্পিত-রূপেই প্রদ্যায় অর্থাৎ কাম-দেবের পুনর্জন্ম হইবে।

(২৫১—২৫২ পঙ্ক্তি)

“চিত্র-গুপ্তে” ইত্যাদি। নিয়োগের কার্য ইচ্ছা করা করিতে হইলে, নিজের ক্রিয়ার ক্রিয়ণের নিষেধাত্মক বুঝাইয়া দিতে হয় ; এখানে বস-রাজ ব্রহ্মা-নিয়োজিত হিলাব-রক্ষক চিত্রগুপ্ত, কাল-সুত্র ও শাসন-দণ্ড সহ নিযোজিত। ব্রহ্মার নিকটে উপস্থিত হইয়া, সে সকল ত্যাগ করার, তাঁহার আচরণ দ্বারা কার্য-ত্যাগের দৃঢ়-সংকল্প, স্বতরাং তাঁহার অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রতিকারের একান্ত আবশ্যিকতা ব্যক্তি হইতেছে। ‘কাল-সুত্রম্’ শব্দের অর্থ ‘শব্দ-কল্প-ক্রম’ অভিধানে ‘নরক-বিশেষঃ। তত্ত্ব কুলাল চক্র-সুত্র-ছেদন-রূপম্’ লিখিত হইয়াছে। অর্থাৎ, যেমন কুলারের চাকি ঘুরাইবার সময় কাঁচা সুতাভাণ্ড-সমূহ সুত্র দ্বারা ছেদিত করা হয়, সেই রূপ যে নরকে চক্র-বস্ত্র দ্বারা ঘূর্ণমান পাপীদিগের দেহ তীক্ষ্ণ-ধার অস্ত্রে তিল তিল করিয়া ছেদন করা হয়, উহারই নাম ‘কালসুত্র’ নরক। এখানে কবি বোধ হয়, পুরোক্ত ঘূর্ণন ও ছেদনের যন্ত্রটিকেই ‘কাল-সুত্র’ নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

(৩৬১ পঙ্ক্তি)

“শিবে কাম্যে পঞ্চ-চক্রে” ইত্যাদি। শিবের তিন চক্র ও কাম-দেবের দুই চক্র বলিয়া, উভয়ের সাক্ষাৎকারে চারি-চক্রে দেখা হইল বলিলে, উহা কবির ক্রটি বলিয়া গণ্য হইতে পারিত। ইহা ছাড়া শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে যে, শিবের অগ্নি-রূপী ললাটস্থ নেত্র হইতেই অগ্নি নির্গত হইয়া পলকের মধ্যে কামকে ভস্মীভূত করিয়াছিল। এ অবস্থায় তাঁহার বিনাশের প্রধান সাধন শিবের সেই তৃতীয় নেত্র কিছুতেই উপেক্ষণীয় হইতে পারে না। কবি ‘পঞ্চ-চক্রে’ শব্দ-টীর দ্বারা এখানে শিবের সেই অগ্নি-রূপী তৃতীয় নেত্রটিকে ইঙ্গিত করিয়াছেন।

(৩৮৬—৩৮৭ পঙ্ক্তি)

“অহ-নিশি-ভাব ভিন্ন” ইত্যাদি। দিবা ও রাত্রির ভাব ভিন্ন বটে, কিন্তু রবি না থাকিলে সেই বিভিন্নতার চিহ্ন থাকে না এবং চতুর্দিশ ও প্রকাশ-যুক্ত হয় না ; রত্নের স্বামি-রূপ স্বর্ঘ্যের অভাবে তাঁহার পক্ষেও দিব-রাত্র সমান ও ভাগ্যাকাশ আলোক-হীন হইয়াছে।

(৩৮৮—৩৮৯ পঙ্ক্তি)

“নিজ-পতি” ইত্যাদি। জলে (প্রতিবিম্বিত) ছায়ায় যেমন কোনও বাস্তবতা নাই,—নিজ পতির অভাবেও পত্নীর জীবন সেরূপ অসার হইয়া পড়ে ; (তখন) তাহার পক্ষে কঠোর ব্রত-নিয়মাদি ধর্ম-কার্য ব্যতীত পুণ্য-সঞ্চয় করার আর কোন উপায় থাকে না ; সম্ভবা স্ত্রীর পক্ষে কিন্তু নিজের ও স্বামীর—উভয়ের তুল্য স্রীতি-কর স্বামীর প্রিয়-কার্য-সাধন রূপ সেবা-কাণ্ডের দ্বারাই অনায়াসে অতুল পুণ্য-সঞ্চয় হইয়া থাকে। রত্নের জীবনের এই পরম সার্থকতার স্বযোগ নষ্ট হওয়ারই তাঁহার গুরুতর শোকের কারণ ঘটিয়াছে। পঙ্ক্তি কয়েকটি কবির উৎকৃষ্ট অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক।

(৪১৭ পঙ্ক্তি)

“ভবানীর কনিষ্ঠ ভূমি” ইত্যাদি। সতী ও রতি উভয়েই স্ব-রাজের কন্যা ; স্বতরাং সেই সম্পর্কে রতি শিবের স্ত্রী বটে। পূর্ব-বন্ধে স্ত্রীর কনিষ্ঠা ভগিনীর সহিতই ঠাট্টা-বিজ্ঞপ চলে, সোষ্ঠার সহিত নহে। এই অস্ত্রেই কবি ‘ভবানীর কনিষ্ঠ’ ইত্যাদি লিখিয়াছেন। পতি-শোক-কাড়রা রত্নের সহিত এরূপ অসমত বিজ্ঞপ দ্বারা ভবানীর সময়ে যে সামাজিক কৃতি ভেদন উন্নত ছিল না—উহারই পরিচয় পাওয়া যায়।

(৪২৪-৪২৭ পঙ্ক্তি)

“লগাটের চক্রে” ইত্যাদি। এই হৈয়ালীর পঙ্ক্তি কয়েক-টাব প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, সে সম্বন্ধে আমাদের সম্মত আছে; পঙ্ক্তি-গুলির পাদ-টীকাব পাঠ-বিচার-স্থলে আমরা একটা আনুমানিক অর্থ দিয়াছি, উহা ত্রুটিব।

(৬০৭ পঙ্ক্তি)

“মনে মন-কলা যায়” ইত্যাদি। মনে মনে ভাবী স্থখের চিন্তা ও সেই স্থখের রসান্বাদন কবাকে চলিত ভাষায় ‘মন-কলা’ খাওয়া বলা হয়। শ্রীরাধা প্রথম দর্শনেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অমুগ্ধতা হওয়ায়, তাঁহার বর্ণিত প্রগল্ভ-তায় মনে অসন্তুষ্ট না হইয়া, মনে মন-কলা খাইতে আর কেবল গৌরব দেখাইবার ক্ষমতা মুখে শব্দ কথা বলিতে লাগিলেন। তুলনা করুন—

“ফলে ত ফলে না বঁধু!—মন-কলা খাও মনে মনে।

আগিব নষ্টে, মনের কষ্ট, ক’বে দূর পবের ধনে ॥

দামোদর পাঁচালী

(৬২০-৬২১ পঙ্ক্তি)

“কমল-কলিকা আমি” ইত্যাদি। শ্রীরাধাব কথিত ‘কমল-কলিকা আমি’, ‘একাকিনী নারী’, ‘পুরুষ ভ্রমর তুমি’ ও ‘কি বোলিতে পারি?’—এই চারিটা বাক্যেই স্ত্রী-কলা ও হাব-ভাব-সুচক ঐঙ্গিত রহিয়াছে। ‘কমল-কলিকা আমি’—বাক্যের রূপক-অলঙ্কার দ্বারা নিজের স্নেহরস, রসবত্ত্ব, অনাবাদিত্ব ও তজ্জন্ত পরম-বাঞ্ছিতব্য ব্যক্তি হইতেছে; ‘একাকিনী নারী’ বাক্যে নিজের অসহায়তা ও কুপার্বিতা প্রকাশের ছলে রস-বিলাসের অপূর্ণ সুযোগ ধনিত হইতেছে; ‘পুরুষ ভ্রমর তুমি’ বাক্যের রূপক ও নিন্দা-চ্ছলে স্বতি-রূপ “ব্যাঙ্গ-স্বতি” অলঙ্কার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের রসজ্ঞতা হেতু অনাবাদিত-পূর্ণ পুষ্প-গন্ধ-সংগ্রহে স্বাভাবিক লোলুপতা এবং ‘কি বোলিতে পারি?’—বাক্যের দ্বারা নিজের চিত্তের অস্থিরতা হেতু প্রকারান্তরে শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্রয়-দান ইত্যাদি নানা-ভাব ব্যঞ্জিত হইতেছে। ধনি-পূর্ণ এরূপ অল্প-কথায় অনেক ভাব প্রকাশ করার এরূপ স্নেহ উদাহরণ বাঙ্গালা-সাহিত্যে বড় অধিক দেখা যায় না। ‘একাকিনী নারী’—এই বাক্যের সহিত ভাবতচ্ছিন্ন হইবা মালিনী নিজের পরিচয়-প্রসঙ্গে উক্তি “বাড়ী মোর ঘেরা বটে—থাকি একাকিনী” তুলনীয়।

(৬৭৮ পঙ্ক্তি)

“রাধার শরীর ঘেন” ইত্যাদি। রাধার শরীর প্রেম-বিবশতা হেতু একবারে এলাইয়া পড়িল। (দেখিয়া অজ্ঞ দর্শকের মনে হইল) যেন সূর্য্য (তীব্র উত্তাপ দ্বারা) তাঁহার স্বাভাবিক গতির প্রতিবন্ধকতা করিয়াছে। ‘যেন কঙ্কালেক ভাঙ্গ’—এই বাক্যের ধনির দ্বারা ইহাও ব্যঞ্জিত হয় যে, শ্রীরাধা যেন বস্তুতঃ সূর্য্যের উত্তাপে কান্দ হইয়া পথ চলিতে পারিতেছেন না, এরূপ ছল করিয়া, অলস-বেহে দ্বাত দীবে দীবে চলিতে লাগিলেন।

(৭৮৫-৭৮৬ পঙ্ক্তি)

“অবশে কুণ্ডল” ইত্যাদি। এই কুণ্ডল শোভার অল্প বর্ণ-রত্নাদির নিখিত কুণ্ডল নহে; যোগী-সম্প্রদায়ের চিহ্ন-স্বরূপ শব্দ প্রভৃতি কোনও স্থলত অব্যয় কুণ্ডল কাণে পবা বোধ হয় সে সময়ে প্রচলিত ছিল।

(৯৬৭ পঙ্ক্তি)

‘নহে তোমার প্রেম-যোগ’ ইত্যাদি। (কৃষ্ণ) তোমার প্রেমের উপযুক্ত পাত্র নহে; কেন না (তুমি) তাহার নিকট গৌরবের সম্পর্ক-যুক্ত হইতেছ।

(১৭১ পঙ্ক্তি)

“গরবিত সনে” ইত্যাদি। গৌরবের সম্পর্ক-যুক্ত ব্যক্তির সহিত প্রেম কখনও কর্তব্য নহে। আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে ‘গৌরবিত’ বা ‘গরবিত’ শব্দ ‘গর্কিত’ অর্থাৎ ‘অহঙ্কৃত’-অর্থে ব্যবহৃত হইলেও প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে উহা ‘গুরু-শ্রেণীর মাত্ত-জন’-অর্থে সহচর-শব্দ রূপেই ব্যবহৃত দেখা যায়, যথা—

“গুরু-গরবিতে যতেক গজে।

মণি জলে যেন তিমির-পুঞ্জে ॥”

—জ্ঞানদাস (অ-প-র)

“গুরু-গরবিত নাহি মানে।

নিরুরে ঝরয়ে দু-নয়ানে ॥”

—যছনন্দন (অ-প-র)

কখন কখন ‘গৌরবিত’ বিশেষণ সম্পর্কের প্রতি প্রযোজ্য মনে করিয়া, ঐ সম্পর্কে যে ব্যক্তি লঘু, তাহাকেও ‘গৌরবিত’ বলা হইয়াছে, যথা,—“পুল হনে ভাগিনা না হয় গৌরবিত” (১১২২ পঙ্ক্তি হরিবংশ) এবং হলে ‘গৌরবিত’ বা ‘গরবিত’ শব্দের অর্থ ‘গৌরবের’ সম্বন্ধ-বিশিষ্ট ব্যক্তি-জন্মের অন্যতর বৃত্তিতে হইবে।

(১১৩৯ পঙ্ক্তি)

‘কেনে হেন’ ইত্যাদি। তুমি গ্রাণের বড়াইকে কি জন্তে এরূপ অপ্রিয় কথা বলিতেছ ? (প্রাচীন বাঙ্গালায় কর্ম-কারকে প্রায়ই এরূপ বিভক্তির লোপ দেখা যায় ; সে জন্তে এরূপ স্থলে কর্ম-কারকেই পদ-টাকে কর্তৃপদ বা সম্বোধনের পদ বলিয়া ভ্রম জন্মিয়া থাকে)।

(১২২৫-১২২৬ পঙ্ক্তি)

“রাধার মধুর কথা” ইত্যাদি। রাধার তিরস্কার-বাক্যগুলির মধ্যেও তাঁহার হাব-ভাব-পূর্ণ প্রেমভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। ‘নিজ পতি ঘরে নাই—বড় ভাগ্য তোরা’ বাক্যে ভ্রম-প্রদর্শনের ছলে আশ্বাস-প্রদান, ‘নিজ হইয়া গায়ে হাঁত দিয়া হাস’ বাক্যে অসুখ-প্রকাশের ছলে নিজের রসিকতার খাপন, ‘তুমি হও যুবক জন’ ইত্যাদি বাক্যে কেবল লোকে দেখার ভয় প্রকাশ বাবা ক্রীড়কের সহিত প্রেম করিতে রাধার নৈতিক কোনও আপত্তি না থাকা প্রকাশ পাইয়াছে। রসজ্ঞ নাগর কৃষ্ণের নিকট রাধার প্রেম-সূচক ঐ সকল বাক্য মধুর বোধ হওয়ার, তিনি ‘আনন্দে খলখল’ করিয়া হাসিতে লাগিলেন। রাধার উক্তিভেদে ভবানন্দের উৎকৃষ্ট বর্ণনা-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

(১২৩২ পঙ্ক্তি)

“না বঞ্চিও” ইত্যাদি। মনে অন্য ভাব থাকিলেও বাহিরে বামতা-আচরণ করা স্ত্রী-জাতির স্বভাব বটে। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে এই বামতাকেই ‘স্ত্রী-কলা’ (কৃষ্ণকীর্তনের—‘তিরী কলা’) বলা হইয়াছে। ‘না বঞ্চিও’ ইত্যাদি বাক্যের অর্থ—স্ত্রী-জাতি-মূলত কৃত্রিম বামতার বিস্তার করিয়া আমাকে প্রবঞ্চিত করিও না।

(১৩১১ পঙ্ক্তি)

“মেনকার সনে” ইত্যাদি। মরীচি মূন্নির ঔরসে কলা দেবীর গর্ভে কস্তপ মূন্নির জন্ম হয় ; তিনি দন্ধের অদিতি, দিতি প্রভৃতি সপ্তদশ কস্তার পাণি-গ্রহণ করেন। অদিতির গর্ভে আদিত্য প্রভৃতি দেবগণের ও দিতির গর্ভে দৈত্যগণের জন্ম হয়। কস্তপ-পত্নী মূন্নির গর্ভে মেনকা প্রভৃতি স্বর্গ-বিদ্যাধরীদিগের জন্ম হয়। মেনকার গর্ভে বিশ্বমিত্রের ঔরসে যে কস্তা জন্মে, ঐ কস্তা নৈশবে যাতা কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া কোনও শত্রু অর্থাৎ

পক্ষী কর্তৃক রক্ষিত হওয়ার, উহার নাম শকুন্তলা রাখা হয়। শকুন্তলা কথ মূনি কর্তৃক পালিত হইয়া যৌবনে দুঃস্বপ্নীয় দুঃস্বপ্ন-নামক রাজা কর্তৃক গান্ধর্ব-বিধানে পরিণীতা হন। দুর্কাসার শাপে দুঃস্বপ্নের স্মৃতি-বিলম্ব হেতু অন্তঃসত্ত্বা শকুন্তলা পরিত্যক্তা হইলে, মাতা মেনকা কর্তৃক গৃহীত হইয়া মাতামহ কশ্যপ মুনির আশ্রমে অবস্থান করেন। শাপান্ত হইলে দুঃস্বপ্ন ইজের কার্যে সশরীরে স্বর্গে গমন করিয়া, তথা হইতে প্রত্যাগমন-কালে কশ্যপের আশ্রমে সপুত্র শকুন্তলার সহিত সম্মিলিত হন ও তাঁহাদিগকে সান্নিধ্য প্রদান করেন। কশ্যপ-আশ্রমে সপুত্র শকুন্তলার সহিত সম্মিলন মহাকবি কালিদাসের “অভিজ্ঞান-শকুন্তল” নাটকের অন্তিম অঙ্কে প্রদর্শিত হইয়াছে। শকুন্তলা উপাখ্যান মহাভারত প্রভৃতিতেও আছে, কিন্তু তাহার কশ্যপ-আশ্রমে অবস্থান কালিদাসের নাটক ছাড়া অন্য কোনও গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না। সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ভবানন্দ সচিবতঃ কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তলের বিবরণ অনুসারেই ইহা লিখিয়াছেন।

(১৩৮৫-১৩৮৬ পঙ্ক্তি)

“তোমার পয়োবর” ইত্যাদি। পঙ্ক্তি-দ্বয়ে নিম্ন-লিখিত প্রাচীন সংস্কৃত উদ্ভট-শ্লোকের ভাব গৃহীত হইয়াছে, যথা—

“অপূর্ণো দৃশ্যতে বহিঃ কামিনী-কূট-মণ্ডলে।

দহতি দূরতো গাত্রং হৃদি লগ্নে চ শীতলঃ ॥”

(১৫৭০—১৫৭৪ পঙ্ক্তি)

“তুমি সহি ভাগ্যবতী” ইত্যাদি। শ্রীরাধাকে সখী শ্রীমতী বলিলেন—সখি! তুমি ভাগ্যবতী, তাই শ্রীকৃষ্ণের মত প্রাণ নাথ পাইয়াছ; দৈব-ঘটনায় তোমার ও আমার মধ্যে কোন প্রভেদ নাই অর্থাৎ আমরা উভয়ে এক-আত্মা বলিয়া তোমার প্রাণ-নাথ আমারও প্রাণ-নাথ বটে। শ্রীরাধা শ্রীমতীর উক্ত রসিকতার প্রত্যুত্তরে বলিলেন—সখি! এ তোমারই প্রাণেশ্বর অর্থাৎ ইহাকে যখন তোমার এত মনে লাগিয়াছে, তখন ইনি তোমারই প্রাণেশ্বর হউন; আমি ইহার উপর আমার সকল দাবী পরিত্যাগ করিতেছি, আমাকে মাগ কর; আমি তোমার প্রেমের পথের কষ্টকর হইতে চাহি না। শ্রীরাধা ও শ্রীমতী সখীর ইহা একটা হাস্য-কৌতুক হইলেও পরবর্তী ঘটনার উপর ইহার বিশেষ প্রভাব আছে। শ্রীমতী ও শ্রীরাধার এই হাস্য-কৌতুক হইতেই শ্রীরাধার নন্দন মহোদয় আকার-ইচ্ছিতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার প্রেমের কথা বৃষ্টিতে পারে ও উহা হইতেই পরবর্তী পালার বর্ণিত শ্রীরাধার লাজনার আরম্ভ হয়। তন্নিম্ন শ্রীমতীর উক্তি “সঞ্জন সহ—এহি নি ল নন্দের কোণর” ইত্যাদি গাত বিশেষতঃ উহার অন্তিম-কলির “তুমি সহি ভাগ্যবতী” ইত্যাদি বাক্য হইতেই শ্রীরাধা বৃষ্টিতে পারেন যে, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতীরও প্রেম জন্মিয়াছে। অভিন্ন-হৃদয়া সখীর এই প্রেম-পিপাসার চরিতার্থতার জন্য শ্রীরাধা তাঁহার স্বাভাবিক উদারতা হেতু পরে যে স্বতঃপ্রসূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীমতী সখীকে সম্মিলিত করিয়াছিলেন, কবি এখানেই স্বকোণে সেই পরবর্তী ঘটনার স্ব-পাত করিয়া, একই সময়ে বহু উদ্দেশ্যের সিদ্ধি করিয়াছেন।

(১৫৮২—১৫৮৭ পঙ্ক্তি)

“তোমার পাপে” ইত্যাদি। বাক্যলার একটা চলিত প্রবাদ আছে—“যত দোষ নন্দ দোষ”; অর্থাৎ যে আমাদের অপ্রিয় হয়, আমাদের সকল দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের কারণ বলিয়া আমরা তাহাকেই নির্দেশ করিয়া থাকি। মানব-চরিত্রের এই স্বাভাবিক দুর্বলতা যে মহোদয় দ্বারা একজন অনিচ্ছিতা ও অন্ন-বুদ্ধ্যী লোকের চরিত্রে

অধিকতর প্রকট হইবে, ইহা সহজেই অসম্ভব; তাই মহোদা তাহার ভ্রাতার বিধাতৃ-কৃত বিরূপতা, চিরকালের নপুংসকতা, নিজের বিবাহ না হওয়া ও বৃদ্ধা মাতার আশঙ্কিত অকাল-মৃত্যু প্রভৃতি সকল দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের কারণ/রাধাকে স্থির করিয়া, সেজন্ত তিরস্কার করা খুব স্বাভাবিক ও স্বন্দর হইয়াছে। আলোচ্য পঙ্ক্তিগুলিতে কবির মানব-চরিত্র-জ্ঞানের স্বন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। বৃদ্ধা মাতার আশঙ্কিত মৃত্যুকে অকাল-মৃত্যু, আয়ানের চির-কালের নপুংসকতাকে ব্যাধি, বিধাতৃ-কৃত কুরুপতা ও নিজের বিবাহ না হওয়ার মত দৈব-ঘটনাকে নিরপরাধী রাধার পাতকের ফল বলিয়া গণ্য করার মধ্যে যে মধুর বিক্রপ রহিয়াছে, উহা একান্তই উপভোগ্য বটে।

(১৬০৬—১৬০৭ পঙ্ক্তি)

“যৌবন-সময়ে” ইত্যাদি। পববর্তী পালায় শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বৃদ্ধীর যে শাস্তি-বিধান বর্ণিত হইয়াছে, উহা যে অস্বচিত হয় নাই,—তাহা প্রমাণিত করার উদ্দেশ্যেই কবি স্বকোশলে বৃদ্ধীর চরিত্রে এইরূপ কালিয়া-লর্ণন করিয়াছেন। ভবানন্দের অঙ্কিত বৃদ্ধীর চিত্র বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। উহাতে যৌবনে উচ্ছৃঙ্খলতা ও ভ্রষ্টাচার, বার্কক্যে পুত্র-বধূর প্রতি অসঙ্গত কঠোরতা ও উৎপীড়ন, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক শাস্তি প্রদানের পরে প্রাণের ভয়ে বধূর প্রতি উদাসীনতা এবং শ্রীকৃষ্ণের নিকট আশ্রয়িত প্রস্থাদি পাওয়ার পর শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার সম্মিলনের যথা-সাধ্য সহায়তা-সম্পাদন কবির বিশেষ নিপুণতা ও লোক-চরিত্র-জ্ঞানের পরিচায়ক।

(১৬০৮—১৬০৯ পঙ্ক্তি)

“ধর্মের সম্বন্ধে” ইত্যাদি। আয়ান নপুংসক বলিয়া যদিও তাহার সহিত রাধার যৌন-সম্বন্ধ ঘটে নাই, তথাপি সে রাধাকে শাস্ত্র-মতে বিবাহ করায় রাধা ধর্ম-সম্বন্ধে বৃদ্ধীর পুত্র-বধূ। শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠামি-মহোদয়ের প্রণীত “শ্রীকৃষ্ণ-গণোদেশ-দীপিকা” নামক প্রামাণিক গ্রন্থে দেখা যায় যে, শ্রীরাধার স্বামী অভিমত্যা (হরিবংশে—‘আইমন’ কৃষ্ণ-কীর্তনে—‘আইহন’), পদ-সাহিত্যে ‘মাদান’) যশোদা-দেবীর জ্যতি-ভ্রাতা (cousin), কিন্তু সহোদর ভ্রাতৃ নহেন। এতদ্ব্যতীত গোষ্ঠামি-শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, শ্রীকৃষ্ণ যশোদার গর্ভ-ভ্রাতৃ পুত্র। দেবকীর গর্ভে যে চতুর্ভুজ নারায়ণ জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই নারায়ণ গোষ্ঠালে যশোদা-নন্দন দ্বিভূজ কৃষ্ণের দেহে লীন হইয়া গিয়াছিলেন। বৈজ্ঞানিক হউক, ভবানন্দ এই বৈষম্য-সিদ্ধান্ত জানিতেন না বলিয়াই বোধ হয় তাহার হরিবংশ কাব্যে ‘আয়ানকে যশোদার সহোদর ভ্রাতা বলিয়া বর্ণিত করিয়াছেন, এবং পরে শ্রীকৃষ্ণের মুখেই বলিয়াছেন—

“দৈবকীর ঘরে জন্ম কহিলু স্বরূপ।

বহুদেব বাপ যোর—নহে কোন গোপ ॥”

যশোদাও মাও নহে শুন কহি আমি।

আইমন মাতুল নহে—তুমি নহ মায়া ॥”

৩০৪২—৩০৪৩ পঙ্ক্তি

বলা বাহুল্য যে, এ অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃত-গন্ধে যশোদা-নন্দন না হওয়ায়, যশোদার ভ্রাতৃ-বধূ রাধা অথবা ভগিনী মহোদার সহিত শ্রীকৃষ্ণ যৌন-সম্বন্ধ স্থাপন করিলেও উহা লৌকিক-দৃষ্টিতেও অগম্যা-গমন (incestuous sexual intercourse) বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। পক্ষান্তরে গোষ্ঠামিদিগের মতে আয়ান যশোদার জ্যতি-ভ্রাতা (cousin) হইলেও উক্ত-মতে শ্রীকৃষ্ণ যশোদা-নন্দন বলিয়া শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের যৌন-সম্বন্ধ লৌকিক দৃষ্টিতে অগম্যা-গমন রূপেই প্রতীত হইয়া থাকে। পাঠকগণ ভবানন্দের মতের এই বিশেষত্ব-টা স্মরণ রাখিবেন; নতুবা পরবর্তী পালার বর্ণিত ঘটনা নিতান্তই অসঙ্গত মনে হইবে।

(১৮২১ পঙ্ক্তি)

“মহোদা নন্দী” ইত্যাদি। শ্রীরাধার উক্তির ব্যাঙ্গনা দ্বারা বুঝা যায় যে, মহোদা মেয়ে-টা মোটের উপর মন্দ ছিল না; ‘বর্করতা’ অর্থাৎ শিক্ষার অভাব-জনিত নির্বুদ্ধিতাই তাহার এক-মাত্র দোষ। চরিত্র-গঠনের অস্বাভাবিক উপায় হইতেও লোকের পক্ষে—বিশেষতঃ একটা নব-যৌবনা স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রেমের শিক্ষা-দায়িনী শক্তি কত অধিক, তাহা মানব-চরিত্রে পারদর্শী কবিব-অজ্ঞাত ছিল না; আর সেই প্রাচীন যুগে পুরুষের বচ-পত্নীকতার একান্ত প্রাচুর্য্য-কালে শ্রীরাধার মত বুদ্ধিমত্তা ত্যাগ-শীলা রমণীর এ বিষয়ে উদারতাও যে অনেক অধিক ছিল, উহা স্থগী পাঠক প্রাচীন-কালের ‘যুগ্মনা’ প্রভৃতি নাট্যকাহিনীর দৃষ্টান্তে সহজেই অনুমান করিতে পারিবেন, স্বতরাং আধুনিক সমাজের হিসাবে বিসদৃশ হইলেও শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব বিশ্বাস-সম্পন্ন শ্রীরাধার পক্ষে শ্রীকৃষ্ণকে কৃপা করিয়া নির্দোষ নন্দী-টার জ্ঞান-সংস্কার ও নিজেব-কটক-নিবারণের দ্রষ্টব্য পাবনতী পঙ্ক্তি-গুলিও বর্ণিত প্রস্তাব করা মোটেই অস্বাভাবিক নহে। শ্রীরাধার এক-মাত্র সন্দেহ, যদি কৃষ্ণ তাঁহাব-প্রস্তাবে সম্মত না হন; তাই শ্রীকৃষ্ণের লালসা উদ্দীপিত করার জন্য তিনি নিজের অল্পমোদটা জানাইয়াও পবে আবার বিশেষ করিয়া বলিতেছেন—“গরম হৃদয়ী গ্রামা—নব যুবা কাণ”। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে শ্রীরাধা শুধু নিজের কটক দূর করার জন্য ব্রজেব সকল যুবতী গোপীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যৌন সংঘর্ষ ঘটাইয়াছিলেন বলিয়া “শ্রীরাধা ন পণ্ডিত” বর্ণিত হইয়াছে। ভবানন্দের শ্রীরাধার নন্দীর জ্ঞান সদয় সমবেদনাই কটকোদ্ধার-চেষ্টা অপেক্ষাও অধিক প্রকট হইয়াছে। স্বতঃপূর্ব হরিবংশ-কাব্যের শেষ পর্য্যন্ত কবি মহোদার চরিত্র অতি মধুর-ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। মহোদা অতঃপর শ্রীরাধার অপর প্রিয়-সখী শ্রীমতীর দ্বারা শ্রীরাধার সমস্ত স্বপ্ন-সংস্কার সম্পূর্ণ সহজাগিনী হইয়া, তাহার চরিত্রের মাধুর্য্যে আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ ও মনোহরণ করিয়াছেন।

(১৮২৪—১৮২৬ পঙ্ক্তি)

“বোলিল কথাপ্রায়জ্ঞ” ইত্যাদি। কথাপ-পুত্র অর্থাৎ ঈশ্বর বলিলেন যে, ঐরাবত আমার বশীভূত নহে,—সে নিজের স্বাধীন। তুমি আমাকে যেরূপ স্তব করিয়াছ, ঐরাবতকে উহার দ্বিগুণ স্তব করিবে। উচ্চ-পদস্থ কোনও ব্যক্তিকে প্রসন্ন করা অপেক্ষা তাহার অধীনস্থ ব্যক্তিকে প্রসন্ন করা প্রায়শই দীর্ঘদিন হইয়া-থাকে; কেন না, অধীনস্থ লোকেরা স্বভাবতঃ প্রভুর দ্বারা উদার হইতে পারেন না এবং তাহাদিগকে প্রায়ই নিজেরদের প্রভুকে দেখাইয়া বাহাদুরী লইতে যত্নবান দেখা যায়। এজন্য তাহাদিগের কাছাকাছি প্রসন্ন করিতে হইলে বিগুণ সাধা-সাধনা আবশ্যক। দেবরাজ ইন্দের ঐরাবতের সম্বন্ধে দারুণা যে নিতান্ত সত্য, তাহা পরবর্তী ঘটনায় প্রমাণিত হইয়াছে। কবি দেবরাজ ইন্দের মুখে এই মধুর বিদ্রূপ-পূর্ণ উক্তিটা দিয়া নিজের অসাধারণ লোক-চরিত্র-জ্ঞান ও বিদ্রূপ-কুশলতাব পরিচয় দ্বারা স্বকোণে পাঠককে পরবর্তী ঘটনার জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, ইন্দের ম্পষ্ট আদেশে ঐরাবত ভগীরথের সাহায্যে গিয়াছিল—এরূপ বর্ণিত হইলে, উহার ফলে ইন্দকেই ভগীরথের নিকট বিশেষ অপ্রতিভ ও অপদস্থ হইতে হইত। কবির সুন্দরিতার প্রভাবে তিনি সকল দিক রক্ষা করিয়া উচ্চ-অঙ্গের বরুনা ও কবিত্ব-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

(১৮১৩—১৮১৪ পঙ্ক্তি)

“গঙ্গা বোলে” ইত্যাদি। গঙ্গার উক্তি কবি ভবানন্দের বিদ্রূপ-কুশলতার আর একটা সুন্দর উদাহরণ। বলা বাহুল্য যে, এই অস্বাভাবিক মিষ্ট বিজ্ঞপোক্তিতে দার্শনিক ঐরাবতের যে তিরস্কার হইয়াছে, কোনও কঠোর ভৎসনা দ্বারা সে উদ্দেশ্য সেরূপ হসিদ্ধ হইত না।

(৩৩০১—৩৩০৪ পঙ্ক্তি)

“দেখাইয়া যুগের পদ” ইত্যাদি। পূর্ব-বন্ধের অনেক স্থানে স্ত্রী-লোকে ‘পাটাই-চণ্ডী’র ব্রত করেন। ব্রত-কথার আছে যে, এক ব্রাহ্মণ-গৃহিণী বাড়ীতে ব্রাহ্মণ-ভোক্তাদের জন্তে রন্ধন করা যুগ মাংস লোভ হেতু সমস্ত নিজে আহার করিয়া, পরে ভক্ষ্য-মাংসের অভাবে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদিগকে গো-শাবকের মাংস রন্ধন করিয়া ভোজন করায় এবং তাঁহাদিগের প্রত্যয়ের জন্ত যুগের ক্ষুর প্রদর্শিত করে। এই গুরুতর পাপে সেই ব্রাহ্মণ-গৃহিণী বহু দুঃখ দুর্দশা ভোগ করার পরে, পাটাই-চণ্ডীর ব্রত করিয়া দেবীর কৃপায় দুঃখদুর্দশা হইতে অব্যাহতি লাভ করে। পাটাই-চণ্ডীর ব্রতে পূজায় মৎস্যমাংসাদির ভোগ দেওয়ার রীতি আছে। রাখার বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, পূর্বোক্ত ব্রত-কথায় ব্রাহ্মণ-গৃহিণী যেমন যুগের পদ অর্থাৎ ক্ষুর দেখাইয়া বিশ্বাস জন্মাইয়া নিরীহ-ব্রাহ্মণদিগকে গো-মাংস ভক্ষণ করাইয়া, তাঁহাদিগের জাতি-নাশ করিয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণও সেক্ষণ বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়া ‘আপ্তে প্রেম দেখাইয়া রাখার সর্বনাশ সাধন করিয়াছেন। এখন তাঁহার ‘শিবের সিন্দুর’ অর্থাৎ স্ত্রীলোকের সৌভাগ্যেব প্রধান চিহ্ন সিঁথির সিন্দুর অপর নায়িকায় লইয়াছে; অর্থাৎ তিনি পতি-সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন এবং কেবল ‘কলঙ্কিনী’-নামের জন্তই বাঁচিয়া আছেন।

(৩৩০৫—৩৩০৮ পঙ্ক্তি)

“বনে থাকে কুরঙ্গিন” ইত্যাদি। কুরঙ্গিনী বনে থাকে, কাহারও কোন ধার ধারে না; কিন্তু সে যেমন লোকদিগকে নিজের মাংস ভোজনের জন্ত দান করিয়া জগতের সমস্ত লোকের শত্রু হইয়াছে, অর্থাৎ লোকে মাংসের জন্ত উহাকে বধ করিয়া থাকে, সেইরূপ রাখাও স্বেচ্ছায় তাঁহার যৌবন দান করিয়া জাতি-নাশ করিয়াছেন, গৃহে বসতি করার পথ হারাইয়াছেন এবং পরিশেষে প্রাণ দিতে উদ্যত হইয়াছেন।

(৩৩২৫ পঙ্ক্তি)

“অবলা রাখারে কর ক্ষেমা”—বাক্যের অর্থ—তোমার অজুহাত আমি স্বীকার করিতে পারি না; সুতরাং তুমি আমার এই গুণ্ডতা মাপ করিও। কেন যে, রাখা শ্রীকৃষ্ণের অজুহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন—না, তাহা পরবর্তী কলিঙলিতে বর্ণিত হইয়াছে। লোকে জানাজানি হইলে লজ্জার কারণ হইবে বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ জেতায় না আসার কারণ দেখাইয়াছেন। রাখা উহার উত্তরে বলিতেছেন, “নিশি-দিন পায়ে ধরি” ইত্যাদি। অর্থাৎ যখন প্রেমের অনুর হয়, তখন লোকে জানাজানি হইবে বলিয়া শ্রীরাধা দিবা-রাত্রি শ্রীকৃষ্ণের পায়ে ধরিয়া কত সাধ্য-সাধনা করিয়াছেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ উহার প্রতি দৃক-পাত না করিয়া নিবেদন করা সত্ত্বেও প্রেমের জন্ত প্রাণ উৎসর্গ করিয়া রাখার সঙ্গে নিজেও কলঙ্ক-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছেন; এখন নৌকা ডুবাওয়া দিয়া জল সঁচিলে কি ফল হইবে?

(৩৩৪১—৩৩৪৪ পঙ্ক্তি)

“আজ্ঞারী নিশা-ভাগ” ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণ পথে হিংস্র-জন্তুর ভয় ইত্যাদির যদিও ওজর দেখান নাই,—তথাপি উহারও ওজর দিলে দেওয়া যাইতে পারে বলিয়া, রাখা তীব্র বিজ্ঞপের সহিত কহিতেছেন যে, কথা কহিবার লক্ষ্য অনেকই পাওয়া যায়। (ইহাই না বল কেন ?) অন্ধকার রাজি, হাতে হাতে বাধ ফিরিতেছে,—পথে কৃশ-কটক ও কর্দম; হাতে শর ও ধনু নাই,—শরীরখানাও নবীর মত কোমল—ইহাতে কি, করিয়া আসা যায়? সুতরাং অভাগিনী রাখার কলঙ্কই সার করিতে হইবে। কবি আলোচ্য পঙ্ক্তিগুলিতে অল্প কথায় যে তীব্র বিজ্ঞপ ব্যঞ্জিত করিয়াছেন, উৎকীর দৃষ্টান্ত-স্থল বহু সাহিত্যে নিতান্ত বিরল। এখানে ইহাও উল্লেখ-যোগ্য যে, ভয়ের কর্তিত

কারণ-গুলির মধ্যে কৰ্দ্দম হইতে কুশ-কণ্টক অনেক গুণ এবং কুশ-কণ্টক হইতে ব্যাঘ্র আরও গুণ হওয়া সম্বন্ধে রাধা আগে বাঘ, পরে তুচ্ছতর কুশ-কণ্টক ও সৰ্গ-শেষে তুচ্ছতম কৰ্দ্দমের উল্লেখ করায়, এখানে পতংপ্রকথ (Anti-climax) ঘটয়াছে। আন্তরিকতা-পূর্ণ রস-রচনায় ক্রমোচ্চ (Climax) রচনাব একটা বিশেষ গুণ ও পতংপ্রকথ (Anti-climax) রচনার বিশেষ দোষ হইলেও, এরূপ বিক্রম-পূর্ণ রচনায় সেই পতংপ্রকথই চমৎকার গুণ হইয়া পড়িয়াছে; কেন না ব্যাক্যের ক্রমোৎকর্ষ যেমন আন্তরিকতার সূচক, ব্যাক্যের পতংপ্রকথও তেমন উহার অসাবিতা ও হাস্যাস্পদতার সূচক বটে। এখানে উক্ত পতংপ্রকথের দ্বারা শ্রীরাধাব মনোগত ভাব ইহাও ব্যক্তিত হইতেছে যে, বাজ-পখের মধ্যে বাঘ থাকার সম্ভাবনা সুদূর-পর্যাহত ও কুশ-কণ্টক থাকাও অনেকটা অসম্ভব বলিয়া, শেষে বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণকে তুচ্ছতম কৰ্দ্দমের অজুহাতই দিতে হইবে। আমাদের বিবেচনায়, এরূপ দুই-একটা কবিতাষ্ট ভবানন্দের উচ্চ-অঙ্গেব কবিত্ব ও রচনা-শক্তির যথেষ্ট প্রমাণ বলিয়া গণ্য করা যাউতে পারে।

(৩৩৫৬—৩৩৫৭ পঙ্ক্তি)

“ধারা-বরিষণে” ইত্যাদি। ব্যাক্য-গুলিতে অনেক কথা উল্লেখ করিয়াছে, রাধা বলিতেছেন যে, গৃষ্টি-পাতের সময়ে ও তীব্র সূর্য্যেব তাপে পক্ষীতেও বাসা ছাড়িয়া বাঘ না (কিন্তু তিনি উহাব মধ্যেও শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে) সুদূর সঙ্কেত-কুঞ্জে অভিসারে গমন করিয়াছেন;) তিনি তাঁহার দুঃসাহসিক কাণ্ডের অন্তত পরিণাম গণনা করেন নাই, এবং তাঁহার দারুণ মনের এতই ছুবাশা যে, তিনি ক্রমশঃ নিদ্রা প্রাপ্ত হইতে ভিন্ন মনে করেন নাই (কিন্তু অদৃষ্টেব শোচনীয় পরিণামে কৃষ্ণ আজি তাঁহাকে তুলিয়াছেন)।

(৩৩৮০ পঙ্ক্তি)

“নিঃশ্বাস ছাড়িতে” ইত্যাদি। এই পঙ্ক্তির অর্থ ইহা নহে যে, গৃহ-কাণ্ডে একান্ত ব্যাপৃত বলিয়া, রাধা নিঃশ্বাস ফেলিবারও অবকাশ পান না। রাধা একটা নিঃশ্বাস ফেলিলেও তাহার দোষ-দর্শিনী শান্তডী মনে করে যে, রাধা তাহার প্রাণ-বন্ধুর জুতা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিতেছে এবং উহা সহ্যই তাঁহাকে কত মন্দ বলে। এজন্যই রাধা বলিতেছেন যে, ঘবে নিঃশ্বাস ফেলিবারও অবসর অর্থাৎ সুযোগ নাই। তুলনা করুন—

“স্বামী নিঃশ্বাসিতেহ্যাস্ময়তি ননোজ্জ্বলঃ সপত্নীজনঃ”

সানন্দ ওয় পঃ

“নিঃশ্বাস ছাড়িতে না দেয় ঘরের গৃহিণী।

বাহিবে বাতাসে ফাঁদ পাতে ননদিনী ॥”

চণ্ডোদাস

(৩৫১৫ পঙ্ক্তি)

“কহিব কুমারে” ইত্যাদি। কুমাবে অর্থাৎ রাজ-পুত্রের মনোবদ্বৈ অর্থাৎ সন্দেহ ভঞ্জনের নিমিত্ত। মনে যত লয়, তত কথা (আমার নিকট) কহিবেন।

(৩৬৮৭—৩৬৮৮ পঙ্ক্তি)

“কিছু না বোলিল” ইত্যাদি। চোর প্রকার এই অপূর্ণ কোশল মানব-চরিত্রে গভীর অন্তদৃষ্টি-সম্পন্ন কবির পক্ষেই সম্ভবপর বটে। মহাকবি শেক্সপীয়ারের সুপ্রসিদ্ধ “মার্কেট্ অব ভিনিস” নাটকের নায়িকা পোর্শিয়া পণ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার পানি-প্রার্থী যুবকদিগের মধ্য যে ব্যক্তি কতকগুলি কোটার মধ্য হইতে গুপ্ত-রত্ন-বিশিষ্ট কোটা-টার নির্দেশ করিতে পারিবেন, পোর্শিয়া তাঁহাকেই পতি-রূপে বরণ করিবেন। কোটা-গুলির মধ্যে কয়েকটা

বেশ হৃদ্যা ও মূল্যবান ও একটা কোটা বহিঃ-শৌন্দর্য-হীন ও অল্প-মূল্যের ছিল। ব্যাসিনিও ছাড়া পোশিয়ার পাণি-প্রার্থী অস্ত্রাস্ত্র সকল যুদ্ধকেই অল্প-মূল্য হৃদ্যা কোটার মধ্যে একটা মহামূল্য রত্ন রক্ষিত হওয়া অসম্ভব মনে, করিয়া, হৃদ্যা ও মূল্যবান কোটা-গুলি নির্দোষিত করিয়া বিফল-মনোরথ হইলেন; কিন্তু জগতে প্রায়শই কুরূপ আধারে উৎকৃষ্ট গুণ অন্তর্নিহিত থাকে বিবেচনায়, ব্যাসিনি ও কুরূপ অল্প-মূল্যের কোটাটারই নির্দেশ করেন। পোশিয়া ইহাতে ব্যাসিনির সন্ধিবেচনা ও লোক-চরিত্রজ্ঞানের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাইয়া তাঁহাকেই পতিত্ব বরণ করেন। আগাদের আলোচ্য উপাখ্যানের রাজকন্তাও শুধু নিজের তীক্ষ্ণ প্রতিভার বলেই কোতোয়াল-পুত্রের

‘একে স্ত্রী-রত্ন আরে রত্ন-অভরণ।

হেন নিধি ঢাড়ে চোরে—বোলি এ কারণ।’

ও “বিধি বক্র হৈলে যায় গাঠিক মাণিক্য”—এই অল্পশোচনা-সূচক মন্তব্য হইতেই বুঝিতে পারেন যে, সে পারং-পুঙ্কে স্থলত স্ত্রী-রত্ন ও মাণিক্য পরিত্যাগ করিয়া বোকা বনিতে রাজি নহে; স্তত্রাং তাহার প্রগল্ভতা বিশেষতঃ অল্পশোচনা-সূচক চোরের ধর্ষজ্ঞানের প্রশংসা দ্বারাই প্রতিভা-শালিনী রাজ-কন্তা নিশ্চিত বুঝিতে পারেন যে, এই ব্যক্তিই তাহার বন্ধুর মাণিক্য চুরি করিয়াছে এবং স্ত্রী-রত্নেব লোভ দেখাইয়া তাহার নিকট হইতে সেই মাণিক্য সহজেই আদায় করা যাইতে পারিবে। ভবানন্দ তাঁহার এই গল্পেব উপকরণ কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন জানা যায় নাই। যদি তিনি অস্ত্র কোনও গ্রন্থ হইতেও উপকরণ সংগ্রহ করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও তিনি যে ভাবে এখানে রাজ-কন্তার চরিত্র দৃষ্টাইয়াছেন, তাহা প্রথম শ্রেণীর কবির অল্পপুঙ্ক নহে। রাজ-কন্তার বর্ণিত উপাখ্যান বেতাল-পঞ্চবিংশতির একটা প্রসিদ্ধ গল্প বটে; কিন্তু সেই গল্প-টার সাহায্যে চোর দ্বারা এই অপূর্ণ কৌশল ভবানন্দের নিজস্ব কল্পনা। প্রতিভাশালী কবি তুচ্ছ উপকরণ হইতেও কিরূপ স্বকৌশলে উদ্ভেদ্য সিদ্ধি করিতে পারেন, ইহা তাহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

(৩৭০৭—৩৭০৮ পঙ্ক্তি)

“আর পঞ্চ মাণিক্য” ইত্যাদি। রাজ-কন্তা কেবল কোতোয়াল-পুত্রকে চোর ধরিয়া ও তাহার নিকট হইতে চুরি করা মাণিক্য পাঁচ-টা আদায় করিয়া ক্ষান্ত হন নাই; তিনি রাজ-পুত্রকে মাণিক্য ফিরাইয়া দেওয়ার সময়ে তাঁহার সত্যতা পরীক্ষা করারও একটা কৌশল করিয়াছেন। তিনি কোতোয়াল পুত্রের প্রদত্ত মাণিক্যগুলি নিজের কাছে রাখিয়া রাজ-ভাণ্ডার হইতে অপর পাঁচ-টা মাণিক্য লইয়া রাজ-পুত্রের সম্মুখে রাখেন। রাজ-পুত্র যদি ধূর্ত মিথ্যা-বাদী ও ধন-লোভী হইতেন, তাহা হইলে সেই মাণিক্য-গুলি নিশ্চিতই তাঁহার—এ কথা না বলিলেও সেগুলি তাঁহার অপহৃত মাণিক্য বলিয়াই মনে হয়, অন্ততঃ এ কথা না বলিয়া ছাড়িতেন না; তিনি নিজে নিজের রত্ন চিনিতে পারেন না বলিলেও তদ্বারা তাঁহার স্বন্দ-দর্শিতার অভাবই প্রমাণিত হইত। কিন্তু তিনি সেই রত্নগুলি তাঁহার নহে বলিয়া ফিরাইয়া দেওয়ার, তাঁহার সত্য-বাদিতা নির্লোভতা ও স্বন্দ-দর্শিতা প্রমাণিত হইয়াছে। অতঃপর তিনি কোতোয়াল-পুত্রের প্রদত্ত রত্ন-গুলি তাঁহার নিজের বলিয়া সেনাক্ত করিলে, রাজ-কন্তার পক্ষে তাঁহাব সত্য-বাদিতায় ও স্বন্দ-দর্শিতায় সন্দেহ করার কোনও কারণই দেখা যায় নাই।

(৪১২৬ পঙ্ক্তি)

“অবলা কি হইবে” ইত্যাদি। ওহে কদম্ব-তরু! পূর্ব-বর্ণিত রূপে তুমি কৃষ্ণকে আদর সোহাগ কর বলিয়া অবলা রাখা কি (তোমার প্রতি ঈর্ষা-যুক্ত হইয়া) মানিনী হইবে? (শ্রীরাথার উক্তির তাৎপর্য এই যে, কদম্ব-

তরুণের দর্শন করিয়া কোনও ফল নাই, তিনি কেবল কদম্বের সৌভাগ্যের প্রশংসা করেন, (‘ভাগ্য ভোর কখনে না যায়’—৪২০০ পঙ্ক্তি)

(৪২০৪—৪২০৫ পঙ্ক্তি)

“নিকড়িয়া” ইত্যাদি। শ্রীরাধার এই স্কন্ধ বিক্রম-উক্তির তাৎপৰ্য্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বিক্রম ও নিম্ন লক্ষিত হইয়া তাঁহাকে চাঁপা-ফুল ফেলিয়া মারার জন্য যদি কদম্ব-বৃক্ষ হইতে অবতরণ করেন, তাহা হইলে তিনি দৃষ্টি-গোচর হইবেন এবং রাধার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। বলা বাহুল্য যে, ফুলত কদম্ব-ফুল হইতে ছন্দ্রাপ্য চাঁপা-ফুল খোঁপায় পরার উপযোগী ও অধিক সুগন্ধি বলিয়া স্বীলোকের অধিক প্রিয় হইলেও এখানে চাঁপা-ফুলের জন্য শ্রীরাধার কোনও আগ্রহ ছিল না এবং সেজন্য ইহা বলাও হয় নাই। “হোর দেখ” (অর্থাৎ—এই দেখ) :াক্যের ধ্বনি এই যে, চাঁপা-ফুলের গাছ নিকটেই আছে, সে অল্পে কক্ষকে কষ্ট স্বীকার করিয়া দূরে যাইতে হইবে না এবং “চাঁপা-ফুল কোথায় পাইব ?”—এ রকম ওজরও খাটিবে না। এ রকম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কথার এরূপ সার্থকতা উক্ত অঙ্গের স্বাভাবিক কবিত্ব-শক্তির পরিচায়ক বটে। ভবানন্দের কাব্যে এরূপ চমৎকার ধ্বনি-পূর্ণ শ্লোক ও শ্লোকটির অভাব নাই।

(৪৩২২—৪৩২৩ পঙ্ক্তি)

• “কনিষ্ঠের বনিতা” ইত্যাদি। পরাশর-মুনির ঔরসে দাস-রাণের অনুচা কণ্ঠা মন্ত্ৰগন্ধার গর্ভে ব্যাস দেবের জন্ম হয়। ইহার পরে সত্যবতী-নাম-ধারিণী সেই ব্যাস-জননীকে চন্দ্রবংশীয় শাস্ত্র রাজা বিবাহ করিয়া, তাঁহার গর্ভে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীৰ্য্য নামক পুত্র-দ্বয় উৎপন্ন করেন। জ্যেষ্ঠ চিত্রাঙ্গদের অকাল-মৃত্যুর পরে কনিষ্ঠ বিচিত্রবীৰ্য্য রাজা হইয়া ইন্দ্রিয়পরায়ণতা হেতু যক্ষ্মা-রোগ-গ্রস্ত হইয়া পুত্রোৎপাদনে অক্ষম হইলে, তাঁহার বৈপিত্র-ভ্রাতা ব্যাস দেব তৎকালের প্রচলিত নিয়োগ-ধর্ম্ম-মূলক সামাজিক প্রথা-অনুসারে বিচিত্রবীৰ্য্যের পত্নী “অম্বালিকা”র গর্ভে জন্মান্ন ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু-নামক ক্ষেত্রজ পুত্র-দ্বয় উৎপন্ন করেন। বিচিত্রবীৰ্য্য ব্যাসের বৈপিত্র ভ্রাতা; ইহা লক্ষ্য করিয়াই রাধা বলিয়াছেন “কনিষ্ঠের বনিতা লজ্জিল ব্যাস-দেবে।” অম্বালিকা উক্ত পুত্র-দ্বয় জন্ম-গ্রহণ করার পরে তৃতীয় নিয়োগের সময়ে নিজ ব্যাসের নিকটে না যাইয়া গোপনে নিজ-দাসীকে প্রেরণ করেন, সেই দাসীর গর্ভেই ব্যাসের ঔরসে পরম-ধার্মিক ও শাস্ত্রজ্ঞ কৃষ্ণভক্ত বিহুরের জন্ম হয়, ঐহাকে লইয়াই আলোচ্য শ্লোকে “তান তিন পুত্র দেখে ত্রিভুবনে সেবে” বলা হইয়াছে।

(৪৩২৪—৪৩২৫ পঙ্ক্তি)

“মধ্যম পাণ্ডুর জী” ইত্যাদি। কৃষ্ণীর অনুচা-অবস্থায় তাঁহার গর্ভে সূর্য্যের ঔরসে কানীন-পুত্র কর্ণের জন্ম হস্তরায় কৃষ্ণী লোক-লজ্জার ভয়ে জন্ম-মাত্রেই সেই পুত্রকে পরিত্যাগ করেন, পরে তিনি পাণ্ডু কর্ণক পরিপীতা হইলে যুগরূপী মুনির শাপে পাণ্ডু কৃষ্ণীর গর্ভে পুত্রোৎপাদনে অসমর্থ হইলে, তাঁহার অমুমতি ক্রমে কৃষ্ণী ধর্ম্ম-রাজ অর্থাৎ যম, পবন, ইন্দ্র ও অশ্বিনী-কুমার-দ্বয়ের দ্বারা যথা-ক্রমে সৃষ্টিব, ভীম, অর্জুন ও নকুল-সহদেব নামক সমস্ত পুত্র-দ্বয় অর্থাৎ কর্ণকে লইয়া ছয় পুত্র উৎপন্ন করেন। বস্তুতঃ অশ্বিনী-কুমার-দ্বয় কৃষ্ণীর গর্ভে নকুল ও সহদেবকে উৎপন্ন করেন নাই। কৃষ্ণীর অপরী মাত্রীর গর্ভে অশ্বিনী-কুমার-দ্বয়ের ঔরসে তাঁহাদিগের জন্ম হইয়াছে বলিয়া আদি পর্ব্বের ২৫ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। কবি অগ্রনিধানে এতরূপ ভুল করিয়াছেন। মাত্রী পূর্ব্বের সহস্রতা হওয়ার শ্রীরাধার পক্ষে এরূপ ভুল করা স্বাভাবিক বলিয়াই পণ্ডিত কবি ইচ্ছা পূর্ব্বক এই ভুল করিয়াছেন কি ?

(৪৩৬৬—৪৩৬৭ পঙ্ক্তি)

“বাপ পুত্র খুড়া তাই” ইত্যাদি। ৪৩২৪—৪৩২৫ পঙ্ক্তির টীকার শেষের মন্তব্য ভ্রষ্টব্য। ‘বাপ’ শব্দ দ্বারা এখানে সূর্য্যকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। সূর্য্যের পুত্র যম; যমের খুড়া কস্তুরের অপর পুত্র পবন ও ইন্দ্র।

অশ্বিনী-কুমার-বয়ঃ সূর্যের পুত্র, স্ততরাং বয়ঃ ভ্রাতা; অশ্বিনী-কুমার-বয়ঃ মধ্য আবার এক-জন বড় ভাই, এক-জন ছোট ভাই; স্ততরাং রাধার বিজ্ঞপ-বাক্য ‘বাপ পুত্র খুঁড়া’ ইত্যাদি অর্থার্থ নহে। কুন্তীর সহিত কৃষ্ণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রমাণ করিতে না পারিলে, কুন্তীর কলঙ্কে কৃষ্ণের কিছু আসে যায় না; কুন্তী যে যত্নবশেষের কথা এবং সম্পর্কে কৃষ্ণের পিসী—এই প্রসিদ্ধ কথা রাধার মত স্ততরা নারীর অবিদিত না থাকিলেও রাধা এখানে রগড় করিয়া নিজের অজ্ঞতা প্যাপন দ্বারা কৃষ্ণকে অপ্ৰতিভ ও নিরুত্তর করার উদ্দেশ্যেই “কুনিয়াছি কুন্তী” ইত্যাদি হৃকোশলময় বিজ্ঞপবাক্যের প্রয়োগ করিয়াছেন। এইরূপ বিজ্ঞপ আধুনিক উন্নত-রুচি-বিরুদ্ধ হইলেও প্রাচীন-সমাজের অসামাজিক রুচির পরিচায়ক এবং অস্বাক্ষরে বিজ্ঞপের তীব্রতায় বাক্য-সাহিত্যে অতুলনীয় বলিলেও বলা যাইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের যে বিজ্ঞপের উত্তরে রাধা এই কথা বলিয়াছেন উহাও স্মৃতি-সঙ্গত নহে; স্ততরাং রাধার এই তীব্র বিজ্ঞপকে অবশ্যই মুখের মত জবাব বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

(৪৪০৬—৪৪১০ পঙ্ক্তি)

“ইন্দু ভালে অমহত” ইত্যাদি। লগাটে অদ্বুত চন্দ্র তর্থাৎ খেত-চন্দনের কোটা; তাহাতে দুইটা দিন-মণি-হুতের অর্থাৎ কর্ণের মূলে অদিতির হুত অর্থাৎ মণি-কুণ্ডল-রূপী সূর্য্য (শোভা পাইতেছে)। অরুণের (সূর্যের) অর্ধের অর্ধ অর্থাৎ অরুণের আধ-খণ্ডকে চন্দ্র-কলার আকারে আধ-খণ্ড করিলে যে রূপ আকার হয়, সেইরূপ আকার-বৃত্ত খণ্ডে অর্থাৎ বক্রিম অধরে বংশীয় ধনি, বাহা কুনিয়া মন মোহিত হয়।

(৪৪১২—৪৪১৩ পঙ্ক্তি)

“রাম সিদ্ধুরে পুরি” ইত্যাদি। দশরথ-পুত্র রাম, পরশুরাম, ও বল-রাম—এই তিন রামের প্রসিদ্ধি হেতু ‘রাম’ শব্দে ৩ সংখ্যা বুঝায়; সেইরূপ ক্ষীর, লবণ ইত্যাদি সপ্ত সাগরের প্রসিদ্ধি হেতু ‘সিদ্ধু’ বা ‘সাগর’ শব্দে ৭ সংখ্যা বুঝায়; ৩ সংখ্যাকে ৭ সংখ্যা দ্বারা পূরণ করিলে ২১ হয়; উহা হইতে সিদ্ধু-হুত (চন্দ্র) অর্থাৎ ১ সংখ্যা ধর্জন করিলে যে ২০ সংখ্যা পাওয়া যায়,—শ্রীকৃষ্ণের হস্ত ও পদে সেই-পরিমাণ চন্দ্র অর্থাৎ চন্দ্রাকার শুভ্র ও উজ্জ্বল নখ আছে। প্রাচীনকালের ভাষা-কবি বিদ্যাপতি, হরদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতির ভায় শ্রেষ্ঠ কবিগণও এই জাতীয় সংখ্যা-ঘটিত ঠেসালী লিখিতে কুণ্ঠিত হন নাই; স্ততরাং ভবানন্দের এইরূপ অযোগ্য রচনায় বিস্মিত হওয়ার কারণ নাই।

(৪৪১২—পঙ্ক্তি)

“খগেন্দ্র ডাকে” ইত্যাদি। ‘খগেন্দ্র’ শব্দে সাধারণতঃ পক্ষি-রাজ গরুড়কে বুঝাইলেও এখানে বোধ হয় কবি ‘খগেন্দ্র’ শব্দের দ্বারা হুমধুর ধনিকারী পক্ষিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ‘কোকিল’-পক্ষীকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনা হয় যে, এখানে রসেন্দ্র শব্দে কবি ‘রসেন্দ্রিয়’ অর্থাৎ জিহ্বা ও গুণ্ঠাধর লক্ষ্য করিয়াছেন। প্রাচীন বাক্য-সাহিত্যে ইন্দ্রিয় শব্দের পরিবর্তে উহার অপভ্রংশ ‘ইন্দ্র’ শব্দের ব্যবহার বিরল নহে। রসেন্দ্রিয়ের জিহ্বা ও গুণ্ঠাধরই বধাক্রমে ভিতরের ও বাহ্যের স্বর বটে। বংশী-বাদনেও জিহ্বা ও গুণ্ঠাধরের চালন আবশ্যক। স্ততরাং ‘খগেন্দ্র ডাকে’ ইত্যাদি হোয়ালি বাক্যের অর্থ এই যে রসেন্দ্রিয়ের দান (দন) অর্থাৎ সুংকারে কোকিল ডাকিতেছে অর্থাৎ কোকিলের কল-ধ্বনির মত বংশী ধ্বনির উদগম হইতেছে। তুলনা করুন—

“খগেন্দ্র নিকটে বসি

রসেন্দ্র বাজার বাঁশি

বোগেন্দ্র মুনীন্দ্র মুরছায়।

কুন্তীর নন্দন-মূলে

কস্তুর-নন্দন দোলে

মনমথ মন মথ তার।”

• জাননাসের উদ্ধৃত শ্লোকে ‘ধগেজ’ শব্দে গুরুত্ব অর্থাৎ গুরুত্বং উন্নত নাসা বৃত্তিতে হইবে। সেখানে ‘রসেন্দ্র’ শব্দের উপরে ব্যাখ্যাত ‘রসেন্দ্রিয়’ ছাড়া অল্প কোন অর্থই হইতে পারে না; কিন্তু এখানে ‘রসেন্দ্র’ শব্দের অর্থ রসের (আনন্দের) ইন্দ্র (শ্রেষ্ঠ) অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ আনন্দ-স্বরূপ বংশী করিলেও করা যাইতে পারে। তাহা হইলে, উক্ত বাক্যের অর্থ হইবে—(কৃষ্ণের) শ্রেষ্ঠ আনন্দ-স্বরূপ বংশীর নামে কোকিল ডাকিতেছে।

(৪৪০ পঙ্ক্তি)

“রস্তার মঞ্জরী” ইত্যাদি। নিশ্চলতার উপমা দিতে যাইয়া এখানে এবং ৪৭৪ পঙ্ক্তিতে কবি ‘রস্তার মঞ্জরী’ ও ‘চিহ্নের পুতলী’—এই দুইটি উপমানের উল্লেখ করিয়াছেন। চিহ্নের পুতলিকা যে স্বভাবতই নিশ্চল তাহা বলা বাহুল্য। ‘রস্তার মঞ্জরী’ অর্থাৎ কলা গাছের মোচারও বৃন্তটা স্থল ও শরু বলিয়া বাতাসে নড়ে চড়ে না; সুতরাং নিশ্চলতার স্থান উপমাগুলি বটে। উপমার নূতনত্ব উল্লেখ-যোগ্য।

(৪৪৪ পঙ্ক্তি)

“প্রেম-জালা” ইত্যাদি। স্ত্রীরাধার এই বাক্যের অর্থ ইহাই মনে হয় যে, বিবহ-জালায় যমুনার জল রাধার পক্ষে ছিহ্নের অর্থাৎ বন্ধ-স্থলের অনাবরণ রূপ দোষের (গোপনের দৃষ্ট) কাঁচুলি স্বরূপ হইয়াছে। অর্থাৎ স্ত্রীলোকে যেমন কাঁচুলি পরিয়া লজ্জা রক্ষা কবে, রাধাও তেমনি যমুনার জল আনার চল করিয়া যমুনা-তীরে অভিসার রূপ দৃশ্যীয় কার্যের গোপন করিয়া থাকেন। কিন্তু গোপন করিলে কি হইবে? উহাতেও যে বিপদ আছে, কবি পরবর্তী শ্লোকে উহা বর্ণিত করিয়াছেন।

(৪৪৪—৪৪৪ পঙ্ক্তি)

“তরঙ্গ-কুহুম শর” ইত্যাদি। যমুনার তরঙ্গের উর্ধ্বে উন্নত স্থানে অবস্থিত কুহুম অর্থাৎ নীলোৎপল পদ্ম প্রভৃতি জল-পুষ্প (কন্দর্পের) শর-স্বরূপ এবং উহার অধর (নিম্ন-স্থল) অর্থাৎ তরঙ্গের হ্রস্ব আকার বিশিষ্ট শিরোভাগ কন্দর্পের ধ্বংস-রূপ হইল। সেই পুষ্প-বাণেও অবলা পারার দোহ লজ্জায় আরও চুপস করিল। এখানে ‘লজ্জায়’ শব্দের ধ্বনি এই যে, রাধা স্বভাবতঃ স্নেহীলা সংযম-শালিনী; তিনি কন্দর্পের শরে অধরা হওয়ার লজ্জায় স্তব্ধমান হইলেন। শব্দে ‘অরবিন্দ’ অর্থাৎ যেত, রক্ত ও নীল-বর্ণের পদ্ম বা উৎপল কন্দর্পের অগ্রতম পুষ্প-বাণ রূপে উক্ত হইয়াছে। যমুনার স্থনীল তরঙ্গ-চালিত নীলোৎপল শ্রীকৃষ্ণের চকল লোচনের সাদৃশ্য-বৃত্ত ও কৃষ্ণ-স্থতির উদ্দীপক বলিয়া তদ্বর্ণনে রাধার বিরহ-বেদনা আরও বর্দ্ধিত হইল; তাহাতে মনে হইল, তরঙ্গ-রূপ কন্দর্পের ধ্বংসে নীলোৎপল-রূপ পুষ্প শর দ্বারা রাগের ক্ষয়কে বিস্ত করিয়াছে। ধ্বনি-পূর্ণ অল্প কথায় অনেক গাথ ব্যক্তিত্ব করা ভবানন্দের একটা চমৎকার বিশেষত্ব; এজন্য স্থানে স্থানে তাহার রচনা অলঙ্কার ও ধ্বনির ভাৱে কিঞ্চিৎ ভাবাক্রান্ত ও জটিল হইয়া পড়িয়াছে এবং কবিকেও অগত্যা তুই একটা শব্দ কিঞ্চিৎ অপ্রসিদ্ধ অর্থে প্রয়োগ করিতে হইয়াছে; আলোচ্য শ্লোকের ‘অধর’ শব্দটা দৃষ্টান্ত স্থলে উল্লেখ করি যাইতে পারে। বাঙ্গালার উহা ‘টোটে’ অর্থেই প্রায়শঃ প্রযুক্ত হইয়া থাকে; কিন্তু ‘নিম্ন’ অর্থে সংস্কৃত কাব্যে উহার প্রয়োগ একান্ত বিরল নহে। তরঙ্গের অর্ধ-চন্দ্রাকার শিরোদেশে উন্নত বৃত্তের উপরে শোভমান-নীলোৎপল-কলিকার সজিত সংযোজিত-বাণ হ্রস্ব চমৎকার সাদৃশ্য-মূলক রূপকালঙ্কার ও উহার দ্বারা ব্যক্তিত্ব কন্দর্পের পুষ্প-শরাঘাতে রাধার ক্ষয়ের বিদারণ রূপ বস্ত-ধ্বনি একটা যাত্র পথারের শ্লোকে প্রকাশ করা যে, কিরূপ শক্তি-শালী কবির কার্য, আমরা তৎপ্রতি স্বাী গাঠক-বর্ণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

(৪৬০১—পঙ্ক্তি)

“তুমি জান” ইত্যাদি। তুমি বাহা ভাল বোঝ, তাহাই কর; বধু ও বাহা ভাল বোঝে, তাহাই করক, সে জন্য আমার দুঃখ নাই।

(৪৭৭৮—৪৭৭৯ পঙ্ক্তি)

“বে অন চতুর” ইত্যাদি। সে ব্যক্তি চতুর, সে তাহার মূল ধনকে লাগাইয়া পাড়াইয়া দ্বিগুণ করিয়া তোলে; আর আমি এমন বোকা যে, আমার নব-রত্ন ও সোণা (অর্থাৎ সর্বস্ব-ধন শ্রীকৃষ্ণ) দ্বারা দ্বিগুণ লাভ ত দূরে বৃথা, অবহেলায় সেই ধনকে সমুদ্রেই হারাইলাম।

(৪৭৮৫ পঙ্ক্তি)

“তিমিরে” ইত্যাদি। ভবানন্দ রাধাকে স্বামিনা দিয়া বলিতেছেন—(শ্রীকৃষ্ণের) রূপ তোমার নিজের পাশেই রহিয়াছে; (কেবল কৃষ্ণের মায়া-স্বরূপ) অন্ধকার হেতু উহা দেখা যায় না।

(৪৮৫৪ পঙ্ক্তি)

“কোন জনে উহাকে” ইত্যাদি। চন্দ্র চিরকাল ধরিয়া অগ্রকট হইয়া আবার আকাশে উদ্ভিত হয় বলিয়া উহাকে বিজ-রাজ অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ উৎপত্তি-নীলগণের শ্রেষ্ঠ বলা হয়। বিজ-রাজ শব্দের শব্দের অপর প্রসিদ্ধ অর্থ—‘ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ’। যে চন্দ্র নিজের কিরণ দ্বারা রাধার মত নিরপরাধী অভিনারিকাদের এরূপ গমন-বিশ্রুতিপাদন করে—তাহাকে কোনও সুবুদ্ধি ব্যক্তিই ‘ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ’ বলিয়া প্রশংসা করিতে পারেন না—রাধার উক্তির ইহাই তাৎপর্য্য বটে।

(৫০০৩—৫০৮৪ পঙ্ক্তি)

“তব্বর না চিনি” ইত্যাদি। তব্বরকে না চিনি (তাহাতে ক্ষতি নাই); বস্ত্র ও অলঙ্কার-গুলি পাই, (ইহাই আমাদের প্রার্থনীয় বটে) ; ওহে কানাই, (তুমি আমাদের বস্ত্র ও অলঙ্কার ফিরাইয়া দিয়া) প্রাণ লইয়া ঘরে যাও। গোপীদিগের এই উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, তাহার বস্ত্র ও অলঙ্কার ফেরত পাইলে, কে চুরি করিয়াছিল তাহা দেখিয়াও দেখিবে না এবং সে জন্য রাজার নিকটেও নালিশ করিবে না। অত্যাচারী তাহার রাজার নিকট নালিশ করিলে তৎকালের রাজ-নীতি অনুসারে চুরি অপরাধের জন্য কৃষ্ণের নিশ্চিত প্রাণ-দণ্ড হইবে; অতঃপর তাহার পক্ষে বস্ত্রালঙ্কার ফিরাইয়া দিয়া প্রাণ লইয়া ঘরে যাওয়াই প্রেরণ।

(৫১০১—৫১০২ পঙ্ক্তি)

“যদি রূপা-সুত্ৰ হৈলা” ইত্যাদি। প্রাচীন গোপীদিগের আগে তর্জুন-গর্জুন ও পরে কৃষ্ণের মুখে যথোচিত উত্তর শুনিয়া ভয় হেতু নব্রতা ও অমুনয় যুব বাতাবিক হইয়াছে। “জ্ঞা বুদ্ধি জানিয়া ক্ষেমিলু গোপ-নারি”—কৃষ্ণের এই বাক্যেই উহার কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট এবং তাঁহার সহায়ত্বের উদ্রেক করার জন্যে পরবর্ত্তী অভি-সত্য ও করুণ কথা-গুলি বলিয়াছেন।

(৫১১৫ পঙ্ক্তি)

“সবার অধিক করি” ইত্যাদি। শান্তদী প্রভৃতি গুরুজনদিগের অপেক্ষাও বেশী সম্মান করিয়া নন্দীকে সম্ভাষণ করি—কবির এই কথার মধ্যে মধুর বিদ্রূপ রহিয়াছে। প্রাচীন এক সংস্কৃত-কবি সত্যই বলিয়াছেন যে, সূর্য্যের তেজ গায়ে সঞ্চার হয়, কিন্তু সূর্য্যের তেজে উত্তপ্ত বালি পারে সঞ্চার হয় না।

(৫১২৫—৫১২৬ পঙ্ক্তি)

“পতি সন্দেহ” ইত্যাদি। কবি আলোচ্য স্নোকে সন্দেহান্বিত পতিদিগের প্রীতিভর যে সুবিপুল আভাষ

দিসাছেন, তাহা অতিশয় স্বাভাবিক ও স্বন্দর হইয়াছে। এই প্রকৃতির ব্যক্তিনিগের মনে স্ত্রীর চতুরতা ইত্যাদি গুণ-গুলি জীভিরই সঞ্চার করিয়া থাকে।

(৫১২২—৫১৩০ পঙ্ক্তি)

“অর্ধেক শরীর” ইত্যাদি। বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, পতি স্ত্রীর অর্ধেক শরীর,—কিন্তু ভয়ে পতির নিকট মনের বাসনা প্রকাশ করি না,—ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, পতি অর্ধেক শরীর হইলে, নিশ্চিতই মনেরও অর্ধেক তাহাতে থাকিবে; সেরূপ হইলে, মনের বাসনা তাহার নিকট ব্যক্ত করারই বা প্রয়োজন কি? সে নিজের মনের ভাব দিয়াই তো স্ত্রীর মনের ভাব বুঝিতে পারিবে। কিন্তু স্ত্রীর মনের ভাব বুঝিয়া তাহার বাসনা পূর্ণ করা তো দূরব কথা, তাহার নিকট স্ত্রী যদি মুখে ভাবিয়াও কোন ইচ্ছা প্রকাশ করে, তাহা হইলে সহানুভূতি প্রকাশ না করিয়া পতি যথাসাধ্য উহার প্রতিকূলতা করিয়া থাকে; হস্তরাং উহার ফলে স্ত্রী পতির নিকট মনের বাসনা ব্যক্ত করিতেই ভীত হয়। অথচ বেদ-শাস্ত্রে নাকি বলে যে পতি স্ত্রীর অর্ধ-অন! এই শ্লোক-গুলি কবির তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি ও তাহার সময়ের স্ত্রী-জাতির সহিত সমবেদনা-সূচক করুণ বিদ্রূপ-উক্তির অপূর্ণ উদাহরণ।

(৬০১২—৬০২০ পঙ্ক্তি)

“দৈত্য বিনাশিতে” ইত্যাদি। বড়াইর উত্তেজনা ও ইজিত-পূর্ণ বাক্যের অর্থ এই যে, কংসের অন্তর দৈত্যনিগকে বধ করার দারুণ-পরিশ্রমে কৃষ্ণের শক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে; (ইহাও বহু ভাণ্ডা বলিতে হইবে) দৈবাৎ রাখকে নিজের আয়ত্তে আনার উপযুক্ত শক্তি-টুকু এখনও তাহার আছে।

(৬০২৩—৬০২৫ পঙ্ক্তি)

“মোর হাতে” ইত্যাদি। কৃষ্ণের এই উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, বাণী তাহার হাতে থাকিয়া সর্বদা ‘রাধা’ ‘রাধা’ বলিয়া ডাকে; ইহাতেই রাধা লজ্জায় মরিয়া যান। রাধার হাতে বাইরা যদি বাণী ‘কৃষ্ণ’ ‘কৃষ্ণ’ বলিয়া ডাকে, তাহা রাধার পক্ষে অধিক লজ্জার কারণ হইবে। কেন না, রাধার কৃষ্ণের উপর প্রেম না থাকিলেও কৃষ্ণ বাণীতে ‘রাধা’ ‘রাধা’ বলিয়া ডাকিতে পারেন; কিন্তু রাধার হাতে থাকিয়া সেই দারুণ বাণী যদি ‘কৃষ্ণ’ ‘কৃষ্ণ’ বলিয়া ডাকে,— তাহা হইলে লোকে উহা কৃষ্ণের প্রতি রাধার অনুরাগের একটা অকাটা প্রমাণ বলিয়া গণ্য করিবে। হস্তরাং বিশেষ পরামর্শ ব্যতীত বাণী হাতে নেওয়ার মত কোনও আশঙ্ক্যজনক কাৰ্য্য করা উচিত নহে।

(৬১১২—৬১২০ পঙ্ক্তি)

“তানয়া দারুণ বৃত্তী” ইত্যাদি। বৃত্তীর আনন্দের কারণ এই যে কৃষ্ণ রাধার উপর দৌরাশ্রয় করার উত্তরের মধ্যে মনোমালিন্ত জন্মিয়াছে, উহার ফলে রাধার চরিত্র-সংশোধন হইতে পারে। শুভরাং মনের আনন্দের অন্য কারণ দর্শাইয়া তিনি এইরূপ বলিলেন।

(৬২২৫—৬২২৬ পঙ্ক্তি)

“মোহিলা বৃত্তীর মন” ইত্যাদি। স্ত্রীরাধা সরলতা হেতু বৃত্তীর এই আশ্চর্য্য পরিবর্তন বুঝিতে না পারিয়া কিংবা মনে মনে বুঝিয়া থাকিলেও লজ্জা হেতু সেই কথা ব্যক্ত না করিয়া, বৃত্তীর পরিবর্তনের কারণ কৃষ্ণের কপট অর্থাৎ মায়ার বলিয়া বিশ্বয় প্রকাশ করিলেও কবি স্বাী পাঠক-বর্গকে বিশ্বয়ের কোনও অবকাশ দেন নাই। বৃত্তীর এই পরিবর্তন যে তাহার পক্ষে নিতান্ত স্বাভাবিক এবং তাহার চরিত্র-হীনতা, মৃত্যু-ভয় ও উৎকট লোভের অবস্থাতী কল ইহা কবি অপূর্ণ দক্ষতার সহিত প্রদর্শিত করিয়াছেন।

(৬৩১৭—৬৩১৮ পঙ্ক্তি)

“আপনে জানহ” ইত্যাদি। শ্লোক-টী রচনা-সৌষ্ঠবে বাঙ্গালা সাহিত্যের অতি-শ্রেষ্ঠ কবিতার সহিত তুলনার যোগ্য। প্রেমিকা-শিরোমণি শ্রীরাধা প্রেমের অন্ত সর্ব্ব-ত্যাগের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা হওয়া সত্ত্বেও স্বাভাবিক নম্রতা ও চরিত্রের মধুরতা হেতু নিজের তুচ্ছতা-স্মৃতি এইরূপ অমর-উক্তি দ্বারা নিজের মনঃ ও চরিত্র-মার্ধ্য্য বেষ্টন করিয়াছেন, উহা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝানো কঠিন; সন্দেহ পাঠক-গণ শ্লোক-টীর সরলতা, গাভীর্ঘ্য ও মার্ধ্য্য আবাদন করিবেন।

(৬৪৫৪—৬৪৫৫ পঙ্ক্তি)

“সিংহাসন পাতিয়া” ইত্যাদি। এই পালায় বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার সাক্ষাৎ নারায়ণ ও লক্ষ্মী-রূপে আশ্ব-প্রকাশ বাঙ্গালার অন্তান্ত বৈষ্ণব-কবিদিগের বর্ণনায় কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না; এই পরিকল্পনা ভবানন্দ্রের নিজস্ব এবং পরবর্তী ঘটনাবলীর সহিত ঘনিষ্ঠ-ভাবে সম্বন্ধ। এ ভাবে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা আশ্ব-প্রকাশ না করিলে পরবর্তী পালা-গুলির বর্ণিত সর্ব্ব-জন-বিদিত বিদহ-লীলা, উদ্ধব-সংবাদ, সখী-সংবাদ ও পরিশেষে দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীরাধার লীনতা-রূপ এই মহাকাব্যের বর্ণনায় প্রধান ঘটনা কোন রূপেই সম্ভবপর হইত না। ভবানন্দ্রের এই পরিকল্পনার দোষ-গুণের বিস্তৃত আলোচনা ভূমিকায় দ্রষ্টব্য।

(৬৯১২—৬৯১৩ পঙ্ক্তি)

“বিধাতা বিমুখ” ইত্যাদি। বিধাতা আমার প্রতি বিমুখ হইয়াছে—ইহা বুঝিতেছি; কিন্তু তুমিও যে আমার প্রতি বিমুখ হইবা—ইহা আমার চিন্তার অগোচর; কেন না, যে আপনার জন, সে অন্ত বস্তু দূরে থাকুক নিজের প্রাণ-দান পাইলেও কখন পর বা অমিত্র হইতে পারে না। আপনার জনে আপনার জনের অন্তে জীবন পর্য্যন্ত দিয়া থাকে, এ অবস্থায় তুমি যে সামান্ত স্বার্থের অন্তে আমাকে ছুঃখ-সাগরে ফেলিয়া যাইবা, ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

(৭১২১—৭১২২ পঙ্ক্তি)

“রজনী” ইত্যাদি। রজনী আছে বলিয়া অর্থাৎ তোমার মথুরা-গমনে কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে বলিয়া রাধা নিবেদন করিয়া বাধা দিতেছেন, কিন্তু দিক্ প্রসঙ্গ (প্রকাশিত) হইলে অর্থাৎ প্রভাতে মথুরা-যাত্রার সময়ে বাধা দিরা অসম্ভব জন্মাইবেন না।

(৭১৫১—৭১৫৮ পঙ্ক্তি)

“তবে গুণবতী রাধা” ইত্যাদি। প্রেমিকা-শিরোমণি রাধা চিন্তা করিলেন যে, কৃষ্ণের মথুরা-গমনে বাধা দেওয়ার বদন তিনি ছুঃখিত হইতেছেন, এ অবস্থায় আমার বাঁচিয়া ফল কি? তাই তিনি কৃষ্ণের সত্যোত্তর অন্ত নিজের জীবনকে তুচ্ছ করিয়া তাঁহার গমনে আর বাধা দিলেন না। কৃষ্ণকীর্তনে বর্ণিত আছে যে, কৃষ্ণ রাধাকে ঘূমে রাখিয়া কিছু না বলিয়া চলিয়া যান। ভবানন্দ্রের বিদায়-বর্ণন যে কত মধু-স্বাদী তাহা ব্যাখ্যা করা বাহুল্য।

(৭৪২৫—৭৪২৬ পঙ্ক্তি)

“ইদ্রিত করিয়া শুনে” ইত্যাদি। সে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার প্রেম-লীলার গুহ্য বিবরণ জ্ঞাত হইয়া উহার প্রতি (অবিশ্বাস বা অবজ্ঞার স্মৃতি) কটাক করিয়া থাকে; সে ব্যক্তি অশ্রমেধ-বজ্র-কারী হইলেও, তাহাকে নরকে বাস করিতে হইবে।

(৭৫০৭ পঙ্ক্তি)

“বহু-বংশে নহে রাজা” ইত্যাদি। চন্দ্রবংশীয় মহারাজ যযাতি জরা-গ্রস্ত হইয়া, নিজের যুবক ষোষ্ঠ-পুত্রকে তাঁহার জরা-ভার গ্রহণ করিয়া তৎপরিবর্তে তাঁহাকে নিজের উপভোগ-ক্ষম যৌবন দান করিতে অনুরোধ করিলে,

যহু পিতার সেই প্রস্তাবে অসম্মত হওয়ার, মহারাজ যযাতি জুহু হইয়া যহুকে শাপ দেন যে, তাহার বংশে কেহ কোন কালে রাজ-চক্রবর্তী সম্রাট হইতে পারিবেন না। যযাতির গন্ধ পুত্রের মধ্যে যহু প্রভৃতি চারি-টা পুত্রই পিতার প্রস্তাবে অসম্মত হইয়া; এইরূপ শাপ-গ্রস্ত হইলেন; কেবল শশিষ্ঠার গর্ভ-জাত কনিষ্ঠ পুত্র পুরু পিতার ভ্রাতার গ্রহণ করায় পিতৃ-প্রসাদে যথা-সময়ে চন্দ্র-বংশের রাজত্ব প্রাপ্ত হইলেন। সুপ্রসিদ্ধ ছয়শত ও তরত এই পুরুই স্বযোগ্য বংশধর।

(৭৫৬৬ পঙ্ক্তি)

“সমীরে গমন করে” ইত্যাদি। কাষ্ঠিকেশের এক নাম ‘কৌকারি’। ডবানন্দ সংক্ষেপের অন্য অনেক স্থলেই ‘কৌকারি’ শব্দের পরিবর্তে ‘কৌক’ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। ‘কৌক’ অর্থাৎ কৌকারি কাষ্ঠিকেশের রথ অর্থাৎ বাহন যহুরের পাখ (কৃষ্ণের চূড়ায়) পবন দ্বারা সঞ্চালিত হইতেছে—ইহাই বাক্যের অর্থ মনে হয়।

(৭৬০১ পঙ্ক্তি)

“ঘুচাইল” ইত্যাদি। ‘দক্ষ-সুতা’ শব্দের দ্বারা এখানে দক্ষের অন্ততম কন্যা ‘রতি’ বুঝাইতেছে। কৃষ্ণ রতি-পানে অর্থাৎ রতি-রস আশ্বাদন দ্বারা রাধার সমাধি অর্থাৎ তন্ময়তা ভাব ঘুচাইলেন—ইহাই বাক্যের অর্থ।

(৭৬৪৩ পঙ্ক্তি)

“মথুরার রাজ-চক্রবর্তী” ইত্যাদি। ইতিপূর্বে ব্যাস-দেব জনমেজয়ের প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন যে, যযাতির শাপে যহু-বংশে কেহ রাজ-চক্রবর্তী হইতে পারিবেন না বলিয়া, কৃষ্ণ কংসকে বিনাশ করিয়াও নিজের রাজা হইলেন নাই (৭৫০৬—৭৫০৭ পঙ্ক্তি দ্রষ্টব্য) ; এখানে কৃষ্ণের পরম-ভক্ত ও আত্মীয় উদ্ধব বলিতেছেন “মথুরার রাজ-চক্রবর্তী নারায়ণ।” এই বিরোধের কিরূপে সমাধান হইবে? আমাদের বিবেচনা হয় যে, যযাতির শাপ ও নিজের কর্তব্য-জ্ঞান—উভয় কারণ বশতঃ শ্রীকৃষ্ণ উগ্রসেনকে মথুরার রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেও তিনিই রাজ-কার্যের সর্বোৎকৃষ্ট ছিলেন; এই জন্যই বোধ হয় উদ্ধব একরূপ বলিয়াছেন; নতুবা উদ্ধবের স্তায় সঙ্কনের অলৌক-উক্তি কোন মতেই সম্ভবপর হইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ যে উগ্রসেনকে রাজত্ব দিয়াই নিশ্চিন্ত হন নাই—নিজেও রাজ-কার্য করিতে ছিলেন, তাহা উদ্ধবের কথারই পরে জানা গিয়াছে, যথা—

“সদায়ে তোমার গুণ করন্তি বাধান।

পরিহারি রাজ-কার্য বিরহিত-জান।” (৭৭১৭—৭৭১৭ পঙ্ক্তি)

(৭২১৭—৭২১৮ পঙ্ক্তি)

“কাক জন্মাইল” ইত্যাদি। ‘দ্রোণ’ কাকে অর্থাৎ দাঁড়-কাকে তোমাকে জন্ম দিল; তুমি সর্বদা বনে থাক, কি প্রয়োজনে আমার বাড়ীতে আসিয়াছ? কোকিলায় কাকের ব্যাশায় যাওয়া ভিন্ন পাড়ে এবং কাকে সেই ভিন্ন নিজ ভিমের সহিত তা’ দিয়া বাচ্চা জন্মায়, ইহা প্রসিদ্ধি আছে।)

(৭২৭২ পঙ্ক্তি)

“আন-রূপে” ইত্যাদি। গন্ধকের এই বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীহরি যখন দুই দৈত্য সংহার করিয়া পৃথিবীর তার গ্রন্থন করিতে বাইতেছেন, তখন তাঁহাকে অবশ্যই প্রবল দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। একরূপ সঙ্কটাপন্ন কালে তাঁহার কার্যের কিঞ্চিৎ সাহায্য করিতে হইলে গন্ধকেও প্রবল পরাক্রমশালী পক্ষি-রাজের রূপেই বাওয়া আবশ্যিক; এজন্যই তিনি নিজ-রূপ ছাড়িয়া অন্য-রূপে সঙ্গে বাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

গরুড়ের এই অসম্মতির উদ্দেশ্য ভাল হইলেও উহার মূলে প্রভুর উপর একান্ত নির্ভরের পরিবর্তে আত্মশক্তির উপর অসম্মত ও অতিরিক্ত বিশ্বাস রহিয়াছে; সুতরাং গরুড়ের গর্ক চূর্ণ করার উদ্দেশ্যে দর্প-হারী নারায়ণ আদেশ করিলেন যে, তাঁহার প্রভু-ভক্তির পুরস্কার স্বরূপ তিনি এক-অংশে একটা কোকিল-রূপে অবতীর্ণ হইয়া, নারায়ণের ব্রজ-লীলার সময়ে অমধুর পঞ্চম-ধ্বনি দ্বারা তাঁহার প্রীতি উৎপাদন করিবেন। গরুড়ের গর্কের শাস্তি স্বরূপ আদেশ হইল যে, সর্বাঙ্গেকা অধিক সফট-পূর্ণ জরাসন্ধের যুদ্ধে প্রভুর স্মরণ-মাত্রে যখন গরুড় উপস্থিত হইবেন, তখনও তাঁহার সেই অসম্মতি হেতু নিজের অঙ্গ-হীন অবস্থায়ই তথায় উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে কোনও রূপ সাহায্য না করিতে পারিয়া দাক্ষণ মনস্তাপ ভোগ করিতে হইবে।

“তাতে আমি তোমাকে স্মরিব যেই দিনে।

অসম্মত হইয়া—যাইবা অঙ্গ-হীনে।” (৭২৮—৭২৮৪ পঙ্ক্তি)।

মধুকর-পিকের উপাখ্যান-টা বোধ হয় কবির নিজের কল্পনা-প্রসূত।

(৭২৭—৭২২ পঙ্ক্তি)

“মুনি বোলে চন্দ্রমুখী” ইত্যাদি। এই কোকিল-টা যে তাঁহাঙ্গিগেরই জন্ম-জন্মের প্রিয় সেবক গরুড়ের অংশাবতার ইহা শ্রীরাধা জানিতেন না; এ অবস্থার উহার মৃত্যুতে তাঁহার সম্বন্ধে ‘বিস্তর বিলাপ করি হইলা মুচ্ছিত’—কবির এই বর্ণনা অবাধ্য মনে হইতে পারে; কিন্তু এখানে প্রাধিকার করিতে হইবে যে, শ্রীরাধা সেই কোকিল-টাকেই তাঁহার নিদান-কালের সহায় ও মধুরায় যাওয়ার উপযুক্ত দূত স্থির করিয়া, তাহাকে “গুমান না করিও, মিনতি করিয়া কৈও—মুই নারীর দুঃখ বত” ইত্যাদি অমুরোধ জানাইয়াছিলেন। তাঁহার নিশ্চিতই বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহার অমুরোধ রক্ষা করিয়া মধুরায় যাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধার নিদাক্ষণ শোকের সংবাদ জানাইয়া তাঁহার নিকটে কোকিল শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ লইয়া আসিবে। শ্রীরাধার মন্দিরের দ্বারে কোকিলের আকস্মিক মৃত্যুতে সংবাদ প্রেরণ ও সংবাদ-প্রাপ্তির আশা অতুরেই উন্মূলিত হইল; স্বভাবতঃ কোমল-প্রাণা ও সর্ক-ভূতে দয়াবতী শ্রীরাধার প্রিয়তমের এই আদরের পাখী-টীর আকস্মিক মৃত্যুতে এতদূরই একরূপ শোক অতিরিক্ত বা অসম্ভব নহে। এই অবস্থায় না বুঝিলে শ্রীরাধার—

“কেবল প্রভুর সখা এহি পক্ষি-বর।

পক্ষী মৈল—কি কারণে প্রাণ আছে মোর।”

(৮০০—৮০৮ পঙ্ক্তি)

ইত্যাদি সঙ্কল্প আত্মপোক্তির তাৎপর্য বুঝা যাইবে না।

(৮০৭ পঙ্ক্তি)

“রতি-পতির রস-বানে” ইত্যাদি। পংক্তির তাৎপর্য পাদ-টীকার (১৭) সংখ্যক পাঠ-বিচারে দ্রষ্টব্য।

(৮১২—৮১২১ পঙ্ক্তি)

“নবীন মেঘের ধারা” ইত্যাদি। কবি ‘স্তেন্দ্রে অভেদ-রূপ’-অতিশয়োক্তি অলঙ্কার-দ্বারা অল্পপ্রাপিত প্রতীকমান উৎপ্রেক্ষা-অলঙ্কারের সাহায্যে বলিয়াছেন যে, বর্ষায় নবীন-মেঘের যে ধারা পতিত হইয়াছিল, (বোধ হয়) সেই অল-ধারাই রাধার চক্ষুতে সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে;—নতুবা চক্ষু হইতে এত অল-ধারা বাহির হইবে কি প্রকারে? এখানে অতিশয়োক্তি-মূলক প্রতীকমান-উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের দ্বারা ‘রাধার অজস্র অশ্রু-বর্ষণ-সূচিত শোকাতিশয় রূপ বস্তু (Fact) ব্যক্তি হওয়ার, অলঙ্কার-শাস্ত্র অনুসারে ‘অলঙ্কার-ব্যক্তি বস্তু-ধ্বনি’ রূপ উৎকৃষ্ট কবিতার দৃষ্টান্ত দৃষ্টিগোচর।

(৮১৭৮—৮১৭৯ পঙ্ক্তি)

“বিশিখ বহুয়ে পুরি” ইত্যাদি। ‘বিশিখ’ (বাণ) অর্থাৎ ৫ সংখ্যাকে ‘বহু’ অর্থাৎ ৮ সংখ্যা দ্বারা পূরণ করিলে যে ৪০ সংখ্যা হয়, উহার অর্দ্ধ ২০ অর্থাৎ ‘বিশ(ষ)’ আমি ভঙ্গন করিব।

(৮২৩৬—৮২৩৮ পঙ্ক্তি)

“শ্রীমতীর মিষ্ট-বোলে” ইত্যাদি। শ্লোক দুই-টা ভবানন্দের সবল কল্পনা ও লিপি-কৌশলের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। প্রবাদ ও প্রসিদ্ধি আছে যে, জলে নিমজ্জমান ব্যক্তি হৃৎ-গাছি হাতেব কাছে পাইলেও প্রাণের আশায় উহা প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরে; এ অবস্থায় যদি অগাধ-জল-পূর্ণ সমুদ্রে নিমজ্জমান ব্যক্তিকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া কেহ ডুবিতে বাধা দেয়, উহা অপেক্ষা আনন্দেব-বিষয় আব কি হইতে পারে? তেমনি যে ব্যক্তি বিষধর সর্পের দংশনে মরিতে বসিয়াছে, সাপের ওঝায় যদি বিষ থসাইয়া তাহাকে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে পারে,—উহা হইতেই বা আর কি আনন্দের বিষয় হইতে পারে? সংসাবে আনন্দের অসংখ্য বিষয় থাকিলেও, ভবানন্দ উপযুক্ত স্থলে এইকপ দুই-টা উৎকট সঙ্কট-উদ্ধাব জনিত আনন্দের সহিত শ্রীবাধার এ আনন্দের উপমা দিয়া যে উৎকৃষ্ট কল্পনা ও রচনা-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, উহার তুলনা-স্থল বঙ্গ-সাহিত্যে অধিক পাওয়া যায় না।

(৮২৬৬—৮২৬৯ পঙ্ক্তি)

“বিজে বোলে” ইত্যাদি। বস্তুতঃ কংসবধেব কত দিন পরে জরাসন্ধ কর্তৃক মথুরার ধ্বংস সাধিত হইয়াছিল তাহা নিশ্চিত জানা যায় না। পুরাণে বর্ণিত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক জরাসন্ধের জামাতা কংস নিহত হইলে, উহার বৈর-নির্ব্যাভন করার জন্তেই জরাসন্ধ মথুরা আক্রমণ ও উপযূঁপরি অষ্টাদশ বার আক্রমণের পরে উহার ধ্বংস-সাধন করেন। এ অবস্থায় মথুরার ধ্বংস যে দুই এক বৎসরের মধ্যে সাধিত হইতে পারে নাই,—উহা সহজেই অনুমেয়। এ দিকে ভবানন্দ স্পষ্ট লিখিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের গোহূল পবিত্র্যাগের সপ্তদশ মাসের পরে দ্বারকা তীহার সহিত শ্রীবাধার পুনরায় সাক্ষাৎকার ঘটয়াছিল। কবিগণ কর্তৃক কাব্যের উপযোগী করিবার নিমিত্ত স্বেচ্ছা-ক্রমে পৌরাণিক ঘটনার স্থান ও কাল-পরিবর্তনের অনেক দৃষ্টান্ত সংস্কৃত ও ভাষা-কাব্যে পাওয়া যায়। কবি ভবানন্দ পূরণ-শাস্ত্রে অভিজ্ঞ হইলেও তীহার কাব্যের পরিকল্পনার অপরিহার্য অংশ বলিয়াই জরাসন্ধ কর্তৃক মথুরা-ধ্বংসের সময় অনেকটা পূর্বে নির্দেশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ উক্তবের দ্বারা শ্রীবাধা ও নন্দ-বশোদা প্রকৃতিকে অতি সঘর্ষে গোহূলে ঘাইতেছি বলিয়া আশ্বাস জানাইয়া, শ্রীকৃষ্ণ তীহার সেই বাক্য রক্ষা না করার কোন উপযুক্ত কারণই অস্তান্ত বৈফল্য-কাব্যে প্রদর্শিত হয় নাই। ভবানন্দের কাব্যে এই অস্বাভাবিক বিষয়টার বেগ স্বাভাবিক ও স্বন্দর মীমাংসা সাধিত হইয়াছে। বস্তুতঃ জরাসন্ধের উক্ত অবিশ্রান্ত আক্রমণের ফলে ধ্বংসীভূত মথুরার অধিবাসিগণকে কোনও স্থায়ীকৃত স্থানে সংস্থাপিত করার পূর্বে শ্রীকৃষ্ণের অস্ত্র কার্যে মনোনিবেশ করার অবকাশ ছিল না। ভবানন্দের কৃষ্ণ-চরিত্রে যে অস্তান্ত কৃষ্ণচরিত্র অপেক্ষা অধিক স্বাভাবিক ও মহাকাব্যের উপযোগী হইয়াছে, তাহা চরিত্রবর্ণনের ভূমিকায় সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে।

(৮৪৭৭—৮৪৭৮ পঙ্ক্তি)

“অস্তরে হরিব” ইত্যাদি। বড় শোকের ভ্রাম্য বড় আনন্দেও মানুষকে অধীর ও অবণ করিয়া ফেলে, এবং তাহার বাক্য-শক্তি পর্যন্ত লুপ্ত করে। কবি এই রোকে ও পরবর্তী রোকেগুলিতে সরল ভাষায় ও অল্প কথায় রোমাঞ্চিত-কলেবরা, আনন্দ-বিহ্বলা শ্রীবাধার যে রেখা-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা সর্বোংশে তীহার উচ্চ-অঙ্গের কবিত্ব-শক্তির অঙ্গরূপ হইয়াছে।

(৮৪৮৭—৮৪৯২ পঙ্ক্তি)

“উদ্ধবের হস্তে” ইত্যাদি পঙ্ক্তি-গুলিতে কবি উদ্ধবের চরিত্র স্বন্দর-ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। শ্রীরাধা নিকট হইতে মণি-শ্রেষ্ঠ কোমল প্যারিতোষিক পাইয়াও উদ্ধব এতটুকু বিচলিত হন নাই। শ্রীরাধা যদিও আনন্দ-উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে উদ্ধবকে কোমল দান করিয়াছিলেন, কিন্তু উদ্ধব তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, বিশ্বের সর্ব-শ্রেষ্ঠ রত্ন কোমল ধারণ করার যোগ্য পাত্র পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ বা তাঁহার প্রিয়তমা শ্রীরাধা ব্যতীত অন্য কেহ নাই; রাধা উহা ধারণ না করিলে কৃষ্ণের প্রিয় রত্ন কৃষ্ণেরই ফিরিয়া পাওয়া উচিত; এজন্য উদ্ধব উহাকে পুটাজলি-পূর্বক মস্তকে ধারণ দ্বারা শ্রীরাধার দানের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষাপূর্বক তাঁহাকেই প্রত্যর্পণ করিয়া স্বীয় গ্রীবায়া পাবণ করিতে ও দ্বারকায় উহা শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করিতে ভক্তি-পূর্বক করবোধে প্রার্থনা জানাইলেন। বলা বাহুল্য যে, তাঁহাব এই সুবিবেচনা-সত্ত্বেও প্রার্থনা শ্রীরাধাকেও স্বীকার করিতে তইয়াছে,—যদিও কবি সে কথা বলিয়া রস-ভঙ্গ ক্রম আবশ্যক মনে করেন নাই।

(৮৪৯৩—৮৫০৬ পঙ্ক্তি)

“তখনে স্বন্দরী রাধা” ইত্যাদি। শান্তদী, ধামী, নন্দী ও সখী প্রভৃতিব নিকট শ্রীরাধার এই অস্তিম বিদায়-গ্রহণ সরলতায় ও কল্পনায় অতুলনীয়। কবি অল্প কথায় যে সর্বাঙ্গ-স্বন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা একজন মহাকবিব অল্পযুক্ত নহে।

(৮৫০৭—৮৫১০ পঙ্ক্তি)

“আকাশ-গমনে রথ” ইত্যাদি। এখান হইতে কাব্যের শেষ পর্য্যন্ত কাব্যের ঘটনা-সমূহ পবন-চালিত বিমানের দ্বায়ই অতি দ্রুত-গতিতে চলিয়াছে। কবি তাঁহার কাব্যের এই অংশে মহাকাব্যোচিত করুণ ও বিস্ময়াবহ ঘটনাবলি যে অপূর্ণ সমাবেশ দেখাইয়াছেন, প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যে তাহার অপর তুলনা-স্থল আছে বলিয়া জানা যায় নাই। এই অংশের রচনা সরল, গভীর ও বাহুল্য-বর্জিত হইলেও, এত কবিত্ব ও কাব্য-কলা-পূর্ণ যে, ইচ্ছা করিলে উহা রস-বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে অনেক কথাই বলা যাইতে পারে। কিন্তু আমাদের বিবেচনা হয় যে, সেরূপ রস-বিশ্লেষণের প্রয়াস অনাবশ্যক। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে রামায়ণ ও মহাভারতের অজুবাদ ব্যতীত স্বাধীন মহাকাব্য অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই বলিয়া, আমবা সহৃদয় পাঠক-বর্গকে ভবানন্দের কাব্যের এই শেষ অংশটি বিশেষ প্রাধান্যের সহিত পড়িতে অনুরোধ করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম। ভূমিকায় আমাদেরিগকে হরিবংশ-কাব্যের উপসংহার সহজে সন্নিহিত তুলনা-মূলক আলোচনা করিতে হইয়াছে।

শব্দ-সূচী

[তারকা চিহ্নিত শব্দগুলি 'সংস্কৃত-সম']

[অ]

অকারণ* (নিস্প্রয়োজন, নিরর্থক)	৭৭৫০	অমুক্রম * (যথা ক্রম)	৬৪০৫
অকুমারী (কুমারী, অবিবাহিতা)	১৮৪২, ৫৪০৩	অমুত্রাজি (অমুগমন পূর্বক অভিযাত্রা করিয়া)	৮৫৩৫, ৮৫৩৮
অকুর * (যাদব-বিশেষ)	৬৭৬১	অমৃতাব * (মানসিক প্রেম, ভক্তি প্রভৃতি রসের সূচক	
অকুরেক (স' 'অকুর' ও 'এক') দুই এক কথা,	১১৩০	গুণ-ক্রিয়া ইত্যাদি)	৭৬০০, ৭৬৭৬
অক-সূত্র-মালা * (রত্নাক-মালা)	৬৪৩৮	অমুসার * (অমুসরণ, অবলম্বন)	১২২
অখন (এগন)	১৭৭৬, ৭৫৪৩	অন্ত * (সীমা, শেষ)	২৮১৫, ২৮১৭
অগর (স' 'অগুর') চন্দন-বিশেষ,	১০০০	অন্তর *—১। (ব্যবধান)	২০০, ১৬১৮, ৫৮৮৫
অক * (চিহ্ন)	পৃ ১৫৫২	২। (পরবর্তী কাল)	২০৫, ৪৬৩, ৫৮৪৩
অক-ভঙ্গ * (অক-ভঙ্গী)	৭০১, ৬৪৩১	অন্তর (স' 'অন্তঃ') অন্তঃ-করণ,	২৭১, ৮২৩
অকৌকার *—১। (স্বীকার)	৩৮৮৭, ৬৫৪৫	অন্তরীক্ষ (স' 'অন্তরীক্ষ') ১। আকাশ,	
২। (সম্মতি-প্রদান)	৪১৩১	২। আকাশে স্থিত,	পৃ ৭৬
৩। (আদেয়)	২৬৬২, ৩৫২৭	অন্তর্দান * (অদর্শন)	৮৭৪২, পৃ ৩৩১
অকৌকারী * (পূজার স্বীকার-কারী)	২৫০০	অন্তর্ধান * (মানসিক ধ্যান)	৩৩২৩
অকুন * (কাজল)	৭২২২	অন্তর্যামী * (আশ্চর্য্য ভাবের জ্ঞাতা)	২৪৭০
অথর্কবেদ (স' 'অথর্ক-বেদ' শব্দের অপ')		অন্তঃস্পুর (স' 'অন্তঃস্পুর') অন্তর মহল	৮১৭৮
অথর্ক-বেদ	২২৫১, ২৭১৩	অন্ন-পান (খাদ্য ও পানীয়)	৬৭২৮
অধর * ১। (নিম্ন-ওষ্ঠ)	৫০৬	অন্তো-অন্তো (স' 'অন্তোন্তো') পরস্পরে	৪১৪২
২। (নিম্ন-ভাগ)	৪৪৪১	অপকীর্ণ (স' 'অপকীর্ণ') শব্দ-জাত অপকীর্ণ,	
অধিকার * (অধিধিপত্য)	২৩৪, ২৫৩	কলঙ্ক	৮৩৩৪
অধিকারী * (মালিক)	২০৭৪, ২২৫২	অপরে (পরবর্তী কালে)	৫৫২৪, ৬২৩৭
অধিবাস * (পূজাদির পূর্ব-দিবসের কৃত্য		অপধ্যাপ্ত * (প্রচুর)	৭৫২৭
শাস্ত্রীয় কর্তব্য)	৬৫০৭, ৬৫১১	অপাঙ্গ * (নয়ন-প্রাশ্র)	৭৫৭০
অধিষ্ঠান * (স্থিতি)	২৭০৭	অপূজন * (পূজা-হীন)	৩১৫
অনজ * ১। কাম-দেব	৩২২	অপেক্ষা * (প্রতীক্ষা)	৬৮৩৩, ৭১৮৪
২। কাম-ভাব,	১৮৫৪	অবকাশ * (অবসর)	২৩৫৪
অনাকর * (অমূলক)	৮৩৬৪	অবধান * (মনোযোগ)	১৮১৬, ৩৪৮২
অনাচার * (সদাচার-বিরুদ্ধ কার্য)	২৭৬৬	অবগী (অবলা, বল-হীন)	৪৫০৫
অনাথ * (অভিভাবক-শূন্য)	১২৪৩	অবসতি * (গৃহ-হীন)	৩২৭২
অনিমিত্ত (স' 'অনিমিত্ত') নিমেষ-শূন্য,		অবিনয় * (বিনয়ের অভাব)	৮৪২৫
পলক-শূন্য	৭৬০০, ৮৫২৮	অবিলেব * (অবিলেচনা)	৮১৩৪, ৮৫৩৬
		অবিলেব-সিদ্ধ (অবিলেচনার সাগর)	৮১৩৪

অবে (হি' 'অব্' বা 'অবে', 'এবে') এখন	৪২১৮	আইহুক (আইহুক)	২৬৫১
অবেক্ত (স' 'অব্যক্ত') অজ্ঞাত	৭৮২২	আইসে (আসে)	২৬৪৬
অব্ * (বৎসর)	২৪৫০, ৬২৪৭, ৬৪১৪	আউদল (ব্যুৎপত্তি অজ্ঞাত ; প্রা' বা' 'আউদল')	
অভরণ (স' 'অভরণ') অলঙ্কার, গহনা;	৬৮৬৩	অবক, অলুলায়িত,	৮০০২
অভাগী (গিনী) দুর্ভাগ্যবতী	১০২৬, ৪৪৮৬, ৭১৩৪	আউলাঞা (স' 'আকুলা' ধাতু-জাত) আলু-খালু	
অভাজন * (অপাত্র)	১৬৩২	হইয়া	৪০৪৭
অভিনব * (নূতন)	৮৩৪৩	আকস্মাত (স' 'অকস্মাৎ' শব্দ-জাত) হঠাৎ	৬৮১৩
অভ্যন্তর * (ভিতর, অন্তঃপুর)	৩৫১২	আকুলাইতে (আকুল হইতে)	৪২৪৩, ৮১১৩
অভ্যক্ষিণে (অভ্যাক্ষণ বা সেচন করিলে)	২৭২০	আকুলিত * (আলুলায়িত, আলুখালু)	২৮৫
অভ্যাক্ষে (অভ্যাক্ষণ বা সেচন করে)	২৮০১	আকুলী (আকুলা)	৪৩০২, ৪৪০৫, ৭৮০৩
অভ্যুত্থান * (দণ্ডায়মান হইয়া সম্মান-প্রদর্শন)	২৮৪৫	আকৃত (স' 'আকৃত') অভিপ্রায়, মনের ভাব	৫৭৫, ৭২৮৬
অমর-নায়ক * (দেব-সেনাপতি কাহিকেশ)	২৫৩	আগ (সম্বোধনে) ওগো,	
অমর্ত (স' 'অমৃত' শব্দ-জাত, 'ঘের্ত' (ঘৃত) তুল')	৮৩৩৩	আগর (স' 'অগুরু')	১০০০, ৪১৬৮
অমর্যাদা-সীম * (অমর্যাদা বা উচ্ছৃঙ্খলতার		আগমী * (তাত্ত্বিক-সাধক)	৩৬১০, প' ৬২২
সীমা-প্রাপ্ত)	৮১৪২	আগল (প' সা' 'আগর') অগ্রগণ্য,	৪৫৩৫
অমিঞা (যা) (স' 'অমৃত' প্রা' 'অমিঅ')		আগা (স' 'অগ্র' প্রা' 'অগগ') অগ্র-ভাগ,	২০৫৪
অমৃত	৪৩৬৬, ৫৮১৪	আগুনি (স' 'অগ্নি') আগুন,	৮০২৮
অমৃত * ১। (স্থা)	৩০৩০	আগুনি (আগুনে, জালায়)	৬৭১, ৭১২৮
২। যুগায়ত	২৭২২	আগে (সমুখে)	৫২১
অম্বর * (আকাশ)	২৭০৬	আচয়িত (অকস্মাৎ)	৬৫৩৩, ৬৫৩৪
অম্বল * (পল্ল)	৪	আছিলাঞি (ছিলেন)	৬৪২০
অন্নান * (বাহা ন্নান হয় না)	৭৬০	আছুক (খাছুক)	৮৪০৭
অলক্ত * (আলতা)	প' ৮২২	আটে (ব্যুৎপত্তি সন্দেহ) কুলায়, ধরে,	২০১০
অল্য * অসাধ্য)	৫৩২৩, ৫৪১৮	আড় (আড়াল)	৩৩২৭, ৫২৪৬
অষ্টক * (চতুশ্লিষ্ট হেতু অষ্ট-লোচন বিশিষ্ট ব্রহ্মা)	৭৪৭২	আখান্তর (স' 'অবহাস্তর') দুর্দশা	৬০৫৪
অন্তর * (অদর্শনতা-প্রাপ্ত)	৬১৪৫, ১৫১৭	আথে-বাথে ('আন্ত-বাস্ত' ত্র') অতিশয় ব্যস্ত-ভাবে	১৮৭৮
অহনিশি (স' 'অহনিশি') দিন-রাত্র,	৮০৩৭, ৮০৮৫	আদ্যতা * (প্রাধান্য)	২৭৪৪
অহে (সম্বোধনে)	১২৪২	আন ১। (স' 'অন্ত' শব্দ-জাত) অন্ত,	১৩০, ৮৬৮৭
		২। (স' 'অন্তথা') অন্যথা, অন্য-রূপ,	১১৫২
[অ]		আনল (স' 'অনল') অগ্নি,	৭৮, ৮৪৫৪, ৮৬০৫
আই (মাতা)	২৬৪৪	আনে (অন্তথা)	১০৪১
আইমন (স' 'অভিমত'—রাধার স্বামীর নাম ; অপ-		আনো (আনি)	৬০৬৮
'আইমন' 'আইমন') আয়ান,	১৪৩২, ৭৬৭৬	আকল (অক)	৩৩১৮
আইলা (আসিল)	২১৩	আক্কায়া (স' 'অক্কায়া' শব্দ-জাত) অক্কায়া,	৩৩৪১, ৪৬৬১
আইলু (আসিলাম)	৬৪		

আপনি (সং 'আত্মন' অপং 'আত্মন') নিজে, ৪৪, ৫৩১৪

[হ]

আপনে ('আপনি' প্রং) নিজে, ৫৮৩৩, ৫৮৫২

ই (সং 'ইদম্' হি', মৈ', 'ইহ', বা 'ইহ') ইতা, ১২, ১৪৬১, ৩৪৭৪

আবির (সং 'আবীর') আবির, ফাগ, ১৪৬১, ৩৪৭৪

আবীর * ('আবির, ফাগ') ৬৫৭২, ৬৫৮১

ইদিত * ১। ইসারা ৫০৩০, ৭৫৭০

আবেশ * ১। মন্ততা, ১৩৬৭, ৪০৫৭

২। নিম্মা-সূচক ইসারা ৩০০০, ৭৪২৩

৩। মন্ত, ২২১

ইদিত-নীলায় * ('ইদিত-পূর্ণ হাব-ভাবে') ১৩৮২

আবেশে (সং 'অবশ' শব্দ-জাত) অবশ, নিশ্চিত, ৩৭৩৬

ইচ্ছা-প্রায় * (সং 'প্রায়'—বাহুল্য) ইচ্ছা-বাহুল্যে ২৪০২

আমা (আমাকে) ৪৬, ৭৭

ইন্দীবব * (নীল-উৎপল) ৭৭৫৩

আমা (অপার) ১১০

ইন্দু * (চন্দ্র) ৬০২, ২৫৩২

আমাত (আমাতে) ৫৪২০, ৭৬৪৫

ইন্দু ('চন্দ্র' প্রং) শুক, বীষা ৭৬০২

আমারে (আমার প্রতি) ৫৬৪৩

ইন্দ্রেত (ইন্দ্রে) ৬১

আমি-দুই (আমরা দুই জন) ৫০, ৫০৫৪

ইবত (ঈবৎ) অন্ন ২১৭, ৭৬৬

আমি-সব (আমরা সকলে) ৫৩৪২, ৫৩৫৮

ইষ্ট * (প্রিয়-বাক্তি, মিত্র) ৩৪২৮

আমোদিত * (আমোদ-যুক্ত, সৌরভ-যুক্ত) ১২০৩

ইপ্তিত (ফীত) ৩০৮৩

আর (সং 'অপর' প্রাং 'অবর' হি' 'ঔর') ১। অন্য, ১০১, ২০১৩

ইহ ('ই' প্রং) এই ১৮৪২, ৪৫৩২

২। আবার, ২৮, ২২৬৫

[উ]

আরতি ('আরতি' + ইল) অহরহাগ-যুক্ত, ৩৬৬১

উ (সং 'অদম্' হি', মৈ' 'উহ' বা 'উ' 'ন') উ ৪৪৮১

আরত্তু * (আরত্তু) ৬৭৭৭

উজান (সং 'উজান') জলের উর্দ্ধ-দিকে গমন ৭৬৫, ১৫৬১

আরাধন * (উপাসনা) ২৪৪৬

উৎবিহু (সং 'উৎবেজন' শব্দ-জাত) উৎবেগ ৩০০১

আরাধিয়া (আরাধন করিয়া) ২৬১৭

উত্তর * ১। সাড়া ৮৭২, ৭৮৪৪

আর্হা (সং 'অর্চা' শব্দ-জাত) উপাসনা, ২৩২৬

২। কথা ৮৭০, ৭৬২৮, ৮৫২১

আল (সর্ঘ্যধনে) ও লো ৫২৬, ৪৩৬২

উত্তরী (সং 'উত্তরীয়') গায়েব চাদর ৬২২৭

আলস (সং 'আলস্য' শব্দ-জাত) আলসা ৩৪৬৪, ৪৫৩৩

উদক * (জল) ৫৭২৪, ৮৪২৮

আলা (সং 'আলোক' শব্দ-জাত) আলোকিত ৪৬৬১

উদয়েত (উদয়ে, গতে) ৫৮

আলাপি (রাগ-রাগিনীর আলাপ করি) ২২২২

উদগম * (উৎপত্তি) ৮৪৮৫

আলাপিলা (স্বরালাপ করিলেন) ২৩৬০

উদ্যম * ১। (চেষ্টা) ৩৫৮২

আশ-পড়শী ('আশা'—দিক ও 'পড়শী'—

২। (উদ্বব, উদয়) ৬৪০৪

প্রতিবেশী;) চারি দিগের প্রতিবেশী ৪৪২০

উনাইয়া (গলিয়া) ৪৮৭০

আশয় * (অভিপ্রায়) ৭৮৬৭

উন্নত * (সং 'উৎ'—উৎকর্ষ + 'মত' আদৃত) ৪৩০২

আসিহ' (আসিয়াহ) ১২১৩

বিশেষ সমাদৃত ২৩৮

আসিহি (আসিয়াহি) ১২২৮

উপারোহ * (অহরোহ) ৬৭২৬

আসিহিল (আসিয়াহিল) ৮৬২

উপসন (সং 'উপসন্ন') উপস্থিত, ৬৭৩৪

আসিয়াহো (আসিয়াহি) ৫৪২২

উপসন্ন * (উপস্থিত) ৩৭৩, ২৩০১

আসিবা (আসিবেন) ৭৬১১

আস্ত-বেস্ত (সং 'অস্তব্যস্ত')—অতিশয় ব্যস্ততা, ৩৫২২

উপহারে (উপহার দেয়)	৭৬৪	[ঙ্গ]	
উপালম্ব * (তিরস্কার)	৮৪০৫	উরসে (শুক্রে, বোধ্যে)	১০,৩৮
উরে (সং 'উরসি' অপং 'উরহি' 'উরই') বন্ধে,	৪০৪৭	[ক]	
উকা * (অলম্ব কাষ্ঠাদির খণ্ড)	৮৫২৭, ৮৫৫৭	কউল (আং 'কবুল' শব্দ হইতে) স্বীকার,	৭৮৪৭
[উ]		কটাক * (বক্র দৃষ্টি)	২৪২৩
উনায় (গলিয়া 'উন' অর্থাৎ কম হয়)	২১৫৮	কষ্ঠাগ্রত (কষ্ঠ হইতে অগ্রে)	৬২৫০
[ঞ্জ]		কত (সং 'কতি') কিছু পরিমাণ	৮১
ঞক (সং 'ঞক্') বেল-বিশেষ,	২৭১৩	কথঞ্চিৎ * ১। কোনও প্রকারে,	৫৬৬৪
[এ]		২। কিঞ্চিৎ	৪৮০৭
এ ('ই' ঙ্গ) এই,	৬৪৫, ৭৭২	কথো-দূর (কতক দূর)	৩৫২১
এই (ইহা)	২৫	কদাচার * (কুৎসিত আচরণ)	১৫৮১
একত্তর (সং 'একত্র') এক-স্থানে,	৫৮০	কদাচিৎ * ১। কোনও সময়ে,	৬৯
একেশ্বর (সং 'এক-সর' ?) একাকী,	৫৯০, ২৭২	২। কোনও প্রকারে	৭৬১২
একেশ্বরী ('একেশ্বরী' ঙ্গ) একাকিনী,	৭০ ২৫২	কনক-শিখর * (স্বর্ণময় পর্বতের চূড়া অর্থাৎ স্তন)	১৮১১
এড় (সং 'ইড়' ধাতু—ক্ষেপণে) ছাড়,	৫৭৮, ৩৭৮৬	কন্দর * (গুহা)	৭০৮৪
এড়িয়া ('এড়' ঙ্গ) ছাড়িয়া,	২৪	কন্দল * (কৌদল, কলহ)	২৩০৭
এড়িলা ('এড়' ঙ্গ) ছাড়িল,	২৫২	কন্ধ (সং 'কন্ধ') মৃতক	৬৬৩৮
এত (সং 'এতাবৎ' হিং 'এত্তা') এই-পরিমাণ	২৩	কন্তাক (কন্তাকে)	৩৫৬৪
এতেক ('এত' ঙ্গ) এই-পরিমাণ,	৭৭৩	কবরী * (বন্ধ-কেশ, খোঁপা)	৪২৬৫
এতেকে (এই হেতু)	৮৬১, ১২৫৫,	কমণ্ডল (সং 'কমণ্ডলু') জল-পাত্র-বিশেষ	৩০৩০
এথা (সং 'অত্র' শব্দ-জাতি) এখানে	৪২১, ১৮৫৫,	কম্প * (কঁাপ)	৫১০২
এনে (ইহাঁক)	১৮৫৫	কম্পমান * (কম্প-যুক্ত)	১৬০৫
এবে (সং 'অব্য' অপং 'অদ্ হি', মৈং 'অব')		কম্পিলা (সং 'কম্প' ধাতু) কম্পিত হইল	২৭১
এখন "	১৮৬৩	কম্বু * (শব্দ)	২৩৭৪
[ঐ]		করগ্রি (করেন)	৬৫৬৫, ৬৫৭২
ঐরি (সং 'বৈরী' শব্দ কিংবা 'অরি' শব্দ হইতে জাত)		কর-তল * (হাতের মুঠের ভিতর অর্থাৎ সম্পূর্ণ	
অরি, শত্রু,	৪৪১২	অধীন)	১৬০৭, ২৪৩২
ঐশ্বৰ্য্য * (ধন-সম্পত্তি)	২৩২৮	করয় (যে)—(করে)	৭৮৬৮, ৮০৬২
[ও]		করি (জন্তে)	৭৩
ওহার * (ওঁ-শব্দ)	২৬২	করিছ (করিয়াছ)	৩০
ওঝা (সং 'উপাধ্যায়' অপং 'উআঝ ঝাঝ' হিং, মৈং,		করিছে (করিয়াছে)	১৭০৮, ১৭০২
'উঝা') ওঝা, সর্পাঘাতের চিকিৎসক,	৮২৩৮	করিবা (১ম পুরুষের ক্রিয়া) করিবেন	৩৫৫১
ওর (বাং শং কো মতে সং 'পার'—'আর'—'ওর')		করকা (করন)	২৮২৬
শেষ,	২০৮৪	করণ * (করণ-রস, শোক)	৭১২৪, ৮৩৮৮
ওল (লে) ('ওর' ঙ্গ) সন্ধে, সাথে,	১৫১৭, ৫৩৬৫	কুণিত * (ক্রুদ্ধ, কোপযুক্ত)	২৩৭০, ২৩৭২
ওঠ * (উপরের ঠোঁট)	৫০৬		

কঙ্কণা * (দস্তা)	৭২২৩	কাহ্ন ('কান' জ্ঞ) কৃষ্ণ	৪৭০৮, ৪৭২৪
কঙ্কণা (স. 'কঙ্কণ') কাতর-উক্তি	৩৬৪, ৭৪২৭, ৭৪৪১	কান্দন (স. 'কন্দন')	২৮২
করিয়ে (করি)	৫৬৪১	কাঙ্ক (স. 'কঙ্ক' শব্দ-জাত) কাঁধা, কানি,	৬০৭৭
করিলে (করিলি)	১৮৩৭	কাম * ১। কাম-দেব	২১৫
করোঁ (করি)	৪৪৭২	২। কাম-ভাষ	১৮০, ১৮০৮
করোক (কঙ্কক)	৬৭১৭	কাম (স. 'কম্ব' শব্দ-জাত) কাঁধা,	৭৫৫৫
কলা * (শিল্প-কলা)	৬০০	কাম-রূপী (স. 'কাম' + 'রূপ' ; স্ত্রী. বা 'কৈ' প্রত্যয়)	
কলা (স. 'কদলক' প্রা. 'কদলক' অথ 'কেনা,'		কাম-প্রদ রূপ-সূচক	৬০০, ৮৫১৪
কলা ('কলা') কদলী, কলা	৬০৭	কাম-সিদ্ধ (এক-প্রকাব উজ্জল লাল-বর্ণ	উৎকৃষ্ট
কলাপ * (ভূষণ)	২৫৩২	সিন্দুব ; মাটিয়া সিন্দুব নহে ; বোধ হয়	চীন-
কলাপী * (ময়ূর)	৪৪১৮	সিন্দুব ;)	৫১৬, ২০৮৫
কলিকা * (কলি)	৬২০	কামান (ফা. 'কমান') দৃষ্টি	৩০৭৪, ৭৫৮২
কলান্ত * (প্রেয়স)	২৭১২	কামোদ্ভাব * (কামোদ্ভাব)	৩১২, ৫৪৪৩
কলোল * (বৃহৎ তবঙ্গ)	৭৩০৭, ৭৪৩৭	কাকুণ্ড * (কঙ্কণ, দয়া)	৬২৩৪
কহন্তি (কহেন)	৪১৪৬, ৪১৪২	ক.. ' কাহার প্রতি)	৮৪৩
কহিছি (কহিয়াছি)	৩৬২৩	কালসূত্র : (নরক-বিশেষ, ২৫১ পঙ্ক্তির টীকা	
কহিছে (কহিয়াছে)	৮৪৪, ৭৪৬৬	ব্রহ্মব্য)	২৫১
কহিমু (কহিব)	৩২৬	কাল (স. 'কাল' শব্দ-জাত)	
কহিলা (কহিলেন)	৪৮	১। কৃষ্ণ-বর্ণ	৪৩১২, ৪৩০৫
কহিলাঞি (কহিলেন)	৬৪২১	২। ত্রিকৃষ্ণ	৫৭১১, ৫৭২২
কহিলুঁ (কহিলাম)	৭৭৩	কাহিনী (যমুনা)	৩৪৪৩, ৩৪৪৮
কহৌ (কহি)	৮২৭	কাহিনী (স. 'কথানক' অথ 'কহানি, হি'	
কাঁঠা (স. 'কঙ্কী') কণ্ঠভূষণ,	৬০৭১	'কহানি') উপাখ্যান, কথ্য,	৭৭৫৬, ৮৬৫৩
কাঁহিত (বাৎপত্তি সন্ধি) একপার্শ্বে অবনত	২০৮২	কাঁহাই (ইয়া)—ত্রিকৃষ্ণ	৪৮২, ৬১০
কাণ্ডতি (স. 'কাঙ্কতি') কাতর-উক্তি	৬৭৪	কিঞা (স. 'কিম্' হি. 'কৈঞ') কেন	৭৩১৪, ৮১৪৮,
কাচুলিত (কাচুলিতে)	৫৩৫	কিশোর (কিশোরী, নব-যুবতী)	৫৫২০
কাচু-বাগী * ('কাণ্ডতি' জ্ঞ) কাতর-উক্তি,	৭১৮০১	কুচ * (স্তন)	৬৭৫
কাঙ্কলি (স. 'কঙ্কলী') কাঁচুলী,	৩২২২	কুচ্ছিত (কুৎসিত, কুৎস)	৮৩২১
কাড় (বাৎপত্তি অজাত) বাহির কর	৭২২২	কুমতি * (কু-বৃদ্ধি-বিশিষ্ট)	৮৩৫৮
কাড়ে ('কাড়' জ্ঞ) বাহির করে	৭১৮০৫	কুস্ত * (কলসী)	৭১৭
কাড়ি (কাড়িয়া)	২৪৪, ৮০৩	কুরঙ্গিন (স. 'কুরঙ্গী'—হি. 'কুরঙ্গিন') যুগী	৩৩০৫
কাণ্ডার * (নোকার হাল)	২০৭৭	কুমারী * (কস্তা)	২৬৬০,
কান (স. 'কঙ্ক' প্রা. 'কাহ্ন' অথ 'কান' 'কানাই')		কুলিণ * (বজ্র)	৬৮৫৩
কৃষ্ণ,	৪৬১২	কুম্ব * ১। (পুষ্প)	৩৩১
কানযাত (আ. 'কনাং') পদা,	৩৫১৬	২. (পুষ্পের সাদৃশ্য হেতু) ভিন্নের মধ্যে	
		স্থিত হরিজ্ঞা-বর্ণ অংশ	২৮৩৪

কুহরে ('কুহ' 'কুহ' পল করে)	৪২৫৬	ক্রৌঞ্চ-বাহন (ক্রৌঞ্চ' জ্ঞ) ক্রৌঞ্চ-বারণ অর্থাৎ	•
কুহলে ('কুহরে' জ্ঞ)		কার্ত্তিকের বাহন ময়ূর,	৫৮০৮
কুল* (তট, প্রান্ত)	২২৯, ১৫২৮	কীর* (কৃষ্ণ)	৪০২৪
কৈক (কৈকেয়ী)	৭৪	কৈজ* (নারী)	৫৭২৭
কেম-মতে ('কেমন-মতে' শব্দ হইতে জাত ;		কৈজ-বার* (বার-কৈজ অর্থাৎ বার-নারী)	৬৬১১
' 'কেমন' জ্ঞ) কি প্রকারে	৫৬৩, ৩৪০৫	কৈত্রী (সৎ 'কত্রি' শব্দ-জাত)	৫৪২
কেমে ('কিমা জ্ঞ) কেন	১৭২, ৩১১৫	কেম (সৎ কম,) কনভাবান্	৫৫২৬, ৮৩৩০
কেবল* ১। শুধু, মাত্র		কেম—১। (কমা,)	৭৮, ৪৪৬২,
২। নিতান্ত	১৮২১, ১২৬৩	২। (বৈধী,)	৭৫৩
কেমত (কি প্রকার)	৪৪, ৭২৭, ৩৪৭১	কেমহ (কমা কর)	১২২৭, ১৭৫৭
কেমন (সৎ 'কিংবৎ' অপং 'কেমত' 'কেমন')		কেমাই (কান্ত করি)	৪২৬২
কোন্ প্রকার	৪০৬১, ৮৩৫৮	কেমিবা (কমা করিবা)	৬৩
কেরোয়াল (সৎ 'কপৌটপাল' শব্দ-জাত) দাঁড়,		[খ]	
হাল	২১১০	খগ* (পক্ষী)	৪১২৭
কেহো (সৎ 'কোহি' হি 'কোহী') কেহ, কোনও		খগ-পতি* (পক্ষি-রাজ, গরুড়)	৫১০
ব্যক্তি,	৫৩২৭	খগ-বর* (পক্ষি-শ্রেষ্ঠ গরুড়)	৪১২৭
কেহোর ('কেহো' জ্ঞ) কাহারও	৫৫২২	খণ্ড (সৎ 'খণ্ডিত' শব্দ-জাত) খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ,	
কৈতা (কহিতে, কহিবারে)	৩৮৬০		৫২৫০ ৭১০৮
কৈবে (কহিবা)	৬৭৫৫	খণ্ড-তপ (খণ্ডিত তপস্তা, অসম্পূর্ণ তপস্তা)	৭১৮
কৈল (সৎ 'কলি' শব্দ-জাত) কলহ	৩২৮৬	খণ্ড-ব্রত* (অসম্পূর্ণ ব্রত)	৫২৫০
কৈল (লা) (কহিল)	৮৩৭৮	খণ্ডাইতে (খণ্ডন করিতে)	২৭০৩
কৈল (লা)—করিল	৭২, ১৩৫৭	খণ্ডাইমু (খণ্ডন করিব)	১০২
কৈলু (করিলাম)	১০৮, ৫০৮	খণ্ডিমু (খণ্ডন করিব)	৭৮৫৩
কোকিলা (মধুর-শব্দ-কাবী পুংজাতীয় কোকিল)		খন (সৎ 'কণ') নিষেধ-মাত্র কাল,	২০৮২
	৭১৩, ১৩৮৭	খাইছি (খাইয়াছি)	৪৪২৬
কোঙর (কুমার, পুত্র)	৫৭০, ৬৭১	খাইলে (খাইলি)	১৮৪৪
কোঠা (সৎ 'কোঠি' হইতে) মন্দির	২৪২১	খাখার (ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধ) কলহ	১৬৬৬, ৩৪২৩
কোথা (সৎ কুত্র, প্রাং 'কুথ') কোন-স্থানে	২০৫৩	খান (সৎ 'খান' শব্দ-জাত) খান,	৭৪১৩
কোল (সৎ 'কোড়' শব্দ-জাত) ১। কোড়, কোল,	২৮০৫	খান-নি (সৎ 'খণ্ড' শব্দ-জাত) টুক, টী,	৪১৬৪,
২। আলিঙ্গন	১৪২০, ৮৭১২		৪১২৫, ৪১২৪
কোলাকুলি ('কোল' জ্ঞ) পরস্পর আলিঙ্গন,	১৫১০	খানি (নিক)—(সৎ 'কট্টক' শব্দ-জাত) কণ-	
কোড়ী (সৎ 'কণর্দ্ধক' অপং 'কবড়া' 'কণ্ডী') কড়ি,		মাত্র,	৪৪০১, ৪৪০৩, ১
	১৪১০, ২০৬১	খানিক (খানি+এক) অল্প-মাত্র,	৩৪২৬
ক্রৌঞ্চ (সৎ 'ক্রৌঞ্চ-বারণ' নামের সংক্ষেপে শুধু		খির ('খীর' জ্ঞ) দুগ্ধ,	১৭১১
ক্রৌঞ্চ) কার্ত্তিকের, কার্ত্তিক,	৫৮০৮	খিল* (সংজ্ঞিত)	২৭১৬

বিল (সং 'কীর্ষ' শব্দ-জাত) অর্গল, গোল	২২৩৮, ২২৪০	গাঞ্জি (গাঞ্জন, গান করেন)	২২৩২
বীন (সং 'কৌণ') ক্ষয়-প্রাপ্ত	৭৮১০	গাথুনি (সং 'গ্রন্থন' শব্দ-জাত) গ্রন্থন, গাঁথনি	
বীর (সং 'কীর') দুহু	৭৩০০		৭১৬২, ৭১৮৮
খেঁড়া—১। খেয়া	১২৮৪	গামারী (সং 'গমারী'), বৃক্ষ-বিশেষ	২০৪৮
২। খেয়ার কড়ি	২০১৩, ২০৫০	গামু (সং 'গৈ') ধাতু) গাহিব	২৩৮০
খেঁড়নি (যে খেয়া পার করে)	২০৬০	গায়ন (সং 'গান', পুং লিঙ্গ 'গাহান' তুং)	
খেচনি (ব্যুৎপত্তি সন্ধিগত সং 'আক্খন'-জাত)		গান	২৩৬৩, ২৩৭২
খচিত ; আড়াও কাজ বিশিষ্ট ;		গুজরা (গুজরা, কঁচ)	৫০৭, ৬৫৩
• তুং "বিক্রিয় মাগিকে হিয়া মণী" কুং কী "রতনে		গুজরে (সং 'গুজ' ধাতু) গুজন কবে	১২০৪
জড়িত মণি মাগিকের খিচনি" পং কং তং ১২৩ পদ ;		গুড়া (গুড়া, নৌকার এক পাশ হইতে অপর পাশ	
• "অঙ্গে অঙ্গে মণি মুকুতা খেচনি" ঐ ৭২১ পদ ৪৫৮০		পর্যন্ত বিস্তৃত কাঠ-নগ)	২০৫৪
খেয়াল (আ 'খয়াল'—সম্ভ) সম্ভ, সংগের কার্য		গুণাহুবাফা * (গুণাহুবাদ, গুণ-কৌতূহ)	৩৪
	৬৪৩৩ পং ১৭৮২	গুণাহুফা * (গুণের অধুষ অর্থাৎ পুষ্টিপব-সম্বন্ধ)	৬৪২১
খোঁটা (ব্যুৎপত্তি সন্ধিগত) কলঙ্ক	৪৪২৭	গুমান (ফা 'গুমান্') গরু	১০১১, ২০৫৪
খোঁপা (ব্যুৎপত্তি অজ্ঞাত) কবরী, বাঁধা কেশ	১৪১৬	গুয়া (সং 'গুবাক' শব্দ-জাত) সুপারি	৫৮৬৪
খোঁয়াবী (ফা 'খোয়াব'—দুর্দশা-যুক্ত) অভাগী		গুহ * (গোপনীয়)	৭৬২২
	৫৫৫৫, ৫৫৭৫	গেলা (গেলেন)	৪১
		গেলু (গেলায়)	৭৩১
গ		গেলে (গেলি)	৪৫৩৮
গুণাবরা (পুং লিঙ্গ 'গাবুর জুজান' শব্দ		গোকর্ণ * (সর্প)	৪৪১২
তুং) নব-বুবক	৪১৬৪	গোকর্ণ-ত্রি (ময়র)	৪৪১২
গঞ্জে (সং 'গঞ্জ' ধাতু) তিরস্কার করে	১৭৮৬	গোড়াইল (সং 'গময়' ধাতু) যাপন করিল,	৭৮৮৬
গতি * ১। 'গমন ২৬১০ ২। পদ্ধতি (হি		গোটা (সং 'গুটিকা' শব্দ-জাত) একটা	৬৭৫৭২
বা 'গত' তুং) স্বর-পদ্ধতি	২৩০২	গোপতে (গুপ্ত-ভাবে)	৩৩৬৪
৩। আশ্রয়	২৫২০, ২৬১২	গোরা (সং 'গোর') গোর-বর্ণ-বিশিষ্ট	৪৪৫৬
গগু-শৈল * (ক্ষুদ্র পাহাড়)	৭৮৮০	গোসাঞ্জি (সং 'গোশামী') প্রভু	৬০৮৪, ৭৫৫৬
গঙ্ককলি (পুং-বিশেষ 'গঙ্ক-রাজ' ফুল কি ?)	৩৪২	গোহারি (হি 'গোহার') কাতর-প্রার্থনা	৩৪৮০, ৫০৭৬
গোবর-শোগী (জ্বী-লোকের গালি-বিশেষ ; যে		গোরব * (সম্মান)	৪৫১৭
নারী গরু-ভ্রম হওয়ায় শোক করে)	১২১২, ৩২৮৭	গোরবিত্ত—(সং 'গোরব + 'ইত' প্রত্যয়)	
গরবিত ('গোরবিত' ত্রং) ১।	৩৪৭৮, ৫০৫৭	১। হীনের নিকট মন্য-সম্বন্ধ-যুক্ত,	৬৩২
গরল * ১। (বিব),	১৫২৩	২। মাছের নিকট হীন-সম্বন্ধ-যুক্ত	১১২২
২। সর্প-বিষ		গ্রহিল * (আগ্রহ-যুক্ত)	৮২৫৬
গরুিত ('গোরবিত' ত্রং) ১।	১৮৫২, ৫৫১২		
২।	১৮৫২		
গাও (সং 'গাত্র', প্রা 'গাও অপ' 'গাঅ' গাত্র) গা		ঘনাবর্ত * (বাহা ঘন করিয়া আওঁটান হইয়াছে)	৪০২৪
	২০৫৩, ৪৩১৪	ঘরয়াল (হি 'ঘরুয়ালা') ঘরের লোক	৪৬৬৮

ঘর্ষাঘাত * (ঘর্ষ-যুক্ত-অঙ্গ-বিশিষ্ট)	৬৬২০	চাতুরি (স্ 'চাতুর্য্য,' উঃ, 'চাতুরি') নিপুণতা	৮৩৩৮
ঘর্ষাঘাত * (ঘর্ষ-যুক্ত)	৬৬৬১	চাপ * (ধহু)	৩৩১, ৫১৫
ঘাও (স্ 'ঘাত', প্রাঃ 'ঘাঅ') ঘা, আঘাত-জনিত		চাক (স্বদৃশ)	৮৩৭৭
কত	১২৩৪	চাহি ১। দেখি	.
ঘাঘর (কটির অলঙ্কার-বিশেষ)	৫৭২৮	২। প্রার্থনা করি	৭৬৪৭
ঘাটা (পথ, 'রাজ-ঘাটা' শব্দ প্রাঃ)	৪৪৫৪	চাহিল (দেখিল)	১২০৫
ঘাটা—১। নদী পারাপারের স্থান,	২০৬৪	চাহে—১। দেখে	২৩৭২, ৭২৮২
২। ঘাটার বক্ষক	৬০৬৯	২। প্রার্থনা করে	২০২৬
ঘাটা (স্ 'ঘাট' ধাতু) কম	পং ৮৩১	চিকণ (স্ 'চিকণ' হইতে) স্নিগ্ধ, লাবণ্য-	.
ঘুছাইয়া (খসাইয়া)	২২৫	যুক্ত	২০৪৮, ২০২২
ঘুছাইতে (খসাইতে)	পং ১৭১৩	চিকুর * (পুষ্প-মধু-পান-কারী পক্ষি-বিশেষ)	৬৪২৯
ঘুছাম্ (খসাইব)	২০৬৬	চিত (স্ 'চিত্ত' শব্দ-জাত) চিত্ত, মন	৮৫৮৬
ঘুছিল (খসিল, দূর হইল)	৬২৫৮	চিত্ত-বিস্ত * (চিত্তের দ্বারা বিচারিত)	৪৮৩৬
ঘূর্ণা (স্ 'ঘূর্ণিতক') জলের ঘূর্ণি বা পাক	৩১০২	চিত্র-রেখা : (চিত্রের অঙ্কন)	৫০৬৬
ঘৃষ্টি * (বরাহ, শূকর)	১০৮	চিত্র-লেখা * (চিত্রের অঙ্কন)	৫১৭৫
চ		চিত্র-লেখী (চিত্র-লিখিত)	১৫২৮, ৫৭১০, ৮৫৭০
চক্র * (চক্রাস্ত)	৩২৫৭, ৪৫৬৭	চিস্তিছি (চিন্তা করিয়াছি)	১৮৭০
চঞ্চল * ১। (চঞ্চল-স্বভাব)		চিস্তিম্ (চিন্তা করিব)	৩২২
২। কুচরিত্র	১৬০৬	চিস্তিলা (চিন্তা করিলেন)	২৭৪
চঞ্চল (চঞ্চলতা)	২২৪৩	চীন (স্ 'চিহ্ন' শব্দ-জাত) চিহ্ন	৪৬১০, ৫৮৩২
চণ্ড * (প্রবল)	৮৭১৬	চোকল (স্ 'শব্দ' বা 'চোলক' শব্দ-জাত)	
চন্দ্র * (চাঁদ)	৩৮৫, ৪২২	খোসা	২৮৩২, ২৮৩৩
চন্দ্র (চন্দ্র গুরু বা বীর্যের অধিকারী বলিয়াই		চোখা (স্ 'চোক' শব্দ-জাত) তীক্ষ্ণ	৭৫৭০
'চন্দ্র' শব্দের 'সুক্র' অর্থ আসিয়াছে ; ২২৭২ পং		চোটে (সবলে)	৩০১৮
প্রাঃ) শুক্র বীৰ্য্য	৪২৪, ৭৪৪৫	চোরা (প্রায়ই অস্ত্র শব্দের সহিত বধী-সমাসে)	
চন্দ্র-মুখী * (চন্দ্র-বদনা নারী)	১৫২২	চোর)	১৮৭৫, ৪২১০, ৪৪৫৭
চল ('চল চল' প্রাঃ)	১০৫২	চৌকি (পাহারার অডা)	৩৬৫৪
চমৎকার * (বিস্ময়-জনক)	২৪৫৬	ছ	
চল চল (আধুনিক 'ঘাও ঘাও,' বাক্যের অর্থে)		ছড়া (স্ 'ছটা' শব্দ-জাত)	৪২৬৬
ধাম ধাম	৬৬০	ছাওয়াল (স্ 'শাব' শব্দ-জাত) ১। শিশু ৮৪, ৫৮৫, ১৬২৮	
চলয় (চলে)	২৫০	২। সম্ভান	১৬২২, ৩৪৮২
চাও ১। দেখ	১৪০২	ছাটা (স্ 'ছটা') দীপ্তি	৫১৭
২। প্রার্থনা কর	২১০০	ছাড়ো (ছাড়ি)	২৬২
চাপ (বাঃ শ্ 'কো' 'শাব্,' প্রাঃ) উন্মুক্ত করিয়া	২৩৭২	ছাত্র * (ছাত্র-সম্প্রদায়, সম-পাঠী ছাত্রগণের প্রেণী	
ঘাঁচা ঘরের চালের নিম্ন-স্থিত ঘাঁচা	পং ৮১০		পং ১৬০৬, ১৫২৪

ছান্দ (সং 'ছন্দা' —বেচ্ছাচার) বেচ্ছাচার	১৬৩২	জিনহ ('জিন' প্রং)	২২৪৪
ছান্দন (বন্ধন)	৩০১৭	জিনি—১। পরাভয় করিয়া	৮৫৫৬
ছায়া-কান্ত * (ছায়া = সূর্য্য-পত্নী) সূর্য্য	৮৩১৪	২। অতিক্রম করিয়া	৭০২৮
ছায়া-নাথ * ('ছায়া-কান্ত' প্রং) সূর্য্য	৫৮০২	জিনিবা (জয় করিবা)	২২৪৮
ছায়া-সুত * (ছায়া = সূর্য্য পত্নী) শনি	৬৬৪১	জিনিলে (জয় কবিলা)	২২৪৭
ছার (সং 'ক্ষার' শব্দ-জাত) পোড়া	১৪৩০, ১৭৬০	জিনে (জয় করে)	২৩২৭, ২৩২৮
ছালি ('ছার' প্রং) ছাই	১৮৮৬	জী (সং 'জীব' ধাতু) বাচি	৩৩৬৩, ৩৩৭১
ছিঁড়িছে (ছিঁড়িয়াছে)	৪৫ ৬	জীতে ('জী' প্রং) বাচিতে	৩২২৫, ৫০৩৬
চিম * (ফাঁক, অবকাশ)	৮৫৮, ১২২৩	জীব ('জী' প্রং) বাচিব,	৪৭৮৭
ছুটি (সং 'ক্ষিপ্ত' হইতে) বিক্ষিপ্ত করিয়া, উন্মুক্ত		জীবতে ('জিতে' প্রং)	৪৪৪৭
করিয়া	২৩৭২	জীবার ('জী' প্রং) বাচিবার	৮৩১৫
ছৈল (প্রাং 'ছইল') চতুর, ধূর্ত	৪৬৬৮	জীয়া ('জী' প্রং) বাচিয়া	৮২০২
জ		জীহ ('জী' প্রং) বাচ	১৬৫৫, ৫০৬২
জগমগ (বাং 'জগমক' ভূং) উজ্জ্বল	৪২৬২	ঝ	
জগ্গাল (ব্যুৎপত্তি অজ্ঞাত) সন্কট, বিপদ	১৩৬২, ১৬৪৭	ঝাঝা * (প্রবল বাতাস)	৮ ৮৮
জয়াইব (জয়িবে)	১৭২	ঝলক (সং 'জলক' বা 'ঝলা' হইতে; বাং 'শং	
জয়িবা (জয়িবেন)	৪৫	কোং—প্রং) তরঙ্গ	২০৮৮
জয়িলু (জয়িলাম)	৫৭, ৬৩	ঝাটে (সং 'ঝটিতি' শব্দ-জাত) বাঁধ	২১২৫
জরজর (সং 'জর্জর')	৭৮৭	ঝিয়াড়ী (সং 'ধীলটা' শব্দ-জাত) নড়া	৪৩৩৮
জর্জর * (জর্জরিত)	৬০২	ঝী (পাং 'ধী' অপং 'ঝী') কন্ডা,	১২২০, ৩২৭১
জাদ—১। কেশ-বন্ধনের ডোবী	১১২০	ঝুরি (রিয়া)—('ঝুরিতে' প্রং) শোকে জীর্ণ	
২। 'জাদের' পুষ্পাকৃতি খোপনা	৫২১	হইয়া	৮১৩০
জানিছি (জানিয়াছি)	২৬৫	ঝুরিতে (সং 'ঝুর' ধাতু—জরা-গ্রস্ত হওয়া)	
জানিছো (জানিতোছি)	৫২০৫	শোকে জীর্ণ হইতে	৪২৫০
জানিতু (যদি জানিতাম)	৫৮৫২	ঝুরিমু ('ঝুরিতে' প্রং) শোকে জীর্ণ হইব	৭৭৪৮
জানিব (জানিবে)	১৭২৩	ঝুরে ('ঝুরিতে' প্রং) শোকে জীর্ণ হয়	৭৭২৪, ৭৭৩৮
জাছ * (হাঁটু)	৩১৫০	ট	
জাহ্ননা (জানি)	৭৮২, ৪৭২৬, ৭৩৮৭	টলে (সং 'টল' ধাতু) বিচলিত হয়	২৪৭৪
জাল * (সমূহ)	২২২১	টান (সং 'তন' ধাতু হইতে বাং 'শং কোং প্রং) আকর্ষণ,	২৬৩৪
জাল (সং 'জালা' শব্দ-জাত) জালা, তেজ	৭২২৫, ৮৫৮৮	টালিয়া (সং 'টল' ধাতু হইতে) হেলাইয়া,	১৫৬৬
জিউ (সং 'জীব' শব্দ-জাত) জীবন	৮১৫৪	টুটিল (সং 'টুট' ধাতু হইতে) ভাঙিল, নষ্ট হইল,	৭২০৩
জিওতে (জীবন্তে, বাঁচিয়া থাকা অবস্থায়)	৪৮০২	টুটে ('টুটিল' প্রং) ভাঙ্গে, নষ্ট হয়	৭৩২২, ৭৭৬৩
জিজাসিয়ে (জিজাসা করি)	১২	ঠাই (প্রাং)—('ঠান' প্রং) স্থান	৬২৬, ২২১
জিতা (সং 'জীবিত' শব্দ-জাত) জীবন্ত	৪২৫		
জিন (জয় কর)	৫১৫, ২২৪২		

ঐ

ঠান (সং 'ধাম' ? বা 'ঠাম্' ঠান্) ভদ্রী, শোভা

৪৩২২, ৭৮৪৮

ঠোট (সং 'ত্রোট'—চক্ষু) পাখীর ঠোট

৭৮২৬

ড

ডর (সং 'দর'—ভয়) ভয়

১৪২৮

ডাক (ব্যুৎপত্তি সন্দিক্ত) শব্দ

৬৮৪

ডালি (প্রাং সং 'ডল্লক') ১। পণ্য—দ্রব্য

৪৪২৪

২। উপহার) দ্রব্য

৪১৬, ৭৬৮

ডাকহিত ('ডাক' + 'হিত') যে ডাক-হাঁক দিয়া

নৃষ্ঠ করে

২০৮৩

ঢ

ঢেউ (ব্যুৎপত্তি অজ্ঞাত) তরঙ্গ

৮১০৭

ড

ডল্ল (সং 'ডল্ল', প্রাং 'ডল্ল', হিং, মৈ, 'ডল্ল')

তাহার

২২০৫, ৪২৬৭

ডল্লক (ডল্লকণাং)

১২২, ৩১৬

ডবা (সং 'ডব', প্রাং 'ডব') সেখানে

২৬৮৮, ৭৪৪৬

ডবে (সং 'ডবা' হিং, 'মৈ', 'ডব্') তখন

২৬৪৬

ডম্ (ড্) (ডব্)

৫৮৩১ ৮০৬৭

ডমোময় * (অঙ্ককার-পূর্ণ)

১৮৮০

ডললতা * (চললতা)

৩৫৪৪, ৩৫২৭

ডরাস (সং 'ডরাস') ডরাস, ভয়

২০৮২

ডংপর * (পরায়ণ)

২৩২৮

ডর (সং 'অস্তরম্'—তাদর্শ্য; ক্ কী 'আস্তরে')

নিমিত্তে,

৬২৩১

ডকর * (চোর)

১৮৭৮

ডাক (তাহাকে)

৬৭

ডাকে—১। তাহাকে

৭৭

২। তাহার প্রতি

১১৬

ডাঞি (তিনি)

১১২৮, ৬০৪৩

ডাঞি (পং সাং 'ডেই', (ডেঞি) তাই, সেজন্যে, ২২০২

ডাড (বাহ্য অলঙ্কার—বিশেষ)

৩৪৪, ৮০৫৪

ডাত ('ডবা' ড্) তাহাতে

৩২৩২, ৫৪১২

ডান (তাহার)

১৩২, ৫৫২৫

ডানে (তাহাকে)

৪৫০

ডাঙ্গিনী * (তাপ-বৃক্ষা)

১৭২০

ডাঙ্গনী * (তমোগুণ-বিশিষ্টা মায়া)

২৮২৭

ডাঙ্গ-কোঠা (সং 'কোঠা' হইতে 'কোঠা') ডাঙ্গ-মন্দির

২৪৮৩, ২৪৮৬, ২৫৩৬, ২৫৭০, ২৫৭২

ডাঙ্গাতে (তাহাদিগের নিকট)

.

ডাংরে ১। তাহাকে

১৩৭০

২। তাহার জন্তে

৮১৩৪

৩। তাহার প্রতি

৫৬৪৭

ডাহান (তাহার)

৪৩৮

ডা-সমার (সে সবার)

৬৩২৬

ডিত (সং 'ডিমিত' শব্দ-জাত, 'ডিম' ধাতু—আজ্ঞী

ভাবে) সিন্ত, ভিন্না

৩৫৩৭

ডিতিল ('ডিত' ড্) ডিজিল

৩২২৬

ডিতে ('ডিত' ড্) ডিজ

৮৫২৪

ডিলোত্তমা * (প্রীতাদার নাম-বিশেষ)

৮৫৫৪, ৮৭২৩

ডুঞি (তুই)

৩৭৩৬, ৪৭২২, ৪৫৩৮

ডুমি-ডুই (তোমরা দুই জন)

২৬

ডুরিতে (স্বরিত, সঘর)

৩২৫২

ডুল (ডুলা)

৭০২

ডে (ডবে)

৭২০, ৭৩৮৮, ৭৩২৮

ডেন (সেই রূপ)

৬২৮, ১০৭৮, ৩৮৭৬

ডেম্ (ডব্)

৭১৪৮, ৮২২১

ডেয়াগিয়া (ভ্যাগ করিয়া)

৪৭২০

ডেই (হো) তিনি,

৩৩৬৭, ৭৬৬৭

ডেই ('ডবে ও, ডব্)

৩৩৬৩, ৪৮৫৩, ৪৮৫৬

ডোমরা (তোমাদের)

৩৫৩২, ৫২৪০

ডোমা (তোমাকে)

১২, ৮৪০০

ডোমাত (তোমাতে)

৭৭৩, ৭৬৪৪

ডোর (তোমার)

১৫৭১, ২২৭০

ডোরে (তোমার)

২১৩৬

ডিমশ * (দেব-গণ)

১৭৭০

ডাকো (ডাকি)

৫৬১৬

ডান (সং 'হান' শব্দ হইতে) ডাঙা

২০৫২

[খ]

ধাপা (স° 'ধাপি' হইতে) ধাবা	৫৭৭	দিলা (দিল)	৩৭, ৫৭১, ১৭৭১
ধুইমু (স° 'ধাপি' ধাতু) ধুইব	২০৫৩	দিলাক্রি (দিলেন)	৬৫১০
	[দ্ধ]	দিলু (দিলাম)	২০৭২
দক্ষ-জ্ঞতা * (দক্ষ রাজবির কন্তা. রতি)	৭৬০১	দিলু হয় (হয় তো দিতাম)	৪৮৭১
দগধন (স° 'দগ্ধ' শব্দ হইতে) দাহন	৭৭২৬	দীঘল (স° 'দীঘ' অপ° 'দীঘঘ' দীঘর 'দীঘল') দীঘ, ৪৮৫৫	
দগধে (দগ্ধ হয়)	৬৭৫৮	দীন * (অধম)	১৫৭৩
দড় (স° 'দৃঢ়' শব্দ হইতে)		দুলালিয়া (স° 'দুর্জালিত' প্রা° 'দুর্জালিঅ')	
১। 'দৃঢ়'	৩৪৮৪, ৭২৩৭	আবদারিয়া	৪৫৩১, ৭২২১
২। কর্কশ, কঠিন.	৪৫১৭	দুর্জরিয় (স° 'দুর্জঘ' হইতে) দুর্জমনীয়	৮০৭৪, ৮১৬২
৩। নিশ্চিত,	৬৭৭৫, ৬২০৭	দুর্জার * (দুর্জমনীয়)	১২৩০
দুড়াইল (দৃঢ় করিলাম)	৪৮৩৬	দুর্জর * (দুঃসাধ্য)	৫৬, ৮৬৪২
দুড়াইলে (দৃঢ় করিলে)	৩১৮৮	দুষ্য * (দুষ্যগীষ, নিন্দা-যোগ্য)	৮১২৪
দঢ় (দৃঢ়, কঠিন)	৬০৭, ৪২২২	দেউকা (দিউন)	৮১২৬
দণ্ডকে (স° 'দণ্ডক-বন' হইতে বনে)	৫৫৭, ৫২১১	দেওঁ (দেই)	৫২৮
দশ-কঙ্ক (স° 'দশ-কঙ্ক') রাবণ	১২৮১	দেওঁ (দিতেছ)	৫৫৬২, ৫৫২২
দশা * (বিধাতার নির্বন্ধ)	৩৮২৮	দেওয়ান (ফা° 'দৌবান্') রাজ-সভা	৪৬১২
দাউর (স° 'দারু' হইতে) দারু, শুষ্ক কাষ্ঠ	২৫২, ১৫৬৩	দেখিছে (দেখিয়াছে)	৮০০
দাঁড়িয়া (দাড়ী, মাঝি)	২০৭০, ২০৭৪	দেখিবা (দেখাবে)	৬৩৪
দাছুর (স° 'দক্ষুর' হইতে) ভেক,	৮০২২,	দেখিয়ে (দেখি)	৬২৫
দান * (স° 'দান' হইতেই 'দেয়' 'কর' অর্থ		দেখো ১। দেখিতেছি	৬৩৩, ৪৪৫৪
আসিয়াছে)	২০৭৩, ২০২৭	২। দেখি	১১৮২, ৬৩৩৪
দায়ক—১। দায়িত্ব	৮২৩, ১৭০৭	দেঞি (দেয়)	১৭৮৮
২। প্রয়োজন	১০৫৫	দেয়র (স° 'দেবর' প্রা° 'দে'অর') দেবর,	২০৩০
দানী (দাতা)	২২৩১	দেস (দিস্)	৪৮১৬
দিগন্তর * (অস্ত্র দিকে)	৫০৭	দেহ (দিতেছ)	
দিগন্তর * (মহাদেব)	২০৩২	দেশান্তর * (অত্র দেশ)	১২১৫
দিছ (দিয়াছ)	২৫৩, ৫১২	দৈবে * (দৈব-ঘটনায়)	৫১৩১, ৬৮৬২
দিছে (দিয়াছে)	১৬১৭	দোলকি (দোলেন, ঝুলেন)	৬৫৮০
দিব (দিবে)	১৮৬২, ২২৭২	দোসর (স° 'দ্বিতীয়' হইতে ?) সঙ্গী,	৭৫১, ১৫৪০,
দিবা * (শপথ)	৫০৮২, ৭৭১৪	দোষ (নিন্দা কর)	৪৫৩০,
দিব্য * (স্বন্দর)	২১৮২	দোহা (স° 'দ্বয়' হইতে,	
দিসু (দিব)	৩২৫	মৈ° 'দুহু' উভয়	১২৪৬, ২০১৫
দিয়ার ('দিস্ম রহ' হইতে ?) দেও, ১৪৪৮, ৪৬৭২, ৬০৭২		ত্রিলা (ত্রয় হইল)	১৫৫১, ২৩৬৬
দিল (দিলাম) .	১৬৪	ত্রবে (ত্রয় হয়)	১৫৬৪, ২৩৬২
		ত্রোণ * (দাঁড়-কাক)	৭২১৭

দ্বিধা (সং 'দ্বিধা'—দুই প্রকার) মনের ইতস্তত ভাব	নহে (হয় না)	১২০
৬৪৫৬, ৮২৭৮	নহৌ (নহি, নই)	৫০৫৮
দ্বৈধ * (সন্দেহ)	নাইয়র (হি° 'নৈহর') ক্রীলোকের পিতা-মাতার বাড়ী	৪৫৫৮

[ধ]

ধনি (সং 'ধনু',—উ° 'ধনিয়' হইতে) ধনু,	নাইসে (না+আইসে) আসে না	৬৬৬, ৪৫৯৩
২২২, ২৬৮০	নাকি (সং কিং নাম; অপ° 'কিনা'; প্রপ° 'নাকি')	
ধন্দ (সং 'ধন্দ' হইতে?) স্তম্ভ	সন্দেহ বা প্রশ্ন বোধক	৩২৭৭
৭০৫, ১৫৭৭, ৫৩১০	নাগর * (রসিক পুরুষ)	৭২২২
ধরণ * (ধৃত করণ)	নাচনি (নৃত্য, নাচ)	৫১২
১৮৭২	নাচঞি (নাচে)	৬৫৬৩
ধরাইতে (ধামাইতে)	নাছিল (না+আছিল) ছিল না	৭৩৫৪
৫৮৬৭	নাতিন (সং 'নধ্' হইতে; হি° 'নাতিন')	
ধরান (ধরণ, রীতি)	দোহিজী	২১২, ২৭০
৪৪৮২, ৪৭৮৭	নায়ক * (নেতা)	৭২৮০
ধরিমু (ধরিব)	নায়কী (সং 'নায়ক, +বা° জী° 'ী')	
১৮৭৬	নায়িকা	৮০৩৬
ধরিল (ধরিল)	নায়র (সং 'নাগর' প্রা° 'নাঅর') নাগর	৪২৩৭
৬১০	নার (না+পার) পার না,	১৪৭২, ২১০৮
ধরিলু (ধরলাম)	নারিবা (না পারিবা) পারিবা না	৮৪০৮
১৫২, ৫৩৪	নারিল (না+পারিল) পারিল না	২৩৫২
ধরুহ (সং 'ধু'; ধাতু 'হু'- উত্তম পুরুষের	নারে (না+পারে) পারে না	২৬১৮
ক্রিয়া-সূচক; 'প্রথমহ' 'নমহ' অ°) ধরিতেছি	নারৌ (না+পারি) পারি না	৮১০৩
২৭৪	নাশ (নাশকর)	২৩৫২
ধরৌ (ধরি)	নাশিমু (নাশ করিব)	২৭০
৮১২, ৭৩০২	নাসিবেক (না+আসিবেক) আসিবে না	৮০১৮
ধাউত (সং 'ধাতু' হইতে) ধাতু, রক্ত,	নাসিলা (না+আসিলা) আসিল না	৮৪১৬, ৮৪২১
৮৪৫১	নাসিলে (না+আসিলে) না আসিলে	৭৭৮৫
ধিকাদিক (সং 'ধিক্' 'ধিক্', নিন্দা-বাক্য)	নি (সং 'নাম' শব্দ হইতে; প° 'না') সন্দেহ,	
৬১২, ৩৩২৬	জিজ্ঞাসা ইত্যাদির বোধক অব্যয়	১৪২, ১২২৪
ধুঞা (সং 'ধুম' হইতে) ধুঁয়া,	নিকড়িয়া (বিনা কড়ির) বিনা-মূল্যের	৪২২৪
১৮৮৫	নিহনি (বালাই)	৩০২০
ধেয়াইয়া (ধ্যান করিয়া)	নিঠুর (সং 'নিঠুর') কঠিন	
২৫.২, ৭২৫৪	নিত (সং 'নিত্য' হইতে) নিত্য, প্রত্যাহ	১২,
৫৪৮, ৬৭৬৩	নিষা (সং 'নিষ্য')	৬৭৭৪
৮৫৬৬	নিষাষ * (ঔষধ-কাল),	২৪৪৭

[ন]

নওল (সং 'নব' হি° 'নবল') নবীন	২০৬৭
নফুলি ('নওল' অ°, হি° 'নরলী')	
নকু কী° 'নহলী') নবীন	১১১৬
নব-বয়স * (নবোনা, যুবতী)	৬৬২২, প° ৭০৫,
নমো (সং 'নমঃ' কিংবা 'নম' ধাতু হইতে) প্রণাম বা	
প্রণাম করি	২৬৩০, ৮৪২৮
নমোহ ('নমো' অ°; 'হু'—উত্তম-পুরুষের	
ক্রিয়া-সূচক; হি° 'জাতা হু', 'করুতা হু')	
ইত্যাদি তু°) প্রণাম করি	২৬১২-২৬৩১
নয় (সং 'নহি' হইতে) না	১১৫৪
নয়ান (সং 'নয়ন' হি°, মৈ° 'নৈন') নয়ন	৬২৬, ৬৩৩৪
নলিনী * (পদ্ম-লতা)	২৭৩৬, ২৮১৭
নল্ল * (ছুরিজী, ভট্টা)	৬০৫৬

নিজা-উলি ('নিজালুজী' হইতে) ঘুমের ঘোর	৩৮২০	পঙ্ক * (কন্দম)	৮৪২৯
নিম্ (স্+ 'নিজা' হইতে, হি' মৈ' বা' 'নিম্')		পঙ্ক-শর * (কন্দর্প)	২৩২৭
নিজা	৩৪৬৪, ৮৪৪১	পঙ্কম * (পঙ্কম সুর)	৭৪৩৪
নিপাতিলে (নিপাত করিলে, বিনাশ করিলে)	৭০৮১	পড়ে। (পতিত হই)	৯৬২
নিবন্ধন (স্+ 'নির্বন্ধন') নির্বন্ধ, বিধান	৭১৩৯	পড়ে—পাঠ করে, পং	১৫২৪
নিবরে * (নিবারণ)	৮০২৮	পথ-ক্রম * (পথগতি)	৬১৪৯
তুল' 'যত নিবারিলে পায় নিবার না যায় রে'		পদ-বন্ধ * (পয়ার)	২৮৫, ৩২৭, ৩৬৭, ৫৮২
চণ্ডী পং কং তং	৮৩৫ পদ	পদ-ব্রজে * (পদ-গমনে)	৮২২২
নিহৃত * (নির্জ্ঞন)	(৬২৬৭)	পদাযুক্ত * (পদ জল হইতে দ্রাত)	৪৬৯৮
নিযুক্ত * (দশ লক্ষ)	২৪৪৬	পদ্ম-যোনি * (ব্রহ্মা)	২৪৮৭
নিযোজ (স্+ 'নি+যোজ' ধাতু) নিযুক্ত কর	২৫৬	পদ্মাসন * (যোগাদিগের আসন বিশেষ)	২৪৪৫
নিরক্ষিতে (স্+ 'নিরীক্ষ' ধাতু) নিরীক্ষণ করিতে	১৮২২	পনি (পাজা)	৫৫৮২
নিজি বায় (নিজীবি কবিবা, পরাস্ত করিবা)	২৮৬০	পন্নগ * (সর্প)	৮২৩৮
নির্কীর্হ (স্+ 'বির' + বহ ধাতু) নির্কীর্হ করিয়া	৩৫৫৫	পন্নগ-অগ্নন * (সর্প-ভোজী, গরুড়)	৭৮৬৮
নির্শিচ্ছে (নির্মাণ করিয়াছে)	২২৭১	পরণ (সং 'পরিধান')	৫৪২৩
নির্লজ (নির্লজ্জ)	১৮৭৬	পয়ার (ব্যাপ্তি সন্নিহিত ভাষা-বচন)	৪০২
নির্লেপ * (নিঃসংশ্রব)	২	পয়োধর * (ত্তন)	৫২৬
নির্লজ (জ্জ)—নির্লজ্জ	৬৫৫, ৬৬০, ১২১৮	পরবাস (স্+ 'প্রবাস') বিদেশ	৭৯১৫
নির্লজ্জি (নির্লজ্জ)	৪৫৪২	পরবেণ (স্+ 'প্রবেণ')	৭৪০৩
নিলু (লইলাম)	৫৪০	পরশনে (১। স্পর্শ দ্বারা স্+ 'স্পর্শন')	১৭৭২
নিশবদ (স্+ 'নিঃশব্দ' বাক্যহীন)	৫২৭১	২। স্পর্শ দ্বারা (পৃথক করিয়া)	৭১০২, ৭২৬৪
নিশি-নিসি ('নিসি'—'নিবস' হইতে) রাত্রি-দিন	৭৭২৪	পরগী (প্রাণ)	৫৬৪০
নিহর (স্+ 'নৌহার' হইতে) শিশির	৩২৯২	পরামিশ (স্+ 'পবামিশ') পরামিশ, মন্ত্রণা	১০৯৫
নোপ * (কদম্বতরু)	৫২৫৭	পরিচ্ছেদ (দাস্ত)	০৮৩৩, ৩৬৫০
নেউটি (টিয়া)—(স্+ 'নি+বৃৎ' ধাতু হইতে)		পরিণাম * (শেষ)	২৪৫১
কিরিয়া	৬৮৩	পরিপাটী * (হৃৎস্বনা)	২০৬৫
নেহা (স্+ 'নেহ' প্রা' 'সিগেহ' হি' মৈ' 'নেহ')		পরিবর্ত * (পরিবর্তন)	৬৮৮২
বা' 'নেহ' 'লেহ,') প্রেম	৭৮৮৫	পরিবাদ * (অপবাদ)	১৭৮৭, ১৮২৫
নৈরাকার (স্+ 'নিরাকার') আকার-শূন্য	১, ২৭০৮	পরিবার * (স্ত্রীগণ)	৮৪৬৭
১। পবিত্র, শুদ্ধ,	পং ৬৮৭	পরিমল-গন্ধ * (কল্পরীর অতলেপন)	৫৯৬১
পবিত্র * (২। পবিত্র-ভাবে, বিশুদ্ধ-ভাবে)	২২৯২ ২৩৫৮	পরিহর—১। পরিত্যাগ করিতেছ	৫৬০৮
নৈল (নহিল)	৪২৯৪	২। পরিত্যাগ কর	৫১০১
ভায় * (বিবাদের মীমাংসা)	৩৪৭৫, ৩৭১৭	পরিহার * ১। ক্ষমা	১৬
[প]		২। ক্ষমা-প্রার্থনা	৪৪০, ৩১১১
পক্ষাপক্ষ (পক্ষপাত)	৩৭৯০, ৩৭৯৪	পরিহাস * (ঠাট্টা)	৩৪৫২, ৬৮১৫

পরে (সং উপরি) হইতে) উপরে	২২০৫	পারষ (সং 'পারি' ধাতু) পারে	৩৬৫৭
পৰ্য্যায়িত * (বাদি)	২২২২, ৫২৪৭	পার্বিষ * (মুত্তিকা-নিষিত)	৬৫০১
পহ্লাদ (প্রহ্লাদ)	৫	পার্ব্যমাণ * (সাধ্য)	৬৪৪৫
পাই (পাইয়া)	১০৮২	পালি (সং 'পালি'—প্রান্ত) প্রান্ত	পং ৬৮৫
পাইছ (পাইয়াছে)	১০৩	পাষণ্ড * (অধাৰ্শিক, ছুট)	৫৩০৫
পাইছে (পাইয়াছ)	১৬৬২	পাষণ্ড (সং 'পাষণ্ডা হইতে) পাষণ্ডা, অধাৰ্শ	.
পাইতা (পাইতে)	৩৭৬৫	কাৰ্য্য	৩৫৪৭
পাইল (পাইলাম)	৪৭২৭	পিণ্ডলী (সং 'পীত' হইতে) পীত বর্ণ পুষ্প বিশেষ	৩৪১
পাইলু (পাইলাম)	৫০, ৮০	পিয়া (সং 'প্রিয়' হি, টৈং, 'পিয়া') প্রিয়তম	৭৮৩৬
পাও (সং 'পাদ', প্রাং 'পাঅ') পদ	৬১০২	পিয়ে (সং 'পা' (পিব) ধাতু) পান করে;	১৮১৩
পলমে (পলকে, নিমেঘে)	৪৭২৫, ৬৪৭৭	পিরিত্তি, পিরীত, (সং 'প্রীতি')	.
পশিলা (প্রবেশ করিল)	৪২২	১। প্রেম,	৭২৩, ৩৪৬৩, ৫০৭৫,
পসর (সং 'প্রসার' হইতে) প্রকাশিত, আলোকিত	৩৩১৬	২। প্রীতি, হর্ষ,	৫৪৮২
পসার (সং 'প্রসার'—যাহা প্রসারিত করা হয়)		পৌন * (স্থল)	৫৪৮
পণ্য-দ্রব্য	১২৮০, ১২৮২, ৩২৩২	পুছ (জিজ্ঞাসা কর)	১৮১২
পাক * ১। (শুভ পরিণাম)	পং ৬৬৫	পুছিয়া (জিজ্ঞাসা করিয়া)	২৬৩৭
২। (অশুভ পরিণাম)	৩৮২০	পুছিল (সং 'পুচ্ছ' ধাতু) জিজ্ঞাসা করিল,	.
পাণালি (য়া)—প্রকাশিত করিয়া, ধুইয়া		পুছিলাঞি (পুছিল অং) জিজ্ঞাসা করিলেন	৭৬৪১
	৩১৬৮, ৬২৩৮	পুছে (পুছিল অং) জিজ্ঞাসা করে	৫৮৭
পাঞ্জর (সং 'পঞ্জর') পাঞ্জরা	৭৮৮, ৫৪৭২	পুট * (যুক্ত)	১৩৫১
পাট ১। (সং 'পট্ট'—রেশম)	৫২১, ১১২০	পুটাজলি * (ঘোড়-হাত)	৭৮১৪
২। (সং 'পাটিত' হইতে) তক্তা	২০৮০	পুণ্য-শ্লোক * (পবিত্র)	৮, ৩২,
৩। (সং 'কপাট হইতে কপাট	২৩৭২	পুত (কাচের ছোট-ছোট দানা)	১১২২, ৪৮২২,
পাটেশ্বরী (সং 'পট্টেশ্বরী') রাজার সহিত সিংহাসনে		পুনি (সং 'পুনঃ')	৮৭, ৩৫৩,
"বসিবার অধিকারিণী প্রধান রাণী,	৮৬৩৮	পুন্স্কার * (অগ্রে স্থাপন)	৫০০৮, পং ১৭২৬, (৪২৮)
পাঠক * (শাস্ত্র-পাঠ-কারী, পড়ুয়া)	পং ১৫২১, ১৫২৪	পুলক * (রোমাঞ্চ)	৮৩৭৭
পাত'—(সং 'পাত' ধাতু) বিস্তার কর	১২৪১	পুলকিত * (রোমাঞ্চিত)	৮৪৮৫
পাত * (নিপাত, বিনাশ)	১০৮	পুলিন * (তট)	১০২৫ ৫০০৫ ৫০১০
পাতকী * ((পাপিষ্ঠ)	১৫৮৭	পুল্লু (সং 'পুল' ধাতু) পুলা করিলাম	৫২
পাতল (সং 'পতল' হইতে) পাংলা, গুরুত্ব-শূন্য	৫৬১১	পুর্ণি (পুর্ণিয়া)	৪৪১০
পাতিয়া (পাত' প্রাং) বিস্তার করিয়া	১২৩২	পুৰি (পূরণ করিয়া, শুণন করিয়া)	৮০৭১
পাতিয়ান (সং 'প্রত্যয়ন') প্রত্যয়, আশ্রয়, ৭৫০২, ৮৩৩৭		পুৰিল (পূর্ণ হইল)	২৩৬৫
পাতিহ (পাতিও, বিফার করিও)	৩৫৪৭	পূরে (সং 'পূরি' ধাতু) বাহু-পূর্ণ করে অর্থাৎ	.
পানী (সং 'পানীয়') জল	২৬৭, ১০০৪	বাজায়	২৪৭
পায়র * (অধম)	৬৩৭২	পুণিত (সং 'পূর্ণ বা 'ইত') পূর্ণ, পূরিয়া	
		(পূর্ণ করিব)	২১৩৮ ৫২৫

পূৰ্ণ-ক্ৰম * (পূৰ্ণ-রীতি)	১৮৬৫, ২৪০১, ৬৬২৬	প্ৰবেশলু (স 'প্ৰ+বিশ' ধাতু) প্ৰবেশ কৰিলাম	৭৫
পূৰ্ণাপৰ * (পূৰ্ণ-বৰ্তী ও ধৰবৰ্তী অৰ্থাৎ সকল বিষয়)		প্ৰমাদ (স 'প্ৰমাদ—অনবধানতা ; উহা বিপদের হেতু, বলিয়া পরে 'বিপদ' অৰ্থ আসিয়াছে) বিপদ	৭৫
	৬১৪২, ৭৭৩৪		
পৃষ্ঠিত (পৃষ্ঠে)	৫৩৪		১৮২৪, ৬৭৪০
পূৰ্ণ (পূৰ্ণিমা)	৪৪১০	প্ৰমাণী (স 'প্ৰমাণ'+অ) বিপদের অন্তিম ণ বা	
পেখন (স 'পক্ষম,' পা' 'পেক্খন') ১। পেখম	১২০৬	জনায়জী	১৬৪, ৩৬৬৭
২। (আড়ধর-পূৰ্ণ সজ্জা)	২০৬৬	প্ৰমুখে (স 'প্ৰমুখাৎ') মুখে, মারফতে, প'	১৬৪২
পেলা-পেলি (স 'পেল' ধাতু) কেলোফেলি	৫০১৪	প্ৰমোদ * (মানন্দ)	২৩৩৩
পৈত্ৰি—(ন 'পরি+ধা' ধাতু, হি', মৈ' 'পহিব' ধাতু, ক' কী' 'পহৌ')		প্ৰলয় * ১। সৃষ্টির বিনাশ	৮৫২১
১। পরিয়া	১২৪৪	২। বিনাশ	৭৩২৪
২। পরি	৪২৬৩	প্ৰসঙ্গ * (উল্লেখ)	১৬২৫
পৈত্ৰিছ (পরিয়াছ)	৫৩০, ৫৬০	প্ৰসঙ্গ * (প্ৰকাশিত)	৭০১৭
পৈত্ৰিমু (পরিব)	১১২১	প্ৰসবিলু (প্ৰসব কৰিলাম)	৮৩
পৈত্ৰিল (পৰিল)	৩৪৫, ৫১৬৪	প্ৰসজ্জল * (স 'প্ৰ+জ+উজ্জল') প্ৰকট-রূপে উজ্জল	৪৩০৩, ৪৩০৪, প' ৬৮৭
পোষাণিয়া (স 'পোষণ হইতে জাত' 'পোষণ'+ 'বা' 'ইয়া') পোষিত	৭৮১৪	(প্ৰসূতা * (কৃত-প্ৰসবা)	৪২১৮
প্ৰকাৰ * (প্ৰতিকাৰ)	১৮৭, ৩২২, ২৪৭৬	প্ৰাণ (স 'প্ৰাণি') হৃৎ	১২৫৭, ৫৩৭৪
প্ৰকাশ * (প্ৰচাৰ)	১২৪১	২। প্ৰেম	প' ১৬১২
প্ৰকোষ্ঠ * (বাটীর প্ৰবেশ দ্বাৰের পাৰ্শ্ব-স্থল)	৬৪০২		
প্ৰচণ্ড * (প্ৰবল)	২০৮১	ফ	
প্ৰচরিল (স 'প্ৰ+চর ধাতু') প্ৰচাৰিত হইল	৬৩১২	ফলবন্ত (ফল-যুক্ত বা ফল উৎপাদনের যোগ্য)	৮২৩০
প্ৰচাৰ * (প্ৰকাশ)	১২৩২	ফালন (স 'ফল' ধাতু) উৎপন্ন হইবে	৩৪৭৭, ৮৫৫৫
প্ৰণতি-পূৰ্ণক * (যৈ কাৰ্য্যের পূৰ্ণে প্ৰণাম রহিয়াছে—		ফাণ্ড (স 'ফন্ড') আৱার, ফাগ	৬৪৬২
ব' বা' স') প্ৰণয়ন	১৬, ৪৮	ফান্দ (স 'বন্ধ' হইতে) ফাঁদ, পক্ষী প্ৰভৃতি ধরার' অস্ত	
(স 'প্ৰ+নম' ধাতু, 'হ' উত্তম-পুৰুষের ক্ৰিয়া স্বচক ;		ফজ্জ-নিৰ্ম্মিত যন্ত্ৰ	২৪৬
হি' 'কবুতা হু' ইত্যাদি তু') প্ৰণাম কৰি	১	ফুক (স 'ফ+ক' হইতে)	২৩৩২
প্ৰতিকাৰ * (প্ৰতিবিধান)	২৬০৩	ফালাইল (ফেলাইল)	১২১, ৬০১০
প্ৰতীত (স 'প্ৰতী'তি') প্ৰত্যয়,	৮৪৪০	ফালাও (ফেল)	২০৭৭
প্ৰণক * ১। কপট	৪৩৫২, প' ৮৮৩	ফালায় (ফেলে)	২০৭২
২। বিতান	৪৭১৬		
প্ৰবন্ধ * (প্ৰবন্ধ)	৩৮৫৮	ব	
প্ৰবীণ ১। বড়	১৪১	বহুলিত, স 'বহুলিত' 'বহুল—হইতে বা' 'বোল' তু')	
২। অধিক	৫৮, ১১৮১, ২৮৫৪	বহুল-বিপষ্ট,	৮১০৩
৩। নিপুণ	১৬০২	বক * (প্ৰতিকূল)	৩৬৫৬
		বহুৱাজ (পদ-ভূষণ-বিশেষ) ,	৭৪৬২
		বক (স 'বৃৎ' ধাতু, বৰ্ত্ত, 'অপ' 'বক' 'বক') অবস্থান	
		কর	৮২২৬

বকন ('বক্' ঙ্') অবস্থান, স্থিতি	১৩৩	বরিহা (স্ 'বহ্') ময়ূরের পৃচ্ছ	১৫৩২
বকিও (স্ 'বক্' ধাতু হইতে) প্রবঞ্চনা করিও	১২৩২	বরী (স্ 'বহী') হইতে ময়ূর	১৬৫৮
বকিব ('বক্' ঙ্') অবস্থান করিবে	৩৮০	বন্দীক-শখর * (উই-টিপি)	২৪৫২
বকিম্ ('বক্' ঙ্') অবস্থান করিব	১৪৩০	বলাৎকার * (বল-প্রয়োগ, জুন্ম)	পা ১০৪৮
বকিলাম ('বক্' ঙ্') অবস্থান করিলাম,		বস্তিবার (স্ 'বৃৎ ধাতু) বাঁচিবার	৩২৬২
বড় (স্ 'বড়্' অপ' 'বড্')		বলো (বলি)	২১৩৬
১। জ্যোষ্ঠ,		বর্ষর * (মুখ')	১৮২১
২। অত্যন্ত,	১৫	বলাই (স্ 'বল্') বল-দেব, বলরাম	১২৫৪
৩। উচ্চ, উচ্চ-শব্দ	১৮৭০	বশ(শৎ) * (বশীভূত)	২২২০, ৫৩০২, ৫৫০২
বড়াই (বড় + আই—বড় মা)		বহু (স্ 'বহ্') আট সংখ্যা	৮০২১
মাতামহী	২২৬, ৩৪৬০, ৫৭৮২	বসিছে (বসিয়াছে)	৪৮২, ৭৫৮, ১৫৩৭
বত্তিশ (বত্রিশ)	৫৪৭২	বসে (স্ 'বস্' ধাতু) বাস করে	১৩৮৯
বদল (আ' 'বদল্') বদল, বিনিময়	৬৮২৮	বসতি * ১। (গৃহ)	৪৩০৭
বধি (বধ করিয়া)	৭৭	২। বাস	৪৭৮৪
বনিতা * (স্ত্রী)	২৩২৩	বাহ (স্ 'বাহ্') ব্যতীত	৪২৭০
বন্দল(লা)—বন্দনা করিল		বহুমলা (বহ মল আছে বাহাতে—এই ব্যুৎপত্তি—	
বন্দি (স্ 'বন্দ্' ধাতু) বন্দনা করিয়া	১৬২২	জাত কল্পিত শব্দ) শৈবাল, শেঙল।	২২৫৬
বন্দী (স্ 'বন্দী') কারারুদ্ধ, কয়েদী	৬৭২৩	বাও (স্ 'বাত্' প্রা' 'বাজ্') বাতাস,	২০৮১
বন্ধ (স্ 'প্রবন্ধ') চেষ্টা, যত্ন	৩০২	বাও (বাহ)	২১১৬
বন্ধ (স্ 'বন্ধু' শব্দ হইতে) বন্ধু	৩৭৭৩, ৫৫০৬, ৫৮০২	বাখান (স্ 'ব্যাখ্যান')	
বন্ধান (স্ 'বন্ধ') ভলী	৩৩৪৬, ৪৩৫৬	১। ব্যাখ্যা	২৪৫, ১৬০৪
বপু (স্ 'বপুন্') শরীর	৮৪১৮	২। প্রশংসা	৪৬৩, ৮৩৪৪, ৮৪৬০
বরাধিক ('বরোধিকা ঙ্') বৃদ্ধা	১০০৪	বাখানি (স্ 'ব্যা + খ্যা' ধাতু) ব্যাখ্যা করিয়া,	৪৬৮৭
বরোধিকা * (অধিক-বয়স্কা, বৃদ্ধা)	৪২২৮, ৫০৭৫	বাচ্ছলি (স্ 'বাত্ + সল্য, স্নেহ	৪৫০২
বর *—১। দেবতা প্রভৃতির আশীর্বাদ,	৪৩১, ২৪৬৪	বাজিতু (স্ 'বজ্' ধাতু) বাজিতাম,	
২। শ্রেষ্ঠ,	৪৫৬০, ৬৬৩৩, ৬৬৩৬	আবদ্ধ হইতাম	৭২৮৩
৩। পতি	৪১৬, ৩২০০	বাঝাইতে—(লাগাইতে)	২৩০৭
বর' (পতিষে বরণ কর)	১৮৮, ২৬৪৫, পা ৭২৭	বাজাঞ্চি—(বাজান)	৫৭৫৪, ১৫৬০
বরাবর (ফা' 'বরাবর্') সম্মুখে	৬৩০	বাদী (স্ 'বাজিন্' শব্দ—বাদী) বোড়া	১৫৬০
বরিখে (স্ 'বর্ধ' ধাতু) বর্ধন করে	৭৪৬৪	বাজিলু (বদ্ধ হইলাম)	৫৪৬৭
বরিম্ (বরণ করিব)	১০৫৬, ৩৭০৪	বাট (স্ 'বজ্' প্রা' 'বট্') পথ,	২১৩০
বরিষ (স্ 'বর্ধ' শব্দ হইতে) বর্ষ, বৎসর	৬০২৬	বাটোয়ার (স্ 'বজ্-মার' হি' 'বট্-মার')	
বরিষণ (স্ 'বর্ষণ')		'পলিকের উপর দক্ষ্যাতাকারী'	৪৫১৮
১। বর্ষণ,	৮০৬৬, ৮০৩৭	বাটোয়ারি ('বাটোয়ার' ঙ্') রাহাজানি, দক্ষ্যতা	৫৮৬
২। বৃষ্টি-পাত	৮৬২, ৭২৮১	বাটাইতু (স্ 'বর্ধ' ধাতু)	৩৭৫২

টিটাইলু (বাড়াইলাম) *	১৭২২	বিছইল (স 'বীজ' হইতে) পাখা	১২০২
তিত (স 'বার্ভা' হইতে) কথ্য	৬৬৭৬	বিচারিয়া (তালাস করিয়া)	২৬০২, ২৪০৪, ১৭২৮
বাদ * (স 'বাদ')		বিছানে (বিছানায়)	১৪৬৭
• - কলহ, বিবাদ • ৪৬১০, ৪৬১৭, ৫২২১		বিদারিলু (বিদীর্ণ করিয়া)	১৫২
২। অভিযোগ, দোষারোপ	৩৭৬৩	বিদিত (বিদ্যমান, গোচর)	১৭৩৮
বাদী * (প্রতিকূল)	১২২২	বিনাশি (বিনাশ করিল)	৩১৭
বান ('বস্ত্র' হইতে) বস্ত্র, বধীর ভাল,	১২২৭	বিপাক * (বিরুদ্ধ অর্থাৎ অন্তঃপর্যায়)	৮৫০
বাচ্চা (স 'বচ্চা' হইতে) বচ্চা' হইতে		বিবর্জিত * (বিহীন)	১৬২৭, ৮৪৪৩
স্বজাত-পুত্র।	৪২১৮	বিবশ * (নিরুপায়)	২৬৪০
বাচ্চা (স 'বচ্চ' হইতে) বচ্চক.	৫২৬, ৫২৮০	বিবেক * (তত্ত্ব-জ্ঞান)	৬২৩৬
বাচ্চিছে (বাচ্চিয়াছে)	১৫৫৮	বিবেক * (স 'বিবেক'—তত্ত্বজ্ঞান, উগ্র হইতে	
বাচ্চিলি (স 'বচ্চজীব) গাঢ় লাল-বর্ণ পুষ্প-বিশেষ	৫০৬	সংসারে বৈরাগ্য বা ঔদাস্য জন্মে বলিয়া,	
বাগ (স 'বগ্ন' প্রা 'বগ্ন') ১। পিতা	২৭৫৬	'ঔদাস্য' অর্থ আসিয়াছে) বৈবাগ্য, ঔদাত্ত	৫৮৫২
২। স্নেহান্বিতের সোধোদনে	৭৬০০, ৭৬০১	বিবেক-সঙ্ক * (ঔদাস্য-সাগর)	৫৮৫২ ৬২৩৭
বাপু ('বাপ' অ)		বিভা (স 'বিবাহ' হইতে) বিবাহ,	৮১৬২
বায় (স 'বাহ' ধাতু) চালায়	৭৩১৪	বিভূতি * অনিমা ইত্যাদি ঐশ্বর্য	২৩৫২
বায় (স 'বাদ' ধাতু) বাজায়	১৫৪৭, ৫৩৪২, ৭৪২১	বিভোর ('বিভোল অ') বিহ্বল	৮০২৭
বায় (স 'বাত' অপ 'বাত' 'বা') বাতাসে	১৫৩২	বিভোল (স 'বিহ্বল' হইতে) বিহ্বল,	
বায়-ক্ষেত্র (স 'বার' সমুহ, 'ক্ষেত্র'—নারী)		মত্ত,	৭৪৮৫, ৬৫৫০
বার নারী, (এখানে) স্বর্গ-বেশ্য,	৬৪৬৩	বিমর্শ (স 'বিমর্শ') বিচার,	
বালা * (নব-যুবতী)	৬০১, ৮৪৭৭	পরামর্শ	৫৭৫১
বার্ভা (স 'বার্ভা') সংবাদ	১৬৭৭	বিমর্শ (মঞ্চ-পৌড়া)	৫২১৫
বাস (স 'বাস' ধাতু) বোধ কর,	১৬১২, ২০৫৫	বিমান * (রথ)	৬৪৭৫
বাস * (নাসিকানায়িকার শয়নগৃহ)	৮৬৫	২। আকাশ-গামী রথ	৬৩৭, ২৪২০
বাসি ('বাস' অ) বোধ করি	৩৪২, ৩০৪	বিষু (বিষ-কল, তেলাকুচা ফল)	৫০১
হাড়ি (ডিয়া)—(স 'ব্য+বৃৎ' ধাতু,		বিষু (স 'বিষ') বিষ	১১০১
ব্যবৃত্ত' অপ 'বাউট' 'বাহড়') ফিরিয়া	৬৬৩১, ৬৭৫৬	বিরস * (অসন্তুষ্টি)	৫৫৩২
হা-দণ্ড (স 'বাহু'—ক্ষেত্রতত্ত্বের পরিভাষায়		বিরহিত * (স 'বিরহ+ইত')	
এক ভূজ ; 'দণ্ড' চারিহস্ত-পরিমাণ) যে		বিরহ-যুক্ত	৫৫৫০, ৫৬২২, ৫৬২০
চতুর্কোণ বেন্দীর বাহ বা ভূজ চারি-হস্ত-		বিরাজিত ('বিরাজ'-ভাবে অর্থাৎ সিংহাসনে	
পরিমিত	৬৩৪৭	স্থাপোশনে)	৪৬১৪
বিকাল (স 'বিকাল' হইতে অপরাহ্ন	৫৫১৭	বিরহিত * (স 'বি+রহিত') বিহীন	৮২১৪
কাল * (অস্থির)	২০৮২	বিরটি-সম্বতি * (উত্তর)	৮০৭৬
কর্কশ * (কুর্কশ)	২২৭, ৩২৬১	বিরূপ * (বিগত-রূপ, রূপ-হীন)	১৫৮৪, ১২১৬
বিকলিত (স 'বিকল' হইতে) বিকল, বিহ্বল	৬৭০২	বিলাপ (স 'বিলয় হইতে) ; বিতরণ কর	১৪১০

বিশিষ্ট * ১। বাণ	৩৩১	২। (সং 'উপ + বিশ' ধাতু) উপবেশন করে, 'সে', ২৭৫	
২। পাঁচ সংখ্যা	৮০৭১	বেটা (সং 'বীত') অর্থম ব্যক্তি, পং	৭২৩
বিষ (সং 'বিষ' বিষের ক্রিয়ায় সাধু) বেদনা	১২০৪	বোল (প্রা 'বোল্ল' ধাতু) বল	৪২৮
বিষয় (বিষয়-কার্য, চাকরি)	২৫৩	বোলয় (বলে)	২৭৪৫
বিসদৃশ * (অসদৃশ কার্য)	৩৬৪৭	বোলাইও (নিজস্ব 'বোল' ধাতু) জানাইও	৪০১২
বিসর (সং 'বি + স্র' ধাতু) বিস্মৃত হও	১৪৭৫	বোলাইয়া ('বোলাইও' অং) জানাইয়া	৩২৭৬
বিসরিতে ('বিসর' অং) বিস্মৃত		বোলি ('বোল' অং) বলিয়া	৩৫৬
হইতে	৭২, ৮০০	বোলিছে ('বোল' অং) বলিয়াছে	৭৪০, ৭৪২
বিসরিবা (বিস্মৃত হইবা)	১৮০১	বোলিহ ('বোল' অং) বলিও	২৮
বিসরিলা ('বিসর' অং) ১। বিস্মৃত হইল	১২১২, ৭৬২২	বোলু (বলি)	২১৪৮
বিস্ময় * (আশ্চর্য-বোধ)	২২৩	বোলে ('বোল অং) বলে	৫৫, ২৬৮
বিহঙ্গম * (পক্ষী)	৭৩২৮, ৭৬৫৭	বোলে ('বোল' অং) বাক্যে, কথায়	২৪৭
বিহনে (বিনে)	৩২০০	ব্যবস্থিত * (ব্যবস্থা-যুক্ত)	৬৪৫৬
বিহা ('বিভা' অং) বিবাহ	৭২, ১৫৮৬	ব্যাঙ্গ : সং 'ব্যাঙ্গ'—কপট) হইতে 'ছলে বিলম্ব,	
বিহিত * ১। উপযুক্ত	৬২৩৫, ৭৩৫৬	ও বিলম্ব' অর্থ আসিয়াছে) বিলম্ব	৮২৬, ১৮৫৮
২। সংযুক্ত	২৫৪	ব্রজ	
বিহান (সং 'বিভান' হইতে) প্রাতঃকাল	১৭১৪	১। বৃন্দাবন	১৫২৪
বিহার * (ভ্রমণ)	১৭৪৬	* ২। (ব্রজ-বাসী, ব্রজ-গোপ)	৪৬৭, ৬৩৫৮, ৬৩৮১
বুঝাইতা (বুঝাইতে)	৬৬৪	ব্রহ্ম-ভক্ত * (ব্রহ্ম-বিষয়ক শাস্ত্র)	৬১৪৪
বুঝিছ (বুঝিয়াছ)	৬১৬	ব্রহ্ম-বিচার * (ব্রহ্ম-জ্ঞান, অভেদ-জ্ঞান)	৬৫০৩
বুঢ়ী (সং 'বৃদ্ধা' প্রা 'বৃঢ়তা' হি 'বৃঢ়ী) বুঢ়ী	১৬২৫	ভ	
বৃন্দাবনী (বৃন্দাবনে বিরাজিতা, সম্বোধনে		ভকতি (সং ভক্তি) ভক্তি	৭৭৬
হৃদ-ইকারান্ত)	৭৫২৬	ভক্তিএ (ভক্তি ধারা)	২৭, ৪৭২
বেকত (সং 'ব্যক্ত') প্রকাশিত	৪০৫০	ভক্তি-পূরস্কার * (ভক্তি-পূরঃসর, ভক্তি-স্বীকৃতি)	৫০০৮
বেগ্নতা (সং 'ব্যগ্নতা') আগ্রহ	৬১৮৮	ভখি(খিয়া)—ভক্ষণ করিয়া,	৮১১২, ৮১২৬, ৮২৪৮
বেথিত (সং 'ব্যথিত') ব্যথার ব্যথী,		ভক্ষ্য * (খাদ্য-বস্তু)	৩৬৬৮
সম-বেদনা বিশিষ্ট	৩২৩৫, ৪২২০	ভঙ্গ * ১। (নাপ)	৩৫৪২
বেভার (সং 'ব্যবহার') আচরণ	৩২৬৮	২। (ভঙ্গী)	৭১১, ৬৩২৬
বেহাল (ফা)—ছুর্দশাপন্ন, পং	৬২৮	ভজিব (সং 'ভজ' ধাতু) সেবা করিবে)	পং ৬৭২
বোন্দ (ক)—(সং 'বন্ধু' হইতে) বন্ধু	১৩৬১, ১৪৫২	ভগুতাম (সং 'ভগুতা')	
বৈবস্বত * (স্বর্গ-পুত্র, যম)	২৫২	ভগামি, ক্রিয়ম ধার্মিকতা,	২৪২১
বৈয়া (সং 'বহ' ধাতু) বহিয়া	২১০৫	ভবারণ * (সংসার-সাগর)	২৭৬৬
বৈরী * (শত্রু)	১৮০০	ভয় * (নির্ভর)	৩৭৮৮
বৈসে—১। (সং 'বস' ধাতু)		ভরম (সং 'ভ্রম') ভুল,	৪২২৩, ৪৭২৫, ৮৩৪৫
বাস করে	১৩৮, ৪৬১, ৭৭২৬	ভরসা (ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধ ; হি 'ভরোসা') আশ্বাস	৮২২৪

ভরসে (ভরসায়ে)	২৭২৭, ৮৩৩৭	ভূজি (ভোগ করিয়া)	১৮১৪
ভরচর * (ভস্ম-রাশি, ভস্ম-স্থাপ)	৩১৫৭, ৭২৬৮, ৮১৫২	ভূজিল(লা) — (ভোগ করিল)	১৮৪১, ৩৩২২
ভাউ (স' 'জ', 'হি', 'ভৌ' প' সা 'ভাউ') ভূক	৪৩৬৩	ভূজিলে (ভোগ করিলে)	১৮২৭
'ভার্গবত * ১। প্রসিদ্ধ পুরাণবিশেষ	১২	ভূজ্জে (ভোগ কবে)	১৮:২
২। 'ভগবানের ভক্ত	২০	ভেটাইল (ব্যাপ্তিস্থি সন্নিহিত. বা' শ' কো' মতে. স'	
ভাঙ্গড় (ভাং-ধোব)	৪২০, ৫১৪০	'মেল' হইতে) ভেট দিল, উপহার দিল	৪৫৫৮
ভাঙ্গিব (ভাঙ্গিবে)	৫৮৭	ভেটিম্ (ভেট দিব, উপহার দিব)	৫৫২২
ভাঙ্গিয়ে (ভাঙ্গা যায়)		ভেদ * (রহস্য, গুহ্য-তত্ত্ব)	৩৪৭, ৮৩৭, ৬৫৩৪
ভাজন * (পাত্র) পাত্র, (নিন্দা অর্থে) অপাত্র	৪৫২২	ভেদি (স' 'ভিদ' ধাতু) ভেদ করিয়া	২৪৫৩
ভাঙিতে (স' 'ভঙ' ধাতু) প্রতারণা		ভেদিছে—ভেদ কবিয়াছে, বিদ্বিধ্যছে	২৫২
করিতে	১০৭০, ১৬২৭	ভ্রমিঞ (স' 'ভ্রম' ধাতু—ভ্রমতি) ভ্রমণ করেন	৬৪৬৮
ভাঙিবা (প্রতারণা কবিবা)	২৫৬৭	ভ্রমাইতে (স' 'ভ্রমি' ধাতু—ভ্রময়তি 'তুল'	
ভাঙিবারে ('ভাঙিতে' অ') প্রতারণা কবিবার		'বিকারিচৈতন্য ভ্রময়তি সম্মুখীয়তি	
জন্মে *	১০৬৫	চ' ঙ' চ') বিচলিত করিতে	৮৪০
ভাঙিম্ ('ভাঙিতে' অ') প্রতারণা করিব	৬১৬২	ম	
ভাঙিয়া ('ভাঙিতে' অ') প্রতারণা করিয়া	৬২৭২	মউর (স' 'ময়ুর', 'হি' 'মৈ' 'মোর') ময়ূর,	৭২২১
ভাব্য * (ভাবনা, চিন্তা)	২২৭৪	মকদন্দ * (পুষ্প-মধু)	৫২০, ২১৫৫
ভার * বোকা)	১২২৫	মজিয়া (স' 'মজ্জা ধাতু—মজ্জতি) ডুবিয়া	৮৭৬, ৭৭২১
ভাল * (লম্বাট)	১১৩৩	মজিল (মজিয়া অ') ডুবিল, মগ্ন হইল	৬৪২, ৬৪৩০
ভাল (লে) — (স' 'ভহ' হইতে স' 'পা' 'ভল'		মক * (মাঁচা, বেদা)	৬৬৭৭
তু' 'ভাঙ্গল-পুরিত-গল্লা ভলং জল্লতি মাত্তয়:'		মজ্জণ * (মজ্জণা, অতিমজ্জি)	৫৪৮৫
কা'প্র' ভাল	৬২২, ৬৪৭৫, ৭২২৭	মত্ (স' 'বৎ' হইতে) সপুষ, তুলা	৭২১২
ভাল-মনে (ভাল-মতে)	১৫৮২	মত্ (স' মত) সিদ্ধান্ত,	৭৩৭৫
ভালা ('ভল' অ') ভাল, উত্তম	৫৩৫৩, ৫৩৭০	মতি-নাশ (নষ্ট-মতি, মতি হীন)	১০৬
ভালাই ('ভাল(ল)' অ', 'হি' 'ভলাই') মজল,	প' ৮৩৮	মধু-পুর (বী) — মথুরা	২৪, ৬৭৪২, ৬২৪২
ভাসে (স' 'ভাস' ধাতু)		মধু-মাস * (চৈত্র-মাস, বসন্ত-কাল)	৬৩৪৩
১। প্রকাশিত হয়, মনে উদিত হয়,	৩১৫০	মন (মানস, মনের ভাব)	৮২২৭
২। উপরে প্রকাশ পায়	২৭১০	মনে-মন (তু' 'হি' 'মন' ঠা' মন') মনে মনে	
ভিগিল (স' 'মিদ' ধাতু, 'হি', 'ভিগ' ; অপভ্রংশে		৭৮৭৫, ৫০৪২ ৫০২৭	
'ম' স্থলে 'ভ' বিরল নহে) ভিজিল	১২২২	মন-হিত, মনোহিত — (স' 'মনোহিত') মনেব	
ভিত (স' 'ভিতি' হইতে) দিক্	১৫৪৬, ২৩০৬, ২৩৩৮	অভাষ্ট	২০২, ১৩৩০, ৩৫১০, ৮৫৮১
ভীত * ১। ভয়-মুক্ত,		মরম ' স' 'মর্য') ১। মর্য-স্থল	৮৩৪৬
২। (স' 'ভীতি' হইতে) ভীতি, ভয়,	৫২২, ৬০২২	২। মর্য-কথা	৭২৪, ৬৭৫৫, ৭২৫৮
ভীন (স' 'ভিন্ন' হইতে) ভিন্ন, পৃথক্	৬৭২, ১৫২৮	মরিল হয় (হয় তো মরিত)	৪৮৭১
ভূজি (স' 'ভূজ ধাতু' ভূজতি) ভোগ করেন	৬৩০৮	মরুত (স' 'মরুৎ') পবন-দেবতা	৬৫০০

যরোঁ (যরি)	৭৩১১	মুক্তি (স্ 'মুক্তি') মুক্তি, মোক্ষ	১৪৬
মৰ্শ * (গৃঢ় তত্ত্ব)	৭২৪০	মুকুর * (দর্পণ)	৩৬৭১
মর্দিলেক (মর্দন করিল)	১৮১১	মুখানি (মুখ-খানি)	৪৪১০
মধ্যাদা * ১। (সীমা, ধর্ম-জ্ঞানের সীমা)	৩৫৩৪	মুখ্য * (প্রধান)	৬৪৩২
২। (সীমা-রক্ষা, সম্মান)	৩৫৬২	মুগধ (স্ 'মুগ্ধ' স্বন্দর,) স্বন্দর,	৭৬৭২ ৮০৬২
মলি (স্ 'মল') ময়লা	৬৫১৭	মুগধী (স্ 'মুগ্ধ—মুঢ়') মুঢ়া, বুদ্ধি-হীন	১১৩৩
মহন্তর (স্ 'মহৎ + তর') অধিক মহৎ	৪৩২২, ৪৪৪২	মুঞ্জরে (মঞ্জরী-বৃক্ষ হয়)	১৫৬৩
মহন্ত (স্ 'মহৎ' 'মহান্তঃ') সাধু,	প' ৬৫৬, প' ৬৫৮	মুড় (স্ 'মুঢ়') অধম,	৭৮৬৫
মহারন্ত * (স্ 'আরন্ত'—তরা) অতিশয় তরা	৬৩২৩	মুজিত * ১। নিম্নলিখিত, মুদিত)	৩৮৫ ৭৬২
মহাশয় * (মহাত্মা)	২৩৮৮, ২৩২৫	২। (অদৃষ্ট)	৫০৩
মহাসত্ত্ব * (মহাত্মা)	২১২	মুররি * (মুরলী এক-প্রকার বাঁশী)	৩৪৭০ ৬৭৩২
মাও (স্ 'মাতা' প্রা' 'মাঅ') মা	৬৮, ৪৫২৪	মুরালি (মুররি ত্র')	১৫৪০
মাধো (স্ 'ম্রক্ষ' ধাতু) মাধি	৫৫১৫	মুষ্টিয়ে (স্ 'মুষ্টি') মুষ্টি মুঠের দ্বারা	৬৬২
মাগন (স্ 'মার্গণ' হইতে; 'দান' শব্দ তু' ;		মূল (স্ 'মূল্য' হইতে তু' হি' মোল) মূল্য	৫১৮
'দান' প্রভুর প্রাপ্য 'মাগন' 'দানো' বা দান-		মূল * ১। (আকার)	৭১৪১ ৭১৬১
সংগ্রাহকের প্রাপ্য) তোলায় জিনিস	২০৭১, ৬৮৭৬	২। গোড়া	৮১২ ১০০৩
মাঞ্জিল (স্ 'মার্জিত হি' 'মাজ্জা')	৬৬১৭	মৃত (স্ 'মৃতক') মৃত-দেহ	২৩৫
মাধুরি (সমাধুর্য উ' 'মাধুরিয়') মধুর ভাব	৭০২২ ৭৭২৫	মেলা (স্ 'মেলন হইতে) একত্র সমাগম	৭৫৫২,
মানস * (মনের বাহা)	২১৩৮	মেলানি (স্ 'মেলন হইতে; বিদায় অন্তত	
মানা (আ' 'মনঅ') নিষেধ	২০৬০ ৫৫৪৪	বলিয়া তৎপরিবর্তে বিপরীতার্থ শব্দের	
মাক্কা (স্ 'মধ্য' হইতে) মধ্যভাগ, কটি	৫৬২	ব্যবহার) বিদায়	১৪৩৮ ৪৪২২ ৬০৪২
মাছ—(মানি)	৪৩৫৫	মেলি (মেলিয়া)	৪২৮৩
মাজ্জা (স্ 'মধ্য' প্রা' 'মজ্জ' হি' 'মজ্জা') কটি প'	২৬:	মেলিলা (খুলিলা)	২০৮৪
মানো (নো)—মানি	৪৮৩২	মৈলা (স্ 'মলিন' হইতে) মলিন	৮৪৩২
মারিলু হয় (হয় তো মারিতাম)	৬৬২০	মোক(কে) আমাকে	
মার্জিত * (স্বর্ধ্য)	৮৫২১	মোচন * ১। উদ্ধার,	৪২২৫
মালতী * (চামেলী-পুষ্প),	১৪১১	২। পরিত্যাগ	৪২২৮
মিনতি (স্ 'বিজ্ঞপ্তি প্রা' 'বিলতি হি' 'বিনতি')		মোত(তে)—আমাকে	১৬৩২, ২৮৬২
কাতর নিবেদন	৭৪৮	মোর (আমার)	১৫৭১
মিলিলা (স্ 'মিল ধাতু') উপস্থিত হইল	১৫০৮	মোহিত * (মোহ-মুক্ত) মায়া-মুগ্ধ	৭০৭৬, ৭০৭৭
মিলে ('মিলিলা' ত্র') উপস্থিত হয়,	২৩৮ ১৪৮২	মোন * (নিঃশব্দতা)	১৮৩৪
মাগো (স্ 'মার্গ হি' 'মাজ্জা' ধাতু) মাগি, যাচঞা		য	
করি	৭৮২১	যজু (স্ 'যজু') বেদ-বিশেষ	২৭১৫
মুই (মুঞি, আমি)	৭২ ৭৮২ ২২৭	যত (সং 'যতি') সতল	১৫২৯
		যত ইতি (যত কিছু)	১১৩

বৈতৈক (সং 'বতি'—বার্ধে 'ক') বত কিছু	১৩	রমণ * ১। পতি,	৫০১৭,
বধা-তথা (সং 'বজ তজ') যেখানে সেখানে	২২	২। সন্তোাগ,	৫৩৫৮
ববে (সং 'বদা' হি জব) বখন	৬১, ২৬৪৬	রস * ১। অমৃত,	৮৪২২
বাইমু (বাইব)	৪৩, ৫০	২। রস-মুক্ত কোল,	১৩৫৫, ৭৭৪০,
বাউ (সং 'বা' ধাতু-বামি) বাই	৬২৫৬	৩। অমুরাগ,	৭৮৪২,
বাউকা (বাউন)	৫৮০২, ৬০২২	৪। বিষ,	৭২১০,
বাইব (বাবে)	৫৮২	রসান (সং 'রসান' হইতে) রসের আকর,	৭৮০৭,
বাঞ্ছ (বাঞ্ছন, বান)	১৫২৫ ৩১৮। ৫৭২৩	রাসিক * (রসজ্ঞ)	৫০১৭,
বাবা (বাইবা)	৬৭৫৬	রহস্য * (গুহ-তত্ত্ব)	১২৮২, ৭৩৮৮
বামু (বাইব)	১৩৭৫ ৬৬২	রহাইল (খামাইল)	৮৪১৫
বৃগতি (সং 'বৃক্তি' বৃক্তি, পরামর্শ	৫২৪৫	রহিব (রহিব)	৮১৩,
বৃগাদ্য * সত্য ইত্যাদি বৃগের আরম্ভের তিথি,		রহিলু (রহিলাম)	৫০০,
এখানে কলির আরম্ভের মাঘীপূর্ণিমা তিথি)	৬৩৪৬	রাও (সং 'রাব' হইতে) রা, শব্দ,	৪৫২৩, ৭৮১৫
বুড়িল (সং 'ব্রোট' বা 'যোড' ধাতু হইতে)		রাখিছে (সং 'রক্ষ' ধাতু) রাখিয়াছে,	১৬৪৭, ৬৪১০,
সংলগ্ন করিল	২৮২	রাখিতে (রক্ষা করিতে)	৩৪৬৮,
বৃষ্ম (সং 'বৃজ' ধাতু বৃজ্যতে) যোগ্য হয়,		রাখিবা (রক্ষা করিবা)	৩৪৭১,
	৬২৫ ১২৭০ ৭৬৩৭	রাখিল (রক্ষা করিল)	৭২,
ঘেন (সং 'ঘদ' শব্দের তৃতীয়া-বিভক্তির রূপ		রাহিলু (রক্ষা করিলাম)	৫৩৬
'ঘেন' হইতে) ঘেনন, যে প্রকার	৬২২	রাখী (সং 'রক্ষিকা') রক্ষা-কারিণী,	৫২৩৮,
ঘেন-মতে (ঘেন+মত; 'ঘেন' ও মত ঙ)		রাখুকা (রক্ষা করণ)	৭৭১৮, ৮৩৭৬,
যে প্রকারে,	১৬১৭, ৫১৫০	রাঙ্গা (সং 'রঙ্গ' হইতে) রক্ত-বর্ণ	২৫৬৮
যেমতে (যে প্রকারে)	৬৭	রাগ * (সং 'রাগ' হি বা 'রাগ') রাগ রাগিনী	২২২৬
বোপান (সং 'বোগ' হইতে) জটুলা, সহযোগ	৫২১ ১০১৪		২৩১৬
বোগান ধরা (ক্রিয়া)—এক-যোগ হওয়া, জটুলা		রাগ-লেখ * (মুদ্রি-ধারী রাগ-রাগিনী-সমুহ) . ২৩১২, ২৩১৩	
করা	৫২১ ১০১০	রাখোয়াল (রাখাল)	৪৩০৮, ৮৩১২,
বোড় ('বুড়িল' ঙ) যুক্ত, বন্ধ	২৩৭২ ২৪৮৫ ২৫১২	রাখোঁ। (রাখি)	৬২২২
বোড়া (সাপী, সর্পী)	৪২১৫	রাজঘটা (সং 'ধট্ট' শব্দের ঘাট' অর্থ হইতে ঘাটের	
বোড়ে ('বুড়িল' ঙ) ঘোটে	৩২৬০	পথ ও পরে শুধু 'পথ' অর্থ উৎপন্ন হইয়াছে)	৩৩৮
বানি * (ত্রী-জননেশ্বর)	১৮৬৬	রায় (সং 'রাজ' প্রা 'রাজ্য' অপ 'রাজ' 'রায়')	১০০
র		রাতুল (সং 'রক্তল' হইতে) রক্তবর্ণ,	৭২৫
রজ (সং 'রজ') কোড়ক,	৩২১, ১৩৫৫, পং ১৬২৬,	রাজন (সং 'রাজন শব্দ) রাজা	২৩২২,
রজন * (আনন্দ—দায়ক)	৭৮২২, ৭২০০,	রায় (রাও' ঙ) শব্দ,	৭৩১৫,
রজন ('রজ' হইতে) রজ,	৫০২৩	রীত (সং 'রীতি' হইতে) রীতি, রকম,	১৩১২, ১৬১২,
রতি * ১। কাম-দেবের পত্নী,	৩৪৭,		৩৭৬৩
২। সন্তোাগ,	১৩৬৬, ১৬৪২,	রুদ্ধিলেক (সং 'রুদ্ধ—বদ্ধ' ধাতু) রোধ করিল,	৬৮৮

রৈবা (রহিব)	৫২৩৬	লাগ (স 'লগন হইতে) সাক্ষাৎ, ২৩০২, ৩৫৩৮, ৩৫১৭	
রৈলা (রহিল)	৫২৩৮	লাগি (স 'লগ' ধাতু হইতে) অস্ত্রে	১২, ১৪৭৬,
যোগ (স 'রুত—পশু-পক্ষাদির অব্যক্ত শব্দ, অপ')		লাগিল (স 'লগ' ধাতু)	
যোট' 'যোড' 'যোল') অব্যক্তশব্দ,	৭৬৫৪	১। লয় হইল, প্রযুক্ত হইল	০২৮,
যোহিণী * ১। (বলরামের জননী)	১৬২০	২। ভার বোধ হইতে লাগিল	৬৬১
২। চক্রে'র প্রিয়তম পত্নী	২২০৬	লাগে (প্রযুক্ত হয়)	২০, ২৬৪, ৩৫১২
৩। (রক্ত)	৮০২১	লাগৌ (লয় হই)	৪০৮৭
ল		লাসে (স 'লাস্ত' হইতে) লাস্ত্রে, লালায়,	৫৭৪,
ল (লো)	১৫৫৫	লিখিছে (সং 'লিখ' ধাতু) লিখিয়াছে, অঙ্কিত	২
লক্ষ্য * (অবলম্বন)	১৭৩৮	করিয়াছে	৫৩১
লজ্বিতে (স 'লজ্ব' ধাতু অতিক্রম করা, উঃ।		লোন * (লয়-প্রাপ্ত, গুপ্ত-ভাবে স্থিত	২০, ৭৪১৭, ৮৩১৬,
হইতেই ধ্বংস বা সন্তোষ অর্থ আসিয়াছে)		লেনি (প্রা' বা 'লেখা' (গণনা বা হিসাব) তু')	
১। অতিক্রম করিতে,	৪৭০, ১৩২৩	গণনা করি,	৬৭৭৭
২। সন্তোষ করিতে,	২২২, ১৮৭৫,	লেখা * (গণনা)	৬৮৭৫
লজ্বিবধর ('লজ্বিতে' অ') সন্তোষ করিবার,	২৮৮	লেখিছে (লিখিছে অ')	৫৩৩
লজ্বিল ('লজ্বিতে' অ') সন্তোষ করিল,	১২৬১	লেয় (স 'লা' ধাতু হইতে) লয়	২৪৮
লজ্বে ('লজ্বিতে' অ') সন্তোষ করে,	৪৩২১, ৪৩৩৬	লেহ (লও)	৭৪৬৫
লজ্বিত * (স 'লজ্বা'—ইত লজ্বা-যুক্ত ৫২৩ ৬৫৪, ১৮৬১		লেছ ('লেয়' অ') লইয়াছে	৫৬৩
লগু-ডগু (স 'লগু' ধাতু 'উৎক্ষেপণে ও 'ডগু' ধাতু		লেছৌ ('লেয়' অ') লইতেছি	৪৩২৪
'প্রত্যারণে') বিপর্যাস্ত,	৫২৭৬	লেয়ু ('লেয়' অ') লইব	১৭২
লড় (স 'লড' ধাতু—কম্পনে) দৌড়	১৮৯৮	লেয়া ('লেয়' অ') লইয়া'	২১
লড়ি (প্রা' 'লঠি হইতে) ঘটি, লাঠী	৫০১৬	লেলা (লইল)	২৪
লনী ('লবনী' অ') ননী মাখন,		ল	
লবণ * (লবণ-লতার পুন্স)	১৪০৭	লক্ষ্য * (সাধ্য)	৩৩৩৮, ৬৭১৪
লবান (নী)—(স 'লবনীত' হইতে) ননী মাখন ১৭১১,		লক্ষ * (সমর্থ)	৪২২
	১৭১২	লক্ষ (ইজ)	৪৫৬৮
লভিব (স 'লভ' ধাতু) প্রাপ্ত হইব,	৪৩৮	লক্ষিণ * (ইজকে নিজ বিক্রমে পরাজয়-কারী	
লভিলা ('লভিব' অ') প্রাপ্ত হইল,	৮৮, ৪৪২	শ্রীকৃষ্ণ)	৮৫৭৭
লুড় (স 'লোড়' হইলে, অপ' 'লোড়' 'লুড়' অ'		লক্ষ্য * (শাখা)	৩৮৮১, ৪৮২২
প' রং শব্দ-স্চী অ') এখানে চুরি-করা বস্তুর		লক্ষ্য-কার * (শাখারী)	৪৮২২
পরিবর্তে কল্পিত বস্তু,	৩৭৮৬, ৩৭৮৮	লক্ষ্য-পাক (লক্ষের পাক অর্থাৎ পেট ; এখানে	
ললাট * (কপাল)	২১২৮, ২২১৩	লক্ষের পেটের যত বক্ত)	৬৭৮৫
লহে (স 'লভ' প্রা', অপ' 'লহ' ধাতু) প্রাপ্ত হয়,		লমন * (বয়-রাজ)	২৩২৭
লয়,	১৬১৭	লশবর * (চক্র)	২২০৬
লাথের (স 'লক্ষ' হইতে) লক্ষ-মুদ্রার,	২০৫৩	লীকু (স 'লক্ষ' হইতে) ললাকা, কাটা,	৪২৪২

শাক্তিরি* (সং 'শাক্তরী'—দুর্গা)	১২৬	২। শাকলো, মোটে	২৭১১, ৪২৪৬
শাপিছে (সং 'শপ' ধাতু) শাপ দিয়াছে	২১৫	সকাল * (শীত)	১৬৮
শাপিল (সং 'শপ ধাতু) শাপ দিল	৬২, ২২০	সঙ্কুচিত * (সং 'সং+কুচ' ধাতু, ভাবে 'কু')	
শিখর* (পূর্বভেদে চূড়া)	১৮১১	সঙ্কোচ	৭০
শিবেত (শিবে)	২০৭	সঙ্কম * (সন্তোষ)	১৮৩৩
শিরীষ* (পুষ্প-বিশেষ)	৬৬১, ৬২৫৫	সঙ্কীত * (গীত, গান)	২৩৬৮
শিখের (সং 'শিখ' হইতে) শিখার	৩৩০৪	সঙ্কোপে (সঙ্কোপনে)	৬৩৭
শীল* (চরিত্র)	৭২৪৪, ৮২৩৭	সঙ্কোচিত * (সং 'সঙ্কোচ'+ইত) সঙ্কোচ-বৃত্ত	
শুধানে (সং 'শুদ্ধ-স্থানে হইতে) শুধান	৪২২৩, ৭২২৭	সঙ্কনি (সং 'সঙ্কনী' হইতে) সখি	৭২২৫, ৭৪৮০
শুও* (শুড়)	২৬৫৬	সঙ্করে (সং 'সং+চি' ধাতু) সঙ্কিত করে	১১১৭
শুতে (সং 'শী' হি, মৈ, বা 'শু' ধাতু) শোয়	১২৭০	সঙ্করে (সং 'সং+চর' ধাতু) সঙ্কর করে	২২৮১
শুধিবারে (সং 'শুধ' ধাতু) পরিশোধ করিতে	৪৪২৭	সঙ্কিত-কুঠার * (কুঠার-সংযুক্ত)	৫৪৭
শুনি (সং 'শৃ'—শৃণোতি) শুনে	৩১২	সঙ্কম (সং 'সংকম' হইতে) সংকম	২২৩
শুনিছ ('শুনি' ঙ্র) শুনিয়াছ	১৬২৬	সত (সত্ব' হইতে) সত্ব-গুণ	২
শুনিছি ('শুনি' ঙ্র) শুনিয়াছি	২২১	সতত্তর (সং 'সতত্তর') স্বাদীন	৪৬৫৫
শুনিরে ('শুনি' ঙ্র) শুনি	১৮০	সত্য * (প্রতিজ্ঞা)	৭৪, ৪৭২, ৪৭৭
শুনিয়ায় (শুনিয়া)	৬৩১০	সদন * (গৃহ)	৫১৬৮, ৫২৮৮
শুয়া* (সং 'শুক' ঙ্রাং 'স্বা') টিয়া-পাখী	৪২৩২, ৫৭৬২	সদায় (সং 'সদা') সদা, সর্বদা	৭২৮৬
শুভ-ধ্বনি* (আকাশ-বাণী)	২৭১	সত্ততি * (সন্তান)	২৭৬৭
শুল-পাণি* (মহাদেব)	২৩১৭	সত্তাপী (সত্তাপিতা)	৮০৫৬
শুকার* (রতি-ক্রীড়া)	৫৪৩৫, ৭৪৭১	সন্তোষ (সন্তুষ্ট)	২৭
শুল * (পূর্বত)	৬৭০৮	সন্তোষিত * (সন্তোষ-বৃত্ত)	২১২৭
শুল (সং 'শল্য' হইতে) শেল	৩২৮৭	সন্দেশ * (সংবাদ)	৭৬৮৩, ৭৮৩৪
শৈশব * (বাল্যাবস্থা)	২৪৩২	সন্ধি * (মিলন, সাক্ষাৎকার)	৬০৭৮
শোভন * (শোভা-জনক)	৭৬৩	সন্ধি (সং 'অভিসন্ধি') বকন-কৌশল, ফন্দি	১৬৩৭
শ্রবণ * (কর্ণ)	২৩০৩	সন্ধান * ১। পরামর্শ	৩০১৩
ব		২। সঙ্কেত	৫৬২৬
বটি * (বাইট)	৭২৫২, ৮০০৫	৩। সংযোজন	৭৪, ৪৭২, ৪৭৭
বাটি (বাইট)	২৩২৬	সঙ্কর * (পুষ্টি মাছ)	২২৫৫, (৪৪১)
স		সবাই (সং 'সর্কে হি' হইতে) সকলেই	৬৬২৪
সংকার * (তত্ত্ব, অসি-সংকার)	৭২১৩	সবে—সং সর্ক' হইতে)	
সংহতি * (সহিত)	২৭৩৬, ৩০৭৭	১। সকলে,	৬, ২৪০২
সংহারিব (সং 'সং+হ' ধাতু) সংহার করিব	৩২	২। শাকলো, মোটে	১৬৪৬, ১৭০৬, ৭১২৩
সই ('সহি' ঙ্র) সখি	৭০৭	সমতা * (সম-ভাব, সাম্য)	৫৫৫৮
সকলে—১। সবে	৩৪৬৫, ৫১২৩	সমবায় * (সহযোগ)	৮৬৪, ১৮২০

সমধিতে (স 'সং+অধি' ধাতু) সমর্পণ করিতে	৪৫৭০	সহে (স 'সহ' ধাতু—সহতে) সহ হয়	৬৯
সমর্পণ (স 'সং+অধি' ধাতু) সমর্পণ করিয়া,	৬১	সাবী (স 'সাকী') সাকী	৩৭৭৮
সম-সর (সং 'সর—পতি') সদৃশ, তুল্য	৬১৪৩	সাক্ষে * (স 'স অক্ষ') সম্পূর্ণভাবে প	৪৪৪
সম্যকে (সকলকে)	২৪, ৪৪২৪	সাতছড়ি (স 'সপ্ত+ 'ছটা' হইতে) সাত লহরী,	২০৮৪
সম্মাধান * (কৃষ্যের নিরীহ)	১১৪১	সাত-পাত (সাত হইবে, কি পাত হইবে,—একপ	
সম্মাধি * (যোগ-ধ্যান)	৭৩৩১	ইতস্ততঃ)	৪৭৮৮
সম্মারে (সকলকে)	৮৭, ৮২৮	সান (স 'স্বন' হইতে) সানি,	৮০৮, ৫০৪৪
সম্মাহিত * (নিমজ্জিত)	৬৫২২	সান্তাইয়া (সান্ত্বনা দিয়া)	৭৫২৪
সম্মুহুর * (সমবেত)	৫২৬৪, ৩৪৪২	সান্তিতে (স 'সান্তি' ধাতু) সান্ত্বনা দিতে	৭৫৫২
সম্মুহিত * (স 'সং+উদিত (উজ্জ)) সম্যক উজ্জ		সান্তিবার (সান্তিতে জ্ঞ) সান্ত্বনা দিবার জ্ঞে	৭৫৪৪
অর্থাৎ পূর্ব-বর্ণিত	৫৭২৫	সান্তিয়া (সান্তিতে জ্ঞ) সান্ত্বনা দিয়া	২৭৩
সম্মুহ—উদ্ভব * (বিব)	৮২৩৬	সান্তে (সান্তিতে জ্ঞ) সান্ত্বনা দেয়	৪৪৬১
সম্পাটিল (স 'সং+পাট' ধাতু—বিহারণে)		সান্তিত * (সহিত)	৬২৬
সমাপ্ত করিল	৪১৪৫,	সাকল * (স 'সকল'+সার্থে 'ক' সকল	৬২৩১
সম্প্রীতি (স 'সম্প্রীতি') সম্ভাবে	১৭৩৩	সাকল্য * (সকলতা)	৩৩৫১
সম্বাদ (স 'সংবাদ')		সাকল্য (স 'সকল' বা 'সাকল' হইতে সকল ৪১৫১, ৭৫৭৫	
১। সংবাদ, খবর	৬২৪	সাবহিত * (অবধান-যুক্ত, মনোযোগী)	৫৬৫৫, ১২৭২
২। সম্ভাষণ	৬১৫	সাবহিতে (সাবধানে)	১২৭২
৩। সাড়া	৪২৪২	সাম (স 'সামন্') বেদ-বিশেষ	২৭১৩
সম্বিত (স 'সংবিত্') চৈতন্য, জ্ঞান	২৮২	সায়র (স 'সাগর প্রা 'সাগর') সাগর	১২৪২
সম্ভার * (আয়োজন)	৬৪২০	সারবা * ১। সরস্বতী	২৬৮৬
সম্ভাষণ * (আলাপ)	৫৬৪৮	২। জলেকরের মাতা	১০
সম্ভাষণ (স 'আলাপ' অর্থ হইতে 'প্রেম-আলাপ' ও		সাহস * (নির্ভয়ের কার্য)	১৭৭৪
পরে অর্থ 'সন্তোষ' আসিয়াছে) সন্তোষ ৫৩৩৭, ৬৫২৫		সিদ্ধাসন * (যোগীদিগের আসন-বিশেষ)	২৪৪৭
সম্ভাষা ('সম্ভাষণ, জ্ঞ')		সিদ্ধু * (সমুদ্র)	৫৮৫২, ৬২৩৭
১। আলাপ	৫২৭৩, ৫৮২৭	সিদ্ধু-উদ্ভব * (সমুদ্র-মধনে উদ্ভূত বিব)	৭২৭২
২। সন্তোষ	৫২৮৫	সিদ্ধু-হৃত * (সমুদ্র হইতে উৎপন্ন চক্ষ)	৫৭১১
সম্ভাষিয়া (সম্ভাষণ করিয়া)	১৮৬৬	সুভাজন * সুপাত্ৰ, কিন্তু বিজ্ঞপ্ত ব্রাহ্মহিতে স্পিরীত	
সন্তোষ * (রতি-ক্রীড়া)	৬৩০৪	লক্ষণ দ্বারা অপাত্ৰ)	২০
সম্ম * (সম্মান)	৫০৭৫, ৫৩০৭	সুহতি (স 'সুহত হইতে) রতি-ক্রীড়া	২০১৮ ৫৪১১
সরে ('স 'স্ব' ধাতু) চলে	২৩৫	সুহ-সেব * (সুহ-পণের সেবা বাহাতে ব' ব্রী)	
সরুধার ('স 'সরুধা' সকল প্রকারে)	৩৫৪৮, ৭৫০৩	সুহ-সেবিত	২৫২৬
সস্ব (গর্ভ যুক্ত)	৮২	সুহেরনী * দেব-জ্যেষ্ঠ শিবের পত্নী গন্ধা)	৫২৩
সহজে (স 'সহজ'—স্বাভাবিক) স্বভাবতঃ	৬১৭	সুসার (সুসার-রূপে)	৫৩৩
সহি (স 'সবী' প্রা 'সহী') সবী, সহি ২০২, ১২২০ ১২২৩		সুহায় (স 'সুহ' ধাতু—সুহরতি) সুহ দান করে	৩৫৩৬

স্বপ্নিকার * (স্বপ্ন-কারী, পাচক)	৭৩৩৭	হও (আছ)	২২০, ২৬৭
স্বপ্ন (সং 'স্বপ্ন' ধাতু, 'স্বপ্ন' বলে অশুভ করিত পদ) সৃষ্টি	৬৩২৬	হতান * (আশা নৃত)	১৮৩৬
স্বপ্নিল (সং 'স্বপ্ন', × বা 'ইল' 'জ' প্রত্যয়ের অর্থে) সৃষ্টি	৫২২২	হতে (প্রা 'হিতো' প্রা 'বা', ও 'আশা' 'হতে')	
স্বপ্নিলু (সং 'স্বপ্ন' ধাতু) সৃষ্টি করিয়া	৫২২৬	হইতে	১০৫৩, ১১০০
সে (সং 'সে' শব্দ হইতে, 'হি' 'সো' 'সে' 'সে')		ইতে ('হতে' প্রা) হইতে	২৫২২, ৪৪৩৮
সর্জন্য শব্দ	৬২২২	হনে ('হতে' প্রা) হইতে	২২৭৬
সে (অন্ত-যোগ-ব্যবচ্ছেদ অর্থে অব্যয়) ৫৩, ৫৫৭২, ৬২২২		হবি (সং 'হবিঃ') যুত	২১৫৭
সেবিবা (সং 'সেব' ধাতু) সেবিবে	৪৬	হয় * (অশ্ব, ঘোড়া)	২৬১০, ৩০২০
সৌভিন (সং 'সপত্তী', 'অপ' 'সব' 'স্তিন' 'হি' 'সৌতন' 'সোত') সপত্তী, সতিস	৮৫৪১	হরিবংশ * ১। বৎস-দেবের রচিত গ্রন্থ-বিষয়	২৮৪, ৮৬২৬
সৌদামিনী * (বিহ্বল)	৭২৮১	২। ভবানন্দ রচিত বালা কাব্য-গ্রন্থ	৮, ৭৮৮৫
স্ববন * (স্বব, স্ততি)	২৩৫৩, ২৩৫০	হরিল (হারাইল)	৮২৫
স্ববিত্ত (সং 'স্ব' ধাতু) স্বব করিতে	২৬০১	হরিষ ১। হর্ষ	৬৪৫১
স্ববিবা (স্বব করিবা)	২৬২৬	২। হর্ষ-যুক্ত	১৫, ৪৮৫, ৮১৩৬
স্ববিলা (স্বব করিল)	৮৫৮১	হাওর (সং 'সাগর' প্রা 'সাগর' পূ' বা 'হাওর')	
স্বব * (জড়ীকৃত)	১০২৮	'হাওর' বৃহৎ জলাশয়	২০৮৩
স্বী-কলা * (স্বী-জাতি-মূলত হাব-ভাব)	১০৬৫	হাকুলাইতে (সং 'আকুলা' ধাতু, 'হাকুলি-বিহুলি' তু) আকুলের মত আচরণ করিতে	৭৩৫০, ৮০৩২
স্বী-জিত * (স্বৈর, স্বীকৃত হার বশীকৃত)	৭৬৫৮	হা-পুতিয়া (সং 'হত-পুতী') পুত-হীনা	৭১৫৭
স্বকিত (সং 'স্বগিত') গতি-রহিত	২৫০, ৭৩৩৪	হারাইলু (সং 'হু' হইতে 'হারি ধাতু')	
স্বতন্ত্র * (স্বাধীন)	২৬২৫	খোয়াইলাম	১৭৮২
স্বতন্ত্রা (স্বাধীন, খেচ্ছা-চারিণী)	২৭৫৫, ২৭৬৫	হালে (সং 'হিল' ধাতু) কাপে	২০৮২, ৫২৭২, ৫২৮২
* ১। (স্বভাব)	৬৬৬২, ৭৫৬৪	হাসি (সং 'হাস্ত', উ 'হাসিয়')	২১১৬
স্বরূপ ২। (প্রার্থ-রূপ)	৬৩৪২, ৬৭৪৫	হিয়া (সং 'হয়', 'হয়')	৫৭৬৭, ৮১২০
স্বর (সং 'স্ব' ধাতু) স্বরণ কর	১২২৬	হীন * ১। (রহিত)	৭৭৬, ৮১৪
সরি (সরিয়া) (স্বরণ করিয়া)	১৭৬৪, ২৪৪৮	২। (অধম)	৪৮০২, ৭০১৪
সরিল (লা)—স্বরণ করিল		হয় * ১। (হয়)	২০৩৪, ২৩৮৭
সান (সং 'সজান' প্রা 'সব' 'প্রা' 'অপ' 'সজান')		২। হয় স্বরূপ, প্রাণ-স্বরূপ	৩৩৬৫
সোনা, চতুর	৪২১, ১০৭১	হেট (প্রা 'হেট্ট' 'হি' 'হেট')	১০
সবণ * (সাব, গলন)	৭২১৫, ৭৪৪২	অবনত	১৬৭৬
সবিবার (ধারা-রূপে বাহির হইবার)	২৫৮০	হেন (সং 'হিন্দু' বা এতাদৃশ প্রা 'এডিস' 'এআডিস' 'হি' 'মৈ', 'এয়া' 'হিন্দ' বা 'এহন' 'হেন') এইরূপ	২১৩২, ২২১১
হ (সং 'হি' যুগপতি 'ক্রম' বা 'ন' কো' গ্রহে ও শব্দে প্রা) ও,	৩৫৭৫, ৩৭৬৬	হেমন্ত (সং 'হিমবৎ' অণ 'হিমবন্ত' 'হেমন্ত') হিমালয়,	২৪৪৩
হইছ (সং 'হু' প্রা 'হো' ধাতু) হইয়াছে	৭৪৩		

হুমত-নন্দিনী—('হুমত' ঙ্গ) হিমালয়ের		হৈরা (হইরা)	৩৩
কভা পার্বতী	৫০০৮, ৮০২২	হৈল—১। হইল	১১
হর (স 'নিভাল' থাকু, হি বা 'নেহার')		২। হইলাম	১৬৩
থাকু) দেখ	৪৮০৭	হৈলা (হইল)	২০, ৬৮
হর ('হোর' ঙ্গ) এখানে	১৪০১	হৈলা হর (হর তো হইত)	৩৬১৩
হৈল (স 'হৈলা' শব্দ হইতে)		হৈলু (হইলাম)	০ ৭২
হেলায়	৭২২০, ৮২০৮	হোর (স 'অজ' ঙ্গ 'অখ' অণ 'অট্' ব্)	
হৈছ (হইরাছ)	২২১, ১২৭৫	'অড়' 'হোড়' 'হোর' (৭) ; পুং বা ঙ্গ	
হৈছে (হইরাছে)	১৫৮৫, ১৮২০	ঈ-ভাব্য 'এয়ার ভু') ১। এই, এখানে	০
হৈছেঁ (হইতেছি)	৪৪২৪		২১৩, ৭২৩৭, ৭৪১৭
হৈতে (পক্ষীর বিভক্তি)	১১০০	২। দৃষ্টি-অর্থে 'হের' শব্দের ভাঙ	০
হৈতে (হইতে, হইবার ভাঙে)	২৬৬৭	সাদৃশ্যে) দেখ	৭২২৪
হৈবা (হইবা)	৭৩	হোক (হউক)	১৮২৬
হৈব (হইব)	১৪৩৩, ১৪৩৪	হব * (অকজিম অকুহং অলাশয় ; (এখানে)	
হৈব (হইবে)	১৫৮১	গভীর গর্ত)	

